শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা

মাসিক কায়স্থপত্রিকা ও সমালোচনী।

[৮ম বর্ষ—৩য় সংখ্যা]

১৩২ বঙ্গাব্দ, আষাঢ় মাস।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

[এই সংখ্যার মূল্য সডাক ৶৫ আনা মাত্র] [বার্ষিক মূল্য সডাক ১।০ টাকা মাত্র]

সূচীপত্র

১৩২২ বঙ্গাব্দ, আষাঢ়

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

ঔ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

[মাসিক পত্রিকা]

৮ম খণ্ড। আষাঢ়, ১৩২২ সাল। ৩য়, সংখ্যা।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ইতিবৃত্ত। *

(পূর্ব্বানুবৃত্তি তৃতীয় প্রস্তাব)।

১। দৈনিক অমৃত বাজার পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সংস্থাপন সময়ে মধ্যে মধ্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন। কায়স্থ এবং বৈদ্যজাতি মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ মীমাংসা জন্য কলিকাতা টাউনহল সভায় উক্ত ঘোষ মহাশয় স্বজাতির পক্ষ বিশেষভাবে সমর্থন করিয়াছিলেন। এবং কায়স্থ ক্ষত্রিয় ও বৈদ্য বৈশ্য বর্ণান্তর্গত প্রতিপন্ন করিয়া ছিলেন। তদনন্তর সভা সমিতিতে উক্ত ঘোষজ মহাশয় যখন কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন করিয়া উপনয়ন সংস্কার গ্রহণের জন্য তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতেন, তখন কায়স্থের প্রাণে নব বলের সঞ্চার হইত, ফলতঃ তাঁহার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া বহু কায়স্থ উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে অদ্যাপি উপবীত গ্রহণ করেন নাই, ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয়?

২। মাননীয় স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার জন্ম হইতে উহার কৈশোর পর্য্যন্ত সভার কর্ণধার ছিলেন; সুতরাং কায়স্থ-সভার ইতিবৃত্ত মধ্যে তদীয় কার্য্যাবলীর উল্লেখ একান্ত আবশ্যক। এই প্রস্তাবের সর্ব্ব প্রথমেই বলিয়াছি যে কায়স্থের স্ব বর্ণোচিত সংস্কারগ্রহণের কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ জন্য একটী সভার অধিবেশন হয় এবং উহাতে উক্ত

* আমাদিগের কোন শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর এই প্রবন্ধের একটী প্রতিবাদ পাঠাইয়াছিলেন, উক্ত প্রতিবাদের সংশোধন আবশ্যক মনে-করিয়া আমরা ফেরত দিয়াছিলাম, কিন্তু অদ্যাপি তাহা ফেরত না আসায় মূল প্রবন্ধ মুদ্রিত করিলাম। সম্পাদক।

ঘোষজ মহাশয় যোগদান করেন। উক্ত সভায় উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ প্রস্তাবটীর অতিরিক্ত আর দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হয় অর্থাৎ চারি শ্রেণী মধ্যে অবাধ আন্তর্গণিক বিবাহ প্রথা প্রচলন এবং বরপণ প্রথার উচ্ছেদন। এই তিনটি প্রস্তাবের মধ্যে শেষোক্ত দুইটী প্রস্তাবে উক্ত ঘোষজ মহাশয় অসাধারণ উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

৩। এই সময় উক্ত ঘোষ মহাশয়ের কায়স্থ-সভায় যোগদানের একটী বিশেষ প্রয়োজন আমরা লক্ষ্য করি। তিনি ও শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র পরস্পর বিভিন্ন সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াও, কিছু কাল পূর্ব্বে তাঁহাদিগের মধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ কার্য্যে, তাঁহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায় মধ্যে অনেকের তীব্র দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। কায়স্থ সভাদ্বারা এইরূপ আন্তর্গণিক বিবাহ প্রথা অনুমোদিত হইলে তাঁহাদিগের এবং সমাজের বিশেষ মঙ্গল হইবেক ইহাই ঘোষজ মহাশয়ের সভায় যোগ দিবার একটী বিশেষ কারণ আমাদের মনে হইত। এই সময় হইতে উক্ত ঘোষ মহোদয়ের পরিচালনায় কায়স্থ-সভা শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু সভার মূল প্রস্তাব উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ সম্বন্ধে এই সময় যদিও সর্ব্ব সাধারণ কায়স্থের বিশেষ অনুরাগ ও আগ্রহ আমরা লক্ষ্য করিতাম, তথাপি কায়স্থ-সভা যেন ঐ প্রস্তাব সম্বন্ধে "সবুরে মেওয়া ফলে" নীতি শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করিতেন। সভার বাহিরের কায়স্থগণ, কেহ কেহ যখন উপনয়নের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন সভা "উপনয়ন গ্রহণ করুন" এই উপদেশ বিতরণ করিতে যেরূপ তৎপরতা দেখাইতেন "আসুন আমরা উপনয়ন গ্রহণ করি" বলিতে তেমন উৎসাহ দেখাইতেন না। ঘোষ মহাশয় কায়স্থের উপনয়ন গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া কায়স্থ সভায় বক্তৃতা করিতেন, কিন্তু আমাদের মনে হইত কায়স্থগণ অনেকে যখন উপবীত ধারণ করিবেন তখনও তিনি অনুপবীতী রহিবেন। আমাদের ঐরূপ মনে হওয়ার কারণ এই যে ঘোষ বাহাদুরের পৌত্র বিলাত হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেই তাহার প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার বিরুদ্ধ পক্ষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহানুভূতি তাঁহার পক্ষে প্রয়োজনীয় হইবে এবং উক্ত সহানুভূতি পাওয়ার উদ্দেশেই কায়স্থ-সভা হইতে তাঁহার কিঞ্চিৎ দূরে থাকিতে হইবে এবং সেই জন্যই তাঁহার উপনয়ন সংস্কার অচিরে সংঘটিত হইতে পারিবে না। কায়স্থ-সভা হইতে তিনি কিঞ্চিৎ দূরে থাকিলেও বিদ্বান্ প্রশান্তহৃদয় তেজস্বী লোকে পরিপূর্ণ কায়স্থ-সভা ঘোষ মহাশয় প্রতি ভালবাসা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না কিম্বা বিদ্যার্থী বিলাত প্রত্যাগতের প্রায়শ্চিত্তের ও বিরোধী হইবেন না, এই উপায়ে উক্ত প্রায়শ্চিত্ত ব্যাপারে তিনি উভয় দলের সহানুভূতি পাইতে পারিবেন।

৪। উক্ত ঘোষ মহাশয়ের কায়স্থ-সভার নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাইয়া, এইসময় কায়স্থ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ রাজা, মহারাজা, এবং অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অসাধারণ উৎসাহ সহকারে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সকলের সমবেত চেষ্টায় কায়স্থ সভায় উক্ত গৃহীত তিনটী প্রস্তাব অবশ্য অনুষ্ঠেয় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

এই সময়ে কায়স্থ-সভার উদ্যোক্তাগণের মধ্যে কেহ কেহ এবং বাহিরের সহস্র সহস্র কায়স্থ উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতেছিলেন এবং আন্তর্গণিক বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে আপত্তি কাহারও মুখে বেশী শুনা যাইত না। যে সময়ের কথা আমরা উল্লেখ করিতেছি, তখন ঘোষ বাহাদুরের বিলাত প্রত্যাগত পৌত্রের প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময় প্রত্যাসন্ন হইয়াছিল; এই সময় হইতেই বঙ্গ দেশীয় কায়স্থ-সভার অধিবেশনে ঘোষ বাহাদুরের উপস্থিতি মন্থর ভাব ধারণ করিয়া ছিল। ঘোষ মহাশয় কায়স্থ-সভার দল এবং উহার বিরুদ্ধ দল এই উভয় দল লইয়াই সুসমারোহের সহিত তদীয় বিলাত প্রত্যাগত পৌত্রের প্রায়শ্চিত্ত ব্যাপার সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। একই ব্যাপারে পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন দুই দলের মন রাখা কায়স্থ-শ্রেষ্ঠ পুরুষ-সিংহ ঘোষ বাহাদুরই কেবল পারিয়াছিলেন। বঙ্গ দেশীয় কায়স্থ-সভার কোন কোন অধিবেশনে আগামী প্রথম সুযোগেই ঘোষ বাহাদুর উপবীত গ্রহণ করিবেন বলিয়াছিলেন। তাহার পরে বহু বৎসর অতীত হইল এখনও তিনি অনুপবীতী রহিয়াছেন। ইহাতে অনেকে কায়স্থ-সভার চঞ্চল হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই "প্রথম সুযোগ" তখন পর্য্যন্তও না ঘটিয়া থাকিলে তাঁহার কথায় অপলাপ হয় না, সুযোগ ত যুগ যুগান্তর পরও ঘটিতে পারে সুতরাং ঘোষ মহাশয়ের সুযোগ শীঘ্র ঘটিবে বলিয়া যাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ধারণা ঠিক হয় নাই। ফলতঃ ঘোষ বাহাদুর এখন উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করুন বা না করুন তাহাতে কায়স্থ-সভার বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হইবেনা অথবা তাহার ফলে বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের উপনয়ন গ্রহণ স্থগিত থাকিবে না। প্রায় লক্ষাধিক কায়স্থ উপনীত হইয়াছেন আজি হউক আর দশ দিন পরে হউক বঙ্গীয় সমস্ত কায়স্থই যে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। (ক)

৫। বিশেষতঃ ঘোষমহাশয় প্রাচীন, অনেক প্রাচীন কায়স্থগণ উপবীতের পক্ষ সমর্থন করিয়াও প্রাচীন অবস্থা বশতঃ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেন না। কায়স্থসভায় উপনয়ন গ্রহণে তিনি প্রতিশ্রুত হওয়ার বহু সময় পরে একদা শ্রদ্ধাস্পদ কায়স্থাচার্য্য ৺ বামাপদ পাল চৌধুরী মহাশয় এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নারায়ণ ভাবসাগর মহাশয় একযোগে হাই-কোর্টের সম্রান্ত উকিল বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীযুক্ত কৃতান্তকুমার বসু ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তদীয় পুত্রগণের উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। প্রত্যুত্তরে কৃতান্ত বাবু বলেন আপনারা চন্দ্রমাধব বাবুকে যদি তাঁহার পৌত্রগণের উপনয়ন গ্রহণে রাজী করাইতে পারেন, তবে সেই একযোগে আমার পুত্রগণও উপনীত হইবে। বামাপদ বাবু এবং ভাবসাগর মহোদয় তখনই চন্দ্রমাধব বাবুর বাসভবনে যাইয়া তাঁহাকে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলে তিনি বলেন যে আপনারা নিশ্চয়ই জানিবেন

(ক) কলিকাতা নিশ্চেষ্ট থাকিলেও উপনয়ন যে প্রকার দ্রুতগতিতে মফঃস্বলে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে লেখক মহাশয়ের আশা। শীঘ্র ফলবতী হইবে সন্দেহ নাই।

সম্পাদক।

আমার স্বগ্রাম ঘোষঘরের সকলে একযোগে যতদিন পর্য্যন্ত উপনয়ন গ্রহণ না করিবেন ততদিন আমার পরিবারস্থ কাহারও উপনয়ন হইবে না। এই ঘটনায় ঘোষবাহাদুরের কিভাবে প্রথম সুযোগ ঘটিবে তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছিল।

৩। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে আন্তর্গণিক বিবাহপ্রথা প্রচলনের প্রস্তাবটি কায়স্থ সভায় ঘোষ মহাশয়ই প্রথমে উপস্থিত করিয়াছিলেন। আন্তর্গণিক বিবাহ প্রথা প্রচলন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা পাঠক গণকে জানান আবশ্যক মনে করি। অমৃতবাজার পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক পরম পূজনীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহোদয় দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা স্থাপিত হইবার বহুপূর্ব্বে ইনি তাঁহার কন্যাকে বঙ্গজ কায়স্থের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। এতদ্‌-ব্যতীত ছোট খাটো অবস্থার কায়স্থের মধ্যেও তৎপূর্ব্বে ঐরূপ দুই চারিটি বিবাহ না ঘটিয়াছিল এমনও নহে। সুতরাং যদি কেহ মনে করেন কায়স্থ সভার প্রস্তাবনা হইতেই সমাজে উহা আরম্ভ হইয়াছে তাহা হইলে তিনি ভুল বুঝিয়াছেন সন্দেহ নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীগিরীশচন্দ্র দাস।

বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু আপনার সমস্ত জীবন ও অর্থ বিজ্ঞান-লক্ষীর চরণকমলে উৎসর্গ করিয়া প্রতিনিয়ত যে সব নব সৃষ্টি ও আবিষ্কার করিতেছেন তাহা কেবল সমগ্র বিশ্বকে বিমোহিত করে নাই; তাঁহার এই কঠোর ও ঐকান্তিক তপস্যার ফল সমগ্র পৃথিবী উপভোগ করিতেছে। মানবের জ্ঞান-ভাণ্ডারে তিনি নিত্য নূতন যে সকল অমূল্য রত্নসম্ভার সঞ্চিত করিতেছেন, তাহাতে সমস্ত সভ্য জগতের নিকট তাঁহার ভারত মাতার মুখ উজ্জ্বল হইতেছে।

জগদীশচন্দ্র সম্প্রতি বিজ্ঞান-লক্ষীর প্রায় সমস্ত মহাপীঠ পরিদর্শন করিয়া দেশে আসিয়াছেন। গত বৎসর মার্চ্চমাসে বিলাতের রয়েল সোসাইটী তাঁহাকে বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। এবার বিদেশ পরিভ্রমণে বহির্গত হইবার ইহাই তাঁহার অন্যতম কারণ। ইংলণ্ডের রয়েল সোসাইটী সম্মুখে বক্তৃতা করিবার অধিকার পৃথিবীর সাহিত্যিকগণের পক্ষে শুধু শ্লাঘার বিষয় নহে, ইহা তাঁহাদের জীবনের একমাত্র কাম্যবস্তু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; বিজ্ঞান রাজ্যের মহারথিগণ ব্যতীত আর কেহ এই সভার বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইবার কল্পনা করিতেও সাহস করেন না। সেই রয়েল সোসাইটীতে বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকের বক্তৃতা করিবার জন্য সাদরে নিমন্ত্রিত

হওয়া যে বঙ্গদেশ ও কায়স্থ জাতির পক্ষে কতদূর সৌভাগ্যের কথা তাহা বিস্তারিত ভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই। আচার্য্য জগদীশ এই প্রথমবার রয়েল সোসাইটীতে বক্তৃতা করিতে নিমন্ত্রিত হন নাই, ইতিপূর্ব্বে আরও দুইবার তিনি তথাকার বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। ইহা হইতে তাঁহার শক্তি ও জ্ঞানের সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইবে।

গত ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে বোম্বাই বন্দর পরিত্যাগ করিয়া তিনি ইংলণ্ড ও ইউরোপের নানাস্থানে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক আমেরিকা ও জাপানে গমন করেন। তাঁহার সহিত যে সহকারী মহাশয় গিয়াছিলেন তিনি বিশেষভাবে এই ভ্রমণের এক বিবরণ প্রেরণ করিয়াছিলেন। নিম্নে তাহা আমরা দৈনিক ১লা আষাঢ়ের বাঙ্গালী হইতে সংগ্রহ করিলাম।

ইংলণ্ড।

গত ১৯১৪ সালের ৪ঠা এপ্রিল ডাক্তার জগদীশচন্দ্র পত্নী সমভিব্যাহারে বিলাত যাইবার জন্য বোম্বাই বন্দরে জাহাজে আরোহণ করেন। ইংলণ্ডে পৌছিলে তথাকার সুধীমণ্ডলী তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। সেখানে তিনি রয়েল সোসাইটীতে, প্রধান প্রধান বিশ্ব-বিদ্যালয়ে, বিজ্ঞান-মন্দিরে এবং বিজ্ঞান সভা-সমিতি বৃন্দে তাঁহার আবিষ্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সকল স্থানেই বড় বড় বিজ্ঞান রথীবৃন্দ, তাঁহার গবেষণা, আবিষ্কার ও সৃষ্টির নূতনত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যান এবং অজস্র সাধুবাদ প্রদান করেন। বিশেষতঃ অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে উদ্ভিদের জীবন ও স্পন্দন (Response) সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া পণ্ডিতবৃন্দ একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া ও তরুজীবনের জীবগণের ন্যায় আনন্দ অবসাদ প্রমত্ততা মূর্চ্ছা ও মরণাদি বসু মহাশয়ের আবিষ্কৃত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি দ্বারা প্রমাণিত দেখিয়া বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সার ফ্রান্সিস ডারউইন এমনই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, যে তিনি(ক) মুক্তকণ্ঠে ডাক্তার বসুর প্রশংসা করেন! আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ইংলণ্ডে অবস্থান কালে তদানীন্তন ভারত-সচিব লর্ড ক্রু, মিষ্টার ব্যালফোর প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষবৃন্দ ও স্যার উইলিয়ম ক্রুকস্ স্যার জেম্‌স ডাবার প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহার বাটীতে আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়াছেন, ইহা ব্যতীত বিজ্ঞানের সকল বিভাগের বিশেষতঃ ভূত বিজ্ঞান (Physics) আলোক সংক্রান্ত রসায়ন (Photo chemistry) উদ্ভিদ বিজ্ঞান (Botany) শরীর বিজ্ঞান (Physiology) মনস্তত্ব (Psycology) ও ভৈষজ্য বিজ্ঞান (Medicine) প্রভৃতি বিষয়ের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেন।

অষ্ট্রীয়া

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র ইংলণ্ডের সমস্ত নিমন্ত্রণ এক প্রকার রক্ষা করিয়া অষ্ট্রীয়া গমন করেন। তথায় তিনি যে সকল বক্তৃতা করেন তাহা শুনিয়া অষ্ট্রীয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞা-

(ক) ইনি মানুষের ক্রমবিকাশ আবিষ্কারক বিশ্ব-বিখ্যাত ডারউনের পৌত্র। সম্পাদক

নিক, উজ্জ্বল বীজাণুর (Luminous Bacteria) আবিষ্কারক অধ্যাপক মলিস (Prof Molisech) বলিয়াছিলেন যে বিজ্ঞানের কোন কোন বিভাগে বিজ্ঞান-লক্ষীর লীলাভূমি ইউরোপ যে ভারতবর্ষ হইতে এত অধিক পশ্চাতে রহিয়া গিয়াছে তাহা তাঁহার ধারণাই ছিল না। ডাক্তার বসু অষ্ট্রীয়ায় যে সকল বক্তৃতা করেন বৈজ্ঞানিকদিগের উপকারার্থে অষ্ট্রীয়ার ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় তাহা অনূদিত হইয়াছিল। (খ)

ফরাসীদেশে।

৭। ডাক্তার জগদীশচন্দ্র অষ্ট্রিয়া হইতে প্রত্যাগমন পথে ফ্রান্সে গিয়াছিলেন, তথায় ফরাসী বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহার যে আদর ও সম্মান করিয়াছিলেন তাহা ইংরাজদিগের অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নহে। এখানেও তিনি সুবিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানশালা সমূহে যে সকল বক্তৃতা করেন, সুধীবৃন্দ তাহা আগ্রহের সহিত শুনিয়া মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করেন। বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণ আসিয়া নানা বিষয়ে তাঁহার সহিত আলোচনা করেন। ফ্রান্সে তিনি অধিকদিন থাকিতে পারেন নাই।

ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন।

৮। শীঘ্রই তাঁহাকে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিতে হয়, কারণ এই সময়ে তাঁহার বিদায় প্রায় শেষ হয়, যাহা হউক তিনি এবার পুনরায় ইংলণ্ডের নানাস্থানে বক্তৃতা করেন তাহার মধ্যে "বেলিয়ল কলেজ অফ সায়ান্স" ও "রয়েল সোসাইটি অফ মেডিসিন" নামক ইংলণ্ডের প্রধানতম বিজ্ঞানাগার দুইটিতে ও বক্তৃতা করিবার জন্ম আমন্ত্রিত হন। ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বিদায়ের কাল বর্ত্তমান বৎসরের জুনমাস অবধি বর্দ্ধিত করিয়া দেন, ইহাতে ডাক্তার জগদীশচন্দ্রের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়া গেল, কারণ সমস্ত সুসভ্য দেশ হইতে তাঁহার আমন্ত্রণ আসিতেছিল, এই অতিরিক্ত বিদায় না পাইলে তাঁহাকে হয়ত এই সকল দেশের উৎসুক জ্ঞানপিপাসু সুধী মণ্ডলীকে নিরাশ করিতে বাধ্য হইতেন। জর্ম্মানীর নানা প্রদেশ হইতে সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ ও বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং নানা বিজ্ঞান সমিতি তাঁহাকে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত নিমন্ত্রণ করিতেছিলেন কিন্তু এই সময় যুদ্ধ বাধিয়া গেল কাজেই আর ডাক্তার বসুর 'কুন্টরের' দেশ দেখিবার সৌভাগ্য হইল না, নহিলে হয়ত এতদিন তাঁহাকে বার্লিনের কারাগারে বসিয়া রাইন নদীর জল বিশ্লেষণ অথবা পটসডাম প্রাসাদের উদ্যানের বৃক্ষ সমূহে কোনও স্পন্দন এখনও আছে, না তাহা কুন্টর গ্রস্ত জর্ম্মনগণের হৃদয়ের মত তাহাদের উদ্ভিদ্ গুলিও একেবারে স্পন্দন বিহীন হইয়া গিয়াছে তাহার গবেষণা করিতে হইত সন্দেহ নাই।

আমেরিকার উদ্দেশে।

৮। যাহা হউক তিনি বিলাতে আর কিছুকাল থাকিয়া গত ১৪ই নভেম্বর বিজ্ঞান দেবীর লীলাস্থলী আমেরিকায় যাইবার উদ্দেশ্যে লিভারপুল ত্যাগ করিলেন। মার্কিন রাজ্যে প্রথমেই তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিতে আমন্ত্রিত হন, তৎপরে

(খ) আমাদের দেশে ডাক্তার বসুর আবিষ্কার সকল বিশদভাবে বাঙ্গলা ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে তাহা আমরা জানি না। সঃ

সিকাগো, ইলিনয়, উইসকন্সিন, অ্যানারবর, আইওয়া, কালিফর্ণিয়া প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেন। ইহা ব্যতীত ফিলাডেলফীয়ায় "আমেরিকান এসোসিয়েসন ফরদি কালটীভেশন অফ সায়ান্স" নামক আমেরিকার যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান সমিতি আছে উহা আচার্য্য জগদীশচন্দ্রকে বক্তৃতা করিতে আহ্বান করেন, এখনে বক্তৃতার সময় আমেরিকার যাবতীয় বড় বড় বিজ্ঞানবিদ্‌গণ উপস্থিত ছিলেন। যুক্তরাজ্যে উদ্ভিদ্ প্রভৃতির প্রতি যত্ন লইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের বিশেষ একটী বিজ্ঞান বিভাগ আছে, আমেরিকার তদানীন্তন সেক্রেটারী অফ-ষ্টেটমিষ্টার ব্রায়ান এই "হিন্দু বৈজ্ঞানিককে" তথায় বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান করেন। এখানেও প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্‌গণ উপস্থিত ছিলেন। যেখানেই ডাক্তার বসু বক্তৃতা দিয়াছেন সেখানে সুপণ্ডিত শ্রোতৃমণ্ডলী একবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারও বক্তৃতার বিবরণ যথাসময়ে দৈনিক বাঙ্গালীতে প্রকাশিত হইয়াছে। বাস্তবিক আমাদের এই পদদলিত দেশের এই কৃতী সন্তানটিকে আমেরিকাবাসীগণ হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া যেরূপ ভাবে আহ্বান করিয়া লইয়াছিলেন শুধু আমাদের পক্ষে নহে সমগ্র জগতের পক্ষে বিশেষ শ্লাঘার বিষয়। মিষ্টার ব্রায়ান তাঁহার বক্তৃতা যেরূপ আগ্রহের সহিত শুনিয়াছিলেন তাঁহার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই বিশেষ প্রশংসার কথা। আমেরিকার যে ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট হইতে তাঁহার বক্তৃতা করিবার নিমন্ত্রণ হয়, ঐ বিভাগ হইতে প্রতি বৎসর অন্যুন ৩০ লক্ষ ডলার (১ ডলার=৩৵০) কেবল উদ্ভিদ সম্বন্ধে গবেষণায় ব্যয় হইয়া থাকে। বিজ্ঞান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ এই অনুসন্ধান কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ডাক্তার বসুর বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহারা বলেন যে, এই "হিন্দু বৈজ্ঞানিক" তাঁহাদের জ্ঞানভাণ্ডারে নূতন রত্নের সমাবেশ করিয়াছেন। ডাক্তার বসু বক্তৃতাদি করিবার জন্য যে সকল যন্ত্রাদি লইয়া গিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণ একেবারে আশ্চার্য্য, স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। এই সকল যন্ত্র সম্পূর্ণরূপে ভারতে প্রস্তুত, ইহা এত সূক্ষ্ম যে আমেরিকার নিপুণতম যন্ত্র নির্ম্মাতাও সেরূপ সূক্ষ্মযন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারেন না। মার্কিণ বৈজ্ঞানিকগণ যন্ত্রগুলি দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিলেন।

স্বাস্থ্যভঙ্গ ও জাপান যাত্রা।

এইরূপে একাদিক্রমে পরিশ্রম করিয়া আচার্য্য বসুর স্বাস্থ্য এমনই ভগ্ন হইয়া পড়িল যে তিনি কিছুদিন বিশ্রাম না করিয়া আর পারিলেন না, কাজেই সকল পরিশ্রম হইতে আপনাকে দূরে রাখিবার জন্য তিনি জাপান যাত্রা করিলেন। কিন্তু এখানেও তাঁহার বিশ্রাম হল না। দাই নিপ্পনের বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাকে একেবারে ঘিরিয়া ধরিল। তিনি টোকিওর ওয়াসাদা ইম্পীরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা দিতে বাধ্য হইলেন। তবে এখানে যে দেড়মাসকাল তিনি অবস্থান করেন তাহার অধিকাংশ কালই বিশ্রামে কাটাইতে পারিয়াছিলেন। জাপানে আচার্য্য জগদীশ জন সাধারণের নয়নপুত্তলী হইয়া পড়িয়াছ-

লেন। আপামর সাধারণ সকলেই "ভারত-বর্ষের পণ্ডিত" বলিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। এক দিন তাঁহার কোনও সহকারী বাজারে তাঁহার জন্য কিছু পুষ্প কিনিতে গিয়াছিলেন। ফুলওয়ালা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিল যে এই পুষ্প আচার্য্য জগদীশ-চন্দ্রের জন্য ক্রীত হইতেছে, তখন সে বলিয়া উঠিল যে সে সেই অদ্ভুত-কর্ম্মা "ভারতীয় পণ্ডিতকে" বিশেষ শ্রদ্ধা করে। এই বলিয়া সে বাছিয়া বাছিয়া মূল্যের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পুষ্প দিল। জাপানে ডাক্তার জগদীশ-চন্দ্রের বক্তৃতা ও তাঁহার অভ্যর্থনার কথা অনেকেই জানেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র গত ১২ই জুন হইতে বৎসরাধিকাল প্রবাসের পর আবার স্বদেশে ফিরিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য অতিরিক্ত পরিশ্রমে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য তিনি এখন দার্জ্জিলিংএ বায়ু পরি-বর্ত্তনের জন্য গমন করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ ভারত-মাতার এই কৃতি সন্তানকে দীর্ঘ জীবন-প্রদান করিয়া বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারে নব নব সৃষ্টির আবিষ্কার করিবার অবসর দান করেন সমস্ত দেশবাসী কায়মনোবাক্যে ইহাই প্রার্থনা করিতেছেন। ইতি

ভুলের পরিণাম।

(সামাজিক চিত্র, সাময়িকচনা)

(১)

ভবানীপুরের সান্নিধ্য একটী প্রকাণ্ড দ্বিতল বাটীরসংলগ্ন একটীসুন্দর উদ্যান। উদ্যানে নানা প্রকার ফল ফুলের গাছ। বিবিধ দেশী পুষ্প বৃক্ষ, নানা রকমের ক্রটনের গাছ, তদ্ভিন্ন আম, জাম, লিচু পেয়ারা প্রভৃতির গাছও ফলভরে অবনত হইয়া আছে। বাগানের চতুষ্পার্শ্ব প্রাচীর বেষ্টিত, তন্মধ্যে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণি। পুষ্করিণির জল অতি স্বচ্ছ! মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা সোপান প্রস্তুত। প্রখর গ্রীষ্মের সময়েও উদ্যানটী বেশ স্নিগ্ধ ছায়ালোকময়। উদ্যান দেখিলেই উদ্যান স্বামীর ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

একদিন বৈশাখের দিবা দ্বিপ্রহর কালে দুইটী বালক ও একটী বালিকা তথায় ক্রীড়া করিতেছিল। একটী বালকের বয়স অনুমান দশ বৎসর, দ্বিতীয়টী আট বৎসরের হইবে। বালিকাটী ছয় বৎসরের মাত্র! জ্যেষ্ঠ বালকটী পিপাসিত হইয়া জল পানার্থে পুষ্করিণির নিকটে গেল এবং জল পান করিয়া অনন্যমনে একটী কামিনী-কুঞ্জের শোভা দর্শন করিতে লাগিল। ছোট বালকটী এবং বালিকাটী লুকোচুরি খেলিতে লাগিল।

ছুটাছুটি করিতে করিতে বালক খেলার ছলে বালিকাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। বালিকা ভূপতিত হইল, আঘাত লাগিয়া

তাহার কপাল কাটিয়া রক্তপাত হইল। বালিকা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। বালিকা বড় ধীর, বড় শান্ত। এমন সময়ে জ্যেষ্ঠ বালকটি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বালিকার অবস্থা দেখিয়া তাহার বড় রাগ হইল। জিজ্ঞাসা করিল "কে তোকে ফেলে দিলে বুড়ী! সুধীর বুঝি?" বালিকা ক্রন্দনের স্বরে বলিল "হাঁ—সুধীর দাদা আমায় ঠেলে ফেলে দিলে" শুনিয়া বালক বড় চটিয়া গেল। বলিল "দাঁড়া, সুধীরকে মজা দেখাচ্ছি" বলিয়া সে বালিকার গাত্রের ধূলি ঝাড়িয়া স্বীয় বস্ত্রাগ্রে মুছিয়া দিল। সস্নেহে বালিকার হাতখানি ধরিয়া সুধীরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। কিন্তু প্রহারের ভয়ে সুধীর পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিল, বালক তাহা দেখে নাই। বালিকা ভাবিল সুধীরের অদৃষ্টে আজ প্রহার আছে। বালিকা মনে মনে দুঃখিত হইল। ক্ষুদ্র বালিকা হইলেও তাহার সেই ক্ষুদ্র হৃদয় টুকু স্নেহ মমতায় পূর্ণ। বালিকা ব্যগ্র হইয়া বলিল না, অনাথ দাদা তুমি সুধীর দাদাকে মের না। আমার ত লাগে নি?

অনাথের আদরে যথার্থই বালিকা সকল যাতনা বিস্মৃত হইয়াছিল। অনাথ বালিকার হাত ধরিয়া একটী প্রস্তর বেদীর উপরে বসিল। বাল-সুলভ কত কথা, কত গল্প দুইজনে করিতে লাগিল। কত পাখী, কত ফুল, কত গাছ দুজনে দেখিল। শেষে কতকগুলি সুপক্ক লিচু ও পেয়ারা উভয়ে উদরসাৎ করিল। দুই একটা কাঁচা আমও খাইতে ভুলিল না। কতকগুলি বকুল ফুল কুড়াইয়া দুজনে মালা গাঁথিল, বালকের মালা বড় সুন্দর হইল! বালিকা ভাল গাঁথিতে পারিল না। বালিকার ছিন্ন মালা দেখিয়া অনাথ বিদ্রূপ করিতে লাগিল, কিন্তু বালিকা তাহার ছিন্ন মালা অনাথের গলায় পরাইবার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিল। অনাথ হাসিয়া উঠিল। অনাথ অতি সুন্দর মালা গাঁথিয়াছিল সে তাহা অতি যত্নে বালিকার গলদেশে পরাইয়া দিল, এবং তাহার পরে হাসিয়া বলিল "মালা গলায় দিলে কি হয় জানিস্ বুড়ি?"

বুড়ী। কি হয়, অনাথ?

অনা। বে' হয়।

বে'টা যে কি তাহা সে বুঝিতে পারে নাই তাহা নিঃসন্দেহ। সে আর দুইটা পেয়ারা পাড়িয়া দিবার জন্য অনাথকে অনুরোধ করিতে লাগিল। অনাথও তার অনুরোধ রক্ষা করিল। তাহার পরে মনের আনন্দে উভয়ে গৃহাভিমুখে গমন করিল।

(২)

অনাথের বাল্য জীবন বড় সুখময় ছিল। মাতার অপরিসীম স্নেহ পিতার ভালবাসা, বন্ধুগণের অকৃত্রিম প্রেম অনাথের জীবনকে সর্ব্বদা প্রীতি প্রফুল্লতাময় রাখিত। তিনি ধনাঢ্যের পুত্র কখনও কোন অভাবের হাতে পড়িতে হয় নাই। তাঁহার যেমন সুন্দর আকৃতি হৃদয়ও তদুপযুক্ত সদ্গুণ রাশি দ্বারা বিভূষিত ছিল। বাল্য, কৈশোর, যৌবনের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত তিনি বড় সুখে দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহার পরে সেই ধার্ম্মিক সরল যুবকের জীবনের বিষাদ-কাহিনী পরে বিবৃত হইবে।

বেণীমাধব মিত্রের সুবৃহৎ রেশমের কারবার ছিল, বহু লোক তথায় কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। দাস, দাসী, পাচক, দ্বারবান, গাড়ী ঘোড়া কিছুরই অভাব ছিল না। এ সংসারে

যাহার অর্থ থাকে তাহার কিছুরই অভাব থাকে না, তিনি পাপী হইলেও ধার্ম্মিক, রূপ না থাকিলেও রূপবান, এবং গুণ না থাকিলেও গুণবান! এ সংসারে অর্থ মানুষকে চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান করিতে পারে। (ক) যাহার অর্থ নাই তাহার জীবনই বৃথা! আমাদের বেণী বাবু ধনবান্, সুতরাং তাঁহার ধন ও সুনামের অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁহার শত্রুপক্ষ তাঁহার নিন্দা করিত—বলিত তিনি অত্যন্ত অহঙ্কারী, নিষ্ঠুর, এবং কৃপণ। তাহা সত্যমিথ্যা আমরা জ্ঞাত নহি, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধির দোষে তাঁহার অর্থলোভে কি প্রকারে তাঁহার সোণার সংসার ছারখার হইয়া গেল, তাহাই আমরা বিবৃত করিতেছি।

তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ অনাথ, কনিষ্ঠ সুধীর। অনাথ তিনবার এণ্ট্রান্স ফেল হইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেন। সুধীর উত্তরোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি-এ পড়িতে লাগিল। যদিও অনাথ মা-সরস্বতীর কৃপালাভে বঞ্চিত হইয়া ছিলেন কিন্তু তা বলিয়া তাঁহার কোন সদ্‌গুণের অভাব ছিলনা. তাঁহার গুণে আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশিগণ সকলে বিমোহিত হইতেন। অনাথের প্রাণে গর্ব্বের লেশ মাত্র ছিলনা, দীন দুঃখী তাঁহার সুযশ সর্ব্বত্র প্রচার করিত, অনাথ গোপনে দরিদ্রগণকে দান করিতেন, তাঁহার দান কেহ দেখিতে পাইত না কেহ জানিতে পারিত না, কেবল তাঁহার স্নেহময়ী জননী, তাহাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতেন। (খ) কেহ তাঁহার কাছে অভাব জানাইলে তিনি সাধ্য মত তাহার সে অভাব মোচন করিতেন। কোন-ব্যক্তি রোগযন্ত্রণায় কাতর হইলে অনাথ রাত্রি জাগরণ করিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেন। কোনও মৃতের সৎকারের লোকাভাব ঘটিলে অনাথ স্বয়ং সে অভাব পূরণ করিতেন। এই সকল গুণে লোক অনাথকে দেবতা বলিয়া পূজা করিত। এবং অনাথ ও নরনারীর সেবাকে নারায়ণের সেবা মনে করিত, কিন্তু অনাথের ধনবান পিতা,এ সকল ভাল বাসিতেন না। অনাথের এই সকল কার্য্যে সে ক্রমশঃ পিতার বিরাগ-ভাজন হইতে লাগিল। সুধীর পিতার প্রিয়পাত্র, কারণ অষ্টাদশ বৎসরের সুধীর, বি, এ পড়িতেছেন, সুতরাং পিতার অনেক আশা ভরসা, প্রধান আশা সুধীরের বিবাহ দিয়া একখান "তালুক মুলুক" কিনিয়া ফেলিবেন ইহা বেণীবাবু স্থির সংকল্প করিয়া রাখিয়াছেন। তবে অনাথ জ্যেষ্ঠ তাহার বিবাহ না হইলে সুধীরের বিবাহ হইতে পারে না। যদিও অনাথ বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিতে সক্ষম হন নাই, কিন্তু তা বলিয়া আজি কালিকার বাজারে তাঁহার মত পাত্রের বিবাহের জন্য চিন্তা করিতে হয় না। নানাস্থান হইতে অনাথের বিবাহ সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। লোকে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ৪।৫ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হইল। ঘটক ঘটকীগণ আনাগোনা করিয়া পায়ের 'সূতা' ছিড়িতে লাগিল। বেণীবাবু "চিলের"

(ক) একথা ঠিক নহে পুরুষার্থ চতুষ্টয় যথা—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। অর্থের দ্বারা ধর্ম্ম ও মোক্ষ মিলে না, তবে পার্থিব বাসনার কথঞ্চিৎ তৃপ্তি সাধন হয়। সঃ।

(খ) ইহাই সাত্বিক দান, অধুনা রাজসিক দানই আমাদের দেশে প্রচলিত। ঢাকঢোল বাজাইয়া দানই রাজসিক দান। সঃ।

মত চতুর্দ্দিক দেখিতে লাগিলেন, সুবিধা পাইলেই একটা "ছোঁ" মারিবেন। অনাথ কিন্তু তাঁহার প্রাণ মন হৃদয় সমস্তই উমাকে দান করিয়াছিলেন। উমা অনাথের জননীর 'সই'য়ের কন্যা। অনাথের পিতার আশ্রয়েই প্রতিপালিতা। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা একদিন বেণীবাবুর উদ্যানে এই বালক বালিকা তিনটীকে খেলা করিতে দেখিয়াছিলাম। তখন ইহারা ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, আজ তাহাদের জীবন নাটকের প্রথমাঙ্ক শেষ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অতি শৈশবেই উমা পিতৃমাতৃ হীনা হয়। উমার পিতা পশ্চিমাঞ্চলের একজন বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন, কিন্তু কালের হাত হইতে কাহারও পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। প্লেগে হঠাৎ তিনি কালগ্রাসে পতিত হন। উমার মাতা তখন কার্য্যবশতঃ দেশে আসিয়াছিলেন হঠাৎ একেবারে এই নিদারুণ শোক সংবাদে সতী একেবারে বজ্রাহতের ন্যায় হইয়া পড়িলেন। পতির বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া তিনিও কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইলেন। এদিকে সময় বুঝিয়া জ্ঞাতি শত্রুগণ বিষয় সম্পত্তি লইয়া গোল বাধাইল। নানাবিধ মনের কষ্টে উমার মাতা সে যাত্রা আর রোগের হাত হইতে মুক্ত হইতে পারিলেন না। সংসারের সকল জ্বালা যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া সাধ্বীও পতির অনুগামিনী হইলেন। অন্য আত্মীয় না থাকায় মৃত্যুকালে তাঁহার একমাত্র কন্যাটীকে তাঁহার সইয়ের হাতে সমর্পণ করিয়া গেলেন। অনাথও বালিকাকে বড় প্রীতির চক্ষে দেখিতে লাগিল। সর্ব্বদা একত্রে বাস, একত্রে আহার বিহার, একত্রে খেলা, অনাথ এক মুহূর্ত্তও উমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। যেখানে যে ভাল খেলনাটী ভাল খাবারটী পাইত, অনাথ তাহা আনিয়া উমাকে দিত। শশীকলার ন্যায় উভয়েই ক্রমে বড় হইতে লাগিল; অনাথ উমাকে লেখাপড়া শিখাইত, সঙ্গীত ও পিয়ানো বাজাইতে শিখাইত। হাতে গড়া পুতুলের ন্যায় উমাকে তাহার মনের মতন করিতে লাগিল। উমা বড় ঠাণ্ডা মেয়ে, উমার মুখে কথাটী নাই! অনাথ যাহা ভাল বাসিত, উমা সে কার্য্য আগ্রহের সহিত সত্বর সম্পাদন করিত! উমার গুণে উমাকে সকলেই ভালবাসে। উভয়ের ভালবাসা দেখিয়া গৃহিণীর বাসনা যে অনাথের সহিত উমার বিবাহ দিয়া চিরদিন উমাকে স্বগৃহে রাখেন। তিনি মনে করিতেন উমা আমার লক্ষ্মীযুক্ত মেয়ে কেননা তাহাকে গৃহে আনা অবধি তাহার গৃহ ধন ধান্য সমৃদ্ধি পূর্ণ ছিল। উমা শ্যামাঙ্গী। গল্পে উপন্যাসে যেখানে পাঠ করা যায়, সেইখানেই দেখা যায় সুন্দর নায়ক সুন্দর নায়িকার প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়েন, আমাদের উমা উপন্যাস বর্ণিত নায়িকার মত সুন্দরী নহেন, অথচ "ভ্রমরের" মত কালো "কুচকুচে"ও নহে সাধারণে যাহাকে "পাঁচপাঁচি" বলিয়া থাকে আমাদের উমাও সেইরূপ। অনাথ কিন্তু এই "পাঁচপাঁচির" করে তাঁহার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিলেন। উমা ভিন্ন তিনি আর বিশ্বসংসারে কোথায়ও সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইতেন না তাঁহার হৃদয় উমাময়! যে দিন হইতে উমাকে বেণীমাধব বাবুর বাটিতে আনা হইয়াছিল, সেইদিন হইতেই অনাথ উমাকে

প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছিলেন। ক্রমে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে ভালবাসা আরও প্রগাঢ় হইল। বেণীবাবুও উমাকে স্নেহ করিতেন কিন্তু স্নেহ করিতেন বলিয়া অনাথের সহিত উমার বিবাহ দিবার ইচ্ছা তাঁহার কোন দিন হয় নাই। পুত্রের বিবাহ দিয়া প্রচুর ধনরত্ন লাভ করা তাঁহার উদ্দেশ্য। পিতৃ মাতৃ হীনা অনাথা বালিকাকে পুত্রবধু করিতে তিনি আদৌ সম্মত নহেন। গৃহিণীর অনুরোধ আব্দারে কোনও ফল ফলিল না। উমার সঙ্গে বিবাহ দিলে এক কপর্দ্দকও লাভের প্রত্যাশা নাই, এমন কি একটা তত্ত্ব পাইবারও ভরসা নাই, একার্য্য কি বেণীমাধব বাবু করিতে পারেন? এতটা স্বার্থত্যাগ তাঁহার সাধ্যায়ত্ব নহে।

(৩)

যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভ অনাথের ভাগ্যে ঘটেনাই, কিন্তু তাহার জন্য তাঁহার বিবাহের কোনও প্রতিবন্ধক হইল না। ঘটক ঘটকীরা নানাস্থান হইতে নানা সম্বন্ধ আনিয়া অর্থ লোলুপ বেণীবাবুকে আরও প্রলুব্ধ করিতে লাগিল, কন্যাদায় গ্রস্ত অনেক উমেদার ব্যক্তি বেণী বাবুর বৈঠকখানা "জোড়" করিয়া প্রায়ই বসিয়া থাকিত। একদিন গৃহিণী স্বামীকে বলিলেন ঘরে এমন লক্ষ্মী-মন্ত মেয়ে থাকতে তুমি কেন বনে খুঁজে বেড়াচ্ছ? উমাও বড় হ'য়েছে অনাথও বড় হ'য়েছে ওদের বিয়ে দিয়ে দাও। ওদের দুটীতে বিয়েহ'লে, ওরাও খুব সুখীহবে।

বেণীবাবু।—আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন বল কি তুমিকি অনাথের সঙ্গে উমার বিয়ে দিতে চাও নাকি? কতমান্যগণ্য ব্যক্তি অনাথকে মেয়ে দিতেও আমারসঙ্গে কুটুম্বিতা করিবার জন্য লালায়িত, তা জান?

গৃহিণী বলিলেন।—"না তাহা আমি জানতেও চাইনা, উমাকে আমি বড়ভাল বাসি। উমাকে আমি পরহ'তে দেবনা, অনাথের সঙ্গে উমার বিয়ে দিতেই হবে।"

বেণীবাবু।—ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন ভালবাসলেই ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে তার কোন মানে নেই। গৃহিণী কাতর কণ্ঠে বলিলেন দেখ, আমি সইয়ের মৃত্যুকালে সত্য করেছিলুম যে অনাথ বড় হলে অনাথের সঙ্গে উমার বিয়ে দিব, আমাকে সে সত্য হইতে মুক্ত কর।

বেণীবাবু।—বুঝে সুঝে সত্য কত্তেহয়, তুমি যদি সত্য কোত্তে উমার হাতে চাঁদ ধরে দেবে তা পারতে কি?

গৃহিণী।—ওমা চাঁদ ধরবার কথা বোলছেকেন চাঁদধরবার সঙ্গে কি একথার তুলনা হয়?

বেণীবাবু।—তা নয় ত কি? অনাথের সঙ্গে উমার বিয়ে দিলে লোকে আমায় বলবে কি, কত সম্ভ্রান্ত লোক অনাথের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে আমাকে অনুরোধ কচ্ছেন, হাজার হাজার টাকা সুন্দরী মেয়ে নিয়ে তাঁরা আমাকে সাধছেন, আর আমি একটা কুড়নে মেয়ের সঙ্গে অনাথের বিয়ে দেব?

বেণী বাবুর একথা শুনিয়া গৃহিণী মর্ম্মাহত হইলেন বলিলেন "হায়! কুড়নে মেয়ে উমা! কার মেয়ে? তা'জান না? সাতপুরুষে ব'নেদী বংশ, জগদীশ প্রসাদের নাম কে'নাজানে? নীচ বংশের মেয়ে হ'লে কি আমি উমাকে বউ ক'রতে চাই? উমার পিতৃবংশ যে তোমার বংশের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। এবার বেণীবাবু

অত্যন্ত চটীয়া গেলেন বলিলেন "যাও, যাও, তোমার আর কুলজি গাইতে হ'বেনা ! আমার ছেলের বিয়ে আমি ইচ্ছেমতন দিব, তাঁরজন্যে তোমার কাছে পরামর্শ চাইনা। তারজন্যে তোমার মাথাব্যথার দরকার নেই।" গৃহিণীও ছাড়িবার নহে বলিলেন "ছেলে তোমার একার নহে। ছেলেতে আমারও অধিকার আছে। তাই আমার মাথাব্যথা, তোমার টাকাই কি এতবড়? তুমি ছেলের সুখ চাইবেনা? ছেলের সুখ খুঁজবে না; আমি জানি অনাথ উমাকে বড় ভালবাসে। যদি উমার সঙ্গে অনাথের বিয়ে না দাও, তাহলে অনাথ বড় অসুখী হবে। ছেলে যাতে সুখীহয়, তোমার কি তা করা উচিত নয়? টাকার তোমার অভাব কি? টাকারচেয়ে কি ছেলে বড় নয়?

(৪)

অনাথ বুঝিলেন উমালাভ তাঁহার দুরাশা মাত্র; উমালাভ তাঁহার অদৃষ্টে নাই। তাঁহার চির পোষিত আশালতা ছিন্ন হইয়াগেল, নিরাশায় তাঁহার হৃদয় ভগ্ন হইল। কিন্তু তিনি পিতৃভক্ত পুত্র, পিতার মুখেরউপরে একদিনও একটী কথা কহিতে সাহস করিলেন না। অনাথ বুঝিয়াছিলেন তাঁহার পিতা, অর্থ এবং বড়লোক-কুটুম্ব প্রয়াসী, সুতরাং উমালাভ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ইহাতে অনাথের কষ্ট হইল না কি? উমালাভে হতাশহইয়া অনাথ অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন বৈকি? লোকচক্ষে উমাসুন্দরী না হইলেও অনাথের চক্ষে সে সৌন্দর্য্য-প্রতিমা, সে তাঁহার শৈশবে সঙ্গিনী, কৈশোরে ছাত্রী এবং যৌবনে সখী! উমার চরিত্র বড়মধুময়। সে অনাথের হাতগড়া পুতুল হৃদয়ের চিত্র। অনাথের শৈশব হইতে সকল কথাগুলি মনে হইতেলাগিল। শৈশবে উভয়ে একত্রে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেন, বাগানে গিয়া ফুল, পেয়ারা, লিচু প্রভৃতি উভয়ে মনের সুখে খাইতেন সংসারের ময়লা ধূলাতে তখনও হৃদয় আবরিত করে নাই। নির্ম্মল স্বচ্ছ-আনন্দ সর্ব্বদা উপভোগ করিতেন। ক্রমে উভয়ে বড় হইলে অনাথ তাহার প্রিয় সঙ্গিনীকে লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন। উমা বড় মনযোগ সহকারে পড়িত খুবশীঘ্র পাঠ শেষ করিয়া ফেলিত। অনাথ তাঁহাকে পুতুল, গল্পের বই, ছবির বই প্রভৃতি কতকি প্রাইজ দিতেন। আবার দৈবাৎ যদি কোন দিন উমা পড়া বলিতে না পারিত সে দিন অনাথ বড় রাগ করিত, এমন কি উমাকে প্রহার পর্য্যন্ত করিত। "যা তোর কিচ্ছুহবেনা" বলিয়া রাগ করিয়া বই ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতেন। উমা কিন্তু সেজন্য কোন দিন রাগ করিত না, কাঁদিতও না কেবল উদ্দেশ্য বিহীন দৃষ্টিতে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া অনাথের মুখেরদিকে চাহিয়া থাকিত। অনাথ কিছুক্ষণ পরে আবার উমাকে আদর করিত, আর কখনও এরূপ করিবে না বলিয়া উমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিত, আবার যত্ন করিয়া পড়া বলিয়া দিত। উমা কিন্তু অনাথের কিছু দোষ দেখিতে পাইত না, প্রহার লাভ করিয়া উমা ভাবিত দোষ তাহারই! দোষ না হইলে কখনও মারিতেন না। বাল্যের সেই স্মৃতি উদ্দীপ্ত হইয়া অনাথের অন্তর্দাহ করিতে লাগিল। হায়! এ জগৎ কি নিষ্ঠুর, কেহ কাহারও মুখ চাহে না, এমন কি স্বীয় পিতা মাতা পর্য্যন্ত সন্তানের সুখের দিকে লক্ষ্য করেন না; অর্থই জগতের

একমাত্র মূলমন্ত্র। এক্ষেত্রে পিতা অর্থলোভে স্বীয় সন্তানের মনের সুখ ও শান্তি বলি দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কি ঘোর অরাজকতা! কি দারুণ নিষ্ঠুরতা! অনাথ ভাবিলেন একমাত্র বরপণই এই উমা লাভের অন্তরায়। বিবাহ দিয়া অর্থলাভের সম্ভাবনা না থাকিলে উমার সহিত বিবাহে আর কোন প্রতিবন্ধক ছিল না। কুলে, শীলে, বংশ-মর্য্যাদায় উমা কোন অংশে ন্যূন নহে। কেবল পিতার অর্থ লিপ্সাই এ বিবাহে ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছে। অনাথ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যাহাতে এ কু প্রথা সমাজ হইতে উঠাইয়া দিতে পারেন প্রাণপনে তাহার চেষ্টা করিবেন (গ)

অনাথ সেই সময় হইতে স্বদেশী সভা সমিতিতে যোগদান করিতে লাগিলেন। এবং এই সম্বন্ধে সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রবন্ধ সকল লোকের হৃদয়-গ্রাহী হইত, আগ্রহের সহিত সকলে তাহা পাঠ করিত। রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টতঃ লোককে বুঝাইতেন যে অগ্রে সমাজ সংস্কারের আবশ্যক, তাহার পর রাজনীতি (ঘ) আমরা আমাদের নিজের সমাজ-সংস্কার করিতে অসমর্থ, সমাজের কুরীতি, সমাজের গ্লানি দূর করিতে আমরা সক্ষম নহি। আমাদের কাহারও প্রতি কাহারও সহানুভূতি নাই, পুত্রের বিবাহের ন্যায় শুভকর্ম্মে পরপীড়ন পূর্ব্বক আমরা অর্থ শোষণ জন্য লালায়িত, আমাদের মত স্বার্থ পরায়ণ ব্যক্তিরা আবার কোন্ সাহসে স্বায়ত্ব শাসন চাহে? স্বদেশবাসীর প্রতি যাহাদের সহানুভূতি নাই, কুটুম্বের প্রতি দয়ামায়া নাই, অর্থলাভই যাহাদের একমাত্র মূলমন্ত্র, তাহারা রাজ্য-শাসনের উপযুক্ত কখনও নহে। ভারতবাসীগণ তোমাদের হৃদয়ের দিকে একবার চাহিয়া দেখ, তোমাদের স্বঃ স্বঃ প্রকৃতি স্মরণ করিয়া তোমাদের কি লজ্জা হয় না? তোমাদের প্রাণে একতা আনয়ন কর, আগে তোমাদের সমাজ সংস্কার কর, সেই পূতপূজ্য আর্য্যদিগের চরিত্র আলোচনা করিয়া সেই পথের অনুগামী হও, তবে রাজ-শক্তির চর্চ্চা করিও! (ঙ)

অনাথ যখন বুঝিলেন উমা লাভের আশা তাঁহার আদৌ নাই, তিনি উহাকে বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সাহিত্য-চর্চ্চা, সভা সমিতিতে যোগদান ব্যতীত গীতবাদ্যে মনোনিবেশ করিলেন। উমার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত রহিত করিলেন, কিন্তু হায়! চিরজীবনের বাসনা কি লোকে বিস্মৃত হইতে পারে? হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে মূর্ত্তি খোদিত হইয়া গিয়াছে তাহা কি সহজে মুছিয়া ফেলা যায়? হৃদয়ের সহিত অনবরত

(গ) অনাথ সনাথ অনেকেই চেষ্টা করিয়াছেন আজও করিতেছেন আর শতবর্ষ করিবেন কিন্তু বাঙ্গালীর ন্যায় অপদার্থও স্বার্থ পরায়ণ জাতি কি অর্থলোভ ত্যাগ করিতে পারে?

সম্পাদক।

(ঘ) ঠিক তাহা নহে, উভয়েই পরস্পর সাপেক্ষ, ভিন্ন পথ হইলেও একসঙ্গে চলিবে।

সম্পাদক

(ঙ) হে উপাধিধারী বরমহাশয়গণ! একজন বঙ্গমহিলা তোমাদের নৃশংস কার্য্যের জন্য কি প্রকারে তাড়না করিতেছেন লজ্জায় তোমাদর মস্তক হেট করা উচিৎ! সম্পাদক

যুদ্ধ করিয়া তাঁহার শরীর এবং মনঃ উভয়েই দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। সুন্দর গৌর-বর্ণ ম্লান হইতে লাগিল, বদনে কালিমা পতিত হইল। ফলে এই দাঁড়াইল লোকে অনাথের নামে কুৎসা রটনা করিতে লাগিল। তাঁহার নির্ম্মল পবিত্র চরিত্রে কলঙ্কের কালিমা লেপন করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিল। ক্রমে এ সকল কথা অতি রঞ্জিত হইয়া বেণীমাধব বাবুর কাণেও স্থান পাইল, তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। একদিন অনাথকে এজন্য যথেষ্ট অযথা তিরস্কার করিলেন। অনাথ অবনত মস্তকে নীরবে সমস্ত শুনিয়া গেলেন। পিতার একটি কথারও প্রতিবাদ করিলেন না। সংসারে লোক চরিত্র সম্বন্ধে সাধারণের কিরূপ অভিজ্ঞতা তাহা স্মরণ করিয়া তিনি মনে মনে হাসিলেন। কিন্তু তিনি নিজের কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন না।

প্রায় সর্ব্বদাই তিনি নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন পিতার সহিত প্রায়ই তাঁহার সাক্ষাৎ হইত না। ইহাতে বেণীমাধব বাবু আরও বিরক্ত হইতে লাগিলেন। তিনি প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান না করিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়া লইলেন যে ছেলে একেবারে বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছে। এক বৃন্তে দুটি কুসুমের মত অনাথ ও উমা একত্রে বর্দ্ধিত হইয়াছে, উভয়েই যে উভয়ের অনুরাগী তাহা গৃহিণী বেশ বুঝিয়াছিলেন, উভয়ে যাহাতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সুখী হয় এইজন্যই গৃহিণী তাহার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ফল কিছুই হইল না অর্থলোলুপ বেণীবাবু উমার সঙ্গে অনাথের বিবাহ দিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না, উমার জন্যও তিনি একটি পাত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বেণী-বাবুর কন্যা ছিল না, কিন্তু উমার জন্য তাঁহাকে কন্যাযন্ত্রণা কিঞ্চিৎ উপভোগ করিতে হইল। যেখানেই পাত্র অনুসন্ধান করেন সামান্য অবস্থাপন্ন লোকেও দুইহাজার তিন হাজার টাকা চাহিয়া বইসে। কেহ বলেন পাত্র পঞ্চাশ টাকা মাহিনা পায় ভাল আফিসে কায করে, তিনহাজার টাকা দিতে হইবে। কেহ বা বলেন মশাই, বুঝে কথা কবেন, আজিকালিকার বাজার কেমন পড়েছে ছেলে এণ্ট্রান্‌স্ পাশ করেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি ছেলের হাটের মহাজনেরা ছেলের দর হাঁকিয়া বলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বেণী-বাবুর কঠোর অন্তঃকরণ আরও কঠোর হইতে কঠোরতর হইতে লাগিল। যাহাদের অন্নভক্ষ্য ধনুর্গুণ এমন কি বসতবাড়ীখানি পর্য্যন্ত বন্ধক—তাহারাই যদি দুই তিনহাজার টাকা চাহিয়া বসে এবং তাহা না লইয়া পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত না হয়, তবে তিনি অবস্থাপন্ন ব্যক্তি, পুত্রের বিবাহ দিয়া কেন একখান "তালুক" "মুলুক" না কিনিবেন ?

হায়! এইরূপেই ত আমাদের বাঙ্গালী জাতি উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। যিনি স্বয়ং কন্যাদায়গ্রস্ত কন্যাভারে প্রপীড়িত হইয়া দিবারাত্রি যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তিনিও স্বীয় পুত্রের বিবাহ দিয়া অপর কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে উৎপীড়ন করিয়া অর্থ গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না বরং কন্যার বিবাহে যাহা ব্যয় করিয়াছেন, তাহার "সুদ" সমেত আদায় করিয়া লইবার চেষ্টা করেন। এই জন্যই এ কুপ্রথা সমাজ হইতে অন্তর্হিত হওয়া দূরে থাকুক বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাই-

তেছে। আবার অনেকে আছেন স্বদেশ এবং সমাজ সমাজ করিয়া বক্তৃতার স্রোতে দেশ ভাসাইয়া দেন, বাক্য-যুদ্ধে ও মসিযুদ্ধে পাশ্চাত্যসংগ্রামের বীরত্ব অপেক্ষা যাঁহারা অধিক বীরত্ব দেখান, কার্য্যকালে কিন্তু তাঁহাদের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এসকল বড়ই পৈশাচিক ব্যাপার। এই রোগশোক জরা মৃত্যু পূর্ণ সংসারে সকলি অস্থায়ী, ভ্রান্ত মানুষ অর্থলোভে সে কথা চিন্তা করে না। পরপীড়ন যে মহাপাতকের কার্য্য সেকথাও তাহারা ভাবে না।

হায়! এই সকল লোকই কি সেই আর্য্যবংশ সম্ভূত? যে দেশের লোক পরোপকারের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন করিতেন, শরণাগতকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সহস্তে স্বীয় গাত্রমাংস কাটিয়া দিতেন, সত্যরক্ষাহেতু স্বহস্তে পুত্রের মস্তক ছেদন করিতেও দ্বিধা বোধ করিতেন না, আমরা কি তাঁহাদের জাতি? এ সকল নরপিশাচকে সেই আর্য্যবংশাবতংশ বলিতে ঘৃণা হয়, তাঁহাদের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা করে।

দিন দিন আমাদের সমাজের কি অধঃপতনই ঘটিতেছে। ধনী নির্ধনী, সম্ভ্রান্ত অসম্ভ্রান্ত সকলেই এখন পুত্রের বিবাহ দিয়া অর্থ গ্রহণ জন্য লোলুপ হইয়া বেড়াইতেছেন কুল, শীল বংশমর্য্যাদা প্রভৃতি কিছুই তাহারা প্রয়োজনীয় মনে করেন না। চাহেন কেবল অর্থ। (চ) কি আশ্চর্য্যের বিষয়, এরূপভাবে পুত্রের দর দস্তুর করিতে তাঁহারা লজ্জাবোধ না করিয়া বরং গৌরবের বিষয় মনে করিয়া থাকেন। যিনি যত অবস্থাপন্নের পুত্র, তাঁহার মূল্য তত বেশী। এই বরপণজন্য দেশের যে কি ঘোর অনিষ্ট সাধন হইতেছে, কত গৃহস্থের সর্ব্বনাশ হইতেছে, অন্ধ বঙ্গ সমাজ তাহা দেখিয়াও দেখিতেছে না। অধঃপতিত বঙ্গদেশ ব্যতীত পৃথিবীর অন্য-কোন সমাজে এই প্রকার বরবিক্রয় প্রথা নাই, এখানে সকলেই স্ব স্ব স্বার্থ সাধনোদ্দেশেই ব্যস্ত। আমাদের বেণীবাবু নগদ পাঁচহাজারে এক স্থানে অনাথের বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিলেন। উমার জন্যও একটী পাত্র স্থিরীকৃত হইল। তিনি পুত্রের সুখশান্তির দিকে দৃষ্টি করিলেন না, গৃহিণীর অনুরোধ রাখিলেন না, তাঁহার "পাঁচহাজার" টাকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইল।

হায়! এসংসারে কত বেণীবাবু আছে তাহার সংখ্যা কে করিবে?

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা দেবী।
দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা।

(চ) তাই পল্লীগ্রামের লোক বলে—
ইংরাজীগোর দালান গাই,
ইহার চেয়ে আর কুলীন নাই।
যদি থাকে দুই এক ঘর,
লোহার সিন্দুক আর টীনের ঘর॥
সম্পাদক।

হিন্দুসভ্যতার ভিত্তি কি?

প্রাচীন মিশর দেশের অভ্রভেদী পিরামিড্, অতি প্রাচীন চীনদেশের সুদৃঢ় প্রাচীর প্রভৃতি প্রতিনিয়ত জনসঙ্ঘের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। উহারা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত বলিয়াই এযাবৎকালের ধ্বংসনীতিকে উপেক্ষা করিয়া যেন সগর্ব্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অদূরে দিগন্ত-প্রসারী অশ্বত্থবৃক্ষ বহু নিরাশ্রয় বন-বিহঙ্গকে আশ্রয়দানে এবং পথশ্রান্ত বহু পথিকের সন্তাপহরণে অশেষ মঙ্গল সংসাধিত করিতেছে তাহাও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অই যে সুরসাল ফল-সমন্বিত-বৃক্ষ উহাও সুগঠিত ও দৃঢ়সার ভিত্তির উপর সংস্থিত। সুতরাং জড় ও উদ্ভিদ্ জগতে সুদৃঢ় ভিত্তির আবশ্যকতা স্পষ্ট প্রতীয়মান। এই বিশ্বজনীন নিয়ম প্রাণিজগতেও নিয়ত ক্রীড়াশীল এবং তজ্জন্যই যে জাতি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত তাহার জাতীয় জীবন ধ্বংসনীতির অনুবর্ত্তনে আবর্ত্তিত হয় না, সে জাতীয়বিগ্রহ, কালাপাহাড় বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয়না, সীজার কি আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়েও উহা বিপর্য্যস্ত হয় না। নেপোলীয়ান বোনাপার্টির চকিত আক্রমণেও উহা পর্য্যুদস্ত হয়না; অথবা বর্ত্তমান জর্ম্মান সম্রাট কৈজারের কোপানলেও এনটোয়ার্পের দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হয়না তাহা যেন অজর ও অমর স্বরূপে চিরকাল দেদীপ্যমান রহে।

২। সমগ্র পৃথ্বী যখন অজ্ঞান তিমিরের ক্রোড়দেশে সুষুপ্ত ছিল তখন জ্ঞানালোকের বর্ত্তিকা হস্তে লইয়া এই হিন্দু জাতিই জগজ্জনকে প্রথম জাগাইয়াছিল এবং তাঁহাদের তপঃসিদ্ধ মানসাকাশে সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মজ্ঞানের পাবক শিখা স্বতঃ-প্রস্ফুরিত হইয়া সমগ্র জগৎ আলোকিত করিয়াছিল। যে অতুলনীয় মহাকাব্যের অপার্থিব সৌন্দর্য্যের নিকট সকলে ভক্তি ও প্রীতির সহিত আজও মস্তক অবনত করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন তাহাও এই হিন্দু-জাতির রসময়ী লেখনী হইতে প্রথম বিনর্গত হয়—যে দর্শনাদি শাস্ত্রে অলোকসাধারণ জ্ঞান গরিমার বিকাশ দেখিয়া সকলে অদ্যাপি স্তম্ভিত হইতেছেন হিন্দু দার্শনিকগণই তাহার প্রচারকরেন—যে প্রভাবতী চিকিৎসা বিদ্যার নানারোগের প্রতিকার হইতেছে এই হিন্দুস্থানেই তাহার বীজ উপ্ত হয়, যে মধুময় কবিতাবলীর স্বর্গীয় সুগন্ধে সমগ্র সভ্যজগৎ সুরভিত তাহাও এই হিন্দু জনপদেই উদ্ভূত হয়। যে জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যাপনায় ব্রহ্মাণ্ডের অলৌকিক রহস্যের উদঘাটন হইতেছে তাহাও এই ভারত ভূমিতে প্রথম উদ্ভব হয়; যে গীতার শ্লোকাবলী বর্ত্তমান জর্ম্মান সম্রাটের প্রিয় ও প্রীতিকর তাহাও এই আর্য্যস্থানে উদ্ভূত হয়। ফলতঃ একসময়ে এইরূপে হিন্দুগণ অসাধারণ পারদর্শীতার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং কি জ্যোতিষ শাস্ত্র কি কলা বিদ্যায় কি শৌর্য্যবীর্য্যে হিন্দুগণ একসময়ে

জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া গরীয়সী জন্মভূমির মুখোজ্জল করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ভীম্ম দ্রোণাচার্য্য ও অর্জ্জুনের বীরত্ব, কপিলের দৈবী প্রতিভা, বিশ্বামিত্রের তপোবল এবং জনকের সংসার নির্লিপ্ত ভাব জগত-ইতিহাসের প্রথম পরিচ্ছেদে এই হিন্দুস্থানেই হয় এবং রামচন্দ্রের ন্যায় প্রজাবৎসল রাজা, যুধিষ্ঠিরের ন্যায় ধার্ম্মিক নৃপতি, শুকদেবের ন্যায় আজন্ম পরিব্রাজক, ধ্রুব ও প্রহ্লাদের ন্যায় বিশ্বাস-পরায়ণ-ভক্ত, শাক্যসিংহের ন্যায় জ্ঞানী, রাজা শিবির ন্যায় স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ; সীতার ন্যায় সতী, লক্ষণের ন্যায় ভ্রাতৃবৎসল এবং কর্ণের ন্যায় দাতা এই হিন্দু জাতিতেই অভ্যুদিত হইয়াছিলেন। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে আমরা অধঃপতিত পাদদলিত এবং সর্ব্বথা গৌরব ভ্রষ্ট হইলেও আমাদের পূর্ব্ব -পুরুষগণ যে মহা মহিমান্বিত আদর্শ পুরুষ ছিলেন তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত এবং তাঁহাদের কার্য্যাবলীর সম্যক্ আলোচনা করিলে এবং তাহা অপক্ষপাতিত্বের স্বচ্ছ-দর্পণে অবলোকন করিলে ঘোর অবিশ্বাসীর পাষাণবক্ষ বিদারণ করিয়াও মহাভক্তির উৎস উথলিয়া পড়িবে। অতএব এইরূপ গুণ সম্পন্ন মহৎ জাতির জাতীয় ইতিহাস এবং তাহার ভিত্তির সম্যক্ আলোচনা যে শিক্ষাপ্রদ তাহাও অবশ্য স্বীকার্য্য।

৩। বৌদ্ধ বিপ্লবের প্রবল অভিঘাতে হিন্দুর শাস্ত্রকানন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল-বটে—মুসলমান সম্রাটদিগের কঠোরতর পীড়নে হিন্দুজাতি বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন বটে এবং বর্ত্তমান সময়ে জড়বিজ্ঞানের ঐহিকতা-সর্ব্বস্ব ইউরোপীয় সভ্যতার খরতর প্রবাহে হিন্দুজাতির আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের বেলাভূমি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে বটে, কিন্তু জগতের ইতিহাস হইতে আজও হিন্দুনাম বিলুপ্ত হয়নাই: এবং আজ পর্য্যন্তও বুঝিয়া হউক অথব বুঝিয়া না হউক সহস্র সহস্র হিন্দু আহারে, বিহারে শয়নে জাগরণে শত সহস্রপ্রকারে স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মানুসারে চলিতেছেন। শত সহস্র বৎসরের ঝঞ্ঝাবাতেও এজাতি আপন অস্তিত্ব বিসর্জ্জন দেননাই। হিন্দু—গ্রীক, শক প্রভৃতি জাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন, পাঠানের শাসনে নিষ্পেষিত হইয়াছেন, মোগলের অধীন হইয়া শত শত বৎসরকাল অতিবাহিত করিয়াছেন কিন্তু হিন্দু হিন্দুই আছেন এবং বর্ত্তমান সময়েও সুসভ্য ইংরেজ জাতির অধীনে বাসকরিতে বাধ্য হইয়াও হিন্দু হিন্দুই রহিয়াছেন। যে জাতি শত তাড়নাতেও বিচলিত হয়না শত আঘাতেও বিপর্য্যস্ত হয়না সহস্র বিপদ পাতেও অধীর হয়না সে জাতির জাতীয় জীবন যে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থিত তাহাতে আর সন্দেহ হইতে পারেনা এবং সে জাতিযে সুসভ্য তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং এইরূপ জাতির সভ্যতার ভিত্তি কি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহারই কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া ক্ষণকালতরেও কৌতুহলাক্রান্ত পাঠকের চিত্ত বিনোদনে সমর্থ হইলেই স্বীয় পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

৪। হিন্দু সভ্যতার সুদৃঢ় ভিত্তির প্রধান ও প্রথম উপাদান ঈশ্বর পরায়ণতা। যিনি যরূপ প্রকৃতির লোকই হউনা কেন তদনুরূপ ভাবেই তাঁহার প্রকৃতির অনুযায়ী ধ্যান ধারণার ব্যবস্থা করাহইয়াছে। সর্ব্বভূতে ভগবান্ এই বিশ্বাসে যে যে ভাবে ইচ্ছা প্রকৃতির অনুবর্ত্তিনী

প্রণালীর অবলম্বনে ভগবানের সান্নিধ্য লাভে কৃতার্থ হইতে পারেন। এই উদারভাবে প্রণোদিত হইয়াই হিন্দু সমাজের কেহবা বৈষ্ণব, কেহবা শাক্ত, আবার কেহবা শৈব। (ক) কেহবা কমনীয় মূর্ত্তির উপাসক কেহবা বীভৎস মূর্ত্তির ভজনাকারী। ফলতঃ রৌদ্র, সৌম্য, কমনীয়,বীভৎস প্রভৃতি সমুদায় বিভিন্ন ভাবই ভগবানের অভিব্যক্তি বিধায় আমরা আমাদের রুচি অনুযায়ী প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তিনী যেরূপ মূর্ত্তিরই কল্পনা করিয়া ভজনা করিনা কেন তাহা তাঁহাতেই বর্ত্তে। এই মহা উদার ভাব এক হিন্দুধর্ম্ম ব্যতীত অন্য ধর্ম্মে নাই। খৃষ্টান বলেন খৃষ্টীয় উপাসনা ব্যতীত অন্যরূপ উপাসনার কোন ফল নাই। মহম্মদীয়গণ একহস্তে কোরাণ ও অপরহস্তে শাণিত কৃপাণ গ্রহণে মহম্মদীয় শিক্ষা দীক্ষা প্রচারে ব্যতিব্যস্ত কিন্তু হিন্দু শাস্ত্র কখনও কোন বিশেষ প্রণালী সর্ব্ব সাধারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট করেন নাই। বিভিন্ন প্রকৃতিরজন্য বিভিন্ন প্রণালীর প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে সকল ধর্ম্ম এবং সর্ব্বপ্রকার উপাসনা প্রণালীই অনন্ত ব্রহ্মের লক্ষীভূত এবং এইরূপ উদারভাবই হিন্দু সভ্যতার প্রধান ভিত্তি এবং তজ্জন্যই মূর্খও পণ্ডিত সাধু এবং অসাধু, ধনী এবং নির্ধনী, ভদ্র এবং ইতর সকল শ্রেণীর বিভিন্ন প্রকৃতির লোকই স্বতঃ পরতঃ যাহাতে ঈশ্বরপরায়ণ ভক্ত হইতে পারেন তাহারই সুব্যবস্থা রহিয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকার নিম্নশ্রেণীস্থ জনগণ গণ্ডার ও ভাল্লুকের ন্যায় ভয়ঙ্কর হিংস্রকজন্তু বিশেষ। সে শ্রেণীতে ঈশ্বরের কোন নাম নাই, পাশ্চত্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা পবিত্রকীর্ত্তি খৃষ্টেরও কোন পরিচয় নাই এবং মনুষ্যোচিত চরিত্রের সামান্য কোন চিহ্নও পরিলক্ষিত হয়না। সেখানে শুধুই পেটের ক্ষুধা, প্রচণ্ড পশুবিক্রম এবং পাশব লালসার সর্ব্বগ্রাসী প্রভাব। আর আমাদের হিন্দুসমাজের নিম্নশ্রেণীস্থ জনগণ মূর্খও গঞ্জিকাসক্ত হইলেও অধিকাংশ স্থলেই দয়াধর্ম্মশীল মনুষ্য এবং তজ্জন্যই শাকাম সম্বল চণ্ডালও জীবনের বিকাশে কিয়দংশে যেন মহাপুরুষের ছাঁচে গঠিত। প্রকৃতপক্ষে অন্যদেশে পাখীআছে এমন সুকণ্ঠ কোকিল নাই, ফল আছে এমন সুমিষ্ট আম্র নাই, অতিথি আছে এমন অতিথিশালানাই, পথিক আছে এমন পান্থশালা নাই ভিখারী আছে এমন মুষ্টিভিক্ষা দানের ব্যবস্থা নাই, বিধবার ব্রহ্মচর্য্য নাই, সতীত্বের এমন আদর্শ নাই, ঋষিতপস্বী নাই। এই ধর্ম্মপ্রাণতাই হিন্দু সভ্যতার দ্বিতীয় প্রধান ভিত্তি।

৫। হিন্দু সভ্যতার তৃতীয় ভিত্তি পরজন্মে বিশ্বাস এবং কর্ম্মফলের প্রবর্ত্তনা। হিন্দু শাস্ত্র তারস্বরে বলিতেছেন "যে পৃথিবীর সুখদুঃখে অবসন্ন হইয়া পড়িওনা, তৎসমুদায়ই তোমার শিক্ষার জন্য। এই মুহূর্ত্তস্থায়ী পৃথিবীর সুখ সম্পদে মোহিত কিম্বা প্রতারিত হইওনা। অনন্তস্থায়ী আত্মিকের পক্ষে এই পার্থিব জীবন একটী পরিচ্ছেদ মাত্র"। [illegible] মনুষ্যদেহ রূপান্তরিত হয়বটে এবং বাহ্যতঃ

(ক) অধিকারী ভেদে ধর্ম্মের তারতম্য না থাকিলে উপাসকগণের হিতার্থে তাহা সার্ব্বজনীন হইতে পারে না। সেই জন্য খ্রীষ্ট, মহম্মদীয়, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্ম্ম মানুষের হৃদয়ে সম ভাবে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না। সম্পাদক।

তাহা বিনষ্ট হয় বটে কিন্তু দেহস্থিত জীবপুরুষের বিনাশ নাই। তিনি কর্ম্মানুযায়ী দেহান্তর গ্রহণে অনন্ত যাত্রার যাত্রী। সুতরাং পার্থিব জীবনের পরিমিত কালটুকুর জন্য অনন্তস্থায়ী আত্মার উদ্বেগ সংঘটন কর্ত্তব্য নহে। হিন্দুর এই বিশ্বাস তাহাকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে এক প্রধান সহায়। অন্য কোন ধর্ম্মে আত্মা অবিনশ্বর অনন্তস্থায়ী এবং কর্ম্মফলানুযায়ী ফলভোগে জন্মান্তর পরিগ্রহে বাধ্য এ শিক্ষা এ দীক্ষা নাই সুতরাং ইহ-জীবনের সুখ দুঃখ লইয়াই উহা ব্যস্ত। সে শিক্ষা দীক্ষায় পরকাল এবং পরজন্ম জন্য মনুষ্য হৃদয়ে আনন্দ ও ভীতির ডমরুধ্বনি নিনাদিত হয় না। ফলতঃ পারলৌকিক পুরস্কারের আশা ও বিশ্বাস ব্যতীত, অসাধারণ ধর্ম্মনৈতিক দৃঢ়তা ও অসীম আত্মত্যাগ সম্ভাবিত নহে।

৬। হিন্দুসভ্যতার চতুর্থ ভিত্তি রক্ষণশীলতা। হিন্দু অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিভিন্ন জাতি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন, বিভিন্নজাতির শাসনাধীনে আসিয়া পড়িয়াছেন কিন্তু হিন্দু স্বীয় আচার ব্যবহার রীতি নীতি সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন করিয়া জেতার সহিত এক হইয়া যান নাই। মহম্মদীয়গণ এক হস্তে কোরাণ অপর হস্তে কৃপাণ লইয়া প্রচণ্ড মূর্ত্তিতে এ ভারত ভূমিতে সমাগত হইয়াছিলেন এবং তাহার ফলে হিন্দু নিজদেশ পরিত্যাগ করিয়াছেন—স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া মরুভূমিতে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন এবং এমন কি মৃত স্বদেশসেবক বৃন্দের উপবীত প্রভৃতিতে ৭৪ মণ সংখ্যাক-ধারণে জেতার হৃদয়ে বিস্ময় জন্মাইয়াছেন, কিন্তু তথাপি স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগে জেতার ধর্ম্মগ্রহণে জেতৃহৃদয়ে আনন্দলহরী প্রবাহিত করেন নাই। আমাদের আদিপুরুষ মনু, যাঁহার নাম হইতে আমরা মানব নামে আখ্যাত হইয়াছি, তিনি তারস্বরে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে—তোমার নিজের ধর্ম্ম খুবভাল না হইলেও অপরের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধর্ম্মও গ্রহণ করিবে না কারণ তাহা হইলে তোমার মানবত্ব তোমার হিন্দুত্ব বিনষ্ট হইবে। (খ) এ ভারত ভূমিতে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারকগণ অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু সন্তানকে কোন কোন স্থলে বলপূর্ব্বক ইসমাইলধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াই পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। হিন্দুর উচ্চবর্ণের ধর্ম্ম বিশ্বাস পূর্ব্ববৎ অচল ও অটল ছিল। এমনকি সুসভ্য ইংরেজ বহু খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক নগরে নগরে, এমনকি পল্লীতে পল্লীতে সংস্থাপিত করিয়াছেন এবং স্বীয় শিক্ষা দীক্ষা প্রচার জন্য বহু স্কুল কলেজের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহারই

(খ) মনুর মূল শ্লোকটী এই—

বরং স্বধর্ম্মোবিগুণঃ ন পারক্য স্বনুষ্ঠিতাৎ।
পরধর্ম্মেণ জীবন হি সদ্যঃ পততি জাতিতঃ॥

শ্রীকৃষ্ণও গীতায় বলিয়াছেন—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মোবিগুণঃ পরধর্ম্মাৎস্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনংশ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ॥

স্বধর্ম্ম মন্দ হইলেও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পরধর্ম্ম কখন ও গ্রহণ করিবে না, এই স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে মৃত্যুও স্বীকার করিবে তথাপি অন্যের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না। এই শ্লোকে "স্বধর্ম্ম" শব্দটী সমুচ্চয়ার্থে ব্যবহার হইয়াছে, অর্থাৎ নিজের ধর্ম্ম, নিজের আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ আহার ইত্যাদি সমস্ত পূর্ব্বমত বজায় রাখিতে হইবে। সম্পাদক।

ফলে বেদের পরিবর্ত্তে বাইবেল, দর্শনের স্থলে লজিক, এবং গীতার পরিবর্ত্তে মীলের আদর সর্ব্বত্র হইলেও হিন্দু শিক্ষায় দীক্ষায় আহারে পরিচ্ছদে সভ্যতায় এবং সামাজিকতায় এখনও হিন্দুই রহিয়াছেন। অতি অল্পসংখ্যক হিন্দুই বৃথা প্রলোভনে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্যধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। প্রাচীন আর্য্য সভ্যতা বহুদিনাবধি অস্তগামী প্রভাকরের ন্যায় স্তিমিত ভাবাপন্ন হইলেও সে জ্যোতিঃ একবারে অন্ধকারের কুক্ষিগত হয় নাই। হংকঙ্গ, ব্রহ্মদেশ এবং আমেরিকা প্রভৃতি দেশের আদিম অধিবাসিগণ সুসভ্য ইংরেজ সংস্পর্শে একবারে স্বীয় স্বীয় জাতীয়তা পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজের শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণে ইংরেজ ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু এ ভারতভূমির হিন্দু বহু সংঘর্ষে এবং বহু জাতির সংস্পর্শেও স্বীয় জাতীয়তা পরিত্যাগে হিন্দুত্ব বিসর্জ্জন করেন নাই। হিন্দু হিন্দুই রহিয়াছেন। রক্ষণশীলতাই হিন্দুকে হিন্দুত্ব পরিত্যাগ করিতে দেয় নাই। অতএব রক্ষণশীলতায় অন্যদোষ থাকিলেও জাতীয়তা সংরক্ষণে হিন্দুর ইহা পরম সুহৃদ।

৭। হিন্দু সভ্যতায় পঞ্চমভিত্তি—নিবৃত্তি। যাঁহারা মানব চরিত্রের অন্তর্দর্শী এবং অনন্ত বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির গুহ্যতম প্রদেশের প্রিয়চিকীর্ষু তাঁহারা একবাক্যেই বলিবেন যে প্রবৃত্তিদ্বারা প্ররোচিত হইলে মানুষ প্রায় সর্ব্বত্র স্বার্থপরতায় আবিলতা লইয়া কলুষিত হইয়া একদিকে যেমন নিজের সর্ব্বনাশ অন্যদিকে তেমনি জাতীয় জীবনের প্রাণশক্তি পর্য্যন্ত নষ্টকরিয়া উদ্দাম প্রবৃত্তির মান দণ্ডস্বরূপ সর্ব্বনাশ পতাকা উড্ডীন করিয়া থাকেন। উদাহরণ স্বরূপে সুগভীর বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে আমরা মহারাজ দুর্য্যোধনের নাম এবং মহাবীর নেপালিয়ানের জীবন কাহিনী স্মরণ পথে আনিয়া নিবৃত্তির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে সমর্থ হইতে পারি। ফলতঃ প্রতারণাময়ী আশার কিছুতেই নিবৃত্তি হয়না এবং তাহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং তজ্জন্যই অনেক মহাবীরের অকলঙ্ক চরিত্রেও কলঙ্ক রেখা নিপাতিতকরে এবং অত্যুগ্র অলোকসামান্য পুরুষ পুঙ্গবকেও কলুষিত করিয়া থাকে। তদ্ধেতুই অনন্ত জ্ঞান-নিধান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন যে।

> তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্য কর্ম্ম সমাচার,
> অসক্তো হ্যাচরণ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ,
> তৃতীয় অধ্যায় ১৯শ শ্লোক।

অর্থাৎ অনাসক্ত হইয়াই কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিবে এবং তাহা হইলে মানুষ মোক্ষফল লাভ করিতে পারিবে।

৮। হিন্দু সভ্যতার ষষ্ঠ ভিত্তি যুগে যুগে সংস্কারকের আবির্ভাব। কালের কুটিলা গতিতে দেব মন্দির ও শূকর শালায় পরিণত হয়, নন্দন কাননেও পিশাচ বাসকরে এবং পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতীও মলমূত্রে কলুষিতা হয়। ধর্ম্মজগতেও তেমনি অধর্ম্মের অভ্যুদয় হয় এবং তাহা নিরাকরণ জন্য মহাপুরুষদিগের আবির্ভাব এবং তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষাও অত্যাবশ্যক। আগুন যেমন অনিল সংবর্দ্ধনায় অতিক্রত বর্দ্ধিত হয় তেমনি হিন্দুর ধর্ম্ম বিশ্বাসও সংস্কারক দিগের শিক্ষা দীক্ষায় অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইতে পারিয়াছিল। তজ্জন্যই বুদ্ধদেব হইতে রামকৃষ্ণ পরমহংসের সময় পর্য্যন্ত বহু মহাপুরুষ সমাজ সংস্কারক রূপে আবির্ভূত হইয়া হিন্দুর

জাতীয়তা ও সভ্যতা অটুট রাখিয়াছেন। সৌরকর সমাগমে পৃথিবী যেমন উদ্ভাসিত হয়, বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালনে জীব হৃদয় যেমন প্রফুল্ল হয়, পূর্ণচন্দ্রের সুস্নিগ্ধ কিরণে সন্তাপিত দেহ যেমন স্নিগ্ধতায় পরিপূর্ণ হয় মহাপুরুষ দিগের আবির্ভাবে এবং তাঁহাদের সহবাসেও জনসাধারণ সেইরূপ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত, উপদেশ-লাভে প্রফুল্ল এবং সদাচারে বিগত-সন্তাপ হইয়া থাকে। এইরূপ মহাপুরুষ দিগের আবির্ভাব এদেশে যেমন হইয়াছে অন্যদেশে সেরূপ হয়-নাই। সুতরাং ইহাও হিন্দু জাতির একটা বিশেষত্ব এবং হিন্দু সভ্যতার সুদৃঢ় ভিত্তি।

৯। সত্যবটে এখন হিন্দুর ত্যাগের স্থানে ভোগ আসিয়াছে, সংযমেরস্থলে বিলাস আসিয়া অধিকার করিয়াছে। বিদ্যা ব্যবসায়ী নিবৃত্তি-মার্গাবলম্বী ব্রহ্মচারী আজ ভোগী ও বিলাসী হইয়া প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিতেছেন। কিন্তু এ দুরবস্থা হিন্দুর আর বেশী-দিন থাকিবেনা। হিন্দু আত্ম-ভ্রষ্ট, উদ্দেশ্য-ভ্রষ্ট এবং জীবনের তত্ত্ব-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। বিধাতার ইচ্ছায় হিন্দুর এই অবনতি অচিরেই অতীতের চির অন্ধকার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সকল দুঃখের উপশম করিবে। ঐ দেখুন অমা-রাত্রির অবসান হইতেছে এবং তিমিরাবৃত আকাশ প্রান্তে আর্য্যজ্ঞানের আলোক রেখা সঞ্চারিত হইতেছে। কালসহকারে উহা স্ফুলিঙ্গময়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আবার দিঙ্-মণ্ডল ঝলসিয়া দিবে। মহাপুরুষের আবির্ভাবে আবার এইদেশে অমৃত প্রবাহের ধারা বহিবে, পরিবর্ত্তন প্রবাহে এদেশ পুনরায় প্রবাহিত হইয়া হীনতা ও দীনতা পঙ্কে নিমজ্জিত না রহিয়া মহৎকার্য্যে পুণ্য ক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হইবে। (গ) যে জাতি বহু জেতৃ-স্রোতেও বিচলিত হয় নাই শত্রুর শত আঘাতেও বেদনা বোধ করেনাই, শত নিপীড়নেও দুঃখ বোধ করেনাই সে জাতির জাতীয় জীবন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠাপিত এবং তাহা নির্জীব ও নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া কালসহকারে বিশ্বজয়ী পুরুষ সিংহের ন্যায় বিশ্বসংসারে আবার প্রসিদ্ধি লাভকরিবে। এ সংসারে বিধাতা কাহারও বাসনা অপূর্ণ রাখেন না। সুখ দুঃখ, উন্নতি অবনতি এবং উত্থান ও পতন চক্রবৎ ঘুরিতেছে। ঐ দেখুন মেঘমুক্ত আকাশ আবার হাসিতেছে, রাহু-গ্রাস মুক্ত চন্দ্রমা আবার সুধা কিরণ বিকীর্ণ করিতেছে। অমানিশার অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া প্রভাতের মধুর বালার্ক কিরণ আবার দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিতেছে, বসন্ত সমাগমে শুষ্কপ্রায় তরু নিবহ হইতে আবার নব কিসলয়ের উদ্গম হইতেছে। সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দুও আবার উন্নত হইবে, তাহার ও দুঃখের তামসী নিশি পোহাইবে।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা।

(গ) এই সংখ্যার ভূতাত্মার ভবিষ্যদ্বাণী দ্রষ্টব্য। সঃ

কায়স্থ ৺ রামচন্দ্র দেববর্ম্মা।

Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness in the desert air.

সাধারণের অপরিজ্ঞাত এই কায়স্থ মহাত্মা ১২৭২ সালের চৈত্রমাসে পাবনা জেলায় করণজা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অনুপনারায়ণ দাস নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত সমৃদ্ধ সম্পন্ন কায়স্থ উক্তগ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র গঙ্গানারায়ণ দাষ, গঙ্গানারায়ণের চারিপুত্র ও তিনটী কন্যা ছিল। ১ম ও ২য় পুত্রের নাম আমরা অবগত হইতে পারি নাই। তৃতীয় রামচন্দ্র দাষ, যাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী এই প্রবন্ধে লিখিত হইতেছে। অনুপনারায়ণের মৃত্যুর পর এই পরিবার ঋণজালে জড়িত হইলে কতকগুলি ভাল ভাল জোত জমা নীলাম হইয়া যায়। রামচন্দ্রের জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতার বয়স যখন ১৮ বৎসর তখন গঙ্গানারায়ণ পরলোকে গমন করেন। মাতা নাবালক পুত্র ও কন্যাগুলি লইয়া অতিকষ্টে জীবন ধারণ করেন, তিনটী কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যাদ্বয় বিবাহিতা হইলে তাহাদিগের স্বামীদ্বয় অর্থাৎ চাকলাগ্রাম নিবাসী কৃষ্ণসুন্দরচন্দ্র এবং সাগদা নিবাসী রামধন দত্ত মহাশয়দ্বয় এই নিঃস্বপরিবারকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া বাজিতার জমিদারের মধ্যে একটি মোহরের কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং কোনরূপে নাবালক ভ্রাতৃগণ লইয়া কষ্টে সৃষ্টে কালযাপন করিতে থাকেন। রামচন্দ্র দাষ মহাশয় গ্রাম্য পাঠশালায় যখন শিশুশিক্ষা পাঠ করেন তাঁহার বয়স ৮।৯ বৎসর, সেই সময় হইতেই তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনা লক্ষিত হয়। তাঁহাদের বাটীর নিকট একটী কদলী বাগানে ক্ষুদ্র একখানী খেলার ঘর তুলিয়া তাহাতে কৃষ্ণ ও গণেশমূর্ত্তি (ক) স্থাপন করতঃ ভক্তিভাবে প্রত্যহ রামচন্দ্র পূজা করিতেন। প্রতিদিন প্রাতঃস্নান করিয়া পুষ্প তুলসী আদি পূজোপকরণ সংগ্রহ করতঃ রামচন্দ্র বিগ্রহদ্বয়ের উপাসনায় এতদূর নিমগ্ন হইয়া যাইতেন যে সময়মত তাঁহার আহারাদি হইত না। বাল্যজীবনে তাঁহার শিক্ষার অন্তরায় দেখিয়া স্থানীয় জমিদার কৈলাসচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় উক্ত চালাঘর ভাঙ্গিয়া মূর্ত্তিদ্বয় ইচ্ছামতী নদীতে বিসর্জ্জন দেন। এই ঘটনায় রামচন্দ্র ২।৩ দিন আহারাদি ত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ ক্রন্দন করেন। তৎপরে সমবয়স্ক বালকগণের নানারূপ সান্ত্বনায় শান্তিভাব অবলম্বন করেন।

দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে তিনি তাঁহার ভাগিনেয়ীজামাতা রাজসাহির প্রসিদ্ধ মোক্তার মহেশচন্দ্র কর মহাশয়ের বাসায় বিদ্যাশিক্ষা

(ক) শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়, ও গণেশ মসীজীবীর অধিদেবতা।

স

করিতে থাকেন এবং তথাকার এণ্ট্রান্স স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া সাংসারিক দুরবস্থায় বাধ্য হইয়া অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া বাটীতে আসেন। এই সময় তিনি চাকলাগ্রামে, তাঁহার ভগ্নিপতি কৃষ্ণসুন্দর চন্দ্র মহাশয়ের বাটিতে কয়েক দিবস বাস করেন। তথায় জনৈক সাধু সুবলদাস গোঁসাই বৈষ্ণবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কৃষ্ণসুন্দর মহাশয়ও একজন পরম ধার্ম্মিক বৈষ্ণব ছিলেন, এই সাধুসঙ্গে রামচন্দ্র বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুরক্ত হন এবং তাঁহাদিগের সহিত চৈতন্যচরিতামৃত, রাধাকৃষ্ণ বিলাস, প্রেমভক্তি, প্রার্থনা ইত্যাদি নানাবিধ বৈষ্ণবগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন।

তৎকালে হোমিওপ্যাথির বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী মহাশয় পাবনা নগরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন তথায় তৎকালে তাঁহার স্থাপিত একটী হোমিওপ্যাথিক বিদ্যালয় ছিল। উক্ত বিদ্যালয়ে রামচন্দ্র দাস অধ্যয়ন করিয়া সাগরকান্দী বড়ুরিয়া গ্রামে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন। ৩।৪ বৎসর চিকিৎসা করিয়া কোন উন্নতি করিতে না পারিয়া অন্য কাজের চেষ্টায় কলিকাতা চলিয়া যান, তথায় শ্রীযুক্ত হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র, নব্যভারতের সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায়, এবং মাণিকদহ গ্রামের জমিদার বিপিনবিহারী রায় মহাশয়দিগের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস জন্ম এবং ঐ সকল মহাত্মাদিগের সাহায্যে বঙ্গের নানাস্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন দুই বৎসর এইকার্য্য করিবার পর পুনরায় সাগরকান্দী আসিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের সহিত আহার বিহার করিতে থাকায় দেশে আত্মীয় বন্ধু সকল বিরক্ত হইয়া উঠে। এই অশান্তিতে তিনি সাগরকান্দী পরিত্যাগ করিয়া জলপাইগুড়ি প্রস্থান করেন। তথায় পোষ্টাল বিভাগে কয়েকমাস কার্য্য করিলে উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চিকিৎসার্থে কলিকাতা আগমন করেন। তথা হইতে বৈদ্যনাথে জলবায়ু পরিবর্ত্তন করিয়া স্বাস্থ্য ভাল হইলে গয়াধামে প্রস্থান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে সনাতন হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হয়। এই সময় তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন।

পশ্চিম থাকার সময়ে পরিব্রাজক কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের ধর্ম্ম বক্তৃতায় তাঁহার মন এতদূর আকৃষ্ট হয় যে তিনি যাবজ্জীবন কৌমার ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার সংকল্প করেন। এই সময় কোন বন্ধুর সাহায্যে ধুবড়ী কোন গবর্ণমেণ্ট আফিসে ৩০ টাকা বেতনে কেরাণীগিরি কার্য্যে নিযুক্ত হন। তথায় ১৩০৪ সনে প্রবল ভূমিকম্পে তাঁহার মস্তিষ্কের পীড়া হওয়ায় বাটী প্রত্যাগমন করেন। এই সময় ৩১ বৎসর বয়ক্রম কালে তাঁহার মাতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বাধ্য হইয়া দার পরিগ্রহ করেন। এবং তদনন্তর দিনাজপুর জেলা স্কুলে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার মৃত্যু হওয়ায় সংসারের সমস্ত ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়, পরে ১৩২০ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে অক-

পশ্চাৎ জ্বরবিকারে তাঁহার সহধর্ম্মিণীও মধ্যমা কন্যাটির মৃত্যু হয়।

পত্নীর অভাবে দশ বৎসরের কন্যা ও দুই বৎসরের একটী শিশু পুত্র লইয়া মহাকষ্টে পতিত হন, এমন কি অনেক সময় স্বহস্তে পাক করিয়া নিজে আহার করিতেন ও পুত্র কন্যাকেও খাওয়াইতেন। তাঁহার ভগ্নদেহ এই প্রকার পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তা সহ্য করিতে পারিল না। ক্রমে শরীর ও মন দুর্ব্বল, অবসন্ন হইয়া পড়িল। তদনন্তর ১৩২১ ১৫ই ভাদ্র ৪৯ বৎসর বয়সে পুত্রকন্যা আত্মীয় স্বজনের মায়ামমতা ত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে প্রস্থান করেন।

রামচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠাভগ্নির পুত্র শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর চন্দ্র মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া উক্ত সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। স্বদেশ স্বসমাজ ও স্বধর্ম্মে রামচন্দ্র বর্ম্মা মহাশয় বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। দরিদ্রতার ভীষণ নিষ্পীড়নে তদীয় মনীষা সাধারণ্যে বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। তাই এই প্রবন্ধের শিরোভাগে আমরা একটী ইংরাজী শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছি। বিজন বনমধ্যস্থ প্রস্ফুটিত মল্লিকার ন্যায় রামচন্দ্র বর্ম্মার ধীশক্তি ও প্রজ্ঞা লোক লোচনের অন্তরালে প্রস্ফুটিত হইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছিল, তাঁহার আদর্শ জীবনের সুগন্ধ নিতান্ত আত্মীয় স্বজন ব্যতীত আর কেহই ভোগ করিতে পারেন নাই। তিনি এক সময় ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরক্ত হন। কিন্তু যখন দেখিলেন নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা অসম্ভব, উহাতে উপাসনার মূল তত্ত্ব ভক্তির সমাবেশ হয় না, তখন প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মই পুনর্গ্রহণ করেন। অদ্বৈতবাদী শ্রীশঙ্করাচার্য্য ও বেদান্তবাদী শ্রীবিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম্মের সাকার উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। রামচন্দ্র বর্ম্মা মহোদয় আমার একজন পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার সহিত কলিকাতা ও ফরিদপুরে আমার মধ্যে মধ্যে দেখা হইত। কায়স্থ সমাজের মঙ্গলার্থে তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। সর্ব্বানর্থকরী দরিদ্রতার মধ্যে থাকিয়াও তিনি কায়স্থ সমাজের মঙ্গলার্থে অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন, অনেককে কায়স্থধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি তাঁহার শেষ জীবনের কর্ম্ম "জগদ্ধিতায়" ছিল। হে কায়স্থ ভ্রাতৃগণ। তোমাদের সমাজের এই মহাত্মার আদর্শ জীবনের স্পন্দন অনুভব কর, ও কায়স্থাকাশে তদীয় তরুণারুণচ্ছটা অবলোকন করিয়া তোমাদের জীবনে নববলের সঞ্চার কর।

সম্পাদক

ভারতবর্ষীয় মহাসম্মিলন।

বিগত ২৯শে চৈত্র শুক্রবার হিন্দুর পরম পবিত্র তীর্থস্থান হরিদ্বারে কুম্ভমেলার নিকটে উক্ত মহা সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন পূর্ব্বাহ্ন ১০ টিকার সময় সম্পাদিত হয়। এবটী

বিস্তৃত চন্দ্রাতপতলে ভারতের নানাস্থান হইতে সমাগত প্রায় ৫০০ শত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী পরিব্রাজক সন্ন্যাসী এবং পণ্ডিতবর্গকে এক-সূত্রে গ্রথিত করা এই মহা সম্মিলনের প্রধান উদ্দেশ্য। উক্তদিবসে নিম্নলিখিত মহাত্মাগণ উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, মহারাজা কাশীমবাজার, শ্রীযুক্ত করমচাঁদ গান্ধী, শ্রীযুক্তা সরলাদেবী, মাননীয় সুখবীর সিংহ প্রমুখ অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ অনেক সন্ন্যাসী, অধ্যাপক, পণ্ডিতগণ।

প্রথমতঃ সামবেদোক্ত মন্ত্র সকল গীত হইলে, পণ্ডিতগণ একটী হবন কার্য্য সম্পাদন করেন। শ্রীযুক্ত ভাগবত ঈশ্বর দাস এম, এ ঈশ্বর স্তুতি এবং ভজন গান করিয়াছিলেন। তদনন্তর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি লক্ষ্মণ দাসের পক্ষে শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃস্বরূপ প্রতিনিধি গণকে অভ্যর্থনা করেন। তৎকালে কাশীম-বাজারের মহারাজা বাহাদুর একটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই সময় মিরাটডিবি-সনের কমিসনার শ্রীযুক্ত স্তাণ্ডারস্ সাহেব মহাসম্মিলনের উদ্দেশ্য প্রশংসা করিয়া বলেন যে যে সকল বীরপুরুষ ভারতবর্ষ হইতে সম্রাটের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য পাশ্চাত্য যুদ্ধানলে তাঁহাদিগের জীবন আহুতি প্রদান করিয়াছেন এবং যে সমস্ত সৈনিক পুরুষ আহত হইয়াছেন তাঁহাদের মঙ্গলার্থে আপনারা সর্ব্বদা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন। এই সময় পণ্ডিত দীনদয়াল শর্ম্মা ভারতবাসীর রাজভক্তি সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন। অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার সময় সভা অল্প সময়ের জন্য স্থগিত হয়। বিশ্রামান্তে পুনঃ সম্মিলন হইলে একটী মাত্র প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। যথা—নিখিল ভারতবর্ষীয় সনাতনধর্ম্ম মহা-সম্মিলন চিরস্থায়ীরূপে সংস্থাপিত হইয়া ভারতবর্ষীয় সমগ্র হিন্দুজাতির ধর্ম্মোন্নতি জন্য ভারতের নানাস্থানে শাখাসমিতি স্থাপিত হউক। লালা মুরলীধর, লালা হরিচাঁদ, রায়সাহেব কেদারনাথ, পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী এবং অন্যান্য কয়েকজন পণ্ডিত এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত রামভূজ দত্ত চৌধুরীর প্রস্তাবে এই মহাসম্মিলনের নিয়মা-বলী এবং কার্য্য প্রণালী অবধারণ করা হইল।

এই মহা সম্মিলন অতি বিস্তীর্ণ কুম্ভমেলার একটী অংশ মাত্র। ২৬শে চৈত্র পর্য্যন্ত, উক্ত মেলায় ভারতবর্ষীয় সেবক সমিতি, প্রয়াগের সেবা সমিতি, এবং কলিকাতার মাড়োয়ারীদিগের সহায়ক সমিতি এবং স্বেচ্ছা-সেবকগণ প্রাণপণে যাত্রীদিগের সমস্ত অভাব পূর্ণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। স্থানে স্থানে পীড়িত ব্যক্তিগণের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা চলি-তেছিল পোলিসের কর্ম্মচারীগণ বিশেষ যত্ন সহকারে শান্তিরক্ষা করিয়াছিলেন।

২৭শে চৈত্র শনিবার কাশ্মীরের মহারাজা বাহাদুর, দ্বারবঙ্গের মহারাজা বাহাদুর এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান যাত্রীগণ মহাসম্মিলন কার্য্যে যোগদান করেন। কাশ্মীর এবং দ্বারবঙ্গের মহারাজা বাহাদুর দ্বয়ের আবাসের জন্য ঋষিকুলক্ষেত্রে একটী অতি বিস্তীর্ণ বস্ত্রা-বাস প্রস্তুত করা হইয়াছিল। গোবর্দ্ধন মঠের শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য অদ্য তিন দিবস হইল হরিদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। কুম্ভ পর্ব্বোপ-লক্ষে এই মহাসম্মিলনের প্রথম প্রস্তাব দ্বারবঙ্গের মহারাজা বাহাদুর সম্মিগনের

সভাপতি স্বরূপে উপস্থিত করেন। তিনি বলিলেন যে হিন্দুদিগের রাজভক্তি স্থায়ীত্ব কামনায় আমি এই প্রস্তাবটী আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। তিনি নানাবিধ হিন্দুশাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সঙ্কলন করিয়া দেখাইলেন যে রাজাই ধর্ম্মের রক্ষক ও প্রতিপালক। প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য কর্ত্তব্য (ক) যে তিনি নিরন্তর রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়া নিজ নিজ ধর্ম্মোন্নতি সংস্থাপন করেন। ধর্ম্মরক্ষা শাস্ত্ররক্ষা, হিন্দুদিগের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হিন্দুদিগের অভাব পরিপূর্ণার্থে রাজনৈতিক আন্দোলন, হিন্দুদিগের সামাজিক উন্নতি বদান্য হিন্দুদিগের দানকার্য্য সুপ্রণালী মতে চালিত হওয়া এবং গোরক্ষা ইত্যাদি এই মহাসম্মিলনের উদ্দেশ্য। সভার উন্নতির সহিত নানাস্থানে বালক বালিকা বিদ্যালয় পুস্তকাগার ইত্যাদি সংস্থাপিত করিতে হইবেক।

সভাকে রেজেষ্টি করিয়া যাহাতে উহার আয় বৃদ্ধি হয় তৎপ্রতি সকলেই সাহায্য করিবেন।

বিগত ২৭শে চৈত্র তারিখে কাশীতে ভারতধর্ম্ম মহা মণ্ডলের একটী অধিবেশনে সভ্যাগণ উক্ত সম্মিলনের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন যে সমগ্র ভারতবাসীর জন্য যৎকালে ধর্ম্মমহামণ্ডল কাশীতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে তখন আর একটী মহাসম্মিলন করা কি প্রয়োজন।

এখন হইতেই আবার দলাদলি আরম্ভ হইল।

সম্পাদক।

(ক) শাস্ত্রানুসারে রাজা অষ্টদিক্‌পালের অন্তর্ভুক্ত যথা—
অষ্টাভিশ্চ সুরেন্দ্রানাং মাত্রাভির্নির্ম্মিতোনৃপঃ।

সম্পাদক।

কায়স্থ।

মঙ্গলাচরণ।

ওঁ শ্রীশ্রী-চিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

মহাবাহু শ্যামবর্ণ কমল-লোচন,।
কম্বুগ্রীব গূঢ়শিরা পূর্ণেন্দু আনন॥
লেখনী ছেদনী মসীভাজন সংযুত।
ধর্ম্মরাজ চিত্রগুপ্ত দেবনরস্তুত॥

তুমি পূজ্য পিতৃদেব আমাসবাকার।
কৃপাকরি পুত্রগণে করহ উদ্ধার॥

শ্যামা-শ্রীচরণে স্নেহেতে পালিত
হয় মাগো যে সন্তান,
তারমত কেবা অখিল সংসারে
আছে আর ভাগ্যবান ?

সমগ্র বাঙ্গালাদেশ আজি টলমল। বঙ্গের হিন্দু সমাজে আজি যেন এক মহাঝঞ্ঝা প্রবাহিত হইতেছে। উন্নতির মহাপ্লাবনে আজি সমগ্র দেশ প্লাবিত। আমরা কায়স্থ, সুতরাং বিরাট হিন্দু সমাজের অন্য জাতির কথা আজি পরিত্যাগ করিয়া, আমাদের নিজের কথা লইয়াই সামাজিক মহাশয়গণের নিকট উপস্থিত হইতেছি; আমাদের বিনীত প্রার্থনা, কায়স্থ সমাজের নেতৃবৃন্দ একবার দীর্ঘতন্দ্রা পরিত্যাগ করিয়া চক্ষুরুন্মীলন করুন এবং আমাদের সকলের কর্ত্তব্যাবধারণ করিয়া দিন। সামাজিক নেতৃগণ আমাদের সমাজ তরীর কর্ণধার, এই উপস্থিত প্লাবন প্রবাহে তাঁহাদের কার্য্যকৌশলের উপরই এই তরীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। অতএব তাঁহারা এই সময়ে সাবধান হউন, এবং সময় থাকিতে যথোচিত উপায় অবলম্বন করিয়া আমাদের সকলের সুখ সৌভাগ্য এবং স্বচ্ছন্দতার বিধান করুন।

আমরা সমাজের মধ্যে অতি নগণ্য ক্ষুদ্র ব্যক্তি। অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন, "তুমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, এত বড় কথায় তোমার কাজ কি, সমাজের কর্ত্তব্য সমাজপতিগণ নির্দ্ধারণ করিবেন, তোমার এত মাথা ব্যথা কেন? সমগ্র সমাজকে এরূপ উপদেশ দিতে কে তোমাকে আহ্বান করিয়াছে? ইত্যাদি" এরূপ প্রশ্ন অবশ্যই অসঙ্গত নহে, সুতরাং একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক। জানিনা কি কারণ ভগবান্ আমাকে আপনাদের এই বিশাল সমাজ-নৌকার দীর্ঘতম মাস্তুলের উপর বসাইয়া দিয়াছেন। জাহাজের কোন এক নগণ্য কর্ম্মচারী বা খালাসীকেই কাপ্তেন এই স্থানে বসাইয়া দেন, বোধ হয় সেই হেতুই ভগবান্ এই নগণ্য ব্যক্তিকেও এই সামাজিক জাহাজের সেই স্থানেই বসাইয়াছেন। সমাজ-জাহাজের চতুর্দ্দিকে তরঙ্গ কি প্রবল বেগে লম্ফ দিতেছে, কি ভয়ানক গর্জ্জনই করিতেছে, ভীষণ হইতে ওভীষণতর বাত্যা কি ভয়ঙ্কর বেগেছুটিয়া আসিতেছে, জাহাজের কেবিনে সুখসুপ্ত উচ্চশ্রেণীর আরোহীগণ তাহার কোন খবরই পাইতেছেন না, কিন্তু বিপদের প্রত্যেক ভয়াল চিত্র আমাদের চক্ষুর সম্মুখে সর্ব্বদাই ভাসিতেছে, আমরা তাই বড়ই ভীত হইয়াছি, অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ আসিয়া তরীর পার্শ্বে অতি সামান্যরূপ আঘাত করিতে না করিতে সর্ব্বাগ্রে আমাদেরই সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিতেছে, আমরাই আসন্ন বিপদে অতিশয় আতঙ্কিত হইতেছি, সেই জন্যই আমরা প্রাণভয়ে, কাতরক্রন্দনে, আর্ত্তনাদ করিয়া আপনাদিগকে জাহাজের কাপ্তেন প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিবর্গকে, সাবধান করিয়া দিতেছি। এখন

আপনারা প্রভু, আপনাদের কার্য্য আপনারা করুন আমাদের কার্য্য, চীৎকার এবং রোদন তাহা করিতেছি।

বাঙ্গালার হিন্দু সমাজে কায়স্থ জাতির স্থান স্মরণাতীত কাল হইতে বহু উচ্চে অবস্থান করিতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কোন কালেই, ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কোন জাতিই কায়স্থ অপেক্ষা অধিকতর সম্মানের দাবী করেন নাই, স্বপ্নেও সেরূপ করিবার আশা রাখেন নাই। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনার সময় সহসা এক বিষম গণ্ডগোল উৎপন্ন হইয়া আমাদের শান্তিময় সমাজে অশান্তি আনয়ন করিয়া দিল। (ক) কায়স্থগণ বিস্ময় এবং আতঙ্কের সহিত দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদের চিরকালের মর্য্যাদার হ্রাস হইবার উপক্রম হইয়াছে, রাজদ্বারে তাঁহারা ব্রাহ্মণ ভিন্ন আরও কতকগুলি জাতির নিম্নে বসিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছেন ! চাতুর্ব্বর্ণ্য হিন্দু সমাজে তাঁহারা সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে অর্থাৎ শূদ্রের শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছেন। এই এক নিদারুণ আঘাতে বঙ্গদেশের কায়স্থ সমাজের কতকগুলি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির বহুদিনের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, তাঁহারা নিজ জাতির প্রকৃত পরিচয় জানিতে ইচ্ছুক হইলেন, আত্মমর্য্যাদা-বোধ তাঁহাদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। সেই জাগরণের ফলেই বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার উৎপত্তি হইল। সে আজ ত্রয়োদশ বৎসরের কথা।

"কায়স্থ-সভার" জন্মের বহুপূর্ব্ব হইতেই কিন্তু কায়স্থ সমাজের কোন কোন মহাপ্রাণ সুসন্তানের প্রাণে এই আত্মবোধের উদয় হইয়াছিল। ভট্টপল্লীর ঋষিকল্প মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় হলধরতর্ক চূড়ামণি মহাশয়কে বাঙ্গলার কোন্ অধ্যাপক পণ্ডিত আজিও সসম্মান স্মরণ করেন না ? এই হলধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় বহু প্রাচীন গ্রন্থাদি দৃষ্টে বুঝিতে পারেন যে বঙ্গীয় কায়স্থগণ প্রকৃতপক্ষেই ক্ষত্রিয় এবং তাঁহার শাস্ত্র-সম্মত ব্যবস্থাপত্রে তদানীন্তন বাঙ্গলার সুপ্রসিদ্ধ সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই একমত হইয়া স্বাক্ষর করেন এবং এই ব্যবস্থানুসারেই আন্দুলের প্রসিদ্ধ রাজা বাহাদুর উপনয়ন গ্রহণ করিয়া বঙ্গীয় কায়স্থদিগের মুখোজ্জ্বল করেন (খ) এই দীর্ঘ ব্যবস্থাপত্রের অনুলিপি তুলিয়া দেখাইবার স্থান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নাই। তবে যদি কেহ এই ব্যবস্থা পত্র দেখিতে চাহেন, আমরা অতি আনন্দের সহিত তাঁহাদের সেই কৌতূহল পূর্ণ করিতে প্রস্তুত আছি। (গ) সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যাইতেছে যে এই ব্যবস্থাপত্রে বাঙ্গালার পণ্ডিত প্রধান সকল স্থান হইতে ৩৯ জন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্বাক্ষর করিয়া ছিলেন। ইহাতে প্রেমচাঁদ তর্কপঞ্চানন, জয়শরণ তর্কালঙ্কার, পীতাম্বর তর্কভূষণ, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দিগের সম্মতি যুক্ত স্বাক্ষর রহিয়াছে। তৎপরে ১৯২৮ সংবতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ মহামহোপাধ্যায় জগন্নাথ শুক্ল মহাশয় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন পুরঃসর আর একটী দীর্ঘ ব্যবস্থাপত্র প্রদান

(ক) ইহাই বঙ্গীয় সমাজ বিপ্লবের প্রধান কারণ। সম্পাদক।

(খ) এই উপনয়ন ব্যাপার ১২৫৩ বঙ্গাব্দে সংঘটিত হয়। সঃ।

(গ) মৎপ্রণীত কায়স্থতত্ত্ব দ্বিতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টে এই ব্যবস্থাপত্র আছে। সঃ।

করেন,এবং এই ব্যবস্থাপত্রে শ্রীশ্রীকাশীধামের সুবিখ্যাত ৯৬জন অধ্যাপক সম্মতিযুক্ত স্বাক্ষর করেন। এই পণ্ডিতগণের মধ্যে কাশ্মীর হইতে মহারাষ্ট্র এবং পঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশ সমুদায় ভারতবর্ষের ঋষিকল্প কাশী প্রবাসী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ছিলেন। আন্দুলের রাজা বাহাদুরের উপনয়ন গ্রহণের সময়ে দেশে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল কিন্তু সে সময়ে আমাদের মধ্যে মূল শাস্ত্রগ্রন্থের অনুশীলন ভাল করিয়া প্রবেশ করে নাই, এবং তৎকালে দেশান্তরের কায়স্থ মহোদয়দিগের আচার ব্যবহার বিষয়েও আমরা অনভিজ্ঞ ছিলাম। সেই কারণে এবং প্রধানতঃ স্বার্থপর সম্প্রদায় বিশেষের প্রতিকূলতা হেতু, অসময়ে এই সংস্কার দেশব্যাপী হইতে পারে নাই। উত্তর পশ্চিমে প্রাতঃ-স্মরণীয় কায়স্থ-কুল-ভাস্কর ৺ মুন্সীকালী প্রসাদের অতুলনীয় চেষ্টার ফলে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে তুমুল আন্দোলন উৎপন্ন হইয়া আশাতীত ফললাভ হইয়াছিল। তথায় উচ্চনীচ বিচারালয়ে, রাজদ্বারে এবং সমাজে সর্ব্বত্রই কায়স্থ নিজ বর্ণোচিত প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু ভেতো বাঙ্গালী আমরা খুব অঘোরে ঘুমাইতে ছিলাম। এবং তজ্জন্যই বিচারালয়েও রাজদ্বারে "শূদ্র" বলিয়া নিন্দিত, অবমানিত ও অধঃকৃত হইলাম।

আজি বিংশ বৎসরের ও অধিক হইল অশেষবিদ্যার আকর প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুজ মহাশয় তাঁহার অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ "বিশ্বকোষ" নামক বিরাট অভিধানে "কায়স্থ" শব্দের ব্যাখ্যা উপলক্ষে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য প্রকাশ করেন এবং সেই বিষয় লইয়া শ্রীযুক্ত বসুজ মহাশয় এবং ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্তপঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় অচিরজাত "জন্মভূমি" মাসিক পত্রে অনেকগুলি বাদ প্রতিবাদ মূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই "জন্মভূমিতেই" তর্করত্ন মহাশয় অবশেষে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয়ই বটে তবে কিনা দীর্ঘকালপর্য্যন্ত তাঁহাদের উপনয়ন না থাকায় তাঁহারা শূদ্রের ন্যায় হইয়াছেন মাত্র। তর্করত্ন মহাশয়ের পূর্ব্বেই কিন্তু ব্যবস্থাদর্পণ প্রণেতা ৺ শ্যামাচরণ সরকার মহাশয় (ব্রাহ্মণ) এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক কায়স্থ-সভা স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে এদেশে এই প্রশ্ন কেবল মাত্র লেখা পড়া ও তর্কাতর্কির বিষয় ছিল। কায়স্থ সভাই উহার প্রকৃত মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থদিগের পদাঙ্কানুসরণ করতঃ রীতিমত ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে কায়স্থগণের উপনয়ন সংস্কারের প্রচার আরম্ভ করিলেন। দেশের বড় বড় পণ্ডিতগণ ব্যবস্থাপত্র দিলেন এবং অনেকে প্রথমে ব্যবস্থাপত্রে স্বীকার করিয়া অবশেষে "হাঁ না" করিয়া পাশকাটাইবারও চেষ্টা করিলেন। গত বর্ষের "গুপ্ত প্রেশ" ও "পি, এম, বাগচি" কোম্পানির পত্রিকার কলহ যাঁহারা একটু মনোযোগ দিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা দেখিয়াছেন যে এই হতভাগ্য দেশের মনু পরাশরের আসনস্থ বলিয়া পরিচিত বড়াবড় উপাধিধারী পণ্ডিতেরা কিরূপ নির্লজ্জভাবে নিজ নিজ বাক্যের প্রত্যাহার করিতে পারেন। সুতরাং কায়স্থান্দোলন লইয়া অনেক পণ্ডিত যে লুকোচুরি খেলিবেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয়ই বা কি আছে ? যাহা হউক দেখিতে দেখিতে

দুইটী একটী করিয়া উপনয়নের সংখ্যা ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে কতকগুলি কায়স্থবিদ্বেষী লোক একটা দল বাঁধিয়া প্রাণপণে এই নব সংস্কারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। সামাজিক অভ্যুদয় অথবা ধর্ম্ম বিষয়ক আন্দোলনের রীতিই এই। জগতের ইতিহাস এই বিষয়ের জলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে। দেশ হিতকর অথবা সমাজ হিতকর একটা নূতন শক্তির অভ্যুত্থান আরম্ভ হইলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে অপর একটা প্রতিকূল শক্তির অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী। নবদ্বীপের প্রেমাবতার শ্রীশ্রী মহাপ্রভুই পণ্ডিত দিগের ধাতুক ক্রিপর অসুরের অবতার রূপে বর্ণিত হইয়াছেন, "অন্যে পরে কা কথা!" যাহা হউক বিবাদে ও কলহে এই উপনয়ন সংস্কার বেশ পুষ্ট হইতে লাগিল এবং ক্রমশঃ বিদ্যাবুদ্ধি সম্ভ্রমে সমাজের শীর্ষস্থানীয় অনেক ব্যক্তি উপনয়ন গ্রহণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলায় এমন কি প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজেরও কায়স্থদিগের মধ্যে এই সংস্কার প্রবেশ করিতে লাগিল এবং আজি প্রায় লক্ষাধিক কায়স্থ উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছেন। সভা সমিতিতে, সংবাদপত্রে, স্কুল কলেজে, ভদ্রলোকদিগের মজলিসে, মহিলাদিগের অন্তঃপুরে সর্ব্বত্রই এই কায়স্থের পৈতা লওয়ার আন্দোলনের তরঙ্গ প্রবলবেগে বহিতেছে। সংস্কারের বিরোধী মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ আর এ বেগ থামাইতে পারিতেছেন না তাঁহারা ইহার প্রতিকূলে সভা, সংবাদপত্র, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতানুমোদিত সকল উপায়ই অবলম্বন করিতেছেন, নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্তে ইংরাজী অন্ধ উপবীতী কায়স্থকে (Boycot) বয়কট পর্য্যন্তও করিতেছেন। কিন্তু সমস্তই নিষ্ফল হইতেছে! ভাগিরথীর স্রোতে দাম্ভিক মত্তহস্তী ঐরাবতের মত কায়স্থ সমাজের সম্মিলিত উদ্যম স্রোতের নিকট তাঁহাদের দম্ভ ভাসিয়া যাইতেছে! আজি বঙ্গদেশে পৈতা আর ব্রাহ্মণের এক চেটিয়া নাই, বহু কায়স্থেরই গলদেশে যজ্ঞোপবীত মন্দারমালার ন্যায় শোভা পাইতেছে।

ব্রাহ্মণ এই সংস্কারের বিরুদ্ধ কেন দাঁড়াইয়াছেন, তাহার উত্তর কে দিবে? (ঘ) আমরা অনেক বিদ্বেষী ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু সদুত্তর পাই নাই। আমাদিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচিত করিতে গিয়া তাঁহারা যে নিজের পায়ে কুড়ুল মারিতেছেন। তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্বই যে বাজেয়াপ্ত হইতে চলিয়াছে, এই সহজ কথাটাও তাঁহাদের বুদ্ধিস্থ হইতেছে না! হিংসা ও বিদ্বেষ তাঁহাদিগকে একেবারে অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ, এই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদিগের আচরণ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন বাঙ্গলাদেশে স্বতঃ অথবা পরম্পরিত ভাবে কায়স্থের বৃত্তিভোগী নহেন—এমন ব্রাহ্মণ আছেন কি? আবার অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এইযে কায়স্থের বাটীতে প্রতিষ্ঠিত

(ঘ) ইহার উত্তর দিবে—

১। ফরিদপুর জেলাস্থ কায়স্থবিদ্বেষী শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণগণ।

২। কাশীধাম হইতে প্রচারিত ত্রিশূল পত্রিকা।

৩। কলিকাতাস্থ পঞ্চানন তর্করত্ন। সং

দেবপুজা যে ব্রাহ্মণের নিত্য জীবনোপায়— তিনিই আবার নাকি প্রাতঃকালে কায়স্থের মুখদর্শন ভয়ে নিজের মুখে ঘোমটা দেন (ঙ) হায় কলিকাল! রাক্ষস বিভীষণ "কলির ব্রাহ্মণের" সপথ করিয়াছিলেন বলিয়া যে উপাখ্যান আছে, তাহা যিনি রচনা করিয়াছিলেন তিনিই এই ভূদেব গণের লীলায় মাহাত্ম্য বুঝিয়াছিলেন সন্দেহ নাই! (চ) আমরা অজ্ঞ ইহার কি বুঝিব? আমরা স্পষ্টই বলিব বাঙ্গলার কায়স্থগণ যদি প্রকৃতই শূদ্র হন, তাহা হইলে বাঙ্গলার ব্রাহ্মণগণও বহুদিন হইল তাঁহাদের সহিত একগতি অর্থাৎ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ক্রমশঃ

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত

ন্যায়ের প্রতি।

ন্যায় তোমার মূর্ত্তিটী বড় কঠোর—ভাষা বড় কর্কশ—হাসি বড় শুষ্ক, ব্যবহার বড় নিষ্ঠুর —জগতে তুমি একজন ঘোর অসামাজিক। তুমি কাযের বেলায় কাহারও মুখের দিকে চাহ না, শুধু কর্ত্তব্যের দিকে চাহিয়া থাক— বলিবার সময় স্বার্থের দিকে না চাহিয়া কেবল সত্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বাক্য ব্যয় কর— চলিবার সময় শুধু গন্তব্য পথের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিয়া থাক, আশে পাশে একটী বার চাহ না। তুমি বন্ধুর অনুরোধ, আত্মীয়ের ক্রন্দন, এমন কি নিজের জীবনোপায়কেও অন্যায়ের অনুগত বোধে নির্ব্বোধের মত উপেক্ষা করিয়া থাক। তোমার জন্য জাগতিক কোন সুখ নাই—তোমার স্বভাব সুখের প্রত্যাশাও করিতে পারে না। তুমি বিলাসিতাকে তীব্র কটাক্ষপাত করিয়াছ, সে আর তোমার পাশে আসে না। তুমি লোভকে নির্য্যাতনে আনন্দানুভব কর, সে তোমার সংসর্গ ভাল বাসিবে কেন? তুমি কামকে সীমাবদ্ধ করিয়াছ, সে তোমার প্রতি প্রীতিশীল থাকিবে কেন? তুমি অন্যায়কে ভ্রাতার ন্যায় না দেখিয়া শত্রুর মত দেখ—জাগতিক সুখভোগে তাহার সহায়তা ভিন্ন অন্য উপায় নাই, তুমি বুঝিয়াও বুঝিতে চাহ না—আত্মসুখকে তোমার মত পদদলিত করিতে কাহাকেও ত দেখি না। আর তোমার ব্যবহারের পরিণাম যে কি তাহাও জানি না। তোমার প্রকৃতি নিয়তি নর-কুলকে ভীত, পীড়িত, বিরক্ত এবং তোমার প্রতি বিদ্বেষ্টা করিয়া তোলে—ছি! তুমি তোমার স্বভাবের

(ঙ) শুনিতে পাই পণ্ডিতরাজ কায়স্থ-বিদ্বেষী যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় যাঁহার অনেকগুলি বড় বড় কায়স্থ যজমান আছে প্রাতঃকালে কায়স্থের মুখদর্শন করেন না। সঃ

(চ) আর বুঝিয়াছেন আর্য্যকায়স্থ-প্রতিভার সম্পাদক যিনি বারংবার কায়স্থ সমাজকে, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণকে বয়কট করিতে অনুরোধ করিতেছেন। সঃ

পরিবর্ত্তন কর—হয় পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যায়ের সহিত মিশিয়া অনায়াসে পার্থিব যশ-মান-ধনের অধিকারী হও; যদি অনিচ্ছা হয় ধীরে ধীরে ধরণীবক্ষ হইতে অপসৃত হও; এ ধরা তোমার জন্য নহে! (ক)

ওহে কঠোর মূর্ত্তি! একবার চাহিয়া দেখ, তেমোর পার্শ্বে অন্যায়ের কি মোহিনী ছবি—মুখে কি মধুর হাসি—চক্ষে কি বিনয়ের মাধুরী, ব্যবহার কি মোলায়েম। দেখিলে নয়ন জুড়ায়, হৃদয় ঢলিয়া পড়ে! অন্যায়ের ভাষা কি সুধামাখা মিথ্যার ছাঁচে ঢালা হইলেও কি প্রাণ মাতান! অন্যায় জাগতিক সুখের জন্য না করিতে পারে এমন কিছু নাই,তাহা আমি জানি—সে অবিরাম জগতের অপচয় করিয়া থাকে, তাহাও আমার অজ্ঞাত নহে। তা হইলে কি হয়, তাহার চলনে, তাহার বলনে,তাহার আচরণে হৃদয়ে ক্ষণেকের নিমিত্তও ক্রোধের সঞ্চার হয় না। কিছু বলি বলি বলি মনে করিলেও বলিতে পারি না—তাহার নয়ন পানে চাহিলে, স্তুতিপূর্ণ বাক্য শুনিলে, লজ্জায় মুখ নির্ব্বাক হয়, হৃদয় কারুণ্যে পূর্ণ হইয়া যায়! তাহার প্রতি কে না সন্তুষ্ট? তুমি তাহাকে দুচক্ষে দেখিতে পার না বটে পরন্তু জগৎ তাহাকে বড় ভালবাসে। সে যথাসম্ভব সবদিক বজায় রাখিয়া পথ চলিয়া থাকে; তোমার মত অপ্রীতিকর আচরণ তাহার কাছে নাই! তাহার আহ্বানে শত শত লোক সোৎসাহে সমবেত হয়, তুমি ডাকিলে কেহ ফিরিয়া চাহে না; ইহা কি ভাবিয়া দেখ নাই? একমুঠা অন্নের জন্য তুমি ভগবানের দিকে চাহিয়া থাক, কোন কার্য্য করিতে হইলে কত কথাই ভাবিয়া থাক, কার্য্যোদ্ধারে অসত্যের আশ্রয় লইতে চাও না সরল পথ ছাড়িয়া জটিল পথে যাও না। সেকি তাহা করিয়া থাকে? অন্নের সংস্থান করিতে. যশ মান আয়ত্ত করিতে কার্য্যোদ্ধার করিতে, সে তোমার সম্পূর্ণ বিপরীত! ছলে বলে কৌশলে, যে কোন উপায় অবলম্বনেই হউক স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লয়, যশ-মান-ধন তাহার কার্য্য প্রণালীর গুণে অনায়াস-লভ্য হয়। তুমি কতকাংশে নিজত্ব না ছাড়িলে কথনিত তাহার তুল্য ভাগ্যবান হইতে পারিবে না। তাই বলি ন্যায়! আর অন্যায়ের প্রতি দ্বেষবুদ্ধি রাখিও না, কর্ত্তব্যের কঠোরতা পরিহার করিয়া তাহার দলভুক্ত হও; তোমার প্রতি জগতের সহানুভূতি হইবে। তুমি যদি তাহা না পার. সাংসারিক সুখের আশা ছাড়—(খ) পুনরায় বলি—এ ধরা তোমার জন্য নহে!!

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা

(ক) যেমন কায়স্থ শূদ্রাচারী হইলে, তাহার কায়স্থত্ব বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ ন্যায়ত্ব বিনষ্ট না হইলে, সে অন্যায়ের সহিত মিশিতে পারে না। সম্পাদক

(খ) "ন্যায়" অন্তর্দ্ধান করিলে অন্যায়ের উৎপাতে জগৎ ক্ষণকাল তিষ্ঠিবে না, সমাজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রসাতলে জগৎ প্লাবিত হইবে এবং মহাপ্রলয় আসিয়া জগৎকে গ্রাস করিবে। গীতায় সেই মহাবাণী—"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তেমহতোভয়াৎ।" ন্যায়ধর্ম্মের স্বল্পানুষ্ঠানে ও জগৎ মহাভয় হইতে রক্ষিত হইবে। অতএব হে ন্যায়! তুমি অন্যায়কে এককালে নিধন করিয়া তোমার রাজ্য ধর্ম্ম জগতে সংস্থাপন কর। সম্পাদক

পরোপকার।

পুণ্যাংপরোপকারঞ্চ পাপঞ্চ পরপীড়নং।
শরীরং ক্ষণবিধ্বংসী কল্পান্তস্থায়িনীগুণাঃ॥

এই পৃথিবীতে মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী কিন্তু কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী। তাহাতেই এ সংসারে কত মানুষ আসে যায় কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে সমস্ত চরিত্রবান মহৎব্যক্তির সদ্গুণ-রাশি প্রস্ফুটিত হইয়া চারিদিকে সুগন্ধ বিকীর্ণ করে তাহাদের সেই কীর্ত্তি কথা যাবচ্চন্দ্র দিবাকর অমর হইয়া থাকে। কত যুগ যুগ-যুগান্তর অতীত হইয়া গিয়াছে তথাপি আজিও অধর্ম্ম নাশের জন্য দধীচি মুনির অস্থিদান, আশ্রিত রক্ষার জন্য হরিশ্চন্দ্র, পিতৃসত্য পালনে রামচন্দ্র ও অতিথি সেবায় দাতাকর্ণের মহত্ব কথা লোকমুখে বিঘোষিত হইতেছে। পৌরাণিক মহাপুরুষ গণের মহত্ব কাহিনীও বিরল নহে। জগতের মঙ্গলের জন্য,দেশ হিত সাধনের জন্য, মহাপ্রাণ মহাপুরুষদিগের জ্ঞান, ধর্ম্ম, দান, ত্যাগ প্রভৃতি আত্মোৎসর্গ কথা পুণ্যভূমি ভারত ইতিহাসের পত্রাঙ্কে বহুস্থানে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতার দৃষ্টান্তে আমাদের যেন সে সমস্ত কথা বিস্মৃতি সলিলে নিমজ্জিত হইয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে লোকের সেরূপ অকপটতা নাই, সেরূপ পরোপকারে প্রবৃত্তি নাই, সেরূপ সমাজ হিতৈষণা নাই, আছে কেবল পরদ্বেষ,পরপীড়ন স্বার্থান্বেষণ ও অহঙ্কার। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এখনও সমাজের চরম অধঃপতন হয় নাই এখনও সমাজের এমন অনেক মহাত্মা আছেন যাঁহারা প্রকৃতই পরের সুখে সুখী এবং পরের দুঃখে দুঃখী হন। এখনও কাহারও বিপদ দেখিলে কেহ কেহ উহা নিজের বিপদ বলিয়া মনে করেন এবং তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

২। বিগত অগ্রহায়ন মাসে জনৈক ভদ্রলোক ষ্টীমারে জলপাইগুড়ি যাইতেছিলেন পথে তাঁহার সমস্ত দ্রব্য চুরী হয়। পকেট কাটা চোর তাহার পকেট কাটিয়া নোট টাকা ইত্যাদি সমুদায় চুরি করিয়া লয়। তাঁহার সঙ্গে তাহার স্ত্রী, একটী পুত্র ও কন্যা ছিল। সুতরাং ভদ্রলোকটী যে কিরূপ বিপদে পতিত হইয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। তৎকালে তিনি ষ্টিমারের অনেক শিক্ষিত ভদ্রবেশধারী যাত্রিগণের নিকট তাঁহার বিপদের কথা প্রকাশ করিয়া, ভিক্ষা নহে, হাওলাত স্বরূপ কয়েকটী টাকা প্রার্থনা করিয়া ছিলেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় কেহই তাঁহাকে সাহায্য করিলেন না। ভদ্রলোকটী সাহায্য প্রার্থনায় বিফল মনোরথ হইলে অবশেষে জনৈক উদারহৃদয় মহাত্মার নিকট হইতে বিশেষ সহানুভূতি ও অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হন। অর্থদাতা কিছুতেই তাঁহার প্রদত্ত অর্থ পুনঃ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন

নাই, এমন কি তাঁহার নিজের পরিচয় পর্য্যন্ত উক্ত ভদ্রলোকটীর নিকট জ্ঞাপন করেন নাই, তদনন্তর উক্ত বিপন্ন ভদ্রলোকটী ঐরূপ অর্থ সাহায্যে মহা বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করেন। এবং স্বস্থানে গমন করিয়া ঐ কয়েকটী টাকা মনিঅর্ডার যোগে সাহায্যকারীর নিকট পাঠাইয়াদেন। টাকা কয়েকটী প্রত্যার্পণ করিলে ভদ্রলোকটী বড়ই মনঃকষ্ট পাইবেন মনে করিয়া সাহায্যকারী মহাত্মা তদীয় প্রদত্ত অর্থ পুনঃ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। বলা বাহুল্য ঐ টাকা কয়েকটী গ্রহণ করিয়া দীন দরিদ্রকে দান করিয়াছেন। পাঠক উক্ত মহাত্মার পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করি। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল দেব সরকার। তিনি বর্ত্তমানে নাটোর মহকুমার অন্তর্গত ধরাইলের সুপ্রসিদ্ধ জমিদারী ষ্টেটের সুযোগ্য ম্যানেজার। তাঁহার মহৎহৃদয়ের গুণাবলী সম্যক কীর্ত্তন করা আমার অসাধ্য। তবে পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উক্ত মহাত্মার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আর একটু বলিয়া আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী উপসংহার করিব। উক্ত ম্যানেজার মহাত্মা তাঁহার অধীনস্থ জমিদারী ষ্টেটের কার্য্য অতিশয় দক্ষতা,সততা ও সুযশের সহিত নির্ব্বাহ করিতেছেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে। এবং বিনামূল্যে আপন ঔষধদ্বারা দীন দরিদ্রকে চিকিৎসা করিয়া থাকেন। তাঁহার সুচিকিৎসায় অনেক কলেরারোগাক্রান্ত ও কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তিও আরোগ্য লাভ করিয়াছে। উপসংহারে শ্রীভগবানের নিকট আমি উক্ত মহাত্মার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

কবিতাগুচ্ছ।

পাশ্চাত্য মহাসমর উপলক্ষে। ১।

এ যদি সে কুরুক্ষেত্র সমর প্রাঙ্গণ,
আমৃত্যু অকৃতদার,
অটল প্রতিজ্ঞা যাঁর,
কোথা ভীষ্ম মহাবীর শান্তনুনন্দন।
কোথা তবে দ্রোণকৃপ,
কোথা দুর্য্যোধন নৃপ,
কোথা কৃষ্ণ জগন্নাথ পতিত-পাবন,
কোথা ধর্ম্মরাজা,কোথায় শ্রীবৃন্দাবন ? ১।

এ যদি সে কুরুক্ষেত্র কোথা সে অর্জ্জুন,
কোথা ধীর যুধিষ্ঠির,
কোথা তবে ভীমবীর,
কোথা মাদ্রি সুতদ্বয় শত্রুনিসূদন।
কোথা বা সে জয়দ্রথ,
কোথা বৈজয়ন্তী রথ,
কোথা অভিমন্যু বীর অপার্থিব-ধন,
পূজ্যপাদ মহাঋষি কোথা দ্বৈপায়ণ ? ২।

কোথা সে গান্ধারী দেবী সতী অতুলন,
নিরতার পূতমূর্ত্তি,
কোথা কর্ণ মহাকীর্ত্তি,
কোথা সে সঞ্জয় অহো দেবেন্দ্র-রঞ্জন।
অনুপম সুমহত্ব,
কোথা সেই ধর্ম্মতত্ব,
গীতায় যে জ্ঞান চক্ষুর হয় উদ্ঘাটন,
কোথা সেই ক্ষাত্রধর্ম্ম ভুবন মোহন। ৩
মিছে কথা সে আহব এ আহব নয়,
সে যে ছিল সুপবিত্র,
এ যে রে নরক-চিত্র,
সে যে স্বর্গ এযে দেখি নরক নিলয়।
লইয়া নিষ্ঠুর ব্রত,
ইহারা লুণ্ঠনে রত,
উচ্ছৃঙ্খল, নিরদয় দম্ভী দুরাশয়,
সদা প্রতারিত এরা নর-গরিমায়। ৪
তাইতো হতেছে নিত্য নারী নির্য্যাতন,
নিত্যই স্বদেশভক্ত,
মাখিয়া বালক রক্ত,
বৃদ্ধের শোণিতে সদা করিছে তর্পণ।
লইয়া বিমান যান,
করিতেছে খান খান,
বন্দুক কামানে করে ধরা বিদারণ।
সেই বীর ব্রত কিহে এদের ভূষণ? ।৫
ইহারা কি সেই ক্ষত্র? সুধাই কাহারে,
যাহারা সুসভ্য বলি,
বিজয়-পতাকা তুলি,
বিরচি সুনীতিচয় ধর্ম্মরাজ্য তরে,
একদিন যোদ্ধৃ বেশে,
এসেছিল এই দেশে,
হাসিমুখে দিয়াছিল প্রাণ অকাতরে,
সে ক্ষত্রিয় জাতি কিহে পাশ্চাত্য সমরে?। ৬

এ যদি সে কুরুক্ষেত্র সমর দুর্ব্বার,
যথা ধর্ম্ম তথা জয়,
এ নীতির অভ্যুদয়,
দেখিবতো শুনিবতো আর একবার।
যদিও জীয়ন্তে মরা,
হয়েছি আপন হারা,
তথাপি যোগাব আমি পূজার সম্ভার,
শুনাইব মৃত্যুতান্তে প্রাণের ঝঙ্কার। ৭

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা।

বৃটিশের জয়। ২।

শুভ্রসুহাসিনী সাগর-বাসিনী
বৃটেনিয়া মাতা মোর।
তবযশ গায় সমগ্র ধরায়
কিভয় বলমা তোর ॥১।
ভয়কি বৃটন হও আগুয়ান
আমরা থাকিতে কিবা ভয়?
বৃটিশপতাকা চাই মান রাখা
বলসবে বৃটনের জয় ॥২।
মোরা নাহিডরি কৃতান্ত নেহারি
অস্ত্রীয়ায় তুচ্ছ করি।
দেখুক জগত পারেকি ভারত
নাশিতে জর্ম্মন অরি ॥৩।
শিবাজী প্রতাপ সূর্য্য সমতাপ
একদিন ছিলগো ভারতে।
ভীমসিং, বীরেন্দ্র জগৎ, সমরেন্দ্র
শিশোদীয়া রাঠোর বংশেতে ॥৪।
কি ভয় বৃটন ভারত-নন্দন
করিবে জর্ম্মন ক্ষয়।
ক্ষত্র-বীরগণ হও আগুয়ান
গাও বৃটনের জয় ॥৫।

যেন মনে শিখ দিবে সবে ধিক্
বিমুখ হইলে রণে ॥
গুরখা সকল হয়োনা বিকল
নাশিতে অরাতি গণে ॥৬।
শ্রীহেমেন্দ্রনারায়ণ তহবিলদার দেববর্ম্মা।

কি যেন। ৩।

কিযেন মরমে মোর,
জাগে নিশিদিন,
কি যেন হারায়ে সদা
বিষাদে মলিন ।১
হতাশ ব্যথিত প্রাণে
উঠে হাহাকার,
কে যেন লুটিছে মোর
সৌভাগ্য সম্ভার। ২
কি যেন আমার ভাবি
ধরিবারে যাই,
পাইনা ধরিতে তাহা
চকিতে হারাই। ৩
কি যেন কি লুকায়েছে
গভীর নিশায়,
কি যেন পাইনা ব'লে
কাঁদি নিরাশায়। ৪
অন্তরে জাগিছে নিতি
দুর্ব্বার পিপাসা,
কে যেন কহিছে ধীরে
"মিটিবেনা আশা।" ৫
শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা।

ভবভয় হরণ। ৪।

অহরহ ভজ মম নটবর চরণ।
ভবভয় লয় কর ভবভয় হরণ ॥
অমল কমল তব শশধর বদন।
নব নব নটবর হর-মন-রমণ ॥
শতদল দল সম ঢল ঢল নয়ন।
রসময় নটবর গজ-জয়-গমন ॥
হর মম অঘযত ফণ-ধর-শয়ন।
সততদমন কর মম মনমদন ॥
জনম সফল কর ভবভয়-হরণ।
অভয়-চরণ-তল লহমন শরণ ॥
শ্রীহেমন্দ্রনারায়ণ তহবিলদার দেববর্ম্মা।

গান। ৫।

যাবে কিগো সেথা-যেথা নীল-গগন-তলে
পুষ্পিত-কাদম্ব মূলে
কালা বাঁশরী বাজায়।
পরিয়ে মোহন চূড়া
অইগো সেই ননী-চোরা
গোপীকা মন মাতায় ॥
(সই যাবেকিগো সেথা) সেথাসুন্দরশ্যামল মাঠে
গোপাল লইয়া গোঠে
গোপাল নাচিয়া বেড়ায়।
(অইদেখ) হাতেলয়ে কানাই-নড়ি
কৃষ্ণরূপ পরিহরি
রাখাল সেজেছেহায়।
(সই) চ'লেযায় শ্যামরায়
হায় ফিরিয়ে না চায়
(অইযেগো) নেচে নেচে চলে যায়।
(ঐ শোনলো) রঙ্গিণ চরণের নূপুর ধ্বনি
ঝলসিছে কিবা মরকত মণি

অই নিপট নিঠুর শ্যাম যায়রে॥
যাও যাও নটবর ফিরে আর চেয়না
পরাণে না জাগিলে আকুল পিয়াসা ফিরে এলনা॥

শ্রীহেমেন্দ্রনারায়ণ তহবিলদার দেববর্ম্মা।

"শ্রেষ্ঠত্ব"। ৬।

সূক্ষ্মবুদ্ধি নৈয়ায়িক মহা জ্ঞানবান
ন্যায়ের বিচারে মত্ত, শিখাআন্দোলিয়া;
মুহু মুর্হু গ্রন্থ হ'তে সূত্র উদ্ধারিয়া
প্রতিমায় বাস্তবতা করিছে প্রমাণ।
স্থূল বুদ্ধি, নিরক্ষর শাস্ত্র জ্ঞানহীন
শূদ্র এক বসি' তার জীরণ কুটীরে,
'মামা' বলি' ডাকিতেছে ভাসি' অশ্রনীরে
সম্মুখে স্থাপিত এক প্রতিমা মলিন।
কে শ্রেষ্ঠ? গরিমা-দৃপ্ত নৈয়ায়িক বর
কিংবা শূদ্র উপাসক মূর্খ ঘোরতর?

শ্রীস—

"বাসনা"। ৭।

আমি চাইনা অর্থ
চাহিনা স্বার্থ
চাহিনা মুক্তাহেম্।
আমি চাহিনা শক্তি
চাহিনা ভক্তি
চাহিনা মানুষী প্রেম্॥
আমিচাহিনা ধর্ম্ম
চাহিনা কর্ম্ম
চাহিনা প্রীতিরহার।
আমি চাহিনা যুক্তি
চাহিনা মুক্তি
চাহিনা সুখের সার।
এ ধরণী মাঝে
তবকাজে যদি,
বেঁধে মোরে প্রভু
রাখ নিরবধি,
সে নহে বন্ধন; বাসনা আমার।
ইহা ছাড়া কিছু নাহি আশা আর॥

শ্রীস—

(বাল্য রচনা)

আমারে সকলে শুধু করে অবহেলা।
মুকুতা মাণিক পেলে,
কেবা বল হাত মেলে?
অনাদরে পায় ঠেলে মৃত্তিকার ঢেলা;
অভাগায় সকলেই করে অবহেলা। ১
আমারে সকলে সদা করে অযতন।
নন্দন-কুসুম-চয়,
সুরপতি শিরেলয়,
দেবতার ভালে শোভে অগুরু-চন্দন
বনজ হিজল ফুলে শুধু অযতন। ২
আমারে সকলে ভাই করে অনাদর।
সম্রাট অতিথি পেলে,
কেবা তাঁর অবহেলে?
দরিদ্র ভিখারী প্রতি ঘৃণা নিরন্তর,
অভাগারে সকলেই করে অনাদর। ৩
আমারে সকলে হায় করে অবহেলা।
জলদে যতন ক'রে,
সুমেরু মাথায় ধরে,
সমল কুপের জলে শুধু "থু থু" ফেলা,
অনাদরে ফেলে যায় করি অবহেলা। ৪
আমারে সকলে হায় করে অবহেলা।
সুগন্ধি কুসুম রাশি,
সম্ভাবে শরতে হাসি,

শীতের পরশে হয় ব্রততী বিকলা,
অভাগারে চিরদিন সবে করে হেলা। ৫
ভালকে যে বাসে ভাল কি মহত্ব তার ?
নির্গুণ পাপীরে তুলে,
স্নেহে যেবা লয় কোলে,
পুণ্যের পবিত্র পথে যত্নে অনিবার,
সেবুঝি মানব নহে দেবতা দয়ার। ৬ (ক)

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্মা।

ভূতাত্মার ভবিষ্যদ্বাণী।

আজ ১৯১৫। ৪ঠা এপ্রিল রবিবার। এইদিনে ১৯১৫ বৎসর পূর্ব্বে দুষ্কৃতগণ ভগবান্ খৃষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া নিহত করে। আজ সেই মহৎ দিনের সাম্বাৎসরিক মহোৎসব খৃষ্টীয় জগৎ নানা ভাবে সেই দিনের মহত্ব প্রচার করিতেছেন। (ক)

আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের বাণিজ্য-রাজধানী নিউইয়ার্ক নগরে তত্রস্থ প্রসিদ্ধা গায়িকা ম্যাডেম মহোদয়ার ম্যাডিশান এভিনিউ নামক পুস্তকাগারে প্রাতঃ কালে নিউইয়ার্ক নগরের প্রসিদ্ধ অধ্যাত্মবিদ্যা বিশারদ মহাত্মাগণ (Distinguished spiritualists) ভূতাত্ম্যগণের নিকট পাশ্চাত্য যুদ্ধের শেষ-কাহিনী শুনিবার জন্য সমবেত হইয়াছেন। প্রাতঃসূর্য্য-কিরণ-সম্পাতে সম্মুখস্থ আটলান্টিক্ মহা সাগরের মনোমোদ সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত। সমগ্র নগর হৈম কিরণে উদ্ভাসিত। সমবেত বৈজ্ঞানিকগণ পবিত্র চরিত্রা উক্ত ম্যাডেমকে মধ্যস্থা (medium) হইতে অনুরোধ করিলে তিনি প্রথমতঃ অস্বীকার করিয়া বলেন যে, মার্কিণ দেশের মধ্যস্থগণ অর্থগ্রহণ করেন বলিয়া নিন্দার্হ হইয়াছেন। পরিশেষে বন্ধুগণের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া এবং তাঁহার প্রেতাত্মা-উপদেষ্টাগণের (Spiritual guides) আদেশে তিনি মধ্যস্থা হন। এই ম্যাডেম একজন মার্কিণ পরমা সুন্দরী যুবতী, তাঁহার উপদেষ্টাগণের কৃপায় তিনি আজ কয়েক বৎসর হইল ভুবন-ভুলানো মধুর ধ্বনি স্বীয় কমনীয় কণ্ঠে ধারণ করিয়া প্রতি রাত্রে নিউইয়ার্ক নগরের অধিবাসিগণকে অভিনয় মঞ্চে মুগ্ধ করিতেছিলেন। নগরে তাঁহার প্রতিপত্তি কম নহে। তাঁহার অনুরোধে তাহার নাম আমরা গোপন করিলাম। আমরা তাঁহাকে "ম্যাডেম্' নামেই অভিহিত করিব।

(ক) ওয়ার্লড ম্যাগেজিন (World magazine) নামক মার্কিণ মাসিক পত্র হইতে বিগত ১৯১৫ সনের ১০ই জুন কলিকাতার দৈনিক পত্রিকায় (Indian Daily News)এ উদ্ধৃত বিবরণ হইতে অনূদিত।

(ক) তাই শ্রীচৈতন্যদেব বলিতেন—"অমানিনা মানদেন।" সম্পাদক

পূর্ব্বাহ্নে ৮ ঘটিকার সময় ম্যাডেম অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন, নিঃশ্বাস ঘন ঘন বহিতে লাগিল,হৃদ্‌পিণ্ডের গতি অনিয়মিত ও সচঞ্চল, বন্ধুগণ তাঁহাকে লইয়া বিষম বিপদে পড়িলেন, অনেক রকম শুশ্রূষার পরে তিনি অচৈতন্য অবস্থায় স্থির ভাব ধারণ করিলেন। (খ) মধ্যস্থা ম্যাডেম প্রথমতঃ সূর্য্য দেবের একটি স্তোত্রপাঠান্তে সবিতৃ দেবকে প্রণাম করিলেন, তখন সমবেত বন্ধুগণ বুঝিলেন যে, ভারতীয় প্রাচীন আলোক দেবতা মিথ্রো (Zoroaster) যাঁহাকে ইরাণীয় আর্য্যগণ উপাসনা করিতেন তাঁহার আত্মাই ম্যাডেমের আত্মার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন। (গ)

আলোক দেবতা ম্যাডেমের মুখ দিয়া বলিতেছেন "আমার নাম জোরোয়াষ্টার খৃষ্ট জন্মিবার ৫৭১১ বৎসর পূর্ব্বে আমি ভারতে অবতীর্ণ হইয়া এই অখণ্ড মণ্ডলাকার পরিদৃশ্যমান বিশ্বে "একমসৎ" এবং তাঁহার একটি সার্ব্বজনীন শক্তি (One Universal Law) দেখিয়াছিলাম। মানুষ যে ভাবে বর্ষ গণনা করেন আমি ২১০ বর্ষ পৃথিবীতে বাস করিয়াছিলাম। (ঘ) আমি ঈশ্বরের একমাত্র অভিব্যক্তি সূর্য্যকে দর্শন করিয়া ছিলাম। এই সবিতৃ দেবতা সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্ত। সেই উজ্জ্বল আলোক রূপেই আমি ম্যাডেমে আবিষ্ঠ হইয়াছি। পৃথিবীতে অনেকবার খৃষ্ঠ আসিয়াছেন ও আসিবেন। অতি অল্প দিনের মধ্যে পূর্ব্বদেশ হইতে (From the East) একজন মহাত্মা আবির্ভূত হইবেন। যিনি সমগ্র বিশ্বে ও য়ুরোপে শান্তি ও প্রেম চিরদিনের জন্য সংস্থাপন করিবেন। পাশ্চাত্য সমর সত্বর শেষ হইবে। ইহুদীয় খৃষ্ট পৃথিবীতে পবিত্রজীবনের একটি প্রশস্ত নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। রোম গ্রীষ বাসিগণ যিশুকে তাঁহাদের পরিত্রাতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

আর একজন শ্রেষ্ঠ অবতারের সময় প্রত্যাসন্ন, তিনি পূর্ব্বদেশ (Form the East) হইতে অবতীর্ণ হইবেন, তিনি খৃষ্ট হইতেও অধিকতর শক্তিসম্পন্ন, এবং তিনি সমগ্র বিশ্ব না হইলেও অধিকাংশ বিশ্বে তাঁহার শক্তি বিস্তার করিবেন। প্রাকৃত রাজ্যের ন্যায় অধ্যাত্ম রাজ্যেও বিপ্লব বা বিদ্রোহ মঙ্গলের নিদান। সময়ে সময়ে অধর্ম্মের আবির্ভাব না হইলে রাজ্য সুদৃঢ় হয়না (ঙ)

(খ) উক্ত ওয়ার্লর্ড ম্যাগেজিনের জনৈক প্রবন্ধ লেখক সি, ডবলিউ, উড (C. W. Wood) উক্ত ৪ঠা এপ্রিল তারিখের বৈঠকে উপস্থিত থাকিয়া এই প্রবন্ধটি উক্ত ম্যাগেজিনে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(গ) কায়স্থ জাতীর আদিপুরুষ শ্রীশ্রী চিত্রগুপ্ত দেবের পিতা মিত্র,সূর্য্য ও জোরোয়াষ্টার একই দেবতা।

(ঘ) শুনিয়াছি শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গ স্বামী ও ২১০ বৎসর কাশীধামে এবং অন্যান্য স্থানে বাস করিয়াছিলেন।

(ঙ) শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন—
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
বর্ত্তমান সময়ে ইয়ুরোপে অতি ভীষণ ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত, আবাল বৃদ্ধ বনিতার রক্তে দেশ প্লাবিত হইতেছে ! নারীগণ নির্য্যাতিত ধর্ম্ম-মন্দির সকল বিধ্বস্ত, গ্রামসকল লুণ্ঠিত হইতেছে, এমন কোন পাপই নাই যাহা ইয়ুরোপের যুদ্ধখণ্ডে না হইতেছে'। অবতারের আবির্ভাব প্রত্যাসন্ন।

তাই মানুষের পাপ রাশি ধ্বংস ও সত্যের বিকাশ জন্য এই ভীষণ পাশ্চাত্য মহা সমর প্রায়শ্চিত্তরূপে উপস্থিত। প্রচুর রক্ত ধারায় এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। বিদ্রোহ (Revolt) হইতেই মানুষ তাহার শ্রেষ্ঠ অধিকার লাভ করে। রবিদ্রোহ ও বিপ্লব হইতেই পুনর্জ্জীবনের সৃষ্টি Resurrection must come fom revolution) বিদ্রোহীগণ বা বিপ্লবকারীগণ জানেন না যে তাঁহাদের কার্য্যাবলী অধ্যাত্মিক শক্তি মূলে নিবদ্ধ এবং স্থূল অশরীর আত্মাগণ দ্বারা তাঁহারা নিরন্তর পরিবেষ্টিত। ইহারা সকলেই জ্ঞানী নহে, ইহাদের মধ্যে ভালমন্দ আছে। মন্দকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠ অধিকারী আত্মার আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে গুরূপদেশ প্রয়োজন।

এই ভয়াবহ সমরের শেষ ফল একটী মহাপরিবর্ত্তন, তাহাতে মানুষ ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত ভাবে নূতন জ্ঞানের আলোক দর্শন করিবে। বিশ্বের সমুদায় জাতি নূতন জ্ঞানের আলোকে জাগরিত হইবে।

পাশ্চাত্য সমর শেষ হইয়া অসিল। ১৯১৭ ২১শে হইতে ৩০শে জুলাই মধ্যে ইহার শেষ প্রায় লোকলোচনে আবির্ভূত হইবে, এবং আগামী অক্টোবর মাসেই যুদ্ধ একরকম শেষ হইবে। অক্টোবর ও ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইবেক, এবং ১৯১৬, জানুয়ারী মাসে ইয়ুরোপে সন্ধি সুদৃঢ় ভাবে সংস্থাপিত হইবে।

আমি আগেই বলিয়াছি যে পূর্ব্বদেশ হইতে (Out of the East)একজন মহাত্মা আবির্ভূত হইবেন। যাঁহার প্রীতি কামনায় সমগ্র বিশ্ব উত্তেজিত হইবেক। আমি যাঁহার নাম আজ বলিতে পারিবনা। কিন্তু তোমাদের বহুদিন অপেক্ষা করিতে হইবেনা, তাঁহার প্রেমের রাজ্য অবনত মস্তকে সমগ্র জাতি স্বীকার করিবে। মার্কিণ জাতি এই সুযোগে বিশেষ ভাবে উন্নত হইবেন, এবং তোমাদের যে মহাত্মা তোমাদের দেশের শাসন কার্য্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতেছেন তাঁহার সাহায্যে পৃথিবীর অনেক উপকার হইবে। এই মহা সমরের বিপ্লবে ইয়ুরোপের কোন কোন রাজা মহারাজা তাঁহাদের রাজ্য ভ্রষ্ট হইবেন, এবং কেহ কেহ বা তাঁহাদের জ্ঞান হারাইয়া ক্ষিপ্তাবস্থায় বিচরণ করিবেন! এই মহাসমরের তিরোধানে ইয়ুরোপে কতকগুলি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র প্রজা তন্ত্র, (Republics) সংস্থাপিত হইবেক। এবং সামাজিক ও রাজ নৈতিক প্রচুর পরিবর্ত্তন দৃষ্টিগোচর হইবে। বর্ত্তমান অধর্ম্মের স্থানে ধর্ম্মরাজ্য ও বিদ্বেষের স্থানে প্রেমরাজ্য ইয়ুরোপে ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে সংস্থাপিত হইবেক এই সকল পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে বিনা রক্তপাতে সংঘটিত হইবেক। এবং এই বিশ্ব নূতন সভ্যতার আলোকে আলোকিত হইবে। ইতি।” এই পর্য্যন্ত বলা হইলে ম্যাডামের চৈতন্য হইল।

সম্পাদকের মন্তব্য—

বর্ত্তমান যুগে আমেরিকা পৃথিবীর মধ্যে একটি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক রাজ্য। এই স্থানে স্বামি বিবেকানন্দ তাঁহার বৈদান্তিক ধর্ম্মের বীজ প্রথমে বপন করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে মার্কিণ দেশের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এই স্থানেই তাঁহার অদ্ভুত আবিষ্কারের সহানুভূতি ও সফ-

লতা লাভ করিয়াছিলেন এবং এই স্থানেই ভারতের আলোকদেব, কায়স্থ জাতির আদি পুরুষের পিতা জোরোয়াষ্টার একজন প্রসিদ্ধ গায়িকার শরীরে আবিষ্ট হইয়া এই মহা-সমরের ফলাফল নির্দ্দেশ করিতেছেন।

আমরা অভ্রান্ত প্রমাণের বলে জানিতেছি যে, বিগত ৪ঠা এপ্রিল রবিবারে নিউইয়র্ক নগরে উক্ত ম্যাডেম প্রমুখ জোরোয়াষ্টার দেবতা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে আগামী অক্টোবর মাসে এই মহাসমরের পরিসমাপ্তি হইবে। বিগত ১৪ই জুলাই ইয়ুরোপ হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে বার্লিন ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষগণ কৈজারের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রকাশ করেন যে আগামী শীত ঋতু পর্য্যন্ত যদি এই সমর চলিতে থাকে তবে জার্ম্মানির নিদারুণ অর্থাভাব হইবে। তাঁহারা আর অর্থদিতে পারিবেন না। এই সময় কৈজার প্রকাশ করিয়াছেন যে, আগামী অক্টোবর মাসের মধ্যে তিনি এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি করিয়া দিবেন। এইরূপে অক্টোবর মাসে যুদ্ধ শেষ হইলে উক্ত ভূতাত্মার ভবিষ্যবাণীর সফলতা হয়। উক্ত ভবিষ্যবাণীর দ্বিতীয় কথা পূর্ব্বদেশ হইতে মহাত্মার আবির্ভাব। এই পূর্ব্বদেশ আমরা পুণ্য ক্ষেত্র ভারতবর্ষ মনেকরি, কারণ ভারতবর্ষ অবতারের দেশ, বিশেষতঃ ভবিষ্যদ্বক্তা জোরোয়াষ্টার ভারতের লোক, ভারতবর্ষ হইতে কোন্ মাহাত্মা অধুনা অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বের পাপ তাপ হরণ করিবেন তাহা নিশ্চয় প্রকারে বলা যায়না। আমরা শাস্ত্রে পাঠ করিয়াছি যে দেবতা সমাজে অগ্নি ও বৃহস্পতি ব্রাহ্মণ, এমতাবস্থায় আমরা মনেকরি যে কোনও ব্রাহ্মণ অবতার হইতে পারেন। বিশেষতঃ ভবিষ্যতের অবতার কল্কী ও ব্রাহ্মণ। নানা স্থানে মহাপুরুষ দেখিয়াছি কিন্তু ফরিদপুরের শ্রীঅঙ্গণে অবস্থিত শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু সুন্দরের ন্যায় চতুর্দ্দশবর্ষ নির্জ্জনে অবস্থিতি ও মৌনী মহাত্মা আমরা আর কুত্রাপি দেখিনাই। শ্রীভগবান্ গীতার মোক্ষ অধ্যায়ে বলিতেছেন—

'সিদ্ধিংপ্রাপ্তো যথাব্রহ্ম তদাপ্নোতি নিবোধ মে।'

অর্থাৎ—হে অর্জ্জুন, সিদ্ধি প্রাপ্ত ব্যক্তি যে প্রকারে ব্রহ্ম লাভ করেন, জ্ঞানের সেই পরা-নিষ্ঠা আমার নিকট শ্রবণ কর।—

বিবিক্ত সেবী লঘাশী যতবাক্ কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগ পরোনিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥৫২
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥৫৩
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃসর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥৫৪

অর্থাৎ নির্জ্জনস্থান বাসী, স্বল্পাহারী, বাক্য কায় মনঃসংযম বিশিষ্ট, নিরন্তর ধ্যান যোগ পরায়ণ এবং বৈরাগ্য মিশ্রিত হইয়া অহঙ্কার বল, দর্প, কাম, ক্রোধ পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়া নির্ম্মম ও শান্ত ভাবে যিনি অবস্থান করেন তিনি পরাভক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের উপযুক্ত ইত্যাদি—শ্রীভগবান্ জগদ্বন্ধু সুন্দরের এই সমস্ত গুণাবলী অক্ষরে অক্ষরে পর্য্যাপ্ত হইতেছে, ইহা ত আমাদের প্রত্যক্ষ দর্শন। অধুনা তিনিই যে সেই অবতার তাহা ভবিষ্যদ্গর্ভে নিহিত। প্রভুর অগণ্য ভক্তগণ ধীরে অপেক্ষা করিতেছেন।

সম্পাদক

জজ ৺ বরদাচরণ মিত্র বাহাদুর।

আমরা অতীব সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে সংপ্রতি কায়স্থ আকাশ হইতে একটি জ্যোতির্ম্ময় তারকা সহসা স্খলিত হইয়া সমাজকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করিয়াছে। বিগত ১৩ই আষাঢ় রাত্রি ১ ঘটিকার সময় জজ বরদাচরণ মিত্র বাহাদুর পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। কতিপয় দিবস হইল তিনি পীড়িত হইয়াছিলেন, তাঁহার পঞ্চমপুত্রের আকস্মিক মৃত্যুতে মিত্র মহোদয় শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন। কায়স্থ সমাজের উন্নতিকল্পে মিত্র মহোদয়ের কার্য্য তদীয় জীবনের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপে চিরকাল বিদ্যমান থাকিবে।

মিত্র মহাশয়ের জীবন বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে যতদূর জানিতে পারিয়াছি নিম্নে দেওয়া হইল। আসাকরি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ হিরণচন্দ্র মিত্র এম, এ, বি, এল, কিম্বা অন্য কোন বন্ধু মহাত্মা তাঁহার জীবনবৃত্ত সবিস্তারে আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠাইবেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী মিত্র মহোদয় জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ৫২ বৎসর বয়সে তদীয় জীবলীলা সমাপ্ত করিয়াছেন। তাঁহার পিতা ৺ বেণীমাধব মিত্র মহাশয় কলিকাতা কষ্টম্স বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বরদাচরণ কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং এফ, এ পরীক্ষায় ৪র্থ বি, এ পরীক্ষায় তৃতীয়, এবং এম, এ পরীক্ষায় সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করেন। তদনন্তর প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিলে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে বিচার বিভাগে নিযুক্ত করেন। তিনি যখন ফরিদপুরে জজ ছিলেন আমাদের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। বহরমপুর, বীরভূম এবং হুগলিতে তিনি পূর্ণ দক্ষতার সহিত জজের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় নির্ভীক সুবিচারক আমরা কমই দেখিয়াছি। বহরমপুর বীরভূম এবং হাওড়ায় যে কায়স্থ-সভা হইয়াছিল, তাহার প্রধান উদ্যোক্তা তিনিই ছিলেন। তাঁহার হঠাৎ ও অকাল মৃত্যুতে আমরা অধীর হইয়া পড়িয়াছি। রাজকার্য্যে তাঁহার অবসর অতি অল্পই ছিল, তথাপি আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় এবং নব্য-ভারতে তাঁহার রচিত কবিতা সকল পাঠ করিয়া পাঠক মাত্রেই বিমুগ্ধ হইতেন। তিনি একজন স্বভাব-কবি ছিলেন। ইংরেজী ভাষায় তাঁহার কবিতা সকল বড় বড় ইংরেজ কবি হইতেও নিকৃষ্ট ছিল না। ফরিদপুরে অবস্থিত সময়ে আমাদিগের কৃত শ্রীশ্রীচণ্ডীর বঙ্গানুবাদ তাঁহারই নামে উৎসর্গ করিয়াছিলাম। তাঁহার কবিত্বশক্তি অতীব শ্রেষ্ঠ ছিল। বঙ্গভাষায় তাঁহার মেঘদূতের অনুবাদ তদীয় কবিত্ব শক্তির অনুপম নিদর্শন। বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ তাঁহার নিকট কতদূর ঋণজালে আবদ্ধ তাহা আমরা প্রকাশ করিতে অসমর্থ। শ্রীভগবান্ তাঁহার আত্মার মঙ্গল বিধান করুন এবং তাঁহার পুত্র কন্যা পরিবারবর্গকে ও আত্মীয় স্বজনকে এবং বন্ধু-বান্ধবকে এই দুর্ব্বিসহ শোকে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

হাওড়ার সভার কয়েক দিন পরে, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বরূপে তিনি যে সুন্দর

অভিভাষণটী দিয়াছিলেন, তাহার একটী নকল আমাকে দিবার জন্য মিত্র মহাশয় স্বয়ং একদিন অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় কলিকাতায় আমার বাসা-বাড়ীতে উপস্থিত হন। আমি বলিলাম যে মহাশয় কষ্ট স্বীকার করিয়া নিজে না আসিলেই হইত। তখন তিনি আমার সম্বন্ধে যে সকল অতিরঞ্জিত ভাষা সামাজিক ভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা আমি এস্থলে প্রকাশ করিতে অসমর্থ। অহো! বন্ধুবরের সহিত আমার সেই মিলন যে শেষ তাহা ত আমি জানি নাই। তাঁহার হৃদয় কুসুম কোমল ছিল, তাঁহার ন্যায় অমায়িক মহাত্মা ও বিনয়াবনত সজ্জন কায়স্থ সমাজেও বিরল। বিচারাসনে তাঁহার কর্ত্তব্য নিষ্ঠা ও বজ্রসম কঠোরতা অবলোকন করিয়া পাপাত্মাগণ ও অত্যাচারী জমিদারবৃন্দ নিরন্তর কম্পান্বিত কলেবরে কালযাপন করিত।

হাওড়ার সভাগৃহের বিশ্রামপ্রকোষ্ঠে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—আপনার কোষ্ঠী লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী যে শেষ জীবনে আপনি সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বন করিবেন, তাহার আর কতদিন বাঁকী? মিত্র মহোদয় কোনও উত্তর দিলেন না, কেবল মৃদু মধুর হাস্যরেখা তদীয় সৌম্য অধর যুগলে ও বিস্তৃত লোচন প্রান্তে বিকসিত হইল। কিন্তু শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিলেন যে—হাইকোর্টে একবার বসিবার আশা আছে তাহা দেখিয়া অবসর গ্রহণ করিবেন। যদি পুত্র শোকে ভগ্ন হৃদয় না হইতেন তবে বুঝি এত শীঘ্র আমরাও বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ তাঁহাকে হারাইতেন না। শ্রীভগবানের নিকট তাঁহার পারত্রিক মঙ্গল কামনা করিয়া আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ। সম্পাদক।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

গ্রাহকগণের ঠিকানা জানিতে না পারায় অনেক সময় প্রতিভা পাঠাইতে বিলম্ব হয়, এবং যথাসময়ে প্রতিভা গ্রাহকগণের হস্তগত না হওয়ায় বড়ই গোলমাল উপস্থিত হয়। আমরা গ্রাহক মহোদয়গণকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি ঠিকানা পরিবর্ত্তন হওয়া মাত্রই তৎসংবাদ আমাদিগকে প্রেরণ করেন।

২। অদ্য ১৭ই শ্রাবণ, আষাঢ় মাসের প্রতিভা প্রচারিত হইল। যে মাসের প্রতিভা সেই মাসেই প্রচার করিবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু মফঃস্বলে নানাবিধ বিঘ্ন বশতঃ কার্য্যে পরিণত হইতেছে না। কলিকাতার ন্যায় সকল প্রকারের সুবিধা মফঃস্বলে থাকে না। কম্পজিটার অথবা অন্যান্য কর্ম্মচারী পীড়িত হইলে তাহার স্থান পূরণ করা যায় না।

৩। ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ।—পাবনার সুরাজ নাম্নী পত্রিকায়, আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয় বিগত ১৩ই আষাঢ় নিম্নলিখিত কায়স্থের শ্রাদ্ধ বিবরণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

কায়স্থ-কুলভূষণ দিনাজপুরাধিপতি মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় কে, সি, এস, আই, মহোদয়ের ভ্রাতৃ বধূর আদ্যশ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে বিগত ২১শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে কলিকাতা

মহানগরে সম্পন্ন হইয়াছে। নবদ্বীপস্থ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি, শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত রামগোপাল তর্কতীর্থ শ্রীযুক্ত অহিভূষণ স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত ঋষিভূষণ স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত শশীভূষণস্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত নৃসিংহ প্রসাদ স্মৃতিভূষণ এবং দিনাজপুরস্থ অনেক অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রাদ্ধ-সভায় উপস্থিত ছিলেন। তদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বহুসংখ্যক উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিতগণ বক্তৃতাশেষ মীমাংসা করেন যে ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক কায়স্থগণের উপনয়ন গ্রহণ করা অতীব কর্ত্তব্য। সমবেত পণ্ডিতগণ স্ব স্ব নাম লিখিয়া উক্ত প্রকার ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

ইহার পর আমরা মনে করি যে ব্রাহ্মণ উপবীতী কায়স্থের বাটীতে যাজনাদি কর্ম্ম না করিবেন তিনি ব্রাহ্মণ পদবাচ্যই নহেন।

৪। আমাদিগের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মা মহাশয় বাজবাড়ী দত্তকুটীর হইতে লিখিতেছেন——বিগত ১১ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে আমাদের পরম সুহৃদ সুবিদ্বান, কায়স্থ সমাজের পরম হিতৈষী কর্ম্মবীর পোড়াবাড়ী গ্রামের অমলকৃষ্ণ বসু দেববর্ম্মা মহাশয় দুরারোগ্য আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া আমাদিগকে শোক-সাগরে নিমজ্জিত করতঃ তাঁহার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে পোড়াবাড়ী গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই শোক-সন্তপ্ত। তদীয় শ্রাদ্ধকার্য্য ত্রয়োদশাহে উক্ত গ্রামের কুল-পুরোহিত যোগেন্দ্রনাথ অধিকারী মহাশয় দ্বারা সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে। অধিকন্তু নিম্নলিখিত উপবীতী কায়স্থ মহোদয়গণের এবং মহিলাগণের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যাদিও ত্রয়োদশাহে উক্ত ব্রাহ্মণ মহাশয় দ্বারা সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ১। অভয়চরণ দত্ত দেববর্ম্মা। ২। নিধিরাম মজুমদার দেববর্ম্মা। ৩। বঙ্কিমচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা ৪। দীননাথ মজুমদার দেববর্ম্মা ৫। শ্রীযুত মোহিনীমোহন পাল দেববর্ম্মার মাতা ৬। শ্রীযুক্ত লালনচন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মার মাতা ৭। শ্রীযুত কেদারনাথ মজুমদার দেববর্ম্মার মাতা ৮। পোড়াবাড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত সীতানাথ বিশ্বাস দেববর্ম্মা মহাশয়ের পুত্রের শুভ-বিবাহ গত ১৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহে দেনা পাওনার কোন কথা হয় নাই!

৫। ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ।——বিগত ২৯শে আষাঢ় ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খানখানাপুর গ্রাম নিবাসী পরলোকগত বেণীমাধব দত্ত বর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশাহে মহা-সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে খানখানাপুর, হাটজয়পুর, নিমতলা, খোলাবাড়ীয়া, কাটাজানী, আলিপুর, দয়ালবন্দ বনগ্রাম, জগৎপুর, মরডাঙ্গা, ছোটভাকলা, তেনাপচা, বরাট, রঘুনাথপুর প্রভৃতি গ্রামের উপবীতী এবং অনুপবীতী প্রায় একসহস্র কায়স্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। কেবল নিমতলা গ্রাম নিবাসী কতিপয় কায়স্থ, উপনয়নের বিরুদ্ধবাদী ভেদনীতি বিশারদ কতিপয় ব্রাহ্মণের প্ররোচনায় যোগদান করেন নাই। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ভিন্ন বহুসংখ্যক হিন্দু মুসলমান দীন দুঃখীদিগকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহারাদি বিতরিত হইয়াছিল।

এই শ্রাদ্ধের কার্য্য পণ্ড করিবার উদ্দেশে কায়স্থ-বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণ বদ্ধপরিকর হইয়া সাধ্যাতীত চেষ্টা করিতে ক্রটী করেন নাই। কিন্তু দত্ত মহাশয়দের কুল-পুরোহিত শ্রীযুক্ত তারকনাথ দেবশর্ম্মা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্নে বিদ্বেষীদিগের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক, অগ্রদানী এবং আচার্য্য শ্রেণীর বহু ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের অযৌক্তিক আপত্তিতে কর্ণপাত না করিয়া শ্রাদ্ধসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

শ্রাদ্ধ অন্তে অপরাহ্নে রাজবাড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত গঙ্গাকাশী গোস্বামী ভাগবতভূষণ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় রাজবাড়ী লক্ষ্মীকোল নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় এবং তবদিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয় কায়স্থের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। কায়স্থ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয় অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সমবেত অনুপবীত কায়স্থ মণ্ডলীকে সদাচার গ্রহণের যুক্তি যুক্ততা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দত্তবর্ম্মা মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দ্বারা সভাস্থ সকলকে সদাচার গ্রহণ করিতে বিশেষভাবে উত্তেজিত করেন। তদনন্তর উপরোক্ত গ্রাম নিবাসী অনুপবীত কায়স্থমণ্ডলী সত্বরই উপনয়ন গ্রহণ করিবেন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। উক্ত সভায় উল্লিখিত গ্রাম সমূহ লইয়া একটী কায়স্থসভা গঠনের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণান্তর সভা ভঙ্গ হয়।

ত্রয়োদশাহে ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ এতৎ প্রদেশে এই প্রথম; সুতরাং অপরাপর বিভিন্ন জাতীয় লোকেরাও ইহার কৃতকার্য্যতা দেখিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। পরমপিতা পরমেশ্বরের ইচ্ছায় এবং আমাদের আদিপুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের আশীর্ব্বাদে কার্য্য অতি সুশৃঙ্খলতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

নিমন্ত্রিত এবং অভ্যাগত ব্রাহ্মণ কায়স্থ হইতে দীন দুঃখী পর্য্যন্ত সকলেই স্বর্গীয় বেণীমাধব বাবুর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নীলমাধব দত্ত বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা মহাশয় দিগের আদর আপ্যায়নে বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। ইহাঁরা উপনয়ন গ্রহণ এবং ক্ষত্রিয়োচিত সমস্ত কার্য্য সম্পাদনে নির্ভিকতার পরিচয় প্রদান করিয়া পুরুষোত্তম দত্তের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা

৬। গুপ্ত বৃন্দাবন।—বিগত ১৩ই জুলাই তারিখের দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে অনূদিত। নদীয়া জেলার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ট মিঃ হোসেন লিখিতেছেন। পূর্ব্ববঙ্গের ভক্ত বৈষ্ণব মহাত্মাগণ ব্যতীত বোধ হয় আর কেহই গুপ্ত বৃন্দাবনের সংবাদ রাখেন না। বিস্তৃত মৈমনসিংহ জেলার সুদূর বর্ত্তী প্রান্তভাগে সহরাবাড়ী নামক গ্রামে এই গুপ্ত বৃন্দাবন অবস্থিত। প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র বৈষ্ণবগণ এই পবিত্র স্থান সন্দর্শন করিয়া দেহ ও মন পবিত্র করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেকেই বোধহয় জানেন না এই সুদূর বর্ত্তী স্থানটির নাম কিজন্য গুপ্ত বৃন্দাবন হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের লীলা উক্ত পশ্চিমাঞ্চলস্থ মথুরা এবং শ্রীবৃন্দাবনেই সম্পাদিত হইয়াছিল, বঙ্গদেশে কখনই হয় নাই।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় এবং সাগররাজ দুহিতা সুমতীবালার জন্মজন্মার্জ্জিত পুণ্য ফলে পূর্ব্ব বঙ্গের এই স্থানটিতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বাল্য লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ মথুরা এবং বৃন্দাবনে তাঁহার বাল্যলীলার প্রকট করিতেছিলেন, সেই সময় মৈমনসিংহের উক্ত স্থানটি গর্গজালি নামে প্রসিদ্ধছিল, সাগর নামক জনৈক প্রতাপান্বিত রাজা উক্ত স্থানে রাজত্ব করিতেন। সুমতী নাম্নী তাঁহার একটি সুন্দরী ও বিদুষী কন্যা ছিল। তিনি ভগবানে নিতান্ত আসক্ত থাকিয়া নিরন্তর তাঁহার ধ্যানোপাসনায় রত থাকিতেন। শ্রীভগবান্ তাহার অভিষ্ট কামনা পরিপূর্ণ করিবার মানসে একদা রাত্রিযোগে স্বপ্নাবেশে তাহার নিকট উপস্থিত হন। সুমতী শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন যে, তিনি যেস্থানে অবস্থান করিতেছিলেন তথায় ভগবানের বাল্যলীলা অভিনিত হউক এবং তাহার মৃত্যু কালে ভগবান্ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার অভীষ্ট কামনা পরিপূর্ণ করুন। শ্রীভগবান্ তথাস্তু বলিয়া প্রস্থান করেন।

কিছু কাল পরে সুমতীর মৃত্যুসময় উপস্থিত হইলে শ্রীভগবান্ রাধিকা বলরাম এবং অন্যান্য বাল্যসখাও গোপিকাগণ সহ সুমতীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের কতিপয় লীলার অভিনয় করেন। শ্রীভগবান্ তদীয় অপূর্ব্ব ক্ষমতাবলে ঐ বনভাগে অগণ্য গোধন গো বালক গোপিকা ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়া তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন লীলা প্রকট করেন। তথায় মানকুঞ্জ, যুগল মিলন ইত্যাদি অভিনীত হয়। ঐস্থানে সাগর দীঘী নামক একটি অতি বিস্তীর্ণ পুষ্করিণী ছিল। উহা তৎকালে শুষ্ক অবস্থায় ছিল কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় উহা তখন জলপূর্ণ হয়। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত পুষ্করিণী নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের জলাভাব দূরীভূত করিতেছে।

৭। এবার পূর্ব্ববঙ্গে চাঁদপুর, নোয়াখালী ও ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। প্রচুর জল বর্ষণে শস্যাদি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এইক্ষণ সংবাদ আসিয়াছে যে শিলচরের নিকট নদী প্লাবিত হইয়া শিলচর এবং কাচারের নানা স্থান জল মগ্ন হইয়া মানুষ গরু অনেক মারা গিয়াছে। শিলচরের অবস্থা বর্ণনা করিয়া মাননীয় কামিনীকুমার চন্দ্র মহাশয় লিখিতেছেন, ৭ই জুলাই তারিখে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া অনবরতঃ ৬।৭ দিন অবিশ্রান্ত জল বর্ষণে নদী প্লাবিত হইয়া সমগ্র শিলচর নগর এবং তৎসন্নিকট গ্রাম সমূহ জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থানে ঘরের চালের উপরদিয়া জল চলিয়া গিয়াছে। সহরের মধ্যে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ বাটী ছিল অর্থাৎ কমিশনারের আফিস, স্কুল গৃহ, কাছারী বাড়ী ইত্যাদি স্থানে আবাল বৃদ্ধ বনিতা জাতি ধর্ম নির্ব্বিশেষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রাণ-রক্ষা করিয়াছিল। কুমিল্লা জেলায় প্রায় ২৫০০০, পচিশহাজার নরনারী অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে। অনশনে কোন কোন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নগরও জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। তথাকার আউস আমন পাঠ সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

৮। আসাম প্রদেশে ক্রমশঃ জলবৃদ্ধি হইয়া অনেক ক্ষতি করিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে যেমন জলাধিক্যে কষ্ট পাইতেছে, পশ্চিমবঙ্গে জলা-

ভাবে শস্যাদির বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। বিহার এবং উৎকল দেশে আরও বৃষ্টির আবশ্যক, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে পঙ্গপালে অনেক শস্য নষ্ট করিয়াছে। এবং অনেক স্থানে জলাভাবে শস্যের ক্ষতি হইতেছে। মধ্য ভারত কাশ্মীর এবং দাক্ষিণাত্যে জলাভাবে শস্যের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। একদিকে পাশ্চাত্য সমর জনিত ভারতবর্ষে আধিভৌতিক কষ্ট, তেমনই অপর দিকে জলাভাব এবং অতিবৃষ্টি জনিত জল প্লাবনে আধিদৈবিক কষ্টের পূর্ণ মাত্রা হইতেছে। এবৎসর ভারত বর্ষের অদৃষ্টে শ্রীভগবান কি লিখিয়াছেন কে জানে? আমাদের নিকট বোধহয় যেন, সমগ্র বিশ্ব টল মল করিতেছে।

৯। পূর্ব্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত নরনারীগণের সাহায্যার্থে একদিকে আমাদের শাসন কর্ত্তাগণ এবং অপর দিকে ধনবান মহাত্মাগণ বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু তথাপি চতুর্দ্দিকে দুর্ভিক্ষের করাল মূর্ত্তি আমাদিগকে যেন গ্রাস করিতে আসিতেছে। অন্নকষ্ট, অর্থকষ্ট বাণিজ্যাদির দুর্দ্দশা, খাদ্য দ্রব্যের দুর্মূল্যতা সর্ব্বোপরি কোন কোন স্থানে জল প্লাবন এবং অন্যস্থানে অনাবৃষ্টি জনিত শস্যের দুর্দ্দশা দেখিয়া একটি বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে।

১০। এই দুর্দ্দিনে আমরা পাঠক মহোদয় দিগকে নিজ নিজ গ্রাম এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের অবস্থা যথা যথা বিবরণ লিখিয়া আমাদিগকে জানাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। তাঁহাদের নিকট ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

১১। মেদিনীপুর জিলা অন্তর্গত কাঁথী হইতে প্রকাশিত নীহার নাম্নী সাপ্তাহিক পত্রিকা হইতে নিম্ন লিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম। পাঠকবর্গ পাঠ করিয়া দেখিবেন মেদিনীপুরের কি অবস্থা হইয়াছে।

দেশে হাহাকার, পশ্চিম বঙ্গের অনেক স্থলে বৃষ্টির অভাবে সাধারণের মধ্যে হাহাকার উঠিয়াছে। অন্যদিকে ত্রিপুরা, নোয়াখালী প্রভৃতি জেলায় দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীর ঘোর আর্ত্তনাদে দেশ প্রকম্পিত হইতেছে। বুভুক্ষিত নরনারী অনাহারে থাকিয়া অকালে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে এবং দুর্ব্বিসহ জঠরযন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া কেহ কেহ উদ্বন্ধনেও প্রাণত্যাগ করিতেছে। এর উপর পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থান ভীষণ বন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে। ইতিপূর্ব্বে জলপ্লাবনে ত্রিপুরা জেলার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সম্প্রতি আসাম প্রদেশে অত্যধিক বৃষ্টিতে ব্রহ্মপুত্রের ভীষণ বন্যায় ডিব্রুগড়, শিলচর প্রভৃতি স্থানের ঘোর দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। শস্যক্ষেত্র জলমগ্ন হইয়াছে, গৃহপালিত অনেক পশু বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে রেলপথ ভগ্ন ও টেলিগ্রাফতার বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, খাদ্যাভাবে নিরাশ্রয় নরনারীর দুর্গতির অন্ত নাই। সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়া আর্ত্ত-বিপন্নদের সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এখন দেশের বিষম দুর্দ্দিন উপস্থিত চারিদিকেই বুভুক্ষিতের ঘোর আর্ত্তনাদ! বিধাতার কি বিচিত্রলীলা কে বুঝিতে পারে।

১২। নিরাশ্রয় অনশনে ক্লিষ্ট নরনারীগণের সাহায্যার্থে আশাকরি সকলেই তাঁহাদিগের শক্তি অনুসারে অর্থদান করিবেন। স্থানে স্থানে অর্থসংগ্রহের জন্য কেন্দ্র হইয়াছে আমরা আশাকরি সকলেই সাধ্যমত সেই সকল স্থানে সাহায্য প্রদান করিবেন।

১৩। পাশ্চাত্য সমর অতি ভীষণ বেগে চলিতেছে। তুরস্কের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় তাম্বুল নগরে মিত্র পক্ষদিগের অবরোধ হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে; উক্ত নগরে নরনারীগণ বিশেষ ভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। ওয়ারশা নগরের সম্মুখে রুষ জার্ম্মেনীও অষ্ট্রীয়ার সহিত ভীষণ বেগে যুদ্ধ চলিতেছে পাশ্চাত্য সীমান্তে ফরাসী দিগের সঙ্গে জর্ম্মেনির যুদ্ধ চলিতেছে। পাশ্চাত্য সমরের বিশ্রাম নাই।

সম্পাদক।

বৈবাহিক প্রসঙ্গ।

১। আবদুল্লাবাদ নিবাসী ৺যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের একটী বিবাহযোগ্যা দ্বাদশবর্ষ দেশীয়া লাবণ্যময়ী সুশিক্ষিতা কন্যা আছে। তাহার জন্য বঙ্গজশ্রেণীর কায়স্থ পাত্রের আবশ্যক। কন্যার পিতা বার্ষিক ৪০০৲ আয়ের যে স্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা উক্ত কন্যার স্ত্রীধন হইবে। শ্রীনীলকান্ত বসু, আর্গামস্তপাড়া, ফরিদপুর।

২। পাত্র বঙ্গজ কায়স্থ বয়স ১৯ বৎসর বর্ত্তমান বর্ষে প্রবেশিকা দিবেন। অবস্থা ভাল, মৌলিক। অধ্যয়নের ব্যয় দিতে হইবে। ভবদীয়া গ্রাম, রাজবাড়ী ই, বি, এস, আর পোষ্ট ফরিদপুর ঠিকানায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের নিকট পত্রাদি লিখিবেন।

৩। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দেব সরকার পলাশবাড়ী থানা জিলা রংপুর তাঁহার কন্যার জন্য ১টী পাত্র আবশ্যক। কন্যাটী সুন্দরী, বঙ্গভাষায় শিক্ষিতা ও গৃহকার্য্যে দক্ষা।

৪। দক্ষিণরাঢ়ীয় বিশ্বামিত্র গোত্রীয়া অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, সুলক্ষণা, শিক্ষিতা ১৪ বৎসর বয়স্কা একটী বালিকার নিমিত্ত একটী সুপাত্রের প্রয়োজন। পাত্রীর পর্য্যায় ২৬। তাহার অভিভাবকগণ যে কোন শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত বংশের গুণবান, বরের হস্তে তাহাকে সম্প্রদান করিতে সম্মত। কন্যার পিতা একজন সবরেজিষ্টার। কোচবিহাররাজ্যে, হলদীবাড়ী পোঃ হলদীবাড়ী মোকামে শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্রপালিত ভারতীভূষণ মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিবেন

৫। বঙ্গজ কায়স্থ ঘোষবংশীয় পাত্রীর জন্য একটী বরের প্রয়োজন। কন্যার পিতা সাধ্যমত যৌতুকাদি দিতে প্রস্তুত। পাত্রী সুশিক্ষিতা, গার্হস্থ্য কার্য্যে উপযুক্তা ও সুন্দরী। কাঞ্চনতলা গ্রাম, ধুলিয়ান পোষ্ট, মুর্শিদাবাদ ঠিকানায় শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার ঘোষ মহাশয়ের নিকট পত্রাদি লিখিবেন।

৬। মালদহ,নিমাসরাই পোষ্ট হইতে শ্রীযুক্তপুলিনচন্দ্র মজুমদারবর্ম্মা, ফরিদপুর পোড়াবুহার শ্রীযুক্তসীতানাথ বিশ্বাসবর্ম্মার পুত্রের জন্য একটী সুন্দরী শিক্ষিতা কন্যা চান বর পণ লইবেন না

৭। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাল, তিনসুকীয়া, আসাম হইতে লিখিতেছেন,—আমার আত্মীয়ের ২টী কন্যার জন্য পাত্র চাই বঙ্গজ ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র অথবা মৌলিক মহাপাত্র প্রয়োজন। পাত্রীদ্বয় সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা।

৮। পোড়াবুহ নিবাসী (বর্ত্তমানে গোয়ালন্দের গবর্ণমেণ্ট খাস তহশীলদার) দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত বর্ত্তমান বৎসরে কলিকাতা হইতে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। তাঁহার জন্য যে কোন শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত বংশের একটি সুশিক্ষিতা, সুন্দরী কুলীন কন্যার প্রয়োজন। বিবাহে বরপণ গ্রহণ করা হইবে না। নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিয়া বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাত হউন। শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মা, শিক্ষক রাজারস্কুল। পোঃ বাজব ড়ী, দত্তকুটীর। জিলা ফরিদপুর।

৯। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার দাস, জমিদার গোপীনাথপুর,পোষ্ট সাঁথিয়া, পাবনা ; লিখিতেছেন আমার ভগ্নীর জন্য একটী বঙ্গজ অবস্থাপন্ন পাত্রের প্রয়োজন কন্যা সুন্দরী শিক্ষিতা ও গৃহকার্য্যে দক্ষা বয়স দ্বাদশ বৎসর। বিস্তারিত জানিবার জন্য আমার নিকট পত্রাদি লিখিবেন।

১০। নিম্নলিখিত ৩টী পাত্রের জন্য সুশিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রীর আবশ্যক। গ্রাম, [illegible] পোঃ শিবালয়, ঢাকা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার সরকার মহাশয়ের নিকট লিখিবেন। (ক) নাগী নিবাসী ১৫ বৎসর বয়স বঙ্গজ কায়স্থ মৌলিক যুবক ২৫৲ বৃত্তি পাইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ অধ্যয়ন করিতেছেন। (খ) একটী বঙ্গজ কায়স্থ যুবক বয়স ২২।২৪ কলিকাতার কোনও কালেজে বি-এ পাঠ করিতেছেন। (গ) ২৩।১৪ বৎসর বয়স বঙ্গজ কায়স্থ যুবক যিনি জলপাইগুড়িতে চা বাগানে ৫০৲ বেতনে কার্য্য করিতেছেন।

ফরিদপুর প্রতিভা প্রেস হইতে

শ্রীকালিপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মা দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা

মাসিক কায়স্থপত্রিকা ও সমালোচনী।

[৮ম বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা।]

১৩২২ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ মাস।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

এই সংখ্যার মূল্য সডাক ৶৫ মাত্র] [বার্ষিক মূল্য সডাক ১॥০ টাকা মাত্র]

১৩২২ সনের উপহার বিতরণ।

যাঁহারা, অর্থাৎ নূতন ও পুরাতন গ্রাহকগণ, আগামী ১৫ই কার্ত্তিকের মধ্যে মণিঅর্ডার যোগে আমাদিগের নিকট ১৩২২ সনের প্রতিভার বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ ও অতিরিক্ত ।৵০ মোট ১৸৶০, দয়াকরিয়া পাঠাইয়া দিবেন, তাঁহারা মৎকৃত কায়স্থতত্ত্ব (২য় সংস্করণ) ও কায়স্থ কুসুমাঞ্জলি ও কবিবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কুমার বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের কৃত বহুজনপ্রশংসিত "কবিতাপ্রসূন" এই তিনখানি পুস্তক পাইবেন। ডাকমাশুল দিতে হইবে না। যাহারা আমাদের ফরিদপুর কার্য্যালয় হইতে হাতে লইবেন তাহারা ১৸৶০ আনায় পাইবেন।

সম্পাদক।

সূচীপত্র

১৩২২ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

[মাসিক পত্রিকা]

৮ম খণ্ড। { শ্রাবণ, ১৩২২ সাল। } ৪র্থ, সংখ্যা।

রাসলীলা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি, ১৩২১ আষাঢ়ের ১০৩ পৃষ্ঠা হইতে)।

নিত্যপ্রিয়া যথা—

রাধা চন্দ্রাবলীমুখ্যাঃ প্রোক্তা নিত্যপ্রিয়া ব্রজে।
কৃষ্ণবন্নিত্য সৌন্দর্য্য বৈদগ্ধ্যাদি গুণাশ্রয়াঃ॥

উজ্জ্বলনীলমণৌ কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণে।

বৃন্দাবনমধ্যে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী ইঁহারাই শ্রেষ্ঠ নিত্যপ্রিয়া, ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণতুল্য নিত্য সৌন্দর্য্য ও বৈদগ্ধ্যাদি গুণাশ্রয়া।

গোপাঙ্গনাগণ যে লক্ষ্মীস্বরূপা এবং শ্রীকৃষ্ণ যে পরম পুরুষ তাহাই বলিতেছেন—

চিন্তামণি প্রকর সত্মসু কল্পবৃক্ষ
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তং।
লক্ষ্মী সহস্র শত সম্ভ্রম সেব্যমানং
গোবিন্দ মাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ঐ।

যিনি লক্ষ লক্ষ কল্পতরু পরিবৃত চিন্তামণি সমূহ দ্বারা ভূষিত গৃহে বাসকরিয়া গাভীগণ পরিপালন করেন সেই স্থানে শত সহস্র লক্ষ্মী সসম্ভ্রমে যাঁহাকে সেবাকরেন আমি সেই আদিদেব গোবিন্দকে ভজনা করি।

উপপতিভাব অতিঘৃণিত, শ্রীকৃষ্ণভগবান হইয়া যে ঈদৃশ আচরণ করিবেন তাহা সম্ভবপর নহে। উপপতির লক্ষণ যথা—

রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্ম্মং পরকীয়া বলার্থিনা।
তদীয় প্রেম সর্ব্বস্বং বুধৈরুপপতিঃ স্মৃতঃ॥

উজ্জ্বল নীলমণৌ নায়ক ভেদ প্রকরণে।

পরকীয়া রমণীর প্রতি আশক্তি জনক রাগ বশতঃ যিনি পাণিগ্রহণ ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া ঐ পরকীয়া রমণীর প্রেমের পাত্র হয়েন, রসজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে উপপতি বলিয়া থাকেন।

সুতরাং উপপতিভাব অত্যন্ত ঘৃণিত কিন্তু এই উপপতিভাব সাধারণ নায়কে ঘৃণিত, শ্রীকৃষ্ণে নহে—

লঘুত্বমত্রযৎপ্রোক্তং তত্তু প্রাকৃত নায়কে।
নকৃষ্ণে রস নির্য্যাস স্বাদার্থ মবতারিণি॥

উজ্জ্বল নীলমণৌ নায়কভেদ প্রকরণে।

পরস্ত্রীতে রসাভাস হয় বলিয়া, উপপত্য রস নিন্দনীয় বলিয়া যে কথিত হইয়াছে তাহা প্রাকৃত নায়কে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে নহে কারণ তিনি পরকীয়া রসের নির্য্যাস আস্বাদন করিবার জন্যই বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজবিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥

শ্রীচরিতামৃতে আদিলীলা ৪ পরিচ্ছেদে।

শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয়া রস আস্বাদন করিয়া পরকীয়া রস আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন কারণ পরকীয়া ভাবে শৃঙ্গার বা মধুর রসের অত্যধিবৃদ্ধি হইয়া থাকে; কিন্তু সর্ব্বজন নিন্দিত পরকীয়াতে রসহয় না যথা—

পরোঢ়াং বর্জ্জয়িত্বা—

সাহিত্য দর্পণে ৩ পরিচ্ছেদ ১১০ কারিকায়াং

সুতরাং ব্রজ পরকীয়া ভিন্ন বিষয়াত্মক হইল।

পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামিমহাশয় স্বকীয়াতে পরকীয়া ভাব থাকাতেই পূর্ব্বরূপমায় করিয়াছেন। কিন্তু ব্রজ ভিন্ন অন্যস্থানে স্বকীয়ায় পরকীয় ভাব হয়না এবং প্রকৃত পরকীয়া হওয়াতে তাহাতে রস হয় না। ইহাতে ব্রজে পরকীয় যে একটি অপূর্ব্ব ভাব তাহা স্বীকৃত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের নিত্য কান্তা গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণে উপপতি ভাব হওয়া অসম্ভব যদি এ আশঙ্কা হয় তাহাতেই বলিয়াছেন যে অঘটন ঘটনা পটীয়সী শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া অসম্ভবকে ও সম্ভব করিতে পারেন কারণ তিনি জগৎ মুগ্ধ করিয়া রাখেন যথা—

বিষ্ণোর্ম্মায়া ভগবতী যয়া সং মোহিতং জগৎ।
শ্রীভাগবতে ১০।১।২৫।

সুতরাং যিনি জগৎ মুগ্ধ করিতে পারেন তাঁহার পক্ষে গোপ গোপাঙ্গনা প্রভৃতিকে মুগ্ধ করা অসম্ভব নহে, এবিষয়ে শ্রীচরিতামৃতকার মহাশয় ও লিখিয়াছেন যে—

যো বিষয় গোপীগণের উপপতি ভাবে।
যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে॥

শ্রীচরিতামৃতে আদিলীলা ৪র্থপরিচ্ছেদ।

আমার সম্বন্ধে গোপাঙ্গনাগণের সে উপপতি ভাব তাহা সাধারণ ভাবের ন্যায় নহে; উহা দাম্পত্য প্রেমের আবরক ভাব বিশেষ, উহা দাম্পত্যেরই পরিপাক।

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পরিচালিতা হইয়া যোগমায়া পরস্পরকে পরস্পরের বিশুদ্ধ মাধুর্য্য আস্বাদন করাইবার জন্যই স্বকীয়াতে পরকীয়া ভাব অর্থাৎ দাম্পত্যে উপপত্যভাব উৎপন্ন করিয়া থাকেন। পতি ও পত্নী, ধর্ম্মের অনুরোধে যে পরস্পরকে ভালবাসেন;তাহাতে বিধিকৈঙ্কর্য থাকাবশতঃ সম্পূর্ণ মাধুর্য্যের আস্বাদন সম্ভব হয়না; কিন্তু পরকীয়া ভাবে অত্যন্ত অনুরাগ বশতঃ যে উভয়ে পরস্পরকে ভালবাসেন তাহাতে বিধির দাসত্ব না থাকা বশতঃ সম্পূর্ণ মাধুর্য্যের আস্বাদন সম্ভব হইয়া থাকে। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির বৃত্তি রূপা যোগমায়া ইচ্ছানুসারে এই স্বকীয়াতে পরকীয়াভাবের দাম্পত্য উপপত্য ভাবের সংঘর্ষ-রূপ অঘটন ঘটনা করিয়া থাকেন। যোগমায়ার সেই অঘটন ঘটনে মুগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও গোপাঙ্গনাগণ উৎকট অনুরাগ বশতঃ নিত্যরূপ

সেতুবন্ধ ভগ্ন করিয়া পরস্পর সঙ্গত হইয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদিগের স্বাভাবিক দাম্পত্যই উপপত্যরূপে পরিণত হইয়া তাঁহাদিগকে ভাবের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করাইয়া থাকে।

যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত চিচ্ছক্তি বশতঃ যোগমায়ার মোহে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের হানি হয় না কারণ সেই মোহের প্রেরক শ্রীকৃষ্ণ। পতি পত্নী ভাবে উভয়ের প্রেমের গাঢ়তা প্রকাশ পায় না। পতি পত্নী ভাব আচ্ছাদিত থাকিলে যে পরস্পরের আবেশ হয় তাহার কারণ পরস্পরের মাধুর্য্য। এই অবস্থায় পরস্পরের মাধুর্য্য, পরস্পর অনুভব করিতে পারেন।

নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিঃ পরোঢ়া
তদ্ গোকুলাম্বুজদৃশাং কুলমন্তরেণ।
আশংসয়া রসবিধেরব তারিতানাং
কংসারিণা রসিক মণ্ডল শেখরেণ॥

উজ্জ্বলনীলমণৌ নায়িকা ভেদ প্রকরণে।

প্রাচীন পণ্ডিতগণ মুখ্য শৃঙ্গার বা প্রধান রসে যে পরকীয়া রমণী ইচ্ছা করেন না তাহা গোকুলের কমল-লোচনা গোপাঙ্গনা ব্যতীত; যেহেতু রসিক ব্যক্তিসকলের শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ রসবিশেষের আস্বাদন অভিলাষে স্বপত্নী গোপাঙ্গনাগণকে অবতীর্ণ করিয়াছিলেন।

এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ পরকীয়া রসের নির্য্যাস আস্বাদন করিবার বাসনায় নিজ পত্নীকে অবতারণ করা বশতঃ রসাভাস না হইয়া স্বকীয়ায় পরকীয়া ভাব প্রযুক্ত রসবিশেষই হইয়াছে।

গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা, কিন্তু যোগমায়া কল্পিত বিবাহ বশতঃ তাঁহারা মায়িক পরকান্তা। অপ্রকট লীলায় পরকীয় ভাব না থাকা বশতঃ তাঁহাদিগের সহিত নিত্য স্বকীয়া ভাবে বিহার হয়; কিন্তু প্রকটলীলায় পরকীয়া ভাবে রসের অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় বলিয়া যোগমায়া কৃত অন্যের সহিত বিবাহ লোকদৃষ্টি মাত্র কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সুতরাং তাহাতে রসাভাস দোষ হয় না; কিন্তু রস বিশেষ পরমগুণই তাহাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

গোপাঙ্গনাগণ যে শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া নহেন তাহা ব্রহ্ম সংহিতাতেও কহিয়াছেন—

আনন্দ চিন্ময় রসপ্রতিভাবিতাভি
স্তাভির্য এব নিজ রূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্ম ভূতো
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥৩৭॥

উজ্জ্বল নীলমণৌ কৃষ্ণ বল্লভ প্রকরণে।

যিনি আনন্দ ও চিন্ময় রসে প্রতিভাবিত ও নিজ স্বরূপের তুল্য এবং অংশরূপে বিখ্যাত সেই আত্মরূপিণী প্রেয়সীগণের সহিত আত্মভূত ভগবান্ গোলোকেই বাস করিতেছেন, আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

এই শ্লোকের টীকায় পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামি প্রভু কহিয়াছেন—

"পরম লক্ষ্মীণাং তাসাং তৎ পরদারত্বা সম্ভবাদস্য স্বদারত্বময় রসস্য কৌতুকাবগুণ্ঠিত তয়া সমুৎকণ্ঠয়া পৌরুষার্থং প্রকট লীলায়াং মায়য়ৈব তাদৃশত্বং ব্যঞ্জিতম্"।

অর্থাৎ গোলোকে গোপিকাদিগের স্বদারত্বই প্রসিদ্ধি, যেহেতু পরম লক্ষ্মী গোপাঙ্গনাগণের পরদারত্ব অসম্ভব, কিন্তু পরদারত্বে উৎকণ্ঠার আধিক্য হইয়া থাকে, তজ্জন্য কৌতুকপূর্ণ

সমুৎকণ্ঠা দ্বারা স্বদারত্বময় রসের পোষণ জন্য প্রকটলীলায় গোপীগণের মায়িক পরদারত্ব ব্যঞ্জিত হইল।

ইহাতে ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে অপ্রকট লীলায় গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া এবং প্রকট লীলায় তাঁহারা মায়িক পরকীয়া। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাগণের উপপতি বলা যায় না, কারণ শ্রীজীব গোস্বামি প্রভু ও কহিয়াছেন যে—

"তাসাং নিত্য প্রেয়সীনাং তস্মিন্ জারত্বং ন সম্ভবত্যেব"।

শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে।

অর্থাৎ নিত্য প্রেয়সীগণের জারত্ব দোষ সম্ভব হয় না। কিন্তু শ্রীভাগবতে কহিয়াছেন যে—

তমেবপরমাত্মানং জার বুদ্ধ্যাপি সঙ্গতা।
জহুর্গুণ ময়ং দেহং সদ্য প্রক্ষীণ বন্ধনাঃ॥

শ্রীভাগবতে ১০।২৯।১১

গোপাঙ্গনাগণ সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে উপপতি ভাবে প্রাপ্ত হইয়াও সেই সময়ে সুখ দুঃখদ্বারা অশেষ কর্ম্মক্ষয় করণান্তর, তদ্গত চিত্ত হইয়া পঞ্চভৌতিক গুণময় দেহকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে ইহার সমাধান কি? তদুত্তর এই যে শ্রীভাগবতে শুকদেব সাধনসিদ্ধা গোপাঙ্গনাগণের সম্বন্ধে ঐ কথা বলিয়াছেন কিন্তু নিত্যকান্তা সম্বন্ধে বলেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ আত্মরাম তিনি প্রত্যেক শরীরে রমণ করেন, সুতরাং তিনি সকলের পতি তজ্জন্য তিনি গোপাঙ্গনাগণের ও পতি। পুতনা শ্রীকৃষ্ণকে বিনাশ করিতে গিয়া ধাতৃ গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যদি তাহাই হয় তাহা হইলে যে গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণ জন্য পতি ধনকুল মান প্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই গোপাঙ্গগণের বহির্দৃষ্টিতে জার বুদ্ধি প্রকাশ পাইলেও তাঁহাদের একান্ত ভক্তিদ্বারা তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তাগণের গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সর্ব্বত্যাগী না হইলে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায় না; ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের জন্য সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন—

আসামহো চরণ রেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপিগুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্য পথঞ্চহিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দ পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥

শ্রীভাগবতে ১০ম ৪৭।৬১

ভক্ত উদ্ধব মথুরাধাম হইতে ব্রজে গমন করিয়া গোপাঙ্গনাগণের পরানুরক্তি দর্শন করিয়া কহিয়াছিলেন যে আমি যেন এই সকল গোপাঙ্গনাগণের চরণ রেণু সেবী বৃন্দাবনস্থ গুল্ম, লতা ওষধীর মধ্যে কোন একটি হই, যে হেতু-ইহাঁরা দুস্ত্যজ স্বজন এবং সদাচার রীতি পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণের অন্বেষনীয় মুকুন্দের পাদপদ্ম ভজনা করিয়াছিলেন।

মনুষ্যের পাশ অষ্টবিধ যথা—

ঘৃণা শঙ্কা ভয়ং লজ্জা জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী।
কুলং শীলং তথাজাতি রষ্টৌপাশাঃ প্রকীর্ত্তিতা॥

কুলার্ণবতন্ত্রে ১ উল্লাসে। আরও

"পাশবদ্ধোভবেদ্ জীবঃ পাশমুক্ত সদাশিবঃ।"

গোপাঙ্গনাগণ সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু লজ্জাত্যাগ করিতে পারেন নাই, তজ্জন্য বস্ত্রহরণে সে লজ্জাও ত্যাগ করাইয়াছিলেন।(ক) প্রেমিক ভক্তের সংসার ধর্ম্মাতীত গতি বর্ণনা করিয়াছেন যথা—

(ক) লেখক মহোদয় বস্ত্রহরণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার ইঙ্গিত করিলেন। সঃ

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নাম কীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

শ্রীভাগবতে ১১।২।২৮

অর্থাৎ এইরূপে ভক্ত্যঙ্গ-যাজী পুরুষ স্বীয় প্রিয়তম হরির নাম কীর্ত্তনে জাতানুরাগ ও অবশ হৃদয় হওয়াতে উন্মাদের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন কথাবার্ত্তা, কখন গান, কখনও নৃত্য করিয়া থাকেন। [এই সকল কার্য্যের কারণ কহিতেছেন—কখন ও ভগবানকে ভক্ত পরাজিত মনে করিয়া হাস্য করেন ; "হে ভগবন্! তুমি এতদিন আমাকে উপেক্ষা করিয়াছিলে" মনে করিয়া রোদন করেন; কখনও বা "হে প্রভো! তুমি কোথায় আছ" বলিয়া চীৎকার করেন ; কখনও "হে হরে! আমার অনুগ্রহ কর" বলিয়া অতি আনন্দে গান করেন ; কখনও বা "হে কৃষ্ণ! তুমি পরাজিত হইলে" বলিয়া নৃত্য করিতে থাকেন।]

গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-কান্তা স্বকীয়া হইলেও প্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তাঁহারা পরকীয়ার ভাব আচরণ করেন মাত্র কিন্তু, বাস্তবিক তাঁহারা পরকীয়া নহেন যথা—

"অথ বস্তুতঃ পরম স্বীয়াঅপি প্রকট লীলায়াং পরকীয়া মানাঃ শ্রী ব্রজদেব্যঃ।"

শ্রীভক্তিসন্দর্ভে।

আরও ভক্তি নববিধ যথা—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম-নিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতাবিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা॥

শ্রীভাগবতে ৭।৫।২৩

এই নববিধ ভক্তির মধ্যে কে কোন্ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ তাহাই কহিতেছেন—

শ্রীবিষ্ণোঃ স্মরণে পরীক্ষিদভবদ্ বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদস্মরণে তদঙ্ঘ্রি ভজনে লক্ষ্মীঃপৃথুঃপূজনে।
অক্রুরস্তভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাংপরম্॥

পদ্যাবলী।

শ্রীবিষ্ণুর স্মরণে পরীক্ষিৎ, শুকদেব কীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ স্মরণে, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ভজনে লক্ষ্মী, পূজাতে পৃথু, অভিবন্দনে অক্রুর, দাস্যে কপিপতি, সখ্যে অর্জ্জুন,সর্ব্বস্ব আত্ম-নিবেদনে বলি ভক্ত হইয়াছেন; ইঁহাদের কেবল একাঙ্গ-ভক্তি যাজনেই কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়। যখন শ্রীকৃষ্ণের স্মরণে পরীক্ষিৎ শ্রেষ্ঠ,সেই মহানুভব পরীক্ষিৎ ও শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ কীর্ত্তনে শ্রেষ্ঠ শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে—

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রসমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণ হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥ ২৬॥
স কথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরদ্ব্রহ্মন্! পরদারাভিমর্ষণম্॥ ২৭॥
আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতম্।
কিমভিপ্রায় এতন্নঃ সংশয়ংছিন্ধি সুব্রতে ॥২৮॥

শ্রীভাগবতে ১০।৩৩।

হে ব্রহ্মন্! জগদীশ্বর শ্রীভগবান্ ধর্ম্মের সংস্থাপনার্থ এবং অধর্ম্মের প্রশমার্থ শ্রীবলদেবের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মসেতুর বক্তা, কর্ত্তা ও অভিরক্ষিতা হইয়া কি প্রকারে পরদারাভি-মর্ষণ রূপ প্রতিকূল আচরণ করিলেন অর্থাৎ কি রূপে অধর্ম্মের কার্য্য করিলেন? হে

সুব্রত! অর্থাৎ হে সদাচারনিষ্ঠ! যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত কামনা পরিপূর্ণ করিয়াও কিরূপে এই পরদারাভিমর্ষণরূপ নিন্দিত কর্ম্ম করিলেন আমাদিগের এই সন্দেহ নিবারণ করুণ।১০।৩৩।২৮।

কিন্তু এই প্রশ্ন শ্রীকৃষ্ণের লীলাবর্ণন শ্রবণে শ্রেষ্ঠ পরিক্ষিতের মনে স্থান পায় নাই; তবে গঙ্গাতীরে সেই সভাতে অনেক কর্ম্মী ও জ্ঞানী শ্রোতা ছিলেন তাঁহাদের মুখের ভাব দেখিয়া পাছে এ সংশয় উপস্থিত হয় তজ্জন্য তিনি এ প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—"এবং প্রীতি বিশেষণ শ্রীবাদরায়ণিনা বর্ণিতায়াঃ শ্রীরাসক্রিড়ায়াঃ শ্রবণাদ্বিথোঽপাঙ্গ কূণনৈর্বিলোকমানানামীবরুসতাং শুষ্ক তার্কিক মীমাংসকাদীনাং কেষাঞ্চিদবৈষ্ণবানামভিপ্রায়ং বিতর্ক্য কৃপয়া তেষামেবহিতার্থং তন্মুখাপ্য স্বসন্দেহ ব্যাজেন পৃচ্ছতি।"

বৃহদ্বৈষ্ণব তোষণী।

এই প্রকারে মুনীন্দ্র শ্রীশুকদেব সুখবিশেষে নিমগ্ন হইয়াই প্রশংসা সহকারে এই রাসলীলা বর্ণন করিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া মহারাজ পরিক্ষিতেরও সেই লীলাতে সুখোদবোধই হইল (তিনি এই লীলায় কোন রূপ দোষ দর্শন করেন নাই) কিন্তু সেই সভাতে যে সমুদয় শুষ্ক তার্কিক মীমাংসক প্রভৃতি অবৈষ্ণবগণ ছিলেন তাঁহাদের পরস্পর নয়নেঙ্গিত দ্বারা অবলোকন ও ঈষৎ হাস্য করণ দেখিয়া তাঁহাদের অভিপ্রায় অনুমান করিয়া কৃপান্বিত হৃদয়ে তাঁহাদের হিতার্থে অর্থাৎ কামাদি দোষ শূন্য এই লীলায় সন্দিগ্ধচিত্ত শ্রোতাগণের সন্দেহ দূরীকরণ রূপ পরম মঙ্গল বিধানার্থ তাদৃশ সন্দেহ উত্থাপন পূর্ব্বক যেন নিজের সন্দেহ হইয়াছে এই ছলেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

কায়স্থ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ২য় প্রস্তাব)

যাহা হউক—সমাজের ত এই অবস্থা, এক্ষণে সাধারণের কর্ত্তব্য কি? এই কর্ত্তব্য অবধারণ করিবার নিমিত্ত আমরা সমুদায় কায়স্থ সন্তানকে বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, আমাদের ভিক্ষা তাঁহারা আলস্য পরিত্যাগ করিয়া, জড়তা বিসর্জ্জন দিয়া সমাজের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য নিরূপণ করুন। এখ আর সেই প্রাচীন কাল নাই। এখন কেহই অপরের কথায় অন্ধের মত চালিত হইতে ইচ্ছা করেন না। সকলেই নিজ নিজ বুদ্ধি ও বিবেচনা অনুসারে নিজ নিজ কর্ত্তব্য স্থির করিতে অভিলাষ করেন। আমাদের মতে এই যে অভিলাষ, তাহা কদাপি নিন্দনীয় নহে। মানুষ জ্ঞানবান্ জীব, ভগবান্

তাহাকে বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি দিয়াছেন, সে কেন গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাইয়া দিবে। আমরাও পাঠক মহাশয়দিগকে নিজ নিজ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্যই অনুরোধ করিয়াছি।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা নিজ নিজ গুরু এবং পুরোহিতদিগের উপদেশ এবং পরামর্শানুসারে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতাম, এবং সেই দিন কাল থাকিলে আমাদের কোনই ভাবনা ছিল না, কারণ আমরা গুরু পুরোহিতের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কার্য্য করিতে পারিতাম কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনে সকলেই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথমতঃ এখন যাঁহারা গুরু-পুরোহিতের ব্যবসায় করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই এমন পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞান নাই, যাহাদ্বারা তাঁহারা এই সমস্যার সমাধান করিতে পারেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই গতানুগতিক এবং নূতনের (ভালই হউক আর মন্দই হউক) ঘোরতর বিরোধী। আর যদিও বা ভাগ্যক্রমে কাহারও পুরোহিত পণ্ডিতরাজ বা মহামহোপাধ্যায় উপাধি সংযুক্ত থাকেন, তাঁহার পক্ষে বিপদ আরও অধিক। সেই উপাধিপ্রাপ্ত (ক) ব্রাহ্মণ জাতি বা সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন শাস্ত্র গ্রন্থ অনুশীলন না করিয়াই বলিয়া বসিবেন "সর্ব্বনাশ! কায়স্থে পৈতা! কায়স্থ ক্ষত্রিয়! ইত্যাদি।" দেশে অধুনা ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দুইটী দল বর্ত্তমান একটী অনুকূল দ্বিতীয় প্রতিকূল;—নিরপেক্ষ ব্রাহ্মণ অথচ পণ্ডিত একটীও খুঁজিয়া পাওয়া ভার। এমত অবস্থায় যিনি উপনয়নে অনুকূল মত দিবেন, তিনিও ত এক পক্ষের লোক, তাঁহার কথারও পরীক্ষা আবশ্যক। তাই বলিতেছিলাম, এখন আর সে কালের মত গুরু-পুরোহিতের কথায় একান্ত নির্ভর করিয়া ক্রিয়াকাণ্ড করিবার উপায় নাই। তাই আমাদিগকেই একটু লেখাপড়া করিয়া লইতে হইবে। আর আমরা সকলেই জানি আমাদিগের জাতি ভগবানের অনুগ্রহে বুদ্ধিজীবি জাতি, সুতরাং চেষ্টা করিলে আমরা এই সমস্যার সমাধান করিতে একেবারে অক্ষম হইব কেন? আমরা এ সম্বন্ধে কত দূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাও নিবেদন করিতেছি।

হিন্দুশাস্ত্র কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন। আজিকালি এই শাস্ত্রমত অনেক গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়। অল্পের মধ্যে যাঁহারা শাস্ত্রকথা শুনিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমরা ফরিদপুরের প্রসিদ্ধ বিদ্বান আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা গীতাভূষণ বি, এ মহাশয়ের "কায়স্থ-তত্ত্ব" পড়িবার জন্য অনুরোধ করি। তাহাতে শাস্ত্রীয় প্রমাণ, নানা প্রকার যুক্তি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তের বিধান, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থাপত্র সকলই আছে, অথচ পুস্তকের মূল্য অতি সুলভ, ছয়আনা মাত্র। আমরা এ সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবে সংস্কৃত বাক্য রাশি রাশি উদ্ধার করিয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহিনা। সংক্ষেপে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ভবিষ্যপুরাণ, পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থে কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব অতি স্পষ্ট ভাষায় লিখিত আছে এবং হিন্দু সন্তান মাত্রেই এই

(ক) অথবা ব্যাধিগ্রস্থ। সঃ

শাস্ত্রাদেশ অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে বাধ্য। (খ)

এক্ষণে একটী নিতান্ত আবশ্যক কথা বলিতে হইতেছে। অধুনা বঙ্গদেশে প্রধানতঃ "বঙ্গবাসী" সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারীগণের যত্নে অনেকগুলি মহাপুরাণ মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক স্থূলদর্শী লোকে এই সকল মুদ্রিত পুরাণে কায়স্থ বিষয়ক শ্লোকগুলি দেখিতে না পাইয়া ঋষিকল্প মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মণ্ডলীকে অসভ্য অকথ্য ভাষায় গালি দিয়াছেন। এই সকল পল্লবগ্রাহী পাঠক "বাচস্পত্য" এবং "শব্দকল্পদ্রুম" কোষগ্রন্থের সংকলনকারী পণ্ডিতদিগকে "জালিয়াৎ" পর্য্যন্ত বলিয়াছেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে ঐ সকল পণ্ডিত, কায়স্থদিগের অর্থে বশীভূত হইয়া এই সকল শ্লোক রচনা করিয়া পুরাণের নাম দিয়া চালাইয়া গিয়াছেন। আমরা এই শ্রেণীর লোকদিগের ধৃষ্টতা বা মূর্খতা দেখিয়া বিস্মিত হই নাই। কুক্ষণে ৺ বঙ্কিমবাবু "প্রক্ষিপ্ত বাদের" দোহাই দিয়াছিলেন। তদবধি পণ্ডিত বা মূর্খ কেহ কিছু লিখিতে গেলেই এই প্রক্ষিপ্তবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সে দিন একজন উন্মত্ত লেখক বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থকেও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নিজ পিতৃপুরুষকে ধন্য করিয়াছেন।

যাহাই হউক, আমাদিগের একটী কৈফিয়ৎ আবশ্যক। যদি কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণসূচক শ্লোকগুলি আসল, তবে প্রচলিত পুরাণে পাওয়া যায় না কেন? ইহার উত্তর অতি সহজ। সকলেই অবগত আছেন যে মুসলমানদিগের বারংবার অত্যাচারে আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সমুদায় শাস্ত্রীয় গ্রন্থই ভস্মসাৎ হইয়াছিল। কেবল দাক্ষিণাত্যেই রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ গ্রন্থগুলি অক্ষতদেহে বিদ্যমান ছিল। এই কারণেই সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর প্রাচীন টীকা যতগুলি পাওয়া যায় প্রায় সকলগুলিই দক্ষিণ দেশীয় পণ্ডিত দিগের রচিত। বেদভাষ্যকার সায়নাচার্য্য হইতে কাব্য টীকাকার মল্লিনাথ সকলেই দাক্ষিণাত্যবাসী, বেদান্তের ভাষ্যকার সকল আচার্য্যই দক্ষিণী। আর্য্যাবর্ত্তে যে পণ্ডিত ছিলেন না, বা তাঁহারা বেদ বেদান্তে অনভিজ্ঞ ছিলেন তাহা নহে,—কিন্তু তাঁহাদের কীর্ত্তিরাজি সমস্তই শত্রুর হস্তে লুক্কায়িত থাকিতে পারে। ইংরাজ রাজ্যের সূত্রপাত হইতে এ পর্য্যন্ত যতগুলি পুরাণাদি গ্রন্থ মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হইয়াছে, সমুদায়ই দাক্ষিণাত্য হইতে প্রাপ্ত। এই দাক্ষিণাত্য দেশে মহারাষ্ট্র রাজত্বের সময়ে শক্তিশালী ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ জাতির মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা প্রাণপণে কায়স্থদিগের বিপক্ষতাচরণ করিতেছিলেন, কায়স্থেরা যে অদ্বিজ ও উপনয়নের অযোগ্য তাহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা পুরাণ গ্রন্থাবলী হইতে বাছিয়া বাছিয়া শ্লোকগুলি ফেলিয়া দিতেছিলেন। এই সময়ে পুরাণ গ্রন্থ হইতে কায়স্থদিগের ক্ষত্রিয়ত্বের অনুকূল প্রমাণগুলি "উৎক্ষিপ্ত" হইয়াছে ইতিহাস এই বিষয়ের সাক্ষ্য দিতেছে।

(খ) কায়স্থ-সাহিত্যে আজকাল বঙ্গদেশ প্লাবিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় প্রভৃতি কর্ত্তৃক কায়স্থ বিষয়ক পুস্তক দ্রষ্টব্য। সম্পাদক

গ্রাণ্টডফ্ সাহেবের ইতিহাস,মহামতি রাণাডে প্রণীত"মহারাষ্ট্র উত্থান"প্রভৃতি গ্রন্থ আমাদের উক্তির অনুকূলে সাক্ষ্য দিতেছে। (গ) অধিক কি পঞ্চম বেদ "মহাভারত" ও এই ব্রাহ্মণদিগের হস্ত হইতে নিস্তার পায় নাই। প্রায় তিনশত বৎসর হইল মহাত্মা কাশীরাম দাস তাঁহার মহাভারত প্রণয়ন করেন। তাঁহার সময়ে মূল সংস্কৃত আদিপর্ব্বে বৈবাহিক পর্ব্বাধ্যায়ে কায়স্থ কুলের বীজপুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের উৎপত্তির বিবরণ বিবৃত ছিল এবং তাহা হইতে তিনি নিজ গ্রন্থে উহার অনুবাদ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। পাঠকগণ এখনও ঐ অনুবাদ দেখিতে পাইবেন। অথচ আধুনিক কোন এক মুদ্রিত মূলমহাভারত খুলুন, দেখিবেন চিত্রগুপ্ত দেবের উৎপত্তির কথাগুলি কে উঠাইয়া দিয়াছে এবং সেই স্থলে তজ্জন্য প্রকরণ ভঙ্গজনিত দোষ উৎপন্ন হইতেছে। আমরা একখানি অতি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি হইতে ঐ উৎক্ষিপ্তাংশ এবং কবিবর কাশীরাম দেব কর্ত্তৃক উহার অনুবাদ নিম্নে উঠাইয়া দিলাম পাঠকগণ পাঠ করিয়া দেখিবেন।

"অগস্ত্যউবাচ।
ব্যাসো যদাহ ভগবান্ সত্যমেতন্নরাধিপ।
পুরা যজ্ঞজাতমেতন্মে শৃণুরাজন্ বদাম্যহম্॥
নৈমিষারণ্যমগমদ্ যজ্ঞার্থ মেকদা পুরা।
ধর্ম্মরাজস্তদা ক্ষিত্যাং মনুষ্যাশ্চির জীবিনঃ॥
পশ্যৈতান্ দেব নিকরো ভীতো ব্রহ্মপুরং যযৌ
শ্রুত্বাশ্চর্য্যং দেবমুখাদ্ ব্রহ্মা দেবগণৈসহ॥
গত্বাতু নৈমিষারণ্যং পপ্রচ্ছ লোকনাশকং

ব্রহ্মোবাচ।

কিং কর্ম্ম ক্রিয়তে কাল হিত্বা লোকবিনাশনম্
জীবানাং পাপপুণ্যস্য বিচারে স্থিতবান্ময়া।
মদীয়ং বচনং লঙ্ঘ্য যজ্ঞকারী কুতো-বদ॥

যমউবাচ।

ত্রৈলোক্যেশঃ শচীনাথো যজ্ঞংকর্ত্তুংক্ষমোভবেৎ।
কুবেরবরুণাদ্যাশ্চ সর্ব্বেঽপি যজ্ঞকারিণঃ॥
বিনাশকর্ম্মণা যজ্ঞং ন করোমি কদা হ্যহম্।
তস্মাদশক্তো জীবানাং পাপ পুণ্যবিচারণে॥

তচ্ছ্রুত্বা যমবাক্যঞ্চ চিন্তিতঃ সঃ প্রজাপতিঃ।
কায়াৎ সৃজতি সৌন্দর্য্যং চিত্রগুপ্তং সুলক্ষণম্।
লেখনী পত্রিকা হস্তঃ কায়স্থবর্ণনিশ্চতঃ।
ত্রিকালজ্ঞঃ সদা বিজ্ঞশ্চান্তে ব্যাপিস্বরূপকঃ॥

মহাভারতে,আদিপর্ব্বে, বৈবাহিকর্ব্বাপধ্যায়ে॥

কবিশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্তকাশীরাম দেবের অনুবাদ—
"অগস্ত্য বলেন সত্য কহিলেন ব্যাস।
আমি যাহা জানি শুন পূর্ব্বের আভাষ॥

পূর্ব্বে এককালে যজ্ঞ করেন শমন।
অহিংসাতে কোন প্রাণী না হয় মরণ॥

মনুষ্যে পূরিল ক্ষিতি দৈবেভয় হৈল।
সবে আসি ব্রহ্মারে সকলি নিবেদিল॥

শুনি ব্রহ্মা চলিলেন সহ দেবগণ।
নৈমিষকাননে যজ্ঞ করেন শমন॥

ব্রহ্মারে দেখিয়া যম উঠি সম্ভাষেণ।
কি কর্ম্ম করহ বলি ধাতা জিজ্ঞাসেন॥

(গ) Mr. Grant Duff রচিত History of the Marathas, Mr. Ranade প্রণীত Rise of the Maratha Power, মারাঠা কায়স্থ প্রভুরথর প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। অল্পের মধ্যে বিশ্বকোষ সম্পাদক কৃত"কায়স্থের বর্ণনির্ণয় গ্রন্থ" অনেক কথা পাওয়া যাইবে। লেখক।

সৃষ্টির উপরে আছে তব অধিকার।
পাপপুণ্য বুঝি দণ্ড দিবে সবাকার॥
তাহা ছাড়ি তুমি আসি যজ্ঞে দিলা মন।
মম আজ্ঞা লঙ্ঘিতেছ, না চাহি শমন॥
শুনিয়া কহেন যম করি যোড় পাণি।
মম শক্তি এ কর্ম্ম নাহি'ল পদ্ম-যোনি॥
সর্ব্ব দেব গণ মধ্যে আমি হৈনু চোর।
ত্রিভুবন উপরে বিষয় দিলা মোর॥
ত্রৈলোক্যের রাজা হইয়া দেব পুরন্দর।
তিনি যজ্ঞে করিবারে পান অবসর॥
কুবের বরুণযজ্ঞ ইচ্ছা কৈলেকরে।
অবকাশ মুহূর্ত্তেক নাহিক আমারে॥
না পারিনু পাপপুণ্য কর্ম্মের নির্ণয়।
কার কতকাল আয়ু নির্ণয় না হয়॥
যমের বচনেতে চিন্তিত প্রজাপতি।
সেই কালে কায় হৈতে করিলা উৎপত্তি॥
লেখনী দক্ষিণ করে তাড়িপত্র বামে।
জাতিতে কায়স্থ হইল চিত্রগুপ্তনামে॥
যমেরে বলেন তুমি রাখহ ইহারে।
যখন যে জিজ্ঞাসিবে কহিবে তোমারে॥
যাহার যে কর্ম্ম তুমি জানিতে পারিবে।
ব্যাধি রূপ হয়ে তারে সংহার করিবে॥
কাশীরাম দেবের মহাভারত আদিপর্ব্ব।(ঘ)

(ক্রমশঃ)

শ্রী অখিলচন্দ্র পালিত।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার ইতিবৃত্ত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি চতুর্থ প্রস্তাব)

কায়স্থ সভায় আন্তর্গণিক বিবাহের প্রস্তাবনা অনুমোদিত হইবার পূর্ব্বে ব্যক্তিগত অভিপ্রায়ে ও ব্যষ্টিভাবে স্থানে স্থানে উহা সংঘটিত হইতেছিল। সমগ্র কায়স্থ সমাজ ঐ প্রথা অনুমোদন করিয়াছিলেন না। কায়স্থ সভার প্রস্তাবনা হইতেই সাধারণভাবে

(ঘ) এই বিষয় ভবিষ্যপুরাণান্তর্গত অহল্যা কামধেনুস্থ কার্ত্তিক শুক্লাব্রত কথা সন্দর্ভেও পাওয়া যায়। বোধ হয় দাক্ষিণাত্য-বাসিব্রাহ্মণগণ উক্ত পুরাণ হইতে এই বিষয়টী উৎক্ষিপ্ত করিতে সময় পান নাই। আমরা পাঠকগণকে মৎপ্রচত কায়স্থ তত্ত্বের ১৬ ও ২৬ পৃষ্ঠা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। অধুনা কায়স্থ সমাজেই নবীন শাস্ত্রবেত্তা শাস্ত্রী নামধারী কোন কোন মহাত্মা উত্থিত হইয়া পুরাণ ও মহাভারতের প্রমাণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া নিজ নিজ অশাস্ত্রীয় মতের অবতারণা করিতেছেন। এই শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে কায়স্থ জাতি কায়গ্রাম স্থান বিশেষ হইতে সমাগত, সেই জন্য ইহারা কায়স্থ। এই সকল কথা প্রলাপ বাক্যভিন্ন আর কি হইতে পারে? এই বিষয়ের বিস্তারিত সমালোচনা এই সংখ্যায় সমালোচনাস্তম্ভে দেখিবেন। সম্পাদক

আন্তর্গণিক বিবাহ সমাজে স্বীকৃত হইয়াছে বটে। সামাজিকভাবে হইয়াছে বলিয়াই যে শত শত আন্তর্গণিক বিবাহ সংঘটিত হইতেছে তাহা নহে। পূর্ব্বেও যেমন প্রতি বৎসর দুই চারিটী বিবাহ হইতেছিল, সমাজের মঞ্জুরের পরেও ঐরূপ ২।৪ টা হইতেছে। ফলতঃ আন্তর্গণিক বিবাহ সমাজে পূর্ণভাবে প্রচলিত হয় নাই কারণ এই সকল কার্য্য সমাজের মঙ্গল ভাবিয়া কেহ করে না, ব্যক্তি-গত লাভালাভের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই লোকে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন। যে সকল পরিবারের মধ্যে একই রকমের আচার ব্যবহার, চাইল চলন অনুষ্ঠিত হয় তাহাদের মধ্যেই আন্তর্গণিক বিবাহ হইতে পারে। সমাজের মঙ্গলার্থে স্বার্থ শূন্য হইয়া বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনকারী কোন ব্যক্তি আমাদের চক্ষে আজ পর্য্যন্ত পড়ে নাই। (ক)

যদি দেখিতে পাইতাম ছেলে মেয়ের বিবাহ দিতে কোন ঐশ্বর্য্যবান ব্যক্তি দরিদ্রের গৃহের আদর করেন এবং মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংসারে নিজের ছেলে মেয়ে লইয়া তাঁহার মলয় বাতাসের প্রবাহ সেই দরিদ্রের গৃহে প্রবাহিত করাইয়া তত্রস্থ পলাশ শাল্মলী বৃক্ষদিগকে চন্দন তরুতে পরিণত করিতে প্রয়াস করিতেন, তবে বুঝিতে পারিতাম মানুষ আর মানুষ নাই দেবতা হইয়াছে, বিবাহ কার্য্যেও সমাজ হিতৈষণার দিকেই দৃষ্টি পড়িয়াছে।

২। আমাদের কথা এই যে স্বার্থের অনুকূল মতেই লোকেরা বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন এবং করিবেন। ইহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। যদি কেহ স্বার্থের ব্যাঘাত না করিয়া ভিন্ন সম্প্রদায়ে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন, তাঁহাকেও আমরা প্রশংসা করিব, কারণ তাঁহার সেই কার্য্য দ্বারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ী কায়স্থগণ মধ্যে একতা ঘটিবে। এবং ঐরূপ ক্রমশঃ সংঘটিত হইয়া কায়স্থগণের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়িকতা লোপ করিয়া তাঁহাদিগকে একটী অখণ্ড শক্তি-শালী বিরাট জাতিতে পরিণত করিবে, শিশির বাবু ও চন্দ্রমাধব ঘোষ, সারদাচরণ মিত্র, এবং এ যাবৎ অন্যান্য যে সকল মহাত্মাগণ স্বার্থের মমতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অথবা স্বার্থত্যাগী হইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা কায়স্থ সমাজের ধন্যবাদার্হ। আন্তর্গণিক বিবাহ প্রথা প্রচলনে কাহারও কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। পরন্তু উহা প্রভূত মঙ্গলপ্রসূ; অহিমাচল কুমেরিকার সমস্ত কায়স্থ-সমাজ বঙ্গজ, বারেন্দ্র, উত্তর দক্ষিণ রাঢ়ীয়, মারাঠা, গুজরাটী, কাশ্মীরী, পাঞ্জাবী, বিহারী, উৎকলী প্রভৃতি একত্র মিলিত হইবার উপায় হইবে। ফলতঃ আন্তর্গণিক বিবাহ ভিন্ন ভারতীয় সমগ্র কায়স্থ জাতির মিলন অসম্ভব। কায়স্থ যে প্রকার সংরক্ষণশীল জাতি তাহাতে কোন্ দূরাগত সময়ে এই মহা-মঙ্গলকর ব্যাপার

(ক) লেখক মহাশয়ের এই প্রকার উক্তি আমরা সমর্থন করিতে পারিতেছি না। কারণ বিনাপণে কোন প্রকার স্বার্থভোগী না হইয়া আন্তর্গণিক বিবাহ যে মধ্যে মধ্যে হইতেছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না তবে ভাল জিনিষ সকল স্থানেই বিরল। সঃ।

কার্য্যে পরিণত হইবে তাহা কেহই বলিতে পারেন না।

৩। অনেকে মনে করেন, দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সম্প্রদায়ে বরপণ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। অন্যান্য সম্প্রদায়ে এখন পর্য্যন্ত পণ না দিয়াও বিবাহের বর পাওয়া অসাধ্য ব্যাপারে পরিণত হয় নাই। কিন্তু এই সুবিধা যে অধিক দিন বর্ত্তমান রহিবে সে বিষয় ঘোর সন্দেহ। কায়স্থ সমাজ মধ্যে দক্ষিণ রাঢ়ীয়েরা অপেক্ষাকৃত ধনবান। কেহ কেহ আশঙ্কা করেন যে তাঁহারা বেশী টাকা দিয়া অপরাপর শ্রেণীর উত্তম উত্তম বরগুলি গ্রহণ করিবেন সুতরাং অন্যান্য সম্প্রদায়ের কন্যা কর্ত্তাদের এখনও যে কিঞ্চিত সুবিধা আছে তাহা হারাইয়া কন্যা বিবাহ অধিকতর কঠিন সমস্যায় পরিণত হইবে। কিন্তু আমাদের মতে এই সকল কথার বিশেষ কোন মূল্য নাই। যদিও এই প্রথা প্রবর্ত্তনে প্রথমে কাহারও কোন প্রকার অসুবিধা ঘটে তাহা স্থায়ী অসুবিধায় পরিণত হইবে না। যে সময়ে অপরাপর সম্প্রদায়ীরা স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে বরের অভাব অনুভব করিবেন, সেই সময় দক্ষিণ-রাঢ়ীয়গণের বর বিক্রয়কারীদের বাধ্য হইয়া ছেলের পণ কমাইতে হইবেক, সুতরাং অন্যান্য শ্রেণীর কায়স্থেরা সুলভেই দক্ষিণ-রাঢ়ীয় বর পাইতে পারিবেন। আমাদের বিশ্বাস বিবাহের গণ্ডী, আন্তর্গণিক বিবাহ প্রথা প্রচলনের ফলে, যখন সমগ্র ভারতব্যাপী হইয়া প্রসারতা লাভ করিবে, তখন বিবাহের পণ গরুর মূল্যে পরিণত হইবে, লোকে ছোট দেখিয়া গরু কেনার ন্যায় সুবিধা ও সুলভে বর মিলাইতে পারিবেন।

৪। উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ দ্বারা কায়স্থের যেমন ক্ষত্রিয় বর্ণোচিত তেজোলাভ হইতেছে এবং জাতীয় বিদ্যাও বিশুদ্ধতা বৃদ্ধি পাইয়া দৈহিক বল বুদ্ধি ও আয়ুবৃদ্ধির উপায় হইতেছে, আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলন দ্বারাও তদ্রূপ বিভিন্ন স্থান ও শ্রেণীর কায়স্থগণের রীতিনীতি ও আচার ব্যাবহারের মিশামিশি হইয়া উহাদের বহু উন্নতি হইবেক। যাঁহারা অদ্যাপি এই সকল শুভানুষ্ঠানের উপকারিতা সম্বন্ধে উদাসীন রহিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে এই বিষয়গুলি বিশেষ মনোযোগ সহিত ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। আন্তর্গণিক বিবাহ সম্বন্ধে এযাবৎ প্রধানতঃ কে কি করিয়াছেন এই ইতিবৃত্তে তাহা নির্ণয় করাস্থলে আমরা দেখিতেছি মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষই সর্ব্ব প্রথমে চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার পরে চন্দ্রমাধব ঘোষ উহা চারিশ্রেণীর কায়স্থগণের মধ্যে প্রচলনমানসে সর্ব্ব প্রথমে সামাজিক সভায় উহার প্রস্তাবনা করিয়াছিলেন, তদনন্তর সারদাচরণ মিত্র মহোদয় ঐ প্রথা সমস্ত ভারতে প্রচলিত হইয়া যাহাতে আহিমাচল কুমেরিকার সমগ্র কায়স্থ সম্প্রদায় এক অখণ্ড বিরাট কায়স্থ জাতিতে পরিণত হয়, তাহার সূত্রপাত করিয়াছেন।

৫। বরপণ রহিত করিয়া কন্যা বিবাহের ব্যয় সঙ্কোচ জন্য উক্ত ঘোষ মহোদয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভায় যে প্রস্তাবনাটী উপস্থিত করিয়া ছিলেন আমরা এক্ষণে সেই সম্বন্ধে কএকটী কথা বলিতেছি। এই বিষয়ে সভা সমিতিতে আন্দোলন দ্বারা বিশেষ কোন ফল লাভ হইবে কিনা তাহা প্রথমেই অনেকে

সন্দেহ করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে এই কয় বৎসরের আন্দোলনে আশানুরূপ ফল লাভ হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ এইযে, যে সকল শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও ঐশ্বর্য্যবান লোকের নিকট সমাজের কুকীর্ত্তি বিদূরিত করিবার আশা করিতে পারাযায়, তাঁহারাই এই ঘৃণার্হ বরপণের প্রশ্রয়দাতা এবং যে সকল শিক্ষিত বয় এবং উপাধিগ্রস্ত (খ) যুবক আমাদের ভরশার স্থল তাহারাই ইহার প্রধান নায়ক সুতরাং যে সরিষা দিয়া ভূত ছাড়ান যাইবে, আমাদের গ্রহদোষে সেই সরিষাকেই ভূতে ধরিয়াছে।

৬। পূর্ব্বে আমাদের দেশে কন্যাপণ একসময়ে সমাজকে উৎপীড়িত করিয়াছিল। তাহার তীব্র অনুশাসন আমরা মন্বাদি শাস্ত্রে পাঠ করিয়া থাকি। কিন্তু যাহারা কন্যা বিবাহ দিয়া পণ গ্রহণ করিতেন, তাহাদের সেই কার্য্যে একটা যুক্তিসিদ্ধ কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কন্যার পিতা অথবা অভিভাবকগণকে,কন্যার বিবাহদেওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে যত্নপূর্ব্বক লালন পালন ও শিক্ষিত করিতে বহু পরিশ্রম ও বহু অর্থব্যয় করিতে হয়, সেই কন্যা বিবাহের পর হইতে পিতৃকুলের আর কোনও উপকারে আসে না। সেই সময় হইতে আজীবন স্বামী কুলের সেবা শুশ্রূষায় তাহার কালাতিপাত করিতে হয়। এমতাবস্থায় বিচার আমলে কন্যার পিতৃকুলের পক্ষ হইতে একটা অর্থের দাবী দাওয়ার কথা হইতে পারে। কিন্তু আজ কালের বর পক্ষীয় ব্যক্তিরা ও শিক্ষিত বর মহাশয়গণ চিরকালের জন্য কন্যাগ্রহণ ব্যতীত সেই কন্যার অভিভাবক গণের নিকট হইতে বরের সাত পুরুষের সংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ দাবী করেন। ইহার ন্যায় সঙ্গত কোন হেতুই নাই। সুতরাং কন্যার পণ গ্রহণ অপেক্ষাও ছেলের পণ গ্রহণ প্রথা যে অধিকতর অন্যায় অত্যাচার তাহার আর সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোক দ্বারা এইরূপ কুপ্রথা উত্তরোত্তর প্রশ্রয় লাভ করিতেছে, ইহা সামান্য দুঃখের কথা নহে। কত স্থানে কত কন্যার পিতা সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। কতকন্যা ঘৃণা ও অপমানে জর্জ্জরিত হইয়া আত্মহত্যা করিতেছে, তথাপি এই পাপাচারী সামাজিক দস্যুদিগের হৃদয়ে মনুষ্যত্ব দয়া, মায়া জাগ্রত হইতেছেনা! কায়স্থ সভায় ও মাসিকপত্রিকায় আন্দোলনের পর হইতে পুত্র বিক্রয়জন্য আত্মীয় স্বজনের নিকট লজ্জা পাইতে হইবে ভাবিয়া যাঁহারা সভা সমিতিতে বড় গলায় কথাকহেন তাঁহারাও অনেকে কপটাচার ব্রত ধারণ করিয়া গৃহিণী দিগকে এ বিষয়ে দোষী করতঃ আত্মরক্ষা করিতেছেন দেখিতে পাই। (গ) এই সকল দেখিয়া

(খ) অথবা পাশ্চাত্য ব্যাধিগ্রস্ত। সঃ

(গ) আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভায় এই সমস্ত সামাজিক অপ্রীতিকর কথা লিখিতে হয় বলিয়া কতক গুলি কুলিন কায়স্থ মহাশয় যাহারা উপনয়ন ও আন্তর্গণিক বিবাহ ঘৃণা করেন তাহারা ক্রমেই উক্ত পত্রিকা গ্রহণ ও অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিতেছেন। ধনশালী কুলীন মহাশয়গণ শূদ্রত্ব মোহে সমাজকে কলঙ্কিত করিবেন তথাপি জাগরিত হইয়া সমাজের মঙ্গল কামনা করিবেন না। এই প্রকার সমাজ-দ্রোহী-ব্যক্তি বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজ মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

শুনিয়া বলিতে হয় যে, বাক্‌সর্ব্বস্ব লোকের সংখ্যা কায়স্থ সমাজে দিনেরদিন বৃদ্ধি হইতেছে। সমাজ চালাইতে হইলে যেরূপ ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন তাহা কায়স্থ সমাজে উচ্চ শ্রেণীস্থ লোকেরা কথায় ভিন্ন কার্য্যে করা প্রয়োজন অনুভব করেন না।'

৭। স্ব সমাজের প্রতি নেতৃবর্গের কিরূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য আমরা এস্থলে তাহার একটী আদর্শ প্রদর্শনের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। কবিরাজ শ্রীযুক্তমহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি মেদিনীপুর জিলান্তর্গত কাঁসারিয়া গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ পৌণ্ড্র নামক জনৈক ধনবান জমিদার তাঁহার দ্বারা। চিকিৎসা করাইতে কলিকাতা আসিয়া ছিলেন। উক্ত যুবকজমিদার অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট্‌, ইংরাজী সংস্কৃত ভাষায় বুৎপন্ন ছিলেন। মাসিক ১০০৲ টাকায় একটী বাড়ী ভাড়া লইয়া কেদার বাবু কলিকাতায় ৪।৫ মাস থাকিয়া চিকিৎসিত হইয়াছিলেন। পরিবার বর্গ দাসদাসী পাচক ওকর্ম্মচারী প্রায় ২৫ জনলোক তাঁহার সঙ্গে ছিল। চিকিৎসকের দর্শনি ও ঔষধের মূল্য, অতিথি অভ্যাগতের জন্য ব্যয় এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে অর্থদান প্রভৃতি কোন কার্য্যেই কেদারবাবুর কৃপণতা ছিলনা; কিন্তু কেদারবাবুর পত্নীর বালা ও অলঙ্কারাদি সমস্তই রৌপ্য নির্ম্মিত দেখিয়া ভাবসাগর মহাশয় কেদার বাবুকে পত্নীর গহনা সুবর্ণ নির্ম্মিত করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। কেদার বাবু প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন আমি ও আমার জ্ঞাতি কুটুম্বগণের সোণার কেন হীরার গহনাও ধারণ করিবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু আমাদের সমাজের অনেকের সেই শক্তি নাই। আমি যে সময় দেখিব পৌণ্ড্র জাতির সকলেই পত্নীদিগকে সোণার গহনা দিবার উপযুক্ত হইয়াছে তখন আমি আমার পত্নীকে তাহা দিতে পারিব। তৎপূর্ব্বে দিলে সেই সোণার গহনা আমার পরিবারের অহঙ্কারেরও অন্যান্য পৌণ্ড্র স্ত্রীগণের বিষাদের কারণ হইবেক ফলতঃ সমাজকে তদুপযুক্ত না করিয়া যিনি চাল চলন বড় করিয়া সমাজকে অসুবিধায় ফেলেন তিনি সমাজের মিত্র নহেন, শত্রু। ভাবসাগর মহাশয়! আপনি কেন আমাকে আমাদের সমাজে এইরূপ বিষবৃক্ষ রোপণ করিতে পরামর্শদেন? ভাবসাগর মহাশয় সেই পৌণ্ড্র জমিদারের স্বজাতি বাৎসল্য ও কর্ত্তব্য জ্ঞান দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া বুঝিয়া ছিলেন।

৮। কায়স্থগণ! আপনাদের সমাজের সম্ভ্রান্ত ঐশ্বর্য্যবান ব্যক্তিরা যে, দিন উপরোক্ত কেদার বাবুর ন্যায় সমাজের ভাবনা ভাবিতে শিখিবেন, সেই দিন আপনাদের কায়স্থ সমাজ হইতে ঘৃণ্য বরপণ প্রথা অন্তর্হিত হইবে (ঘ)

কিন্তু বারেন্দ্র ও উত্তর রাঢ়ীয় দিগের মধ্যে নাই বলিলেও হয়। সম্পাদক

(ঘ) এই শুভদিন বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজে কখন ও হইবে আমারা মনে করিনা। বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজে প্রায় ত্রয়োদশ লক্ষ লোক। আজ ৮।১০ বৎসর কায়স্থ পত্রিকা ও আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা কায়স্থ সমাজ মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও সহস্রাধিক গ্রাহক সংখ্যার অধিক কেহই সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। হায়! হায়! কায়স্থের ন্যায় সামাজিক বিষয়ে উদাসীন জাতি আরকুত্রাপি লক্ষিত হয় না, নিতান্ত দায় না ঠেকিলে সমাজের কোনও ধার ধারিতে চাহেনা। সম্পাদক

ধনী ব্যক্তিরা স্বার্থান্ধ হইয়া হাটে গরু ডাকার মত বর দিগকে সর্ব্বোচমূল্যে যে খরিদ করেন তাহা যদি তাঁহারা না করেন, বরের অভিভাবকেরা আবশ্যই তখন অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইবেন। আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে পূর্ব্ববঙ্গের ২১০টী বিবাহের বরকে অভিভাবকগণ হাটের গরুরমত বিক্রয় করার চেষ্টা করিলে শিক্ষিত বরগণ সেই ঘৃণিত প্রস্তাব স্বীকার করেন নাই। আমরা ইহাই বরপণ প্রথা আন্দোলনের ফল বলিয়াই মনে করি, আমাদের ইচ্ছা আছে এইরূপ প্রসস্ত-হৃদয় ও দেব-চরিত্র বরদিগের নামের একটি নির্ভুল তালিকা করিয়া তাহাদিগের কীর্ত্তি সমাজে চিরস্মরণীয় করিতে ইচ্ছা করি এবং তাহাদিগকে কায়স্থ সমাজ দ্বারা গুণানুরূপ উপাধিদ্বারা ভূষিত করিতে ইচ্ছা করি।

(ক্রমশ)

শ্রীগিরীশচন্দ্র দাস।

কৈফিয়ৎ।

গত বৈশাখ মাসের আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা পত্রিকায় আমি শ্রীশ্রীপ্রভু জগবন্ধু সুন্দরের জন্মতিথি উৎসব সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় আমার লিখিত প্রবন্ধের কয়েক স্থানে দোষ দেখাইয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি যে যে বিষয়ে দোষ দেখাইয়াছেন, সেই সেই বিষয় সম্বন্ধে আমি কয়েকটী কথা বলিব। আমি শাস্ত্রজ্ঞানহীন মূর্খ, আশাকরি সুধীবর্গ আমার ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন।

হিন্দু মাত্রেই অবতারবাদী, হিন্দুশাস্ত্রে যে দশাবতারের কথা আছে তন্মধ্যে ৯টী অবতার ইতিপূর্ব্বে হইয়াছেন, একটী অবতার ভবিষ্যতে হইবেন। শ্রীকৃষ্ণকে অনেকে অবতার বলিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দশাবতারের মধ্যে কেহ নহেন। শ্রীবলরামই দশাবতারের অন্যতম অবতার। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকেও অনেকে অবতার বলেন কিন্তু তিনিও দশাবতারের মধ্যে কেহ নহেন, (ক) শ্রীকৃষ্ণা-

(ক) শাস্ত্রে অবতার সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কী এই দশবিধ অবতার। কিন্তু জয়দেব উক্ত শ্রীকৃষ্ণের স্থানে বলরামকে স্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার জগদ্বিখ্যাত গীতে শ্রীকৃষ্ণের নাম নাই। বরাহপুরাণে হলধরের নাম নাই, শ্রীকৃষ্ণের নামই আছে। ভাগবত মহাপুরাণের ১ম স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে একবিংশতি অবতার বলা হইয়াছে। অবতারের কথা সম্বন্ধে উক্ত পুরাণকার বলিতেছেন—হে মুনিগণ! সত্বগুণের নিধিস্বরূপ জগ-

বতার সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে যথা—

* * * * *

কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রেতে প্রচার ॥
স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভারহরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগৎ পালন ॥
কিন্তু কৃষ্ণের হয় সেই অবতার কাল।
ভারহরণ কাল তাতে হৈল মিশাল ॥
পূর্ণ ভগবান অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে ॥
নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।
যুগ মন্বন্তরাবতার যত আছে আর ॥
সবে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতার কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ ॥

বানের অবতার অসংখ্য। তাহা আর কত বলিব।

অবতারাহ্যসংখ্যেয়া হরেঃসত্ত্ব নিধের্দ্বিজা।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ।
ঋষয়োমনবোদেবা মনুপুত্রা মহৌজসঃ
কলাঃ সর্ব্বে হরেরেব স প্রজাপতয়ঃস্মৃতাঃ।
এতেচাংশকলাঃ পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥

অর্থাৎ—অক্ষয় সমুদ্র হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ অক্ষয় শক্তি ঈশ্বর হইতে বহু অবতার উৎপত্তি হন। এই সকল অবতার অংশ কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম। শ্রীগৌরাঙ্গ ও পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হন। শ্রীজগবন্ধু সুন্দর যে একজন অবতার তাহাতে তাঁহার ভক্তগণের ও আমাদের মনে সন্দেহ নাই। সম্পাদক।

অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণু দ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর সংহারে ॥
আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর মারণ।
যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ ॥
প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগ মার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥
রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদগম ॥

* * * * *

বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার ॥

পক্ষান্তরে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে পাইতেছি যথা—

এই মত চৈতন্য কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান।
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তার কাম ॥
কোন কারণে যবে হৈল অবতার মন।
যুগধর্ম্ম কাল হৈল সে কালে মিলন ॥
দুই হেতু অবতরি লঞা ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম নাম সংকীর্ত্তন ॥
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে।
নাম প্রেম মালা গাঁথি পরাইল সংসারে ॥
এই মত ভক্ত ভাব করি অঙ্গীকার।
আপনি আচরি ধর্ম্ম করিল প্রচার ॥

অতএব আমরা দেখিতেছি যে শ্রীভগবান নিজ লীলারস নিজে আস্বাদন করিতে এবং জীবকে সেই প্রেমরস নির্য্যাস আস্বাদন করাইতে মানুষের মধ্যে মানুষ রূপেই আসিয়া থাকেন। মানুষের মধ্যে মানুষ হইয়া আসিলেও তিনি মায়ার অতীত বস্তু। তিনি মায়াতীত,জ্ঞানাতীত, শাস্ত্রাতীত "একমেশ্বর" সতন্ত্র "ঈশ্বর" জ্ঞান দ্বারা তাঁহার তত্ত্বকে বুঝিতে

পারিবে? শাস্ত্র দ্বারাই বা তাঁহাকে কে চিনিতে পারিবে?

"কে তারে জানিতে পারে যদি না জানায়"

অতএব তাঁহাকে জানিতে হইলে, তাঁহাকে চিনিতে হইলে তাঁহার কৃপাই একমাত্র প্রয়োজন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

*　*　*　*　*　*

কৃপা বিনে ঈশ্বর তত্ত্ব কেহ নাহি জানে ॥
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত যাহারে।
সেই তো ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।২৮)

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়
প্রসাদ লেশানুগৃহীত এবহি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরংবিচিন্বন্ ॥ ৯॥

শ্রীশ্রীপ্রভু জগবন্ধু সুন্দরকে তাঁহার ভক্তগণ শ্রীভগবান্ জ্ঞানে পূজা আরাধনা করিয়া থাকেন, যদি এস্থানে প্রশ্ন হয়, তিনি যে ভগবান্ তাহার প্রমাণ কি? তবে তাঁহার ভক্তকে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে তিনি নিজেই তাহার প্রমাণ। তিনি যখন প্রকাশ্যে তাঁহার ভক্ত-গণের সহিত বেড়াইতেন, কথা বলিতেন তখন তিনি নিজগুণে তাঁহার ভক্তগণকে জানাইয়াছেন যে তিনিই হরি তিনিই পুরুষ তিনিই জগবন্ধু তিনিই সুন্দর। (খ) যদিও তিনি এখন নির্জ্জনে আছেন, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না কিম্বা কাহাকেও দেখা দেন না তথাপি আমরা দেখিতেছি প্রত্যহ শত শত লোক তাঁহার কৃপায় ধন্য হইয়া তাঁহাকে একমাত্র প্রাণের দেবতা জ্ঞানে তাঁহার শ্রীশ্রী-রাতুলচরণে নিজ নিজ মন প্রাণ দেহ ঢালিয়া দিতেছেন। এই সব-লোক দিগের একমাত্র প্রভু-জগবন্ধু সুন্দর ব্যতীত অন্য কোন দিকে লক্ষ্য নাই—

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের ভগবত্তা সম্বন্ধে যদি কেহ শাস্ত্রীয় প্রমাণ জানিতে ইচ্ছা করেন তবে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে আমি শাস্ত্রানভিজ্ঞ, শাস্ত্র সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নিতান্তই অল্প, নাই বলিলেই হয়, তথাপি সামান্য দুই একখানি গ্রন্থ যাহা আমার পড়াব ভাগ্য হইয়াছে তাহা হইতে বুঝিয়াছি যে যদিও তিনি শাস্ত্রাতীত তথাপি শাস্ত্রেও তাঁহার এই সময়ে অবতারের প্রমাণাভাব নাই শ্রীশ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেনঃ—

যদা যদাহি-ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥৭।

(খ) গীতার ১০ম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁহার ভক্ত অর্জ্জুন বলিয়াছেন—

অর্জ্জুন উবাচ।

পরং ব্রহ্ম পরংধামপবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥১২
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতোদেবলোব্যাসঃ স্বয়ংচৈবব্রবীষি মে ॥১৩

অর্থাৎ—অর্জ্জুন কহিলেন—

তুমি পরব্রহ্ম, পরমাস্পদ, পরম পবিত্র, নিত্যপুরুষ জ্যোতির্ম্ময়, আদিদেব, জন্মরহিত, এবং বিভু। নারদাদি সমস্ত ঋষিগণ, অসিত, দেবল ও ব্যাস সকলে তোমাকে উক্তরূপে বর্ণনা করেন, এবং তুমি স্বয়ং ও তাহা আমাকে বলিলে। অবতারগণ ভক্তগণের নিকট স্বপ্রকাশ হইয়া থাকেন। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সঃ

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগেযুগে ॥৮।
৪র্থ অঃ।

সুধীবর্গ স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন শ্রীশ্রীগীতার এই মহা বাক্যানুযায়ী এখন শ্রীভগবানের অবতার হইবার সময় হইয়াছে কিনা। পৃথিবীর সর্ব্বত্র ধর্ম্ম-বিপ্লব, সমাজ বিপ্লব-প্রভৃতি নানারূপ অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে। সর্ব্বত্র হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে জগৎ-বাসী সকলে নানারূপ অশান্তিতে পড়িয়া আর্ত্তস্বরে শ্রীভগবানের নিকটে শান্তি প্রার্থনা করিতেছে। পরম দয়াল শ্রীভগবান্ জীবের দুঃখ দেখিয়া কি আর স্থির থাকিতে পারেন তাই তিনি জগদ্বন্ধুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। (গ)

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে দেখিতে পাই যখন শ্রীনিমাই মায়ের নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার অনুমতি লইতে গিয়াছিলেন মাতা বারংবার নিষেধ করিলে মাকে সান্ত্বনা প্রদান ছলে বলিয়াছিলেন—

আরো দুই জন্ম এই সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥

এবং তাঁহার ভক্তগণকেও বলিয়া ছিলেন

এইমত আছে আর দুই অবতার।
কীর্ত্তন আনন্দরূপ হইবে আমার॥
তাহাতেও তোমা সব এইমত রঙ্গে।
কীর্ত্তন করিবা মহাসুখে আমাসঙ্গে॥

শ্রীশ্রীপ্রভু বাল্যকালাবধি যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাহা দ্বারা এবং তাঁহার উপদেশাবলী হইতে বেশ বুঝাযায় যে ঐ দুই অবতারের মধ্যে একটী এই শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগবন্ধু অবতার।

উপরোক্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ তদুপরি তাঁহার শ্রীমুখের বাণী তাঁহার শ্রীহস্ত লিখিত পত্র, তাঁহার রূপ, তাঁহার কার্য্য এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার কৃপায় ভক্তগণ তাঁহাকে শ্রীহরি পুরুষ বলিয়া জানিতে ও চিনিতে পারিয়াছেন।

শ্রীশ্রীপ্রভুকে হরি-পুরুষও সুন্দর আখ্যা প্রদান করা হইল কেন? ইহার উত্তর আমি এই পর্য্যন্ত জানি যে তিনি নিজে জানাইয়াছেন যে তাঁহার নাম হরি পুরুষ জগবন্ধু। তাঁর আদি নাম জগবন্ধু মধ্যম নাম পুরুষ ও শেষ নাম হরি। যিনি জীবের মন প্রাণ হরণ করেন, কিম্বা যিনি পাপ হরণ করেন তিনিই হরি। আত্মাকে পুরুষ বলে কারণ তিনি জগৎ-বাসী সকলেরই আত্মা তাইতিনি পুরুষ। পক্ষান্তরে তিনিই যে একমাত্র পুরুষ আর সব প্রকৃতি তাহা জীবকে জানাইয়া জীবের পুরুষাভিমান চূর্ণ করিবেন বলিয়াই তিনি পুরুষ নাম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সুন্দর তাঁহার মূর্ত্তি সুন্দর, তাঁহার বচন সুন্দর, তাঁহার গমন সুন্দর তাঁহার হাসি সুন্দর তাঁহার ভঙ্গি সুন্দর তাঁহার সবই সুন্দর—

"তাঁহার চলন নটন লীলা, বচন সঙ্গীত কলা।
নয়নে চাহনী আকর্ষণ।
রূপ বিনু নাহি অঙ্গ, ভাব বিনু নাহি সঙ্গ
রসময় প্রেমের গঠন॥"

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর যখন তাঁহার প্রাণের আরাধ্য ধন শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের রূপ দর্শন করিলেন তখন দেখিলেন সুন্দর সুন্দর সুন্দর সবই সুন্দর। তাই তিনি বলিয়াছিলেনঃ—

(গ) এই সম্বন্ধে প্রভুর ভক্তগণকে আমরা প্রতিভার আষাঢ় সংখ্যায় "ভূতাত্মার ভবিষ্যদ্বাণী" প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সঃ

মধুরং মধুরং বপুরাস্য বিভোর্মধুরং বদনং মধুরং
মধুগন্ধি মৃদুস্মিত মেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং॥

শ্রীশ্রীপ্রভু জগবন্ধুকে যিনি একবার মাত্র দর্শন করিয়াছেন, যিনি তাঁহার সুধা মাখা কথা একবার মাত্র শুনিয়াছেন তাঁহাকে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের ন্যায় বলিতে হইবে যে পৃথিবীতে একাধারে সমস্ত সৌন্দর্য্যের আধারই শ্রীশ্রীপ্রভু জগবন্ধু। পৃথিবীতে যাহা কিছু সুন্দর দেখিতে পাওয়া যায় সে সবই জগবন্ধু সুন্দরের সৌন্দর্য্য সাগরের এক একটী বিন্দুমাত্র।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগবন্ধু সুন্দর—যাঁহাকে শ্রীভগবান বলিয়া তাঁহার ভক্তগণ সেবা করেন তাঁহার ভোজনাবশিষ্ঠ অন্নকে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ বলিব না কেন? তাহা বুঝিতে পারিলাম না। গুপ্ত মহাশয় কি কখনও মহাপ্রসাদ নাম শুনেন নাই? শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তির নিকটে যে ভোগ নিবেদন করা হয় তাহাকে যে মহাপ্রসদে বলা হয়—তাহা কি গুপ্ত মহাশয় জানেন না? (ঘ)

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সেবকগণ দেশে দেশে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়া থাকেন গুপ্ত মহাশয় কি কখনও শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদও গ্রহণ করেন নাই। শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তির নিকটে নিবেদিত দ্রব্যকে যদি মহাপ্রসাদ বলিতে পারা যায় তবে সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্যকে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ বলিতে আপত্তি কি?

শ্রীযুক্ত বাদলচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দেব সরকার শ্রীশ্রীপ্রভুর সেবা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, বিশ্বাস মহাশয়ের উপর সেবা সম্বন্ধীয় সমস্ত ভার আছে, মহেন্দ্র সরকার মহাশয়ের মতানুযায়ী সেবার কার্য্য করিতে হয়। গত উৎসবের সমুদয় কার্য্য বিশ্বাস মহাশয়ের তত্বাবধানেই সুনির্ব্বাহ হইয়াছে। যদিও ভক্তগণ সাধ্যায়ানুযায়ী অর্থ, চাউল ডাউল, কাষ্ঠ প্রভৃতি প্রদান করিয়া উৎসব করিয়াছেন তথাপি যখন যে জিনিষের আবশ্যক হইয়াছে অথচ সংগ্রহ নাই তখন সে জিনিষ বিশ্বাস মহাশয় বাজার হইতে আনাইয়াছেন। শ্রীঅঙ্গনে জমা-খরচের লিখিত কোন হিসাব রাখা হয় না, গত উৎসবেও রাখা হয় নাই। চাউল ডাউল প্রভৃতি যাহার যাহা ইচ্ছা দিয়াছেন অভাব হইলে বাজার হইতে তখনই বিশ্বাস মহাশয় আনাইয়াছেন। বাজারে যে টাকা বাঁকী আছে তাহার জন্য পাওনাদারগণ যে সমস্ত ভক্তগণ উৎসব করিয়াছেন তাহাদের ধরিতেছেন না। শ্রীশ্রীপ্রভুর সেবাইৎ শ্রীযুক্ত বিশ্বাস মহাশয়ের নিকটেই টাকা চাহিতেছেন। সুতরাং যিনি যাহা কিছু সাহায্য করিবেন তিনি শ্রীশ্রীপ্রভুর সেবাইৎ বিশ্বাস মহাশয়ের নামে টাকা না পাঠাইয়া আর কাহার নিকট পাঠাইবেন। (ঙ)

গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন শ্রীঅঙ্গনে উৎসবের সময় একটি সাধারণ সভাতে বিশ্বাস মহাশয়ের চরিত্র সম্বন্ধে অপ্রীতিকর কাহিনী

(ঘ) আমাদের বোধ হয় গুপ্ত মহাশয় সমস্তই জানেন, তবে ভক্তের মনোবাঞ্ছা এই যে প্রভুর সকল বিষয় তদীয় ভক্তগণ সম্যক্ প্রকারে জানিতে পারেন। সম্পাদক

(ঙ) আমাদের মনে হয় সাধারণ ভক্তগণের নিকট হইতে যৎকালে অর্থ বিশ্বাস মহাশয় গ্রহণ ও ব্যয় করিতেছেন তখন একটী হিসাব উৎসবান্তে দেওয়া কর্ত্তব্য। সঃ

শুনা গিয়াছিল, কেবল বিশ্বাস মহাশয় কেন শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও অনেকে কিছু দোষারোপ করিয়াছিলেন। যে লোকটি বিশ্বাস মহাশয়ের চরিত্র সম্বন্ধে অপ্রীতিকর কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে, তখন সাবধান হইয়া সত্যকথা বলিতে বলা হইয়াছিল তাহা কি গুপ্ত মহাশয় অস্বীকার করিবেন। পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীজয়নিতাই সেই সভাতে মহেন্দ্র যে নির্দ্দোষী তাহার প্রমাণ দিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহাকে সেই সভাতে বলিতে দেওয়া হইল না কেন? তখন উপস্থিত কয়েকটী সভ্যের ভাব দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যেন শ্রীশ্রীজয়নিতাইকে সভায় কিছু বলিতে দিলে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তাই তাঁহারা নানারূপ আপত্তি দেখাইয়া তাঁহাকে বলিতে নিষেধ করিলেন। তাঁহাকে বলিতে দিলে উপস্থিত সকলেই বিশ্বাস মহাশয় ও মহেন্দ্র যে নির্দ্দোষ তাহা বুঝিতে পারিতেন এবং যে উদ্দেশে সভা করা হইয়াছিল তাহা ঐ স্থানেই শেষ হইত।

গুপ্ত মহোদয় লিখিয়াছেন যে আমি প্রবন্ধের দুই একস্থানে সত্যতা রক্ষা করিতে পারি নাই। তিনি মাননীয় আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের লিখিত ফুটনোট হইতে প্রমাণ করিতে চাহেন যে শ্রীঅঙ্গনে প্রায় এক সহস্রের অধিক লোক প্রসাদ পান নাই। মাননীয় সম্পাদক মহাশয় যখন শ্রীঅঙ্গনে গিয়াছিলেন তখন রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকা। আমার বিশ্বাস তখন তিনি কেবল শ্রীঅঙ্গনের প্রাঙ্গনে প্রায় এক সহস্র নরনারী উপস্থিত দেখিয়াছেন, শ্রীঅঙ্গনের উত্তর এবং পশ্চিম পার্শ্বস্থিত মাঠে সমবেত নরনারীগণকে লক্ষ্য করেন নাই। (চ) এ সব স্থলে লোকের সংখ্যা নিরূপণ করা একরূপ দুঃসাধ্য তবে যাঁহারা পাক ও পরিবেশন করিয়াছেন, তাঁহারা অনুমানে যাহা কিছু বলিতে পারেন। আমার বিশ্বাস এবং পরিবেশনকারী কাহারও কাহারও নিকটে শুনিয়াছি শ্রীঅঙ্গনে প্রায় এক সহস্র স্ত্রীলোকেই প্রসাদ পাইয়াছেন। শ্রীঅঙ্গনের উত্তর ও পশ্চিম পার্শ্বস্থিত প্রকাণ্ড মাঠ জুড়িয়া বাসয়া ভক্তগণ প্রসাদ পাইয়াছেন। ইহা ছাড়া গ্রামের ভিতরেও কয়েকটী বাড়ীতে ভক্তগণের প্রসাদ পাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। প্রায় ৪০।৪৫ জন লোক প্রসাদ পরিবেশন করিয়াছেন। কোন কোন দিন পরিবেশন করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, স্থানীয় অনেক বাড়ীতে উৎসবের কয়েকদিন রন্ধন কার্য্য বন্ধ ছিল। সকাল বেলা উপস্থিত ভক্তগণকে বাসী প্রসাদ, আম তরমুজ ফুটী প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে। গুপ্ত মহাশয় বুঝি এ সব সংবাদ রাখেন নাই! প্রয়োজনানুরূপ প্রসাদ প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত কাহাকেও কিছু দেওয়া হয় নাই, সেই কারণে হয়ত কেহ কেহ দুঃখিত হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। ইহাতে যে ক্রটী হইয়াছে আশা করি কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিই তাহা গ্রহণ করিবেন না।

স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা ফরিদপুর হিতৈষিনী ও সপ্তয়ে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তৎ-সম্বন্ধে আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি

(চ) লেখক মহাশয়ের এই কথা সত্য কারণ পূর্ণ চলচ্ছক্তি অভাবে আমি সকল স্থান বিচরণ করিতে পারি নাই। সঃ

আমার বিশ্বাস বিশেষরূপ অনুসন্ধান না করিয়া কোন নিন্দুকের নিকটে শুনিয়াই তাহা পত্রস্থ করা হইয়াছে। (ছ)

শ্রীঅঙ্গনে অন্যান্য সাধুর অঙ্গনের মত জমা-খরচ হিসাব রাখা হয় না কেন? ইহার উত্তরে এই বলিতে চাই যে শ্রীশ্রীপ্রভু জগবন্ধু পূর্ণ ভগবান্; শ্রীঅঙ্গন, সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ, তাঁহাদের আশ্রমও মায়িক জগতের ভাবে হিসাব নিকাসের ভিতর দিয়া আপন পর লইয়া চলিয়া থাকে। শ্রীঅঙ্গনে উদার বিশ্ব প্রেম বিশ্ববাসীর জন্য অনন্ত ধারায় ক্ষরিত এ স্থানে বিশ্ববাসী একই প্রেমের অঙ্কে আপনার ভাবে আহূত হইতেছে। এস্থানে জমার হিসাবও নাই খরচের হিসাবও নাই। শ্রীঅঙ্গনে অভাবও নাই জমাও নাই। শ্রীশ্রীপ্রভুর পূর্ণ বিশ্ব-প্রেমের উদার ভাবের অদৃশ্য প্রেরণায় সেবাইতগণ কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা চেষ্টা করিয়াও শ্রীশ্রীপ্রভুর উদার বিশ্ব-প্রেমের ভিতরে সংকীর্ণতা ব্যঞ্জক জমা-খরচের খাতা খুলিয়া মায়িক ব্যবহার লইয়া আপন পর ভাবের সঙ্কীর্ণ হৃদয় লইয়া শ্রীঅঙ্গনে থাকিতে পারেন না। ইতিপূর্ব্বে শ্রীশ্রীপ্রভুর কয়েকটী ভক্ত শ্রীঅঙ্গনের আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছেন। আমার বিশ্বাস মায়িক জীব আমরা, আমাদের মায়িক ভাবের, সঙ্কীর্ণ হৃদয় লইয়া যতই কেন শ্রীঅঙ্গনে মায়িক সঙ্কীর্ণ ভাব প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করি না কেন, আমাদের সে আশা কিছুতেই ফলবতী হইবে না।

আমি গত উৎসবে সাহায্যকারী ভক্তগণের নামের কোন ধারাবাহিক তালিকা প্রকাশ করি নাই, মোটামুটী কয়েক জনের নাম উল্লেখ করিয়া উৎসবের বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করিয়াছি মাত্র। বহুসংখ্যক লোকে অর্থ জিনিস-পত্র দ্বারা উৎসবে সাহায্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে সব শত শত লোকের নাম ও জিনিস-পত্রের বিবরণ সামান্য প্রবন্ধে উল্লেখ করা নিতান্ত অসম্ভব। অনেকে যাহাতে নাম জাহির না হয় সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইয়া উৎসবে সাহায্য করিয়াছেন। অধিকন্তু যখন শ্রীঅঙ্গনে কোন জমা-খরচের হিসাব রাখা হয় না সে অবস্থায় সাহায্য-দাতাগণের নামের, সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করাও অসম্ভব, তবে যদি নাম প্রকাশ না হওয়াতে কেহ দুঃখিত হইয়া থাকেন তবে তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইলে ত্রুটী স্বীকার করিয়া ধন্যবাদের সহিত তাঁহার নামটী সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীনিত্যগোপাল সরকার

(ছ) শ্রীভগবান্ জগবন্ধু সুন্দর সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল সরকার মহাশয় যাহা যাহা এই প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, তাহা আমরা প্রভুর ভক্তগণ সর্ব্বান্তকরণে অনুমোদন করি।

সম্পাদক

ভৃত্য সমস্যা।

আজকাল অনেকেই কায়স্থ বিদ্বেষ বশতঃ বলিয়া থাকেন, কান্যকুব্জাগত ভৃত্য সন্তানেরা আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন, এবং কখন "কায়স্থ" ও কখন "ক্ষত্রিয়" বলিয়া পরিচয় দেন। কেহ কেহ শিষ্টাচারের সহিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, "কায়স্থেরা" ইহা বিবেচনা করিবেন না যে আমরা তাঁহাদিগকে কায়স্থ হইতে নীচ পদে আনিতে অভিলাষী। (ক) এরূপ শিষ্টাচারের বাক্যে বড় কৌতুক বোধহয়।

(ক) কায়স্থ যিনি স্বীকার করিলেন তিনি কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব ও স্বীকার করিলেন, কারণ "কায়ে" যিনি ছিলেন তিনিই কায়স্থ, ব্রহ্মার কায় হইতে আমাদের আদিপুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের উদ্ভব তিনি ত দেব ক্ষত্রিয়। বিশেষতঃ বেদবাণী (পুরুষসূক্ত) "পদ্ভ্যাংশূদ্রোঽজায়ত" ব্রহ্মার পদদ্বয় হইতে শূদ্রের উৎপত্তি, এতাবতা কায়স্থ ও শূদ্র এক জাতিহইতে পারেনা। এই পার্থক্যটী অতি বড় মূর্খ ও বুঝিতে পারেন।

সংম্পাদক।

কেননা তাঁহারা কায়স্থকে নীচ পদে আনিতে ও অভিলাষী নহেন অথচ প্রকারান্তরে তাহাই প্রতিপন্ন করিতে ত্রুটী করেন না। তাঁহারা বিবেচনা করেন "ভৃত্য" শব্দে কেবল শূদ্র জাতিকেই বুঝায়; ব্রাহ্মণাদি অন্য কোন বর্ণ ভৃত্য নহেন। এই সংস্কার নিবন্ধন তাঁহারা কায়স্থকে শূদ্র গণ্য করিয়া অনেক স্থলেই কান্যকুব্জাগত ভৃত্য সন্তান বলিয়া কায়স্থের প্রতি শ্লেষ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ভৃত্য সন্তান বলিলে কায়স্থদিগের লজ্জা বোধ করিবার কোন কারণ নাই, যে হেতু রাজসেবা অর্থাৎ রাজকার্য্য পরিচালন নিমিত্তই ক্ষত্রিয় সমাজ হইতে কায়স্থ শ্রেণী বিভক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বংশীয় হইয়াও যে কাল মাহাত্ম্যে অনভিজ্ঞ দিগের নিকট শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন ইহাই লজ্জার ও ক্ষোভের বিষয় বটে। তাহাদের জানা উচিত যে কান্যকুব্জাগত ভৃত্য সন্তান বলিলে কেবল কায়স্থকে বুঝাইবেনা ব্রাহ্মণগণ ঐ শ্রেণীতে ভুক্ত হইবেন। আর্য্যঋষিগণ ভৃত্য শব্দে কাহাকে কাহাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, গোচরার্থে নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করা হইল।

ভৃত্যা বহুবিধাজ্ঞেয়া উত্তমাধম মধ্যমাঃ।
নিযোক্তব্যা যথার্থেষু ত্রিবিধেষেব কর্ম্মসু॥
ভৃত্য পরীক্ষণং বক্ষ্যে যস্য যস্যাহি যো গুণঃ।
তমিমংসং প্রবক্ষ্যামী যদ যদা কথিতানিচ॥

যথা চতুর্ভিঃ কনকং পরীক্ষতে তুলা ঘ ণ ছেদন তাপনেন।
তথা চতুর্ভিঃ ভৃত্যকং পরীক্ষতে শ্রুতেন শীলেন কুলেন কর্ম্মণা ॥
কুল শীল গুণোপেতঃ সত্যধর্ম্ম পরায়ণঃ।
রূপেণ সুপ্রসন্নশ্চ রাজ্যাধ্যক্ষো বিধীয়তে ॥
মূল্যরূপ পরীক্ষা রত্নবেত্ত্বথ পরীক্ষকঃ।
বলাবল পরীজ্ঞাতা সেনাধ্যক্ষো বিধীয়তে ॥
ইঙ্গিতাকার তত্ত্বজ্ঞো বলবান প্রিয়দর্শনঃ।
অপ্রমাদী প্রমাথীচ প্রতিহার স উচ্যতে ॥
মেধাবী বাক-পটুঃ প্র জ্ঞঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বশাস্ত্র সমালোবী হে ষঃ সাধুঃ স লেখক ॥
বুদ্ধিমান্ মতিমাংশ্চৈব পরচিত্তোপলক্ষকঃ।
ক্রূরো যথোক্ত বাদীচ এষদূতো বিধীয়তে ॥
সমস্ত কৃত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতোঽথ জিতেন্দ্রিয়ঃ।
শৌর্য্য বীর্য্য গুণোপেতো ধর্ম্মাধ্যক্ষো বিধীয়তে ॥
পিতৃভক্তঃ মহোদক্ষঃ শাস্ত্রকঃ সত্যবাচকঃ।
শৌচযুক্ত সদাচারী সূপকারঃ স উচ্যতে ॥
আয়ুর্ব্বেদ কৃতাভ্যাসঃ সর্ব্বজ্ঞ প্রিয়দর্শনঃ।
ধৈর্য্যশীল গুণোপেতো বৈদ্য এষ বিধীয়তে ॥
বেদ বেদাঙ্গ তত্ত্বজ্ঞো জপ হোম পরায়ণঃ।
আশীর্ব্বাদ পরোনিত্যমেষরাজপুরোহিতঃ ॥

গরুড়পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ১২২ অঃ

এই প্রমাণে রাজ্যাধ্যক্ষ হইতে পুরোহিত পর্য্যন্ত সকলেই ভৃত্য শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছেন। যাঁহাদিগের আদিপুরুষ আদিশূর রাজার যজ্ঞে পৌরোহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কান্যকুব্জ হইত ভৃত্য শ্রেণীতে পরিগণিত হ য়া আসিয়াছেন তাঁহাদিগের অধস্তন বংশধরগণের পক্ষে ভৃত্য নামোল্লেখে শ্লেষ-বাক্য প্রয়োগ করা কি উচিত? প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয় রাজার পৌরোহিত্য করিয়াই ব্রাহ্মণ গণ ভৃত্য শ্রেণীতে গণ্য হইতেন। সেই ব্রাহ্মণ বংশধর হইয়া ইদানীন্তন সময়ে পুরুষানুক্রমে ম্লেচ্ছ যবনাদির দাসত্ব করিয়াও যাঁহারা আপনাদিগকে ভৃত্য সন্তান বলিতে কুণ্ঠিত হন ইহাই আশ্চার্য্যের বিষয়। পুরাণ কায়স্থের আদি-পুরুষ চিত্রগুপ্তকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদি সেই চিত্রগুপ্তদেবই আজ-কালকার কোন কোন অর্ব্বাচিনের মতে শূদ্র বলিয়া অভিহিত, তবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয় কিরূপে সেই চিত্র-

গুপ্তদেবের উদ্দেশে প্রত্যাহিক আপোশন ও তর্পণ করিয়া থাকেন। (খ) রাজকার্য্য নির্ব্বাহের জন্যই কায়স্থগণ মসীজীবী ক্ষত্রিয় নামে একটী স্বতন্ত্র বিভাগ হইয়াছেন। অক্ষর বৃত্তি রাজ সেবাই কায়স্থের জাতীয় বৃত্তি, তাহাতে কখনও শূদ্রের অধিকার ছিলনা। শুক্রনীতিতে কথিত আছে ব্রাহ্মণ স্ব কার্য্যে অক্ষম হইলে ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন, তাহাতে অক্ষম হইলে বৈশ্য বৃত্তিও করিতে পারিবেন কিন্তু প্রাণান্তেও শূদ্র বৃত্তি অবলম্বন করিবেন না। তদনুসারে চিরকাল কায়স্থের অক্ষর বৃত্তি অবলম্বনে ব্রাহ্মণগণ রাজ সেবা-দ্বারা জীবীকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন এবং তন্নিবন্ধন দেবল, পাচক ইত্যাদি নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণগণ হইতে আপনাদিগকে সমাজে ভদ্র বলিয়া গৌরব প্রকাশ করিতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যাঁহার বৃত্তি অবলম্বনে ভদ্রতার কারণ হইতেছে তাহাকে অনায়াসে শূদ্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা কি উচিত কায়স্থ যে শূদ্র নয় তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। আদিশূরের যজ্ঞে কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চ কায়স্থ আসিয়াছিলেন তাঁহারা যে শূদ্র নয় ক্ষত্রিয় ছিলেন তাহা তাঁহাদের আগমন যানাদীর প্রমাণ-দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

গোযানেনাগতাবিপ্রাঃ অশ্বে ঘোষাদিকাস্ত্রয়ঃ।
গজে দত্তঃস্থূল শ্রেষ্ঠো নরযানে গুহঃ সুধীঃ॥

দেবীবর।

গজাশ্ব নরযানেষু প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ॥
গো যানারোহিণো বিপ্রাঃপত্তিবেশ সমন্বিতাঃ

ধ্রুবানন্দ।

যাহারা এইরূপ কায়স্থকে দাস উল্লেখে শূদ্র বলিয়া আপ্যায়িত করিয়া থাকেন তাহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত মনিবগণ গোশকটে আর তাহাদের ভৃত্যগণ শ্রেষ্ঠ যান গজ, অশ্ব, শিবিকাতে আগমন করিলেন। হস্তী মূর্খ ব্যতীত এই কথা সকলেই বুঝিবেন যে ভৃত্য কখনও এইরূপ ভাবে আসিতে পারেনা। বিশেষতঃ আদিশূরের সভায় পঞ্চ কায়স্থের পরিচয় সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে তাহা পাঠ করিলে সহজে প্রতীয়মান হয় কায়স্থ ক্ষত্রিয়বই আর কিছুই নহে। সেবকের কখনও পরিচয়ের আবশ্যক করেনা। কান্যকুব্জাগত কায়স্থগণ ব্রাহ্মণদিগের শিষ্য ছিলেন; তাঁহারা নিজেদের দাস বলিয়া গুরুর প্রতি ভক্তি ও বিনয় প্রকাশ করিয়াছিলেন মাত্র। বিশেষ প্রমাণ এই যে তাঁহারা হস্তী, অশ্ব ও শিবিকায় আসিয়াছিলেন। রাজা আদিশূর তাঁহাদিগকে রাজসভায় সমাদরে গ্রহণ করিয়া ছিলেন। বল্লালের সভায় ব্রাহ্মণের ন্যায় কায়স্থ গণ ও সম কৌলিন্য মর্য্যাদা লাভ করিয়া ছিলেন। একই নবগুণে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কৌলিন্য মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন এবং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ ও

(খ) ব্রহ্মণাভীপ্রিতানী দেবাগোর্জক্তুকসটে।
ছোহেনাচঃ সদা ওম্মাদ হবির্দীয়াহ দিকৈঃ॥
পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডে।

কায়স্থের বংশ কীর্ত্তনে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন, কায়স্থ যে শূদ্র নহে এসকল তাহারই বিশিষ্ট প্রমাণ। রাজা ব্রাহ্মণদের সহিত শূদ্রদিগকেও যে সমকৌলিন্য মর্য্যাদা দিয়াছিলেন ইহা অসম্ভব কথা। আজ-কাল সকলেই your most obedient servant লিখিয়া থাকেন তবে কি সকলেই শূদ্র। ইতি

শ্রীতারাপদ বসুবর্ম্মা।

বিমাতা।

নীলমাধবের বয়স যখন ছুই বৎসর তখন তাহার মাতা পরলোক গমন করেন। দেহ ত্যাগের অনতিপূর্ব্বে নীলমাধবের জননী, পার্শ্বে উপবিষ্ট স্বামী, রাধাবল্লভ দত্তকে অশ্রু-পূর্ণ নয়নে অস্পষ্ট-স্বরে নীলমাধবকে মানুষ করিবার জন্য পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করেন। রাধাবল্লভ কোন উত্তর করিতে পারিলেন না—নয়নজলে বুক ভাসাইয়া ফেলিলেন। মনে মনে বলিলেন "নির্ব্বোধ রমণি, বিবাহ হয়ত করিতে হইবে, কিন্তু সেকি নীলমাধবকে মানুষ করিবে—বিমাতার সপত্নী তনয়ের প্রতি স্নেহভাব কি আকাশ-কুসুম নয়?" রাধাবল্লভ সাধ্বী পত্নীকে অবিলম্বেই হারাইলেন। তাঁহার জীবনের সুখের সেতু ভগ্ন হইল বলিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল। শোকাকুল চিত্তে শিশুপুত্রকে বক্ষে ধারণ করতঃ তাঁহার প্রতিপালনের ভার কাহার উপর অর্পণ করিবেন তাহা চিন্তা করিতে যাইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিল। পত্নী-শোক হইতেও নীলমাধবের চিন্তা তাঁহার পক্ষে গুরুভার বোধ হইল। রাধাবল্লভের সংসারে এক পত্নী ভিন্ন আর কেহ ছিল না। আত্মীয়ের মধ্যে এক ভগ্নী ছিলেন, তিনি নিজের সংসার পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতার সংসারে বাস, করিবেন এমন সম্ভাবনা ছিল না। নীলমাধবের যদিও এক বিধবা মাসী ছিলেন—তাহার অবস্থাও তত ভাল ছিল না; তাহার রাধাবল্লভের গৃহে থাকিয়া নীলমাধবকে লালন পালন করায় অন্তরায়ও কিছু ছিল না, পরন্তু যৌবন কাল সংসারে দ্বিতীয় স্ত্রীলোক না থাকায় অনিন্দিত-চরিত্র রাধাবল্লভ তাহাকে নিজ গৃহে রাখিতে সাহসী না হইবারই কথা। মাসীর নিকট রাখিলে নীলমাধবের প্রতিপালনের উপায় হইত—মাসে মাসে কিছু না হয় সাহায্য করিলে চলিত কিন্তু পত্নী-বিয়োগ-কাতর রাধা-বল্লভ শিশু-পুত্রটীকেও কাছ ছাড়া করিয়া গৃহে অবস্থিতি করিতে পারিবেন বলিয়া ভরসা করিতে পারিলেন না। রাধাবল্লভ প্রিয়তমা ভার্য্যাকে শ্মশানস্থ করিবার দিন হইতে প্রায় এক বৎসর যে কিরূপ অশান্তিতে কাটাইলেন তাহা বর্ণনা করা যায় না। তাঁহার অর্থের অভাব ছিল না, কিন্তু লোকাভাবে তাঁহার

আলয় যন্ত্রণার আগার হইয়া উঠিল। শিশু-পুত্রটীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য দিবসের অধিকাংশ সময় তাঁহার ব্যয় হইত—বিষয়-কর্ম্মের নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল, পরিশেষে এমন হইল, শিশুটিও তাঁহাকে ছাড়িয়া ক্ষণকালের জন্য অন্যের নিকট থাকিতে চাহিত না তিনিও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে সুখবোধ করিতেন না। রাধাবল্লভ সর্ব্বথা নীলমাধবের জননীর স্থান অধিকার করিয়া সময় যাপন করিতে লাগিলেন।

স্বজাতি, পরজাতি, আত্মীয়, অনাত্মীয় যাহার সহিত রাধাবল্লভের দেখা হইত, তিনিই অযাচিতভাবে দার পরিগ্রহের উপদেশ দিতেন। রাধাবল্লভ নীরবে শুনিয়া যাইতেন, কোন উত্তর করিতেন না। নীলমাধবের সম্মুখে কেহ বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপন করিলে রাধাবল্লভ বালককে বাহুযুগলে আবদ্ধ করিয়া মুখ-চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেন। কোনরূপে একটি বৎসর অতীত হইয়া গেল। রাধাবল্লভের ভগ্নী পিতৃগৃহে আসিলেন, তিনি সঙ্কল্প করিয়া আসিলেন, ভ্রাতাকে বিবাহ না দিয়া স্বালয়ে ফিরিবেন না। ভগ্নীর আগমনে ভ্রাতার মানসিক অবস্থা অনেক পরিমাণে ভাল দেখা যাইতে লাগিল। স্নেহময়ী ভগ্নী দিন কয়েক পরে ভ্রাতার সন্নিকটে বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। ভাই বোনে অনেক তর্ক বিতর্ক হইল। রাধাবল্লভ বলিলেন—বিবাহ করিলে নীলমাধবের সুখ সুবিধার অভাব হইবে; তিনিও পত্নীর বাধ্য হইয়া পুত্রের প্রতি স্নেহহীন হইতে পারেন, কাজেই এমন অশান্তিকর অনুষ্ঠানের প্রয়োজনাভাব। ভগ্নীও ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনিও দু তিন জন দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সপত্নী-তনয়ের প্রতি সদ্ব্যবহারের উল্লেখ করতঃ বিবাহের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিলেন—এবং সকল বিমাতাই যে কৈকেয়ী হয় তাহা বুঝাইলেন। ধনীনগরের শশীরায়ের একটী বয়স্থা সুন্দরী মেয়ে আছে, চরিত্রও অতি সুন্দর। তিনি সম্বন্ধ উত্থাপন করিয়া তাহার সম্মতি পাইয়াছেন, তাহাও জ্ঞাপন করিলেন। ভগবানের ইচ্ছায় ঐ মেয়েটী বধূরূপে ঘরে আসিলে তাঁহার বিশ্বাস সংসারের শান্তি অব্যাহত থাকিবে—নীলমাধবের ভাবনা কাহারও ভাবিতে হইবে না। পুরুষ লোকে কতদিন বিষয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ছেলে,মানুষ করিতে পারে? ভগ্নীর যুক্তি-তর্কে ভ্রাতা পরাস্ত হইলেন—ভগ্নীর প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। (ক)

(ক) আমরা এই স্থানে একটী টীকা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রাচীন পুরুষের পক্ষে পুনর্ব্বিবাহ যে নিদারুণ অসঙ্গত তাহা প্রমাণ করিতে ২।১টী দুরউত্তর যুক্তির অবতারণা অতিশয় সহজ, রাধাবল্লভের পরাস্ত হইবার ত কারণ ছিল না। রাধাবল্লভ তৎকালে ৩০বর্ষ অতিক্রম করিয়াছেন। ভালবাসা সমবয়স্ক দম্পতি ভিন্ন অসম্ভব, যেমন বৃদ্ধের সহিত যুবকের ভালবাসাও অসম্ভব। ১৪ বৎসরের যুবক কি ৩০ বৎসরের রমণীকে ইচ্ছাকরিয়া বিবাহকবে, না ১৪ বৎসরের কিশোরী ৩০ বৎসরের পুরুষকে বিবাহ করিতে চায় এই প্রকার মিলনে দুঃখ ভিন্ন সুখ আশা যে মূঢ় করে সে বাতুল। পঞ্চাশতে বনং ব্রজেৎ ইহা সকলের মনে রাখা কর্ত্তব্য। সঃ

যথা সময়ে ধনী নগরের শশীরায়ের কন্যা শ্যামাসুন্দরীর সহিত রাধাবল্লভের উদ্বাহ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া গেল। গৃহশূন্য শান্তিশূন্য রাধাবল্লভ, শ্যামাসুন্দরীকে গৃহে আনিয়া গৃহপূর্ণ করিলেন, শুষ্ক হৃদয় সরস করিয়া তুলিতে লাগিলেন। রাধাবল্লভের ভগ্নী তাঁহাকে কহিলেন—'রাধাবল্লভ, বৌয়ের কোলে নীলুকে দাও এবং বলিয়া দাও যে, নীলুকে মানুষ করিবার জন্যই তাহাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়াছ।' রাধাবল্লভ, ভগ্নীর উপদেশানুসারে তাহাই করিলেন। নীলমাধব শ্যামাসুন্দরীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। শ্যামাসুন্দরী জানিনা কি স্নেহদৃষ্টিতে চাহিলেন, নীলমাধব সেই শুভ মুহূর্ত্ত হইতে আর কাহারও ক্রোড়ে যাইয়া সুখানুভব করিত না। রাধাবল্লভের যেমন পত্নীর অভাব দূর হইল নীলমাধবের তদ্রূপ জননীর শান্তিময় ক্রোড় লাভ হইল। ভগ্নী সুখের সংসার পাতাইয়া স্বগৃহে চলিয়া গেলেন। রাধাবল্লভ, যখন দ্বিতীয় দার গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র ৩০ বৎসর। ক্রমে শ্যামাসুন্দরীর গর্ভে রাধাবল্লভের চারিটী পুত্র ও দুইটী কন্যা সন্তান জন্মে। শ্যামাসুন্দরী গৃহে আসিবার পর হইতে রাধাবল্লভের ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হইল। মান প্রতিষ্ঠায় তিনি বিমণ্ডিত হইলেন। দেশের দশের মধ্যে তিনি প্রধানতম একজন হইয়া উঠিলেন। ভাগ্যবান রাধাবল্লভ পরিণত বয়সে উপযুক্ত পাঁচপুত্র ও দুইকন্যা, পৌত্র ও দৌহিত্র সাক্ষাতে প্রচুর যশ অর্থ সঞ্চিত রাখিয়া, পুত্রদের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য বিদ্যমান দর্শনকরিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র নীলমাধবের প্রতি সংসারের সমগ্র ভরার্পণ করতঃ ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন; পিতার গুরুতর দায়ীত্ব শিরে ধারণ পুরঃসর নীলমাধব মাতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া বৃহৎ সংসার পরিচালন করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর সুখেই কাটিয়া গেল, রাধাবল্লভ যে সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছিলেন, নীলমাধব বুদ্ধির গুণে তাহার উন্নতি বিধান করতঃ নিজেও কিছু সম্পত্তি ক্রয় করিয়া সম্পত্তির পরিমাণ বর্দ্ধন করিতে সক্ষম হইলেন। সদ্ব্যবহারে ভদ্র ইতর সকলেরই প্রিয় হইয়া উঠিলেন। শ্যামাসুন্দরীর হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইল। তিনি বড় সরলাত্মা ছিলেন মনের ভাব গোপন করিতে পারিতেন না। প্রায়ই পুত্রদিগের সমক্ষেও অন্য আত্মীয় গণের নিকট বলিতেন—"আমি ভাবিয়া ছিলাম, কর্ত্তার অভাবে সংসারের নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিবে তা, আমার নীলুর বুদ্ধিরগুণে সে চিন্তা হইতে আমি নিস্কৃতি পাইয়াছি। নীলু আমার, সততা ও বুদ্ধিমত্তায় সকলেরই আদরণীয় হইয়াছে।" তিনি নীলমাধবকে প্রশংসা করিয়া সুখী হইতেন বটে, কিন্তু তাঁহার পুত্রেরা যে তাহাতে কষ্টানুভব করিত এবং বিরক্ত হইত. তাহা অনুভব করিতে পারিতেন না। তাঁহার গর্ভজাত প্রথম পুত্র বেণীমাধবের মনেই অতিরিক্ত দ্বেষের বীজ অঙ্কুরিত হইতেছিল। নীলমাধব যেখানে যায়, সেই খানেই সম্মান পায় সকলেই নীলমাধবের সুখ্যাতি গায়। ইহা বেণীমাধবের অসহ্য হইয়া পড়িল। গৃহে আসিয়াও শান্তি নাই, মাতার মুখেও নীলমাধবের যশোগীতি। তিনি নীলমাধবের যশও প্রতিপত্তির প্রতিদ্বন্দী হইয়া দাঁড়াইলেন। কি উপায় অবলম্বন করিলে সকলে তাঁহাকে আদর আপ্যায়ন সম্মান প্রদর্শন করে, তাহাই অনব-

রত চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃগণের মধ্যেও পরামর্শ চলিতে লাগিল; যদিও অন্য ভ্রাতৃত্রয় নীলমাধবের পক্ষপাতীছিলেন কিন্তু বেণীমাধবের কুমন্ত্রণায় ক্রমে তাহাদের হৃদয়ও কলুষিত হইয়া গেল। ভ্রাতৃচতুষ্টয় একমত হইয়া স্থির করিলেন "নীলমাধবকে প্রতিপত্তি-হীন না করিতে পারিলে তাহাদের লোক-সমাজে যশোমান লাভ করা সম্ভব হইবেনা। তাহার প্রতিপত্তির কারণ সমস্ত সম্পত্তির ভার একমাত্র তাহার উপর, পাঁচ ভাগের একভাগ সম্পত্তির কর্ত্তৃত্ব পরিচালন করিতে হইলে এত মর্য্যাদা প্রভাব কখনই থাকিবেনা। যাহাদের সম্পত্তি অধিক হইবে মান প্রতিপত্তি তাহাদেরই অধিক হইবে। অবিলম্বে নীলমাধবের হস্ত হইতে তাহাদের চারি ভ্রাতার সম্পত্তি বিচ্যুত করিয়া নিজেদের হস্তগত করা অত্যাবশ্যক।" মন্ত্রণা স্থির হইল বটে কিন্তু কিরূপে মন্ত্রণা কার্য্যে পরিণত হইবে তাহাই সমস্যা। দাদার এমন কোন দোষ দেখান যাইবেনা, যাহাতে সম্পত্তি পৃথক করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করা যাইতে পারে। জননী শ্যামাসুন্দরী ও একবিষম বাধা। তিনি জীবিত থাকিতে নীলমাধবের সহিত তাঁহার পুত্রেরা বিচ্ছিন্ন হইবে, তাহা তাঁহার অভিপ্রেত হইবেনা, এমন অবস্থায় কি করা যাইবে? অথচ পৃথক না হইলে ঈর্ষ্যানলে যে অন্তর ভস্ম হইয়া যায়। দুষ্টের ছলের অভাব হয় না। বেণীমাধব, নীলমাধবের স্ত্রীর সঙ্গে কোন সূত্রে কলহ করিবেন, তাহারই সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন ঘর সংসার করিতে গেলে ক্রটীবিচ্যুতি কাহার না হয়? সামান্য কথা বা কার্য্য লইয়া বেণী-মাধব, নীলমাধবের স্ত্রীরসহিত বিবাদ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে যে সমস্ত বিষয় উপেক্ষিত হইত, এখন তাহাই কলহের বিষয় হইতে লাগিল। শ্যামাসুন্দরী প্রমাদ গণিলেন। তিনি বেণীমাধবের আচরণে অতিমাত্রে রুষ্ট হইতেন বধূর পক্ষ হইয়া পুত্রকে তিরস্কার করিতেন কিন্তু কলহের নিবৃত্তি হইতনা। উত্তরোত্তর অশান্তি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বেণীমাধব নীলমাধবের সাক্ষাতে কিছু না বলিলেও পরোক্ষে নানারূপ কুৎসা রটনা করিত। নীলমাধব শুনিয়া বিস্মিত হইতেন কাহাকেও কিছু বলিতেন না। সর্ব্বদাই বিষন্ন বদনে সময় যাপন করিতেন। শ্যামাসুন্দরী নীলমাধবের মুখ দেখিয়া ভয় পাইলেন, তাঁহার মনে যে ভীষণ যাতনা উপস্থিত হইয়াছে তাহা বুঝিলেন। নিভৃতে স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করি-লেন "নীলু, তোর চেহারা দিন দিন এমন হইয়া যাইতেছে কেন? মুখে যেন কালির পোঁচ দিয়াছে তোর কি কোন ব্যারাম হল নাকি?" নীলমাধব ছলছল নয়নে উত্তর করিলেন—'মা, আমার আর বাঁচিয়া ফল কি সংসারে যদি শান্তিই না থাকিল' তবে জীবন ধারণ কি বৃথা নয়?"

মা। নীলু, এমন কথা বলছিস্ যে?

নীলু। তুমিত জাননা, বেণীমাধবের আমার প্রতি কিভাব, সেবাড়ী আসিয়া তোমার বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া বাধায়, বাহিরে যায় তার কাছে আমার অখ্যাতি করে। ভায়ের প্রতি ভায়ের যদি এরূপ ভাব থাকে তবে এক সংসারে কিরূপে থাকা যায়?

মা। আমি বুঝেছি সে বংশের কুঠার হয়েছে। শান্তির সংসারে অশান্তি সেই আনবে আমি ভেবে ছিলাম কর্ত্তার ন্যায় আমিও পাচ

ভাইকে মিলেমিশে থাকতে দেখে যেতে পারবো তা আমার অদৃষ্টে বুঝি নাই।' ইহা বলিয়া শ্যামাসুন্দরী কাঁদিতে লাগিলেন। নীলমাধব বলিলেন 'মা, কেঁদোনা ভগবানের যা ইচ্ছা তাই হবে, বেণীর মত পরিবর্ত্তনের চেষ্টা কর এখনও শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে।'

শ্যামাসুন্দরী বেণীমাধবকে অনেকরূপ বুঝাইলেন, নীলমাধবের সহিত পূর্ব্ববৎ সদ্ব্যবহার করিবার জন্য উপদেশ দিলেন, সোণার সংসার ছারখার না করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। কিছুতেই কিছু হইলনা। বেণীমাধব উত্তরোত্তর দুর্ব্ব্যবহারে নীলমাধবকে উত্যক্ত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার অসহ্য হইল, তিনি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন। শ্যামাসুন্দরী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। স্বামী বিয়োগে তাঁহাকে যত না অধীর করিয়াছিল, এই ঘটনা তদপেক্ষা অধিকতর ব্যাকুল করিয়া তুলিল। স্বামী শোক তাঁহার হৃদয়ে নূতন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইল। নীলমাধব ও বেণীমাধব প্রভৃতি যেদিন পৃথক্ হইলেন; শ্যামাসুন্দরী সেদিন জলমাত্রও গ্রহণ করিলেন না সারাদিন রাত্রি অশ্রুপাতে ও দীর্ঘশ্বাসে অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রভাতে আপনার যেসব জিনিষ পত্রছিল, তাহা লইয়া নীলমাধবের ঘরে উপনিতা হইলেন।

শ্যামাসুন্দরীর ব্যবহার দর্শনে সকলেই অবাক্। নীলমাধব, বিষণ্ণ বদনেও হাসির রেখাপাত করিয়া বলিলেন 'মা, একি।' মা বলিলেন তুই কি আমায় একমুঠা ভাত দিতে পারবি না? না পারিস্ ত বল বাপের বাড়ী চলে যাই ও কুলাঙ্গারদের সংশ্রবে আমি থাকবোনা।'

নীল। মা, আমি ভাত দেবার কে? তোমার ভাত তুমি খাবে। আমি ভাবছি, আমার মধ্যে তুমি থাকলে ওদের হিংসা আরো বাড়বে। তা যা হয় হবে। তুমি যখন আমার স্নেহ ত্যাগ করলেনা, তখন আমার কোন ভাবনা নাই।

মা। নীলু, তুই কেমন করে বুঝবি, তোর প্রতি আমার স্নেহ কি। তুই গর্ভে না হয়েও আমার প্রথম সন্তান। তোর উপরেই বাৎসল্য বৃত্তি প্রথম অনুশীলিত হইয়াছিল। কত দুঃখের ধন তুই, কত অনাহার, অনিদ্রায় উৎকণ্ঠায় প্রতিপালিত হৃদয় পুত্তলি তুই, তাহা আমিই জানি। হৃদয় চিরিয়া দেখাইবার হলে দেখাইতাম। তোকে কি আমি ত্যাগ করতে পারি? হতভাগারা আমার সোণার সংসার শ্মশানকরে ফেল্লো, আমার এও দেখতে হ'ল।

নীলমাধব জননীকে সান্ত্বনা দান করিয়া নিজেও মানসিক সুস্থতা লাভ করিলেন। কাযকর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন। মাতা নীলমাধবের সংসার ভুক্ত হইয়া রহিলেন। নীলমাধব যাহা মনে করিয়াছিলেন, তাহাই হইল। শ্যামাসুন্দরী নীলমাধবের সংসারে থাকায় বেণীমাধব প্রভৃতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। নীলমাধবের কুপরামর্শে মাতা তাহাদিগকে পরিহার করতঃ তাহার সংসার ভুক্ত হইয়াছেন, লোক-লোচনের সমক্ষে তাহাদিগকে হেয় প্রতিপন্ন করাই উদ্দেশ্য ও মাতার সম্পত্তি হস্তগত করার অভিসন্ধিতে যে নীলমাধব মাতাকে অধিকতর সমাদরে গৃহে স্থান

দান করিয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। ইহাই তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইল। তাহারা নীলমাধবকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। নীলমাধব মাতাকে সব খুলিয়া বলিল। বেণীমাধবদের সংসারেও বৎসরের কিছু সময় থাকা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝাইয়া মাতাকে বাধ্য করিলেন, তদবধি শ্যামাসুন্দরী উভয় সংসারেই অবস্থান করিতে লাগিলেন, শ্যামাসুন্দরীর মনে আর শান্তি আসিলনা, মনের কষ্টে তিনি কঠিন রোগাক্রান্ত হইলেন। নীলমাধব চিকিৎসার সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন সস্ত্রীক সর্ব্বদা মাতৃ পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিয়া সেবা শুশ্রুষা করিতে লাগিলেন। বেণীমাধব প্রভৃতি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ও সেবা শুশ্রূষায় যথোচিত সাহায্য করিতে ক্রটি করিলেন না। কিছুতেই কিছু হইলনা, শ্যামাসুন্দরীর মহাযাত্রার সময় হইয়া আসিল; তিনি সেই আসন্ন সময়ে নীলমাধবের হস্তে আলমারীর চাবি দিয়া বলিলেন নীলু, ঐ আলমারীর মধ্যে আমার গহনা ও পাঁচহাজার দুইশত টাকার নোট আছে, উহা খুলিয়া আন্‌ত।'

নীলমাধব, বেণীমাধবকে আদেশ করিলে বেণীমাধব গহনা ও টাকা আনিয়া মাতার নিকট দিলেন। মাতা গহনা ও টাকা নীলমাধবের হাতে দিয়া বলিলেন—নীলুরে! এই আমার শেষ স্নেহোপহার—আর কাহাকেও ইহা দিও না; তুমি গ্রহণ করিও। নীলমাধব বলিলেন মা বলেন কি? মার সম্পত্তি আমরা পাঁচ ভাইয়ে সমান ভাগেই লইব।' মা সজল-নেত্রে জড়িত-কণ্ঠে বলিলেন—'তোর যা ইচ্ছা করিস্।' দেখিতে দেখিতে দেহ-পিঞ্জর পরিহার পুরঃসর শ্যামাসুন্দরীর আত্মা স্বর্গে প্রয়াণ করিল। নীলমাধব বালকের ন্যায় ধরণীর অঙ্গে অঙ্গ লুটাইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক পক্ষে আজিই তিনি মাতৃহীন হইলেন বলিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল। বিমাতার কলঙ্ক কালিমা ক্ষালণ করিবার জন্যই যেন দেব প্রকৃতি শ্যামাসুন্দরী মর্ত্ত্যধামে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র স্নেহ-প্রবল হৃদয় ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা স্মরণ করিলেও আত্মা উচ্চতা লাভ করে। বিমাতা, কৈকেয়ীর চরিত্র-বিমাতা-মহলে অসংখ্য। সুখের বিষয়, খুঁজিলে শ্যামাসুন্দরীর ন্যায় স্বভাবের বিমাতা দুর্ল্লভ হইলেও একেবারে অঘট নহে। সংসারে ভালর সংখ্যা কমই বটে।

শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা

ভুলের পরিণাম!

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)

বৈশাখের প্রভাতকাল, সবে মাত্র পূর্ব্বাকাশ রক্তিমাভা ধারণ করিয়াছে। ঝির্ ঝির্ করিয়া মৃদু-মধুর বাতাস বহিতেছে। বেল মল্লিকা, টগর, চম্পক, গোলাপ, গন্ধরাজ

প্রভৃতি নান জাতীয় পুষ্প, প্রস্ফুটিত হইয়া উদ্যানের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে, অনিল সে সৌরভ বহিয়া লইয়া দিগন্তে ছুটিতেছে। উমা প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করে। বৈশাখ মাসে বালিকারা, শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিয়া থাকে। উমাও শিব-পূজার জন্য প্রত্যুষে স্নান করিয়া পূর্ব্ব কথিত উদ্যানে পুষ্প-চয়ন করিতেছিল। পুষ্প চয়নান্তে উৎকৃষ্ট ফুল বাছিয়া সুন্দর মালা একছড়া গাঁথিল। তাহার পর স্বহস্তে গঙ্গা-মৃত্তিকায়, শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া গঙ্গাজল বিল্বদল ও পুষ্প চন্দন দিয়া শিবপূজা করিল। পূজান্তে ষাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল, বহুক্ষণ অবধি সে প্রণত হইয়া রহিল.জানি না বালিকা তাহার অন্তরের কি প্রার্থনা শিবের চরণে জানাইতেছিল।

প্রণাম করিয়া যেমন উঠিবে অমনি পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল "উমা"! সে মধুরকণ্ঠ উমার চির-পরিচিত, সে স্বর উমার প্রতি-হৃদয় তন্ত্রীতে ঘাত প্রতিঘাত করিতে লাগিল। উমা ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল সম্মুখে তাহার অভিল্পিত দেবতা অনাথ! অনাথ বহুদিবস উমার সহিত কথা কহেন নাই। বহু দিবস তিনি "উমা" বলিয়া ডাকেন নাই। অনাথ পূর্ব্বে উমাকে বুড়ী বলিয়া ডাকিতেন। কিন্তু বহুদিন হইতে তিনি সে স্নেহ-সম্বোধন পরিত্যাগ করিয়াছেন। এমন কি যদি দৈবাৎ উমার সহিত ইদানীং তাঁহার সাক্ষাৎ হইত, তিনি মুখ নত করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতেন। হঠাৎ অনাথের এই ভাবান্তরে, এই নিষ্ঠুরাচরণে উমা কি মনে করিত, অনাথের উপর রাগ করিত কি দুঃখিত হইত, তাহা আমরা অবগত নহি। আজি বহুদিবস পরে এই নির্জ্জন নিভৃত স্থানে অনাথকে দেখিয়া আজি উমার মনে কি হইতেছিল,তাহা সেই জানে।

অনাথ পুনর্ব্বার ডাকিলেন "উমা"! উমা অনাথের মুখের দিকে চাহিল, আবার তৎক্ষণাৎ মাথা নিচু করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল, কোন কথা কহিল না। সে কখনও বেশী কথাকহিতে পারে না মুখরা বালিকার ন্যায় বাজে কথা কহা তাহার কখনও অভ্যাস নাই, তাহাতে আজি বহুদিবস পরে অনাথকে হঠাৎ সম্মুখে দেখিয়া তাহার কি যেন একটু ভাবান্তর ঘটিয়া ছিল। কথা "বলি" "বলি" করিয়া বলিতে সক্ষম হইলনা তাহার হৃদয় মধ্যে কি এক ভাবের তরঙ্গ বহিতেছিল, বুক টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল, সে নীরবে অনাথের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

অনাথবলিলেন "উমা আমার উপরকি রাগ করিয়াছ?"

উমা তথাপিও নীরব, অনাথ একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগকরিলেন "উমা আজ্ তোমাকে গোটাকত কথা বলিতে আসিয়া ছিলাম আজ না বলিলে হয় ইহ জীবনে আর বলি-বার অবকাশ পাইব না। শুনিবে কি?

উমা ধীরে ধীরে জড়িতকণ্ঠে উত্তর করিল "কি কথা?"

অনাথ।—উমা, লোকে আমাকে মাতাল বলে, লোকেবলে আমি মদখাইতে শিখিয়াছি কিন্তু মদ আমি কোন দিন স্পর্শ করিনাই। মদ খাওয়া দুরে থাক্ যে মদখায় আমি তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখি তাহাকে আমি অন্তরের সহিত ঘৃণাকরি।

উমা।—তা' আমি জানি।

অনাথ।—লোকে আমাকে বেশ্যাসক্ত লম্পটবলে, কিন্তু উমা জগদীশ্বর জানেন আমি পরস্ত্রীকে মাতা ভিন্ন আরকিছু ভাবি না। স্পর্শকরা দূরে থাকুক, আমি কখনও স্ত্রীলোকের সহিত বাক্যালাপ ও করিনা।

উমা।—আমি সে কথা জানি!

অনাথ।—উমা, শুনেছ কি, পিতা আমার জন্য এক সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন, তোমার সঙ্গে বিবাহ দিতে পিতা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। সেইজন্যই আমি তোমাকে ভুলিবার চেষ্টা করিতে ছিলাম কিন্তু ভুল, উমা ভুল, মানুষ নিজের অস্তিত্ব নিজে কখনও ভুলিতে পারেনা! পাঁচটা বাজে কাজ লইয়া বাহিরে বাহিরে থাকি, গৃহে আসা অশান্তি মাত্র।

উমা।—তা' আমি জানি।

অনাথ কিছু আশ্চর্য্য হইলেন, তিনি বিস্মিত ভাবে উমার মুখের দিগে চাহিয়া বলিলেন "কি বলিতেছ উমা? তুমি জান? কিজান সবই জান কি ক'রে জানলে? আমিত তোমাকে কোন দিন কোন কথা বলি নাই! সকলে যাহাকে লম্পট মাতাল বলিয়া ঘৃণাকরে, তুমি তাহা করনা কেন? তোমার সহিত আমি ঘোর নিষ্ঠুরাচরণ করিতেছি, তবুও তুমি আমাকে অবিশ্বাস করনা কেন?,

অনাথ বহুদিবস পরে আজি আবার সস্নেহে উমার হাতখানি ধরিয়া বলিলেন "উমা, আমি আমি পিতার অধীন পিতার কথার উপর কথা কহিবার আমার শক্তিনাই, তাই আমি তোমার সঙ্গে এত নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছি, কিন্তু সেজন্য আমি মনে মনে বড় অনুতপ্ত হইয়াছি। এখন বল উমা! তুমি আমাকে অসচ্চরিত্র মনে করনা কেন? সকল লোকে যাহাকে দুশ্চরিত্র ভাবিয়া ঘৃণা করিতেছে তুমি তাহা করনা কেন?

এবার উমার মুখ ফুটিল। বলিল "অনাথ সকল লোকে, আর আমাতে অনেক প্রভেদ আছে। চিরজীবন তোমার সঙ্গে থাকিয়া তোমার সঙ্গিনী শিষ্যা দাসী হইয়া যদি তোমার হৃদয় ভাব বুঝিতে আমি না পারিব, তবে পারিবে কে? আমাদের বিবাহে পিতার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা, তুমি সাধু-পিতৃবৎসল, কুসন্তানের মত তুমি পিতার অবাধ্য হইতে পারিবেনা, সে স্থলে আমাকে তোমার ভুলিয়া যাওয়াই উচিৎ। তুমি যে সেই চেষ্টাতেই কোন সৎকার্য্যে মন নিয়োজিত করিয়াছ, তাহা আমি বহুদিন পূর্ব্বে বুঝিয়াছি।"

অনাথ বড় সন্তুষ্ট হইলেন—"বলিলেন" পৃথিবীতে যে আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়বস্তু সে যে আমাকে নির্দ্দোষী নিষ্কলঙ্ক বলিয়া জানে, ইহাপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর আমার কিছুই নাই। আমি আমার নির্দ্দোষীতা সপ্রমাণ করিবার জন্যই, তোমার কাছে আসিয়াছিলাম, কিন্তু আমার কি সৌভাগ্য! যে তুমি আমাকে দোষী বলিয়া মনেও করনাই।

অনাথ মনে মনে ভাবিলেন এমন না হইলেই বা আমি উমার জন্য উন্মত্ত হইব কেন বালিকার কি গভীর প্রেম! কি নিঃস্বার্থ ভাল বাসা।

অনাথ প্রকাশ্যে আবার বলিলেন "একটা কথা তুমি ভুল বুঝিয়াছ উমা! পিতৃ আজ্ঞা পালন করা আমার সাধ্যায়ত্ব নহে। এতদিন

তোমাকে ভুলিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ভুল, উমা, তাহা ভুল! এ ভুলের জগতে সকলি ভুল! পিতা অর্থলাভ করিয়া সুখী হইবেন ভাবিতেছেন তাহা ভুল! আমি তোমাকে ভুলিতে চেষ্টা করিতেছি তাহা ভুল. তোমাকে পাইব বলিয়া এতদিন যে আসা করিয়াছিলাম তাহাও ভুল! সবভুল! উমা সবভুল। তুমি ভুল, আমি ভুল, মানুষের জীবনই ভুল। তাই বলি উমা, এ ভুলের জগতে সবি ভুল। যে মূর্ত্তি একবার পাষাণে খোদিত হয়, তাহা জলে ধুইলে যায় কি? জানিনা শুভ কি অশুভক্ষণে তোমাকে দেখিয়াছিলাম দেখা অবধি আমি তোমার প্রাণারাম মূর্ত্তিখানি প্রাণের ভিতর আঁকিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহার পর বয়ঃ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে ছবি খানি, হৃদয়ের আরাধ্য দেবী বলিয়া পূজা করিতে লাগিলাম। তখন ভাবিনাই আমার এ সুখ স্বপ্ন দুদিন বাদে ভাঙ্গিয়া যাইবে, ভাবি নাই দুদিন বাদে তুমি অপরের স্ত্রী হইবে, পিতা পাঁচ-হাজার টাকা লইয়া ধনা ঢ্যর নিকটে আমায় বিক্রয় করিবেন স্থির করিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইবেনা উমা, আমি শীঘ্রই দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব। এই বলিয়া অনাথ একটী পুষ্প চয়ন করিয়া তাহা শত খণ্ডে ছিন্ন করিতে লাগিল, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল। উমা উদ সনেত্রে অনাথের মুখেরদিকে চাহিয়া কহিল কোথা যাইবে অনাথ।

অনাথ বস্ত্রাগে চক্ষুর্দ্বয় মুছিয়া বলিলেন কাথায় যাইব? তাহা বলিতে পারিনা যেদিগে মন যাইতে চাহিবে সেই দিকে যাইব। তবে ইচ্ছা আছে সংসারের মায়া মোহ পরিত্যাগ করিয়া যিনি প্রেমের রাজা মোক্ষের পরম পদ তাঁহার অনুসন্ধানে জীবনের বাকি দিন কাটাইব। লোকালয়ে মুখ দেখাইতে আর ইচ্ছা নাই।

উমা।—সন্ন্যাসী হইবে? না অনাথ। সে কায করিওনা, পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিওনা, মাতার মনে কষ্ট দিওনা, আমি ক্ষুদ্র অনাথা বালিকা, আমার জন্য তুমি কেন সব পরিত্যাগ করিবে? শোন অনাথ। যদি প্রকৃতই আমাকে ভাল বাস, তবে আমার কথা শোন। তুমি বিবাহ করিয়া পিতাকে সন্তুষ্ট কর। সংসারে আত্মজয়ী হইয়া ভগবানের পায়ে মন স্থির রাখিয়া সংসার ধর্ম্ম কর। সংসার ধর্ম্মই কঠিন ধর্ম্ম, সন্ন্যাসাশ্রম তেমন কঠিন নহে। (ক) আমি ক্ষুদ্র বালিকা, তোমাকে কি উপদেশ দিব? তোমারি শিক্ষামত যাহা শিখিয়াছি তাহাই বলি, বীরের মত অটল চিত্তে সংসার সংগ্রামে জয়ী হও।

অনাথ।—উমা, আমি ঘোর [illegible]র্থপর,

(ক) প্রকৃত সন্ন্যাস বড়ই কঠিন ব্যাপার। মৎ সঙ্কলিত গীতা তৃতীয় কাণ্ডের ভূমিকায় লিখিয়াছি—মুখ্য অথবা গুণাতীত সন্ন্যাসী দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—ফলরূপ ত্যাগী অথবা বিদ্বৎ সন্ন্যাসী ও সাধনরূপ ত্যাগী অথবা বিবিদিষা সন্ন্যাসী। জন্মান্তরীন্ কর্ম্মফলে যাঁহারা শুকাদির ন্যায় আজন্ম ত্যাগী তাঁহারা বিদ্বৎ সন্ন্যাসী, আর যাঁহারা বর্ত্তমান সাধনার বলে বাল্মীকাদির ন্যায় গুণাতীত হইয়াছেন তাঁহারা বিবিদিষা সন্ন্যাসী। গীতার ১৮শ অধ্যায়ে ৭।৮।৯।১১ ১২ এই ৫টী শ্লোক সটীকা দ্রষ্টব্য।　　সম্পাদক।

তুমি যে পরের স্ত্রী হইবে আমি তাহা অবিচলিত চিত্তে দেখিতে পারিব না।

এবার উমা একটু হাসিল। প্রতিভায় বালিকার উজ্জ্বল চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তাহার এখনকার এমূর্ত্তি দেখিলে কে বলিবে যে এ বালিকা।

উমা বলিল অনাথ! আমি পরস্ত্রী হইব? সেকথা তুমি মনেও করিওনা! তুমি ভুলিয়াছ, আমি ভুলিনাই, এই বৈশাখ মাসে, এই উদ্যানে একদিন তুমি মালা গাঁথিয়া আমার গলায় পরাইয়া দিয়া বলিয়াছিলে "বুড়ী আজ আমাদের বিয়ে"। সেইদিন যথার্থই আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সেইদিন হইতে আমি মনে জানি, তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার স্ত্রী। যত বড় হইতেছি ততই আমার এ বিশ্বাস দৃঢ়তর হইতেছে। আমি প্রাণে প্রাণে তোমাকে পতি দেবতা বলিয়া সর্ব্বদা পূজা করিতেছি। সেই আমাদের ঈশ্বরের অভিপ্রেত বিবাহ লৌকিক বিবাহ নাই বা হইল? আমার দেহে তোমার অধিকার নাইবা রহিল! তাহাতে ক্ষতি কি? পতি পত্নী সম্বন্ধ পবিত্র ধর্ম্ম সম্বন্ধ তাহা শুধুরিপু চরিতার্থের জন্য নহে। তাহলে মানুষও পশুতে প্রভেদ কি? যেমন গোপীর কৃষ্ণ-প্রেম, তাতে ত কামের গন্ধ ছিলনা। আমার, প্রাণ, মন, হৃদয়, প্রেম, প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি, যাহা কিছু আমার তাহা সব তোমার চরণে অর্পণ করিয়াছি। তুমি মনে জানিবে আমি তোমার স্ত্রী, আমি জানিব তুমি আমার স্বামী। লোকে নাই জানিল তাহাতে কি আসে যায়! শৈশবে একদিন তুমি আমার গলায় মালা দিয়াছিলে, আজ আমি এই দেবতার প্রসাদী মালা তোমার গলায় পরাইয়াদিয়া আমার স্বহস্ত নির্ম্মিত ও পূজিত শিবলিঙ্গ সাক্ষী তুমি আমার স্বামী,এদেহ অপরে স্পর্শও করিতে পারিবেনা।

এই বলিয়া উমা তাহার পূজিত শিব লিঙ্গের গলদেশ হইতে মালা তুলিয়া লইয়া অনাথের কণ্ঠে-পরাইয়া দিল। অনাথ স্তম্ভিত পুলকিত, এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাহার পর উভয়ে নতজানু হইয়া সেই শিব লিঙ্গের নিকটে স্বঃ স্বঃ মনের বাসনা জানাইয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। উপাসনান্তে অনাথ দেখিলেন তাঁহার হৃদয়ের ভার অনেক লঘু হইয়াছে, মনে যেন অনেকটা শান্তি হইয়াছে; কিয়ৎ ক্ষণ উভয়ে নীরব হইয়া রহিলেন, পরে অনাথ বলিলেন "উমা, তোমার কথামত আমি বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলাম, কিন্তু তাহা হইলে তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে। পিতা, তোমারও বিবাহ দিবারজন্য চেষ্টা করিতেছেন। পর লোকে আমাদের মিলন হইবে প্রেম মৃত্যুঞ্জয়, কিন্তু ইহলোকেও, আমাদের মিলন হইবার নহে।"

উমা বলিল "না অনাথ। ইহলোকে আমার আর বিবাহ হইতে পারেনা। তাহা হইলে আমাকে দ্বিচারিনী হইতে হইবে। তুমি পুরুষ তুমি অনায়াসে বিবাহ করিতে পার পুরুষে কি দুই সংসার করেনা! একস্ত্রীর বর্ত্তমানে কি অবর্ত্তমানে পুরুষ কি পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করেনা। তুমি বিবাহ করিয়া সংসার ধর্ম্মকর, আমি তোমাদের সেবা করিয়া তৃপ্ত-হইব। পিতা যদি বল পূর্ব্বক আমার বিবাহ দেন, তাহা হইলে মরিব, ভারতের হিন্দু রমণী পাপকে যত ভয়করে মৃত্যুকে সে রকম

করেনা। রমণীর সতীত্ব ভিন্ন আর কোনও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-নাই। যে রমণী রিপুর দায়ে অবহেলে সে রত্ন সে পবিত্র ধর্ম্ম হারায় সে কুক্কুরীরও অধম॥

(৬)

দেখিতে দেখিতে অনাথের বিবাহের দিন সন্নিকট হইল। আজি গাত্র-হরিদ্রা। বেণী বাবুর বৃহৎ অট্টালিকা কুটুম্ব ও কুটুম্বিনীগণ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সকলেই আনন্দিত সকলেরই হাসি-মুখ, কেবল যাহার বিবাহ সেই অসুখী। তাহারই মনে বিন্দুমাত্র সুখ নাই। বদনে হাসি নাই, তিনি যেন কোন মন্ত্র বলে চালিত হইয়া কার্য্য করিয়া যাইতেছেন। গৃহিণীর মনেও সম্পূর্ণ সুখ নাই। তিনি তাঁহার সইয়ের মৃত্যুকালে সইয়ের নিকটে সত্য করিয়াছিলেন, উমাকে লালন পালন করিয়া স্বীয় পুত্র-বধূ করিবেন, সে সত্য পালন করিতে পারিলেন না। দ্বিতীয়তঃ অনাথের ম্লান মুখ দেখিয়া তাঁহার বড় কষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে অনাথ এ বিবাহে কিছুমাত্র সুখী নহেন। আজি উমার সহিত অনাথের বিবাহ হইত তাহা হইলে অনাথ আজি কত সুখী হইত। এ কথা স্মরণ করিয়া গৃহিণীর মনে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। উমা কিন্তু সকলের সঙ্গে যোগ দিয়া বেশ আমোদ করিয়া বেড়াইতে ছিল। গত রাত্রে উমার জ্বর হইয়াছিল, কিন্তু সেজন্য ভ্রুক্ষেপ না করিয়া বিবাহের সকল কার্য্যেই যোগদান করিতেছে। তাহার নিজের কতকগুলি ভাল ভাল পুতুল ক'য়েকখানা ভাল কাপড় গুছাইয়া রাখিয়াছে নববধুকে দিবে বলিয়া। নববধুর গাত্র-হরিদ্রার দ্রব্যাদি পাঠাইতে হইবে উমা তাহা সযত্নে গুছাইয়া দিতেছে। যথাসময়ে অনাথের গাত্র-হরিদ্রা হইয়া গেল। দ্রব্য সম্ভারাদি কন্যার বাটীতে প্রেরিত হইল, উমা হাসিমুখে খুব শাঁখ বাজাইতে লাগিল। অনাথ কয়েকবার উমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন কিন্তু তাঁহার মনের প্রকৃত ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অনাথের নয়নে জল, হৃদয়ে দীর্ঘশ্বাস! অনাথ ভাবিতে লাগিলেন ঐ বালিকা কে? মানুষের মনের কি এত স্থৈর্য্য সম্ভব?

উমা সমস্ত দিন নানা কার্য্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হাস্য কৌতুকে বাটী পূর্ণ করিয়া ফেলিল। সন্ধ্যার পরে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল, তাহার আর দাঁড়াইবার শক্তি রহিল না। তাহার জ্বর অত্যন্ত বেশী হইল। সে চুপে চুপে নিজের শয়ন-কক্ষে গিয়া শয়ন করিয়া পড়িল। পরদিন অনেক বেলা অবধি উমাকে দেখিতে না পাইয়া সকলে উমার তত্ত্ব লইতে লাগিল। কিন্তু গৃহিণীর স্নেহ-চক্ষু একদণ্ডও উমার কাছ ছাড়া ছিল না। তিনি কার্য্যে অবসর পাইয়া অর্দ্ধরাত্রিতে যখন বিশ্রাম করিতে আসেন, তখন উমার পাশে আসিয়া শয়ন করিলেন, তৎপূর্ব্বে সহস্র কার্য্যে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি উমার কথা ভোলেন নাই, দশবার আসিয়া উমার গায়ে হাত দিয়া দেখিয়া গিয়াছেন উমার অত্যন্ত জ্বর! গায়ের উত্তাপ অতি প্রবল, রাত্রি প্রভাতেও জ্বর কম পড়িল না। উমার জ্বর শুনিয়া একে একে সকলে উমাকে দেখিতে গেল, উমা সংজ্ঞা-শূন্য, অচৈতন্য!

উমার জ্বর শুনিয়া অনাথ উহাকে

দেখিতে আসিলেন, দেখিলেন উমা পালঙ্কের নীরব নিস্পন্দ। অনাথ তাহার মস্তকে ললাটে হাত দিয়া দেখিলেন অতিশয় উত্তপ্ত, অনাথ ডাকিলেন "উমা" উমা চাহিয়া দেখিল, চক্ষু-দ্বয় ঘোর রক্তবর্ণ, জড়িত-কণ্ঠে বলিল "কে তুমি? আমাকে নিতে এসেছ? দাঁড়াও যাই! অনাথ ভীত হইলেন, ধীরে মাতাকে ডাকিয়া তাহার কথা বলিলেন। শুনিয়া গৃহিণীও ভীতা হইলেন, উমার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। অনাথ বলিলেন "মা তুমি উহার মাথায় একটু ঠাণ্ডা জল দাও আর বাতাস কর, আমি শীঘ্র একজন ডাক্তার নিয়ে আসি, উমার গতিক বড় ভাল বলে মনে হচ্ছে না। এই কথা বলিয়া অনাথ দ্রুত-পদে ডাক্তার আনিতে গেলেন। অনতি বিলম্বে তিনি একজন খ্যাতনামা ডাক্তার সহ প্রত্যাগত হইলেন। ডাক্তারবাবু উমার নাড়ীপরীক্ষা করিয়া মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন রোগ শক্ত দাঁড়াইয়াছে কতদিন হইতে জ্বর হইয়াছে? অনাথ বলিলেন মাত্র কাল রাত্রি হইতে জ্বর টের পাওয়া গিয়াছে, ডাক্তার আর কিছু বলিলেন না। ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া প্রস্থান করিলেন। বলিয়া গেলেন রোগী কেমন থাকে সংবাদ দিবেন।

অনাথ ঔষধের ব্যবস্থা লইয়া নিজেই ঔষধ আনিতে ছুটিলেন, ঔষধ আনিয়া উমাকে খাওয়াইয়া দিলেন। সমস্ত দিন-রাত্রি তিনি তাহার কাছে বসিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অপরাহ্নে ডাক্তার আসিয়া পুনশ্চ তাঁহাকে দেখিয়া গেলেন। রোগীর ভাব একই প্রকার। উমা কেবল মধ্যে মধ্যে বলিয়া উঠিতেছে "কে তুমি? দাঁড়াও যাই" কেবলমাত্র এই তিনটী কথা, তদ্ভিন্ন অন্য কোন কথা বলে নাই। সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থা। যেন নির্জ্জীব প্রতিমার মত খাটের উপর শুইয়া আছে। তাহার পর দিনেও সেই ভাবে কাটিয়া গেল। ডাক্তার প্রত্যহ দুইবেলা আসিয়া উমাকে দেখিয়া যাইতে লাগিলেন দুই বেলা ঔষধ পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন ঔষধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন কিন্তু ফল কিছুই হইল না।

দেখিতে দেখিতে একই ভাবে তিন দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, এ তিন দিনের মধ্যে উমার একবারও জ্ঞানোদয় হয় নাই। আজ অনাথের বিবাহ। নান্দীমুখ প্রভৃতি হিন্দুর উদ্বাহের যাহা কিছু আচার অনুষ্ঠান, তাহা যথানিয়মে সম্পাদিত হইল। অনাথ কোন বিষয়ে দ্বিরুক্তি করিলেন না। যন্ত্র-চালিত পুতুলের ন্যায় অনাথ সকল কার্য্য করিতে লাগিলেন। অপরাহ্ণে স্ত্রীলোকেরা মিলিয়া বর সাজাইতে বসিলেন। নানাবিধ ছাঁদে মহিলাগণ অনাথকে সাজাইতে লাগিলেন প্রভাত কালের শশধরের ন্যায় যদিও ইদানীং অনাথের সৌন্দর্য্য মাধুরী ম্লান হইয়াছিল তথাপি তাঁহার শরীরে যে সৌন্দর্য্য বিদ্যমান ছিল, সচরাচর সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।

যথাসময়ে বেণীবাবু আত্মীয় বন্ধু পরিবেষ্টিত হইয়া পুত্রের বিবাহ দিতে গমন করিলেন। দেশীও ইংরাজী বাজনা আলোকমালা প্রভৃতির কিছুই ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ধনাঢ্য বেণীবাবু মনের স্ফূর্ত্তিতে "বড়লোক কুটুম্ব" হইবার আশায় অগ্রসর হইলেন।

নির্ব্বিঘ্নে অনাথের বিবাহ কার্য্য সম্পা

হইয়া গেল। কিন্তু আমরা শুনিয়াছিলাম বাসর ঘরে রমণীগণ বহু যত্নে এবং বহু আয়াসে ও অনাথকে কথা কহাইতে পারেন নাই। বহু কষ্টে তাঁহারা যখন অনাথকে একটী মাত্র কথা কহাইতে সমর্থ হইলেন না, তখন তাঁহারা "বর বোবা" সিদ্ধান্ত করিয়া চলিয়া গেলেন। অনাথের হৃদয় মধ্যে যে কি এক ভয়ঙ্কর ঝটিকা বহিতেছিল, কি দারুণ চিন্তার তরঙ্গগুলি ওত প্রোত হইতেছিল তাহা তিনিই জানেন। তাঁহার এ মর্ম্মবেদনা এ সংসারে কয়জন বুঝিবে?

পর দিবস বেলা দশটার সময় বেণীবাবু পুত্র পুত্র-বধূ এবং "নগদ পাচহাজার টাকা ও প্রচুর দ্রব্য সম্ভারাদি সহ গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। বাদ্যধ্বনি অনাথের বড়ই বিরক্ত-কর হইতেছিল। বাটীর সন্নিকটে আসিয়া তিনি শকট হইতে অবতারণা করিয়া পদব্রজে গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহ প্রবিষ্ট হইয়া কি দেখিলেন? দেখিলেন উমার প্রাণহীন দেহ খানি গৃহ-প্রাঙ্গণে পতিত রহিয়াছে। গৃহিণী ছিন্ন লতিকার ন্যায় ধুলায় লুণ্ঠিতা হইয়া উমার পার্শ্বে পড়িয়া ক্রন্দন করিতেছেন, পৌরবর্গ তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতেছিল। গৃহিণীর গর্ভজ কন্যা ছিলনা তিনি বাস্তবিকই উমাকে কন্যা নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এবং কন্যার ন্যায়ই ভাল বাসিতেন।

অনাথ গৃহ প্রবিষ্ট হইবামাত্র এই ভীষণ শোকাবহ দৃশ্য তাহার নয়ন গোচর হইল। বারেকমাত্র তিনি উমার জীবন-হীন দেহখানী জন্মশোধ দেখিয়া লইলেন; তাহার পর মাথা হইতে টোপরটী খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। আত্ম-হারা হইয়া বলিয়া উঠিলেন "ওহো-হো! স্বর্ণ-প্রতিমা বিসর্জ্জন!! পাঁচ হাজার টাকারে পাঁচ হাজার টাকা!! এই বলিয়া অনাথ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন কোথায় গেলেন কেহ তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না, নববধূর বরণ হইল না। যাঁহারা বরযাত্রী গিয়াছিলেন তন্মধ্যে জন কয়েক আত্মীয় ব্যক্তি উমার দেহ সৎকারার্থে শ্মশান ভূমিতে লইয়া গেলেন। তথায় যথা-রীতি বালিকার শবদেহ সৎকার করা হইল। চীতা যখন ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল তখন উন্মত্তের ন্যায় এক ব্যক্তি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পরিধান ছিন্ন-বস্ত্র নগ্নপদ এবং অঙ্গ অনাবৃত! সে ব্যক্তি পাগলের ন্যায় বিহ্বল-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "ওহো-হো স্বর্ণ-প্রতিমা বিসর্জ্জন!! পাঁচ হাজার টাকারে পাঁচ হাজার টাকা!! বলিতে হইবে না এ ব্যক্তি অনাথ, অনাথ জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়া পড়িতে যাইতেছিলেন কয়েকজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি অনাথকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিল। যতক্ষণ চিতা জ্বলিতে লাগিল ততক্ষণ অনিমেষ নেত্রে অনাথ তাহা দেখিতে লাগিলেন। চিতা জ্বলিয়া জ্বলিয়া যখন নিভিয়া গেল, উমার শেষ চিহ্ন-টুকু যখন পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া গেল অনাথ তখন তথা হইতে প্রস্থান করিল। সেই দিন হইতে অনাথকে আর কেহ দেখিতে পায় নাই। বহু অনুসন্ধানেও তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। তিনি যে কোথায়, জীবিত কি মৃত, এ সংবাদও কেহ প্রদান করিতে পারিল না।

তুচ্ছ টাকার লোভে বেণীমাধব বাবু এই ঘোর অনিষ্ট সাধন করিলেন। তাঁহার

সোণার সংসার ছারখার হইয়া গেল। তাঁহার ভুলের পরিণাম তিনি পরে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়, অসময়ে বুঝিয়া ফল কি? পূর্ব্বে যদি তিনি ভাবিয়া দেখিতেন অর্থ অপেক্ষা পুত্রের সুখশান্তি অধিক বাঞ্ছনীয় তাহা হইলে এরূপ সর্ব্বনাশ সাধন হইত না। বরপণ গ্রহণে সমাজের যে ঘোর অনিষ্ট সাধন হইতেছে, তদ্ভিন্ন পুত্র-কন্যাগণের সুখ শান্তি ও জীবনের মত ভঙ্গ হইয়া যাইতেছে। এরূপ দৃষ্টান্ত শত শত বিদ্যমান। সন্তানের পিতামাতাগণের এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। অর্থের অপেক্ষা সমাজ ও সন্তান যে অধিক প্রিয়বস্তু এ কথা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকে এমন আছেন অর্থলোভে হিতাহিত বিবেচনা শক্তি তাঁহাদের লোপ হইয়া যায়। (খ)

শ্রীচারুশীলা দেবী
দর্জ্জীপাড়া কলিকাতা

(খ) বামারচনা বলিয়া আমরা সাদরে এই প্রবন্ধটী গ্রহণ করিয়াছি। এই সত্যমূলক উপাখ্যানটী সুন্দর সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সময়ে এই মহিলা ভাল লেখক হইবেন। আর বরপণ বৃত্তিভোগী মহাশয়গণ একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে বরপণে দেশের কতদূর সর্ব্বনাশ হইতেছে। সম্পাদক

সমালোচনা।

বিগত বৈশাখ সংখ্যায় কায়স্থ পত্রিকায় পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্রশাস্ত্রী মহাশয় "কায়স্থ শব্দের নাম-নিরুক্তি" শীর্ষক গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় প্রমাণ করিতে চান যে, ভারতবর্ষমধ্যে ব্রহ্মর্ষি দেশের অন্তর্ভূত কায়না বা কায় বা কাইথল তহশীল নামক যে একটী জনপদ ছিল, তাহার অধিবাসী ক্ষত্রিয়গণই কায়স্থ জাতি এবং তাঁহাদের রক্ষক বা রাজা চিত্রই চিত্রগুপ্ত নামে পূজিত হইতেছেন। ইহাই "ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থো জাতিরুচ্যতে" শ্লোকোর্দ্ধের প্রকৃত মীমাংসা বা নিরুক্তি। পক্ষান্তরে ভারতীয় সমগ্র কায়স্থ জাতির ধারণা এই যে, ব্রহ্মার কায় অর্থাৎ শরীর হইতে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের উৎপত্তি। এবং তাঁহার দ্বাদশ পুত্র হইতে চিত্রগুপ্তজ কায়স্থ জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। আক্ষেপের বিষয় শাস্ত্রী মহোদয়ের অভিমত গ্রহণ করিলে কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব শ্রেষ্ঠত্ব ও একত্ব শশবিষাণে পরিণত হয়।

২। প্রবন্ধটী প্রয়োজন হইলে বিশ্লেষণ পরে করা যাইবে। প্রবন্ধের ১৩ পৃষ্ঠায় শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন—"যাহা হউক আলোচ্য কায়স্থ জাতির নিত্যত্ব যখন সিদ্ধ হইল তখন এই জাতি কোন্ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত? এই প্রশ্নও হইতে পারে। তদুত্তর—ক্ষত্রিয়

বর্ণের অন্তর্গত"। এই বিষয় মীমাংসা করিতে শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত "কায়না" তহশীলের খিয়োরী তুলিয়াছেন।

৩। সাধারণতঃ প্রমাণ ত্রিবিধ, যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাব্দ। কায়না জনপদ হইতে চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি ও কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব, এই নবতত্ত্বের আবিষ্কার করিতে শাস্ত্রী মহোদয় কি কি প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাই আমরা প্রথমে পাঠক মহোদয় গণের সম্মুখে উপস্থিত করিব। তাঁহার প্রমাণ, প্রথমতঃ মহাভারতের দুইটী শ্লোক, ২য় মিঃ রামচন্দ্র গুপ্তের "কায়স্থ প্রভু" নাম্নী একখানি ক্ষুদ্র ইংরাজী পুস্তিকা, ৩য় ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ৪র্থ সূক্তের ১৭।১৮ মন্ত্রদ্বয়, ৪র্থ কৌষিতকি উপনিষদের ১১ মন্ত্র এবং পঞ্চম ১ খানি ক্ষুদ্র মানচিত্র। এখন দেখা যাউক এই প্রমাণের বলে লেখক মহাশয় কতদূর তাঁহার প্রতিজ্ঞা (Problem) প্রমাণ (Demonstrate) করিতে পারিয়াছেন। এইগুলি সমস্তই শাব্দ প্রমাণ,ইহাতে অনুমান ও প্রত্যক্ষের লেশমাত্র নাই।

৪। প্রমাণ্য গ্রন্থ সকল কি কি? তাহাই প্রথমে অবধারণ করিতে হইবে। চতুর্দ্দশ বিদ্যাই আমাদের প্রমাণ যথা—

"অঙ্গানি বেদশ্চত্বারো মীমাংসান্যায়বিস্তরঃ।
ইতিহাস পুরাণঞ্চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ॥

এই হিসাবে মহাভারত ইতিহাস প্রমাণ। মহাভারতের শ্লোক যাহার সাহায্যে শাস্ত্রী মহাশয় এই সমাজ-বিপ্লবকর নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন; তাঁহার উদ্ধৃত মতে নিম্নে দেওয়া গেল।

কাশ্মীরাশ্চ কুমারাশ্চ ঘোরকাহংস-কায়নাঃ।
ত্রিগর্ত্ত-শিবি-যৌধেয়া রাজন্যা মদ্র-কেকয়াঃ॥
সুজাতয়ঃ শ্রেণিমন্তঃ শ্রেয়াংসঃ শস্ত্রধারিণঃ।
আহর্ষুঃ ক্ষত্রিয়াবিত্তং শতশোঽজাতশত্রবে॥
সভাপর্ব্ব ৫২ অধ্যায়।

৫। ইহার বঙ্গানুবাদ শাস্ত্রী মহাশয় দেন নাই। শ্রীমৎ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় সম্পাদিত মূল সংস্কৃত মহাভারত হইতে শ্লোক কয়েকটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

কাশ্মীরাশ্চ কুমারাশ্চ ঘোরকাহংসকায়নাঃ।
শিবিত্রিগর্ত্তযৌধেয়া রাজন্যা মদ্রকেকয়া॥১৪॥
অম্বষ্ঠাঃ কৌকুরাস্তার্ক্ষ্যা বস্ত্রপাঃ পহ্লবৈঃ সহ।
বশাতলাশ্চ মৌলেয়াঃ সহ ক্ষুদ্রকমালবৈঃ॥১৫॥
পৌণ্ড্রিকাঃ কুক্কুরাশ্চৈব শকাশ্চৈববিশাম্পতে।
অঙ্গা বঙ্গাশ্চ পুণ্ড্রাশ্চ শাণবত্যাগয়াস্তথা॥১৬॥
সুজাতয়ঃ শ্রেণিমন্তঃ শ্রেয়াংসঃশস্ত্রধারিণঃ।
আহার্ষুঃ ক্ষত্রিয়া বিত্তং শতশোঽজাতশত্রবে॥১৭

বর্দ্ধমানের সংস্করণ মহাভারতের বঙ্গানুবাদ হইতে ঐ চারিটি শ্লোকের অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল।

হে বিশাম্পতে। কাশ্মীর, কুমার, ঘোরক, হংসকায়ন, শিবি, ত্রিগর্ত্ত, যৌধেয়, মদ্র, কৈকয়, অম্বষ্ঠ, কৌকুর, তার্ক্ষ্য, বস্ত্রপ, পহ্লব বশাতি, মৌল্লয়, ক্ষুদ্রক, মালব, পৌণ্ড্রিক, কুক্কুর, শক, অঙ্গ,বঙ্গ,পুণ্ড্র,শাণবত্য, ওগয়,এই সমস্ত সুজাতি গোষ্ঠীমন্ত, শ্রেষ্ঠ, ও শস্ত্রধারী, ক্ষত্রিয়গণ যুধিষ্ঠিরের, নিমিত্ত শত শত ধন আহরণ করিয়া ছিলেন।

৬। পাঠক মহাশয় দেখিবেন, যে শাস্ত্রী মহাশয় মূল মহাভারতের ৫২অধ্যায়ের১৪ এবং ১৭ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ১৫ এবং ১৬ শ্লোক ত্যাগ করিয়াছেন। অথচ উৎক্ষিপ্তের চিহ্ন

দেন নাই। অনুবাদ হইতে আমরা দেখিতে পাই যে "হংসকায়ন" একটী জনপদ বিশেষ, ইহাকে দুইটি পৃথক জনপদে বিভক্ত করা যায় না। সংস্কৃতে ছেদ ভিন্ন, কমা আদি বিরাম চিহ্ন ছিলনা, অনুবাদক পণ্ডিতগণ কমা দিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশের নাম উল্লেখ, করিয়াছেন। মদ্র, কেকয়াঃ মূল সংস্কৃতে হাইপেন, অর্থাৎ যোগ চিহ্ন নাই, উহা শাস্ত্রী মহাশয়ের নিরুক্ত। হংস কায়না শব্দের মধ্যেও মূলে কোন হাইপেন কিম্বা যোগ চিহ্ন নাই। উহাও শাস্ত্রী মহাশয়ের নিরুক্ত। গরজ বড় বালাই, হংসকায়না রাজন্য দিগকে কায় শব্দে পরিণত করা শাস্ত্রী মহাশয় কেন স্বয়ং ব্যাসদেবও পারেন না। মনে রাখিবেন শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বক্তা এবং স্বয়ং গণপতি লেখক। শাস্ত্রী মহাশয় একটি জনপদ হংসকায়নাকে জনপদ দ্বয়ে বিভক্ত করিয়াই যে ক্ষান্ত হইয়াছেন তাহা নহে, তিনি কায়না শব্দটিকে ব্যাকরণের তীক্ষ্ণ যুক্তি বলে "কায়" করিয়াছেন,কেননা কায় শব্দে পরিণত করিতে না পারিলে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়না, ব্যাকরণের সূত্রানুসারে কোনও পণ্ডিত জনপদের নাম পরিবর্তন করিয়াছেন এরূপ অযৌক্তিক পরিবর্তন আমরা আরচক্ষে দেখি নাই। দেশ, জনপদ বা প্রদেশ, মহাদেশ, নদী, পর্ব্বত ইত্যাদির নাম যদি ব্যাকরণের সূত্রানুসারে পরিবর্ত্তিত করা যাইত তবে উহাদিগকে চিনিতে পারা যাইতনা। অতএব "হংস কায়ন" জনপদকে কায় শব্দে পরিণত করা শাস্ত্রী মহাশয়ের সাধ্যায়ত্ত নহে। এই প্রকার পরিবর্ত্তনে আমাদিগের ঘোর আপত্তি আছে।

[illegible]

[illegible]

পুস্তক খানা আমরা কোন মতেই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। তাঁহার ইংরাজী "কায়স্থ প্রভু" নামক পুস্তকখানি প্রভু কায়স্থ দিগের সম্বন্ধে প্রযুজ্য হইলেও চিত্রগুপ্তজ কায়স্থ সম্বন্ধে উহাকে গ্রহণ করা যায় না। প্রভু কায়স্থগণ চতুর্ব্বিধ কায়স্থ জাতির অন্যতম, সকল কায়স্থই অবগত আছেন যে বিরাট কায়স্থ জাতি প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত যথা—(১) চিত্রগুপ্তজ (২)চান্দ্রসেনী (৩) সূর্য্যবংশীয় প্রভু কায়স্থ (৪) চন্দ্রবংশীয় প্রভু কায়স্থ, স্কন্দপুরাণে এই চারি শ্রেণীর কায়স্থ বিবরণ পাওয়া যায়। চিত্রগুপ্ত কায়স্থদিগের বৃত্তান্ত লিখিতে শাস্ত্রী মহাশয় কোন্ যুক্তিবলে প্রভু কায়স্থদিগের পুস্তক প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। উক্ত পুস্তকানুসারে মহাকায় কিংবা কায়াদেশ যদি পৃথিবীর কোন স্থানে ছিল তবে প্রভু কায়স্থদিগের সম্বন্ধে প্রযুজ্য হইতে পারে। ফলতঃ কায়দেশ বলিয়া কোন জনপদ ভারতবর্ষে ছিল, ইহার কোন বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ শাস্ত্রী মহাশয় দিতে পারেন নাই কোন কোষ বিধানে ইহার নাম গন্ধ পাইনা। কায়স্থ জাতির আদিস্থান ৮টী মাত্র। শাস্ত্রী মহাশয় নূতন ২।৪টি স্থান কি জনপদ ইহার মধ্যে ভুক্ত করিলে কায়স্থ সমাজ তাহা গ্রহণ করিবে কেন? আমাদের আদিস্থান—

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
হস্তিনা দ্বারকাশ্চৈব কায়স্থ স্থানমষ্টকম্॥

সাগর মন্থনে উৎপন্ন পূজ্যপাদ আমাদের আদিপুরুষ ব্রহ্মার শরীরে বিলীন হন। তাহার পর পৌরাণিক যুগে ধর্ম্মরাজের প্রার্থনানু-

[illegible] তাঁহার হইয়া

ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেকার্থে তাঁহার একাংশ ধর্ম্মরাজ পুরে অবস্থান করে। অপরাংশ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া কায়স্থ জাতির সৃষ্টিকর্ত্তা হন। তথাহি পুলস্ত্য-ভীষ্ম সংবাদ ভবিষ্যপুরাণে—

মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূতস্তস্মাৎ কায়স্থ সংজ্ঞকঃ।
চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈখ্যাতো ভুবি ভবিষ্যসি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা।
স্থিতির্ভবতুতে বৎস মমাজ্ঞাং প্রাপ্য নিশ্চলাং॥
ক্ষত্র বর্ণোচিতো ধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি।
প্রজাঃ সৃজস্বভোঃ পুত্র ভুবি ভার সমন্বিতঃ॥
তস্মৈ দত্বাবরং ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত॥

উদ্ধৃত শ্লোক হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে চিত্রগুপ্ত দেব ব্রহ্মার শরীর হইতে সমুদ্ভূত এবং তজ্জন্যই তিনি কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। এবং তাঁহার বংশধরগণ ক্ষত্রো-বর্ণোচিত ধর্ম্ম পালন করিবেন। উক্ত পুলস্ত্য সংবাদে আমরা আরও দেখিতে পাই যে চিত্র গুপ্ত বংশে নিম্নলিখিত ক্ষত্রির বংশ সম্ভূত হইয়াছিল যথা—

চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতাঃ শৃণুতান্ কথয়ামিতে।
শ্রীমত্রা নাগরা গৌড়াঃ শ্রীবৎসাশ্চৈব মাথুরাঃ॥
অহিফণাঃ সৌরসেনাঃ শৈবসেনাস্তথৈব চ।
বর্ণাবর্ণ্যশ্চৈব অম্বষ্ঠাশ্চ সত্তম॥

আমাদিগের আদিপুরুষের ১২টি ধারা ভারত-প্রসিদ্ধ তাহা হইতে মাথুর শ্রীগৌড় সৌরসেনা অম্বষ্ঠ ইত্যাদি বংশ উৎপন্ন হইয়াছিল। এই সকল স্থান এবং বংশের মধ্যে কায়না-রাজন্যদিগের কোন নাম গন্ধ নাই। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন ব্রহ্মর্ষি দেশ মধ্যে তাঁহার কায় জনপদ অবস্থিত। মনুর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৯ শ্লোকে ব্রহ্মর্ষি দেশের কথা লিখিত আছে। আমরা দেখিতে পাই উক্ত দেশ মধ্যে কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল এবং সুরসেনক এই চারিটী জনপদ ছিল, যদি ব্রহ্মর্ষি দেশমধ্যে কায়দেশ বর্ত্তমান থাকিত তাহা হইলে এই সকল গ্রন্থে তাহার উল্লেখ পাওয়া যাইত। মহাভারতে হংস কায়না রাজন্যদিগের নাম উল্লেখ আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার সহিত চিত্রগুপ্ত এবং কায়স্থের কি সম্বন্ধ ছিল আমরা দেখিতে পাই না।

৮। শাস্ত্রী মহাশয়ের তৃতীয় প্রমাণ ঋগ্বেদোক্ত ৮ম মণ্ডলের ৪র্থ সূক্তের ১৭।১৮ মন্ত্র, উক্ত মন্ত্র দ্বয়ে এবং সায়ণাচার্য্যের ভাষ্যে চিত্র নামে রাজা সরস্বতী নদীর সমীপে যজ্ঞ করিয়াছিলেন দেখা যায়। এই চিত্রের সহিত আমাদের চিত্রগুপ্তের কি সম্বন্ধ তাহা অবধারণ করা যায় না। বেদ এবং পুরাণে চিত্র নামে ২।৪ জন রাজা ছিলেন দেখা যায়। কিন্তু এই চিত্রের সহিত আমাদিগের আদিপুরুষের কোন সম্বন্ধ থাকা প্রকাশ পায় না। শাস্ত্রী মহাশয় তদীয় প্রবন্ধের ১৭ পৃষ্ঠায় ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ১৭।১৮ ঋক্ উদ্ধৃত করিয়াছেন, এই দুইটি ঋকের বঙ্গানুবাদ যাহা পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুত মধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের সঙ্কলিত বেদ সংহিতার ২য় ভাগের ৪০৫ পৃষ্ঠায় আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

করিলা কি ইন্দ্র এই ধন বিতরণ।
অথবা সুভগা সরস্বতী দিলা ধন।
অথবা হে চিত্র তুমি করেছ প্রদান।
আমাকে, কেননা, আমি হব্য করিদান॥১৭
অন্য যে সকল রাজা সরস্বতী তীরে।
বাস করে তাহাদিগে মেঘ যথা করে

বারি দ্বারা, চিত্ররাজ করিলেন প্রীত।
প্রদান করিয়া ধন সহস্র অযুত ॥১৮

উক্ত ঋক্ দ্বয়ের টীকায় সরকার মহাশয় সায়ণভাষ্যের অনুবাদ করিয়াছেন যথা চিত্র নামক রাজা সরস্বতী তীরে যজ্ঞ করিতে ছিলেন, সোভরী তাঁহার যজ্ঞে বহুধন লাভ করতঃ এই দুইটি ঋকের দ্বারা তাঁহার দানের স্তুতি করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে প্রথম মণ্ডলের ১১৩ সূক্তের প্রথম ঋকের অনুবাদ উক্ত সরকার মহাশয় দিয়াছেন যথা—

আসিলেন জ্যোতী এই, জ্যোতীর ঈশ্বরী যেই
চিত্র প্রকাশক রশ্মি যোগে প্রাদুর্ভূত। (১)

এই ঋকের টীকায় সরকার মহাশয় লিখিতেছেন যে, মূলে "চিত্র প্রকেতো অজনিষ্ট বিভ্বা" আছে। "চিত্রশ্চায়নীয়ঃ প্রকেতোঽন্ধকারস্থ সর্ব্বস্থ পদার্থস্থ প্রজ্ঞাপক স্তদীয় রশ্মি "সায়ণ অর্থাৎ বিশ্বের চিত্র প্রকাশক রশ্মি ব্যাপ্ত হইয়া প্রাদুর্ভূত হইতেছেন। মূলে মাত্র চিত্র প্রকাশ (চিত্রঃ প্রকেতঃ) আছে। পরবর্ত্তী শ্লোকে ঊষাকে সূর্য্যবৎসাবলা হইয়াছে। সুতরাং সূর্য্য প্রসবের পূর্ব্বে ঊষা যে বিচিত্র তমোনাশকরূপ প্রকাশ করেন তাহাই উক্ত "চিত্রঃ প্রকেত" শব্দদ্বয় দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে। উদ্ধৃত ৮ম মণ্ডল, এবং প্রথম মণ্ডলের যে তিনটি ঋক্ আমরা উদ্ধৃত করিলাম তাহার প্রথম দুইটি (যাহা শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধে আছে) এবং অপরটী (যাহা শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধে নাই) তদ্দ্বারা চিত্ররাজা এবং ঊষার বর্ণনা হইতেছে। পাঠকগণ দেখিবেন যে, এই চিত্ররাজার সহিত আমাদের চিত্রগুপ্তের কোন সংস্রব নাই, থাকিলে ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য অথবা অনুবাদক সরকার মহাশয় তাহার কোন উল্লেখ করিতেন, অতএব এই অপ্রাসঙ্গিক ঋক্ শাস্ত্রী মহাশয় কেন উদ্ধৃত করিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বিশেষ এই চিত্ররাজা বৈদিকযুগে যজ্ঞ করেন, আমাদের চিত্রগুপ্তদেব ত্রেতায় উৎপন্ন হন। শাস্ত্রীমহাশয় এই যুগান্তরের সামঞ্জস্য কি প্রকারে করিবেন?

৯। শাস্ত্রী মহাশয়ের ৪র্থ প্রমাণ, কৌষিতকী উপনিষৎ তাহাতেও এক চিত্রের নাম আছে, ঋগ্বেদের চিত্র, এবং উপনিষদের চিত্র, একব্যক্তি কিনা তাহা স্থির করিবার কোন উপায় নাই, শাস্ত্রী মহাশয় লিখিতেছেন "ঋকবেদের চিত্র এবং ঋকবেদীয় উপনিষদের, চিত্র এক কিনা পাঠক তাহা বুঝিয়া লইবেন। বেদের চিত্রকে যেমন রাজা বলা হইয়াছে উপনিষদের এই চিত্র কেও সদস্য বলা হইয়াছে বেদের রাজা চিত্র এবং কায়স্থের আদি পুরুষ চিত্রগুপ্ত একই ব্যক্তি শাস্ত্রী মহাশয়ের ইহা নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা। কেননা বৈদিক যুগে চিত্রগুপ্ত দেবের নাম গন্ধ পাওয়া যায়না। তিনি পৌরাণিক, যুগের লোক ইহা প্রসিদ্ধ। মনুতে চিত্রগুপ্ত কিংবা কায়স্থ জাতির কোনও নামগন্ধ নাই। যদি বেদের চিত্র কায়স্থজাতি প্রবর্ত্তক হইতেন তাহাহইলে মনুতে তাহার কি কায়স্থ জাতির উল্লেখ থাকিত। বর্ত্তমান সংখ্যার ১৫৩ পৃষ্ঠায় কায়স্থ শীর্ষক প্রবন্ধে ভারতীভূষণ মহাশয় মহাভারতের যে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা হইতেই আমাদিগের বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি হইবে। যম তদীয় বিনাশ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নৈমিষারণ্যে যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যস্ত ছিলেন। (ক)

(ক) ত্রেতাযুগে নৈমিষারণ্য তীর্থছিল,

জীবের পাপ পুণ্য বিচারের বিশৃঙ্খলতা হইলে দেবগণের প্রার্থনায় ব্রহ্মা তথায় যাইয়া যমকে জিজ্ঞাসা করিলে যম বলিয়াছিলেন যথা—

ত্রৈলোক্যেশঃ শচীনাথোযজ্ঞং কর্তুং ক্ষমোভবেৎ।
কুবের বরুণাভ্যাঞ্চসর্বেহপি যজ্ঞ কারিণঃ॥
বিনাশ কর্ম্মণা যজ্ঞং ন করোমি কদাহহম্।
তস্মাদশক্তো জীবানাং পাপ পুণ্যবিচারণে॥
তচ্ছ্রুত্বা যমবাক্যঞ্চ চিন্তিতঃ স্বঃ প্রজাপতিঃ।
কায়াৎ স্বজাতি সৌন্দর্য্যং চিত্রগুপ্তং সুলক্ষণম্॥
লেখনী পত্রিকা হস্তঃ কায়স্থ বর্ণ নিশ্চিতঃ।
ত্রিকালজ্ঞঃ সদাবিজ্ঞশ্চাস্তে ব্যাধিস্বরূপকঃ॥

মহা-ভারতে আদিপর্ব্বে, বৈবাহিক পর্ব্বাধ্যায়ে। যে মহাভারতের সভা পর্ব্বের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শাস্ত্রী মহোদয় কায় জনপদ হইতে উৎপন্ন চিত্রকে আমাদিগের আদি পুরুষ করিতে চান, সেই মহাভারতের আদি পর্ব্বের প্রমাণদ্বারা আমরা দেখাইতেছি যে, যমের প্রর্থনানুসারে ব্রহ্মার শরীর হইতে চিত্রগুপ্ত-দেব উৎপন্ন হইয়া ছিলেন। বেদব্যাস একই ইতিহাসে চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি বিবরণ দুই প্রকারে কীর্ত্তন করিবেন ইহা অসম্ভব। ব্রহ্মার তনু হইতে চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি পৌরাণিক প্রমাণে দৃঢ়তর হইতেছে। কায় দেশ হইতে তাঁহার উৎপত্তি শাস্ত্রীমহাশয়ের থিওরী গ্রহণ যোগ্য নহে। বেদ হইতে শাস্ত্রী মহাশয় যে সকল প্রমাণ দিয়াছেন তাহা অনেকস্থলে উপমা (metaphor) চিত্রকে সূর্য্য, অগ্নি ও উষার সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

আমাদের বেধিহয় শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত ত্রেতাযুগে আভির্ভূত হইয়াছিলেন। সম্পাদক।

১০। শাস্ত্রী মহাশয়ের পঞ্চম এবং শেষ প্রমাণ একখানি ক্ষুদ্র মানচিত্র। উক্ত মান-চিত্রে প্রথুদক, বা প্রশস্তসরচিহ্নিত হইয়াছে। উহা সরস্বতী নদীর নিকট, শাস্ত্রীমহাশয় বলিতেছেন ঐ সর এখনও বর্ত্তমান আছে। এবং উহা তাঁহার প্রতিপাদ্য "কায়" ভূমির অদূরে পশ্চিম উত্তরে রহিয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় নিজেই বলিতেছেন, কাল প্রভাবে এখন আর উহা পরিলক্ষিত হয়না। তাঁহার উদ্ধৃত বামণ পুরাণেও কায়ভূমির কোন উল্লেখ নাই এমতা-বস্থায় কায় জনপদ উক্ত ব্রহ্মর্ষি ভূভাগের অন্ত-র্গত বলা ভ্রমাত্মক ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? এইক্ষণে কাইথল জনপদ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। বৃটেনিকায় আমরা দেখিতে পাই যে ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে শিখ যোদ্ধা দাসু সিং কাইথল নগরে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, তদনন্তর তাঁহার বংশধর-গণ যাহাদিগকে কাইথলের ভাইবংশ বলে বহু দিন উক্ত নগর অধিকার করেন। ইহারা ক্ষত্রিয় রাজন্য মধ্যে পরিগণিত, ইহার পৌরা-ণিক ইতিহাস মধ্যে কোনও স্থানেই "কায় কি" কায়স্থ নামগন্ধ নাই। ফলতঃ শাস্ত্রী মহাশয়ের কাইথল পাওয়া যায় কিন্তু "কায়" পাওয়া যায় না। বিশেষ চিত্র কি চিত্রগুপ্ত নামে যে কোনও রাজা ঐস্থানে ছিলেন তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায় না।

১১। এই প্রকারে আমরা শাস্ত্রী মহা-শয়ের সমস্ত প্রমাণগুলি সংক্ষিপ্ত ভাবে সমা-লোচনা করিলাম। প্রয়োজন হইলে তাঁহার লিখিত বৈদিক প্রমাণগুলি আরো বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিতে পারি। বেদে আমার অধিকার নাই এই জন্য বিলম্ব

হইবে। আমরা দেখিলাম যে শাস্ত্রী মহাশয়ের "কায়" জনপদের অস্তিত্বই পাওয়া যায় না। রামচন্দ্র শুণ্ডি মহাশয়ের পুস্তকে কায় জনপদের উল্লেখ আছে। ইহা ব্যতীত অন্য কোন প্রাচীন শাস্ত্রে কি গ্রন্থে কায় কিম্বা কাইথল্ জনপদের নাম গন্ধও নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের মূলতত্ত্ব "কায়" যখন পাওয়া যাইতেছে ন, তখন তাঁহার এই প্রবন্ধ লিখিত বিষয় আমরা ভ্রমপূর্ণ বই আর কিছুই বোধ করি না। এই সমালোচনার প্রতিবাদ "কায়স্থ পত্রিকায়" কিম্বা "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায়" কেহ যদি করিতে চান, তাহা আমরা সাদরে পাঠ করিব।

১২। উপসংহারে কায়স্থ সমাজের নিকট আমার বিনীত নিবেদন যে শাস্ত্রী মহাশয়ের এই প্রবন্ধের লিখিত বিষয় তাঁহারা বিশেষ বিবেচনা না করিয়া গ্রহণ করিবেন না। কারণ তাহা হইলে আমরা পণ্ডিত সমাজে হাস্যাস্পদ হইব! অধুনা প্রাচ্য-বিদ্যার্ণব মহাশয়ের প্রমুখ কায়স্থ মহাত্মাগণের চেষ্টায় কায়স্থ-সাহিত্য যে সুদৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপিত তাহাতে কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব স্বয়ং ব্রহ্মা ও বিচলিত করিতে পারেন না।

১৩। এই সমস্ত প্রমাণরাশি যদি শাস্ত্রী মহাশয়ের কায় থিওরী দ্বারা বিচলিত হয় তবে সামাজিক বিভ্রাট অবশ্যম্ভাবী। বিশেষ মনোযোগের সহিত শাস্ত্রীমহাশয়ের থিওরী পাঠ করিলেই ইহার অসারত্ব প্রতীয়মান হইবে। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমরা এই সংখ্যা প্রতিভার ১২৪ পৃষ্ঠায় (ঘ) চিহ্নিত একটী মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি। দুঃখের বিষয় এই (ঘ) মন্তব্যে শাস্ত্রীমহোদয়ের এই প্রবন্ধটীকে আমরা "প্রলাপ বাক্য ভিন্ন আর কি হইতে পারে" বলিয়া নিন্দা করিয়াছি। যৎকালে এই মন্তব্য লিখিত হয় তৎকালে শাস্ত্রীমহাশয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ আমরা আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করি নাই, এই সমালোচনার সময় আমাদিগকে বিশেষভাবে মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে হইয়াছে। শাস্ত্রীমহাশয়ের এই প্রবন্ধকে "প্রলাপ" বাক্য বলা নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা উহা প্রত্যাহার করিলাম। শাস্ত্রীমহাশয়ের এই প্রবন্ধটীতে অনেক বিষয় প্রশংসার যোগ্য আছে তাহা উল্লেখ না করিলে আমাদের সমালোচনা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। সাহিত্য দর্পণে লিখিত আছে যথা——

"চিত্তং ব্যাপ্নোতি যঃ ক্ষিপ্রং শুষ্কেন্ধনমিবানলঃ।
স প্রসাদঃ সমস্তেষু রসেষু রচনাসু চ॥

অর্থাৎ অগ্নি যেমন শুষ্ককাষ্ঠমধ্যে তাড়িৎবেগে পরিব্যাপ্ত হয় তদ্রূপ রচনার ভাষা ও ভাবে যে সকল গুণ থাকিলে তাহা ক্ষিপ্রগতিতে সমস্ত হৃদয়ে পরিব্যাপ্ত হয় তাহাকে প্রসাদ গুণ বলে। এই প্রসাদগুণ এই প্রবন্ধের প্রত্যেক অংশে লক্ষিত হইবে, এবং তজ্জন্য প্রথমবার পাঠান্তে পাঠকের মনে সেই প্রসাদগুণ প্রভাবে ইহার মীমাংসা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইবে, কিন্তু বিশেষভাবে বিবেচনা করিলে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে শাস্ত্রী মহাশয়ের মীমাংসা গ্রহণ করিলে কায়স্থ জাতির বিশেষ অনিষ্ট সম্ভাবনা।

১৪। কায়স্থপত্রিকায় বিগত শ্রাবণ সংখ্যায় এই বিষয়টী বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির ২য় অধিবেশনে পঞ্চম প্রস্তাবে সম্পাদক কর্ত্তৃক

উপস্থাপিত হইয়াছিল। তৎকালে শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর কিরণচন্দ্র দত্ত সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছিলেন—

"রাজসাহী, ঘোড়ামারা হইতে শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা চৌধুরী পত্র যোগে প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন কায়স্থ পত্রিকায় বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত কায়স্থ শব্দের নাম-নিরুক্তির প্রবন্ধটী পুনরায় কায়স্থসভার ব্যয়ে ছাপাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করা হউক, যে হেতু উহা আমাদের আন্দোলনের বিরুদ্ধাচারী দিগের সন্দেহ অপনোদনের পক্ষে অমোঘ মহাস্ত্র স্বরূপ হইয়াছে ইত্যাদি। উক্ত সভায় উপস্থিত পণ্ডিতবর প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বলিলেন এই প্রস্তাব বিবেচনা করিবার জন্য পৃথক্ সমিতি গঠন করা হউক। অতঃপর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্রবর্ম্মা বলিলেন আলোচ্য প্রবন্ধ উপস্থিত সভ্য বৃন্দ পুনরায় পাঠ করিয়া আগামী মাসের অধিবেশনে মতামত প্রকাশ করিলে কর্ত্তব্য অবধারণ করা যাইবে। উক্ত সভায় শেষে তাহাই স্থির হইয়াছিল। উক্ত কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু আমার স্থির ধারণা এই যে, যতদিন আমার সোদর প্রতিম ভ্রাতা নগেন্দ্র বাবু উক্ত সভায় সদস্য থাকিবেন ততদিন ভ্রান্ত অভিমত দ্বারা কায়স্থসভা পরিচালিত হইতে পারিবেন না। ইতি শম্।

সম্পাদক।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

১। বিগত ৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের বাঙ্গালী নাম্নী দৈনিক পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি মুদ্রিত হইয়াছে, এবং আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ রায় দেববর্ম্মা মহাশয় রাঁচী হইতে উক্ত সংবাদটী আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। সংবাদটী ব্রাহ্মণ বর্জ্জন নামে অভিহিত হইয়াছে।

"কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত চান্দেছাড় গ্রামে ব্রাহ্মণ কায়স্থ, ও বৈদ্যদিগের মধ্যে বিষম বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। বিরোধের কারণ এই যে, কায়স্থ এবং বৈদ্যগণ সিদ্ধান্ত করেন যে তাঁহারা অতঃপর আর নামের সহিত "দাস" শব্দ ব্যবহার করিবেন না; কারণ কি বর্ত্তমানে, কি অতীতে তাঁহাদিগের দাসত্বের কোন প্রমাণ নাই! ইহাতে তথাকার দেবশর্ম্মাগণ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া ঘোষণা করেন যে, যে সকল কায়স্থ অথবা বৈদ্য আপনাদিগকে দাস বলিয়া স্বীকার না করিবেন, তাঁহারা তাঁহাদের পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য সকল প্রকার পূজা পাঠাদি বন্ধ করিবেন। কায়স্থ ও বৈদ্যগণ হটিবার পাত্র নহেন, তাঁহারা কাল বিলম্ব না করিয়া পূজাপাঠাদি করিবার জন্য অন্যগ্রাম হইতে পুরোহিত লইয়া আসিলেন, কিন্তু স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ ভয় দেখাইয়া ও অন্যান্য উপায়ে অচিরে তাঁহাকেও আপনাদের দলভুক্ত করিয়া লইলেন। তখন কায়স্থ ও বৈদ্যগণ স্বাবলম্বনই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন এবং নিজেরাই দেবার্চ্চনা আরম্ভ করিয়াছেন!" !

আমরা বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা এবং কায়স্থ

সমাজকে বারংবার বলিতেছি যে, পূজা পার্ব্বণাদি সম্বন্ধে আমাদের স্বাবলম্বনেই উত্তম কল। যদি কায়স্থ মহোদয়গণ নিজের পারলৌকিক মঙ্গল চান, তবে নিজের কার্য্য ভক্তিভাবে পূজাপদ্ধতি দেখিয়া সম্পাদন করিবেন অন্যথায় তাঁহাদের যজ্ঞোপবীতের অবমাননা করা হইবে। ইহাতে হৃদয়ের আনন্দ, কর্ম্মের পূর্ণতা ও পারলৌকিক ফল সমস্তই পূর্ণাঙ্গ হইবেক। ব্রাহ্মণগণের দ্বারা কার্য্য সম্পাদন করিলে প্রায়শঃ ঐ সকল লাভ করা যায় না। ইহা ব্যতীত ব্রাহ্মণের দ্বারা করিলে যে স্থলে ১৲ ব্যয় হয় তথায় ।০ আনা ব্যয় করিলেই যথেষ্ট। বর্ত্তমান সময়ে ব্যয় কমান সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবেক। আশাকরি পুরোহিতদর্পণ ও অন্যান্য পুস্তকাদি পাঠ করিয়া কায়স্থগণ নিজের পূজাদি নিজেই সম্পাদন করিবেন।

২। বর্ত্তমান বর্ষের বৈশাখী সংখ্যায় ৮ পৃষ্ঠায় শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত ভারতীভূষণ মহোদয়ের লিখিত "নববর্ষ" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছিল—"এই নববর্ষাগমনোপলক্ষে বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজের সর্ব্বত্র এক মহোৎসব হইয়া থাকে। এই প্রথা এত পুরাতন সুতরাং সমাজের অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে, যে বঙ্গীয় সালের জন্ম বিবরণ এবং নববর্ষারম্ভের উৎসবের কারণ অনুসন্ধান করিতে অনেক প্রথিতনামা প্রত্নতাত্ত্বিককেও বেশ বেগ পাইতে হয়। আমাদের সে গৌরব নাই তাহার প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং এই গহন ও গভীর বিষয়ের ভার আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় অথবা তাঁহার সুযোগ্য সহযোগী শিষ্য শ্রীযুক্ত প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব মহোদয়ের প্রতি সসম্মান ন্যস্ত করতঃ সম্প্রতি প্রস্তুত বিষয়ে প্রবেশ করি।"

প্রবন্ধের এইস্থানে আমরা (ক) মন্তব্য করিয়াছিলাম। তাহাতে লিখিত ছিল যে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহোদয় কোন্ শাস্ত্রীর শিষ্য আমরা জানি না। এইক্ষণ জানিতে পারিলাম যে লেখক মহাশয় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন। নূতন বর্ষাগমে হিন্দু সমাজে যে মহোৎসব পরিলক্ষিত হয়, প্রত্নতাত্ত্বিক ভাবে তাহার কোন বিশেষ কারণ থাকিতে পারে। পাঠক মহোদয়গণকে এবং এবং প্রত্নতাত্ত্বিকগণকে লেখক মহাশয়ের সহিত আমরাও আহ্বান করিতেছি।

৩। বিনাপণে ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ।—কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্তমাখনলাল ধর দেববর্ম্মা মহোদয় ফরিদপুর জিলা অন্তর্গত পাঁচুড়িয়া হইতে লিখিতেছেন—বিগত ২৪শে আষাঢ় শুক্রবার সোমশপুর কায়স্থ সম্মিলনীর যত্নে কাদিরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত মতিলাল সরকার দেববর্ম্মা মহোদয়ের পুত্র শ্রীমান্ মহেন্দ্রলাল সরকার দেববর্ম্মার বিবাহ যশোহর জেলার অন্তর্গত মঙ্গলপাড়, নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী বাসন্তিবালা দেবীর সহিত উক্ত সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্তআশুতোষ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাস-ভবন সোমেশপুর গ্রামে ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন হইয়াছে। এই বিবাহে পাত্র পক্ষে বরপণ বা যৌতুকাদী কিছুই গ্রহণ করা হয় নাই। পক্ষান্তরে বরের পিতা সরকার

মহাশয় উক্ত সম্মিলনীর হস্তে শুভ কার্য্যের জন্য এককালীন ২৫৲টাকা দান করিয়াছেন। বিবাহ সভায় দক্ষিণ রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বঙ্গজ, তিনশ্রেণীর বহু কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচারক উক্ত শ্রীযুক্তমাখনলাল ধর মহাশয় ও সামাজিক ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত থাকিয়া উদ্বাহ কার্য্য যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। শ্রীশ্রী-প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের ফরিদপুর ও রাজবাড়ী নিবাসী কতিপয় ভক্তগণ কীর্ত্তনানন্দে বিবাহ সভা মুখরিত করিয়াছিলেন। আশু বাবুর আদর আপ্যায়নে ও সৌজন্যতায় সকলেই বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। আশাকরি বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে।

৪। আমাদিগের বন্ধুবর শ্রীযুক্তমহেন্দ্রনাথ সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় পাঁচুড়িয়া হইতে লিখিতেছেন। বিগত ২৪শে আষাঢ় শুক্রবার নদীয়া জেলার অন্তর্গত কাদিরপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত মতিলাল সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের নিজবাটীতে তদীয় চতুর্দ্দশবর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বয় শ্রীমান্ কান্তিভূষণ ও শ্রীমান কামিনী রঞ্জনের শুভ উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

৫। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে বঙ্গ দেশের শাসন কর্ত্তা নোয়াখালি এবং কুমিল্লা জেলার দুর্ভিক্ষ পীড়িত নরনারীগণকে সাহায্য করিবার জন্য ৩০০০০৲টাকা এবং প্রজাবর্গকে তাগাবী কর্জ্জ দেওয়ার জন্য তিনলক্ষ টাকা চট্টগ্রামের কমিশনার সাহেবের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। কৃষক দিগের সাহায্যার্থে যে তিনলক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে ১১১০০০ টাকা ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত বিতরিত হইয়াছে এবং উক্ত ৩০০০০৲ টাকার মধ্যে ২৫০০০৲ টাকা দরিদ্র নরনারীগণকে সাহায্য জন্য দান করা হইয়াছে। যে পরিমাণ দুর্ভিক্ষ এবং কৃষক দিগের অভাব জল নিমজ্জিত স্থানে উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে অনেকেই মনে করেন যে, উক্ত অর্থ সম্পূর্ণ রূপে উপযোগী হইবেনা। আর দুইটী মাস চালাইয়া লইতে পারিলে আশ্বিন মাসের শেষে আমন ধান্য পাকিতে আরম্ভ করিবে। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত ধান্যের অবস্থা ভাল দেখা যাইতেছে, আশাকরি ঐধান্য দ্বারা দুর্ভিক্ষ স্থানের অনেক সাহায্যে হইবেক।

৬। অদ্য ৮ই আগষ্ট মোতাবেক ১৮ই শ্রাবণ ১৩২২ বঙ্গাব্দ গত বৎসর এই দিনে আমাদের সম্রাট জারমেনির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। জারমেনির অত্যাচার হইতে সমগ্র বিশ্বকে উদ্ধার করিতে ন্যায়বান ব্রিটিশ জাতি যে দিনে বদ্ধ পরিকর হন, এ সেই মহাদিন। সমগ্র বিশ্ববিস্তৃত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নানা স্থানে সম্রাটের বিজয় কামনা করিয়া জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা ও উপাসনা করা হইতেছে। বেদ বলিয়াছেন, "একংসৎ বিপ্রাবহুধা বদন্তি" সেই এক জগৎপিতাকে উপাসকগণ নানা ভাবে পূজা-করেন। অদ্য দিবা ১০টার সময় আমাদের ফরিদপুর কালী বাড়ীতে পূজা দেওয়া হইল। আমরা রাজভক্ত প্রজাগণ ব্রহ্মাণ্ডময়ীর নিকট ইংরাজের বিজয় কমানা ও জারমানির অধঃপতন সমস্বরে প্রার্থনা করিতেছি। "জয়স্তু ব্রিটনপুত্রানাং যসাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ" ধর্ম্ম যদি সত্যাহয় তবে ব্রিটনের জয় অবশ্যম্ভাবী।

৭। কায়স্থোপনয়ন।—জিলা নদীয়া

অন্তর্গত সোমোশপুর কায়স্থ-সম্মিলনী সম্পাদক পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ দেববর্ম্মা মহোদয় লিখিতেছেন—বিগত ১৭ই শ্রাবণ সোমবার অত্র সম্মিলনীর উদ্‌যোগে কাদিরপুর শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দাষ মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়াচার উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত জ্ঞানদা প্রসাদ চক্রবর্ত্তী কবিরত্ন মহাশয় আচার্য্য এবং খোকসার মাননীয় ভট্টাচার্য্য বংশে অগ্রণী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় হোতার কার্য্য করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত খোকনচন্দ্র মৈত্র, শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর শিরোমণি শ্রীযুক্ত কালীপদ মজুমদার, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বাগচি প্রভৃতি ১০।১২ জন সামাজিক ব্রাহ্মণ সদস্য রূপে উপস্থিত ছিলেন।

১। শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দাষ দেববর্ম্মা কাদিরপুর
২। „ নগেন্দ্রনাথ দাষ কাদিরপুর
৩। „ কিরণচন্দ্র মিত্র দুধসর (যশোহর)
৪। „ সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু মালিয়াট (ফরিদপুর)
৫। জ্যোতীন্দ্রনাথ শিকদার, দিঘলহাট, (ঐ)

৮। ক্ষত্রিয়াচারে শুভবিবাহ।—আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা মহাশয় রেঙ্গুন হইতে লিখিতেছেন, জেলা ঢাকার বজ্রযোগিনী বসুপাড়া নিবাসী আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ ক্ষিতীশচন্দ্র বসুবর্ম্মার সহিত শ্রীমৎ স্বামি জগদানন্দ যোগাচারী পরমহংসদেবের পৌত্রী ও বজ্রযোগিনী নাহাপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ গুহ রায় দেববর্ম্মার কন্যা শ্রীমতী অমিয়বালা দেবীর শুভ-পরিণয় ঢাকা ১৭নং গেণ্ডারিয়া ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে, এই বিবাহে বরপণ দিতে হয় নাই।

৯। শক্তি সঞ্চারের কথা।—স্বামি বিবেকানন্দ তাঁহার শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বিগত ১৯০১ খৃষ্টাব্দে বেলুড়মঠে বলিয়াছিলেন —শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস ঠাকুরের দেহ পরিত্যাগের ৩। ৪ দিন আগে তিনি আমাকে এক দিন একাকী কাছে [illegible] আমাকে সাম্‌নে বসাইয়া একদৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। আমি তখন অনুভব করিয়াছিলাম যে তাঁহার শরীর হইতে একটী সূক্ষ্ম তেজ তাড়িৎ কম্পনের মত (Electric shock) আমার শরীরে প্রবেশ করিতেছে। ক্রমে আমিও বাহ্য-জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ এইরূপ ভাবে ছিলাম মনে হয় না। যখন বাহ্যচেতনা লাভ করিলাম দেখি ঠাকুর কাঁদিতেছেন, জিজ্ঞাসা করিলে সস্নেহে বলিলেন আজ যথা সর্ব্বস্ব তোকে দিয়া ফকির হইলাম। তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করে ফিরে যাবি। আমার বোধ হয় এই শক্তি আমাকে একাজে সেকাজে কেবল ঘুরায়। বসিয়া থাকিতে দেয় না।

১০। হিন্দুদিগের জাতীয় পরিচ্ছদ সম্বন্ধে স্বামি বিবেকানন্দ দেবের অভিমত—"আহার পোষাক ও জাতীয় আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিলে ক্রমে জাতীয়ত্ব লোপ হয়। বিদ্যা সকলের নিকট শিখা যায়, কিন্তু যে বিদ্যালাভে জাতীয়ত্বের লোপ হয় তাহাতে উন্নতি হয় না অধঃপাতের সূচনাই হয়। সাহেবদের নিকট যাইতে হইলে অথবা অফিস অঞ্চলে কোট্ প্যাণ্টুলেন চাপকান ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু ঘরে গিয়া ঠিক বাঙ্গালী বাবু হওয়াই উচিত। সেই কোঁচা ঝুলানো ধুতি ও কামিজ গায় চাদর কাঁধে। আমাদের দেশে কেবল সার্ট পরেই এবাড়ী ওবাড়ী যাওয়া যায়। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে সার্টের উপর কোট না দিলে বড় অসভ্যতা হয়। ভদ্রলোকের বাড়ী প্রবেশ করিতে দেয় না।" সময়ে সময়ে ধুতি কামেজ চাদর গায়ে সাহেবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া কেহ কেহ অপমানিত হইয়াছেন। তাহাদিগকে আমরা সাবধান করিতেছি। পোষাক ও আহার সম্বন্ধে আমাদের ঠিক হিন্দুত্ব বজায় রাখা উচিত। তবে সাহেবদিগের সহিত দেখা করিতে হইলে আফিসের পোষাক ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

সম্পাদক।

বৈবাহিক প্রসঙ্গ।

১। আবদুল্লাবাদ নিবাসী ৺ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের একটী বিবাহ যোগ্য দ্বাদশবর্ষ দেশীয়া লাবণ্যময়ী সুশিক্ষিতা কন্যা আছে। তাহার জন্য বঙ্গজশ্রেণীর কায়স্থ পাত্রের আবশ্যক। কন্যার পিতা বার্ষিক ৪০০৲ আয়ের যে স্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা উক্তকন্যার স্ত্রীধন হইবে। শ্রীনীলকান্ত বসু, আর্য্যদত্তপাড়া, ফরিদপুর।

২। পাত্র বঙ্গজ কায়স্থ বয়স ১৯ বৎসর বর্ত্তমান বর্ষে প্রবেশিকা দিবেন। অবস্থা ভাল, মৌলিক। অধ্যয়নের ব্যয় দিতে হইবে। ভবদীয়া গ্রাম, রাজবাড়ী ই, বি, এস, আর পোষ্ট ফরিদপুর ঠিকানায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের নিকট পত্রাদি লিখিবেন।

৩। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দেব সরকার পলাশবাড়ী থানা জিলা রংপুর তাঁহার কন্যার জন্য ১টী পাত্র আবশ্যক। কন্যাটী সুন্দরী, বঙ্গভাষায় শিক্ষিতা ও গৃহকার্য্যে দক্ষা।

৪। দক্ষিণ-রাঢ়ীয় বিশ্বামিত্র গোত্রীয়া অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, সুলক্ষণা, শিক্ষিতা ১৪ বৎসর বয়স্কা একটী বালিকার নিমিত্ত একটী সুপাত্রের প্রয়োজন। পাত্রীর পর্য্যায় ২৬। তাহার অভিভাবকগণ যে কোন শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত বংশের গুণবান, বরের হস্তে তাহাকে সম্প্রদান করিতে সম্মত। কন্যার পিতা একজন সবরেজিষ্টার। কোচবিহাররাজ্যে, হলদীবাড়ী পোঃ হলদীবাড়ী মোকামে শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্রপালিত ভারতীভূষণ মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিবেন

৫। বঙ্গজ কায়স্থ ঘোষবংশীয় পাত্রীর জন্য একটী বরের প্রয়োজন। কন্যার পিতা সাধ্যমত যৌতুকাদি দিতে প্রস্তুত। পাত্রী সুশিক্ষিতা, গার্হস্থ্য কার্য্যে উপযুক্তা ও সুন্দরী। কাঞ্চনতলা গ্রাম, ধুলিয়ান পোষ্ট, মুর্শিদাবাদ ঠিকানায় শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার ঘোষ মহাশয়ের নিকট পত্রাদি লিখিবেন।

৬। মালদহ,নিমাসরাই পোষ্ট হইতে শ্রীযুক্তপুলিনচন্দ্র মজুমদারবর্ম্মা, ফরিদপুর পোড়াবুহার শ্রীযুক্তসীতানাথ বিশ্বাসবর্ম্মার পুত্রের জন্য একটী সুন্দরী শিক্ষিতা কন্যা চান বর পণ লইবেন না

৭। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাল, তিনসুকীয়া, আসাম হইতে লিখিতেছেন,—আমার আত্মীয়ের ২টী কন্যার জন্য পাত্র বর বঙ্গজ ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র অথবা মৌলিক মহাপাত্র প্রয়োজন। পাত্রীদ্বয় সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা।

৮। পোড়াবুহার নিবাসী (বর্ত্তমানে গোয়ালন্দের গবর্ণমেণ্ট খাস তহশীলদার) দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ জ্যোতিশচন্দ্র দত্ত বর্ত্তমান বৎসরে কলিকাতা হইতে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। তাঁহার জন্য যে কোন শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত বংশের একটি সুশিক্ষিতা সুন্দরী কুলীন কন্যার প্রয়োজন। বিবাহে বরপণ গ্রহণ করা হইবে না। নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিয়া বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাত হউন। শ্রীসতীসচন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মা, শিক্ষক রাজারস্কুল। পোঃ রাজবাড়ী, দত্তকুটীর। জিলা ফরিদপুর।

৯। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার দাষ, জমিদার গোপীনাথপুর,পোষ্ট সাঁথিয়া, পাবনা; লিখিতেছেন আমার ভগ্নীর জন্য একটী বঙ্গজ অবস্থাপন্ন পাত্রের প্রয়োজন কন্যা সুন্দরী শিক্ষিতা ও গৃহকার্য্যে দক্ষা বয়স দ্বাদশ বৎসর। বিস্তারিত জানিবার জন্য আমার নিকট পত্রাদি লিখিবেন।

১০। নিম্নলিখিত টী পাত্রের জন্য সুশিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রীর আবশ্যক। গ্রাম নালী পোঃ শিবালয়, ঢাকা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার সরকার মহাশয়ের নিকট লিখিবেন। (ক) নালী নিবাসী ২৫ বৎসরের বয়স বঙ্গজ কায়স্থ মৌলিক যুবক ২৫৲ বৃত্তি প্রাপ্তে প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ অধ্যয়ন করিতেছেন। (খ) একটী বঙ্গজ কায়স্থ যুবক বয়স ২২।২৪ কলিকাতায় কোনও কালেজে বি-এ পাঠ করিতেছেন। (গ) ২৩।২৪ বৎসর বয়স বঙ্গজ কায়স্থ যুবক যিনি জলপাইগুড়িতে চাবাগানে ৩০৲বেতনে কার্য্য করিতেছেন।

ফরিদপুর প্রতিভা প্রেস হইতে

শ্রীকালিপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মাদ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ। [Reg. No. C 658]

আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা

মাসিক কায়স্থপত্রিকা ও সমালোচনী।

[৮ম বর্ষ—৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা।]

১৩২২ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র ও আশ্বিন মাস।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

এই সংখ্যার মূল্য সডাক ।১০ মাত্র] [বার্ষিক মূল্য সডাক ১৷৷০ টাকা মাত্র]

১৩২২ সনের উপহার বিতরণ।

যাঁহারা, অর্থাৎ নূতন ও পুরাতন গ্রাহকগণ, আগামী ১৫ই কার্ত্তিকের মধ্যে মণিঅর্ডার যোগে আমাদিগের নিকট ১৩২২ সনের প্রতিভার বার্ষিক মূল্য ১॥০ ও অতিরিক্ত ।৶০ মোট ১৸৶০, দয়াকরিয়া পাঠাইয়া দিবেন, তাঁহারা মৎকৃত কায়স্থতত্ব (২য় সংস্করণ) ও কায়স্থ কুসুমাঞ্জলি ও কবিবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কুমার বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের কৃত বহুজনপ্রশংসিত "কবিতাপ্রসূন" এই তিনখানি পুস্তক পাইবেন। ডাকমাশুল দিতে হইবে না। যাহারা আমাদের ফরিদপুর কার্য্যালয় হইতে হাতে লইবেন তাহারা ১৸৶০ আনায় পাইবেন।

সম্পাদক।

সূচীপত্র

১৩২২ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র ও আশ্বিন

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

[মাসিক পত্রিকা]

৮ম খণ্ড। { ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩২২ সাল। } ৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

শুক্লযজুর্ব্বেদীয়া ঈশাবাস্যোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি, ১৩২১ চৈত্র ৪৯৪ পৃষ্ঠা হইতে)

অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥৯॥

অন্বয়ঃ—যে অবিদ্যাং (বিদ্যায়াঃ অন্যা অবিদ্যা তাং, অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণং কর্ম্ম ইত্যর্থঃ) উপাসতে (তে) অন্ধং (অদর্শনাত্মকং) তমঃ প্রবিশন্তি। যে উ (তু) (কর্ম্ম হিত্বা) বিদ্যায়াং (দেবতাজ্ঞানে এব) রতাঃ তেতমঃ (তস্মাৎ, অন্ধাত্মকাৎ তমসঃ) ভূয় ইব (বহুতরমেব) তমঃ প্রবিশন্তি ইত্যর্থঃ ॥৯॥

ভাষ্যম্। অত্রাদ্যেন মন্ত্রেণ সর্ব্বৈষণাপরিত্যাগেন জ্ঞাননিষ্ঠোক্তা প্রথমো বেদার্থঃ। ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনমিত্য-জ্ঞানাং জিজীবিষূণাং জ্ঞাননিষ্ঠা সংভবে কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেদিতি কর্ম্মনিষ্ঠোক্তা দ্বিতীয়া বেদার্থঃ। অনয়োশ্চ নিষ্ঠয়োর্বিভাগো মন্ত্র প্রদর্শিতয়োর্বৃহদারণ্যকেঽপি প্রদর্শিতঃ। সোঽকাময়তঃ জায়ামেস্যাদিত্যাদিনা। অজ্ঞস্য কামিনঃ কর্ম্মাণীতি মন এবাস্যাত্মাবাগ্ জায়েত্যাদিবচনাৎ। অজ্ঞত্বং কামিত্বং চ কর্ম্মনিষ্ঠস্য নিশ্চিতমগম্যতে। তথা চ তৎফলং সপ্তান্ন সর্গস্তেষ্বাত্মভাবেনাত্মস্বরূপাবস্থানং জায়াদ্যেষণাত্র সংন্যাসেন চাত্মবিদ্যাং কর্ম্মনিষ্ঠাপ্রাতিকূল্যেনাত্মস্বরূপনিষ্ঠৈব দর্শিতা। কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মায়ং লোক ইত্যাদিনা। যে তু জ্ঞাননিষ্ঠাঃ সংন্যাসিনস্তেভ্যোঽসূর্য্যানাম তে ইত্যাদিনাবিদ্যারূপাধারেণাত্মনো যাথাত্ম্যং স পর্য্যগাদিত্যেতদন্তৈর্মন্ত্রৈরুপদিষ্টং। তে হ্যাধিকৃতা ন কামিন ইতি। তথা চ শ্বেতাশ্বতরাণাং মন্ত্রোপনিষদি। অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং প্রোবাচ সম্যগৃষিসঙ্ঘজুষ্টমিত্যাদি। বিভজ্যোক্তম্। যে তু কর্ম্মিণঃ কর্ম্মনিষ্ঠাঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্ত এব জিজী-

বিষবস্তেভ্য ইদমুচ্যতে। অন্ধংতম ইত্যাদি। কথং পুনরেবমবগম্যতে নতু সর্ব্বেযামিত্যুচ্যতে। অকামিনঃ সাধ্যসাধনভেদোপমর্দ্দেন । যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজ্ঞানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যত ইতি। যদাত্মৈকত্ব বিজ্ঞানং তন্ন কেনচিৎ কর্ম্মণা জ্ঞানান্তরেণ বাহ্যমূঢ়ঃ সমুচ্চিচীষতি। ইহ তু সমুচ্চিচীষয়াবিদ্বাদি নিন্দাক্রিয়তে তত্র চ যস্য যেন সমুচ্চয় সম্ভতি ন্যায়তঃ শাস্ত্রতো বা তদিহোচ্যতে। যদ্দৈবং বিত্তং দেবতাবিষয়ং জ্ঞানং কর্ম্মসম্বন্ধিত্বেনোপন্যস্তং ন পরমাত্মজ্ঞানম্! বিদ্যয়া দেবলোক ইতি পৃথক্ ফলশ্রবণাৎ। তয়োর্জ্ঞান কর্ম্মণোরিহৈ কৈকানুষ্ঠাননিন্দা সমুচ্চিচীষয়া ন নিন্দাপরৈবৈকৈকস্য পৃথকফল শ্রবণাৎ। বিদ্যয়া তদারোহন্তি। বিদ্যয়া দেবলোকাঃ। ন তত্র দক্ষিণায়ন্তি। কর্ম্মণা পিতৃলোক ইতি। নহি শাস্ত্রবিহিতম্ কিঞ্চিদকর্ত্তব্যতামিয়াৎ। তত্র অন্ধং তমঃ অদর্শনাত্মকং তমঃ প্রবিশন্তি। কে যেঽবিদ্যাং অন্যবিদ্যা তাং কর্ম্মেত্যর্থঃ। কর্ম্মণো বিদ্যাবিরোধিত্বাৎ। তামবিদ্যামগ্নিহোত্রাদিলক্ষণামেব কেবলামুপাসতে তৎপরাঃসন্তোঽনুতিষ্ঠন্তীত্যভিপ্রায়ঃ। ততস্তস্মাদন্ধাত্মকাত্ত মসো ভূয় ইব বহুতরমেব তে তমঃ প্রবিশন্তি কে কর্ম্ম হিত্বা যে উ, যে তু বিদ্যায়ামেব দেবতাজ্ঞান এব রতাঃ অভিরতাঃ। তত্রাবান্তরফলভেদং বিদ্যাকর্ম্মণোঃ সমুচ্চায়কারণমাহ। অন্যথা ফলবদফলবতোঃ সন্নিহিতয়োরঙ্গাঙ্গিতৈব স্যাদিত্যর্থঃ ॥৯॥

অনুবাদ। জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্ম্মনিষ্ঠা বিরুদ্ধ ধর্ম্মবালম্বী। একের উদ্গমে অপরের অপগম হয়। জ্ঞাননিষ্ঠা জন্মিতে আরম্ভ করিলে কর্ম্মনিষ্ঠা ক্ষীণ হইয়া আইসে। জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে জন্মিলে কর্ম্ম একেবারে তিরোহিত হয়। অপরপক্ষে কর্ম্মে আসক্তি থাকিলে জ্ঞান নিষ্ঠার উদয় হয় না। অতএব জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় অর্থাৎ একত্র অবস্থান কিম্বা অনুষ্ঠান হইতে পারে না। এখন অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া ও দেবতাজ্ঞান ইহাদের সমুচ্চয় উদ্দেশ্যে যাহারা নিষ্ঠ, অর্থাৎ কর্ম্ম করিয়াই যাহারা কালাতিপতি করিতে ইচ্ছাকরে, তাহাদিগের প্রতি এই মাত্র কথিত হইয়াছে। ইহা জ্ঞানাধিকারীর প্রতি উপদিষ্ট হয় নাই। কারণ সপ্তমমন্ত্রোক্ত আত্মবিজ্ঞান জন্মিলে সকলপ্রকার কর্ম্মের অবসান হয়, ইহা "তত্র কোমোহঃ কঃ শোকএকত্বমনুপশ্যতঃ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে। পরন্তু দেবতাবিষয়ক জ্ঞানও কর্ম্মসম্বন্ধীয়, এবং আত্মজ্ঞানের ন্যায় কর্ম্মবিহীন নহে, যথা "বিদ্যয়া দেবলোকঃ কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ।" এই বেদবচনে বিদ্যাশব্দের অর্থ দেবতাজ্ঞান এবং কর্ম্মশব্দের অর্থ সকাম বর্ণাশ্রমোচিত অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া। সুতরাং দেবতাজ্ঞানও কর্ম্মাধিকারের অন্তর্ভূত এই উভয়ের সমুচ্চয় ইচ্ছা করিয়া তাহাদিগের পৃথক অনুষ্ঠানের নিন্দা করা হইতেছে। যাহারা কেবল মাত্র অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করে তাহারা আত্মার অদর্শনাত্মক অজ্ঞানে প্রবিষ্ট হয়। অপর পক্ষে, যাহারা কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবতা জ্ঞান অর্থাৎ কেবলমাত্র দেবোপাসনায় অভিরত হয়, তাহারা পূর্ব্বোক্ত অন্ধতাত্মক তমঃ হইতেও গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। জন্ম-মৃত্যু-রূপ সাংসারিক যাতনাকে অন্ধকার বা অজ্ঞান বলা হইয়াছে। অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম মোক্ষপ্রদ নহে, ফল কাম-

নায় অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া অনুষ্ঠাতৃগণ ফল-ভোগার্থে পুনঃ পুনঃ সংসার ক্লেশ ভোগ করে; কিন্তু এই সকল বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্ম হইতে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং চিত্তশুদ্ধি হইতে জ্ঞান নিষ্ঠার অধিকার জন্মে। অপরপক্ষে যাহারা বিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবলমাত্র দেবোপসনায় অভিরত, তাহাদিগের জ্ঞান প্রাপ্তির সোপান স্বরূপ চিত্তশুদ্ধির অভাবে প্রথমোক্ত কর্ম্মীদিগের অপেক্ষাও নিকৃষ্টাবস্থা লাভ হয়॥৯॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীপার্ব্বতীচরণ দেববর্ম্মা।

কায়স্থ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি তৃতীয় প্রস্তাব)

কায়স্থ দিগের একনিষ্ঠ নিন্দুক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয় বলিয়াছেন, কাশী-রাম দেবের মহাভারতে চিত্রগুপ্তের উৎপত্তির কথা নাই। এতবড় একটা মিথ্যাকথা মানুষে কি করিয়া প্রকাশ্য পুস্তকে লিখিতে পারে, তাহা সাধারণের বুদ্ধিতে আসেনা। দাসগুপ্ত মহাশয় যদি অন্ততঃ বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত মহাভারতখানি দেখিয়া লিখিতেন, তাহা হইলেও এরূপ ভুল করিতেন না। তবে তাঁহার গরজের কথা, স্বতন্ত্র। লোকেবলে, "গরজবড় বালাই"। এই গরজের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি মুনি, ঋষি, পুরাণকার, ভাষ্যকার টীকাকার প্রভৃতিকে কত গালাগালিই দিয়াছেন; থাকুক তাঁহার কথা, আমারা প্রকৃতের অনুসরণ করি।

প্রকৃত কথা এই যে আধুনিক মুদ্রিত পুস্তক গুলি দেখিয়া যাঁহারা ঋষিবাক্যের আসল নকল নির্দ্ধারণ করিতে যাইবেন, তাঁহারা বড়ই ভুল করিবেন। যাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যের অতি সামান্যরূপ ও অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থাবলীর কি দুর্দ্দশা হইয়াছে। সামবেদের সহস্রাধিক শাখার অস্তিত্বের কথা সকল শাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ এক কৌথুমী ভিন্ন অন্য শাখার দর্শনলাভের আর উপায় নাই। অন্যান্য বেদেরও অনেক শাখা লুপ্ত হইয়াছে। সূত্র-গ্রন্থগুলির কয়খানি আজ পাওয়া যায়? স্মৃতি সকল খণ্ডিত। নিবন্ধ পুস্তকগুলিতে যে সকল স্মৃতি বাক্য প্রমাণ স্বরূপে উদ্ধৃত হই-য়াছে, তাহার অল্পমাত্রই ছাপান পুঁথিতে দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহ্যগুলির দশাও তদ্রূপ। অধিক কি একখানি পুরাণ ও অবি-কৃত বা সম্পূর্ণ নাই। বিষ্ণু পুরাণ খুব প্রাচীন এবং সর্ব্বাপেক্ষা মাননীয়, কিন্তু উহার দ্বিতীয় ভাগই লুপ্ত হইয়াছে। ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে এবং অন্যান্য পুরাণে উক্ত পুরাণ গ্রন্থগুলির যে শ্লোকসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, ছাপান পুস্তকের সঙ্গে মিলাইয়া দেখুন, এক খানিরও মিলনাই।

রামায়ণ মহাভারত ও এই দুর্দ্দশার হাত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই, প্রামাণ্য নিবন্ধকার দিগের কৃত কোন শ্লোক আধুনিক ছাপার পুস্তকে না পাইলেই সুবিকম মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণদিগকে "জালিয়াৎ" বলিয়া যাঁহারা গালিদেন তাঁহাদের ধৃষ্টতার সীমানাই, পাপের ইয়ত্তা নাই, কোন হিন্দু এপ্রকার কথা ভ্রমেও মুখে আনিতে পারিবেন না। ধর্ম্মত্যাগী, সমাজদ্রোহী, কালাপাহাড়ের কথায় আমরা ভুলিব কেন? সাহেবেরা যে বেদকেই "চাষারগান" বলিয়াছেন। সংস্কৃত অভিধানে বেদ-নিন্দুককে নাস্তিকে বলিয়াছেন। আমরা আর অধিক কি বলিব? কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের অনুকূল এপর্য্যন্ত যে সকল শাস্ত্রবাক্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা যথেষ্ট। এই সকল শাস্ত্রবাক্য যাঁহারা একটু মন দিয়া পড়িবেন, তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত। আচার, সামাজিক সম্মান শারীরিক গঠন, মানসিক বৃত্তি যে কোন বিষয় লইয়াই বিচার করা হউক না কেন, কায়স্থ ব্রাহ্মণ বর্ণের অব্যবহিত নিম্নেই স্থান লাভ করিয়াছেন। বিশাল ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বত্রই এই নিয়ম, কুত্রাপি ইহার ব্যভিচার নাই।

প্রত্যক্ষের অপেক্ষা বলবান্ প্রমাণ নাই। দেখুন, আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিমোত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাবে, ত্রিহুতে, বেহারে, এবং গুজরাত, কাটিয়াবাড়, মধ্যে প্রদেশ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশে অর্থাৎ বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের সর্ব্বত্রই কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত বলিয়া সাদরে গৃহীত হইতেছেন এবং সর্ব্বত্রই তাঁহারা বিধিবিহিত উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইতেছেন। রাজদ্বারে, সমাজে, ব্রাহ্মণগণের নিকট তাঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত। আমরা সকলেই জানি যে এদেশের চারি শ্রেণীর কায়স্থই নানা কারণে ও নানা সময়ে পশ্চিমোত্তর প্রদেশ হইতে এদেশে আসিয়া বাস করিতেছেন। যখন আমরা সকলেই হিন্দুস্থানের দ্বিজধর্ম্মী ক্ষত্রিয় কায়স্থ, তখন আবার সন্দেহ কেন?

বৌদ্ধযুগের ধর্ম্মবিপ্লব কালে বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ অনাবশ্যক বোধে উপনয়ন সংস্কার ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং তাহারই ফলে তাঁহারা "সৎশূদ্র" (ক) "শ্রেষ্ঠশূদ্র" ইত্যাদি অসম্ভব নামে পরিচিত হইতে ছিলেন। কায়স্থের এই শূদ্র-পরিচয় কদাপি প্রকৃত পরিচয় হইতে পারেনা। শূদ্র পাদসম্ভব, কায়স্থ কায়সম্ভব বিশেষতঃ শূদ্রের বৃত্তি ত্রিবর্ণের সেবা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের বাড়ীতে কাঠ কাটা, জলতোলা, বাসন মাজা, পা হাত টেপা ইত্যাদি। কৃষিকার্য্য ও শূদ্রের পক্ষে উচ্চবৃত্তি; যেহেতু কৃষি বাণিজ্য ও গোপালন দ্বিজধর্ম্ম বৈশ্যের বৃত্তি, শূদ্র, পক্ষান্তরে চাবীদোকানদার এবং গোয়ালার বাটীতে এঁটো বাসন মাজিবে, ঘর ঝাঁটদিবে এবং পাতের ভাত খাইবে। ভারতের কুত্রাপি, কোনও স্থানে, কেহ, কায়স্থকে এইরূপ জঘন্য ভাণ্ডারি গিরি কি খানসামা গিরি করিতে দেখিয়াছেন কি? সর্ব্বত্রই কায়স্থ "প্রভু," "বাবু" "লালা" প্রভৃতি উচ্চ সম্মানসূচক উপাধি দ্বারা পরিচিত। দাক্ষিণাত্যে কায়স্থ, চাকরত নহেনই কিন্তু "প্রভু"

(ক) সচ্ছূদ্র আখ্যা কায়স্থের নহে প্রাচীন কাল হইতে সকলেই জানেন "সচ্ছূদ্র গোপনাপিতো। 　　সম্পাদক

এই উচ্চ উপাধি কায়স্থ ভিন্ন দাক্ষিণাত্যে আর কাহারই নাই। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ও "বাবু" কায়স্থ ও "বাবু," আর যুক্তপ্রদেশ, পঞ্চনদ প্রভৃতি প্রদেশে ব্রাহ্মণ মূর্খই হউন আর পণ্ডিতই হউন "পণ্ডিত" এবং কায়স্থ "বাবু" অথবা "লাল"। 'লাল' অর্থ প্রিয়, বল্লভ। কায়স্থ স্মরণাতীত যুগ হইতে সম্রাট, ও রাজগণের লাল বা প্রিয়; কায়স্থের অপর নাম রাজবল্লভ। কায়স্থ ভাণ্ডারী নহে, কিন্তু চিরকালই, মহামাত্য, সেনাপতি, সান্ধিবিগ্রহিক, মহাপাত্র, প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন। বঙ্গদেশে কি ইহার ব্যতিচার হইয়াছে? বঙ্গদেশে কায়স্থ আরও উন্নত। সম্রাটের সিংহাসন, রাজার রাজ্য, সামন্তভূপতির মণ্ডল, বঙ্গদেশের কায়স্থ অধিকার করিয়াছেন। মৌর্য্যবংশের অধঃপতনের পরে মগধে ও বঙ্গে কায়স্থই সম্রাট (খ) গুপ্তবংশ. পালবংশ, শূরবংশ, সেনবংশ সকলই সম্রাট বংশ ইহারা সকলেই কায়স্থ। এক ঈশ্বর ঘোষকেন,(গ)কত ঘোষ,বসু,দত্তগুহবংশবঙ্গদেশে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। কায়স্থবংশ কত মহাকবি উৎপন্ন করিয়াছেন কে তাহার গণনা করিতে পারে? কাশীরাম দেব, মধুসুদন দত্ত, হঠাৎ জন্মেনা। মহাকবি কালিদাস যাঁহাকে অনুকরণ করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন, সেই বিদ্বদ্বর গুণিশ্রেষ্ঠ মহাকবি রাজর্ষি ও রাজগুরু অশ্বঘোষ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে জগদ্বিখ্যাত মহাকাব্য "বুদ্ধচরিত" লিখিয়া কায়স্থ প্রতিভার অনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, আবার এই বঙ্গদেশে কলিকাল বাল্মীকি মহাসান্ধিবিগ্রহিক শ্রীকর নন্দীর পুত্র সন্ধ্যাকর নন্দী "রামচরিত" দ্ব্যর্থক মহাকাব্যে সেই কায়স্থ প্রতিভারই পরিচয় দিয়াছেন, সেই প্রতিভাই কাশীরাম দেব ও মধুসূদন দত্তে, দীনবন্ধু মিত্রে, গিরিশচন্দ্র ঘোষে, বিকসিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ঘোষবসু মিত্র দত্ত, সিংহ, পালিত প্রভৃতির

(খ) পুরুষ পরম্পরায় রাজসংসারে বাস রাজকীয় লেখ্যবৃত্তি গ্রহণ রাজসাহচার্য্য হেতু ভারতীয় কায়স্থজাতি পুরাণেও ধর্ম্মশাস্ত্রে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত ছিলেন। কিন্তু স্থান ও কার্য্য বিশেষে এই জাতির ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা হইয়াছে। ভারতীয় সুপ্রাচীন লেখমালায় এই জাতি লাজুক বা রাজুক শ্রীকরণ, করনিক, কায়স্থঠক্কুর ও শ্রীকরণিক, ঠক্কুর ইত্যাদি সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছেন। এই সকল আখ্যা কত পূর্ব্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহাও ঠিক জানা যায় নাই। মৌর্য্য সম্রাট প্রিয়দর্শীর অনুশাসন সমূহে আমরা সর্ব্বপ্রথম রাজুকের পরিচয় নাই।

* * * * *

খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দে মৌর্য্য সম্রাট অশোকের অভ্যুদয়। তৎপূর্ব্ব হইতেই কায়স্থগণ রাজসংসারে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। বিষ্ণুস্মৃতি যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি হইতে আমরা তাহার আভাস পাই।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড ১৫পৃষ্ঠা)

সম্পাদক।

(গ) মহামাণ্ডলিকঈশ্বর ঘোষ। সাহিত্য-পত্র বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, "কায়স্থ পত্রিকা" আষাঢ়, শ্রাবণ, সংখ্যা এবং "আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা" আষাঢ় সংখ্যা দ্রষ্টব্য। লেখক

এই যে এখন সর্ব্বভেদিনী, সর্ব্বতোমুখিনী প্রতিভা দেখিতেছ, ইহা ইংরাজের যাদুবিদ্যার ফল ন ; ইহা সহস্র সহস্র বৎসরের শত শত পূর্ব্ব[illegible] ফলে। এই মহামহিমাময় জাতি [illegible] চণ্ডাল ও কুক্কুরের সহিত উপ[illegible] খাদ্যাখাদ্য, আচার অনাচার, পাপপুণ্য [illegible]র্ম্মাধর্ম্ম, জ্ঞানহীন, কৃষি কার্য্যেরও অনধিকারী শ[illegible] (ঘ) যে এমন পাপকথা উচ্চারণ করে, তাহার রসনা খণ্ড খণ্ড করিয়া কুকুরকে দেওয়া উচিত। মহর্ষি বিবেকানন্দ শূদ্র? যোগেশ্বর শ্রীশ্রী[illegible]গণ স্বামী শূদ্র? যে বর্ণ হইতে পুরু[illegible] শ্রীশ্রীকৃষ্ণ, মর্য্যাদা পুরুষ শ্রীরামচন্দ্র যোগীশ্বর সর্ব্বজ্ঞ শাক্যসিংহের উদ্ভব হইয়াছিল, সেই সনাতন ক্ষত্রিয়বর্ণ হইতেই যুগ[illegible] এই সকল মহাপুরুষের উদ্ভব হইয়াছে। কায়স্থ যে বৈশ্যনয়, তাহা সকলেই জানেন; আর ভিক্ষাবৃত্তি—সর্ব্বস্য ব্রাহ্মণের সম্মানের প্রতি কায়স্থ কোন ও দিনই লোভ করেন নাই। তাঁহার বৃত্তি প্রজার রক্ষণ। অসিদ্বারা ও মসীরদ্বারা প্রজারক্ষণই ক্ষত্রিয়ের কার্য্য। কায়স্থ সেই কার্য্যই করিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মণ বৈশ্য ও শূদ্র এই ত্রিবর্ণের শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট লক্ষণের কোনও লক্ষণই কায়স্থে নাই, থাকিবার সম্ভাবনাও নাই, কারণ কায়স্থ দ্বিতীয় বর্ণ, কায়স্থ ক্ষত্রিয়।

(ঘ) যে সকল কায়স্থ এখনও শূদ্রাচারী আছেন তাঁহাদের অবিলম্বে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করা উচিত। নচেৎ যতই আমরা কায়স্থের সামাজিক সম্মানের কথা লিখি না কেন; যজ্ঞোপবীত হীনতাই তাহার বিশেষ পরিপন্থী। সঃ

বঙ্গদেশে কায়স্থগণ উপবীত বিহীন থাকায় তাঁহাদের মধ্যে মাসাশৌচ গ্রহণের প্রথা চলিয়া আসিতেছে। এই অশৌচ নিয়মের প্রথা হইতে অনেক স্থূলবুদ্ধি কূপ-মণ্ডুক কায়স্থকে শূদ্র বলিতে চান। অশৌচের নিয়ম লইয়া যে জাতি ঠিক করা যায় না, তাহা কে'না জানে? হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল দিগের দশাহ অশৌচ,—তাহারা কি ব্রাহ্মণ? অনেক অনার্য্য পাহাড়ী জাতি হিন্দুত্বের নিম্নতর সোপানে থাকিয়া দশ বা দ্বাদশদিন অশৌচ পালন করিতেছে। ওড়িসা প্রদেশে সকল বর্ণই দশাহ অশৌচ প্রতিপালন করিয়া থাকেন। যদি কায়স্থ প্রকৃতপক্ষে শূদ্র হইতেন, তাহা হইলে যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির প্রমাণানুসারে তাঁহার পঞ্চদশ দিন অশৌচ হইত। কারণ যাজ্ঞবাক্য বলিয়াছেন যে ন্যায়বর্ত্তী শূদ্রের পঞ্চদশ দিন অশৌচ। কায়স্থের অতি বড় শত্রুও অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে কায়স্থ শূদ্র হইলে, সে ন্যায়বর্ত্তী শূদ্র বটে। যাহা হউক অনুপবীত কায়স্থের ত্রিশদিন অশৌচই শাস্ত্র-সম্মত অশৌচ। স্মৃতি শাস্ত্র আজ্ঞা দিয়াছে :—

উপবীতঃ ক্ষত্রিয়শ্চ দ্বাদশাহেন শুধ্যতি।
মাসেনানুপনীতশ্চ ক্ষত্রিয়ঃ শুধ্যতে তথা॥

সুতরাং যে দিন কায়স্থ উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইবেন, সেইদিন হইতে তিনি দ্বাদশাহ অশৌচ পালন করিবেন। উপনীত কায়স্থগণ প্রায় সর্ব্বত্র তাহাই করিতেছেন। আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অশৌচের দিন সংখ্যার দ্বারা জাতিত্ব নির্ণয় হয় না। মহাভারতে দেখা যায় যে মহারাজ যুধিষ্ঠির যুদ্ধে জ্ঞাতি বধের নিমিত্ত মাসাশৌচ ধারণ করিয়াছিলেন। অনেক

অতি পণ্ডিত, এই মহাভারতের প্রমাণকে ব্যাখ্যা দ্বারা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু ব্যাস-বাক্য রূপ পর্ব্বত উড়ান তাহাদের শক্তিতে কুলায় নাই।

ভারতের সমস্ত কায়স্থই ক্ষত্রিয়। দাক্ষিণাত্যের "প্রভু" আখ্যাধারী কায়স্থগণ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়, এবং আর্য্যাবর্ত্তের কায়স্থদিগের মধ্যে অনেকেই চন্দ্র বা সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় শাখা হইতে উদ্ভূত হইলেও তাঁহারা সকলেই বৈবাহিক সম্বন্ধ বশতঃ সূর্য্যবংশীয় চিত্রগুপ্ত বংশজ কায়স্থদিগের সহিত মিলিয়া গিয়াছেন। ফলত; ভারতের সকল কায়স্থই একজাতি। কয়েক বৎসরের অবিরাম চেষ্টার ফলে এই বিরাট বিশাল জাতির ছিন্ন বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় গুলি একত্র মিলিত হইয়াছে। সম্রাট্ মিত্রবংশের ভূষণ স্বরূপ রাজর্ষিকল্প শ্রীযুক্তসারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের নাম,এই মিলন কার্য্যের নিমিত্ত বঙ্গীয় কায়স্থেতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে। যাঁহারা স্বচক্ষে কলিকাতার মহা-কায়স্থ-সম্মিলন দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বলিবার কিছুই নাই। টাউন হলের বিরাট সভা, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছদধারী এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী আত্মীয়বর্গের দীর্ঘ বিরহের পর মিলনানন্দ পরস্পরের সহিত পরস্পরের অকপট ও ঐকান্তিক ভ্রাতৃভাব এবং সর্ব্বশেষে শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে সকল কায়স্থের একত্র প্রীতি-ভোজন,—একবার এই সকল দৃশ্যাবলী যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন। বঙ্গীয় কায়স্থদিগের মধ্যে উপনয়ন সংস্কারের প্রভাবই যে এবম্বিধ অপ্রত্যাশিত, অচিন্তিত-[illegible] মুখ্য কারণ,তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? আমরা জানি, কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুস্থানী কায়স্থেরা বাঙ্গালী কায়স্থদিগকে দর্শকরূপেও তাঁহাদের জাতীয় সভায় যোগদান করিবার অনুমতি দেন নাই; আর এখন তাঁহারা ফৈজাবাদে বাঙ্গালী কায়স্থকে নিজ সভার সভাপতি করিলেন, কলিকাতায় আসিয়া আমাদের সহিত ভাত খাইলেন! একি ইন্দ্রজাল? না ইহা ইন্দ্রজাল নহে, বঙ্গীয় কায়স্থ সভার যত্ন ও চেষ্টার ফল, বঙ্গীয় কায়স্থদিগের স্কন্ধে উপবীত দেখিয়া তাঁহারা বুঝিলেন যে, বাঙ্গালী কায়স্থ তাঁহাদেরই আপনার জন; আপনার জনকে চিনিতে পারিলে কে তাহাকে সপ্রেম আলিঙ্গন না দিয়া থাকিতে পারে? [illegible]নই আমাদের এই একতার, এই মিলনের যাদুমন্ত্র ইহাই আমাদের ইন্দ্রজাল। যে একতার প্রভাবে ভারতের মুষ্টিমেয় পারসিক জাতি ধনে মানে বিদ্যায় বাণিজ্যে আজ ভারতবাসীর আদর্শ, সেই একতার প্রভাবে এই বিশাল কায়স্থ সমাজ যাহার জন সংখ্যা পারসিক দিগের অপেক্ষা শতগুণ অধিক,—কতদূর উন্নতি করিতে পারিবেন,—কে তাহার সীমা নির্দ্ধারণ করিতে সাহস করিবে? কে না জানে বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি একতার প্রভাবেই আজ বঙ্গদেশের মধ্যে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর সম্মান লাভ করিতেছেন? আইস আমরাও এই একতার আশ্রয় অবলম্বন করিয়া ধন্য হই।

বর্ত্তমান সময়ে জীবন সংগ্রামের এই বিষম বিপর্দ সঙ্কুল দিনে, একতার কি মহান্ প্রয়োজন, সমাজ রহস্যবিদ্ জ্ঞানী পণ্ডিত বর্গের তাহা অবিদিত নাই "একতার প্রভাবে

তুচ্ছ তৃণ ও মত্ত হস্তীকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে”ইহা ভারতেরই নীতি। এই মহানীতি অবলম্বন করিয়াই আজি য়ুরোপের ও আমেরিকার মহাদেশের লোক কি অসাধ্য সাধনই না করিতেছেন। অধুনা এখন এক সময় উপস্থিত হইয়াছে যে এখন আর আমাদের স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবার উপায় নাই;—যদি উন্নতির পথে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে না পারি, আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই উন্নতির সেই পথটী যোগ্যতর জাতীকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। এবং তাহার অর্থ এই যে আমাদিগকে সেই মুহূর্ত্ত হইতে অধঃপতিত হইতে হইবে, হে সামাজিক সুধীবর্গ! আপনারা কি আমাদের এই দুর্দ্দশা দেখিতে চাহেন? শুধু দেখা নহে আপনার কি অন্যান্য জাতিকে কল্যাণকর এই রাজ মার্গ ছাড়িয়া দিয়া নিজে অশান্তির ও অকল্যানের অন্ধকূপে নিমজ্জিত হইতে বাঞ্ছা করেন? যদি তাহা না চাহেন,—তবে অগ্রসর হউন, একতা অবলম্বন করুন এবং সকলে মিলিয়া ইহলৌকিক পারলৌকিক উভয়বিধ সুখের হেতুভূত দ্বিজোচিত সংস্কার গ্রহণ করুন। শুধু ইহাই একমাত্র পথ, আপনারা নিশ্চিত জানিবেন যে “নান্য পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।”

উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ না করিলে আমরা সামাজিক সম্মানে যে খুব খাটো হইব, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। সাম্যবাদীরা মুখে যাহাই বলুন,—এখন ত কোন সাম্যবাদী ব্রাহ্মণকে পৈতা ছাড়িতে দেখিতে পান না। তাঁহারা গোপনে নানা জাতির সাহচর্য্যে নানাবিধ খাদ্য অখাদ্য খাইতেছেন, অথচ কেবল পৈতার জোরে মুখ মুছিয়া পুনঃ ব্রাহ্মণের অহঙ্কার করিতেছেন। এতদিন কেবল বৈশ্যজাতির মধ্যে কেহ কেহ পৈতা লইয়াছিলেন, কিন্তু এখন বঙ্গের এবং আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য অনেক জাতি পৈতা লইতেছেন। আগুরি পৈতা লইয়াছেন, স্থানে স্থানে বারুই পৈতা লইয়াছেন,—রাজবংশী পৈতা লইয়াছেন, ওদিকে পশ্চিমাঞ্চলে কুর্মি জাতির সম্প্রদায় বিশেষে পৈতা লওয়ার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। যে রূপ গতিক দেখা যাইতেছে, বঙ্গের কৈবর্ত্ত ও সাহা এবং সুবর্ণবণিক জাতিও অচিরে এবং বৈশ্য পরিচয়ে পৈতা লইবেন। আমাদের এমনই সংস্কার যে দু'মাস আগে যাহাকে কাছে বসিতে দিতেও ইচ্ছা হইত না,—আজ তাহার গলদেশে পৈতা দেখিয়া তাহাকে সম্মান করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে। উত্তর বঙ্গে রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার অঞ্চলে অসংখ্য রাজবংশীর গলায় পৈতা দেখিয়া বাঙ্গলার অনেক জাতিই তাহাদিগকে শ্রদ্ধার সহিত দেখিতেছেন। উহাদের জল পর্য্যন্ত অচল, কিন্তু আজি তাহারা পৈতার প্রভাবে ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট মার্জ্জনে অস্বীকৃত। উহারা নাপিতকে উহাদের ভাত খাইবার জন্য জেদ্ করিতেছে। দুই দশ বৎসর পরে উহারা যে নিরুপবীতি জাতি মাত্রেরই ঊর্দ্ধ স্থান গ্রহণ করিবে, তাহা নিশ্চয়ই। এখনই আগুরি বুক ফুলাইয়া কায়স্থকে শূদ্র বলিতেছেন। তিনি “উগ্র” ক্ষত্রিয় বলিয়া উপবীত লইয়াছেন ও দ্বাদশাহ অশৌচ পালন করিতেছেন। কই দেশের ব্রাহ্মণ সমাজ ত এই সকল জাতিকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছেন না। পারিবার কথাও নহে নিম্নাভিমুখ জল এবং স্থির-সংকল্প মনকে কে কবে প্রতিরুদ্ধ করিতে

পারিয়াছে? পাঠক মহাশয়! আপনি বেশ বিবেচনা করিয়া দেখুন অনতিবিলম্বে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ না করিলে সামাজিক সম্মান আমাদের থাকিবে কি না। ঘরে গৃহিণীর অঞ্চল তলে বসিয়া নিজকে বড় দেখিলে চলিবে না,—একবার সমাজের উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে আসিয়া দেখুন, তবে বুঝিতে পারিবেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত

কাশ্মীরের পুরাবৃত্ত।

সুপ্রসিদ্ধ পৌরাণিক গ্রন্থ রাজ তরঙ্গিণীর প্রথম তরঙ্গে লিখিত আছেঃ—

পুরা সতীসরঃ কল্পারম্ভাৎ প্রভৃতি ভূরভূৎ।
কুক্ষৌ হিমাদ্রেরর্ণোভিঃ পূর্ণা মন্বন্তরাণী ষট্॥
অথ বৈবস্বতীয়েস্মিন্ প্রাপ্তে মন্বন্তরে সুরান্।
দ্রুহিণোপেন্দ্র রুদ্রাদীনবতার্য্য প্রজাসৃজা॥
কশ্যপেন তদন্তস্থং ঘাতয়িত্বা জলোদ্ভবম্।
নির্মমে তৎসরো ভূমৌ কাশ্মীরা ইতি মণ্ডলম্॥

পুরাকালে কল্পারম্ভ হইতে ষষ্ঠ মন্বন্তর পর্য্যন্ত এই পৃথিবী হিমালয়ের কুক্ষিস্থিত জলপূর্ণ হ্রদরূপে অবস্থিতি ছিল। অনন্তর বৈবস্বতঃমন্বন্তরে প্রজাপতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র দেবগণ আগমন করিয়া প্রজা সৃজন করিলেন, প্রজাপতি কশ্যপ হ্রদের অন্তঃস্থিত জলচরগণকে বিনাশ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে এই কাশ্মীর মণ্ডল নির্ম্মাণ করিলেন। রাজ-তরঙ্গিণীর এই সমস্ত শ্লোকগুলি মিথ্যা অথবা অসম্ভব বলিয়া অবিশ্বাস করিবার কোনই কারণ নাই। আর্য্যগণ পূর্ব্বাবধি হিমালয় পর্ব্বতবাসী ছিলেন বলিয়াই হিমঋতু অবলম্বন করিয়া বৎসর গণনা করিতেন, হিম শব্দ বৎসর অর্থে প্রয়োগ হইত। ঋগ্বেদের অনেক স্থলেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় যথাঃ—(ক)

"তোকম্ পুষেম তনয়ং শতং হিমাঃ।"
"ঈশানাম্ পিতৃ বিত্তস্য রায়ো বিভূষয় শত হিমানো অস্যাঃ॥"

তৎকালে তাঁহারা যে যথেষ্ট পরিমাণে মাংসভোজী ছিলেন, তাহারও প্রমাণ আছেঃ—

ভূরি কর্ম্মণে বৃষভায় বৃষ্ণে সত্যশুষ্মা বসুন বাযসোমং।
য আদৃত্যা পরিপন্থীব শূরোঽযজ্বনো বিভজন্নেতি বেদঃ॥
ঋগ্বেদ।

(ক) লেখক মহাশয় ঋগ্বেদের যে সকল ঋক্ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা কোন্ সূক্তে কোন্ মণ্ডলে কিছুই উল্লেখ না করায়, অথবা কোনও শ্লোকের ব্যাখ্যা না দেওয়াতে, পাঠকগণ হৃদ্যাবধারণ করিতে পারিবেন না। ১০৮২২ শ্লোকাত্মক সমগ্র ঋগ্বেদ অতি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। ইহা বিবেচনা করিয়া লেখক মহাশয় উপরোক্ত বিবরণে সন্নিবিষ্ট করা উচিত ছিল। সঃ

মেযুর্দেবা অদঃ স্বরবপাদি দিবস্পরি।
মাসোমস্য শং ভুবঃ শুনে ভূম কদাচন বিত্তং
মে অস্য রোদসী।

ঋগ্বেদ।

উষ্ট্রং বাড়বমালভেত তস্য চ মাংসমশ্নীয়াৎ।

যজুর্ব্বেদ। (খ)

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে কল্পা অন্ত যুগে তিন প্রলয়ের পর, পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে বাসান্তিক ক্রান্তি পাত হইলে,যম সহোদর বৈবস্বত মনু হিমালয় পর্ব্বতেই প্রথম রাজত্ব স্থাপন করেন।

ত্রিলোকে কৈলাস পর্ব্বত এবং তন্মধ্যে কাশ্মীর মণ্ডলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান।—

ত্রিলোক্যাং রত্নসূঃ শ্লাঘ্যা তস্যাং ধনপতের্হরিৎ।
তত্র গৌরীগুরু শৈলে যত্রাস্মিন্নপি মণ্ডলম্ ॥

রাজ-তরঙ্গিণী ১ম তরঙ্গ।

প্রকৃত পক্ষেই ভূঃ স্বর্গ কাশ্মীরের ন্যায় রমণীয় স্থান এ জগতে দুর্লভ। স্বয়ং মহেশ্বর নীল ইহার রক্ষাকর্ত্তা। এই স্থানেই অগ্নি, ভূগর্ভ হইতে স্বতঃ প্রজ্জ্বলিত হইয়া শিখা হস্তে হোতৃ-প্রদত্ত হবিঃ গ্রহণ করেন। এই স্থানেই পাপসূদন তীর্থস্থিত উমাপতির মূর্ত্তি স্পর্শ করিলে ভক্তি ও মুক্তি ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই খানেই ভেড় গিরি শিখরে ত্রিতাপ হারিণী গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে। এই কাশ্মীরেই পুণ্য শিখরস্থিত সরোবরে হংসরূপিণী সরস্বতী দেবী বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

যে কাশ্মীরের নন্দি ক্ষেত্রস্থিত হরের আবাসে ব্যোমচারীগণের অনুষ্ঠিত পূজার চন্দন বিন্দু অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে, যাঁহার দর্শনে কালিদাস প্রভৃতি সদ্যঃ কবিত্ব লাভ করিয়াছিলেন; সেই সারদাদেবী যে কাশ্মীরের সারদামঠে মধুমতী নদীতীরে বিরাজিতা; যাহার সমস্ত স্থান তীর্থময় এবং বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত অপূর্ব্ব মন্দির নিচয়ে সুশোভিত; যে স্থান প্রবল শত্রুরও অজেয়, এজন্য অধিবাসিগণের পরলোক ভিন্ন অন্য ভয়ের কারণ নাই; উচ্চবেদ বিদ্যালয়, কুঙ্কুম, দ্রাক্ষা ও তুষ রবারি প্রভৃতি ত্রিদিব দুর্লভ দ্রব্য সকল যে স্থানে অনায়াস-লভ্য; যাহার চতুর্দ্দিকে শৈল প্রাকার যেন নাগগণের রক্ষার্থে, বাহু প্রসারণ করিয়া অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে; উত্তর দিকস্থিত ধনপতি গৌরীগুরু পর্ব্বতের যে স্থানে এই কাশ্মীর মণ্ডল অবস্থিত ত্রিলোক মধ্যে সেই রত্নভূমিই শ্লাঘ্য। যে কাশ্মীর-মণ্ডল জগতের আদিস্থান,—ত্রিলোক পূজ্য প্রাচীনতম আর্য্যজাতির একমাত্র প্রসূতী-গৃহ, ত্রিলোক মধ্যে সেই রত্নভূমি অবশ্যই শ্লাঘ্য তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আজ যে আর্য্য সভ্যতার সৌরভে দিগন্ত আমোদিত, যে আর্য্য সভ্যতার গৌরবে, পৃথিবীর

(খ) ঋগ্বেদের উদ্ধৃত শোকগুলির অন্বয়াদি বোধগম্য না হওয়াতে উহার ছন্দও বর্ণ শুদ্ধি অবধারণে অক্ষম হইলাম। লেখক মহাশয়ের থিওরী যে আর্য্যগণ বৈদিকযুগে মাংস ভোজী ছিলেন, তাহা তাঁহার উদ্ধৃত যজুর্ব্বেদীয় শ্লোকার্দ্ধে দেখা যায় অর্থাৎ উষ্ট্র ও ষণ্ড মাংস তাঁহারা ভোজন করিতেন, কিন্তু ঋগ্বেদের শ্লোক গুলিতে লেখক মহাশয়ের মাংস থিওরী কতদূর প্রমাণ হইতেছে বুঝিলাম না। সঃ

অনেক জাতি এখনও অসভ্যতার আবরণ পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যবংশ সম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া গৌরবান্বিত বোধ করিতেছেন, সেই আর্য্য-সভ্যতার বীজ হিমাচলের এই পুণ্য ভূমিতেই উপ্ত হইয়াছিল। এবং তথা হইতেই ক্রমশঃ ভারতের সমতল ক্ষেত্রে বিস্তারিত হইয়া পরিশেষে দেশ দেশান্তরে নীত হইয়াছিল।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মিঃথরন্টন যথার্থই বলিয়াছেন—"Ere yet the pyramids looked down upon the valley of the Nile, when Greece and Italy, those cradles of European civilisation, nursed only the tenants of the wilderness, India was the seat of wealth and grandeur. অর্থাৎ যখন মিসর দেশের পিরামিড্ নীলনদতীরে নির্ম্মিত হয় নাই, যখন যুরোপীয় সভ্যতার লীলানিকেতন গ্রীস এবং ইটালী বন্য মানবের আবাসস্থলছিল, ভারতবর্ষ তখন সম্পদেও সমৃদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।

জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ রচিত হইবার বহু পূর্ব্বেও আর্য্যজাতির সভ্যতার অস্তিত্ব প্রমাণীকৃত হইয়াছে। তখন তাঁহারা, তাঁহাদিগের তুষার মণ্ডিত আদিবাসস্থানে হিমগিরির চিত্ত-চমৎকারিণী জল-প্রপাত, চঞ্চল-শিখা-নিঃসারিণী তেজোময়ী জ্বালামুখী, প্রখর-রশ্মি-প্রদীপ্ত-নিদাঘকাল ও সুধাময়ী শারদীয়া পূর্ণিমা এবং অসংখ্য তারকা মণ্ডিত তিমিরাবৃত বিশুদ্ধ গগণ মণ্ডল প্রভৃতি নৈসর্গিক বস্তুতে পরিবেষ্টিত থাকিয়া, আচার ব্যবহার ধর্ম্মাদি বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করিতেন। তাহারই ফল আমরা ঋগ্বেদে দেখিতে পাই।

বঙ্গ ভাষার গদ্য সাহিত্য সম্রাট স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় নামক গ্রন্থের উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন "বৈদিক সংহিতায় হিন্দু জাতির মনোবৃত্তি যতদূর বিকসিত ও বহুবিষয় ব্যাপৃত দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নিতান্ত প্রথমাবস্থার লক্ষণ নয়।' তখন তাঁহারা "রাজপদ ও রাজকীয় ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়া রাজ্যশাসন করিতেন, অস্ত্র, বর্ম্ম ও স্বর্ণালঙ্কার নির্ম্মাণ করিয়া ব্যবহার করিতেন এবং গগণ পর্য্যবেক্ষণ ও মাস মলমাসাদির কালাংশ নির্দ্ধারণ এই সমস্ত মহত্তর বিষয়ের পৌনঃ পুনিক উল্লেখ সংহিতা কালীন হিন্দুসমাজের সমধিক উৎকর্ষ সাধন পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।'

বিজ্ঞ ঐতিহাসিক রিজতেভিতস্ মহাশয়ও বলিয়াছেন :—(গ)

But a Comparison with the general course of the evolution of religious beliefs elsewhere, shows that the beliefs reached in the Rigveda are not primitive.

যাহাহউক কৈলাশ পর্ব্বতস্থিত কাশ্মীর মণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া, যে সমস্ত আর্য্যসন্তানগণ আদিম অধিবাসিদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভারতের সমতল ক্ষেত্রাভিমুখে অভিযান করিয়াছিলেন, তাহারাও ক্রমশঃ সমতল ক্ষেত্রের বিভিন্ন স্থানে বাস করিয়া বিভিন্ন

(গ) এই নামীয় কোনও সুপরিচিত ঐতিহাসিক আমরা জানি না। — সঃ।

আচারও পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন মানব ধর্ম্মশাস্ত্রেই তাহার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোক হইতে দ্বাবিংশতি শ্লোক পর্য্যন্ত বিশেষ অনুধাবন পূর্ব্বক পাঠ করিলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। প্রথমে ব্রহ্মাবর্ত্ত, তৎপরে ব্রহ্মর্ষিদেশ, তাহা হইতে মধ্যদেশ এবং সর্ব্বশেষে আর্য্যাবর্ত্ত প্রভৃতি স্থানের যে রূপ আচার ব্যবহার প্রচলিত, তাহাও কথিত হইয়াছে। স্বস্থানচ্যুত হইলেই ক্রমশঃ আচারব্যবহারের পরিবর্ত্তন প্রায় সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রাচীন প্রথা অল্প বিস্তর পরিবর্ত্তিত হয়, প্রাচীন গ্রন্থেরও স্থানে স্থানে সংযোগ ও বিয়োগ সাধিত হইয়া থাকে, এবং প্রাচীন ভাষাও ক্রমশঃ সংস্কৃত হইয়া সহজবোধ্য হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। ভূঃস্বর্গ কাশ্মীর এখনও আমাদিগের সেই প্রাচীনত্বের স্মৃতি-মন্দির এই কাশ্মীর মণ্ডলই কায়স্থ ক্ষত্রিয় গণের আদি নিবাস স্থান। আর্য্যজাতির আদি বাসভূমি। (ঘ)

শ্রীকেদারনাথ ঘোষ বর্ম্মা

(ঘ) এই ভূঃস্বর্গ কাশ্মীরে কায়স্থ রাজ-বংশ দুর্লভ বর্দ্ধন হইতে উৎপলাপীড় পর্য্যন্ত ১৬ জন নৃপতি ২৭০ বৎসর একাধিক্রমে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বিষয় রাজ-তরঙ্গিণীতে বিবৃত আছে। কায়স্থজাতি যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশ তাহা ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে।

সম্পাদক

কবিতাগুচ্ছ।

কায়স্থদশক।১।

ভেঙ্গেদাও ভুল। *

(শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের প্রতি)

প্রভো! ভেঙ্গেদাও ভুল,
যে ক'দিন বেঁচেরব,
তোমাকে আমারি কব,
সকল সময়ে চাব ও চরণমূল।
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভেঙ্গেদাও ভুল ॥১॥

প্রভো! ভেঙ্গেদাও ভুল,
তুমি কায়স্থের পিতা,
তুমি সমাজের নেতা,
কি কাজ খুঁজিয়া তব সৃষ্টিতত্ত্বমূল।
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভেঙ্গেদাও ভুল ॥২॥

প্রভো! ভেঙ্গেদাও ভুল,
আমি পুত্র তুমি পিতা,
আমি প্রার্থী তুমি দাতা,
কায়স্থ দেবতা তুমি অমৃত অতুল।
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভেঙ্গেদাও ভুল ॥৩॥

---

* কায়স্থ কবীশ্রাণী শ্রীমতী মানকুমারী দেবী প্রণীত কাব্যকুসুমাঞ্জলির "ভাঙ্গিওনা ভুল" কবিতার অনুকরণে। সঃ

প্রভো! ভেঙ্গেদাও ভুল,
কায়স্থ জাতির ধরা,
তোমারি ঐশ্বর্য্যে ভরা,
কায়স্থ গৌরব তুমি অনন্ত অতুল।
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভেঙ্গেদাও ভুল ॥৪॥

প্রভো! ভেঙ্গেদাও ভুল,
তোমারি কীর্ত্তির যশে,
চাঁদহাসে রবি হাসে,
চন্দ্রমা সুর্য্যর বংশ ভারতে অতুল।
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভেঙ্গেদাও ভুল ॥৫॥

প্রভো! ভেঙ্গেদাও ভুল,
ঘোষ বসু গুহ মিত্র,
সকলি তোমার চিত্র,
ব্রহ্মপুত্র চিত্রগুপ্ত পবিত্র অমূল।
ভুলে যদি থাকি প্রভো ভেঙ্গেদাও ভুল ॥৬॥

প্রভো! ভেঙ্গেদাও ভুল,
তোমার আশীষ বরে,
থাটি যেন তোমা তরে,
কি দুঃখ? হিংসুক যদি ভাবে চক্ষুঃশূল
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভেঙ্গেদাও ভুল ॥৭॥

প্রভো! ভেঙ্গেদাও ভুল,
ভয় কি সে রোগ শোকে,
ভয় কি অশান্তি ভোগে,
আমার কত্রত্ব যাহা তুমি তার মূল।
ভুলে যদি থাকি প্রভো ভেঙ্গে দাও ভুল ॥৮॥

প্রভো! ভেঙ্গেদাও ভুল,
বুঝিয়া পুরাণ তন্ত্র
পালিয়া তপস্যা মন্ত্র,
ব্রহ্মার শরীরজাত, এই জানিমূল।
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভেঙ্গেদাও ভুল ॥৯॥

ভেঙ্গেদাও ভুল প্রভো! ভেঙ্গেদাও ভুল;
যমের সোদর তুমি,
দেব-ক্ষত্রিয়-ভূমি,
ব্রাহ্মণের পূজ্য তুমি জানিয়াছি স্থূল।
কায়স্থ দ্বাদশ কুল,
সবে হয়ে সমতুল,
বহুক যমুনা গঙ্গা করি কুল-কুল।
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভেঙ্গেদাও ভুল ॥১০॥

সম্পাদক।

সেই আর্য্য।২।

(১)

তোমরা কি হায়, সেই আর্য্যের সন্তান?
যে শিবি দয়ার বশে,
স্বীয় প্রাণ অর্পিছেসে,
তুলিয়াছে এ জগতে কীর্ত্তির নিশান,—
সেই দয়া সেই মতি,
সেই স্নেহ সেই প্রীতি,
হৃদয়ের গুণাবলী মানস মোহন
কোথা তবে, কোথা হায় সে আর্য্য এখন?

(২)

যে জাতিতে দাতাকর্ণ দেব অবতার,
অতিথির প্রীতি তরে,
অর্পি প্রিয় তনয়েরে,
সদানন্দে করিয়াছে অতিথি সৎকার
সে জাতি স্বার্থেতে ভরা,
পরসুখে মর্ম্মেমরা,
নাহি সেই গুণরাশি বিন্দুমাত্র আর।
সে আর্য্য কি প্রাণহীন এতই অসার?

(৩)

তোমরা কি সেই বংশ হৃদয়রঞ্জন?
জন্মি যথা সীতা পতি,
সত্যনিষ্ঠ দাশরথি,
পিতৃআজ্ঞাতরে ত্যজি রাজ সিংহাসন

পাইলা কতই ক্লেশ,
ভ্রমিলা কতই দেশ,
বিসর্জ্জি সে সীতা সতী ভবে অতুলন
করিয়াছে অকাতরে প্রকৃতি রঞ্জন।

(৪)

কোথা এবে ভারতের বীর অগণন
কোথা ভীষ্ম মহারথি,
দ্রোণ গুরু কর্ণরথী,
কোথা ভীমার্জ্জুন আদি শত্রুর শমন,
কোথা চন্দ্রবংশ আজ,
কোথা সূর্য্যবংশ রাজ,
কোথা খ্যাত রথিদল রাজ অগণন
যাঁহাদের তেজবীর্য্যে কাঁপিত ভুবন।
মিছেকথা সে জাতি কি এজাতি কখন
কোথা ইন্দ্রপ্রস্থ আজ,
অভিমানী কুরুরাজ,
কোথা সে বাল্মীকিমুনি ঋষি দ্বৈপায়ণ
কোথা সেই ঋষিবালা,
সুপবিত্রা শকুন্তলা,
সাবিত্রী গান্ধারী সতী কোথায় এখন
মনে হয় সব যেন নিশার স্বপন।

(৬)

তোমরা কি সেই আর্য্য বল একবার,
কোথা সে জনক ঋষি,
কোথা সেই কীর্ত্তিরাশি,
কোথা সেই যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-অবতার।
কোথা সে গৌরাঙ্গ এবে,
শাক্যসিংহ কোথা তবে,
কেন তবে আলাময় শত হাহাকার
অনুদিন কেন বহে দুঃখ অশ্রুধার?

(৭)

ভক্তের আরাধ্য ধন কোথা নারায়ণ
কোথায় সে ব্রজধাম,
সে মুরলী সেই শ্যাম,
কেন তবে চারিভিতে করুণ ক্রন্দন?
ক্ষাত্র ধর্ম্ম উপদেশ,
দিলা যথা সে দীনেশ,
তথা কেন পাপ তাপ দুশ্চিন্তা ভীষণ
আলাময় দুঃখ কেন তথা আমরণ?

(৮)

মনোহর সেই বংশ নাহিক ধরায়
আকাশ-কুসুম প্রায়,
আছে শুধু কল্পনায়,
কোথা হ'তে আসি তারা গিয়াছে কোথায়
নীলিম গগন কোলে,
সুধায়েছি তারাদলে
চারু শশধরে আমি সুধায়েছি,হায়,
দেয়না উত্তর তারা হেসে চলে যায়।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা।

তত্ত্ব।৩।

(মৃত পত্নীর উদ্দেশে)

দিনযায়, দিনআসে মিশিতে অতীতে,
ঝরে পড়ে ফুল যায়,
ফল পরিণাম তার,
সম্মুখেতে যত, তত আরও পশ্চাতে,
নরনারী তাই কিছু গণেনা জগতে।

(২)

প্রেমিক পতঙ্গ বিনা কে চাহে অনলে?
প্রেমিকা ঐ কমলিনী,
সেই হয় পাগলিনী,
প্রচণ্ড তপনদ্যুবে যায় অস্তাচলে।
শুধু কুমুদ সকল,

দুঃখে হয় টলমল,
ডুবিলে বিমলশশী গগনের কোলে,
আর কেহ তার তত্ত্ব রাখেনা ভূতলে।

(৩)

তবতত্ত্ব আর কেহ রাখেনা ধরায়,
গগন প্রাঙ্গণ তলে,
সুদর্শন তারা দলে,
বিরাজে চন্দ্রমা যবে সুধায়েছি তায়,
সন্ধান তোমার কিছু বলেনা আমায়।

(৪)

মৃদুল অনিল যবে কুসুম কাননে,
অলক্ষ্যে কাতর স্বরে,
সুধায়েছি প্রীতিভরে,
বলিল জলদস্বরে গম্ভীর বচনে,
তব তত্ত্ব নাহি কিছু তাহারে সন্ধানে।

(৫)

সুধায়েছি তব তত্ত্ব গিরিপারাবারে,
নীরব নিস্তব্ধ অতি,
জড় বুদ্ধি জড় মতি,
নাহি দেয় সাড়াশব্দ ব্যথিত অন্তরে,
ভাবিনু সে তত্ত্ব আমি পাইব কি ক'রে।

(৬)

কে কবে তোমার তত্ত্ব নশ্বর সংসারে,
মৃত্যুশীল জড় দেহ,
শ্মশান তাহার গৃহ,
অমর জীবন রহে মরণের পর পারে,
তোমার সংবাদ এবে কে দিবে তোমারে।(ক)

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা।

আত্ম-বিলাপ।৪।

অয়ি মাতঃ বীণাপাণি,
নিখিল জ্ঞানের রাণী,
কুজ্ঞান কলুষহরা সুজ্ঞান দায়িনী,
বড় আশা হৃদে ধরে'
আসিয়াছি তব দ্বারে
জুড়াতে বিদগ্ধ প্রাণ জগত জননি! ।১।
বিগত শিক্ষার কলে
মিশিয়া কুসঙ্গী দলে
অবহেলে রাঙ্গা-পদ হয়ে বিস্মরণ!
না লয়ে জ্ঞানের তত্ত্ব
খেলা রসে হয়ে মত্ত
মহা সুখে করিলাম সময় যাপন।২।
নাহি পূজি মা তোমায়
সুখাশায় আমি হায়
বিপথে কুপথে কত করিনু ভ্রমণ
সকলি হল বিফল
না ফলিল কোনো ফল
মরুভূমে বারি যথা বৃথা অন্বেষণ! ৩।
ভাবিনি তখন মনে
পড়িব এমন দিনে
কাঁদিয়া কাঁদিয়া যাবে দিবস যামিনী
করিতে হইবে শেষ
জীবনের অবশেষ
হিন্দুর আগারে যথা বিধবা কামিনী।৪।
এবে এ জগত ময়
ভিখারীর মত হায়
ভ্রমিলাম দ্বারে দ্বারে করিয়া রোদন,

(ক) পত্নীশোকে শোকাচ্ছন্ন কাবর। আপনার পত্নীর প্রেতাত্মার সহিত যদি সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিতে চান, আমাদের এই সংখ্যার "পরলোক-রহস্য" প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। ফলতঃ বন্ধুবর আপনি আত্মমোহে তাঁহার জন্য যে প্রকার শোকাচ্ছন্ন, তিনি কিন্তু ততদূর আপনার জন্য শোক করেন না। সং।

নিষ্ঠুর বধির প্রায়
শুনিল না কেহ হায়
চির-দুঃখী অভাগার মরম বেদন! ।৫।
ঠেকিয়া শিখিনু এবে
তৃণ তুল্য সেই ভবে
তব কৃপা নাহি পারে লভিতে যে জন,
অস্থানে পড়িয়া হায়
বিফলে বহিয়া যায়
অজ্ঞান আচ্ছন্ন তার আঁধার জীবন ! ।৬।
ভেঙ্গেছে ঘুমের ঘোর
টুটেছে মোহের ডোর
অনুতাপানল এবে করিছে দাহন,
সহিতে পারে না আর
দুঃসহ উত্তাপ তার
লক্ষ্য-হারা ভাগ্যহীন তাপিত জীবন ।৭।
তাই মাগো অবশেষে
হীন অতি দীন বেশে
তব পদে আজি পুনঃ লইছে শরণ,
আপন মহত্ব গুণে
কিঞ্চিত আশ্রয় দানে
সন্তপ্ত অন্তরে কর করুণা সিঞ্চন ॥৮॥

শ্রীঅশ্বিনীকুমার বসু-বর্ম্মা

ভুলায়ে রেখনা ।৫।

দয়াময় বিভো! ভুলায়ে রেখনা
সৌভাগ্য সম্পদ মাঝে
তোমারি করুণা যেন থাকে মনে
সকাল বিকাল সাঁঝে ।১।
দাও দাও প্রভো দুঃখ দৈন্য শোক
দুহাত পাতিয়ে লব
এ তোমারি দান ভেবে দিন রাত
নীরবে সকলি সব ।২।
এ জগতে হায় যার যত আছে
বেশী সেই আরো চায়
আশা-জলধির সীমা কোন খানে
খুঁজে কেহ নাহি পায় ।৩।
সুখের মাঝারে থাকিলে কখন
তোমায় মনে না রবে
যত দিবে তুমি দাও দাও বলে
মম মন আরও চাবে ।৪।
ক্ষণিকের সুখে মুগ্ধ করি বিভো!
দিওনা আমাকে ফাঁকি
সুখ পাব আমি যত দিন মন
তোমার চরণে রাখি ।৫।
বলহীন প্রাণে বল দাও মম
দাও দাও বিভো শক্তি
মধুময় নাম ভুলি না তোমার
পদে থাক্ তব ভক্তি ।৬।

শ্রীনির্ম্মলাবালা দেবী
পাইথন ।

দুঃখ-বরণ ।৬।

চূর্ণ করি দাও প্রভো
আমিত্বের অভিমান।
সহিবারে শক্তি দাও
শোক দুঃখ অপমান ॥
আমার এ অহঙ্কার
ভেঙ্গে দাও ভেঙ্গে দাও।
আমারে চরণ স্পর্শে
তোমার করিয়া নাও ॥
তোমার চরণ মধু
যে জন হৃদয়ে রাখে।

সীমাহীন দুঃখরাশি
কেমনে ব্যথিবে তাকে॥
সকল দুঃখের মাঝে
অপার করুণা তব।
এনে দাও প্রাণে মোর
আশা জ্যোতিঃ অভিনব॥
জানি আমি কালমেঘ
বরষিবে জলধার।
দুঃখ মাঝে কত শান্তি
আশীর্ব্বাদ দেবতার॥
শোক দুঃখ ব্যথারাশি
এনে দাও প্রাণে মোর।
ঘুচে যাক্ অহঙ্কার
ভোগ বিলাসিতা ঘোর॥
যেন ওই রাঙ্গাপদে
বিকায়ে রহিতে পাই।
প্রাণভরে সুধামাখা
নামটি জপিতে চাই॥
হোক না এ ভবনদী
ভীষণ তরঙ্গ ময়।
তুমি যার কর্ণধার
তাহার কিসের ভয়॥

শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র
কলিকাতা, ২২নং সীতানাথ রোড।

তুমি কি আমার হবে ? ।৭।

তোমার বন্দন-গীতি তোমার ভাষায়,
গাহিতে হবেগো আজি তোমারি সুতান।
তোমার লহরি ছন্দে নূতন আশায়,
আমার হৃদয়-বীণা ঝঙ্কারিবে গান॥
আত্মা-পাখী মত্ত হবে, সুধায় সুধায়,
পিবে তব নামরূপ সুধা অবিরাম।
একিগো ভক্তির গীতি, প্রণয়েরি ধারা,
ঐ বুঝি বাজে বীণা কিবা প্রাণারাম॥
কত আশা, কত ভাষা, কত ব্যাকুলতা,
নিষ্কাম প্রেমের কত গভীর সাধন
ব্যক্ত করে বীণা। হৃদয়ের আবিলতা
ঘুচাইয়া কর হেথা তোমার আসন।
তুমি প্রভু, আমি দাস, সদা এই ভাবে,
সেবিব তোমায়, তুমি কি আমার হবে ?

শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র

সন্ধ্যা ।৮।

দিনান্তের রক্তরবি পড়িল হেলিয়া
অস্তগিরিশিরে, সন্ধ্যারাণী সুমোহন
ধূসর বসনে ধীরে আইলা নামিয়া,
সীমন্তে সিন্দূর-রাগ গোলক তপন।
হাসিতে অধর হ'তে তরল-কাঞ্চন
ঝরিয়া পড়িল বিশ্বে, তড়াগে তড়াগে,
নদীনীরে, তরুশিরে, শোভিল কানন।
কনক-কিরীট পরি' নব নব রাগে
রঞ্জিয়া শোভিল চূর্ণ-কাদম্বিনী-কূল
সুবর্ণ হীরক মুক্তা শুক্তি পদ্মরাগে,
অসিত কুন্তল যেন শোভিল অতুল।
বনানি কুসুম অর্ঘ্য, নতমুণ্ডে, মাগে
"প্রাণ সঞ্চারিণী সুধা নীহারের কণা।"
স্বর্গ হ'তে এল সন্ধ্যা রত্ন-আভরণা।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সরকার।
সিরাজগঞ্জ।

আগমনী ।৯।

বর্ষপরে মা আমার আসিছে আবার,
তাইত পুলক ভরে,

বহিছয়া ধীরে ধীরে,
করিতেছে অনুদিন সুষমা বিস্তার,
উঠিছে উন্মাদ তান মাধুরী বীণায়।

(২)

তাইত মা, নাহি আর ঘন-গরজন,
প্রস্ফুট চন্দ্রমা বক্ষে,
তারকা স্তবকে শোভে,
নবরাগে শোভে এবে প্রাচীন গগন,
নব অঙ্গরাগে সুন্দ কুমুদ এখন।

(৩)

অতি দূরে দিবাভাগে পুরাতন রবি,
উছলি সৌন্দর্য্যদাম,
তীব্র প্রভা অবিরাম,
শ্যামায়িত করে দূরে নিবিড় অটবী,
নলিনী শোভিছে নীরে কি মোহন ছবি!

(৪)

সুরভি অনল বহি কাশ ফুলদল,
দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে পড়ি,
হইল সন্তাপহারী,
হাসিছে প্রকৃতি যেন পেয়ে নববল,
চকিতে মুছিল সবে শোক অশ্রুজল।

(৫)

অন্নপূর্ণা মা আমার আসিছ আবার,
এস মা এ বঙ্গদেশে,
দুর্ভিক্ষের তপ্ত শ্বাসে,
উঠেছিল চারিদিকে সদা হাহাকার,
হুলুধ্বনি তথা এবে পরিণাম তার।

(৬)

দুঃখহরা মা আমার আসিছে আবার,
গগন ভূতল এবে,
পরিপূর্ণ জয়রবে,
ধরায় এসেছে যেন জ্যোতি অময়ার,
তব আগমনে মাতঃ প্রীতি উপহার।

(৭)

দয়া করি মর্ত্তে যদি আসিলে জননী,
শিখাও কেমনে তবে,
সত্যের চরণে সবে,
দিবে উপহার মাগো পতিত-পাবনী,
নিষ্কাম হইবে ত্যজি কাঞ্চন-কামিনী।

(৮)

তোমার চরণে মম এই নিবেদন,
একটী বরষ ধ'রে,
নররক্তে বসুধারে,
করিতেছে কলঙ্কিত খৃষ্টান সুজন,
বহাও সে ক্ষুব্ধ বক্ষে শান্তি প্রস্রবণ।

(৯)

এস তবে মা আমার বসুধা-পালিনি,
জালিয়া ধর্ম্মের বাতি,
দূর কর যম-ভীতি,
ষড়রিপু নাশি রক্ষ, জগত-তারিণি,
অধম সন্তান সবে বিশ্ব-প্রসবিনি!

(১০)

বর্ষপরে মা আমার আসিছ আবার,
অবোধ সন্তান প্রতি,
মার নাকি স্নেহ অতি,
তাইকি মা সকলের আনন্দ অপার?
হতাশ পরাণে তাই আশার সঞ্চার?

(১১)

এস মা দুঃখার্ত্ত দেশে দুর্গতি-নাশিনি,
কহ কোন্ মন্ত্র বলে,
পাপীর হৃদয় গলে,
মৃতজনে ঢেলে দে মা সুধা-সঞ্জীবনী,
অন্ধজনে চক্ষুদান কর গো জননি।

(১২)
প্রতি প্রাণে হইতেছে সুখের সঞ্চার,
আমার অন্তরে কেন,
জ্বলিবে অনল হেন,
আমি কি পাবনা দেবি, করুণা তোমার ?

কুপুত্র যদ্যপি হয়,
কুমাতা কখন নয়,
তবে কেন আমি মাতঃ হীন অন্তঃসার,
কৃপাসিন্ধো, কৃপাবারি পাবনাকি আর ?

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা।

ইংরেজের আমলে কায়স্থের মান।

কায়স্থজাতি বলিয়া যাঁহারা বঙ্গে এবং বঙ্গের বাহিরে ভারতের অন্যত্র পরিচিত, তাঁহাদের সামাজিক মর্য্যাদা ও পদগৌরব কাহাকেও চক্ষে অঙ্গুলীদিয়া দেখাইতে হইবেনা। হিন্দু রাজত্বেও মুসলমান রাজত্বে তাঁহাদের কিরূপ সামাজিক উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল, তাহা আজ উল্লেখ করা হইবে না। হিন্দু বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময়ে কিরূপে পরাক্রান্ত কায়স্থজাতি ব্রাহ্মণদিগের সহায়তা করিয়া, সমাজে আদর্শ দেখাইতে যাইয়া দাস সেবকাদি বিনয় ভূষণ কণ্ঠে গ্রহণ করিয়া প্রতিদানে শূদ্র আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন, তাহারও আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। কিরূপে পরমার্থ-তত্ত্ব-বর্জ্জিত, বেদ বিত্তাহীন, তান্ত্রিক ব্রাহ্মণগণ বঙ্গে বিষয়াসক্ত হইয়া, সমাজ সংস্কারে তাঁহাদের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ কায়স্থ জাতির প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া, সমাজ পতির স্থান গ্রহণ করতঃ পূর্ব্বকৃত উপকার ও কৃতজ্ঞতা বিস্মৃত হইয়া অহংকার ও বৃথাভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া, স্বার্থচিন্তায় অন্ধ হইয়া, সমাজ হিতৈষণায় জলাঞ্জলি দিয়া চিরানুগত নিত্য সহচর ধর্ম্মবন্ধু, কর্ম্মবন্ধু, ব্রাহ্মণ-প্রতিপালক, সমাজ-সেবক কায়স্থ জাতির শিরে শূদ্রত্বের কলঙ্ক মুকুট পরিধান করাইয়া তাঁহাদিগকে যথার্থই ক্ষুদ্রভাবাপন্ন করিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন, এই সকল অপ্রিয় কথার পুনরুক্তি করিয়াও এই প্রবন্ধের উপযোগিতা নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। ইংরাজ রাজের শক্তিশালী সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইলে পর কায়স্থজাতি তাঁহাদের স্বাভাবিক জ্ঞান, বুদ্ধি, কর্ম্মিষ্ঠতা, প্রতিভা ও মস্তিষ্কশক্তির বলে প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য্য হইয়া সমাজে কিরূপে উন্নতিলাভ করিয়া গুণ কর্ম্মবিভাগে ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিয়াছেন তাহাই আজ সাধারণ ভাবে আলোচ্য।

১৭৬৫ সনে সম্রাট্ সাহ আলমের সনন্দ বলে ইংরেজ কোম্পানী বঙ্গের দেওয়ানী লাভ করিলে তাঁহাদের প্রথম ও প্রধান কর্ম্মচারী ও প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছিলেন কায়স্থ রাজা সীতাব রায়। ইনি পাটনার ডেপুটী ও নবাব

নাজিমের কার্য্য করিতেন। ১৭৬৫—১৭৭২ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার ও বিহার দেশে নবাব রেজা খাঁ ও রাজা সীতাব রায় একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কায়স্থ-সমাজের প্রতিনিধি রাজা সীতাব রায়,কোম্পানীর এবং নবাব নাজিমের ও প্রতিনিধি ছিলেন।' পূর্ব্ব হইতেই শাসন কার্য্যে কায়স্থ-জাতির দক্ষতার পরিচয় পাইয়া মুসলমান বাদসাহেরা তাঁহাদিগকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করিতেন, ডেপুটী নবাবের ন্যায় উচ্চতম পদ দেশীয়ের ভাগ্যে বোধহয় সীতাব রায় হইতেই শেষ হইয়াছিল। পাইক পাড়ার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নাম বাঙ্গালী পাঠক কখন ও ভুলিতে পারিবেন না।

পশ্চিম বঙ্গের সমাজপতি শোভাবাজারের কায়স্থ রাজবংশ কোম্পানীর কৃপায় কিরূপ যশস্বী ও সম্মানিত হইয়াছেন তাহা সকলেই বিদিত আছেন। রাজা নবকৃষ্ণের পর ও ঐ বংশে বহুব্যক্তি ক্ষমতাবলে রাজসম্মান লাভ করিয়াছেন। ষ্ট্যাটুটারী সিবিলিয়ান রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ কিছুদিন ফরিদপুরে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের ও কৃষ্ণনগরে জজের পদে আসীন ছিলেন। মিঃ চমণকৃষ্ণ দেব প্রভৃতিও এই বংশের লোক। রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ও রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর যে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন তাহা ভারতের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল না।

কলিকাতা হাইকোর্টের সর্ব্বপ্রথম দেশীয় প্রধান বিচারপতি (Chief Justice) স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র, তাহার পর স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ এই উচ্চস্থান লাভ করেন, বঙ্গের ব্রাহ্মণাদি অন্য কোনও জাতি এই সম্মান প্রাপ্ত হন নাই। মহাত্মা দ্বারকানাথ মিত্র জজিয়তি করিয়া যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত কাহারও ভাগ্যে তাহা সুলভ হয় নাই। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র হাইকোর্টের জজিয়তী করিয়া যে রূপ স্বাধীনতার ও বিচার বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন তাহার উপমার স্থল বিরল।

বিহারের প্রস্তাবিত হাইকোর্টের সর্ব্বপ্রথম হিন্দু জজ মনোনীত হইয়াছেন, কায়স্থ রায় বাহাদুর গঙ্গাপ্রসাদ। বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম দেশীয় দিগের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনার হইয়া ছিলেন, মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্ত। ইনি গায়কোবাড়ের দেওয়ান হইয়া রাজকার্য্যে কায়স্থ মস্তিষ্কের অসাধারণ শক্তি ও উপযোগীতা সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। ইনি শ্বেতকায় হইলে বঙ্গের শাসন কর্ত্তার পদে উন্নীত হইতেন। মহাত্মা কালিকাদাস দত্ত কুচবিহার রাজার দেওয়ানী কার্য্যে বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ষ্ট্যাটুট্যারী সিবিলিয়ানগণের মধ্যে কবি বরদাচরণ মিত্র, রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ও নন্দকৃষ্ণ বসুর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চিকিৎসা শাস্ত্রে সর্ব্বপ্রথম যশস্বী ডাক্তার ছিলেন জগবন্ধু বসু ও ভগবচ্চন্দ্র রুদ্র। উভয়েই কায়স্থ; বর্ত্তমানে ডাক্তার নীলরতন সরকার, ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী চিকিৎসা শাস্ত্রে কলিকাতায় দুইজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহারথী। সিবিল সারর্জ্জন করনেল বিঃ, কেঃ, বসু ও বিঃ,ডিঃ, বসুর কথা এখন ও বাঙ্গালীর স্মরণ আছে; কর্ণেল এমঃ, পিঃ, সিংহ এখন কুমল্লায় সিবিল সারর্জ্জন্।

এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় কোনও ব্রাহ্মণ কি বৈদ্য ইহাদের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারেন নাই। দেওয়ান বাহাদুর ডাক্তার হীরালাল বসু সম্রাটের নিকট রাজ সম্মানের অধিকারী হইয়া এখন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক। রায় চুণিলাল বসু বাহাদুর এইরূপ গভর্মেণ্টের রাসায়নিক পরীক্ষক। পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে বঙ্গীয় কায়স্থজাতি ব্রাহ্মণের কত উচ্চে অবস্থিত তাহা পাঠকগণ দেখিবেন।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী কায়স্থ ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম অবৈতনিক ভাইস-চেয়ারম্যান ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র। ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় শিক্ষা বিভাগের চন্দ্র সূর্য্য, ইহারা সমগ্র সভ্য জগতের সম্মান ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া দেশবাসীকে ধন্য করিয়াছেন। রায়সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ সর্ব্ব প্রথমে শিক্ষাবিভাগের সহকারী ডিরেক্টার হইয়াছিলেন। কায়স্থ রায় বাহাদুর ভগবতী সহায় বিহার প্রদেশের সর্ব্বপ্রথম স্কুলসমূহের দেশীয় ইনস্পেক্টর ছিলেন। বাঙ্গলা গভর্মেণ্টের অনুবাদ বিভাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যশস্বী কর্ম্মচারী ছিলেন, চন্দ্রনাথ বসু। ইংরাজীর অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার ও লালবিহারীদের নাম বাঙ্গালীর চিরকাল মনে থাকিবে। বহু ভাষাবিৎ হরিনাথদেবের ন্যায় দ্বিতীয় একটী পণ্ডিত ভূভারতে ব্রাহ্মণাদি জাতিরমধ্যে কখনও জন্ম গ্রহণ করেন নাই। অত্রাবস্থায় শিক্ষা বিভাগে ব্রাহ্মণের দর্প যে তাঁহারা কায়স্থ অপেক্ষায় উচ্চজাতি ইহা প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথম এম, এ (১৮৬১) ইতিহাসে,চন্দ্রনারায়ণ সিংহ ও মহেন্দ্র লাল মিত্র; দর্শনে, জয়গোবিন্দ সোম এবং বিজ্ঞানে প্রসন্নচন্দ্র রায়। ইংরাজী শিক্ষায় ইংলণ্ড ও ভারতের প্রথম যশস্বী ছাত্র ডাক্তার পি, কে, রায়। প্রথম র‍্যাংলার আনন্দমোহন বসু ডি, এল, ইহার নাম ও যশ জগৎ-প্রসিদ্ধ।

শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র, নন্দকৃষ্ণ বসু, অবিনাশচন্দ্র বসু, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, যদুনাথ সরকার, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি শিক্ষায় বাঙ্গালী শক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। ইহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাহ্মণাদি সমাজে বিরল। সরকারী এডভোকেট শ্রীযুক্ত বি,সি,মিত্র,ইনি স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের উপযুক্ত পুত্র; বড়লাট সাহেবের মন্ত্রী সভায় সর্ব্বপ্রথম ভারতবাসী সভ্য স্যার সত্যপ্রসন্ন সিংহ, ইনি বীরভূমের রায়পুরের কায়স্থ-কুল-তিলক। ব্যবহারাজীব মনোমোহন ঘোষ এবং তাঁহার কনিষ্ঠ বাগ্মী লালমোহন ঘোষ সরকারী কর্ম্ম না করিয়াও লোকমান্য হইয়াছিলেন। দানবীর ব্যবহারাজীব স্যার তারকচন্দ্র পালিত, ও ডাক্তার স্যার রাসবিহারী ঘোষ এখন ক্ষণজন্মা পুরুষ বলিয়া ভারতের সর্ব্বত্র বিদিত হইয়াছেন। মনু বলিয়াছেন—"দানমেকং কলৌযুগে" অর্থাৎ একমাত্র দান দ্বারা কলিযুগে শ্রেষ্ঠতা অবধারিত হইবে। উক্ত দানবীর মহাশয়দ্বয় মধ্যে একজন ১৪শ লক্ষ ও অপর মহাত্মা ১২শ লক্ষ টাকা শিক্ষাবিভাগে দান করিয়াছেন।

এই অতুচ্চ মহাসম্মানিত বিরাট জাতিকে "শূদ্র শূদ্র" বলা একটা অবজ্ঞ বাতুলতা ভিন্ন ব্রাহ্মণদের আর কি হইতে পারে।

বঙ্গের লাট সাহেবের জেনেরেল সেক্রেটারী মিঃ কে, সি, দেব, উপবীতধারী কায়স্থ, তিনি অনেকদিন ফরিদপুর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। পূর্ণচন্দ্র মিত্র ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও ছোটলাটের অণ্ডার সেক্রেটারী ছিলেন। ফরিদপুরের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট্ সিভিলিয়ান মিঃ বি, দেও কায়স্থ। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ কলিকাতার রেজিষ্ট্রারের কার্য্যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতা স্মল কজ কোর্টের দেশীয় জজ কবি রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুর স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের উপযুক্ত পুত্র। ৺রায় যোগীন্দ্রনাথ মিত্রবাহাদুর, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বিশ্বাস (এখন অবসরপ্রাপ্ত), রায় সাহেব নন্দকৃষ্ণ বসুবর্ম্মা, নগেন্দ্রচন্দ্র বসুবর্ম্মা প্রভৃতি কায়স্থগণ পুলিস বিভাগে উচ্চ উচ্চ পদ লাভ করিয়াছেন। পূর্ত্ত বিভাগে বহু কায়স্থ এক্‌জিকিউটীভ ও ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ারের পদ লাভ করিয়াছেন।

মহাত্মা অক্ষয়চন্দ্র দত্ত বাঙ্গলা সাহিত্যের বর্ত্তমান গদ্য রচনার ভিত্তি স্থাপন করিয়া বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্য-সম্রাট উপাধি লাভ করিয়াছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে মেঘনাদবধ রচনা করিয়া কবি মধুসূদন বাঙ্গালা ভাষাকে যে সেবা করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। ৺ রাজনারায়ণ বসু ৺ রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, কবীন্দ্র গোবিন্দচন্দ্র দাস, ৺ রমণীমোহন মিত্র, ৺ চন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, ৺ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, ৺ রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর, ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহ, ৺ গিরিশচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, রায়সাহেব বিহারীলাল সরকার, ৺রামদাস সেন, ৺ কৈলাসচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, ৺শিশিরকুমার ঘোষ, ডাক্তার ৺রাজেন্দ্র লাল মিত্র, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীযুক্ত জলধর সেন, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রতিধ্বনির মৃণালিনী, কায়স্থ কবীন্দ্রাণী শ্রীমতী মানকুমারী দেবী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, তরু দত্ত, ৺ কবি আনন্দচন্দ্র মিত্র, ৺ আর, সি, দত্ত, শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-মোহন সিংহ, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার, ৺বিহারীলাল গুহ, শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত ভারতীভূষণ, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত অশ্বিনী-কুমার দত্ত, মন্মথনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত, শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ বসু, শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সরকার প্রভৃতি কায়স্থ বংশীয় মনস্বিগণ সাহিত্য-সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছেন। কায়স্থপত্রিকা ও আর্য্য-কায়স্থ পত্রিকার লেখকগণের নাম কায়স্থ পাঠকদিগের নিকট বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কায়স্থ সমাজসেবক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু, ৺শশীভূষণ নন্দী, ৺উপেন্দ্রনাথ মিত্র ভক্তিতীর্থ প্রভৃতিও খ্যাতনামা লেখক ও বক্তা।

বান্ধব, দেশম, নব্যভারত, কায়স্থ-পত্রিকা, আর্য্য-কায়স্থ-পত্রিকা, সময়, সঞ্জীবনী, অমৃত-বাজার, আনন্দ বাজার, বঙ্গবাসী, হিন্দু-পেট্রিয়ট (বর্ত্তমান), আর্য্যাবর্ত্ত, বিজয়া, প্রভৃতি সাময়িক সাহিত্য ও সংবাদপত্র কায়স্থ স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক দ্বারা পরিচালিত। বেঙ্গলীর ৺ টি, পি, মিত্র, রিপণ কলেজের অমৃত বাবু, মেট্রপলিট্যানের বৈদ্যনাথ বসু, সেণ্ট্রাল কলেজের খুদীরাম বাবু বঙ্গবাসী কলেজের গিরিশ বাবু, ব্রজমোহনের অশ্বিনী বাবু, কুমিল্লা কলেজের সত্যেন্দ্র বাবু, ময়মনসিং কলেজের যজ্ঞেশ্বর বাবু, সিটিকলেজের আনন্দমোহন বাবু, ইঁহারা সকলেই উচ্চ কায়স্থ বংশসম্ভূত।

কায়স্থ লেফটেন্যাণ্ট সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস প্রশান্ত মহাসাগরের অপর পারে সামরিক বিভাগে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা বাঙ্গালীর ইতিহাসে চিরকাল উজ্জ্বল থাকিবে। বর্ত্তমান মহাসমরে এম্বুলেন্স কোর গঠন করিতে সর্ব্বপ্রথম উদ্যোগী কায়স্থ মহাবীর ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। অনেক কায়স্থ যুবক এম্বুলেন্স কোরভুক্ত হইয়া সমরক্ষেত্রে, কেহ কেহ বা বিলাতে সৈনিক বিভাগেও কায়স্থ জাতির ক্ষত্রবীরত্ব প্রদর্শন করিয়া প্রকৃতপক্ষে গুণকর্ম্ম বিভাগে কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় তাহা হীরকাক্ষরে উজ্জ্বলীকৃত করিতেছেন।

স্বামি বিবেকানন্দ বর্ত্তমান অর্ব্বাচীনযুগে ধর্ম্মপ্রচারক মণ্ডলীর অগ্রণী। তাঁহার আকর্ষণে তাঁহার চরিত্রে, তাঁহার তেজস্বীতায়, তাঁহার জ্ঞানে ও প্রেমে মুগ্ধ হইয়া বহু আমেরিকা দেশীয় সাহেব এবং বিবি গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন। ইনি আকুমারিকা হিমাচল শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত বৈদান্তিক ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছিলেন। ইঁহার ন্যায় ধর্ম্মপ্রচারক বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ সমাজেও নাই। রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ৺ রামগোপাল ঘোষ, ৺ মনোমোহন ঘোষ, বক্তা লালমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু গুহ, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি সকলেই অদ্বিতীয় কায়স্থ।

এটর্ণি ৺ শ্রীনাথ দাস, ৺ গণেশচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র, শ্রীযুক্ত নিমাইচন্দ্র বসু শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি সকলেই ক্ষণজন্মা কায়স্থ। রেল বিভাগে শ্রীযুক্ত সাতকড়ি ঘোষ ও তাঁহার পিতা যেরূপ যোগ্যতা দেখাইয়াছেন সে প্রকার আর কেহ আজ পর্য্যন্ত দেখাইতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

বহু যুগযুগান্তর ধরিয়া মসীজীবী ও অসিজীবী ক্ষত্রিয়শাখা কায়স্থজাতির মনে ও দেহে যে শক্তি সঞ্চিত হইয়া আসিয়াছে তাহার ফলে নূতনক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বীতার সময়ে জয়লাভ করিয়া কায়স্থ জাতি ইংরাজী আমলেও সকলবিভাগের শিখর দেশে আরোহণ করিতে পারিয়াছেন। মনীষা সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, বঙ্গে সমাজপতির পদে অনধিকারে প্রবেশ করিয়া, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কায়স্থের সমকক্ষ হইতে পারিয়াছেন। ফলতঃ বঙ্গীয় সমাজের ঈশ্বরত্ব কায়স্থেরই ন্যায্যপ্রাপ্য। গুণকর্ম্ম বিভাগে তাঁহারা শনৈঃ শনৈঃ উক্ত অধিকার গ্রহণ করিতেছেন। বঙ্গীয়

বহুবিদ্যা সম্পন্ন আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ী বৈদ্যও পূর্ব্ববঙ্গে কায়স্থের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া শোণিত শুক্রের আদান প্রদান করিয়া এদেশে রাজকার্য্যে ও রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রে কায়স্থের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছেন। বঙ্গের বাহিরে ভারতের অন্যত্র বৈদ্যজাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। সাধারণ শিক্ষার বহুল প্রচার হইয়াছে পর এখন নমঃশূদ্রজাতি হইতে অন্যান্য জাতির শিক্ষিত লোকেরাও কার্য্যক্ষেত্রে কায়স্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্যের সমুখীন হইতেছেন, ভবিষ্যতে আরও অধিক হইবেন। এ সমস্ত শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই, কালক্রমে হয় ত শক্তি ও প্রতিভা এদেশে কোন জাতিবিশেষে আবদ্ধ থাকিবে না, সমস্ত বাঙ্গালী জাতির মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। কিন্তু ইংরাজী আমলের প্রথম আলোক, উদ্যোগ ও যোগ্যতার হিসাবে মানসিক শক্তিদ্বারা হিন্দুসমাজে কায়স্থ-জাতির অতীত স্থান নির্ণয় করিতে হইলে, বুদ্ধিমান, নিরপেক্ষ, স্বাধীনচেতা বিচারক অবশ্যই বলিবেন উহা রাজসিক যোগ্যতায় প্রথম এবং মানসিক যোগ্যতায় হয়ত দ্বিতীয়। (ক)

শ্রীরসিকলাল রায়।

(ক) আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায় মহাশয় সাহিত্যিক আসনে শনৈঃ শনৈঃ উচ্চস্থান অধিকার করিতেছেন। তাঁহার এই প্রবন্ধটী আমরা সাদরে গ্রহণ করিলাম। যে সকল শক্তিশালী কায়স্থ মহাত্মাগণের নাম এই প্রবন্ধে নাই তাঁহারা আমাদিগকে ও লেখক মহাশয়কে ক্ষমা করিবেন। ইহাতে কায়স্থ মহাত্মাদিগের পূর্ণ তালিকা (Exhaustive List) দেওয়া গেল না। লেখক মহাশয় বঙ্গের বাহিরে যান নাই, ইহা পাঠক মহাশয় মনে রাখিবেন। বিহারে ২১ নাম দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু উৎকল, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, মধ্যে ভারত ও দাক্ষিণাত্যের কোনও কায়স্থ মহাত্মার নাম লিখিত হয় নাই। আমরা আশাকরি বীর পূজক কোনও ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য মহাত্মা তাহাদের স্বীয় স্বীয় মহাত্মাগণের নাম এই প্রবন্ধের লিখিত মতে সুসজ্জিত করিলে আমরা ধন্যবাদের সহিত উহা গ্রহণ করিব। সংস্কৃত কলেজের প্রথম শাস্ত্রী ও হিন্দু আইনের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ৺ গোলাপ চন্দ্র শাস্ত্রী, সিবিলিয়ান মিঃ গুরুসদয় দত্ত, কবি শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী, বহু ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণেতা কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ, লেখক শ্রী হরিদাস পালিত, ইহাদের নাম লেখক মহাশয় ভ্রমক্রমে মূল ;প্রবন্ধে ভুক্ত করেন নাই।

হিতোপদেশ কারক লিখিয়াছেন—

সদসি বাক্‌পটুতা যুধিবিক্রমঃ
যশসিচাভিরুচির্ব্যসনংশ্রুতৌ
প্রকৃতিসিদ্ধমিদংহি মহাত্মনাম্।

বঙ্গের এই সমস্ত মহাত্মাদের নামই আমরা চাই।

সম্পাদক।

পরলোক বিজয়।
(Conquest of the Unknown)

স্বর্গস্থ প্রেতাত্মাদিগের সহিত পৃথিবীস্থ আমাদের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ে বহু বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পৃথিবীর নানাস্থান হইতে শ্রীভগবানের কৃপায় আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। তথাপি পরোলোক সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা সকলের মনে উপস্থিত হইতেছে না। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়! যেমন জন্ম হইলে মরণ, তেমনই মরণ হইলেই জন্ম। অথবা ইহলোক থাকিলে যেমন পরোলোক, পরলোক থাকিলেও তেমনি ইহলোক। কুরুক্ষেত্র সমরের প্রারম্ভে রাজ্যলোভের জন্ত আত্মীয়স্বজনাদিকে বধ করা নিতান্ত পাপজনক মনে করিয়া অর্জ্জুন যৎকালে যুদ্ধে বিমুখ হন তখন শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন যে,—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবোনাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
গীতা ২য় অঃ ১৬।

অর্থাৎ অনিত্য পদার্থের অস্তিত্ব কখন থাকে না, এবং নিত্য পদার্থের অস্তিত্বের অভাবও কখন হয় না। পৃথিবীর আদি হইতে অদ্য পর্য্যন্ত পরলোক সম্বন্ধে একটি দৃঢ় ধারণা লোকর হৃদয়ে বিদ্যমান রহিয়াছে। আদো পরলোক যদি না থাকিত তবে ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটী ধারণা কখন থাকিত না। তাই প্রাচীন রোমক সদস্ত (Roman Senator) কেটো, প্লেটোর পরলোক সম্বন্ধীয় যুক্তিবাদ পাঠান্তে উত্তেজিত স্বরে বলিয়াছিলেন "Plato! thou reasonest well, or whence this longing, this yearning, after eternity" অর্থাৎ হে প্লেটো! তোমার যুক্তি সঙ্গত নতুবা পরলোক সম্বন্ধে মানুষের এই আকাঙ্খা কোথা হইতে আসিল? হিন্দুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ গীতায় "যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা" অনেক স্থলে পরলোক সম্বন্ধে উল্লেখ রহিয়াছে। মায়ামোহে সমাচ্ছন্ন অজ্ঞানিমানুষ আত্মার গতিবিধি দেখিতে পায় না। কিন্তু জ্ঞানিগণ তাহা দর্শন করেন। তথাহি গীতা

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥ ১০
১৫অঃ।

অর্থাৎ অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ দেহান্তরগামী ও দেহে অবস্থিত ও ভোক্তাগুণযুক্ত জীবাত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারে না কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিগণ উপলব্ধি করেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে এ যাবৎ অনেক জ্ঞানচক্ষু সম্পন্ন মহাত্মাগণ পরলোক দর্শন করিয়াছেন। তথাকার আত্মাদের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিয়াছেন। পরলোক সম্বন্ধে জ্ঞান একটী গুহ্য আধ্যাত্মিক রহস্য। হিন্দুজাতি অবিচলিত চিত্তে তাহা বিশ্বাস করেন। কিন্তু জড়োপাসক পাশ্চাত্যগণ ইহাতে বিশ্বাস করিতেন না। অধুনা তাঁহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিকগণ এবং বিদুষী মহিলাগণের পরলোক সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা হইয়াছে। তাঁহারা প্লানচেট্ (Planchette) এবং বংশী

(Trumpet) দ্বারা ভূতাত্মাদিগকে মধ্যস্থ (Medium) যোগে পৃথিবীতে আনয়ন করিয়া তাহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। আবির্ভূত জীবাত্মা মধ্যস্থের হস্তদ্বারা সঞ্চালিত প্লানচেট্ কিম্বা মধ্যস্থের সাহায্য ভিন্ন স্বাধীনভাবে বংশী বাদন করিয়া তাঁহাদিগের মনের ভাব প্রকাশ করেন। প্লানচেটে যে পেন্‌সীলটী সংলগ্ন থাকে তদ্দ্বারা প্রেতাত্মা একখানি কাগজের উপর প্রশ্নের উত্তরাদি লিখিয়াদেন। এই প্লানচেট্ অনেকেই দেখিয়াছেন, ইহা অচেতন মধ্যস্থদ্বারা চালিত হয়। কিন্তু বংশীটি এ দেশে অনেকেই বোধ হয় দেখেন নাই। উহা টিন্ নির্ম্মিত, ৩০ ইঞ্চি লম্বা। মুখের দিক হইতে পশ্চাৎভাগ ক্রমে মোটা প্রেতাত্মা ইহা নিজে তুলিয়া লইয়া উহা দ্বারা কথোপকথন করেন। ইহার বিশেষ গুণ এই যে, ইহার সাহায্যে মৃদু শব্দ উচ্চ-শব্দে পরিণত হয়। এইজন্য উহা আত্মিক বৈঠকে (Spiritual seances) আজকাল প্রচুর ব্যবহার হইতেছে। মধ্যস্থ দ্বিবিধ, অচেতন ও সচেতন, মিঃ ষ্টেডের (W. T. Stead) মধ্যস্থা জুলিয়া অচেতন হইতেন ও তাঁহার করধৃত প্লানচেটে সকল প্রশ্নের উত্তর লিখিত হইত। পক্ষান্তরে মিসেস্ এটা রিয়েট্ (Mrs Etta Wriedt) সচেতন অবস্থায় উপবিষ্ট থাকিয়া সকলের সহিত কথোপকথন করিতেন। প্রেতাত্মাগণের উপর তাঁহার যে আধ্যাত্মিক আধিপত্য ছিল, তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি যতক্ষণ বৈঠকে উপস্থিত থাকিতেন প্রেতাত্মাগণও তথায় উপস্থিত থাকিতেন, কিন্তু তিনি অন্যত্র চলিয়াগেলে আর কোন কার্য্যই হইত না। বর্ত্তমান যুগে উল্লিখিত ষ্টেট সাহেব, তাঁহার যুবতী কন্যা মিস্ ষ্টেল, অধ্যাপক স্যার উইলিয়ম ক্রক্, সার্ভিয়া দেশবাসী কাউণ্টমিয়াটোভিচ, স্যার অলিভার লজ, ডাক্তার পীবলস্, স্যার টারনার, ডাক্তার ওয়েলেস ইত্যাদি বহু মনীষিগণের গবেষনার ফলে পরলোকতত্ত্ব সন্দেহের সীমা অতিক্রম করিয়া সত্যের অবিনাশীত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের দেশে থিয়সোফিষ্ট শ্রীমতী আনি বিশান্ত মহোদয়া প্রমুখ অনেকেই এই বিষয়ে বিশ্বাস করেন। আমাদের কলিকাতায় অমৃতবাজারের ঘোষ পরিবার এই তত্ত্বের একনিষ্ঠ উপাসক, তাঁহাদের আধ্যাত্মিক তত্ত্বোধিনী (Spiritual magazine) ইহার জন্য প্রাণপাত করিতেছেন। বিগত জুন মাসের লণ্ডন ম্যাগজিন হইতে আমরা নিম্নলিখিত বিশেষ ভাবে প্রমাণিত ঘটনা গুলি উদ্ধৃত করিলাম। নিতান্ত অবিশ্বাসী সন্দিগ্ধচেতা ব্যক্তিগণও এই সকল ঘটনা অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না। কারণ পাশ্চাত্য জগতের কতিপয় বিদ্বান, জ্ঞানী এবং সত্যসন্ধ মহাত্মাগণ ইহাদেরপ্রত্যক্ষ দর্শী।

(ক) উল্লিখিত মিঃ ষ্টেড্ মহোদয়ের উইম্বলডন গৃহে, ১৬ই মে ১৯১২, উক্ত এটা রিয়েট মধ্যস্থা উপস্থিত ছিলেন। কাউণ্ট মিয়াটোভিচ্ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। এবং তিনিই লিখিতেছেন—"আমরা সকলে বৈঠকে উপস্থিত হইলে মধ্যস্থা রিয়েট্ আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন অদ্য ২।১টী আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিবেন, প্রেতাত্মার বাক্য শুনিবেন

এবং তাহার সূক্ষ্ম দেহ (Astral Body) দর্শন করিতে পারিবেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি বলিলেন দেখুন আপনার সুপরিচিত একটী যুবতীর প্রেতাত্মা অত্র উপস্থিত হইয়াছেন। ঐ দেখুন, কিন্তু আমি মূর্ত্তি দেখিতে পারিলাম না। সূর্য্যকিরণে আলোকিত একখণ্ড কুয়াসার মত সম্মুখে দেখিলাম। মধ্যস্থা বলিলেন শুনুন তিনি কথা বলিতেছেন তাহার মৃদু শব্দ আমি শুনিতে পাইলাম। বলিলেন যে আমার নাম ছিল "এডামেয়েল" এই নামটী শ্রবণ মাত্র আমি রোমাঞ্চিত হইলাম। কেননা কুমারী এডা আজ ৩সপ্তাহ হইল পরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহার সহিত এই বৈঠকে উপস্থিত কোন ব্যক্তির আলাপ পরিচয় ছিল না কিন্তু তিনি আমার একজন প্রিয় বন্ধু ছিলেন এবং আমি তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতাম। উক্ত স্থানে ক্রোটীন ভাষাভাষী আমার একজন বন্ধু মিঃ হিকভিচ্ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। এডামেয়েলের ভূতাত্মা অন্তর্দ্ধান করিলে টেবলস্থিত বংশীটী তীব্র স্বরে বাজিয়া উঠিল। উপস্থিত কেহই সে ভাষা বুঝিলেন না। কেবল আমার বন্ধু উক্ত হিকভিচ্ তাঁহার স্বদেশী ভাষা বলিয়া বুঝিলেন। উক্ত ভূতাত্মাকে তিনি চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি যে তাঁহার স্বদেশী লোক তদ্বিষয়ে সন্দেহ রহিল না।

(খ) ১৯১২। ৬ই মে; উক্ত স্থান অর্থাৎ ষ্টেড্ সাহেবের পুস্তকাগারে আর একটী অকাট্য প্রমাণ সম্বলিত বৈঠক হয়। তাহাতে উক্ত মহিলা রিয়েট্ মহোদয়া মধ্যস্থা ছিলেন। গৃহস্থিত আলো নির্ব্বাপিত হইলে বংশী বাজিয়া উঠিল। ভূতাত্মা বলিলেন "আমি কার্ডিনেল নিউম্যান" ইনি বিলাতের একজন বিখ্যাত ধর্ম্মাত্মা। তিনি সুগম্ভীর সুরে ল্যাটিন ভাষায় একটি আশীর্ব্বাচন আবৃত্তি করিলেন। তাহার পর উক্ত মিং ষ্টেড্ সাহেবের আত্মা (ক) উপস্থিত হইয়া প্রায় ৪০ মিনিট কাল পর্য্যন্ত তদীয় উল্লিখিত কন্যা মিস্ ষ্টেল সহিত তাঁহার দলিলপত্রের কি ব্যবস্থা হইবে তদ্বিষয় কথোপকথন করেন। ষ্টেডের আত্মা তৎকালে সকলের মস্তকোপরি বংশীটী ধারণ করিয়া অদৃশ্যভাবে বংশীবাদন করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। কাগজ পত্র সম্বন্ধে পিতার উক্তি শ্রবণ করিয়া কন্যা মিস্ ষ্টেল পিতৃ বাৎসল্যে এতাধিক অভিভূতা হন যে ষ্টেডের ভূতাত্মা তীব্রস্বরে বংশীবাদন করিয়া কহিলেন "হা আমার ঈশ্বর" বলিয়া বংশীটী নীচে ফেলিয়া দিলেন।

(গ) আর একটী বৈঠকে নিম্ন লিখিত ঘটনাটি মৃত পুত্রের পিতা কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। ইহা যে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য তৎপ্রতি কোন সন্দেহ হইতে পারে না। পিতা লিখিছেন আমি মধ্যস্থাকে আমার মৃত পুত্রের আত্মাকে আহ্বান করিতে অনুরোধ করিলাম, আমার স্ত্রী অর্থাৎ উক্ত পুত্রের গর্ভধারিণীও আমার সঙ্গে উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁহারই কাতরতায় বাধ্য হইয়া পুত্রের আত্মার সহিত দেখা করিবার জন্য মধ্যস্থাকে

(ক) মিঃ ষ্টেডের, টাইটানিক অর্ণবপোত নিমজ্জিত হইবার সময় মৃত্যু হয়। এই বৈঠকটী তাহার পরে হয়। উক্ত বৈঠকে উপস্থিত থাকা কোন ব্যক্তি উক্ত বর্ণনা লিখিয়াছেন।

সম্পাদক।

অনুরোধ করি। অনতিবিলম্বে আমার প্রিয় পুত্র হ্যারলডের আত্মা উপস্থিত হইল। প্রথমেই ২।৪ টী কথা যাহা হইল তাহাতে আমাদের নিশ্চিত ধারণা হইল যে হ্যারলডের আত্মাই আসিয়াছে। তথাপি এমন একটী গুহ্য প্রশ্ন করিলাম, যাহা হ্যারলড ব্যতীত কেহই জানিতে পারে না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে তোমার কি বৃদ্ধ 'কিরিল' কে মনে পড়ে? প্রেতাত্মা উত্তর করিল হাঁ বাবা! আমার খুব মনে পড়ে আমি তাহাকে বড় বিরক্ত করিতাম, তখন সে মেও মেও করিয়া কতই কাঁদিত। ভূতাত্মাকে বিড়ালের শব্দ অনুকরণ করিতে শুনিয়া বৈঠকে উপস্থিত সকলেই বিস্ময়ান্বিত হইলেন, কেননা আমি যে সময় কিরিলের নাম করিয়া ছিলাম স যে আমাদের বাড়ীর বিড়াল তাহা আমি ও আমার স্ত্রী ব্যতীত আর কেহই জানিতেন না। ইহার পর আর ১টি বৈঠকে আমার স্ত্রী ও আমি উক্ত হ্যারলডের মূর্ত্তি সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাইয়া ছিলাম।

যে সমস্ত ঘটনা এই প্রবন্ধে উল্লিখিত হইল পাঠকগণ বিশেষ মনোঃযোগী হইয়া অধ্যয়নকরিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে পরলোক সম্বন্ধে আর সন্দিহান করিবার সময় নাই। উহা নিশ্চিত-বিজ্ঞান মধ্যে এখন পরিগণিত হইয়াছে। পরলোক যদি একটী বাস্তব দেশ হয় ও আমাদের আত্মা যদি অমর হয়, তবে পৃথিবীর নর নারীগণ পাপকার্য্য করিতে একটু ইতস্ততঃ করিবেন। হিন্দুগণ বহু প্রাচীন কাল হইতে সপ্তস্বর্গে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা গায়ত্রীর সহিত ইহাদের স্মরণ করিয়া থাকেন। যথা—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ ও সত্যম্। জীবাত্মাগণ এই সপ্তলোকে বিরাজ করেন। যে সকল আত্মাগণ নিম্ন স্বর্গে অবস্থান করেন তাঁহাদের পুনর্জ্জন্ম হয়। উচ্চ স্তরে স্থিত মহাত্মাগণের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। পুত্রাদি আত্মীয়স্বজন পরলোকে প্রস্থান করিলে, আমরা তাহাদের জন্য যেমন শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়ি, পরলোকবাসী আমাদের আত্মীয়স্বজন কিন্তু আমাদের জন্য কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হন না। কারণ অন্নময় কোষ পরিত্যাগের সময় আত্মাগণ মায়ার হস্তহইতে অনেক পরিমাণে মুক্তহয়। এই জন্য পরলোকবাসী আত্মার জন্য আমাদের শোক করা নিতান্ত অন্যায়। তথাহি গীতায়———

দেহিনোঽস্মিন্ যথাদেহে কৌমারং যৌবনংজরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি র্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥১৩॥

২য় অধ্যায়।

অর্থাৎ যেমন আমাদের দেহে শৈশব হইতে কৈশোর, তাহার পর যৌবন ও বার্দ্ধক্য একের পর অপরটী আইসে, তদ্রূপ দেহান্তর অর্থাৎ মৃত্যুও একটী পরিবর্ত্তন মাত্র, ধীর মহাত্মাগণ ইহার জন্য শোক করেন না। অতএব নরনারীগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন যে পরলোকে প্রস্থিত আত্মার জন্য কেহই যেন শোকে অভিভূত না হন। প্রেতাত্মাগণ অন্নময় কোষটী পরিত্যাগ করিয়া বাকী ৪টী কোষ লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন। পরলোক সম্বন্ধীয় আলোচনা আমি শ্রেষ্ঠ আলোচনা মনে করি, তাই ইহার আলোচনার জন্য আমি সকলকে সাদরে আহ্বান করিতেছি। সম্পাদক।

———

হরিদ্বার কুম্ভমেলা। (ক)

হিমালয়ের অভ্রভেদী চূড়া ভেদ করতঃ মদোন্মত্ত ঐরাবতের দর্পচূর্ণ করিয়া করুণা-রূপিণী সর্ব্বতীর্থময়ী ভাগিরথী পরম পবিত্র তপোভূমি তীর্থরাজ হরিদ্বারে ত্রিধারাতে বিভক্ত হইয়া কুলু কুলু রবে প্রবাহিতা হইয়াছেন।

২। এই হরিদ্বারেই একদিন মদান্ধ দক্ষরাজ শিববিহীন বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতঃ শিবনিন্দা করিয়াছিলেন, পতিপ্রাণা সতী পতিনিন্দা শ্রবণে এই তপোভূমিতেই মায়িক দেহের অবসান করিয়া পতিব্রতা ধর্ম্মের উজ্জ্বল ও অতুলনীয় নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। যে সতীদেহ বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত হইয়া নানা স্থানে পতিত হইয়া এক একটী মহাপীঠে পরিণত হইয়াছিল, সেই দেহপাতের পবিত্র কুণ্ডস্থানটী অদ্যাপি কর্ণখলে বিরাজিত থাকিয়া মহাতীর্থরূপে মোক্ষফল প্রদান করতঃ প্রাচীন স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। প্রজাপতি ব্রহ্মা যে স্থানে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন,—যে যজ্ঞে শ্রীভগবান্ বিষ্ণু প্রকট হইয়া লীলাভিনয় করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মকুণ্ড আর সেই বিষ্ণু-পদ-চিহ্ন অদ্যাপি বিরাজিত থাকিয়া মানুষকে মোক্ষফল প্রদান করিতেছে। শ্রীভগবানের ষষ্ঠ অবতার দত্তাত্রেয় তপোবল প্রভাবে যেখানে গঙ্গার ধারাকে আবর্ত্তন করিয়া তদীয় কুশ প্রত্যাবর্ত্তন করাইয়া লইয়াছিলেন, সেই কুশাবর্ত্ত ঘাট এখনও অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে। এই প্রকার কত প্রাচীন এবং পবিত্র স্মৃতি এই পবিত্র ক্ষেত্রের সহিত বিজড়িত আছে, কে তাহা নির্ণয় করিবে? কি প্রাচীনত্বে কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে, কি গঙ্গার সুমধুর কলনাদে হরিদ্বার জগতে অতুলনীয়। একাধারে শান্তি প্রীতি, এবং ভক্তির আধার, এই তীর্থ প্রকৃতির অপূর্ব্ব লীলা-নিকেতন। মোক্ষদায়ক সপ্ত ভূমির মধ্যে হরিদ্বার (খ) অন্যতম। এবং সেই সপ্তভূমিই ভারতীয় কায়স্থ জাতির আদি বাসস্থান কেবল হরিদ্বারাবর্তী স্থানে হস্তিনা হইয়াছিল।

(ক) আসাম প্রদেশস্থ কোকিলামুখ শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রম হইতে প্রকাশিত আর্য্য-দর্পণ মাসিক পত্রিকার জনৈক দর্শক কর্ত্তৃক লিখিত বিবরণী হইতে উদ্ধৃত। সম্পাদক।

(খ) পৌরাণিক শাস্ত্রাদিতে এই ক্ষেত্রের বিভিন্ন নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে যথা,—হরিদ্বার হরিদ্বার, গঙ্গাদ্বার, স্বর্গদ্বার, মায়াপুরী, মোক্ষদ্বার কনখল ইত্যাদি এই সব নাম একই ক্ষেত্রকে বুঝাইয়া থাকে যথাঃ—

"কেচিদ্ব্চুর্হরিদ্বারং মোক্ষদ্বারং পরে জগুঃ।
গঙ্গাদ্বারঞ্চ কেহপ্যাহুঃ কেচিন্মায়াপুরীং পুনঃ॥
কাশীখণ্ড।

প্রত্যেক নামের পৌরাণিক ব্যাখ্যা আছে। মহামায়া সতী এই ক্ষেত্রে মায়িক দেহাবসান করায় এই স্থানের নাম মায়াপুরী হইয়াছিল।

৩। এহেন হরিদ্বারে এ বৎসর কুম্ভ-যোগে সাধু-মহাসম্মিলনী হইবে, লক্ষ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসীর শুভাগমনে এই পবিত্র ক্ষেত্র আরও অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিবে, আর এই মধুর সম্মিলন যে দর্শন করিবে তাহার জীবন ধন্য হইয়া যাইবে !! বহুদিন হইতে এই মহাসম্মিলন দর্শনের জন্য প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল তাই আমরা আমাদের কোকিলামুখ সেবাশ্রম মঠ হইতে কুম্ভে যোগ দেওয়ার জন্য পূর্ব্ব হইতেই আয়োজন করিয়াছিলাম। ২৬শে ফাল্গুন বুধবার (১৩২১ সন) কাশী-ধামস্থিত "শ্রীনিগমানন্দগম্ভীরা" হইতে হরিদ্বারাভিমুখে যাত্রা করিলাম। তৎপর আউড-রোহিলখণ্ড রেলে লাক্সার জংসন

মায়াপুরী মাহাত্ম্যে, এই নামের সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত আছে। কেদারনাথে শিব আছেন, আর বদরীনাথে নারায়ণ আছেন এই দুটী স্থানই ভগবানের অতি প্রিয় এবং এই দুই স্থানে যাইতে হইলে এই ক্ষেত্রই একমাত্র দ্বার বা পথ; এইজন্য এই ক্ষেত্রের নাম হরিদ্বার বা হরদ্বার। কনখল নামের অতি সুন্দর ব্যাখ্যা আছে যথা :—

খলঃ কোনাম মুক্তিং বৈ ভজতে তত্র মজ্জনাৎ।
অতঃ কনখলং তীর্থং নাম্না চক্রু র্মনীশ্বরাঃ ॥

অর্থাৎ এমন খল কে আছেন যিনি এই কনখল তীর্থে স্নান করিলে মুক্তিলাভ করেন না? এজন্য ইহার নাম মুনিগণ কনখল রাখিয়াছেন।

বর্ত্তমানে এই নামগুলির কোন কোনটি দ্বারা এই ক্ষেত্রের বিভিন্ন বিভাগকে বুঝাইয়া থাকে। লেখক।

হইয়া রাত্রি ৩টার সময় আমরা পুণ্যভূমি হরিদ্বারে পৌছিলাম। তখন বৃষ্টি হইতেছিল, কাজেই নিকটবর্ত্তী একটী ধর্ম্মশালাতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রাত্রি কাটাইলাম। প্রাতে নগর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। অহো! কি মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আমাদের নয়নে প্রতিবিম্বিত হইল !!

চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতমালা বাল-সূর্য্য-কিরণ-সম্পাতে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল। উহারা যেন দুর্গ প্রাচীরের ন্যায় হরিদ্বারকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। এই পর্ব্বতমালা ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে সারি সারি শ্রেণীবদ্ধ রহিয়াছে। ইহারা যেন নিস্তব্ধতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি! আর সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গঙ্গা কল কল নিনাদে হিমাদ্রির সানুদেশ ধৌত করতঃ উচ্ছ্বসিত অঙ্গে প্রবল বেগে প্রধাবিত। এদিকে রাজপথে বিরাট জনপ্রবাহ আপন আপন গন্তব্য পথে চলিয়াছে। বিবিধ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বেশধারী সাধুগণ চলিয়াছেন—কাহারও বা রাজার ন্যায় বৈভব, কেহ বা জটাজুট-যুক্ত বিভূতি মণ্ডিত কৌপীন মাত্রৈক সম্বল আবার কেহ বা দিগম্বর বেশে চলিয়াছেন। কখন বা সেই জন প্রবাহ হইতে "গঙ্গা মাঈকি জয়" ধ্বনি উঠিয়া শৈল শিখরে প্রতি-ধ্বনিত হইয়া দিগদিগন্ত কাঁপাইয়া তুলিতেছে; সকলের মুখেই যেন কি এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের ছটা খেলিতেছিল! সকলেই যেন একপ্রাণ হইয়া এই বিরাট যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিবার জন্য সমাগত হইয়াছেন! প্রাকৃতিক মাধুর্য্যের সহিত আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যের অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। এই বিরাট কুম্ভমেলার সবিশেষ বিবরণ

সংগ্রহ করা সম্ভবপর নহে, তবে আমরা যতদূর সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। প্রথমে কুম্ভযোগ কি; এই অপূর্ব্ব সাধু-সম্মিলনের উদ্দেশ্যই বা কি এবং ইহার প্রতিষ্ঠাতাই বা কে, এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক :—

৪। অমৃত কুম্ভযোগ।—অতি প্রাচীন কাল হইতে "অমৃত-কুম্ভযোগ" আর্য্যগণের নিকট অতি পবিত্র এবং মোক্ষদায়ক অত্যুত্তম যোগ বলিয়া সমাদৃত ও আচরিত হইয়া আসিতেছে। এসম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণাদি গ্রন্থে বহু প্রমাণ দৃষ্ট হয় যথা :—

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি কলসোৎপত্তিমুত্তমাম্।
উত্তরে হিমবত পার্শ্বে ক্ষীরোদ নাম সাগরঃ॥
আরব্ধং মন্থনং তত্র দেব দানব পূর্ব্বকৈঃ।
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা নেত্রং কৃত্বা তু বাসুকিম্॥
স্কন্দপুরাণ।

* * * *

কলসশ্চ সমুদ্ভূতো ধন্বন্তরি করোল্লসৎ।
সুধাঢ্যং সুধয়া পূর্ণঃ সর্ব্বেষাংহি মনোহরঃ॥
স্কন্দপুরাণ।

৫। এই সব পৌরাণিক বচনের সারাংশ এই:—উত্তরে হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্বে ক্ষীর-সমুদ্র; এই সমুদ্র মন্থন করার জন্য দেবাসুর মিলিত হইয়াছিলেন। মন্দার পর্ব্বত মন্থন-দণ্ড এবং বাসুকী মন্থনরজ্জু হইলেন। সমুদ্র মন্থনে পুষ্পকরথ, ঐরাবত, পারিজাত, কৌস্তুভ, লক্ষ্মী, চিত্রগুপ্ত, সুরভী প্রভৃতি উত্থিত হইলেন, পরিশেষে অমৃত-কুম্ভ সহ ধন্বন্তরি উত্থিত হইলেন। এই কলসের মুখপর্য্যন্ত সুধাদ্বারা পূর্ণছিল। তিনি সেই কুম্ভ দেবরাজ ইন্দ্রের হস্তে দিলে, তিনি তৎপুত্র জয়ন্তের নিকট রাখিলেন। দেবগণের প্রেরণায় জয়ন্ত সেই "অমৃত কুম্ভ" লইয়া স্বর্গাভিমুখে পলায়ন করিতে লাগিলেন। জয়ন্তের এরূপ গর্হিত আচরণ দেখিয়া দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য কুপিত হইলেন এবং জয়ন্তের নিকট হইতে সেই কুম্ভ বলপূর্ব্বক কাড়িয়া আনিতে দৈত্যগণকে আদেশ দিলেন। গুরু আজ্ঞায় উৎসাহিত হইয়া দৈত্যগণ স্বর্গপথ রোধ করিল; এদিকে জয়ন্তকে রক্ষা করার জন্য দেবগণও সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবাসুরে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল, দ্বাদশ দিন ব্যাপিয়া যুদ্ধ চলিল, জয়ন্তও এই কয়েক দিনের সুযোগে পৃথিবীতে বিভিন্ন স্থানে অমৃত কুম্ভটী লুক্কায়িত করিয়া রক্ষা করেন, কিন্তু পরিশেষে দেবতাগণের পরাজয় হইল। দৈত্যগণ তখন অমৃত কুম্ভ খুঁজিয়া বাহির করিল, এবং পান করিবার জন্য প্রস্তুত হইলে শ্রীকৃষ্ণ মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাদিগকে বঞ্চিত করিলেন। এই অমৃত-কুম্ভ পৃথিবীর যে চারিস্থানে রক্ষিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে পুণ্যশীল জনগণ কর্ত্তৃক পবিত্র কুম্ভ-পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দেবতাদিগের দ্বাদশ দিবস নরলোকের দ্বাদশ বৎসর কাল সমতুল্য থাকায় দ্বাদশ বৎসর অন্তে প্রত্যেক কুম্ভ রক্ষার স্থানে কুম্ভ মহোৎসব হইয়া থাকে।

৬। সেই সময় হইতেই "কুম্ভযোগ" পর্ব্বরূপে ভারতের আর্য্যগণ কর্ত্তৃক যথাবিধি শাস্ত্রোক্ত নিয়মে আচরিত হইয়া আসিতেছে। তথাহি স্কন্দপুরাণে

গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগেচ ধারা গোদাবরী তটে।
কলসাখ্যোহি যোগোহয়ং প্রোচ্যতে শঙ্করাদিভিঃ

অর্থাৎ-(১) গঙ্গাদ্বার বা হরিদ্বার (২) প্রয়াগ (৩) ধারা অর্থাৎ অবন্তিকা (উজ্জয়িনী) (৪) গোদাবরী-তট (নাসিক) এই চারি স্থানে কুম্ভযোগ হইয়া থাকে। প্রত্যেক তিন তিন বৎসর অন্তর এক এক স্থানে কুম্ভ হইয়া থাকে। পুরাণাদিতে হরিদ্বার কুম্ভ কাল এরূপ বর্ণিত আছে যথাঃ—

বসন্তে বিষুবে চৈব ঘটে দেব পুরোহিতে।
গঙ্গাদ্বারেচ কুম্ভাখ্য সুধামেতি নরোযতঃ॥
স্কন্দ পুরাণ।

পুরাণান্তরেঃ—

কুম্ভরাশিগতেজীবে যদ্দিনে মেষগে রবৌ।
হরিদ্বারে কৃত স্নানং পুনরাবৃত্তি বর্জ্জনং॥
লোকেকুম্ভমিতিখ্যাতং জানিয়াৎ সর্ব্বতোনরৈঃ।
গঙ্গায়া স্নানমাহাত্ম্যং নালং বক্তুংচতুর্মুখঃ॥

হরিদ্বার মাহাত্ম্যে—

ধন্যানাং পুরুষাণাং হি গঙ্গাদ্বারস্য দর্শনং।
বিশেষতস্তু মেষার্ক সক্রমেতীব পুণ্যদং"॥

তথা স্কন্দে—

পদ্মিনীনায়কে মেষে কুম্ভাশিগতে গুরৌ।
গঙ্গাদ্বারে ভবেৎ যোগঃ কুম্ভনামা তদোত্তমঃ॥

অর্থাৎ যৎকালে বৃহস্পতি কুম্ভ রাশিতে এবং সূর্য্য মেষ রাশিতে অবস্থিত হন, সেই সময় হরিদ্বারে কুম্ভযোগ হইয়া থাকে।

প্রয়োগের কুম্ভ কাল ঃ—

যথা—

মেষরাশিংগতে জীবে মকরে চন্দ্রভাস্করৌ।
অমাবস্তা তদা যোগঃ কুম্ভাখ্যস্তীর্থনায়কে॥

অর্থাৎ গুরু মেষ রাশিতে চন্দ্র সূর্য্য মকর রাশিতে এবং তিথি অমাবস্তা হইলে তীর্থরাজ প্রয়াগে কুম্ভযোগ হয়।

পুরাণান্তরে—

মকরেচ দিবানাথে অজগেচ বৃহস্পতৌ।
কুম্ভযোগ ভবেত্তত্র প্রয়াগে হ্যতি দুর্ল্লভঃ॥

অর্থাৎ—সূর্য্য মকর রাশিতে আর বৃহস্পতি মেষরাশিতে অবস্থিত হইলে প্রয়াগধামে কুম্ভযোগ হইয়া থাকে।

গোদাবরীতটে কুম্ভ কাল ঃ—

যথা—

কর্কে গুরুস্তথা ভানুশ্চন্দ্রশ্চন্দ্রক্ষয়স্তথা।
গোদাবর্য্যাং তদা কুম্ভঃ জায়তেঽবনীমণ্ডলে॥

অর্থাৎ—কর্কট রাশিতে গুরু, সূর্য্য ও চন্দ্র অবস্থিত হইলে এবং অমাবস্যা যোগ হইলে গোদাবরী তটে কুম্ভযোগ হইয়া থাকে। পুরাণান্তরে ঃ—

সিংহরাশিংগতে সূর্য্যে সিংহরাশৌ বৃহস্পতৌ।
গোদাবর্য্যাং ভবেৎকুম্ভঃ পুনরাবৃত্তি বর্জ্জনঃ॥

সূর্য্য ও বৃহস্পতি সিংহরাশিতে গমন করিলে মুক্তি দায়ক কুম্ভযোগ হয়।

অবন্তিকা বা উজ্জয়িনীর কুম্ভ কাল ঃ—

ঘটে সুরিঃ শশি সূর্য্য কুহ্বা দামোদরে যদা।
ধারায়াংচ তদা কুম্ভো যায়তে খলু মুক্তিদঃ॥

তুলা রাশিতে সূর্য্য ও চন্দ্র ও গুরু সংযোগ তিথি অমাবস্যা হইলে উজ্জয়িনীতে সকলের সুখদায়ক "সুধাকুম্ভযোগ" হইয়া থাকে।

পুরাণান্তরে ঃ—

মেষরাশি গতে সূর্য্যে সিংরাশৌ বৃহস্পতৌ।
উজ্জয়িন্যাং ভবেৎকুম্ভ সর্ব্ব সৌখ্য বিবর্দ্ধনঃ॥

সূর্য্য মেষ রাশিতে এবং বৃহস্পতি সিংহ রাশিতে গমন করিলে উজ্জয়িনীতে সকলের সুখদায়ক কুম্ভযোগ হয়।

৭। পুরাণোক্ত কুম্ভ-পর্ব্বের অন্তকাংশ

আলোচনা করা গেল। এক্ষণে ইহার সহিত সন্ন্যাসী মহা-সম্মিলনের কিরূপে সংযোগ হইল, তাহাই বর্ত্তমানে বিশেষ আলোচনার বিষয়। শিবাবতার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যই এই মহা-সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা, এবিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। যৎকালে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য দেব ভারতের তদানীন্তন বেদবিগর্হিত সৌগত ধর্ম্মের আচারগুলির উচ্ছেদ সাধনকরতঃ জন-সাধারণের ভ্রান্তি নিরাশ করিয়া বিমল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন, সেই সময়ে অজ্ঞানান্ধ জনগণ তাঁহার প্রদত্ত জ্ঞানা-লোকে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং দলে দলে আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করিল। শঙ্করাচার্য্যদেব তাঁহার এই রূপ দিগ্বিজয়ের চিহ্নস্বরূপ ভারতের চারিপ্রান্তে চারিটি মঠ স্থাপন করেন। এই সকল মঠের সন্ন্যাসীগণ যাহাতে কোনও সময়ে কোনও বিশেষ স্থানে সম্মিলিত হইয়া কোথায় কিরূপ ভাবে কার্য্য চলিতেছে, কিরূপ কার্য্য করিলে জন সাধারণের মঙ্গল হইবে এবং সনাতন ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তদ্বিষয়ের আলোচনা করি-বার সুযোগ পান, তজ্জন্য তিনি শিষ্যগণকে প্রতি তিন বৎসর অন্তর কুম্ভযোগে হরিদ্বার, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী এবং গোদাবরীতে মিলিত হইবার জন্য আদেশ করেন। সেই অবধি এই সকল স্থানে যথারীতি কুম্ভোপলক্ষে সন্ন্যাসীগণ মিলিত হন, এই সম্মেলনই কুম্ভমেলা এই উপলক্ষে সাধারণ জনগণও সমবেত হও-য়ায় এই সকল সাধু মহাত্মাগণের উচ্চ আদর্শ-জীবন জন সাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হইতে লাগিল। ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মহাত্মা-গণও এই সম্মেলনের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সানন্দে ইহাতে যোগদান করেন। এইরূপে ভারতে এক নূতন জাগরণের দিন উপস্থিত হয়, কিন্তু কালের কুটিল গতিতে দেশের জনগণের মধ্যে যেমন ধর্ম্মভাবের অভাব হইতে লাগিল, তেমনই এই কুম্ভ মিলনের উদ্দেশ্য ও ক্রমশঃ শিথিল হইয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। কঙ্কালমাত্রে পরি-ণত হইলেও, এখন যাহা আছে, তাহাও হিন্দুর গৌরব ঘোষণা করিতেছে, আর ঐ সকল সাধু মহাত্মাদিগের মঙ্গল চিন্তার ফলেই ভারতে সনাতন-ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। দূর ভবিষ্যতে এই সম্মেলন আরও মঙ্গলদায়ক হইবে, বর্ত্ত-মান কুম্ভে আমরা এরূপ লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

৮। হরিদ্বার কুম্ভের চিরন্তন প্রথানুসারে শিবচতুর্দ্দশী-যোগে স্নানের পর হইতেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু সন্ন্যাসিগণ ক্রমে ক্রমে হরি-দ্বারে আসিয়া মিলিত হইতে থাকেন। এ বৎসরেও এই নিয়মের অন্যথা হয় নাই; বরং অন্যান্য কুম্ভ অপেক্ষা অধিক সংখ্যক সাধুর মিলন হইয়াছিল। এ বৎসর কুম্ভযোগের প্রথম স্নানের দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল ১লা চৈত্র সোমবার; আর শেষ স্নানের দিন ৩০শে চৈত্র মঙ্গলবার। প্রথম স্নানের শোভা যাত্রার বিবরণ দেওয়ার পূর্ব্বে, মেলা স্থানের পরিচয়, প্রধান প্রধান সাধু মণ্ডলিদের আসন স্থান, এবং শোভাযাত্রার গতিপথ ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু বিবরণ দেওয়া এ স্থলে আবশ্যক মনে করি।

৯। মেলাস্থানের পরিচয় :—

হরিদ্বার, মায়াপুর, কনখল, জ্বালাপুর ভীমগোদা (ভীমকুণ্ড) এবং ভীমগড়ার উত্তরে

প্রায় দেড় মাইল ব্যাপিয়া সাধু সন্ন্যাসী ও মোহান্তদের আসন হইয়াছিল। সর্ব্বশুদ্ধ এই মেলা স্থানটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৭ মাইল হইবে (গ) এবং প্রস্থে কোথাও অর্দ্ধ মাইল কোথাও সিকি মাইল এবং কোথাও কম বেশীও হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত গঙ্গার অপর পারে ও কেলওয়ালা দ্বীপে প্রায় দেড় মাইল বিস্তৃত স্থানে মেলা বসিয়াছিল। সুদীর্ঘ মেলা স্থানের প্রায় সর্ব্বত্রই লক্ষাধিক অস্থায়ী খড়ের কুটিয়া (কুঁড়েঘর) বসিয়াছিল। সাধু, সন্ন্যাসী গৃহস্থ, দোকানী প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর লোক এই সমস্ত কুটিরাতে আশ্রয় লইয়াছিল। দূর হইতে সারি সারি কুটিয়াগুলি সুদৃশ্য বন্দরের মত দেখাইত। মেলা উপলক্ষে স্থায়ী এবং অস্থায়ীভাবে অসংখ্য রুটী, মিঠাই এবং অন্যান্য খাবারের দোকান বসিয়াছিল। কনখলের সংলগ্ন গঙ্গাধারার অপর তীরে প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত বালুর চড়ে, চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের শত শত তাঁবু ও অসংখ্য বৃহৎ ছাতা বসাইয়া আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এপারে ওপারে যাতায়াতের জন্য ১৪টী অস্থায়ী বড় পুল নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ভীমগড়ার উত্তরে ২টী,কাশ্মীর জম্বু ঘাটে ১টী, কুশাবর্ত্ত ঘাটে ২টী,ভোলানন্দ গিরির আশ্রমের নিকট ২টী,এবং কনখলের নিকটে ১টী,এই ৮টী পুল গঙ্গার মূলধারার উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল। গঙ্গার প্রবল স্রোতের উপর এতগুলি অস্থায়ী পুল কিরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা জানিতে পাঠকের কৌতূহল জন্মিতে পারে; এজন্য এবিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। একটী প্রকাণ্ড মোটা দড়ি এপারে ওপারে বৃক্ষ কিম্বা লৌহস্তম্ভে বাঁধা হইয়াছে, তৎপরে এই দড়ির সহিত বড় বড় নৌকা শ্রেণীবদ্ধভাবে এপার হইতে অপরপার পর্য্যন্ত বাঁধা হইয়াছে। তৎপর এক নৌকা হইতে অপর নৌকা পর্য্যন্ত কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি পাতিয়া ক্রমশঃ তাহার উপর খড় এবং মাটী দিয়া প্রশস্ত রাস্তা তৈয়ার করা হইয়াছিল। এই পুলগুলি মজবুতও কম ছিল না, মাঝে মাঝে উপর দিয়া বোঝাই গরুরগাড়ী ও চলিয়া যাইত। উপরোক্ত ৮টী পুল ব্যতীত নীলধারা এবং অন্যান্য ধারার উপর আরও ৬টী অস্থায়ী পুল নির্ম্মিত হইয়াছিল। পুলগুলি অনেক স্থলেই জোড়া জোড়া করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল অর্থাৎ একটী দিয়া এপার হইতে ওপারে শুধু যাইবার জন্য, এবং অপরটী দিয়া ওপার হইতে এপারে আসিবার জন্য, কাজেই ভিড়ের সময়েও যাতায়াতের কোন অসুবিধা হয় নাই। যাহাতে উপরোক্ত নিয়মের কোন ব্যতিক্রম না হয় তজ্জন্য উভয় পারেই পুলিশ পাহারার বন্দোবস্ত দিল।

(গ) হরিদ্বার সহরটি প্রায় দুইমাইল দীর্ঘ, কনখল সহর প্রায় তিন মাইল দীর্ঘ এবং হরিদ্বার হইতে উত্তরাভিমুখে ভীমগড়া হইতে প্রায় দুই মাইল স্থান ব্যাপিয়া মেলা বসিয়াছিল; সুতরাং মোটামুটী ৭ মাইল ব্যাপিয়া মেলা স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত—মেলা উপলক্ষে হরিদ্বার হইতে ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত হৃষিকেশেও অসংখ্য লোক সমাগম হইয়াছিল; কারণ মেলাতে আগত যাত্রিগণের মধ্যে অধিকাংশই সুপ্রসিদ্ধ তপোভূমি —হৃষিকেশ ও লছমনঝোলা দর্শন প্রয়াসী ছিলেন; সুতরাং ধরিতে গেলে মেলাস্থান হৃষিকেশ পর্য্যন্ত প্রায় বিংশতি মাইল বিস্তৃত হইয়াছিল। লেখক

১০। ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট—কি সাধু-সন্ন্যাসী কি গৃহস্থ, কুম্ভযোগে এই ঘাটে স্নান করাই সকলের উদ্দেশ্য। যুগ যুগান্তর হইতে কুম্ভযোগে এই ঘাটে স্নান করিতে আসিয়া কত যে চাপা পড়িয়া ও পদদলিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে, তাঁহার শেষ নাই। নাগা সন্ন্যাসী, নানকপন্থী শিখগণ এবং বৈষ্ণবগণের মধ্যে কে আগে স্নান করিতে অধিকারী এই লইয়া আপন আপন সাম্প্রদায়িক প্রাধান্য স্থাপনের জন্য এখানে যে কি ভীষণ রক্তারক্তি ও পৈশাচিক অভিনয় হইয়াছে, তাঁহার ইয়ত্তা নাই। গঙ্গাস্নান করিয়া মোক্ষলাভ করিবার পূর্ব্বেই অনেকেই মল্লযুদ্ধে বা লগুড়াঘাতে মোক্ষলাভ করিত। সরকারী কাগজাদিতে উল্লেখ আছে যে, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের কুম্ভমেলাতে সাধুদের মধ্যে দাঙ্গাদাঙ্গামা হইয়া ১৮০০লোক নিহত হয় এবং ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের কুম্ভে নানকপন্থী শিখগণ ৫০০শত গোস্বামীকে হত্যা করে। সদাশয় ইংরাজগবর্ণমেণ্ট এই পৈশাচিক অভিনয়ের উপর চিরযবণিকা পাতন করিয়াছেন। ভারতীয় প্রধান মঠ ধারিগণ, দেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া কোন্ সম্প্রদায় আগে স্নান করিবে তাঁহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। এই নির্দ্ধারণ মতে জগদ্গুরু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের দশনামী সন্ন্যাসিগণই সর্ব্বাগ্রে স্নানের অধিকারী (নাগা সন্ন্যাসিগণও এই দশনামীর অন্তর্ভুক্ত)। এই ঘাটটী পূর্ব্বে খুব অপ্রশস্ত ছিল, তৎপরে অম্বরাজ মানসিংহ ইহা প্রশস্ত করিয়া বান্ধাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু কালক্রমে তাঁহাও অনেক নষ্ট হইয়া যায়। সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে কুম্ভমেলার সময় স্নান করিতে আসিয়া ৪১০জন যাত্রী ভিড়ে চাপা পড়িয়া এবং পদদলিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। তদবধি সদাশয় গবর্ণমেণ্ট দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। গবর্ণমেণ্ট তখন এই ঘাটটিকে আরও প্রশস্ত করিয়া সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন; এবং পরে দেশীয় রাজন্যবর্গের সাহায্যে বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে এই ঘাট এবং কুণ্ডের নানা প্রকার উন্নতি সাধন করিয়াছেন, এবং ভীমগড়ার নিকট হইতে কৌশলে গঙ্গার ধারা ফিরাইয়া ব্রহ্মকুণ্ডের উপর দিয়া প্রবাহিত করাইয়াছেন। ব্রহ্মকুণ্ডে বসিয়া ধ্যান, পূজা, অর্চ্চনাদি করিবার জন্য এবং গঙ্গাদর্শনের জন্য সুদৃশ্য মঞ্চ প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন, "হর কি প্যারী" (ঘ) দ্বীপের সহিত একটী বৃহৎ পাকা সেতুদ্বারা ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট সংযোজিত হইয়াছে। এই কুণ্ডের এক পার্শ্বে একটী সুন্দর প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দিরে শ্রীহরির পদচিহ্ন আছে। হিন্দুস্থানিরা ইহাকে "হরিকী চরণ পৈঠী" বলিয়া থাকেন। এই মন্দিরটী কুম্ভজলে একটী দ্বীপের মত অবস্থিত, চারিদিকে বুক জল হইবে। স্নানের সময় এই মন্দির প্রদক্ষিণ করাও যাত্রিগণের অন্যতম কাজ। এই ঘাটে মোট ৩৯টী প্রস্তরনির্ম্মিত সিঁড়ি আছে। উপরের সিঁড়িগুলি প্রায় ৫০ হাত লম্বা হইবে, ঘাটের উপরিভাগ প্রায় ২৫।৩০ হাত প্রশস্ত, এবং কুণ্ডটীর ব্যাস ৬০।৭০ হাত হইবে। এই

(ঘ) হর কি প্যারী অর্থাৎ হরের প্রিয়, ইহা ব্রহ্মকুণ্ডের সংলগ্ন পাকা বাঁধান একটী দ্বীপ বিশেষ। কথিত আছে, পুরাকালে মহাদেব এখানে বসিয়া যোগ করিয়া ছিলেন; তাই এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

লেখক।

কুণ্ডের নিম্নদেশ পাথরে বাঁধান; কোন স্থানেই বুক জলের অধিকজল হইবে না। পতিতপাবনী গঙ্গা সকলের পাপতাপ ধৌত করতঃ কুণ্ডের মধ্যে দিয়া সবেগে ছুটিয়াছেন।

১১। হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। এখানে সর্ব্বদাই লোকে লোকারণ্য, দিবারাত্রি স্নান দান পূজার্চ্চনাদি চলিতেছে। কি মনোহর দৃশ্য! যেন আনন্দের হাট বসিয়াছে! কি অপূর্ব্ব সম্মিলন—এখানে জাতিভেদ নাই,স্ত্রীপুরুষ ভেদ নাই সমস্ত ভেদাভেদ একত্রে বিলীন হইয়াছে! সকলের মুখেই যেন আনন্দের ভাব খেলিতেছে, ভক্তি-বিহ্বল অসংখ্য নরনারী গায়ে গায়ে ঠেকিয়া উল্লাসে স্নান করিতেছ; কিন্তু কাহারও মুখে ক্লান্তি পরিলক্ষিত হইতেছে না। ভারতের বিভিন্ন স্থানের লোকগণ এখানে একত্র হইয়া একই উদ্দেশ্যে "গঙ্গামায়ীকি জয়" বলিয়া আনন্দধ্বনি তুলিতেছে। সানন্দে চরণ-পদ্ম-মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছে এবং উল্লাসে নৃত্য করিতে করিতে চলিতেছে। কোথাও বা যুবকগণ জল-ক্রীড়াতে মগ্ন,কেহ বা গঙ্গাস্তোত্র পাঠ করিতে করিতে স্নান করিতেছেন। কোথাও বা সাধুগণ "গঙ্গেহর" বা "হর হর ব্যোম" রবে গঙ্গা জল কাঁপাইয়া সুশীতল জলে অবগাহন করিতেছেন, আবার কেহ বা সংকল্পপাঠ, দান, তর্পণ বা শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে ব্যাপৃত। ব্রহ্মকুণ্ডের অপর পারেই "হরকি প্যারী" বাধান দ্বীপ এবং তাহাতে অনেকগুলি বিস্তৃর্ণ সোপান সংলগ্ন আছে: এই সোপান-গুলিও ব্রহ্মকুণ্ডের সংলগ্ন সুতরাং এই দ্বীপে আসিয়াও অসংখ্য লোক ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিতেছেন এখানে বসিয়া অনেক সাধু সন্ন্যাসী ধ্যান ধারণায় নিরত থাকিতেছেন। ব্রহ্মকুণ্ডে মৎস্যের খেলা আর এক বিচিত্র দৃশ্য; শত শত প্রকাণ্ড মহাশূল মৎস্য নির্ভয়ে ক্রীড়া করিতেছে—যাত্রিগণ রুটী, আটার গুলি, মুড়ি, কিম্বা মিঠাই ছড়াইতেছে, আর মৎস্যগুলি—লাফাইয়া কে আগে খাইবে, তাঁহার চেষ্টার ত্রুটী করিতেছে না। মৎস্যগুলি এমন নির্ভীক যে, যাত্রিগণের হাত হইতে কখনও খাইতেছে, আবার কেহ বা তাহাদের পৃষ্ঠদেশেও হাত বুলাইয়া দিতেছে কি মনোহর দৃশ্য!—ধন্য স্থান মহাত্ম্য! আজ এখানে অহিংসা স্থাপিত থাকায় জলচরগণও যেন পোষা হইয়া গিয়াছে। ইহারা ভয় কাহাকে বলে জানে না বরং আহার পাইবে আশায়, মানুষ দেখিলে সেই দিকে ধাবিত হয় এবং জলের উপর ভাসিতে থাকে। ব্রহ্মকুণ্ডের সান্ধ্য-দৃশ্য আরও সুন্দর! সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই যাত্রিগণ দীপাধারে প্রদীপ জ্বালাইয়া তাহা ঠোঙ্গাতে ফুলের উপরি বসাইয়া গঙ্গাজলে ভাসাইতে থাকে। সারি সারি—অসংখ্য দীপগুলি তরঙ্গভঙ্গে নাচিতে নাচিতে স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে—সে অতি মনোহর দৃশ্য!! ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের উপরেই অনেকগুলি সুগঠিত দেবমন্দির উচ্চ উচ্চ চূড়া লইয়া শোভমান রহিয়াছে। সন্ধ্যার সময় "হরকি প্যারী" দীপ হইতে এখানকার অভাবনীয় শোভা দর্শন করা যায়। সে সময় কুণ্ডসংলগ্ন মন্দিরগুলিতে ভৈরব গর্জ্জনে সমস্বরে শঙ্খ, ভেরী, কাঁসর ঘণ্টাদি বাজিয়া উঠে। গগনভেদী সেই শব্দে জল স্থল কাঁপিতে থাকে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বলয়াকার কুণ্ডটী অসংখ্য

আলো বক্ষে করিয়া যেন নাচিতে থাকে !! কুণ্ডের নিম্ন সোপানে দাঁড়াইয়া বৃহৎ-আরত্রিক হস্তে লইয়া পূজারীজী গঙ্গামায়ের সান্ধ্য-আরতি করিতে থাকেন, আর তাঁহাদের পশ্চাতে সোপানাবলীতে দাঁড়াইয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত অসংখ্য নরনারীগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া ভক্তি-গদগদ-চিত্তে উচ্চঃস্বরে সানন্দে জয়ধ্বনি করিতে থাকে। কি শুন্দর দৃশ্য ! এ দৃশ্য না দেখিলে বুঝান যায় না, এমন ভাষা নাই, যাহা দ্বারা এই ভাব সম্যকরূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে।

১২। আখড়া প্রভৃতির বিবরণ।

জুনা আখড়া ঃ—হরিদ্বার সহরের ভিতর এই আখড়াটী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই আখড়াটী প্রায় সিকি মাইল লম্বা এবং প্রস্থে হইবে। এখানে দশনামী সন্ন্যাসী গণের পঞ্চায়েৎ থাকেন। দশনামীভুক্ত বহু সম্প্রদায়ের সহস্রাধিক সন্ন্যাসীগণের আসন এখানে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তন্মধ্যে নাগা, আলেখিয়া এবং নির্ব্বাণী সম্প্রদায় ভুক্ত সাধুগণের সংখ্যাই অধিক ছিল। এতদ্ব্যতীত আলেখিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত ৩।৪ শত ভৈরবীও এই আখড়ার দক্ষিণ পার্শ্বে স্থান পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং তাঁহাদের কুটীয়ার সহিত পুরুষদের কুটীয়ার কোন সংশ্রব ছিল না। এখানে আলেখিয়া সম্প্রদায় ব্যতীত প্রায় সকলেই পঞ্চায়তী সমষ্টি ভাণ্ডারের পঙ্গতে বসিয়া আহারাদি পাইতেন। আলেখিয়া সম্প্রদায়ের ভৈরব-ভৈরবীগণ দুবেলাই সুসজ্জিত বেশে সারি সারি হইয়া ভীক্ষার্থে বহির্গত হইতেন। ইহাঁরা সুদীর্ঘ চিমটার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে পা ফেলিয়া চলিতেন এবং মাঝে মাঝে সুমধুরস্বরে "আলেখ" "বোম্ বোম্ হর" বলিয়া দুলিতে দুলিতে চলিতেন ইহাঁদের বেশ ভূষা অদ্ভুত,—সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি মাখা, মস্তকে দীর্ঘ জটাভার, ললাটে সিন্দূরের দীর্ঘফোটা শরীর ছিন্ন রঙ্গিন কাপড়ে ঘেরা, তদুপরি কালরঙ্গের দড়ি দিয়া বুকে পিঠে জড়ান, দুহাতে কতকগুলি বিচিত্র রঙ্গের রুমাল বাঁধা, মালার সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়, হাঁটুর উপর বড় বড় ঘুঙুর ঝুলান, চলিবার সময় ঠং ঠং করিয়া বাজিতে থাকে, হাতে দরিয়া নারিকেল খাপরী (ভিক্ষাপাত্র) এই অদ্ভুত সাধুগণ কাহারও নিকট কিছু মুখে যাচঞা করেন না, শুধু "বোম বোম" বলিয়া চলিয়া যাইতে থাকেন, যদি কেহ কিছু দিতে ইচ্ছা করে, তবে ঐ খাপরীতে ফেলিয়া দিতে হয়। ইহারা যখন দলবদ্ধ হইয়া চিমটা বাজাইতে বাজাইতে ভিক্ষার্থে বহির্গত হন, তখন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হয়; আর বহুদূর হইতে চিম্‌টা এবং ঘুঙুরের শব্দ শুনা যায়। এই আখড়াতে বহু নাগাসন্ন্যাসী ধুনি জ্বালাইয়া দিগম্বর হইয়া বসিয়া থাকিতেন, আবার কেহ বা দিগম্বর হইয়া বালকের মত বেড়াইতেন। ইহাঁদের সকলেই সর্ব্বাঙ্গ বিভূতি-ভূষিত করিয়া থাকিতেন, ইহাঁদের মধ্যে কেহ বা জটাজুট সমাযুক্ত আবার কেহ বা সমস্ত শরীর মুণ্ডন করিয়া থাকেন। সন্ধ্যার সময়ে এই আখড়াতে সাধুগণ ললিত ছন্দে স্তোত্রাদি পাঠ করিতেন—ইহা শুনিতে বড়ই মধুর বোধ হইত।

১৩। মহানিরঞ্জনী আখড়া—এই আখড়াটী জুনা আখড়ার নিকটেই অবস্থিত। ইহা দশনামী সন্ন্যাসীগণের পঞ্চায়তী

আখড়া। এই আখড়াতে বহু সাধু সন্ন্যাসীর আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এখানে উপস্থিত সাধুগণকে মাধুকরী দেওয়া হইত এবং রওনী সাধুদের পঙ্গত হইত। এই আখড়ার মোহান্ত দ্বয়ের নাম গঙ্গাপুরীজী ও মহাদেব গিরিজী।

১৪। গোরক্ষনাথী আখড়া :—

এই আখড়াটি হরিদ্বার সহরের প্রকাণ্ড ঘেরা-বাড়ীতে স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে নাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় হাজার সন্ন্যাসীর আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। গুরুর আসনে যথারীতি ভোগ আরতি হইত। ইহাদের মধ্যে অনেকে বিভূতি-মণ্ডিত এবং কৌপিন মাত্র পরিহিত ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব এই যে প্রত্যেকের দুই কাণেই বৃহৎ ছিদ্র করিয়া এক একটি বেলওয়ারী চুড়ীর মত জিনিষ পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কেহ কেহ ইহা-দিগকে কাণফোড়া সন্ন্যাসী বলিয়া থাকে। এই আখড়াতে একজন সিদ্ধ-মহাপুরুষ আসিয়া ছিলেন; তাহার নাম "বাবা গম্ভীরনাথ"। ইহার নামটী যেমন কাজেও তেমন; একটি সাদা ধুতি পরিয়া আসনে গম্ভীরভাবে বিরাজিত থাকিতেন। সৌম্যমূর্ত্তি এই মহা-ত্মাকে দর্শন করিবার জন্য বহুলোক তথায় আগমন করিত, ইনি বিনয় নম্রবচনে এবং জলদ গম্ভীরস্বরে উপস্থিত সকলকে পরিতোষ করিতেন।

১৫। ভোলানন্দ গিরির আশ্রম।

এই আশ্রমটী জুনা আখড়ার নিকটে গঙ্গাতীরে বিস্তীর্ণ স্থানে অবস্থিত। ভোলানন্দ গিরি এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, ইনি খুব নামজাদা সাধু। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বহুলোক ইঁহার শিষ্য ও ভক্ত। বাঙ্গালা দেশেও ইঁহার রাজা, জমিদার এবং বহু গণ্য মান্য শিষ্য আছেন। এই আশ্রমেও কতক সাধু সন্ন্যা-সীর আসন হইয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত বহু শিষ্য ও ভক্ত ইঁহার আশ্রমে এবং আশ্রমের নিকটেই ইহার দুইটী ধর্ম্মশালাতে স্থান পাইয়াছিলেন। কুম্ভমেলা উপলক্ষে ইনি ১টী "দাতব্য চিকিৎসা-লয়," "সেবা বিভাগ" "অনুসন্ধান বিভাগ" প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার অনেক ভক্ত ও শিষ্য উপরোক্ত "ভোলানন্দ রিলিফ মিশনের" সেবকের কাজ করিতেন। আশ্রমের পথের পার্শ্বেই ১টি কাষ্ঠাসনে ইহার আসন হইয়াছিল; ইনি সেখানে বসিয়া উপ-স্থিত সকলকে উপদেশ প্রদানে সুখী করিতেন। এখানে সন্ধ্যার সময়ে আরতি এবং সুললিত ছন্দে স্তোত্র পাঠ হইত।

১৬। নির্ম্মলা আখড়া :—

এই আখড়াটী ষ্টেসনের রেল লাইনের অপর পারে মায়াপুরের বিস্তীর্ণ ময়দানে বহু তাঁবু খাটাইয়া অস্থায়ীভাবে স্থাপিত হইয়াছিল। এটি নির্ম্মলা-সম্প্রদায় ভুক্ত। নির্ম্মলা সাধুগণ নানক-পন্থী; দশম গুরু গোবিন্দ সিংজী প্রতি-ষ্ঠিত সম্প্রদায় ভুক্ত। এই সম্প্রদায়ের সাধুগণ খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে থাকিতেন। অনেকের পায়ে নাগরাই জুতা, মস্তকে সুরঞ্জিত পাগড়ী এবং গায়ে আলখেল্লা। ইঁহারা খুব জাঁকজমকের সহিত চলিতেন। এখানে প্রায়ই দেশীয় ব্যাণ্ড এবং পাশ্চাত্য অনুকরণে শিক্ষিত ব্যাণ্ড বাজিত। ইঁহাদের ৫/৬টা হাতী, বহুউট, মূল্যবান নিশান, গুরু-

পাদুকা রাখার স্বর্ণ-রৌপ্য-মণ্ডিত দোলা, বহু মূল্যবান হাওদা, আটাসোটা প্রভৃতি নানা-প্রকার ঐশ্বর্য্য ছিল; এখানে সহস্রাধিক সাধুর আসন হইয়াছিল; তদ্ব্যতীত বহু গৃহস্থও এখানে স্থান পাইয়াছিলেন। এখানে "গ্রন্থসাহেব" পাঠ বক্তৃতা ও উপদেশাদি দেওয়া হইত।

১৭। রাধাগোবিন্দজীর মন্দির ঃ— এই মন্দিরটী হরিদ্বার সহরেই ষ্টেশনে যাওয়ার রাস্তার উপরে প্রতিষ্ঠিত। হরিদ্বার সহরে ইহাই একমাত্র বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত মন্দির, গৌরবের বিষয় বটে! এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী; ইনি এক জন বাঙ্গালী সাধু। ইনিও কতক সাধু সন্ন্যাসীকে তাঁহার আশ্রমে স্থান দিয়াছিলেন এবং যথাযোগ্য আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

১৮। কেশবানন্দজীর আশ্রম ঃ— এই আশ্রমটী ভোলানন্দ গিরির আশ্রমের সোজাসুজি, গঙ্গার অপর পারে উচ্চ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। অনেক ফল ফুলের গাছে আশ্রমটীর শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠাতার নাম স্বামী কেশবানন্দজী ইনিও একজন বাঙ্গালী সাধু। ইনি বৃন্দাবনে খুব সুপরিচিত এবং প্রতিষ্ঠাবান। ইনি অধিকাংশ সময়েই বৃন্দাবনে থাকেন। ইনি বাঙ্গালীর গৌরব স্বরূপ। পাঞ্জাবে এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে ইহার বহু শিষ্য ও ভক্ত আছেন। অনেক রাজা মহারাজাও ইহার ভক্ত হইয়াছেন; ইনি শাস্ত্রোক্ত বিধান-মতে ক্রিয়াকলাপাদি দ্বারা বহু দুরারোগ্য রোগীর রোগ আরাম করতঃ শাস্ত্র বাক্যের সত্যতা লোকলোচনের গোচরীভূত করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। সৌম্যদর্শন, পক্কশ্মশ্রু এবং জটা-জুট সমাযুক্ত,ইহাঁর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দর্শন করিলে ভক্তির উদ্রেক হয়। ইনি উপস্থিত লোকগণকে যথাসাধ্য উপদেশ দানে এবং মিষ্টালাপে তুষ্ট করিতেন। ইহার আশ্রমে বহু সাধু সন্ন্যাসীর আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; এবং সকলেই পরিতোষের সহিত যথাযোগ্য আহারাদি পাইতেন।

(ক্রমশঃ)

অনৈক দর্শকস্য।

শ্রীকৃষ্ণা দেবী।

" শ্রীরেব স্ত্রী ন সংশয়ঃ।"

যে সকল নারীরত্নের চরিত্রের অত্যুজ্জ্বল প্রভাদ্বারা প্রাচীন ভারতের পৌরাণিক সাহিত্য উদ্ভাসিত ও আলোকিত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে পঞ্চালরাজকন্যা দ্রুপদ দুহিতা; শ্রীমতী কৃষ্ণাদেবীর স্থান নির্ণয় সহজ সাধ্য না হইলেও তাহা যে অতি উচ্চে অবস্থিত, তাহা এক প্রকার সর্ব্ববাদি সম্মত। ভারতের চির প্রচলিত এক-পতিত্ব-রূপ ধর্ম্ম হইতে তাঁহাকে

ঘটনাচক্রের প্রভাবে বিচ্যুত হইতে হইয়াছিল বলিয়াই:তিনি আর্য্য-নারীরত্নমালার মধ্যমণি বলিয়া গৃহীত হইতে পারেন নাই,—নতুবা তাঁহার পক্ষে এই গৌরব দুষ্প্রাপ্য হইত না। :আমাদের দেশে :অতিপ্রাচীন কাল হইতে নারীগণের একপতিত্বধর্ম্ম সতীত্ব এবং পাতিব্রত ধর্ম্মের সহিত অভেদ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে বলিয়া আমাদের নিকট দ্রৌপদী দেবীর চরিত্র অদ্ভুত বলিয়া বোধহয় এবং তন্নিবন্ধন ব্যাসদেব হইতে বঙ্কিমবাবু পর্য্যন্ত অনেকেই দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামিত্ব ধর্ম্মের সম্বন্ধে নানারূপ সম্ভব ও অসম্ভব কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক বলিয়া বোধ করিয়াছেন। সামাজিক লোক সমূহের রুচি অনুসারে এই কৈফিয়তের নানাআকার হইয়াছে। ব্যাসদেব অথবা মহাভারতের অথ্যায়িকাকার কৃষ্ণার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলকে এই অদ্ভুতপ্রকার বিবাহের কারণ রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,আর আধুনিক সময়ের গ্রন্থকার বঙ্কিমবাবু দ্রৌপদী দেবীর পঞ্চস্বামিত্বের আখ্যান প্রক্ষিপ্ত উপকথা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। পাঠকগণ নিজ নিজ শিক্ষা দীক্ষা এবং রুচি অনুসারে এই উভয় কৈফিয়তের একতর গ্রহণ করিতে পারেন অথবা উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া নিজ মনোমত ভিন্ন এক সন্তোষজনক কৈফিয়তের সৃষ্টি ও করিতে পারেন।

আমাদের বক্তব্য এই যে, দ্রৌপদী দেবীর বিবাহ সম্বন্ধ যে প্রকারই বিবেচিত হউক না কেন, উাহার দ্বারা তাঁহার চরিত্রানুশীলনের কোনরূপ বাধানাই। সীতা, শকুন্তলা, সাবিত্রী ও দময়ন্তী এই সকল অতুলনীয় চরিত্র রাজকন্যার জীবনী অবলম্বন অনেক প্রাচীন কাব্য ও নাটকাদি রচিত হওয়ায় এবং তাহার পর তাঁহাদের আখ্যায়িকা অবলম্বনে দেশীয় ভাষায় গদ্য ও পদ্য সাহিত্যের কাব্যাদি রচিত হওয়ায় তাঁহাদের চরিত্রের বিষয় অনেক পাঠক পাঠিকারই সুপরিচিত হইয়াছেন,কিন্তু দ্রৌপদী দেবীর চরিত্র-সম্বন্ধে এরূপ সুবিধা হয় নাই। মহাকবি ভারবি-প্রণীত "কিরাতার্জ্জুনীয়" এবং ভট্টনারায়ণ রচিত "বেণীসংহার" এই দুইখানি সংস্কৃতনাটকে দ্রৌপদী চরিত্রের অতি অল্পাংশই বিবেচিত হইয়াছে ও (এবং আমাদের যতদূর জ্ঞান তাহাতে) বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে কোন উৎকৃষ্ট পুস্তকের অস্তিত্ব আমরা অবগত নাই। অথচ এই আদর্শ নারী এবং রাজ্ঞীর চরিত্র সকলেরই অনুধ্যানের যোগ্য বলিয়া আমরা বিবেচনা করি।

বৈদিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আর্য্যরাজশক্তির অধঃপতনের যুগ পর্য্যন্ত আমরা নানাবিদ্যা ও গুণে সুভূষিত অনেক নারীরত্নের পরিচয় পাই, কিন্তু অন্যান্য বিদ্যা, কলা ও গুণাবলীর সহিত রাজনিতিশাস্ত্রের পারদর্শিনী নারীর সংখ্যা অধিক নহে। পৌরাণিক সাহিত্যে দ্রৌপদী ও মদালসা দেবী ভিন্ন আর কাহারও নাম ত আমাদের মনে পড়িতেছেনা। আমরা অবশ্যই পৌরাণিক সাহিত্যে নিতান্ত অল্পজ্ঞ, সুতরাং আমাদের কথা প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য নহে ;—তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য যে রাজনীতি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ নারীর সংখ্যা আমাদের প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন সাহিত্যে নিতান্ত অল্প এবং দ্রৌপদী দেবীর নাম এসম্বন্ধে বিশেষ গৌরবের সহিত উচ্চারিত হইতে পারে। অন্ততঃ এই একমাত্র বিষয়ের জন্যও তাঁহার চরিত্র আলোচিত হওয়া উচিত।

শ্রীমতী দ্রৌপদীদেবীর চরিত্রে অনন্য-সাধারণ আর একটী গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। য়ুরোপীয় আধুনিক সমাজে উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চকুলজাত নরনারীর মধ্যে মিত্রতা সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আমাদের পৌরাণিক সাহিত্যে এরূপ দৃষ্টান্ত এক দ্রৌপদী চরিত্র ভিন্ন অন্য কোথায়ও দেখা যায় না। সংস্কৃত কথা-সাহিত্যের শিরো-ভূষণ স্বরূপ "কাদম্বরী"গ্রন্থে নায়ক চন্দ্রাপীড়ের সহিত অন্যতরা নায়িকা মহাশ্বেতার সখিত্ব দৃষ্ট হয় বটে,—কিন্তু ঐ চিত্র মহাকবিগণের কল্পনাপ্রসূত অথবা তদানীন্তন যবন (গ্রীক্) সমাজের আদর্শ হইতে গৃহীত তাহা বলা যায় না;—আর যাহাই হউক, উহা পৌরা-ণিক আখ্যায়িকার সম্মান-লাভের যোগ্য কখনই নহে। দ্রৌপদী অথবা কৃষ্ণার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে সখ্য তাহা প্রকৃত নিঃস্বার্থ প্রেমের অতি গৌরবময় আদর্শ। দ্রৌপদী দেবী,সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতৃজায়া অথবা বান্ধব-পত্নী মাত্র, কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় মিত্রতার সুন্দর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, উহা কোন প্রকার সামাজিক কুটুম্বিতার ফল নহে। পরন্তু উভয়ের হৃদয়জাত স্বাভাবিক স্নেহ-বশতঃই হইয়াছিল। প্রাচীন আর্য্যসমাজের অভ্যন্তরে নরনারীর মধ্যে এরূপ নিঃস্বার্থ স্নেহ অথবা পবিত্র প্রেমের নিদর্শন নিতান্তই দুর্লভ এবং এই হেতুও দ্রৌপদী-চরিত্র অনু-শীলনের যোগ্য।

দ্রৌপদী দেবীর অতি গৌরবময় চরিত্র সর্ব্বপ্রকারেই অনুশীলনের যোগ্য হইলেও আমাদের সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত উহা উপেক্ষিত হইয়া রহিয়াছে। শক্তিশালী কোন সাধক কি এই বিষয়ে নিজ সামর্থ্যের বিনিয়োগ করি-বেন না? দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকিলেও, সময়ের ও শক্তির একান্ত অভাব; সুতরাং আমাদের পক্ষে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ 'উচ্চবৃক্ষশীর্ষস্থ ফললোভে উদ্বাহু বামনের চেষ্টার ন্যায়, হাস্যকর হইবে সন্দেহ নাই।' তবে প্রাসাদ নির্ম্মাণের হেতুভূত প্রস্তরাদি সংগ্রহ যেরূপ অশিক্ষিত ও বর্ব্বর "কুলি" দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে, এবং পরে সুবিদ্বান্ ও অভিজ্ঞ স্থপতি এবং ভাস্করেরা সেই সকল প্রস্তরাদি হইতে পরম সুশোভন রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন;—আমরাও তদ্রূপ অধুনা মহাভারত রূপ মহা-খনি হইতে উপাদান সংগ্রহ করিতে থাকি এবং "প্রতিভার" ভাণ্ডারে ঐ সকল উপাদান সঞ্চিত হউক;—আশাকরি "প্রতিভা ভাণ্ডারে' এই সকল সঞ্চিত উপাদান দেখিয়া ভাস্কর্য্য এবং স্থাপত্য বিদ্যায় সুনিপুণ কোন প্রতিভা-শালী মহাশয় উদ্যোগী হইয়া "দ্রৌপদী চরিত" রূপ সুবিশাল এবং সুদর্শন হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিবেন, এবং তাঁহার পরিশ্রম ও শিক্ষার পুরস্কার স্বরূপ অক্ষয় যশোলাভ করিবেন। আমরা অন্ততঃ সেই আশায়ই প্রলুব্ধ হইয়া এই উপাদান সংগ্রহরূপ মজুরের কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছি,—ভবিষ্যতে কি আছে তাহা ভগবতী ভবিতব্যতাই জানেন।

"দ্রৌপদী" এই আখ্যা হইতে আমরা জানিতে পারি যে তিনি "দ্রুপদ" রাজার কন্যা ছিলেন এবং "পাঞ্চালী" এই অভিধা দ্বারা তিনি যে "পঞ্চাল" নামক রাজ্যের রাজদুহিতা ছিলেন, তাহাও জানিতে পারা যায়। এই

দুইটী আখ্যাই তাঁহার সম্বন্ধের পরিচায়ক। তাঁহার প্রকৃত নাম "কৃষ্ণা" ছিল ;—মহাভারতকারের মতে তিনি কৃষ্ণাঙ্গী ছিলেন বলিয়াই তাঁহার এই নামকরণ হইয়াছিল। পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে মহাভারতকার স্বয়ং, যদুপতি ভগবান্ বাসুদেব এবং তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন এই হেতুই,—অর্থাৎ তাঁহাদের গায়ের রঙ কাল ছিল বলিয়াই,—তিনজনেই "কৃষ্ণ" নাম লাভ করিয়াছিলেন। সে কালের আর্য্যগণ সাধারণতঃ শুভ্রবর্ণ ছিলেন, ও ক্ষত্রিয়গণ প্রায়ই লোহিতাঙ্গ হইতেন বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে এবং সমাজে চতুর্ব্বিধ "বর্ণভেদ" (Colour distinction জাতিভেদ বা Caste distinction নহে) স্বীকৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধেও শ্রদ্ধেয় পাঠক পাঠিকাগণের মনোযোগ ভিক্ষা করিতেছি।

শ্রীমতী কৃষ্ণা অথবা দ্রৌপদী দেবী পঞ্চাল রাজ দ্রুপদের কন্যা ছিলেন বলিয়া সকলেই অবগত আছেন কিন্তু তিনি কিরূপ কন্যা ছিলেন? রামায়ণ পুজিতা, জগদ্বিদিতা, রামময়জীবিতা রামমহিষী সীতাদেবীর মত দ্রৌপদী দেবীও অযোনিসম্ভবা কন্যাছিলেন বলিয়া মহাভারত কার পরিচয় দিয়াছেন। তবে উভয় রাজ্ঞীর জন্মের প্রভেদ আছে ; সীতাদেবী বসুন্ধরায় কন্যা এবং সদ্যোজাতা অবস্থায় যজ্ঞভূমি কর্ষণ কালে মিথিলাধিপতি সীরধ্বজ জনক কর্তৃক প্রাপ্ত হন বলিয়া রামায়ণে কথিত আছে আর মহাভারতকার বলিতেছেন যে পঞ্চালরাজ [illegible] পুত্র প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে [illegible] করিলে পর যজ্ঞকুণ্ড হইতে অমিত বিক্রম মহাবীর্য্য মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং যজ্ঞবেদী হইতে দ্রৌপদী দেবী উৎপন্ন হন পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত রাজা দ্রুপদ যজ্ঞ করায় তাঁহার উপাধি যজ্ঞসেন এবং সেই যজ্ঞকালে উৎপন্ন বলিয়া এই ভ্রাতা ভগিনী যজ্ঞসেন ও যাজ্ঞসেনী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

মৈথিলী সীতা দেবীকে তাঁহার পিতা যখন প্রাপ্তহন, তখন তিনি সদ্যোজাতা বালিকা। রাজা এই কন্যারত্ন পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে লইয়া গিয়া মহিষীর ক্রোড়ে প্রদান করেন, এবং এই শিশু অন্যান্য শিশুর ন্যায় কাল সহকারে বৃদ্ধি পাইতে থাকেন। ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাসদেব কিন্তু বলিতেছেন যে রাজা দ্রুপদের যজ্ঞকালে এই ধৃষ্টদ্যুম্ন ও কৃষ্ণা দুই ভ্রাতাভগিনী যৌবনদশা প্রাপ্ত হইয়াই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। আমরা মহাভারতীয় শ্লোকাবলী উদ্ধার করিতেছি যথাঃ—

"উত্তস্থৌ পাবকাত্তস্মাৎকুমারো দেবসন্নিভঃ॥৩৯॥
জ্বালাবর্ণো ঘোররূপঃ কিরীটিবর্ম্মচোত্তমম্ ॥
বিভ্রৎসখড়্গঃ সশরোধনুষ্মান্ বিনদন্মুহুঃ ॥৪০॥

* * * * *

কুমারী চাপি পাঞ্চালী বেদীমধ্যাৎসমুত্থিতা।
সুভগাদর্শনীয়াঙ্গীস্বসিতায়ত লোচনা॥৪৪
শ্যামা পদ্মপলাশাক্ষীনীল কুঞ্চিত মূর্দ্ধজা।
তাম্রতুঙ্গনখীসুভ্রূশ্চারুপীন পয়োধরা॥৪৫॥
মানুষং বিগ্রহং কৃত্বা সাক্ষাদমরবর্ণিনী।
নীলোৎপলসমোগন্ধোযস্যাঃ ক্রোশাৎপ্রধাবতি॥৪৬
যা বিভর্ত্তি পরং রূপং যস্যানাস্ত্য পমাভুবি।
দেবদানবযক্ষাণামীপ্সিতাং দেবরূপিণীম্॥৪৭॥
তাং চাপিজাতাং সুশ্রোণীং বাগুবাচাশরীরিণী।
সর্ব্বযোষিদ্‌বরাকৃষ্ণা নিনীষুঃ ক্ষত্রিয়ান্‌ক্ষয়ম্॥৪৮॥

সুরকার্য্যমিয়ং কালেকরিষ্যতি সুমধ্যমা।
অস্যাহেতোঃ কৌরবাণাং মহদুৎপৎস্যতেভয়ম্॥৪৯
মহাভারতে, আদিপর্ব্বণি, ১৬৭ তম অধ্যায়ে।

অর্থাৎ অগ্নিমধ্য হইতে ঘোরদর্শন, অগ্নিবর্ণ বর্ম্মপরিহিত, কিরীট ভূষিত ধনুর্ব্বাণও খড়্গাদি অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত দেবোপম এক কুমার উঠিলেন।

* * * * *

পঞ্চাল রাজকুমারী ও বেদীমধ্য হইতে উত্থিতা হইলেন। তিনি সুভগা, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, পদ্মপলাসের ন্যায় সুনীলও সুবিশালনয়না যৌবন-মধ্যস্থা (ক) তাম্রতুঙ্গনখী, সুভ্রু, চারুপীনপয়োধরা ও মানুষরূপধারিণী সাক্ষাৎ দুর্গার ন্যায় ছিলেন (খ) তাঁহার গাত্রের সুগন্ধ ক্রোশাধিকদূর হইতে জানিতে পারা যাইত, এবং তিনি পৃথিবীর মধ্যে অনুপমা সুন্দরী, ছিলেন। দেবদানব যক্ষ প্রভৃতি দেব যোনিদিগেরও প্রার্থিতা সেই নিতম্বিনী জাত হইলে এই আকাশবাণী হইল যে "সর্ব্বরমণী কুলের শিরোমণি কৃষ্ণা ক্ষত্রিয়কুলের ক্ষয় সাধন করিবেন এবং ইহা হইতে কৌরবগণের মহাভয় উপস্থিত হইবে ও ইনি যথাকালে দেবগণের অভীপ্সিত কার্য্য সাধন করিবেন।" দ্রৌপদীর নামকরণ সম্বন্ধে ঋষি বলিতেছেন,—

"কৃষ্ণেত্যেবাব্রুবন্‌কৃষ্ণাং কৃষ্ণাঽভূৎসাহিবর্ণতঃ॥"

অর্থাৎ তিনি "কৃষ্ণাবর্ণ বলিয়া" এই নাম পাইয়াছিলেন।

রাজস্থান-ইতিহাসে দেখা যায় যে রাজপুতনার "অগ্নিকুল" নামে বিখ্যাত ক্ষত্রিয়কুলের আদিপুরুষ চতুষ্টয়ও (তুয়ার, পামার' রাটোর, এবং চৌহান) এইরূপে অগ্নিকুণ্ড হইতে একেবারে বয়স্থও অস্ত্রশস্ত্রাদিতে সুসজ্জ হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এই প্রকার পৌরাণিক আখ্যানের মর্ম্ম অবধারণ করা সহজ নহে। প্রজ্বলিত হুতাশনগর্ভ অগ্নিকুণ্ড হইতে নরনারীর উৎপত্তি যে অতিশয় অস্বাভাবিক ব্যাপার তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন, সন্দেহ নাই। পুরাণে এইরূপ নানাপ্রকার অস্বাভাবিক উপায়ে সন্তানোৎপত্তির কথা দেখিতে পাওয়া পাওয়া যায়। দ্রোণ, কৃপ, কৃপী বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, শুকদেব, ঋষ্যশৃঙ্গ, মাণ্ডুক্য, জম্বুক, কৌশিক্য প্রভৃতি বহুঋষি অথবা ব্রাহ্মণের এবং রাজা সগরের পত্নীর ও ধৃতরাষ্ট্র মহিষীর সন্তানাদিগের জন্ম এইরূপ বিবিধ অলৌকিক উপায়ে হইয়াছিল বলিয়া পুরাণে

(ক) "শ্যামা" শব্দের অর্থে আমরা "যৌবনমধ্যস্থা" করিয়াছি। "শ্যামা যৌবনমধ্যস্থা" ইতি উৎপলমালায়াম্, মহামহোপাধ্যায় সুরি মল্লিনাথ "মেঘদূত" কাব্যের "তন্বীশ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী" এই শ্লোকে "উৎপলমালা" অভিধান হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। দ্রৌপদীর সম্বন্ধে পারিভাষিক—
"শীতে সুখোষ্ণসর্ব্বাঙ্গী গ্রীষ্মে চ সুখশীতলা।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা॥"
এই শ্লোকের অভিধেয় অর্থ-সম্ভবতঃ খাটিবেনা যেহেতু তিনি "তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা" নহেন। তবে "শ্যামা" শব্দে "কৃষ্ণা" করা যাইতে পারে তবে পরে "চারুপীনপয়োধরা" থাকাতে "যৌবনমধ্যস্থা" অর্থ অসঙ্গত বলা যাইতে পারে না। টীকাকার নীলকণ্ঠ কিছুই বলেন নাই। লেখক।

(খ) "অমরবর্ণিনী দেবকুমারী দুষ্টবধা যোগ্যাতাদুর্গেতাৎর্থঃ" নীলকণ্ঠ। লেখক।

বর্ণিত আছে। সীতাদেবীর জন্ম বিবরণ ও অলৌকিক। এই সকল ব্যক্তির জন্মের বিবরণের সহিত আমাদের উপস্থিত প্রস্তাবের কোন সম্বন্ধ নাই; সুতরাং তাহাদের আলোচনা করা অনাবশ্যক। তবে দ্রৌপদী এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন এই কুমারী এবং কুমারের জন্মবিবরণ সম্বন্ধে আমাদের ধারণাসঙ্গত একটা ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত বলিয়া বিবেচনা হয়। অধুনা "আর্য্য-সমাজের" কর্ত্তৃপক্ষগণ যেরূপ অনার্য্য ও ম্লেচ্ছজাতির নরনারীকে "শুদ্ধি" অথবা প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া "আর্য্য করাইয়া লইতেছেন। এবং তাদৃশ "শুদ্ধ" নরনারী আর্য্য-সমাজে গৃহীত হইতেছেন,— পূর্ব্বে এই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বিভিন্ন সমাজের লোককে আর্য্য করা হইত। পুরাণেও দেখা যায় যে বহু শক এবং যবনাদি জাতির লোক ক্ষত্রিয়বর্ণে গৃহীত হইয়াছেন। ভবিষ্য-পুরাণের এক আখ্যায়িকা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে মহর্ষি কর্ণ মিশ্র (মিশর Egypt) দেশবাসী দশসহস্র ম্লেচ্ছকে একদা আর্য্য বর্ণাশ্রমে প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন। আমাদের ধারণা এইরূপ যে ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং দ্রৌপদী দেবীও ঐরূপে সমাজান্তর হইতে প্রায়শ্চিত্ত অথবা শুদ্ধি দ্বারা আর্য্য-সমাজে গৃহীত হইয়া রাজা দ্রুপদের দত্তক পুত্র পুত্রী-রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। প্রায়শ্চিত্ত অথবা শুদ্ধির নিমিত্ত যজ্ঞকুণ্ডে যে হোমানল প্রজ্বলিত করা হইয়াছিল,—পৌরাণিক শৈলী অথবা রীতির অনুসারে ঐ ঐ কুণ্ড এবং বেদীই কুমার কুমারীর উৎপত্তি স্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে। অগ্নিকুল রাজগণের সম্বন্ধে ও আমাদের এইরূপই বোধ হয়। (গ)

(গ) যাজ্ঞসেন ও যাজ্ঞসেনী অনার্য্য সমাজ হইতে "শুদ্ধি" দ্বারা দ্রুপদরাজ পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীরূপে পাঞ্চালে পরিগৃহীত হইয়াছেন এই প্রকার কল্পনা আমরা নিতান্ত বীভৎস ও হীন মনে করি। আমাদের মনে একটা থিওরী উদয় হইতেছে। সত্যনিষ্ঠ পণ্ডিতপ্রবর ভারতীভূষণ মহাশয় ও পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। তাঁহাদের উভয়কেই যজ্ঞসেন রাজার মহিষীর গর্ভজাত বলিলে দোষ কি? দুর্ভাগ্য বশতঃ এই পুত্র ও কন্যা দ্রোণবধ ও কুরুকুল ধ্বংশের জন্য নিযুক্ত হওয়াতে এই মহাপাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার মানসে যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। লেখক মহাশয় আদিপর্ব্বের ১৬৭ অধ্যায়ের ৩ শ্লোকার্দ্ধ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু ৩৫।৩৬।৩৭।৩৮ শ্লোক আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে যজ্ঞকারী যাজমহর্ষি হবিগ্রহণ করিতে মহিষীকে আহ্বান করিলে রাজ্ঞী বলিলেন—হে ব্রহ্মণ! আমার মুখ দিব্য গন্ধ-দ্রব্য দ্বারা অবলিপ্ত। আপনি অপেক্ষা করুন আমি শুচি হইয়া আসিতেছি, কিন্তু পুরোহিত অপেক্ষা না করিয়া আহুতি প্রদান করিলে অগ্নি হইতে কুমার ও কুমারী উৎপন্ন হন। [illegible] রাণীকে পাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে। আমরা কি মনে করিতে পারি না যে মহারাণী হবিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার গর্ভ হইতেই সন্তানদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছিল। মহারাণীকে এতদূর উপেক্ষা করা পুরোহিতের সাধ্যায়ত্ব নহে। বিশেষ ভাবে সঙ্গত না হইলেও অনার্য্য দোষ হইতে মুক্ত পাইবার অভিপ্রায়ে আমরা এই থিওরী তুলিতেছি। সঃ

আমাদের এই যে ধারণার কথা লিখিত হইল, উহার নিমিত্ত আমরাই দায়ী এবং উহা প্রকৃত হউক না হউক তাহার সহিত মহাভারতের দ্রৌপদী চরিত্রের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। মহাভারত হইতে আমরা এই মাত্র পাইতেছি যে দ্রৌপদী দেবী প্রাপ্ত যৌবনাবস্থাতেই মহারাজ দ্রুপদের কন্যাত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাহার শৈশব-কালের কোন কথাই আর পাইবার উপায় নাই।

জতুগৃহ দাহে মাতা কুন্তীর সহিত পাণ্ডবেরা বিনষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া একটী প্রসিদ্ধ জনরব উঠিয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা যে কেহই বিনষ্ট হন নাই, পরন্তু ছদ্ম বেশে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তাহা মহা-ভারত পাঠক মাত্রেরই সুবিদিত। এইরূপে তাঁহারা যখন একচক্রা নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখনই দ্রৌপদী দেবীর স্বয়ম্বর সমারোহের কথা তাঁহারা শুনিতে পান এবং সকলে পঞ্চাল নগরে আগমন করতঃ এক কুম্ভকার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহার পর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ-পাণ্ডব অনাহূত ব্রাহ্মণের বেশে ব্রাহ্মণদিগের দলে মিলিত হইয়া স্বয়ং-বর সভায় উপস্থিত হন। তাঁহারা সভাস্থ হইয়া দেখিলেন যে তদানীন্তন কালের সুপ্র-সিদ্ধ ক্ষত্রিয় রাজা ও রাজপুত্র দিগের মধ্যে অনেকেই তথায় আগমন করিয়াছেন। কুরু বংশীয় দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রমুখ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ, অঙ্গরাজপুত্র কর্ণ, গান্ধার, মদ্র, বাহ্লীক, সিন্ধু, ভোজ, বৃষ্ণি, কাম্বোজ, মৎস্য ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্তের যাবতীয় প্রসিদ্ধ রাজপুত্রেরাই দ্রৌপদীর আকাঙ্ক্ষায় প্রলুব্ধ হইয়া স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশাধিপতি সমুদ্রসেন-পুত্র কুমার চন্দ্রসেন এবং কায়স্থ কুলভূষণ, ঘোষবংশসূর্য্য, মহাত্মা সূর্য্যধ্বজ ও এই নৃপতিমণ্ডলে উপস্থিত ছিলেন দেখিতে পাওয়া যায়। (ঘ)

মহারাজ দ্রুপদ পাণ্ডুরাজকুমার অর্জ্জুনের শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকেই নিজ-কন্যা মনস্বিনী কৃষ্ণার যোগ্যপাত্র মনে করিয়াছিলেন কিন্তু জতুগৃহদাহ ব্যাপারে তাঁহাকে হতাশ হইতে হইল। তিনি মনের সেই সংকল্প আর প্রকাশ করিতে পারিলেন না, তথাপি, একেবারে হতাশ হন নাই। ইন্দ্রতুল্য প্রতাপশালী এবং অলোকসামান্য বিদ্যাবুদ্ধি ভূষিত দেবপুত্র প্রতিম পাণ্ডবগণ যে সাধারণ পশুর ন্যায় গৃহদাহে বিনিষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন, দ্রুপদের অন্তরাত্মা তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই; তিনি ভাবিয়াছিলেন, রাজনীতি কুশল রাজকুমারগণ তাঁহাদের জ্যেষ্ঠতাত ধৃত-রাষ্ট্র এবং তাঁহার পুত্রগণের বৈরভাব বুঝিতে পারিয়া জতুগৃহ হইতে যথাসময়ে পলায়ন করিয়াছেন এবং অনুকূলসময়ের আগমন প্রতীক্ষা করতঃ আত্মগোপন করিয়া আছেন। তাই, তিনি অর্জ্জুনকে জামাতৃ রূপে পাইবার নিমিত্তই সাধারণ বীরের দুর্ভেদ্য শূন্যস্থিত কৃত্রিম মৎস্যযন্ত্র রূপ লক্ষ্যভেদ কৃষ্ণার বিবাহের পণ রাখিয়া-ছিলেন এবং সেই লক্ষ্যভেদ নিমিত্ত অতি

(ঘ) আদিপর্ব্ব, ১৮৬ অধ্যায় যথা।
সূর্য্যধ্বজো রোচমানোনীলশ্চিত্রায়ুধস্তথা।
* * * * *
অন্যর্থমাপতা তত্রেক্ষত্রিয়াপ্রথিতাভুবি॥

কঠিন ও অনমনীয় এক বৃহৎ ধনু ও করিয়াছিলেন। দ্রুপদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে অর্জ্জুন ভিন্ন আর কেহই তাঁহার এই দুষ্পূর পণ পূরণ করিতে পারিবেন না। মহাভারতকার বলিতেছেন,—

"যজ্ঞসেনস্তু কামস্তু পাণ্ডবায় কিরীটিনে।
কৃষ্ণাং দদ্যামিতি সদা নচৈতদ্বিবৃণোতি সঃ ॥৮॥
সোঽন্বেষমাণঃ কৌন্তেয়ং পাঞ্চল্যোজনমেজয়।
দৃঢ়ং ধনুরনানম্যং কারয়ামাস ভারত ॥৯॥
যন্ত্রং বৈহায়সং চাপি কারয়ামাস কৃত্রিমম্।
তেন যন্ত্রেণ সহিতং রাজা লক্ষ্যং চ কার সঃ॥১০॥

দ্রুপদ উবাচ।

ইদং সজ্যং ধনুঃ কৃত্বা সজ্জৈরেভিশ্চ সায়কৈঃ।
অতীত্যলক্ষ্যংযোবেদ্ধা সলব্ধামৎসুতামিতি॥১১॥"

মহাভারতে আদিপর্ব্বণি, ১৮৫ তম অধ্যায়ে।

অর্থাৎ—রাজা যজ্ঞসেনের সর্ব্বদা এই কামনা ছিল যে, পাণ্ডুনন্দন কিরিটী অর্জ্জুনকেই কন্যা দান করেন; পরন্তু তিনি একথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন নাই ॥৮॥ হে জন্মেজয়! তিনি কৌন্তেয় অর্জ্জুনকে উদ্দেশ করিয়া, অর্জ্জুন ব্যতীত কেহ নত করিতে না পারে, এমত এক দৃঢ় শরাসন প্রস্তুত করাইলেন ॥৯॥ আকাশ-গত কৃত্রিম এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া সেই যন্ত্রযুক্ত একলক্ষ্য প্রস্তুত করাইলেন ॥১০॥ দ্রুপদ রাজা কহিলেন, যে রাজা এই শরাসন জ্যাযুক্ত করিয়া এই সজ্জিত সায়ক দ্বারা ঐযন্ত্র অতিক্রম পূর্ব্বক লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবেন, তিনিই আমার কন্যা লাভ করিবেন ॥১১॥

যাহাহউক, মহারাজ দ্রুপদ এবং রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নাদির সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই পঞ্চপাণ্ডব ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের সহিত বসিয়াই স্বয়ম্বরের সমারোহ দর্শন করিতে লাগিলেন। যথাকালে সদ্যঃস্নাতা, সুবসনা, সর্ব্বাভরণ ভূষিতা কুমারী কৃষ্ণা সুবর্ণনির্ম্মিত হার-হস্তে ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সভা প্রবেশ করিলেন। সমবেত জনসংঘ নির্নিমেষনেত্রে সেই স্বয়ংবরার্থিনী রাজকন্যাকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার রূপরাশির প্রভাবে সেই বিশাল রাজসমুদ্র ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। মঙ্গলবাদ্য ও স্বস্তিবাচনাদি নিরস্ত হইলে, জন সমুদায়ের বিস্ময় কোলাহল নিস্তব্ধ হইলে সেই নিঃশব্দ সভামধ্যে রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় স্বাভাবিক সলিলপূর্ণ মেঘনির্ঘোষতুল্য গম্ভীর স্বরে সর্ব্বজন শ্রবণোচিত উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,—

"ইদং ধনুর্লক্ষ্যমিমেচ বাণাঃ
শৃণ্বন্তু মে ভূপতয়ঃ সমেতাঃ।
ছিদ্রেণ যন্ত্রস্য সমর্পয়ধ্বং
শরৈঃশিতৈর্ব্যোমচরৈর্দশার্দ্ধৈঃ ॥৩৫॥"
এতন্মহৎকর্ম্ম করোতি যো বৈ
কুলেন রূপেণ বলেন যুক্তঃ।
তস্যাদ্য ভার্য্যা ভগিনী মমেয়ং
কৃষ্ণা ভবিত্রী ন মৃষা ব্রবীমি ॥৩৬॥"

আদিপর্ব্বে, ১৮৫ তম অধ্যায়ে।

অর্থাৎ হে সমবেত রাজগণ! আপনারা শ্রবণ করুন। যে রূপগুণবলশালী পুরুষ এই ধনুর্ব্বাণ সহায়ে এই লক্ষ্যভেদ করিতে পারিবেন, আমার এই ভগিনী কৃষ্ণা অদ্য তাঁহার ভার্য্যা হইবেন,—মিথ্যা বলিতেছি না।"

এই ঘোষণাদিবার পর কুমার নিজ ভগিনীকে সমাগত রাজা এবং রাজকুমারদিগের নাম, দেশ ও গোত্রাদির পরিচয় দিলেন এবং তাঁহারা দ্রৌপদীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে লাভ করিতে অতিশয় ব্যগ্র হইলেন। ব্যগ্র

হইলে কি হইবে; সমাগত রাজগণ লক্ষ্যভেদের সেই মহাধনুর নিকটে গিয়া তাহার মূর্ত্তি দেখিয়াই হতাস হইলেন, উহাকে তুলিবার চিন্তা পর্য্যন্ত মনে আনিতে পারিলেন। বহুসংখ্যক রাজা এইরূপ ভগ্নমনোরথ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার পর মহাবীর সূর্য্যসম তেজস্বী সূর্য্যপুত্র কর্ণ গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি ধীরপাদবিক্ষেপে ধনুর নিকটে গিয়া অবলীলাক্রমে ধনু হস্তে গ্রহণ করিয়া তাহাতে গুণারোপণ করতঃ শরযোজনা করিলেন। কর্ণকে উদ্যতায়ুধ দেখিয়া পাণ্ডুপুত্রগণের হৃদয়ের আশা নির্ব্বাপিত প্রায় হইয়া গেল; তাঁহারা ভাবিলেন যে মহাবীর কর্ণ নিশ্চয়ই লক্ষ্যভেদ করিতে সমর্থ হইবেন এবং দ্রৌপদীকে লাভ করিবেন। ইতোমধ্যে দ্রৌপদীদেবী স্বয়ং সকল সন্দেহের নিরাশ করিলেন। ভগবান্ ব্যাসদেব বলিতেছেন,—

> "দৃষ্ট্বা তু তং দ্রৌপদী বাক্যমুচ্চৈ
> র্জগাদ নাহং বরয়ামি সূতম্।
> সামর্ষ হাসং প্রসমীক্ষ্য সূর্য্যং
> তত্যাজ কর্ণঃ স্ফুরিতং ধনুস্তৎ॥" ৩৭
>
> আদিপর্ব্বণি, ১৮৭ তম অধ্যায়

অর্থাৎ কর্ণকে দেখিয়াই দ্রৌপদী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "আমি কদাপি সূতকে বিবাহ করিব না।" সুতরাং কর্ণকে নিরস্ত হইতে হইল। এই একটী বাক্য দ্বারাই দ্রৌপদীর মনস্বিতা ও তেজস্বিতা স্পষ্ট প্রকটিত হইল। সেই সুবিশাল স্বয়ম্বর সভার মধ্যে ভারতের প্রধান প্রধান রাজগণের সম্মুখে, নিজ পিতা এবং ভ্রাতার নিকটেই এই অনূঢ়াবালা স্পষ্ট ও উচ্চৈঃস্বরে মহাবীর কর্ণকে "সূত" বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন! ধন্য সেই দেশ, শতধন্য সেই কুল, যথায় এরূপ তেজস্বিনী বীর্য্যবতী নারী জন্মগ্রহণ করেন। (৬)

(ক্রমশঃ)

অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ

---

(৬) অঙ্গদেশের রাজা অধিরথের উর্দ্ধতম রাজা জয়দ্রথ যে কন্যাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কন্যার পিতা ক্ষত্রিয় কিন্তু মাতা ব্রাহ্মণ কন্যা ছিলেন। ইহা হইতে জয়দ্রথের বংশধারা চলিয়াছিল বলিয়া তাঁহার পুত্র বিজয় হইতে এই বংশ সূতবংশ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। যে হেতু ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে "সূতের" জন্ম হয় মনুসংহিতায় দেখা যায় (মনু দশম অধ্যায় ১১শ শ্লোক)। বিজয় হইতে অধস্তন চতুর্থ পুরুষ অতিরথ অথবা অধিরথ; তিনিই কর্ণের পালক পিতা। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন—"যো গঙ্গাগতো মঞ্জুষাগতং পৃথাপবিদ্ধং কর্ণং পুত্রমবাপ।" পিতা মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত পুত্রকে (deserted) "অপবিদ্ধ" বলে (মনু ৯ম অঃ ১৭১।)

লেখক।

জন্মাষ্টমী।

অর্দ্ধনিশি শেষে কৃষ্ণাতিথি অষ্টমী।
জনমিলেন যোগেন্দ্র হৃদি-নিধি ভূমণ্ডলে
কৃষ্ণাতিথি অষ্টমী॥

অবতার উপক্রমে, সুখের মথুরাভূমে,
ধরিলা অপূর্ব্বরূপ প্রকৃতিসুন্দরী।
প্রাবৃটের অবসানে, মথুরা বাসীরপ্রাণে,
ভাতিল শরতধরি অপূর্ব্ব মাধুরী॥

(২)

নীলিম গগনতল, গ্রহগণ সমুজ্জ্বল,
উজ্জ্বল সুধাংশু রশ্মি ছাইল গগন।
নির্ম্মল সরসীজল, প্রফুল্লিত শতদল,
বহিল প্রশান্তভাবে স্রোতস্বতীগণ॥

(৩)

সৌরভে করি আকুল, ফুটিল কাননেফুল,
ঝংকারিল শাখাদল ভ্রমর গুঞ্জনে।
ডালে বসি বিহঙ্গম, বর্ষিয়ে অনুপম,
পূরিল কানন বন মধুর নিঃস্বনে॥

(৪)

কুসুম স্তবক বনে, প্রফুল্ল বল্লরীসনে,
রঞ্জিল শ্যামল পত্র বিচিত্র শোভায়।
ধীরে ধীরে সমীরণ, সুসৌরভে পূরিবন,
প্রমোদিত প্রাণসাথে বনান্তরে যায়॥

(৫)

মহানন্দে যোগিগণ, ধ্যানযোগে নিমগণ,
জ্বালিল হবনকুণ্ডে পূর্ণ হুতাসন।
আনন্দে বিভোর ঋষি, প্রতীক্ষা করিছেবসি,
হেরিবে চরম চক্ষে বিষ্ণুর চরণ॥

(৬)

নির্জ্জন গুহায় বসি, ভাবিছে কলুষদ্বেষী,
কবে হবে আর্য্যভূমে বিষ্ণু অবতার।
নাশি কংস শিশুপালে, নরক অসুরদলে,
করিবেন ধর্ম্মরাজ্য অহিংসা বিস্তার॥

(৭)

অতীত দশমমাস, দেবকী হৃদয়ে ত্রাস,
কেমনে কংশের হস্তে রক্ষিবে নন্দন।
বসুদেব চিন্তান্বিত, আতঙ্কে ত্রাসিতচিত,
নাহি জানে হিতাহিত কর্ত্তব্য সাধন॥

(৮)

নিশীথ রজনী অতি, কৃষ্ণাষ্টমী পুণ্যতিথি,
জ্বলিছে গগণ-পথে সপ্তর্ষিমণ্ডল।
প্রফুল্লিত ভাদ্রমাস, মেঘাচ্ছন্ন মহাকাশ,
অবিশ্রান্ত বরষণে ভাসিছে ভূতল॥

(৯)

ঘনমেঘে অন্ধকার, রাজপথ মথুরার,
অন্ধকার কারাগার বেষ্টিত প্রাকার।
আঁধারে যমুনাজল, বহিতেছে কলকল,
উরধে ওঠিছে উর্ম্মী ভীষণ আকার॥

(১০)

ভীমরবে প্রভঞ্জন, আলোড়িয়া মেঘগণ,
কাঁপাইয়া তরুদল যমুনাজীবন।
মিশিয়া জীমুতমন্দ্রে, ধাইছে গগণকেন্দ্রে,
ভাতিছে বিজলীরঙ্গে দীপিয়া গগণ॥

(১১)

কারাগারে ক্ষুদ্রদীপ, করিতেছে টিপ, টিপ,
শায়িত মলিন বেশে দেবকীসুন্দরী।

গর্ভ জন্য যাতনায়,　　হরিমাতা মৃতপ্রায়,
　শুশ্রূষা করিবে হায় নাহি সহচরী ॥
(১২)
রোহিণী আশ্রয়করি,　　সর্ব্বলোক ত্রাতাহরি,
　ভূমিষ্ঠ হইলা সেই রুদ্ধ কারাগারে।
মোহানন্দে দেবগণ,　　হরিপ্রেমে মুগ্ধমন,
　আবরিলা কারাগার প্রসূন আসারে ॥
(১৩)
গন্ধর্ব্ব কিন্নর রঙ্গে,　　মধুর সঙ্গীত গন্ধে,
　গাহিল হরির গীত অমর ভবনে।
সিদ্ধচারণগণ,　　স্তবিলা পরমধন,
　নাচিলা অপ্সরাগণ বিদ্যাধরী সনে ॥
(১৪)
নেহারি অদ্ভুতসুত,　　ত্রাসিত দেবকী চিত,
　চতুর্ভুজ পিতাম্বর নীরদ বরণ।
কিরীট-মস্তকপরে,　　শোভিছে পঙ্কজকরে,
　শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, আয়ুধ উত্তম ॥
(১৫)
শ্রীবৎস অঙ্কিত হৃদে　　ধ্বজবজ্রাঙ্কিত পদে,
　নবীন নীরদকান্তি অধর রসাল।
মস্তকে কুঞ্চিত কেশ,　　অপূর্ব্ব মণ্ডনবেশ,
　আকর্ণ বিশ্রান্তভুরু নয়ন বিশাল ॥
(১৬)
নেহারি অদ্ভুতমুখ,　　পাশরিলা সর্ব্বদুঃখ,
　ভাবিলা দম্পতি ইনি বিষ্ণু অবতার।
বিনম্র মস্তকে বসু,　　আরাধিয়া দেবশিশু
　বলিতে লাগিলা ধীরে করি নমস্কার ॥

সম্পাদক

গভীর মিলনে সুখ দুঃখ ।২।

চিরকাল চাহিয়াছি সুখ,
চিরকাল খুঁজিয়াছি সুখ,
(৭)
চিরকাল দুখে শত্রুবোধ ;
দুখের ভীষণ তীব্র মুখ,
কাঁপিত নিরখি স্মরি বুক,
চিন্তি চিন্তা-স্রোত হ'ত রোধ ।১।
দুঃখের প্রভাব এড়াইতে,
সুখে হৃদিমাঝে বসাইতে,
করেছি যে কতই যতন ;
অনাদরে তিরস্কারে নিতি,
দুখে করিয়াছি দুখ-মতি,
সুখে সমাদরে আ'বাহন ।২।
সুখ (ই) ছিল উপাস্য আমার,
সতত উন্মুক্ত হৃদি-দ্বার,
বৃত্তিচয় অভ্যর্থনাকারী ;
অতি দূরে নেহারিয়া তায়,
নাচিত উল্লাসে মন কায়,
ধন্য হত আলিঙ্গনে তা'রি ।৩।
যবে এসে বসিত আসনে,
বিকীরিয়া উজ্জ্বল কিরণে,
বিস্তারিয়া নিজ অধিকার,
কোথায় ডুবিয়া যেত দুখ !
জুড়াত দুদিন তরে বুক,
লঘু হত জীবনের ভার ।৪।
সুখ সনে থাকি স্মিতমুখে,
জিত জ্ঞানি করিতাম দুখে,
করিতাম কত উপহাস ;
সুখের ভরসা বল রাখি,
দুখে অবজ্ঞায় বক্র আঁখি,
দেখায়েছি যেন ক্রীতদাস । ৫।
উপাসনা কত আকিঞ্চন,
সারাপ্রাণে করেছি যতন,
তবু সুখ প্রকৃতি নিঠুর ;
নীরবে অজ্ঞাতে দ্রুতগতি,

না চাহি বারেক মোর প্রতি,
নিমিষে লুকাত কোন্ পুর। ৬।
আবার বিকট ফণা ধরি,
স্মরিতেও পরাণে শিহরি!
দুখ-অহি হৃদয়ে বসিত;
অদম্য প্রভাবে অবিরল,
তীক্ষ্ণ দন্তে দংশিত কেবল
নেত্রজলে ধরণী ভাসিত। ৭।
করিতাম কত আর্ত্তনাদ,
কালপেয়ে দুখ সাধি বাদ,
কোথা সুখ কোথা এ সময়ে,
যাতনা সহিতে নারি আর,
দরশনে করহ উদ্ধার,
বিতাড়িয়া দুঃখ-দুরাশয়। ৮
শুনিত না সকরুণ কথা,
বুঝিত না দুর্ব্বিষহ ব্যথা,
সুখ না করিত সম্ভাষণ;
তবু হায়! মোহে ভ্রান্ত ঘোর,
অন্তর পরাণ দুই মোর
অবিরত মাগিত শরণ। ৯।
ভাবিতে কাঁদিতে কালগত,
আশাবল ম্রিয়মাণ হত,
নিস্তারের উপায় না হেরে;
জীবনের সে দুর্দ্দিন লয়,
হতে পারে হ'তনা প্রত্যয়,
কেন যেন দুখ (ও) যেত ছেড়ে। ১০।
আবার মোহন হাসি মুখে,
লাবণ্য ছড়ায়ে চারিদিকে,
ধীরে সুখ সান্নিধ্যে আসিত,
রূপহেরি অধীর হইয়া,
লইতাম বাহু পসারিয়া
কোলে টেনে উন্মাদের মত! ১১

যথাক্রমে সুখ দুঃখ হেন,
আসিত যাইত পুনঃ পুনঃ,
জীবন করিত উপভোগ,
মিত্রবৎ হেরিয়াছি একে;
অন্যে রোষ কষায়িতচোখে,
বুঝিনাই, উভে মহাযোগ। ১২
বুঝিনাই, গঠিত জীবন,
সুখ দুঃখ সম প্রয়োজন,
কেহ মিত্র কেহনয় অরি;
সুখের পিছনে দুঃখ আসে,
দুঃখের পিছনে সুখ হাসে,
প্রকৃতির ইচ্ছা ভর করি। ১৩
তাই আজ হৃদয় পাতিয়া,
সুখ দুঃখ দু'য়ের লাগিয়া,
সমভাবে অকপট মনে,
উভয়ের আলিঙ্গন মানি,
মহাসত্য পশেছে পরাণে। ১৪
ভয়নাই—নাই সে উচ্ছ্বাস,
নাইদ্বেষ—প্রেম পরকাশ,
উভে হেরি সমান নয়নে,
আছে একোদ্দেশ্য সিদ্ধিতরে;
কোমল কঠোর রূপধরে
সুখ দুঃখ গভীর মিলনে। ১৫ (ক)

শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা

(ক) সুখ ও দুঃখ বলিয়া কোন বাহ্যিক পদার্থ নাই উহা মনেরধর্ম্ম। কামিনী কাঞ্চনে কাহারো সুখ হয়, কিন্তু সংযমী উহাকে দুঃখের আগার বলিয়া ঘৃণা করেন। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

যোঽন্তঃ সুখোঽন্তরারাম, স্তথান্তর্জ্জ্যোতিরেবসঃ
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥
৫ম অঃ ২৪ শ্লোক।

মিনতি। ৩।

(১)

প্রভো হে! প্রণিপাত তবচরণে,
এ অভাগা যেন হয়না বঞ্চিত,
তোমারই চরণ শরণে।
না চিনিয়া কভু কুপথ ধরিয়া,
ভ্রমে যদিবাই কুকাজে মজিয়া,
কৃপাকরি প্রভো! সুপথ দেখায়ে,
লয়ে যেও হে! সদা এদীনে॥

(২)

(প্রভো) চালাবে যে পথে চলিব সে পথে,
তোমারই মহিমা করিব গান,
তোমারি তরেতে এ ক্ষুদ্র জীবন,
তোমারই সেবায় করিব দান।

শ্রীসতিপ্রসাদ কর

ধর্ম্ম।

১। এই পৃথিবীতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ কি? এই প্রশ্নের উত্তর সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে সমস্ত জ্ঞানিব্যক্তি একবাক্যে বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ। বস্তুতঃ আদিম কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত মানব বুদ্ধির অকাট্য ও চরম সিদ্ধান্ত এই যে,—অনিত্য জগতে ধর্ম্মই নিত্য পদার্থ। কি বেদ, কি সংহিতা, কি বাইবেল, কি পুরাণ কি কোরাণ, সর্ব্বপ্রকার ভাষায় রচিত প্রধান প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ ধর্ম্মের উৎকর্ষ প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মের নিমিত্ত প্রতি-বৎসর, প্রতি মাস, প্রতিদিন, এমন কি প্রতি মুহূর্ত্তে পৃথিবীতে কত শত সহস্র মুদ্রা ব্যয়িত হইতেছে, তাহার সংখ্যা কেহ করিতে পারে না। কত শত মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ কেবল ধর্ম্ম-রক্ষার মানসে ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে। পৃথিবীতে কত শত সহস্র লোক ধর্ম্মার্থে সহাস্য বদনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। এই সকল ঘটনা দ্বারা ধর্ম্মের সারবত্তা ও উৎকৃষ্টতা প্রতিপন্ন হইতেছে। যদিও

অর্থাৎ যিনি স্বীয় আত্মাতে সুখভোগ করেন, আত্মাতে বিহার করেন, আপন অন্তরে জ্ঞানের জ্যোতিঃ অবলোকন করেন সেই মহাত্মা ব্রহ্মে স্থিত হইয়া ক্রমে ব্রহ্ম নির্ব্বাণরূপ মোক্ষ লাভ করেন।

শ্রুতি বলিয়াছেন—"ব্রহ্মৈবসন্ ব্রহ্মাপ্নোতি" অর্থাৎ ব্রহ্মে অবস্থান করিলে পরে ব্রহ্মই লাভ হয়। জগৎ মায়িক প্রপঞ্চ হইলেও তাঁহার নিকট চিরানন্দময় এই প্রকারে সুখ ও দুঃখকে যিনি সমজ্ঞান করেন, শ্রীভগবান্ গীতায় তাঁহার "নির্দ্বন্দ্ব" "সমদুঃখসুখঃ" "শীতোষ্ণসুখদুঃখেষুসমঃ" ইত্যাদি অভিধা দিয়াছেন। কবি তাঁহাকে উভ হেরি সমান নয়নে বলিয়াছেন। ফলতঃ এই সমতাই ব্রহ্ম। সঃ

মানুষ প্রধানতঃ "ইহলোকে ধর্ম্ম পরলোকে কৃত্য" এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তথাপি অনিত্য ঐহিক সুখাপেক্ষা পারত্রিক সুখের নিদান স্বরূপ ধর্ম্ম যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিত্য পদার্থ তাহার আর সন্দেহ কি।

২। আর্য্য ঋষিগণ সমস্বরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ধর্ম্ম মানুষের একমাত্র সুহৃদ ও পরকালের সহায়। তথাহি মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতিযঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্ব মন্যদ্ধিগচ্ছতি॥ মনু।

অর্থাৎ একমাত্র ধর্ম্মই মিত্র কেনন', মরণের পরে ও তিনি আত্মার অনুগামী হন, আর সমস্ত শরীরের সহিত বিনষ্ট হয়। আমাদের পরকালের সহায় স্বরূপ পিতা, মাতা, পুত্র, দারা কি জ্ঞাতি, বন্ধু কেহই থাকে না, কেবল ধর্মই পরকালের একমাত্র সহায়। তথাহি মনু—

নামুত্রহি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতি ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ॥

৪র্থ অঃ ২৩৯

মনু আরও বলিয়াছেন—

মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠ লোষ্ট্র সমংক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবায়ান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি ॥২৪১
তস্মাৎধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ।
ধর্ম্মেণ হি সহায়েণ তমস্তরতি দুস্তরং॥ ২৪২

অর্থাৎ মৃত্যুর পরে বান্ধবগণ মৃতের দেহ কাষ্ঠ ও লোষ্ট্রবৎ শ্মশানে পরিত্যাগ করে, কিন্তু সেই চরমকালেও ধর্ম্ম মৃতাত্মার পশ্চাৎগামী হন। শ্রীভগবান্ গীতায় একটী অতি সুন্দর উপমা দিয়াছেন,—"ফুলটী ঝরিয়া পড়িলে তাহার গন্ধ যেমন বায়ুর সঙ্গে কোথায় চলিয়া যায়, ধর্ম্ম ও আত্মার সহিত সেই পরলোকে প্রস্থান করে"। অতএব ধর্ম্মাপেক্ষা পরম মিত্র মানুষের আর কেহ নাই।

৩। প্রকৃতপক্ষে মানব জাতি যে পশ্বাদি অপেক্ষা অত্যুন্নত, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি স্বরূপ অমূল্য রত্নে বিভূষিত হওয়াই তাহার প্রধান কারণ। মানুষের চিন্তাশক্তি বাক্‌শক্তি ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি শক্তির কণকাংশ পশ্বাদির মধ্যেও বিদ্যমান আছে কিন্তু ধর্ম্ম বলিয়া আমরা যে আধ্যাত্মিক শক্তিকে নির্দ্দেশ করিতেছি, তাহার কণামাত্র ও মনুষ্যেতর নিকৃষ্ট প্রাণীতে নাই। এই নিমিত্ত বুধগণ ধর্ম্মহীন মানুষকে পশু জাতির অভিন্ন মনে করিয়া থাকেন।

তথাহি উত্তরগীতা—

আহারোনিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ
সামান্য মেতৎ পশুভি র্নরাণাং।
ধর্ম্মোহিতেষামধিকো বিশেষঃ
ধর্ম্মেণহীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥"

২য় অঃ ৪১ শ্লোক॥

অর্থাৎ আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন এই চতুর্ব্বিধ কার্য্যে পশুজাতির সহিত মানুষের প্রভেদ নাই, কেবল একমাত্র প্রভেদ ধর্ম্ম দ্বারা, সুতরাং ধর্ম্মহীন মানুষ পশু তুল্য। ধর্ম্মের শব্দগত ও ভাবগত বহুঅর্থ, ধৃ ধাতু (মন্) প্রত্যয় দ্বারা ধর্ম্মশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যে সকলকে প্রতিপালন করে অর্থাৎ পরিপোষণ করে, তাহাই ধর্ম্ম। যেমন গোরধর্ম্ম গোত্ব, আর মানুষের ধর্ম্ম মনুষত্ব। যে সমস্ত গুণাবলী দ্বারা মানুষকে পশুজাতি হইতে বিভিন্ন করিতেছে তাহাই মানুষের ধর্ম্ম। বহ্বার্থে ইহা ব্যবহৃত হয়।—

যথা মানুষের আধ্যাত্মিক গুণাবলী, সৎসঙ্গেচ্ছা, অহিংসা, যজ্ঞ-দানাদিক্রিয়াকলাপ, ঐশিক প্রবৃত্তি ও মনোবৃত্তি, ভক্তি, তত্ত্বজ্ঞান ইত্যাদি। ধর্ম্মের দশবিধ লক্ষণ যথা—

"ধৃতিঃ ক্ষমাদমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ
ধীর্বিদ্যা সত্যামক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং।"
ইতি পাদ্মে ভূমিখণ্ডম্।

ইহা যদি ধর্ম্মের লক্ষণ হয় তবে আমরা কেহই ধার্ম্মিক পদবাচ্য হইতে পারি না। এই বিষয় প্রণিধান করিয়া শ্রীভগবান্ মানুষের কর্ম্মানুসারে ধর্ম্মকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—

"শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেবচ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥
১৮ অঃ ৪২

অর্থাৎ শমঃ=অন্তঃকরণের নিরোধ, দমঃ= বাহেন্দ্রিয়ের সংযম, তপ=ব্রতোপবাসাদি জন্য শারীরিক ক্লেশ, শৌচং= বাহ্যিক ও আভ্যান্তরিক নির্ম্মলতা, ক্ষান্তিঃ =দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা, আর্জবং=মনের সরলতা জ্ঞানং=ষড়াঙ্গের সহিত বেদ বিষয়ক জ্ঞান বিজ্ঞানং=কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের কৌশল, ও জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার একত্বানুভব, আস্তিকং= ঈশ্বর ও পরলোকাদিতে বিশ্বাস।

৪। আমাদের হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ-সত্ত্বগুণের প্রতিমা, তিনি সর্ব্বদাই ক্ষমাশীল ত্যাগী, পরোপকারী এবং মানুষ মাত্রকেই তিনি ব্রহ্মের ন্যায় দর্শন করেন, কিন্তু বর্ত্তমানে এতাদৃশ ব্রাহ্মণ অতিশয় বিরল। প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণ-সমাজ ব্রাহ্মণেতর জাতিকে পদদলিত ও নির্জ্জিত রাখিতে চান। ব্রাহ্মণগণ নিশ্চিত রূপে জানেন যে বঙ্গীয় কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয় ও বৈদ্যজাতি বৈশ্য; ইঁহারা উভয়েই দ্বিজ তথাপি তাহাদিগের ন্যায্য অধিকার স্বীকার করিতে চান না। তাঁহারা কায়স্থজাতির সহিত অনর্থক বিষম কলহ উপস্থিত করিয়া তাঁহারা যে ব্রাহ্মণ পদবাচ্য নহেন তাহা ভাল রূপেই প্রমাণ করিতেছেন। বেদশূন্য বঙ্গদেশে কেহই বেদ পাঠ করেন না, সুতরাং মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসনে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ জাতি সবংশে শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ বর্ত্তমানে শূদ্র কোথায় অনুসন্ধান করিতেছেন, যখন তাঁহারা অধিকাংশই শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছেন তখন ঐ প্রকার অনুসন্ধানের প্রয়োজন কি।

তথাহি মনু—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদ মন্যত্রকুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেবশূদ্রত্বমাশুগচ্ছতি সান্বয়ঃ॥
২অঃ ১৬৮

অর্থাৎ যে দ্বিজ বেদ পরিত্যাগ করিয়া অন্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন তিনি অতিসত্বর সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।

বঙ্গের প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির শূদ্রত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য তদীয় শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিতেছেন—

ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়ানাং শূদ্রতুল্যত্বমাহ মনু—
শনৈকস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণা দর্শনেন চ॥
অম্বষ্ঠাদিনামপি তথা—

অর্থাৎ রঘুনন্দন বলিতেছেন যে শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপে ক্ষত্রিয় ও অম্বষ্ঠাদি (বৈদ্য) জাতি সমস্তই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই স্থলে যদি কোন নিরপেক্ষ

মহাত্মা এই ব্যবস্থা প্রনয়ণ করিতেন তাহা হইলে তিনি লিখিতেন—"ব্রাহ্মণা-নামপি তথা" অর্থাৎ ক্রিয়া লোপ হেতু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ন্যায় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ জাতিও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৫। রঘুনন্দন তদীয় স্মৃতিশাস্ত্রের কোনও স্থানেই বলেন নাই যে বঙ্গীয় কায়স্থগণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, কারণ এ প্রকার মিথ্যা কথা তাঁহার লেখনী হইতে কখনও বাহির হইতে পারে না। কিন্তু লোকে কথায় বলে "বাঁশের চেয়ে কঞ্চী দড়" রঘুনন্দন কায়স্থকে শূদ্র না বলিলে ও তাঁহার শিষ্যগণ অম্লান বদনে কায়স্থকে শূদ্র বলিতেছেন। ইহা অশাস্ত্রীয় হইলেও আমরা ব্রাহ্মণকে দোষী মনে করি না, কারণ কায়স্থের সর্ব্বনাশ কায়স্থগণই করিতেছেন। বঙ্গজ সমাজের মস্তক স্বরূপ বাকুলা চন্দ্রদ্বীপের ও টাকী সমাজের কায়স্থগণ আজি ও শূদ্রাচারী। কলিকাতা মহানগরে কায়স্থজাতির নেতৃপদে অভিষিক্ত নিম্নলিখিত মহাত্মাগণ আজি ও শূদ্রাচারী।

মাননীয় শ্রীযুক্ত স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ,
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন।
„ মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর।
„ নরেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর।
„ রায় বিনোদবিহারী বসু
„ রামকৃষ্ণ দত্ত
শোভাবাজারে রাজা ও রাজকুমারগণ
ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমাদের বিনীত প্রার্থনা কলিকাতার কায়স্থ সভার উক্ত মহাত্মাগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন যে তাঁহারা কি মনে করিয়া অদ্যাপি জঘন্য শূদ্রাচারে নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছেন। সমাজ তাঁহাদের নিটক একটী কৈফিয়াত শুনিতে চাহে। আশাকরি তাঁহারা এই কৈফিয়াত দিয়া সমাজকে প্রবুদ্ধ করিবেন। আর যদি তাঁহারা এ বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া কোনও উত্তর না দেন, তবে তাঁহারা যে প্রকৃত সমাজদ্বেষী এবং ক্ষত্রিয় সমাজে শূদ্র তাহা আশাকরি প্রতিভা ও কায়স্থ সভার কর্ত্তৃপক্ষগণ ও কায়স্থ পত্রিকা তারস্বরে সর্ব্বত্র ঘোষণা করিবেন। তাঁহারা রাজা কিংবা রাজকুমার,কিংবা প্রভৃত অর্থশালী ধনশালী যে কেহই হউন না কেন সমষ্টিভূত সমাজশক্তিকে উপেক্ষা করা কাহারও সাধ্যায়ত্ব নহে।

৬। এইরূপ ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম কি? সকলেই জানেন ক্ষত্রিয়জাতি প্রাচীনকাল হইতে দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে যথা, অসি-জীবি ও মসিজীবী। কায়স্থজাতি মসিজীবী ক্ষত্রিয় হইলে ও তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অসিধারণ করিয়া স্বদেশকে শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। যে প্রকার লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধহয় সেই সময় ও আবার প্রত্যাসন্ন, যখন রাজবল্লভ বঙ্গীয় কায়স্থ জাতি অসিধারণ করিয়া সৈনিক বেশে তাঁহাদের প্রিয় সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের পতাকাতলে দণ্ডায়মান হইবেন। কায়স্থ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন একটী বিরাট জাতি। তাঁহাদের সংখ্যা সমগ্র ভারতে প্রায় ১ কোটি, ইহাঁরা রাজার জন্য, দেশেরজন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণকে তৃণাপেক্ষা লঘু জ্ঞান করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য সমরে গুর্খা, শিখ, রাজপুত সৈনিক-গণের সাহস ও বিক্রম দেখিয়া ইংরাজ সামরিক

কর্ত্তৃপক্ষগণ বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। আমরা ধ্রুব বলিতে পারি যে সামরিক বিভায় বঙ্গীয় কায়স্থজাতি পারদর্শীতা লাভ করিতে পারিলে তাঁহারা ইংরাজজাতির দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইবেন। এই জাতি রাজার জন্য প্রাণ পাত করিতে কখনই ইতঃস্তত করেনাই, এখন ও করিবেন না। শ্রীভগবান শ্রীমদ্ভগবদ্দীতায় ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দ্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বর ভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥

১৮ অধ্যায় ৪৩ শ্লোক

অর্থাৎ শৌর্য্য, তেজঃ ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধে সাহস বদান্যতা এবং ঈশ্বর ভাব ক্ষত্রিয়দের স্বভাবিক ধর্ম্ম। এই সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত ক্ষত্রিয়-কায়স্থ জাতি এখনও বঙ্গে গঠিত হয় নাই। কায়স্থের দ্বিজত্ব তাঁহারা ক্রমে ক্রমে উদ্ধার করিতেছেন, এইক্ষণ রাজার অনুগ্রহ হইলে এবং সামরিক বিভায় পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিলে এই কায়স্থজাতি তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরন্যায় প্রকৃত কায়স্থ ধর্ম্মাক্রান্ত হইবেন। আমাদের বোধহয় আর বিংশতি বর্ষের মধ্যে উক্ত প্রকার কায়স্থজাতি বঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

৭। প্রাচীন লক্ষণাক্রান্ত বৈশ্য ও শূদ্রজাতি অধুনাবঙ্গে দৃষ্টিগোচর হয়না। চারিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বহইতে পৌরাণিক যুগ পর্য্যন্ত যে বৈশ্য ও শূদ্র জাতি ছিল তাহার ধর্ম্ম শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন যথা—

কৃষি গোরক্ষবণিজ্যং বৈশ্য কর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥

১৮ অধ্যায় ৪৪ শ্লোক।

অর্থাৎ কৃষি, গোপালন এবং বাণিজ্য বৈশ্য জাতির স্বাভাবিক বৃত্তি। যাহারা ত্রিবর্গের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত তাঁহারাই শূদ্র বর্ণ। অধুনা কৃষি ও বাণিজ্য প্রায় একজাতির মধ্যে দেখা যায়না এবং এইবৃত্তি দেখিয়া জাতি নির্ণয় করাও একপ্রকার দুঃসাধ্য। বর্ত্তমানে হিন্দু-সমাজের নিম্নস্তরের অনেক জাতি-বিশেষ কৃষি ও গোরক্ষা করিয়া থাকেন, পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণাদি সকল জাতিই বাণিজ্যে ব্যাপৃত। বঙ্গে বৈদ্য-জাতি লক্ষাধিক হইবেকিনা সন্দেহ, তাঁহাদের প্রায় অধিকাংশই চিকিৎসা ব্যবসায়ী। এই মুষ্টিমেয় জাতি বিরাট কায়স্থজাতির একাংশ বলিয়া আমাদের ধ্রুব ধারণা, কিন্তু অদ্যাপি এমন একজন মহাত্মা উত্থিত হননাই যে, এই উভয় বিবদমান জাতিকে একত্বে পরিণত করিতে পারেন। পক্ষান্তরে এমন অনেকলোক আছেন যাঁহারা এই উভয় জাতি মধ্যে আরো অধিকতর বিদ্বেষ ভাব সৃষ্টি করিতে কুণ্ঠিত নন। পূর্ব্ববঙ্গের অনেকস্থলে (নোয়াখালি, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট অঞ্চলে) বৈদ্য কায়স্থের সহিত বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ আছেন এবং এখনও কোন কোন স্থলে তাঁহাদের মধ্যে আদান প্রদান চলিতেছে। বৈদ্য কুলপঞ্জিকা কার প্রসিদ্ধ ভরতমল্লিক মহাশয় তাঁহার সুবিখ্যাত "চন্দ্র-প্রভা" গ্রন্থে এবম্প্রকার বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তাঁহার "জাতি-তত্ব (বঙ্গে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ-বৈদ্য") গ্রন্থে এতদ্বিষয় বিস্তারিত রূপে আলোচনা করিয়াছেন; সুধি পাঠকবৃন্দ ইচ্ছা করিলে উক্ত গ্রন্থের ৭ম অধ্যায় হইতে ১০ম অধ্যায় পর্য্যন্ত হিংসা দ্বেষ পরিশূন্য হইয়া অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলেই সমস্ত বুঝিতে পারিবেন। আমরা মনে করি

অলীক ব্রাহ্মণত্বের অভিমান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা যদি সেই কায়স্থ (ক্ষত্রিয়ের) সহিত একত্বে পরিণত হন, তবে সমাজের প্রভূত মঙ্গল হয়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সেই আশা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা অতিবিরল।

৮। প্রাচীন লক্ষণাক্রান্ত শূদ্রজাতি বঙ্গে দেখা যায়না। পার্ব্বতীয় বনভাগে সাঁওতাল, কোল ভীল, নাগা প্রভৃতি অসভ্য জাতি মধ্যে শূদ্রের লক্ষণ গুলি বেশ দেখাযায়। ত্রিবর্ণের সেবা-কার্য্যে সকল বর্ণই নিযুক্ত আছেন তাহা দেখিয়া শূদ্রত্ব অবধারণ করা একান্ত অসম্ভব। ব্রাহ্মণের যাজন, ক্ষত্রিয়ের দেশ রক্ষা এবং বৈশ্যের ধনোপার্জ্জন এই সমস্ত সামাজিক পরিচর্য্যা। অত্রাবস্থায় "পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম" বলিলেই শূদ্রধর্ম্ম বুঝায় না। মহর্ষি বাল্মিকি রাম রাজ্যের সামাজিক অবস্থা বর্ণন করিয়া তদীয় রামায়ণের বালকাণ্ডের সপ্তম স্বর্গে বলিতেছেন—

ক্ষত্রং ব্রহ্মমুখঞ্চাসীৎ বৈশ্যাঃ ক্ষত্রমনুব্রতা।
শূদ্রাঃ স্বধর্ম্ম নিরতাঃ ত্রীন্ বর্ণানুপচারিণঃ॥১৯॥

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের মুখাপেক্ষী ছিলেন, বৈশ্যগণ ক্ষত্রিয়ের এবং শূদ্রবর্ণত্রয়ের সেবায় নিরতছিল। এস্থলে সেবার অর্থ ধর্ম্ম কার্য্যের সাহায্য করা। বাল্মিকি শূদ্রের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন"শূদ্রাঃ স্বধর্ম্মনিরতাঃ"এস্থলে শূদ্রের স্বধর্ম্ম যে কি তাহা নিরূপণ করা আবশ্যক। মহাভারত শান্তি পর্ব্বের ১৮৮ অধ্যায়ে শূদ্র সম্বন্ধে লিখিত আছে—

হিংসানৃত প্রিয়ালুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবীনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রাষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥

অর্থাৎ যে সকল দ্বিজ হিংসাপরায়ণ, লোভি মিথ্যাবাদী; শৌচ এবং আচার ভ্রষ্ট সেই কৃষ্ণ-বর্ণ দ্বিজগণ শূদ্র হইলেন। এইক্ষণ দেখা যাই-তেছে শূদ্রজাতি দ্বিবিধভাবে গঠিত হইয়াছিল, প্রথম কৃষ্ণবর্ণ আদিম অনার্য্য জাতি এবং দ্বিতীয় যাঁহারা কর্ম্মদোষে ব্রাহ্মণত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। এই লক্ষণাক্রান্ত শূদ্রজাতি উল্লিখিত সাঁওতাল, কোল, ভীল, প্রভৃতি অসভ্যজাতি ভিন্ন অন্য কোন জাতিহইতে পারেনা। অধুনা স্মৃতিশাস্ত্রেও লিখিত আছে,—

বিবাহ মাত্রং সংস্কারং শূদ্রোঽপি লভতাংসদা।

অর্থাৎ বিবাহ ভিন্ন অন্য কোন সংস্কারে শূদ্রের অধিকার নাই,সেই বিবাহ ও মন্ত্রহীন, বিশ্বেশ্বরকৃত শূদ্রধর্ম্ম নিরূপণে লিখিত আছে,—
নমন্ত্রে চাধিকারোঽস্তি শূদ্রাণামিতিনিশ্চয়ঃ।"

এই সকল শাস্ত্র বাক্যে শূদ্রের প্রকৃতি লক্ষণ অবধারিত করিতেছে, অর্থাৎ সংস্কার হীন এবং মন্ত্রহীন যে জাতি সেই শূদ্র। বঙ্গ-দেশে হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থিত নমঃশূদ্র জাতিরও মধ্যে সংস্কার এবং মন্ত্রব্যবহার প্রচলিত আছে।—

এইরূপে দেখা যাইতেছে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই প্রকৃত হিন্দু-ধর্ম্ম। যেধর্ম্মে বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রম ধর্ম্ম সম্যকপ্রকারে প্রতিপালিত না হয় তাহাকে প্রকৃত হিন্দু-ধর্ম্ম বলা যায়না। ইতি।

শ্রীরসিকলাল দেব,
গোয়ালচামট।

শারদীয় আশ্বিনমাস।

আগমনী।

আজি তব শুভ আগমনী।
স্বাগত স্বাগত অয়ি জগত-জননী!
জগত-নাশিনীবেশে এসেছ এবার,
ভেবেছ পাইবে ভয় সন্তান তোমার।
ভয়েতে মুদিবে আঁখি, দেখিবেনা চেয়ে,
পারিবেনা চিনিবারে, আসিবেনা ধেয়ে।
এমনি পাষাণী তুমি, পাষাণের মেয়ে।
তাই বুঝি মায়াময়ি সমগ্র সংসার
করেছ শ্মশান এত ভীষণ আকার।
রণোচ্ছ্বাস, জলোচ্ছ্বাস, ক্ষুধার উচ্ছ্বাস,
লক্ষমুখে পুত্রগণে করিতেছ গ্রাস।
শোণিতের স্রোত বহে অশ্রুস্রোত সনে,
তপ্তদীর্ঘ-শ্বাস-বায়ু উঠিছে গগনে।
বিজয়ের হর্ষধ্বনি মৃত্যুর রোদন,
একত্র উঠিছে ওই শুনিতে ভীষণ!
ভাই ভাই কাটাকাটি করিছে প্রবল,
তুমি মাঝে দাঁড়াইয়া হাসিছ কেবল।
সন্তানের তপ্তরক্ত তব কলেবরে
শতধারে অবিরল ঝর ঝর ঝরে।
এইরূপ ধরি মাগো এসেছ এবার,
ভেবেছ হেরিয়া তব ভীষণ আকার,
পলাইবে প্রাণভয়ে তোমার তনয়,
কিন্তু যা ভেবেছ তাহা কভু নাহি হয়।
পাষাণের মেয়ে তুমি. তাই তব প্রাণ
নিতান্ত কঠিন যেন পাষাণ সমান।
সংবৎসর পরে তাই ছদ্মবেশ পরি
ছেলেদের দেখাতে ভয় এলে মা শঙ্করি।
যা ইচ্ছা যেমন বেশ করুন ধারণ,
মা কি পারে ভুলাইতে শিশুর নয়ন?
রাক্ষসী পরের কাছে বটে ভয়ঙ্করী,
আপন পুত্রের ঠাঁই সে বড় সুন্দরী।
রাক্ষসী বলিয়া পুত্র ভয় নাহি পায়,
ছুটে গিয়া বুকে উঠে, সুখেতে ঘুমায়।
আমরা অমর-শিশু শক্তির তনয়।
তোমার ও ছদ্মবেশে কেন পা'ব ভয়।
এস এস ব'স কাছে কোলে লও তু'লে।
উচ্চে গাব আগমনী শোক দুঃখ ভু'লে।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

আগমনী।

ওঁ রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ
অকালেব্রহ্মণাবোধো দেব্যাস্ত্বয়িকৃতঃপুরা।
অহমপ্যাশ্বিনেষষ্ঠ্যাং সায়াহ্নে বোধয়ামিতে
ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষায় বরদা ভব শোভনে॥
শক্রেণ সংবোধ্য স্বরাজ্যমাপ্তং
তস্মাদহং ত্বাং প্রতিবোধয়ামি।
যথৈব রামেণ হতো দশাস্য
স্তথৈব শত্রূন্ বিনিপাতয়ামি॥

এস মা বঙ্গে আনন্দময়ি! তোমার অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃসহ। তোমার শুভাগমনে বঙ্গদেশ পবিত্র হউক। নগাধিরাজ তনয়া ভারত! গৌরিরূপে আজ অবতীর্ণ হইয়া আমাদের ভক্তিপূর্ণ পূজা গ্রহণ কর। মাগো

আমরা তোমার অকৃতি সন্তান তোমাকে সকল বিষয়ে পরাধীনা করিয়া রাখিয়াছি, আমরা ভুলিয়া গিয়াছি—

তুমি মা বাহুতে শক্তি
তুমি মা হৃদয়ে ভক্তি
তোমার প্রতিমা পূজি মন্দিরে মন্দিরে।

আজ হতভাগা তোমার বঙ্গ সন্তানগণের হৃদয়ে ভক্তি নাই, বাহুতে শক্তি নাই, গৃহে গৃহে মন্দিরে মন্দিরে তোমার যথার্থ পূজা হইতেছে না। শক্তি পূজা ত কথার কথা নহে. ইহাতে বলি চাই। ছাগ, কুমড়া, মহিষ বলি না,—আত্মবলি, সর্ব্বস্ব মায়ের চরণে অর্পণ করিয়া মার পূজা করিতে হইবে। এ প্রকার মহাপূজা আমরা করিলাম কৈ, আমাদের প্রতি মাতার কৃপা হইবে কেন, তাই আজ মা আমাদের দোলায় আরোহণ করিয়া, উভয় হস্তে রোগ শোক মড়ক মৃত্যু চতুর্দ্দিকে বিক্ষেপণ করিতে করিতে আসিতেছেন।

মা আমাদের বঙ্গে আসিতেছেন, তাঁহার সুবর্ণ-নির্ম্মিত চতুর্দ্দোলের চারিদিকে কি লোমহর্ষণকর, ভীষণ দৃশ্য!! এক দিকে কঙ্কাল মাত্রাবশিষ্ট নরনারীগণ হা অন্ন! হা অন্ন! বলিয়া চীৎকার করিতেছে, আর এক দিকে প্রবল জলোচ্ছ্বাসে সমস্ত জলময় করিয়াছে, চারিদিকে জল ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। অতিদূরে মাতার মূর্ত্তি আরো ভয়ঙ্কর, পাশ্চাত্য সমরে মানুষের রক্তে দেশ প্লাবিত হইতেছে, য়ুরোপের প্রতি গৃহে গৃহে হাহাকার রোদন ধ্বনি শুনা যাইতেছে। কোনও স্থানেই সুখ নাই, শান্তি নাই সমগ্র জগৎ যেন পাপ তাপের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। এবার মায়ের পূজার মুখ্য উদ্দেশ্য "শত্রুবধ" রাক্ষসেশ্বর রাবণকে নিহত করিতে সত্যসন্ধ শ্রীরামচন্দ্র যেমন অকালে ভগবতীর বোধন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমরা ভারতবাসিগণ আমাদের প্রিয় সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের মহাশত্রু জার্ম্মান দিগকে নিহত করিতে আমরা আজ ব্রহ্মাণ্ডময়ীর পূজায় নিযুক্ত হইয়াছি। এইটি ক্ষত্রিয়ের পূজা, তাই বঙ্গীয় কায়স্থগণের পক্ষে এই পূজা বিহিত হইয়াছে। আসুন কায়স্থ মহোদয়গণ! কায়মনোবাক্যে ভক্তি-পূর্ণ হৃদয়ে দুরাচারী জার্ম্মনশক্তির বিনাশ সাধনায় মাতার রাতুল চরণপ্রান্তে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করি। পৃথিবীর সুখ শান্তি এই বিষম শত্রুর বিনিপাতে নির্ভর করিতেছে। ভারতীয় হিন্দুর যথা সর্ব্বস্ব আজ আমাদের প্রজারঞ্জক সম্রাটের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহার বিজয় কামনা করি। "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ" ইহাই আমাদের বেদবাক্য।

ইংরাজ প্রমুখ মিত্রপক্ষগণ যখন পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিতে এই ভীষণ লোকক্ষয়কর সমরে প্রবেশ করিয়াছেন তখন আমাদের মায়ের কৃপায় তাঁহাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। আজ একবৎসরের অধিক কাল এই ভীষণ যুদ্ধে কত সৈনিকের অমূল্য আত্মা পৃথিবী হইতে প্রস্থান করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা দুষ্কর। নররক্তে ছিন্নমস্তার তৃষ্ণা প্রসমিত হইয়াছে, এইক্ষণ ভগবতীর প্রসাদে যুদ্ধের অবসান আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি। এবং যুদ্ধান্তে মহতী বৃটন জাতির জয় ঘোষণার সহিত ভারতের স্বায়ত্ত-স্বাধীনতা ভারতবাসীর শতসহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইবে।

উপসংহারে বঙ্গীয় কায়স্থ-ভ্রাতাগণকে

গললগ্নকৃতবাসে জিজ্ঞাসা করিতেছি—"স্বধর্ম্মে নিধনংশ্রেয়ঃ" শ্রীভগবানের শ্রীমুখের বাণী কি আমরা ভুলিয়াছি, কারস্থ প্রকৃত ক্ষত্রিয়-বর্ণান্তর্গত হইয়া ও কি জন্য আজি ও শূদ্রাচারী হইয়া রহিয়াছেন। কায়স্থ জাতির আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান কোথায় গেল? হায়! হায়! চন্দ্রদ্বীপ ও টাকী সমাজের কি চৈতন্য হইবে না? আমরা আশা করি এই উভয় সমাজ প্রত্যাসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজার সময় স্বধর্ম্মে ব্রতী হইয়া বঙ্গজ সমাজের চির-প্রসিদ্ধ-শৌর্য্য এবং তেজ অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।

ওঁ শুভমস্তু সর্ব্বজগতাং।

সম্পাদক।

আগমনী।

"ওঁ আয়াহি বরদে দেবি।"

সম্বৎসর পরে, প্রাবৃটের ঘনবর্ষণের অবসানে, শুভশরৎকালের প্রত্যান্তে,মা, তুমি এস। একবৎসর পরে, অনেক সহস্র শোক দুঃখ বিবাদ বিষাদের মধ্যে, তুমি আসিতেছ, আমরা আহ্বান করিতেছি, এস মা, এস। এস মা শারদে, বরদে, দুর্গে, তুমি এস।

তুমি মা, নিত্যা, নিত্যাধিষ্ঠাত্রী, চরাচরের মধ্যে নিত্য বর্ত্তমানা, তোমার আবার আসা যাওয়া কি? তোমার আবাহন ও বিসর্জ্জন, তোমার আগমনী ও বিজয়া, আমি ত কিছুই বুঝি না মা। তুমি ত সেই সতী,যিনি বর্ত্তমানা বলিয়াই সতী। সতী বা সৎ, চিন্ময়ী বা চিন্ময়, আনন্দময়ী বা আনন্দময়, এ সবই ত এক, কেবল ব্যাকরণের কসরত অথবা ভাষার কারচুপি বই ত নয়। তবে মা, চিরবর্ত্তমানা সতী তুমি, তুমি ত অখিল নিখিল সর্ব্বস্থলেই, সর্ব্বাবস্থায়ই সতী বা বিদ্যমানা; তবে তোমার যাওয়ারই স্থান কোথায় আর আসিবারই বা উপায় কি? তুমি যে সর্ব্বদাই আমাকে কোলে লইয়া রহিয়াছ,—আমি গাঢ় প্রসুপ্ত, অথবা মূর্চ্ছিত বলিয়া বুঝিতে নাপারি, কিন্তু তাহাতে সত্যের অপলাপ ত হয় না মা। তবে তুমি আসিতেছ, এ কেমন কথা?

লোকে বলিতেছে, আমার এ মহাভ্রম অথবা বাচলতার জল্পনা। তুমি যদি না আসিবে, তবে এই বঙ্গদেশে সহস্র সহস্র গৃহে সহস্র সহস্র কুম্ভকার অথবা সূত্রধার মাটি লইয়া তোমার মুরতি গড়িবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? ভাগ্যবান্ গৃহস্থগণ শত শত ছাগমেষ মহিষ কিনিতেছে কেন? দলে দলে যাত্রা, কবি বাই খেমটার বায়না চলিতেছে কেন? সহরে সহরে শত সহস্র দোকানে কেনা বেচার এত ধুম লাগিয়াছে কেন? এই সকল প্রশ্নের একই উত্তর,—তুমি আসিতেছ।

এই সকল প্রশ্ন যাঁহারা করেন, অথবা যাঁহারা তাহার উত্তর চাহেন, তাঁহারা "দেবানাং প্রিয়," সৌভাগ্যবান্, আমার সহিত উহাঁদের কোন সংশ্রব নাই। আমি স্ত্রীপুত্র কন্যাকে দুইবেলা দুইমুষ্টি অন্নদিতে অপারক, আমি ত তোমার মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিকে মৎস্যমাংস-যুক্ত ঘৃতান্ন খাওয়াইতে কিংবা কৌষেয় বসন পরাইতে পারিব না। যাঁহাদের গৃহে তোমার মৃণ্ময়ী-মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহারা ধন্য, শত ধন্য। ইহলোক এবং পর-লোক তাঁহাদের সুখময়।

কিন্তু মা, সত্য একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, স্পষ্ট উত্তর দাও মা,। সত্যই কি তোমার

শোণিততৃষ্ণা এত অধিক যে, সেই তৃষ্ণার নির্ব্বাপণ জন্য এবৎসরও ছাগমেষ মহিষের প্রাণদিতে হইবে? আজ একবৎসরের অধিককাল হইল ভূমণ্ডলের শীর্ষস্থ সুসভ্য, মহাধনবান্ রাজপ্রোত্রিয়গণের অনুষ্ঠিত রণযজ্ঞে লক্ষ লক্ষ নরমেধ সম্পাদিত হইতেছে, য়ুরোপের নদনদী গুলি বৈতরিণীকেও পরাস্ত করিতেছে, সমগ্র মহাসাগর, শ্বেতপীত কৃষ্ণকায় নরনারী ও শিশুরক্তে লোহিত সাগরে পরিণত হইতেছে, মেদিনী যাহার ফলে সার্থকনাম্নী হইয়াছেন, এই মহারণোৎসবের বৎসরেও কি তোমার শোণিতৃতৃষ্ণা মিটে নাই? ধন্য তোমার সন্তান স্নেহ! ধন্য তোমার ভক্তগণের ভক্তি। আমি মূর্খ এই ভক্তির মূল্য বুঝিতে অক্ষম।

পৃথিবী ব্যাপী সংগ্রাম, জগদ্ব্যাপী হাহাকার, ভারতব্যাপী দুর্ভিক্ষ এবং বঙ্গ-বিহারব্যাপী জলোচ্ছ্বাস, এ সকলই ত তোমার লীলা। এবৎসর কামানের গর্জ্জনের সহিত আর্ত্তের হাহাকার, শোণিত ও অশ্রুস্রোতের সহিত জলস্রোত এবং যুদ্ধের সহিত অভাব মিলিয়া মিশিয়া তোমার অপূর্ব্ব আগমনী ক্ষেত্র, প্রস্তুত করিয়াছে। আমি একা নহি, তোমার শুভাগমনের উৎসবের প্রারম্ভে, আমার মত অনেক, অসংখ্য, দরিদ্র পুত্রকন্যাদি পোষ্য ও পরিবারবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া অন্নকষ্টে, দারিদ্র্য জ্বালায় বুভুক্ষা ব্যাধি-শোক-প্রপীড়িত দেহমন লইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত, তপ্ত অশ্রুপ্রবাহের সহিত, তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। দেশ, পরিবার, দেহ ও মনের যে অবস্থা, তাহাতে তোমাকে কি বলিয়া আবাহন করিব? শুভওঅশুভ, জন্মওমৃত্যু, রোগওভোগ, স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্য সকলই তুমি। হতাশা ও তুমি, আশা ও তুমি। আশা তুমি, তাই আসা। তুমি আসিতেছ, সেই ভরসা। মা, দুঃখ দৈন্য দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত আমার দেশে অভাবগ্রস্ত আমার পরিবারে, ব্যাধিশোক পীড়িত দেহে ও মনে, তুমি এস। তোমার স্পর্শে, তোমার আশীর্ব্বাদে, অখিল জগতের সর্ব্বদুঃখদুর্গতি দূর হউক। তুমি এস।

ওঁ শম্॥ শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

আবাহন।

আয় মা আয়
সতী আয়!
কত কাল পরে
পেয়েছি তোমারে,
কোলে তুলে নিতে
প্রাণ চায়।

আমার কোলে আয়
আমার ঘরে আয়
সতী আয়!

মা আসিতেছেন, সম্বৎসর পরে আবার এই সুপ্ত বঙ্গে মহামায়ার মহাপূজার মঙ্গলশঙ্খ

বাজিতেছে। আবার আদ্যাশক্তি জগজ্জননী জগদম্বা—হিমালয় মেনকার প্রাণাধিকা স্নেহের দুহিতা—আমাদের জননী, দুর্গতী-নাশিনী দুর্গা হিন্দু-গৃহে আবির্ভূতা হইতেছেন।

২। প্রাবৃটের ঘন-ঘটা বিদূরিত হইয়াছে। প্রকৃতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও নির্ম্মল। নীল-নভঃ অসীম-লাবণ্য-সাগরে ভাসিতেছে। শারদ শশধর হাসিতেছে, শুভ্র জ্যোৎস্নারাশি চারিদিকে বিকীর্ণ করিতেছে! আকাশের নীল-অঙ্গে নীলজলে যেন—অনন্ত নক্ষত্রমালা কমল-কহ্লারবৎ হাসিতেছে—ভাসিতেছে। প্রকৃতিসতী প্রফুল্লকুসুমডালি মাথায় লইয়া ফুলসাজে ফুলরাণী সাজিয়া বনবালার ন্যায় আনন্দময়ীর পূজার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। উদ্যানে বিবিধ বিটপি-ব্রততীদল ফুলে ফলে সজ্জিত হইয়া অবনত শিরে অপেক্ষা করিতেছে, মায়ের রাতুলপদে ফুল-ফল উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হইবে। জলে কমল-কুমুদ এবং স্থলে স্থলপদ্ম প্রস্ফুটিত; যূথী, যাতী জবা, কেতকী, মালতী, শেফালিকা প্রভৃতি অনন্ত-কুসুম ফুটিয়া মহামায়ার পাদপদ্মে আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য—মহাশক্তির পদ-স্পর্শ করিবার আকাঙ্ক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়াছে। প্রকৃতির বিশালদেহে অনন্তসৌন্দর্য্য—অসাধারণ প্রীতি-ভক্তি উছলিয়া পড়িতেছে! আনন্দময়ীর শুভ আগমনে বিশ্ব-প্রাণীর আত্মা আনন্দপূর্ণ হইবে—তৃপ্ত হইবে ধন্য হইবে। মা আসিতেছেন। ভাই-ভগিনী সকল, বিশ্বমাতার প্রিয় সন্তানগণ! তোমরা মায়ের শ্রীচরণে—মহামায়ার জগন্মোহিনী মধুরমূর্ত্তি দেখিবে ত এস। ঐ শরচ্চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল চক্ষু, আর ঐ নির্ম্মল শারদীয় আকাশের ন্যায় নিষ্কলঙ্ক পবিত্র হৃদয় লইয়া এস; অনন্ত আকাঙ্ক্ষা, অনন্ত প্রীতি ও অনন্তভক্তি লইয়া এস। ঐ দেখ মঙ্গলজননী সর্ব্বমঙ্গল প্রদায়িনী সর্ব্বমঙ্গলা মা—আনন্দময়ী মা আসিতেছেন। এস ভাই! মাকে দেখিবে যদি একবার মাতৃ-হারা শিশুর ন্যায় ছুটিয়া এস—একবার সাধকের প্রাণ লইয়া ভক্তিভরে মাকে ডাক।

৩। আমার এ আঁধার ঘরে—আমার এ নিরানন্দ পুরে মা আসিবেন কি? এ অশুচি দেহ লইয়া—এ অসংযত ঘৃণিত আত্মা লইয়া মায়ের পবিত্র পূজা-মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিব কি? আমার প্রতি-পাপ-নিঃশ্বাসে পূজার পবিত্র মণ্ডপ অশুদ্ধ, অশুচি হইয়া যাইবে যে! এ ঘৃণিত ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া মাতৃ-পূজায় বিরত থাকিও না। আত্মা পবিত্র কর—সাবিত্রী সংস্কারে আত্মা পবিত্র কর; ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্ম সূচিত কর ভক্তি-গঙ্গা [illegible] মনের মলিনতা দূর কর। হৃদয়-গৃহের পাপ-কালিমা সযত্নে মুছিয়া ফেল, অনাবিল ভক্তির পবিত্র বাতাসে হৃদয়-মন্দির পবিত্র হউক; মা আসিতেছেন, তাঁহাকে এ মন্দিরে বসাইতে হইবে। হৃদয়ের পাপ-তাপ মলিনতা জঞ্জাল সব ভক্তি-প্রবাহে ভাসাইয়া দাও। অন্ততঃ তিন দিনের জন্য এ কলুষ-হৃদয় পবিত্র করিয়া মাতৃপূজার উপযোগী করিয়া লও; আনন্দময়ীর অর্চ্চনায় প্রেমানন্দে হৃদয় ভাসিয়া যাউক—বিশ্ব পূর্ণ হউক।

৪। এ শক্তিপূজা সাধারণের পূজা [illegible] এ উৎসব সর্ব্বসাধারণের উৎসব নহে, এ ক্ষত্রি-

মের পূজা—ক্ষত্রিয়ের উৎসব। ক্ষত্রিয়ের উৎসবেই বিশ্বের উৎসব—ক্ষত্রিয়ের আনন্দেই জগতের আনন্দ। তাই আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে বিশ্ব ভাসিয়াযায়। ক্ষত্রিয়বীর শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং স্বহস্তে দেবীর পূজা করিয়াছিলেন—অকালে বোধন করিয়া আদ্যাশক্তি জগজ্জননী জগদম্বার চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। আর একদিন ক্ষত্রিয়বীর মহারাজ সুরথ লক্ষবলি দানে মহাশক্তির আরাধনা করিয়াছিলেন। মহাশক্তি ক্ষত্রিয়ের নিত্য-পূজ্যা, চিরারাধ্যা মহাদেবী। ক্ষত্রিয় কালাকাল ভেদ না করিয়া প্রয়োজন হইলেই সুপ্ত শক্তিকে জাগাইবে—হৃদয়ের সমস্ত কুপ্রবৃত্তিগুলি মাতৃ-পদে বলি দিয়া—সর্ব্বস্ব অঞ্জলি দিয়া তাঁহার পূজা করিবে। এস কায়স্থ ভ্রাতৃগণ। ক্ষত্রিয়-সন্তান তোমরা আর শূদ্রবৎ থাকিও না। প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের ন্যায় জাতীয় সংস্কার করিয়া, উপবীত গ্রহণে আত্মশুদ্ধি সম্পাদন করতঃ মাতৃ-পূজার পবিত্র আসনে উপবিষ্ট হও—ভক্তিপূর্ব্বক পূতঃ মন্ত্রে তাঁহার আরাধনা করিয়া ক্ষত্রিয়জন্ম—মানবজন্ম সার্থক কর। মনে রাখিও এই পূজা তোমার নিজের করণীয় প্রতিনিধি দ্বারা হইবে না।

৫। ছি! আপনাকে অধম অযোগ্য মনেকরিয়া মাতৃপূজায় পশ্চাৎপদ হইতেছ কেন?—এমন করিয়া পেছনে পড়িয়া থাকিলে স্বার্থপর জগত যে তোমাকে অনর্থক শূদ্র মনে করিয়া পদ-দলিত করিয়া ফেলিবে। মানুষ হও, আপন জন্মগতসত্ব—জাতীয় অধিকার লাভে যত্ন কর। সেই শ্রীরামচন্দ্র ও সুরথের বংশধর তুমি; তুমি শক্তি না পূজিলে আর কে পূজিবে, মাকে স্বহস্তে না পূজিলে কি মায়ের পূজা হয়? পরকৃত পূজায় মায়ের তৃপ্তি—আত্মতৃপ্তি হইবে কেন? যে সমর্থ হইয়াও আপন মায়ের সেবা আপনি না করিল, তাঁহার মানব জীবন ধারণ করিয়া ফল কি? ঐ দেখ মা আসিতেছেন, চারিদিকে মঙ্গল-বাদ্য বাজিতেছে, কুলাঙ্গনারা হুলুধ্বনি দিতেছেন—ঘরে ঘরে মাঙ্গল-শঙ্খ-ধ্বনি হইতেছে। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। আত্ম-সংস্কারে দেহ পবিত্র কর, প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের ন্যায়—ভক্তবীরের ন্যায় মাতৃ-পূজার পবিত্র আসনে বসিয়া পূতঃদেহে পূতঃমন্ত্র পাঠ করিয়া 'মা-মা-মা' বলিয়া ডাক। তোমার মানবজন্ম ধন্য হইবে, ত্রিতাপ দূরে পলাইবে। যদি মাতৃ-পূজার নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতে চাও, তবে ক্ষত্রিয়বীর শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় ভক্তিভরে মাকে ডাক, মহারাজ সুরথের ন্যায় মাতৃচরণে সমস্ত কুপ্রবৃত্তিনিচয় বলি দাও। তোমার অন্তরে ত অনেক কুপ্রবৃত্তি, অনেক কুবাসনা আছে, তাহাতে কি লক্ষবলি পূর্ণ হইবে না?—অবশ্যই হইবে। ঐ দেখ, মা আসিতেছেন! তোমার পূজা চাহিতেছেন, বলি চাহিতেছেন! এস, প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ভক্তবীরের ন্যায় মাতৃ-পূজার পবিত্র আসনে উপবেশন কর।

৬। কোথায় আসিবে মা?—এ দুঃখের শ্মশান ভূমে তুমি কোথায় দাঁড়াইবে মা? হিংসা-দ্বেষ-পরশ্রীকাতরতা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য যে এ ক্ষুদ্র হৃদয় অধিকার করিয়াবাসয়া আছে মা? এ দগ্ধ-হৃদয়ে—এ পিশাচের রঙ্গভূমে ত আর একটুকু স্থান নাই মা! তবে আর তোমায় কোথায়

বসাইব? আমার বড় সাধের পূজার মণ্ডপ যে মা বিষম নৈরাশ্যের মহাঝঞ্ঝাবাতে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—মায়ের অধিষ্ঠানভূমি সে গৃহ শূন্য পাইয়া—অশুচি অশুদ্ধ পাইয়া তাহাতে যে কাম-কুক্কুর ও কুপ্রবৃত্তি-শৃগালেরা জড়াজড়ি করিতেছে। ব্রহ্মচর্য্যরূপ মহাব্রতের অভাবে আমার হৃদয় রক্তজবা বিষাক্ত কীট-দষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। দেহ-মঙ্গল-ঘট চূর্ণ বিচূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে। মহাকালের ভীষণ-নিনাদ ভয়ে প্রতি-মুহূর্ত্তে প্রাণ শিহরিয়া উঠিতেছে। এ পিশাচের রঙ্গভূমি মা আনন্দময়ি! তোমার আশ্রয় কোথায়?

৭। আমার হৃদয়-গৃহের ন্যায় এই বঙ্গগৃহ ও আজ ভীষণ শ্মশান। মহাশ্মশানে অবিরত দুঃখের অনল জ্বলিতেছে, রাবণের চিতার ন্যায় সে শ্মশান-বহ্নির আর বিরাম নাই। বঙ্গের সে-আনন্দ-পীযূষ পরিপ্লুত উল্লাসময়ী মূর্ত্তি আজ কোথায় গেল? বঙ্গবাসী আজ অসার,নির্জ্জীব, ভীরু, নিস্পন্দ ও অবসাদগ্রস্ত। হিন্দুর প্রাণে বল নাই, হৃদয়ে সাহস নাই, মনে উৎসাহ নাই; কার্য্যে উদ্যম নাই, গৃহে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, পারিবারিক ঐক্য নাই, সাংসারিক সুখ শান্তি নাই। চতুর্দ্দিকে অনন্ত অভাব, অশান্তি, অমঙ্গল, রোগ, শোক,জরা, দুঃখ, দারিদ্র্য নিয়ত বিরাজিত। তাঁহাদের ধর্ম্ম-মন্দির স্বার্থ ও স্বেচ্ছাচারিতার কুবাতাসে মলিন—জাতীয় সমাজ ঘোরতর স্বার্থপরতার সামাজিক কোলাহলে কৃষ্ণবর্ণ জলদমালায় সমাচ্ছন্ন। অনাচার, অবিশ্বাস, নাস্তিকতা বিলাসিতা এবং স্বার্থপরতা আজ তাহাদের প্রিয় অঙ্গভূষণ। এ উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারিতা পূর্ণ আঁধার গৃহে—এ দানবিক রঙ্গভূমে এ দুর্দ্দিনে তোমার আসিয়া কাজ নাই মা। যাও মা আনন্দময়ী, তুমি অলকাপুরীর আনন্দগৃহে—কৈলাসের চিরআনন্দমন্দিরে ফিরিয়া যাও।

৮। তুমি না মা শ্মশান-বাসিনী—তুমি না মা শ্মশানেশ্বরের প্রিয়তমা গৃহিণী? ভূত, প্রেত তোমার চির-আপনার-জন। শ্মশান তোমার প্রিয় নিকেতন, আর শ্মশান-ভস্ম তোমার বরাঙ্গের প্রিয় আভরণ। তুমি ত মা চির দিনই শ্মশান ভালবাস। তবে এস মা, এস। একবার এ পিশাচের রঙ্গভূমে আবির্ভূত হইয়া তোমার স্নেহের মলয়-বাতাসে এ দগ্ধ শ্মশান-বক্ষে স্বর্গীয় শান্তির প্রতিষ্ঠা কর। আমরা ধন্য হই, এ পতিত বঙ্গ পুণ্য তীর্থে পরিণত হউক। তুমি ত মা, রাজরাজেশ্বরী, অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী। ত্রিলোক তোমার বিশাল রাজ্য, রত্নাকর তোমার ধন ভাণ্ডার; তুমি ঐশ্বর্য্য-মদমত্ত শিবদ্বেষী দক্ষ রাজের প্রাণাধিকা দুহিতা হইয়া, জগতের শিবেরজন্ত বিশ্ব কল্যাণের নিমিত্ত শ্মশানবাসী সর্ব্বত্যাগী ভিখারীর চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে মহা-ত্যাগের উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছ, তাই তুমি শিবানী, শিবের গৃহিণী আর সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণেশ জননী। শিব উপাসনাই তোমার জীবনের মহাব্রত,সিদ্ধি প্রদানে তুমি নিত্য-মুক্ত-হস্ত, আর বিশ্ব-হিত বিশ্ব-কল্যাণ, বিশ্ব-শিব সাধনাই তোমার একমাত্র লক্ষ্য। যে খানে দুঃখ, যে খানে দৈন্য ও যে খানে পিশাচের অট্টহাস্য যেখানে শ্মশান বহ্নি, যে খানে গলিত শবের পূতিগন্ধ, তুমি ত মা সেখানে ছুটিয়া যাও, শ্মশানে অনন্ত শান্তি ছড়াও; তাই শ্মশান

সদা শিবের বাসস্থান। ভূত প্রেত তোমার প্রিয় সন্তান মা।

৯। এস মা এস। এই দেখ, আমরা তোমার মসীজীবী ক্ষত্রিয় সন্তানগণ আজ রোগ শোক ও জরাজীর্ণ দেহে শত লাঞ্ছনায় জর্জ্জরিত প্রাণে সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি করে তোমার উদ্দেশে দাঁড়াইয়া আছি। লও মা, আমাদের এই প্রীতিভক্তির পুষ্পাঞ্জলি আমাদের এই সচন্দন জবা বিল্বদল সাদরে গ্রহণ কর। আমরা তোমার ঐ রাতুল চরণে তোমার রাজিব পদে এ অকিঞ্চিৎকর অর্ঘ্য প্রদান করিয়া কৃতার্থ হই। আমাদের দৈন্য, দুঃখ, অবসাদ, অসাম্য, হিংসা, বিদ্বেষ ও আত্মকলহ সব ঘুচিয়া যাউক। অসাম্যের রাজ্যে সাম্য, অমঙ্গলের গৃহে চির-মঙ্গলের চিরশিবের প্রতিষ্ঠা হউক, অনৈক্যের আগারে মহা ঐক্যের মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠুক। মহা শান্তির বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান হউক। সর্ব্ব অমঙ্গল, সর্ব্ব অশান্তি দূর হইয়া এ পাপ তপময় ধরিত্রী-বক্ষ সর্ব্বমঙ্গলার জয় ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হউক।

১০। এস মা মহা শক্তি! একবার এ শক্তিহীন দুর্ব্বল হৃদয়ে এস আমরা যে শক্তিহীন মহা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি, এদেহে তুমি বল না দিলে তুমি জীবনী শক্তি সঞ্চার না করিলে এ নিস্পন্দঅসার শরীরে তুমি স্পন্দনশক্তি না দিলে আর কে দিবে মা? এস মা, এস, মা সর্ব্বমঙ্গল প্রদায়িনি! এস মা জগজ্জননি, মহাশক্তিময়ী মহামায়ে! বিশ্বপ্রসবিনি বিশ্ব [illegible] এস। [illegible] মঙ্গল [illegible] এক [illegible] [illegible] [illegible]

আমরা আবার শক্তিশালী হই। এস মা দুর্গে তোমার মঙ্গল পদস্পর্শে এ বঙ্গ ভূমি হইতে অশান্তি অমঙ্গল দূরীভূত হউক। হিংসা দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, স্বজন দ্রোহিতা, ও রাজদ্রোহিতার চিহ্ন আমূল মুছিয়া যাউক। আমরা বিশ্বপ্রেমের অনাবিল প্রবাহে বিশ্বমাতার প্রীতি ও অনন্ত-ভক্তি-মন্দাকিনী প্রবাহে চির-কল্যাণের রাজ্যে ভাসিয়া যাই।

১১। ঐ দেখ মা, ব্রাহ্মণগণের কঠোর নিষ্পেষণে, স্বজন সম্প্রদায়ের মর্ম্মান্তিক নির্য্যাতনে আমরা যে জীবন্মৃতবৎ হইয়া পড়িয়াছি। এস মা করুণাময়ি! আমাদের প্রতি ঐ নিষ্কারণ হিংসা মহা-বিদ্বেষ তোমার করুণাবারি সিঞ্চনে বিদূরিত হউক। বিদ্বেষের রাজ্যে প্রীতির মলয় সমীর প্রবাহিত হউক। এস মা অন্নপূর্ণে! তোমার প্রদত্ত অমৃতোপম অন্নসেবনে আবার আমরা সঞ্জীবিত হইয়া উঠি, আবার এ দীন মসীজীবী ক্ষত্রিয় জাতির গৃহ ধন ধান্যে পূর্ণ হউক, আবার পূর্ব্বের ন্যায় বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম ও শাস্ত্র জ্ঞানে এদীন জাতি জানিয় উচ্চাসনে সমাসীন হইয়া পূজার পবিত্র মন্দিরে পবিত্র আসনে বসিয়া তোমার পূজা করিয়া, স্তব-স্তোত্রগাথায় চণ্ডীপাঠে গগন প্রতিধ্বনিত করুক। আমাদের ভক্তি-বন্যায় দেশ ভাসিয়া যাউক। আবার এ বিষাদ-ম্লান-মসীজীবী ক্ষত্রিয় জাতির মুখে অসাধারণ প্রতিভার ছায়া হাসির মধুর রেখা ফুটিয়া উঠুক। আবার কায়স্থের ঘরে ঘরে বিবেকানন্দের আবির্ভাব হউক, ঘরে ঘরে হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় ধার্ম্মিক, রামের ন্যায় সত্য প্রিয়, যুধিষ্ঠিরের ন্যায় পুণ্যাত্মা, অর্জ্জুনের ন্যায় [illegible] এবং শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মহাপুরুষের জন্ম হউক

এস ভাই, বঙ্গবাসী! তোমরা এস। একবার সকলে ভক্তিভরে মায়ের চরণে লুণ্ঠিত হও। একবার মা, মা, মা, বলিয়া কাঁদ। মা তোমাদিগের অবশ্যই অশ্রু মুছিয়া কোলে তুলিয়া লইবেন। তোমরা ধন্য হইবে আনন্দময়ী জননী আমাদিগকে কখনই নিরানন্দে রাখিবেন না। ডাক ভাই, একবার ভক্তিভরে মাকে ডাক। একবার বল,—

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা

সাহিত্যিক হুজুগপ্রিয়তার ফল।

সাহিত্য ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে হইলে, সাহিত্যিক কর্ত্তব্যগুলি মানসপটে উজ্জ্বলাক্ষরে অঙ্কিত করিয়া রাখা অতীব প্রয়োজন। সাহিত্য, সমাজের শৃঙ্খলা, স্বাধীন ও কল্যাণ সংসাধনের জন্য; সমাজশৃঙ্খলা ভঙ্গকরণ, সমাজকে অকল্যাণের নাগপাশে বদ্ধন ও ধ্বংসপথে পরিচালন সাহিত্যের কর্ত্তব্য সীমায় অন্তর্গত নহে। যে সাহিত্যিক সাময়িক তরঙ্গে ভাসিয়া সমাজের হিতাহিত চিন্তা একটীবারও অন্তঃকরণে স্থান না দিয়া হস্ত কণ্ডূতিবশে লেখনী সঞ্চালন করেন, তিনি মানবজাতির ঘোরতর শত্রু সন্দেহ নাই। বিচার-শক্তিহীনতা ও অদূরদর্শিতা হইতেই অসংযত ভাবের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অসংযতভাব, সাহিত্য ক্ষেত্রে যে কতরূপ হলাহল উদ্গীর্ণ করতঃ প্রতিনিয়ত বিষবৃক্ষের উৎপাদন করিয়া সমাজে নানারূপ অনর্থপাত করিতেছে, তাহা মনস্বী ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তিবৃন্দের অননুভূত নহে। যাহা দেখিব, যাহা শুনিব, অবিচারিত চিত্তে, অম্লানবদনে, তাহা সমাজসমক্ষে পরিস্ফুটরূপে চিত্রিত করিয়া দেখাইব; একচক্ষু হরিণের মত ঘটনার একদিক দর্শন করতঃ ঢক্কাধ্বনিতে সমাজবক্ষ বিকম্পিত করিয়া তুলিব, ইহা কখনই সাহিত্য-সেবা নাম পাইবার যোগ্য নহে। সাহিত্য ক্ষেত্রে সাহিত্যিক শক্তির অপব্যবহার মাত্র। সকল দেশে সকল সমাজের বিশেষে হুজুগপ্রিয় লোক আছে, হুজুগপ্রিয়তা আছে। হুজুগপ্রিয়তার ফলে যে সমাজের অহিত সংসাধিত হয় তাহাও অধিকাংশ লোকে অপরিজ্ঞাত না হইলেও হুজুগপ্রিয়তা যে সমাজ হইতে কখনও একেবারে তিরোহিত হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহা খুবই নিশ্চয়। কিন্তু উচ্চস্তরে বিশেষ যাহারা সাহিত্য সেবা রূপ কঠিন দায়িত্বপূর্ণ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে হুজুগপ্রিয়তা বিদ্যমান থাকিলে সমাজের উন্নতির

আশা একরূপ আকাশকুসমে পরিণত হয়। আমরা বাঙ্গালীজাতি স্বভাবতঃ অত্যন্ত হুজুগ প্রিয়, তাহাতে যদি সাহিত্যিকগণ, নিত্য নূতন হুজুগের ইন্ধন যোগান, তবে যে হুজুগের অগ্নি প্রদীপ্ত শিখায় সমাজের সর্ব্বত্র পরিব্যপ্ত হইয়া আমাদিগকে মরণের রাস্তায় টানিয়া লইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি আছে সহিত্যিকগণের অবিবেচনা হেতু অসতর্ক ভাবে প্রচারিত কত ভাবলহরীই যে বঙ্গসমাজকে প্রপীড়িত করিতেছে তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। সম্প্রতি বঙ্গীয় নারী সমাজে যে কুমারী যুবতীগণের মধ্যে উৎকট পাপ আত্মহত্যা উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করিয়া সমাজশান্তি ক্ষুণ্ণ করিয়া তুলিয়াছে, তাহা কি সাঁহিত্যিগণের চিন্তাহীনতা ও হুজুগপ্রিয়তার ফল নহে? যে হিন্দুজাতি দুঃসহ দুঃখ যন্ত্রনায় পতিত হইয়াও হিন্দুর নৈতিক উচ্চশিক্ষা গৌরবে 'আত্মহত্যা' অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম বিবেচনা করিত—আত্ম-হত্যা জনিত পাপে অসদ্‌গতি প্রাপ্ত হইতে হয় বলিয়া বিশ্বাস করিত, আত্মহত্যা ক্রিয়াকে সর্ব্বদাই ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিত, আজ সামান্য কারণেও তাহাদের সমাজে আত্মহত্যা প্রবৃত্তি কেমন করিয়া আসিল? সাহিত্যিকগণের অযাচিত কৃপায়ই কি হিন্দুসমাজে এ ভাব বিপর্য্যয় সংঘটিত হয় নাই, প্রাচীন সহিত্যিক-গণের চিন্তাশীলতা ও সমাজ শুভাকাঙ্ক্ষা-জাত সংযত লেখনী সমাজ হইতে যে ভয়ঙ্কর ঘৃণিত আত্মহত্যা প্রবৃত্তির উচ্ছেদ সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিল, বর্ত্তমান সাহিত্য-সেবীদের হুজুগপ্রিয়তা ও অসাবধানতায় তাহা পুনর্ব্বার মস্তকোত্তোলন করিতে অবকাশ পাইল, ইহা আক্ষেপের বিষয় নহে কি? কেহ মনে করিবেন না, সাহিত্যিকগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্মহত্যা করিতে সমাজে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আত্মহত্যা সমাজে প্রসারিত হয় ইহাও যে তাহাদের আন্তরিক বাসনা এরূপও আমরা বলি না। তবে তাহাদের অসাবধানতায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে আত্মহত্যা সমাজে প্রসৃত হইতেছে, ইহা অস্বীকার করি-বার উপায় নাই। আমাদের এ উক্তির যাথার্থ্য আমরা দৃষ্টান্তের দ্বারা বিশদীকৃত করিতেছি, সহজেই উপলব্ধি হইবে। ব্রাহ্মণকন্যা স্নেহ-লতার উদ্বাহে পিতা সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন, পথের ভিখারী সাজিতেছেন, হৃদয়ঙ্গম করিয়া সে পরিহিত বসন কেরোসিন তৈলে সিক্ত করতঃ অগ্নি সংযোগে আত্মহত্যা-ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিল সাহিত্যসেবীদের শ্রবণবিবরে এ সংবাদ তড়িত বেগে প্রবিষ্ট হইল। সাহিত্যিকগণ উচ্ছ্বাসে নৃত্য করিয়া উঠিলেন। সাহিত্য সরোবরের রোহিত মৃগাল হইতে আরম্ভ করিয়া খলিশা পুটী পর্য্যন্ত সর্ব্বশ্রেণীর সাহিত্যসেবীই গা ঝাড়া দিয়া অঙ্গবিশেষ সঞ্চালিত করিয়া বঙ্গ-সমাজ আন্দোলিত করিয়া তুলিলেন। কেহ প্রবন্ধ লিখিয়া কেহ কবিতা রচিয়া কেহবা গল্প প্রস্তুত করিয়া স্নেহলতার আত্মহত্যা পাপকে সমাজ সমক্ষে পুণ্য কার্য্যরূপে প্রদর্শন করিলেন। স্নেহলতার আত্মহত্যা পরার্থে আত্মোৎসর্গের প্রকৃষ্ট উদাহরণ রূপে প্রচারিত হইল। সাহি-ত্যিকগণের কৃপায় স্নেহলতা উৎকট পাপ কর্ম্ম করিয়াও পুণ্যবতী নাম প্রাপ্ত হইল, সে দেবীর আসন অধিকার করিল। স্নেহলতার আত্ম-হত্যায় সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই ব্যথিত হওয়া স্বাভাবিক। সাহিত্যিকগণের লেখনীর মুখে হৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশিত হওয়াও

কেহ অস্বাভাবিক বলিতে পারে না। সাহিত্য সেবীগণ, যদি, যে জঘন্য পণপ্রথার অত্যাচারে স্ফুটনোন্মুখ বালিকা আত্মহত্যা পাপে সমাজ বক্ষ কলুষিত করিল—জনক জননীকে, অসহ্য শোক শেলাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া গেল, সেই পণপ্রথার শত দোষ কীর্ত্তন পুর্ব্বক সামাজিকগণের শিরে অজস্র অভিসম্পাত বর্ষণ করিয়া স্নেহলতার অকালমৃত্যু হেতু লেখনী সঞ্চালনে বঙ্গসমাজে শোকপ্লাবন উপস্থিত করিতেন পরন্তু স্নেহলতার আত্মহত্যাকর্ম্মকে পাপকর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করিতে বিস্মৃত না হইতেন, তবে তাহাদের লেখনীধারণ সার্থক হইত।

কিন্তু তাঁহারা হুজুগে মাতিয়া পাপকে পুণ্যের আকার দান করিলেন—কদর্য্যমূর্ত্তিকে বসন ভূষণে সুন্দরী রূপে প্রতিভাত করিয়া সমাজ নয়নের দৃষ্টিভ্রম জন্মাইলেন, প্রকারান্তরে আত্মহত্যার সমর্থন করিয়া বসিলেন। তাঁহারা যে পণপ্রথার দোষনীয়তা প্রচার করিতে বিরত ছিলেন, তাহা নহে, তাঁহাদের অভিপ্রায় যে সৎভাবান্বিত ছিল, তদ্বিষয়েও সন্দেহ করিবার কোন হেতু নাই। (হয়ত তাহারা মনে করিয়া থাকিবেন, স্নেহলতার আত্মহত্যাকে আত্মদানরূপে চিত্রিত করিলেই বঙ্গসমাজ হইতে নিন্দিত পণপ্রথার উচ্ছেদ সাধিত হইবে, সমাজের নিদ্রা ভঙ্গ হইবে, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার প্রতি সহানুভুতি প্রকাশ করিবে। ইহা তাহাদের একটী মস্ত ভুল। কুমারী কন্যাগণের আত্মহত্যার ফলে কখনও পণপ্রথা রহিত হইবে না, যদি হয়, পণপ্রথা স্বাভাবিক নিয়মেই রহিত হইয়া যাইবে। কোথায় কাহার কন্যা আত্মহত্যা করিল, অভিমন্যু বাবু তজ্জন্য পুত্রের বিবাহে পণ গ্রহণে বীতশ্রদ্ধ হইবেন, এতটা সহৃদয়তা আশা করা যায় না। কাগজ কলমে হইতে পারে, কার্য্যকালে হয় না!)। তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য, হুজুগপ্রিয়তা ফলে স্নেহলতার আত্মহত্যা অপকর্ম্মটীকে ত্যাগদৃষ্টান্ত স্বরূপ এত উজ্জ্বল করিয়া দেখান সঙ্গত হয় নাই। তাহার ফল যাহা হওয়া সম্ভব, তাহাই হইয়াছে। আত্মহত্যার প্রশংসাধ্বনিতে নারীসমাজ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গীয় কুমারী ও যুবতী সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মহত্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতায়তম হইতেছে। স্নেহলতার জয়ধ্বনি শেষ হইতে না হইতেই কায়স্থ বালা নিভাননী আত্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইল। দেখিতে দেখিতে আরোও কতিপয় বালিকা, তাহাদের অপকর্ম্মের অনুকরণ করিয়া আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়াইয়া তুলিল। (ক) স্নেহলতার মৃত্যু দিবস হইতে আজ পর্য্যন্ত যে কত বালিকা যুবতী অবৈধ উপায়ে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া সমাজশিরে দুরপনেয় কলঙ্ককালিমা লেপন পুরঃসর অসদ্গতি লাভ করিল তাহা অনেকেই পরিজ্ঞাত আছেন। ইহা আতঙ্কের কথা নহে কি! আত্মহত্যার এ স্রোত কতদিনে কোথায় যাইয়া থামিবে কে বলিতে পারে। হিন্দুর নৈতিক উচ্চ শিক্ষা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। আত্মহত্যার পারলৌকিক ভীষণতার চিত্র হিন্দুসমাজ বিস্মৃত হইতে বসিয়াছে, তাহাতে আবার দেশের লোকশিক্ষার ভার

(ক) দুঃখের বিষয় যুবক সম্প্রদায়েও আত্মহত্যা পাপ প্রবিষ্ট হইয়াছে। সামান্য কারণে অহিফেন সেবনে উদ্বন্ধনে জীবন নাশ করিতে তাহারাও অভ্যস্ত হইতেছে।

লেখক।

যাহাদের হস্তে ন্যস্ত তাহারা যদি মনুষ্যত্বের বশবর্ত্তী হইয়াও সাময়িক প্রয়োজনে অবৈধ কার্য্যকে বৈধতার বেশে লোকসমাজে উপস্থিত করেন, তবে তাহার ফল যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হইবে তাহাতে সংশয় করিবার কারণ নাই। অধুনা আত্মহত্যা-প্রবৃত্তি এত প্রবলতা লাভ করিয়াছে, যে সামান্য দুঃখ যন্ত্রণাও নারীজাতির সহিষ্ণুতা সীমা অতিক্রম করিয়া আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত করিতেছে। সোনার বাঙ্গালার চারধার কর্ত্তঃ দুর্ল্লভ মানবজন্ম, অকালে ভোগ বাসনায় হৃদয় পরিপূর্ণ থাকিতেই ঘৃণিত উপায়ে নাশ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেছে না। কিয়দ্দিবস গত হইল, সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়াছিলাম, যশোহরের কোন কায়স্থ ভদ্রলোকের যুবতী কন্যা অহিফেন সেবনে আত্মহত্যা করিয়াছে। আত্মহত্যার কারণ, শাশুড়ীর নির্যাতন ও শিক্ষিত স্বামীর সেই অসদাচরণের প্রতিকার করে উদাসীনতা। শ্বশ্রূ কর্ত্তৃক বধূ অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত হইয়া অবশেষে পিতৃভবনে বিতাড়িতা হইল। কিছুকাল পিত্রালয়ে থাকিয়া পুনরায় শাশুড়ীর অত্যাচার অবিচারকে শিরোধার্য্য করিয়াও পতিগৃহে অবস্থিতি জন্য বধূ ব্যাকুলা হইয়া পড়িল। স্বামীগৃহে যাইবার জন্য আত্মীয় স্বজন এমন কি স্বীয় জনকের দ্বারা ও শাশুড়ীকে বহু অনুরোধ উপরোধ করাইল। কিছুতেই কিছু হইল না, শাশুড়ীর কঠিন মন কঠিনই রহিল—বধূকে স্ব ভবনে স্থান দিতে তিনি অস্বীকার করিলেন। অভিমানে প্রাণের যাতনায় যুবতী অহিফেনের শরণাপন্ন হইয়া জীবলীলা শেষ করিল। ভাবিয়া দেখুন আজি হিন্দুসমাজে স্ত্রীজাতির মধ্যে সংযমশক্তির কিরূপ অবনতি ঘটিয়াছে। শাশুড়ীর দুর্ব্যবহার কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারিত না। শিক্ষিত স্বামী সক্ষম হইলে হতভাগিনীর জীবন হয়ত সুখময় হইতে পারিত। পিতৃভবনে অন্নবস্ত্রেরও অভাব ছিল না! বিধবা হইয়াও রমণীরা আত্মীয় গৃহে বাস করিয়া জীবনপাত করে—আত্মহত্যা করে না। এমন অবস্থায় আত্মহত্যা প্রবৃত্তি কেন তাহাকে অভিভূত করিতে সমর্থ হইল ? জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, "ইহাও কি স্নেহলতার আত্মহত্যার যশোগানের ফল বলিবে ? কুমারী স্নেহলতার সদিচ্ছাপ্রসূত আত্মহত্যাকে সাহিত্যিকবৃন্দ আত্মদানরূপে পরিকীর্ত্তিত করায় যদি আত্মহত্যা প্রসারিতই হইয়া থাকে; তবে কুমারীগণের মধ্যেই তাহা সংক্রামিত হইবার কথা। বিবাহিতা রমণীদের মধ্যে আত্মহত্যা বিস্তারের হেতু উহা ত বলিতে পার না।" সকলেই জানেন সকলে সমান চিন্তাশীল নহে—সকলেই উদ্দেশ্য বিচার করিয়া কার্য্য করে না। অনেকেই কার্য্য দেখিয়া কার্য্য করিয়া থাকে—তাহা ভালই হইক আর মন্দই হউক। স্নেহলতার আত্মহত্যার অব্যবহিত পরেই কতিপয় কুমারী কন্যা তাহার অনুকরণে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে; ক্রমে উদ্দেশ্য ভুলিয়া আত্মহত্যার অনুকরণে আত্মহত্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। যুবতী, প্রৌঢ়াও বাদ যাইতেছে না। স্নেহলতার আত্মহত্যার যশোগীতিও যেমন একটী প্রধান কারণ, সংবাদপত্রে দিনের পর দিন হরেক রকম আত্মহত্যা কাহিনী অধ্যয়ন করাও তেমনি অন্যতর কারণ। উচ্চজাতীয় হিন্দুগৃহে আজকাল প্রায় প্রত্যেক মহিলাই

অত্যাধিক পরিমাণে লিখিতে পড়িতে জানে। সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র পড়িয়া থাকে। সুতরাং অসতর্ক সাহিত্যিকগণের উদ্গীর্ণ বিষ হৃদয়স্থ করিবার সুযোগ পায়। সামান্য কারণেই উত্তেজিত হইয়া আত্মহত্যার ভয়াবহ পরিণাম চিত্র অনবগত থাকায় আত্মহত্যা সম্পন্ন করিয়া মানসিক অশান্তি হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে চায়। আমাদের এ উক্তি কখনই যাথার্থ্য পরিশূন্য নহে। ইহা কি সাহিত্যসেবীদের অপরাধ নহে? সাহিত্য সেবীদের দায়িত্ব বোধহীনতাই কি আত্ম হত্যার উত্তেজক হয় নাই? চিন্তাশীল নিশ্চয়ই অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইবেন। সাহিত্যিকগণের চিন্তার দোষে হুজুগপ্রিয়তায় যখন আত্মহত্যা পাপের স্রোত বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, তখন সেই সমাজধ্বংশকরী প্রবৃত্তির উচ্ছেদকল্পে সাহিত্যসেবীগণের প্রাণপাত যত্ন করা প্রয়োজন। গল্প, প্রবন্ধ বা কবিতায় বা বক্তৃতায় যিনি যে রূপে পারেন, আত্মহত্যার ভীষণ পরিণামচিত্র অঙ্কিত করিয়া সমাজ সমক্ষে ধরুণ; অশেষ যন্ত্রণা সহিয়াও আত্মরক্ষা করিবার আবশ্যকতা মূলক হিন্দুনীতির কথা উচ্চরবে প্রত্যেক নরনারীর কর্ণকুহরে কীর্ত্তন করুণ। এমন ভাবে আত্মহত্যার অধর্ম্ম প্রতিপন্ন করুণ, যাহাতে সমাজ হইতে আত্মহত্যা দুষ্প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়। তদ্ব্যতীত সাহিত্যিকগণের কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব নহে। সত্য বটে, হিন্দুসমাজ নীতিহীনতায় অনেক পাপে মলিন কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, আত্মহত্যাজনিত পাপ সব পাপের উপরে। ক্রমে বর্দ্ধমান আত্মহত্যাপাপে সমাজ একেবারে ধ্বংশ হইয়া যাইবে। সময় থাকিতে সাবধানতা অবলম্বন কর্ত্তব্য। সমাজ সেবা যাহাদের ব্রত, সমাজ রক্ষা যাহাদের মূলমন্ত্র, সেই সাহিত্যসেবীদের শিরে সমাজধ্বংশকরী কুপ্রবৃত্তি দমনের গুরুতর দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে। সাহিত্য সেবীগণ হুজুগ পরিহার করিয়া সেই গুরুতর কর্ত্তব্য সংসাধনে অগ্রসর হউন। সমাজ মৃত্যুর গহ্বরে হইতে দূরে সরিয়া আসুক। পাপ মলিনদেহ ঔজ্জ্বল্য লাভ করুক। সমাজে ক্ষয়রোগ বিদূরিত হইয়া সাহিত্যসেবীদের কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিচয় প্রদান করুক। ভগবান আমাদের সহায় হউন—সাহিত্যসেবীদের সুমতী হউক। ইতি (খ)

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা

(খ) আমাদের মতে স্নেহলতার ও নিভাননী দেবীর আত্মহত্যা পাপ নহে। মহর্ষিগণ সমস্বরে বলিয়াছেন যে অনুষ্ঠানের অভিসন্ধি অনুসারে কোনও একটী কার্য্য সাত্বিক, রাজসিক বা তামসিক হইয়া থাকে। দ্বেষশূন্য বুদ্ধিতে, পুণ্যজনক পরোপকারার্থে কার্য্যানুষ্ঠান করিলে তাহাকে সাত্বিক কার্য্য বলে। আত্মহত্যা মহাপাপ, এই একটী সামান্য নিষেধ বাক্য। পক্ষান্তরে দেশের কি সমাজের উপকারার্থে যে আত্মহত্যা তাহা পাপজনক নহে। ইহা একটী বিশেষ বিধি। ফলতঃ বিশেষ বিধি সামান্য বিধিকে অতিক্রম করিয়া থাকে ইহাই সাধারণ নিয়ম। শ্রুতি বলিয়াছেন—অগ্নি সোমীয়ং পশু মাল-

কৈফিয়তের প্রতিবাদ।

বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের "আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা" পত্রিকায় আমি শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল সরকার মহাশয়ের লিখিত শ্রীশ্রীপ্রভুজগবন্ধু জন্মোৎসব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। শ্রীযুত সরকার মহাশয় গত শ্রাবণ মাসের উক্ত পত্রিকায় তাঁহার কৈফিয়ৎ প্রদান করিয়াছেন। আমি তাঁহার প্রদত্ত কৈফিয়ৎ গুলিকে সাদরে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। যদি আমি শ্রীশ্রীপ্রভুজগবন্ধু, তাঁহার আশ্রম (আঙ্গিনা) ও তদীয় ভক্তবর্গ সম্বন্ধে কোনও সংবাদ না রাখিতাম, তবে হয়তো সরকার মহাশয়ের বাক্যসমূহ সাদরে গ্রহণ করিতে পারিতাম। কিন্তু যখন উঁহার (অন্ততঃ আশ্রম ও ভক্তবর্গের) ভিতরের অনেক সংবাদ অবগত আছি তখন সত্যসন্ধিৎসু হৃদয়ের আবেগে পুনরায় এ সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা না বলিয়া পারিতেছিনা। আমি প্রথমতঃ এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে একটী নীতিবাক্য স্মরণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। বাক্যটী এইঃ—

"সত্যংব্রূয়াৎ প্রিয়ংব্রূয়াৎ মাব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং॥"

অর্থাৎ সত্য কথা বলিবে, প্রিয় কথা বলিবে, কিন্তু সত্যকথা অপ্রিয় হইলে তাহা বলিবে না, সজ্জন পাঠকবর্গ ক্ষমা করিবেন। আমি বাধ্য হইয়া অনেকস্থলে অতি অপ্রিয় সত্যকথা গোপন করিয়া চলিব।

শ্রীশ্রীপ্রভু-জগবন্ধুর ভক্তগণের সংখ্যা

ভেত" অর্থাৎ পশ্বাদি হনন করিয়া অগ্নিযজ্ঞ করিবে। এই বিশেষ বিধিটী 'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি' সামান্য বিধিকে অতিক্রম করিতেছে। শ্যেনাভিযায় যদি আততায়ীর বধজন্য অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাহাতে কোনরূপ পাপ হইতে পারে না। স্নেহলতার ও নিভাননীর আত্মহত্যা যদি পণপ্রথার ভীষণ অত্যাচার হইতে পিতাকে রক্ষা করিবার জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে তাহা পাপ হইতে পারে না। কেননা উক্ত আদর্শ বালিকাদ্বয়ের আত্মহত্যা অভিসন্ধি নহে; পিতাকে বিপদ হইতে রক্ষা করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। চিতোর দুর্গ মুসলমানদিগের দ্বারা অবরুদ্ধ হইলে শত শত রাজপুত ললনাগণ প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে প্রাণত্যাগ করিয়া যে ভীষণ মহাব্রতের উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন, অথবা লক্ষ লক্ষ রণবিশারদ সৈনিকগণের যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মবিসর্জ্জন কি পাপজনক না সর্ব্বথা প্রসংসার উপযুক্ত কার্য্য। চিরকাল এই প্রকার আত্মবিসর্জ্জনকে কবি স্বর্গীয় আসনে সংস্থাপিত করিয়াছেন। এখনও তাই করিবেন। ইহা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। সাহিত্যিকগণের হুজুগে কেহ আত্মবিসর্জ্জন কখন করে নাই, করিবেও না। বঙ্গীয় মহিলাগণ কত যন্ত্রণার তাড়নে আত্মহত্যা করিয়া থাকেন তাহা পুরুষলেখকগণ বুঝিতে পারেন না।

সম্পাদক।

যথেষ্ট। প্রধানতঃ মতের অনৈক্যতা হেতু ভক্তগণ দুইটী দলে বিভক্ত। একদল বলেন জগদ্বন্ধু যাহা আছেন তাহাই থাকুন, তিনি যে কি তাহার বিচারে আমাদের প্রয়োজন নাই। তিনি আমাদের প্রাণের শান্তিদাতা শ্রীশ্রীগুরুদেব। আমরা তাঁহার আদেশ শিরে ধারণ করিয়া তাহারই প্রিয়কার্য্য সাধন করিব ইহাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। এই দলের ভক্তগণ তাঁহাদের গুরুদেব—

শ্রীশ্রী প্রভুজগদ্বন্ধুকে শাস্ত্রবিহিত

ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যং॥
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদাসাক্ষি ভূতং।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥'

বলিয়া অনুভব করিতে চেষ্টা করেন। গুরু-নিষ্ঠ সৎশিষ্য স্বকীয় গুরুদেবকে ইহা ভিন্ন আর কি জানিবেন। অন্যে স্বীকার না পাই-লেও শিষ্যের তাহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। গুরুদেব প্রত্যক্ষ ভগবান্ ইহা অনুভবের বিষয় বাহিরের প্রচারের বিষয় নহে। যাহা হউক জগদ্বন্ধুর এই ভক্তদল উপরোক্তভাবে সাধন মার্গে বিচরণ করেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে নিষ্ঠাবান্ ও সাধনশীল। তাঁহারা বাহ্যাড়ম্বর হইতে দূরে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে ভাল-বাসেন। অনেকে আবার চিরকুমার ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক কঠোর ব্রহ্মচর্য্য সাধনে যত্নবান শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু আবার ইহাদের মধ্যের অনে-ককে হাতে গড়িয়া মানুষ করিয়াছেন। বর্ত্ত-মানে তাঁহারা সমাজের আদর্শস্থানীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অন্য দলটী অল্প সংখ্যক কয়েকজন ভক্ত সম্মিলনে গঠিত। এই দলটীর সম্যক্ পরিচয় দিতে আমি প্রস্তুত নহি। যেহেতু পূর্ব্বেই বলিয়াছি

"মাব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং॥"

শেষোক্তদলের ভক্তগণই ঢাকঢোল বাজাইয়া জগদ্বন্ধুকে অবতার বা ভগবান্ বলিয়া প্রচার করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। ইহারা এই সম্বন্ধে কতদূর গোঁড়া বা অন্ধ তাহা যিনি একটু বিশেষরূপ লক্ষ্য করেন তিনিই অনুভব করিতে পারেন। গত আষাঢ় মাসের 'ভারত-বর্ষ' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র রায় মহাশয়ও জগদ্বন্ধু নামক প্রবন্ধে সে কথা একটু উল্লেখ করিয়াছেন। যথা "অন্ধ ভক্তেরা তাঁহাকে অবতার বলে বলুক, তাঁহাকে কেহ বুঝিল না।" রসিক বাবুর বাক্য যে বর্ণে বর্ণে সত্য, তাহাতে একটুও সন্দেহ নাই। স্থানীয় পত্রিকা 'সঞ্জয়' ও 'হিতৈষিণী' কিছু দিন পূর্ব্বে এ বিষয়ের আলোচনা করিতে ক্রটী করেন নাই। বাস্তবিক অন্ধ গোঁড়া অবতারবাদী ভক্তগণের কার্য্য কলাপের প্রতি দৃষ্টি করিলে বেশ বুঝা যায়, অন্তঃসারশূন্য বাহিক আড়ম্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে। অবতার বা ভগবান্ প্রচারটা কেবল তাঁহাদের "মুখেন মারিতং জগৎ।"

এই গোঁড়ামীর ফলে গত উৎসবের সময় কোন প্রথিতনামা বৈষ্ণব বাবাজী অবতার বাদী এক ভক্তের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন! বাবাজীর অপরাধ তিনি জগদ্বন্ধু নাম কীর্ত্তন না করিয়া রাধাকৃষ্ণ নাম গাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য এই বৈষ্ণব বাবাজী শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুর হাতে গঠিত ও তাঁহার পরমভক্ত এবং সাধনার উচ্চমার্গে অবস্থিত;—কিছুদিন পূর্ব্বে একটী বিদেশাগত ভদ্রলোকও অবতারবাদী ভক্তের হস্তে পড়িয়া আ[illegible]

বহু বিড়ম্বনা ভোগ করিয়াছিলেন। ভদ্রলোকটীর অপরাধ তিনি আঙ্গিনায় বসিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়াছিলেন। জনৈক অবতারবাদী-ভক্তপ্রবর ভদ্রলোকটীকে নানা যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিলেন। এবং ইষ্টমন্ত্র কুকুরের কাণে দিয়া জগবন্ধু নাম জপ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ঐ ভদ্রলোকটীর নিকট "বন্ধুকথা" নামক (জগবন্ধুর জীবনী ও উপদেশ) একখানি গ্রন্থ ছিল। জগবন্ধুর কোনও গোঁড়াভক্তপ্রবর ঐ গ্রন্থখানিও ছিড়িয়া ফেলিতে ক্রুটী করেন না।

হায়রে! অবতারবাদী ভক্তপুঙ্গবের ধর্ম্মজ্ঞান! প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে একদিন আমি আঙ্গিনার বাহিরে জগবন্ধুর একটী উচ্চ শিক্ষিত ভক্তের সঙ্গে আলাপ করিতেছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি প্রভুকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস কর কি?" আমি অম্লানবদনে বলিলাম "প্রভু যে ভগবান ইহা আমার ধারণায় আসে না।" ভক্তটী চোক্ রাঙ্গাইয়া "দূর হ পাষণ্ড নাস্তিক্" বলিয়া আমাকে আপ্যায়িত করিলেন। আমি তাঁহার অগ্নিমূর্ত্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া সেস্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। আর একদিন আমি আঙ্গিনায় যাইয়া দেখি অবতারবাদী জনৈক ভক্তবর খাঁচায় আবদ্ধ একটী মুষিককে শাস্তি প্রদান করিতেছেন। মুষিকের অপরাধ সে দ্রব্যাদি নষ্ট করে। তাই তাকে খাঁচা পাতিয়া ধরা হইয়াছে। অবতারবাদী তত্ত্বদর্শী ভক্তের হাতে পড়িয়া হতভাগ্য মুষিক সশরীরে স্বর্গলাভ করিল কি না, এ দশন দশ্য দেখিতে আমি প্রয়াস হইলাম না

অবতারবাদী ভক্তগণের কৃপায় আঙ্গিনায় গোপনে গোপনে অনেক মৎস্যেরই সদগতিলাভ হয়। খলিসা পুটী ইত্যাদি চুণা মৎস্যের ভাগ্য মন্দ, তাই তাহারা বৈষ্ণব হস্তে সদ্গতি পায় না। মৎস্যরাজ রোহিত ইলিশাদির শুভযোগ উপস্থিত দেখিতেছি। সজ্জন পাঠকবর্গ জানিবেন জীবহিংসা বা মৎস্য মাংসাদি ভোজন জগবন্ধুর অভিপ্রেত বা তাঁহার ধর্ম্মের অঙ্গ নহে। তিনি চিরদিনই উহার বিরোধী। কিছু দিন পূর্ব্বে অবতারবাদী ভক্তগণ দলবলে বাজারে কোন বেশ্যার আহ্বানে তাঁহার আলয়ে অষ্টপ্রহর হরিসংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন, বলা বাহুল্য ২।১টী ভক্ত অন্ততঃ নিজের নামাঙ্কিত সম্মানের দায়ে দিবসে ঐ কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করিতে না পারিলেও গভীর রাত্রে যোগদান করিতে কোনও রূপ ক্রটী করিয়াছিলেন না। উপরোক্ত ব্যাপারের ২।১ দিন পরে আমি ঐ দলের কোন শিক্ষিত যুবককে উক্ত কার্য্যের বিরুদ্ধে কিছু বলায় তিনি বলিলেন "ঐ সময়ে আমাদের কোন রূপ চিত্ত বিকৃতি উপস্থিত হইয়াছিল না।" বলা বাহুল্য যুবকটী তাঁহাদের কার্য্যের পক্ষ সমর্থন করিয়াই আমার সহিত অন্যায় তর্ক করিয়াছিলেন।

সজ্জন পাঠক বর্গ এস্থলে জগবন্ধুর একটী উপদেশ স্মরণ করুন, তিনি একসময়ে বেশ্যারূপদর্শী কোন ভক্ত যুবককে বলিয়াছিলেন। "বাবুজী, ও বাবুজী! অমন ক'রে ফেল ফেল ক'রে তকিয়ে প্রকৃতির রূপ দেখতে নাই। মোহে সব ভুলায়ে দেয়। যোষিৎসঙ্গ মহাপাপ।" (বন্ধুকথা)

বলা বাহুল্য স্বয়ং জগবন্ধু স্ত্রী শব্দটীও উচ্চারণ করিতেন না। আবশ্যক হইলে তৎস্থলে প্রকৃতি শব্দ ব্যবহার করিতেন।

সজ্জনবর্গ বলিতে পারেন পূর্ব্বোক্ত ভক্তগণদ্বারা "জগদ্বন্ধু ভগবান্" ইহা অনুভূত হইতে পারে কি? সত্বগুণ-শুদ্ধ নির্ম্মল হৃদয় ভিন্ন তমোগুণাচ্ছন্ন কলুষিত হৃদয়ে ভগবদ্‌প্রতিবিম্ব কখনও প্রতিফলিত হইতে পারে না।

"প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্‌গ্রাহে মণির্নমৃদং চয়ঃ॥"

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ধরিতে গেলে আজীবন যাঁহারা জগদ্বন্ধুর অনুরক্ত, যাঁহারা দীর্ঘকাল তাঁহার সঙ্গে একত্র বাস করিয়াছেন এবং তাঁহার জন্য সংসার-সুখ বিসর্জ্জন দিয়া কাঙ্গাল সাজিয়াছেন ও তাঁহার তত্ত্ব বিশেষরূপ অবগত আছেন, এইরূপ ভক্তগণের মুখে আমরা একদিনও শুনিতে পাইনাই যে জগদ্বন্ধু ভগবান্ বা অবতার। জিজ্ঞাসা করিলে বরং বলেন—"তিনি যে কি কিছুই বুঝিতে পারি না। তিনি না বুঝাইলে বুঝিবার সাধ্য নাই।"

কিন্তু যাহারা সবে দুই দিন মাত্র আঙ্গিনা প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়াছেন, যাহারা জগদ্বন্ধুর খবর কিছুই জানেন না, হঠাৎ ভক্ত সাজিয়া বসিয়াছেন, তাঁহারাই বলেন জগদ্বন্ধু অবতার বা ভগবান্। তাঁহারা একথা বলিবেন, তাহাতে আবার বিচিত্র কি? কারণ—

"অগাধজলসঞ্চারী বিকারী ন চ রোহিতঃ।
গণ্ডুষজল মাত্রেণ সফরী ফরফরায়তে॥

—রোহিত মৎস্য অগাধ জলে থাকিয়াও বিকারী বা অহঙ্কারী হয় না, কিন্তু পুটী মাছ অল্পজলে থাকিয়াই ফরফর করিয়া থাকে।

"নাব্রয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং" বলিয়া এস্থলে আমি আরও অনেক অপ্রিয় সত্য কথা গোপন করিতে বাধ্য হইলাম।

শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধু যে কি তাহা আমার বুঝিবার সাধ্য নাই। তিনি যাহা আছেন তাহাই থাকুন। তাঁহার সম্বন্ধে আমার বলিবারও কিছু নাই। আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ভক্তগণের অনধিকার চর্চ্চার সমালোচনা মাত্র। জগদ্বন্ধু অবতার বা ভগবান্ যাহাই হউন না কেন বিচারবিহীন অন্ধবিশ্বাস লইয়া তাহা প্রচার করিতে যাওয়া কিংবা বলপূর্ব্বক কাহারও হৃদয়ে বিশ্বাস জন্মাইতে চেষ্টা পাওয়া সুবিবেচকের কার্য্য নহে। সূর্য্য স্ব প্রকাশ। কাহারও আলোকে আলোকিত হন না।

অন্ধবিশ্বাস বা গোড়ামি লইয়া ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। যে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ দেবের নামে হিন্দুর আবাল বৃদ্ধ বনিতার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠে, তিনি যে অবতার এ কথাও এ পর্য্যন্ত সর্ব্ববাদীসম্মত হইল না। বহুকাল যাবৎ এ বিষয়ের বিচার চলিয়া আসিতেছে। তথাপি মতদ্বৈধ রহিয়াছে "গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তঃ নচ পূর্ণঃ ন চাংশিকঃ।" এইবাক্যের অর্থ নানা ব্যক্তি নানা ভাবে করিয়া আসিতেছেন। অন্যে পরে কা কথা-শাস্ত্রে ভগবানের যে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ, কল্কী, ভগবানের যে দশটী অবতারের নাম উল্লেখ আছে তৎসম্বন্ধেও মতভেদ দৃষ্ট হয়। বরাহ পুরাণে বলরামকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই। তৎস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু অন্যগ্রন্থে দেখা যায় বলরামই অবতার। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম। এইরূপ অবতার সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়। অবতার নির্ণয় করা সুদুরূহ ব্যাপার। সাধন ভজনে তৎপর মহা-

জ্ঞানী-ত্রিকালদর্শী যোগী ঋষিগণও ইহার তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই। কলিকলুষিত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানবের সেই অবতার নির্ণয় করিতে যাওয়া বাচালতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘন সম্ভব হইতে পারে, পিপিলিকার পদভরে বসুন্ধরা কম্পিতা হইলেও বা হইতে পারে, সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে উদয় হইতেও বা পারেন, তথাপি সাধন ভজনবিহীন পাপকলুষিত মানবের ভগবল্লীলার গুহ্য রহস্য ভেদ করা কখনও সম্ভবপর নহে। এ লীলার গুহ্য রহস্য কে উদ্ঘাটন করিতে পারে, পারে—যিনি ভগবৎকৃপালাভ করিয়াছেন।

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন—"তুমি যে প্রচার করিতে যাও, চাপরাশ পাইয়াছ কি?" ভগবানের কৃপা বা আদেশই চাপরাশ। জগদ্বন্ধুকে অবতার বা ভগবান প্রচার-প্রয়াসী ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা করি "আপনারা চাপরাশ পাইয়াছেন কি? যদি আপনারা চাঁপরাশ পাইতেন, তবে সমস্ত প্রদেশ আপনাদের বাণী অবনত মস্তকে স্বীকার করিত। চাঁপরাশবিহীন আপনারা তাই আপনাদের চীৎকারে দেশবাসীর শুধু কর্ণপীড়াই উৎপন্ন করিতেছেন এবং আপনারাও লোক-সমাজে হাস্যাস্পদ হইতেছেন। ধর্ম্মজগতে প্রচারকের অভাব নাই। তাঁহাদের প্রতি একটু দৃষ্টি করিয়া প্রচারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে ভাল হইত। আপনারা যে প্রচারকের আসনে দাঁড়াইতে চাহিতেছেন, তাহা কত কঠোর কত দায়িত্বপূর্ণ একটু বিবেচনা করিয়া দেখুন। যিশু, মহম্মদ, রাজা রামমোহন, নিত্যানন্দ প্রভৃতি মহাত্মাদিগের ন্যায় আপনাদের বীর্য্যলাভ হইয়াছে কি? "ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ।" কয়জন সেই ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়াছেন? কঠোর সাধনার ফলে শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া পরে প্রচারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। অবতারবাদী ভক্তগণ! আপনারা যে জগদ্বন্ধুকে অবতার বা ভগবান বলিয়া প্রচার করিতে অভিলাষী, তাঁহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। তাঁহার সাধনার ফলেই, আপনারা তাঁহার পদানত। তিনি এই যে প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর মৌনব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক কঠোর সাধনায় নিমগ্ন আছেন, কে বলিতে পারেন উঁহার ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে? তাঁহাকে কেহ ধারণা করিতে বা তাহার কার্য্যকলাপ কেহ বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন কি? ধর্ম্ম-জগতের বিষয় পরিত্যাগ করিয়া জড়-জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায়, সত্য-উপলব্ধি ভিন্ন প্রচারকার্য্য সিদ্ধ হয় না। প্রথিতনামা বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু কঠোর সাধনার ফলে উদ্ভিদের জীবনীশক্তি অনুভব করিয়াছেন। তাই তিনি বিজ্ঞান-গর্ব্বিত পাশ্চাত্যদেশকেও স্বকীয় অনুভূত সত্যদ্বারা স্তম্ভিত করিয়াছেন। আজ সমস্ত জগৎ বসু মহাশয়ের বাণী অবনত মস্তকে স্বীকার করিতেছেন।

তাই বলি ভক্তগণ! আপনারা জগদ্বন্ধুকে অবতার বা ভগবান বলিয়া নিজে অনুভব করুন, পরে অন্যকে বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন। অন্ধ কখনও অন্যকে পথ দেখাইতে পারে না। ইহাও জানিবেন অনুভবটা সুধু মুখের কথা অর্থাৎ "অশ্বত্থমা হতঃ—ইতি গজঃ" এইরূপ নহে। ইহা কঠোর সাধনার সুপক্ক ফল যে দিন আপনারা নিজ জীবনে সত্য অনুভব

করিতে সমর্থ হইবেন, সে দিন আর আপনাদের চিৎকার করিয়া জগদ্বন্ধুকে বুঝাইতে হইবে না, আপনাদিগকে দেখিলেই সকলে জগদ্বন্ধুকে বুঝিতে সমর্থ হইবে।

শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয় জগদ্বন্ধুকে ভগবান্ প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত বহু প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার লিখিত যুক্তি ও প্রমাণগুলি পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে তিনি পরের মুখে ঝাল খাইয়াছেন। শাস্ত্রজ্ঞান ও জগদ্বন্ধুর ইতিহাস এই উভয় সম্বন্ধেই তিনি কেবল পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া গোঁড়ামীর বশে জগদ্বন্ধুকে ভগবান্ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি সরকার মহাশয় তো দূরের কথা, যাঁহাদের মুখে ঝাল খাইয়াছেন, তাঁহারাও জগদ্বন্ধুকে বুঝিতে পারেন নাই। জগদ্বন্ধুও স্বয়ং বলিয়াছেন—"আমাকে তোরা কেউ বুঝতে পারবি না।"

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি মহাপুরুষ শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু যাহা আছেন তাহাই থাকুন। তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। সুতরাং সরকার মহাশয়ের অবতার বা ভগবান্ প্রতিপন্নের বাক্যসমূহের কোন প্রতিবাদ করাও আবশ্যক মনে করিলাম না।

মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে সরকার মহাশয় আমার প্রতি একটু কটাক্ষপাত করিয়াছেন। মহাপ্রসাদ কাহাকে বলে তাহা আমি জানিলেও বুঝি না, এ কথা সত্য। পদার্থের স্বরূপ অনুমান করা আবশ্যক। সরকার মহাশয় যদি জগদ্বন্ধুকে ভগবান অনুভব করিতে পারেন তবে তাঁহার নিকট জগদ্বন্ধুর প্রসাদ মহাপ্রসাদ হইতে পারে। অথবা স্বকীয় গুরুদেবের প্রসাদ শিষ্যের নিকট মহাপ্রসাদ বলিয়া গণ্য। কিন্তু সাধারণে তাহা স্বীকার পাইবে কেন? এইরূপ মহাপ্রসাদ প্রচার কি বাচালতা নয়? সরকার মহাশয় যে এত মহাপ্রসাদ বলিয়া চিৎকার করেন, (ভগবান্ ত দূরের কথা) আপনি মহাপ্রসাদ চিনিয়াছেন কি? যদি চিনিতেন তবে এত চিৎকার আবশ্যক হইত না। স্মরণ করিয়া দেখুন,—মহাপ্রসাদ চিনিয়াছিলেন মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব। তাই তিনি কুকুরের ভুক্তাবশিষ্ট জগন্নাথদেবের প্রসাদ সাদরে ভোজন করিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। আর চিনিয়াছিলেন ভক্ত রঘুনন্দন দাস। তাই দুর্গন্ধময় নর্দ্দমা হইতে পতিত জগন্নাথদেবের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। আরও একজন চিনিয়াছিলেন সেই দৈত্যকুলপাবন ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ। তাই তিনি বিষমিশ্রিত অন্ন ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া অমৃতজ্ঞানে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলে।

অবতারবাদী জগদ্বন্ধুর ভক্তগণ ঐরূপ চিনিবার মত মহাপ্রসাদ চিনিয়াছেন কি? বিশ্বাসে সমস্ত হয় বটে, কিন্তু সে দৃঢ়বিশ্বাস আছে কি? অন্ধবিশ্বাস ও দৃঢ়বিশ্বাস এক নহে অর্থলোলুপ পাণ্ডাদের প্রদত্ত শুষ্ক অন্ন বা তণ্ডুল জগন্নাথদেবের প্রসাদ, তাহার প্রমাণ কি? আর ইহাও জানিবেন "ইদমন্নং ওঁ নমো বাসুদেবায়" বলিয়া রাশিকৃত অন্নের উপর পুষ্প নিক্ষেপ করিলেই তাহা মহাপ্রসাদ হয় না।

ভগবান্ বাহ্যিক আড়ম্বরে ভুলিবার পাত্র নহেন। তিনি যাহা পাইলে অন্ন গ্রহণ করেন তাহা কয়জনের আছে, তাহা যে—দেবানামপি দুর্লভং।

উৎসবের সৃষ্টি হইতে বিগত বৎসর পর্য্যন্ত উৎসবের কর্ত্তৃত্বভার যাহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা হিসাব রাখিয়াছিলে না সত্য, কিন্তু তাঁহারা উৎসবান্তে ঋণজালে বিতাড়িত হইয়া "দেহি দেহি" বলিয়া অন্যের নিকট হস্ত প্রসারণ করিয়াছিলেন না, কিংবা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনও দিয়াছিলেন না। অন্যের প্রদত্ত অর্থাদি বাদে আর যাহা লাগিয়াছিল, তাহা নিজেরাই দিয়াছিলেন। এ বৎসরের কর্ত্তৃত্বভার যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের নিজের শক্তি ও দায়িত্বটা পূর্ব্বে বুঝিয়া এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত ছিল। তাহা হইলে বোধ হয় এত বিড়ম্বনা ভোগ করিতে এবং ঋণমুক্তির জন্যও অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হইত না। "ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ।"

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি "মাব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং।" সুতরাং সাধারণ সভায় কথিত হইলেও বিশ্বাস মহাশয়ের সম্বন্ধীয় অপ্রীতিকর কাহিনী আর খুলিয়া বলিতে চাহি না। বিশ্বাস মহাশয় এ স্থানীয় লোক। তাঁহাকে সকলেই জানেন। সরকার মহাশয়ও যে কিছু না জানেন তাহাও নয়। অনেক দিন হয় কথা প্রসঙ্গে বিশ্বাস মহাশয়ের সম্বন্ধে তিনি অপ্রিয় ২।৩টী কথা বলিয়াছিলেন না কি? না হয় আমার চোকে ধুলি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু দশের চোকে ধুলি দিতে পারিবেন কি? অগ্নি কখনও বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকিতে পারে না। দোষ সংশোধন করুন। চাপা দিবেন না। সভায় যে বক্তা অপ্রীতিকর কাহিনী বলিয়াছিলেন, তাঁহার বাক্য সত্য কি মিথ্যা, সরকার মহাশয় নির্জ্জনে বসিয়া নিজ হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করুণ। আর অন্য প্রমাণের আবশ্যক কি?

জয়নিতাই (দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী) সভায় অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিয়া সময় নষ্ট করিয়াছিলেন, তাই সভাপতি মহাশয় তাঁহাকে বসাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিশ্বাস মহাশয় ও মহেন্দ্র যে নির্দ্দোষী তাহা জয়নিতাই কি প্রমাণ করিতেন? শত শত লোকের চোখের সম্মুখে যে অন্যায় ক্রিয়া অভিনীত হইল তাহা সঙ্গত বলিয়া যিনি পোষণ করিতে চেষ্টা করেন, আমরা তাঁহাকেও ভাল মানুষ বলিতে সাহসী নহি।

উৎসবের সময় আঙ্গিনায় কতলোক আহার করিয়াছিল এবং কোথায় কতলোক ছিল আমি তাহার বিশেষ অনুসন্ধান রাখিয়াছিলাম বলিয়াই, সরকার মহাশয়ের বাক্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই। এখনও পারি না। আমি প্রত্যক্ষদর্শী, তিনি মশককে হস্তী বলিলেই অমনি স্বীকার পাইব কেন? সরকার মহাশয় অনুসন্ধান করুন দেখিবেন কেহই তাঁহার বাক্য স্বীকার করিবে না। আঙ্গিনার বাহিরে যাহারা বাসা লইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই নিজ ব্যয়ে পাক করিয়া আহারাদি করিয়াছিলেন, এ সংবাদ আমি বিশেষ রাখি।

স্থানীয় পত্রিকা ও তাহার সংবাদদাতাদিগের সঙ্গে অবতারবাদী ভক্তগণের কি শত্রুতা আছে যে তাহাদের নিন্দা কীর্ত্তন করিবেন! ভক্তগণ! প্রথমতঃ আপনারা নিজের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখুন লোকে কেন আপনাদের নিন্দা করে। 'হিতৈষিণী' ও 'সঞ্জয়ে' প্রকাশিত সংবাদ যদি মিথ্যা হয় তবে কেন তাহার প্রতিবাদ করিলেন না?

সরকার মহাশয়, জগবন্ধু স্বয়ং ভগবান,

এই দোহাই দিয়া আঙ্গিনায় অন্যের প্রদত্ত অর্থের হিসাব রাখা আবশ্যক মনে করেন না। এ কথা লিখিতে সরকার মহাশয় কি একটু লজ্জাও বোধ করিলেন না? জগবন্ধু ভগবান্, এ জ্ঞানটা কি সুধু অন্যের প্রদত্ত অর্থের হিসাব রাখার সময়? এই গোঁড়ামির বলেই আঙ্গিনায় নির্ব্বাক জগবন্ধুর সম্মুখে—ভূত প্রেতের নৃত্য!

আমি এই খানেই জগদ্বন্ধুর অবতারবাদী ভক্তবৃন্দের কিঞ্চিত লীলা-কাহিনী বর্ণনা করিয়া সহৃদয় "আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার" সম্পাদক ও পাঠক মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। আর এ বিষয়ের জন্য লেখনী ধারণ করিয়া সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। আপনাদের এ বিষয়ে আরও কিছু জানিবার ইচ্ছা থাকিলে, অনুসন্ধান করুন, কত শত কথা জানিতে পারিবেন। (ক)

শ্রীশ্রীশচন্দ্র গুপ্ত

(ক) এই প্রবন্ধে আমাদের ফরিদপুরের প্রভু শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দর অবতার কি ভগবদ্ভক্ত এই বিষয় লইয়া তর্ক উপস্থিত হইয়াছে। এই প্রকার তর্ক সমীচীন নহে ও ইহার মীমাংসা হয় না। প্রভু আজ প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর লোক-লোচনের অন্তরালে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার বিষয় লইয়া তাঁহার ভক্তগণ মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ প্রার্থনীয় নহে। অবতার ও ভক্তগণ মধ্যে পার্থক্য আছে সন্দেহ নাই, এই বিষয় শ্রীভগবান্ গীতায় মীমাংসা করিয়াছেন। দ্বাদশ অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোক হইতে ১৯শতি শ্লোক পর্য্যন্ত ভগবান্ ধর্ম্মামৃত নামে অভিহিত করিয়াছেন। কোন্ কোন্ ভক্ত তাঁহার অতীব প্রিয় তাহাই লিখিয়াছেন। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, ইহা সন্ন্যাস-যোগের চরম অবস্থা। এই শ্লোকের সহিত পাঠক ৭ম অধ্যায়ের ১৮শ শ্লোক পাঠ করিবেন। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"জ্ঞানীত্বাত্মৈবমেমতম্"॥

অর্থাৎ—কিন্তু ইহাদের মধ্যে (চতুর্ব্বিধ উপাসকগণ) জ্ঞানী ব্যক্তিই আমার স্বরূপ। এখন দেখিবেন ভক্তিবলে জ্ঞানীভক্ত শ্রীভগবানের স্বরূপ লাভ করেন। উপাসনা ৪ প্রকার—(১) আর্ত্ত. যথা কুরুসভায় বস্ত্রাকর্ষণ কালে দ্রৌপদী, (২) জিজ্ঞাসু, ভগবৎ-ভক্ত পরম বৈষ্ণব উদ্ধব, (৩) অর্থার্থী, সুগ্রীব বিভীষণাদি (৪) জ্ঞানী যথা শুক, নারদ, গোপিকাদি। এই চারি প্রকার উপাসকগণের মধ্যে জ্ঞানীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ কেবল ভগবানের প্রেমের জন্য জ্ঞানী সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন। আমরা গৃহাশ্রমী উপাসক। আমরা হয়—আর্ত্ত কি অর্থার্থী, কি জিজ্ঞাসু। আমাদের উপাসনা কামনা-মূলক। আমাদের পক্ষে ৪টী ধর্ম্ম পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য—মাতৃবৎ পরদারেষু আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু, লোষ্ট্রবৎ পরদ্রব্যেষু ও সদা সত্যংব্রুয়াৎ। সাধারণের উপকারার্থে অপ্রিয় সত্যও বলিতে হইবে, কারণ বক্তার অভিসন্ধি অপ্রিয় কথা বলা নহে, পরোপকারই তাঁহার অভিষ্ট। আসুন ভ্রাতৃগণ! আমরা ভক্তের কর্ত্তব্য পালন করি। আমাদের মধ্যে দলাদলী ভাল নহে।

সম্পাদক

বরপণ সম্বন্ধে দুই একটী কথা।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্রপালিত ভারতীভূষণ মহাশয় "বরপণ গ্রহণ প্রথা" শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। কোন কোন বিষয়ে আমার সন্দেহ হওয়ায়, সন্দেহ ভঞ্জনার্থ এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। আমার যদি বুঝিবার ভুল হইয়া থাকে, অনুগ্রহপূর্ব্বক তিনি ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলে সুখী হইব।

বরপণ দূর করিবার জন্য তিনি প্রথম উপায় লিখিয়াছেন যে—কন্যা যাহাতে পুত্রের ন্যায় স্বাধীনভাবে অথচ সাধুসম্মত উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে তদ্রূপ শিক্ষা প্রদান। আমি অনেক চিন্তা করিয়াও এমন কোন বিদ্যা বা শিক্ষার বিষয় স্থির করিতে পারিলাম না যাহাতে পুত্রের ন্যায় কন্যাগণও স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। এক সূচীশিল্প এবং চরকার সাহায্যে সূত্র প্রস্তুত করা ভিন্ন, অন্য কোন উপায় আমি দেখিতেছি না। সূচীশিল্প উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে পারিলে কিছু আয় হইতে পারে কিন্তু অধিকাংশ পল্লীগ্রামেই উক্ত শিল্পশিক্ষার কোন উপায় নাই। গ্রামের কোন কোন স্ত্রীলোক জানিলেও তাহা সামান্য রকম, কাজেই সে সব শিল্পের বড় আদর হয় না। উক্ত শিল্প উত্তমরূপে শিক্ষা করিলে কিছু আয় হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন। তারপর কার্পাস তুলাদ্বারা পৈতা ভিন্ন অন্য কোন সূত্র প্রস্তুত করিয়াও কোন লাভ নাই, কারণ তাঁতের সাহায্যে মোটা কাপড় আর কত প্রস্তুত হয় এবং একটু অধিক মূল্যে কেইবা তাহা ক্রয় করিয়া পরিধান করে? তবে পৈতা প্রস্তুত করিলে তাহা কাটতি হইতে পারে, কিন্তু তাহাতেও গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হয় না। পশম প্রভৃতি কাজ শিক্ষা করিয়াও বিশেষ লাভ নাই, যন্ত্রনির্ম্মিত পশম দ্রব্য যেরূপ সুন্দর ও সুলভ হইবে, হস্তনির্ম্মিত দ্রব্য সেরূপ সুন্দর ও সুলভ হইবে না। সুন্দর সুলভ না হইলে গ্রাহকেরও পছন্দ হইবে না, কাজেই তাহাতেও জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। তবে এমন কি বিদ্যা বা উপায় আছে যাহা অবলম্বন করিলে কন্যাগণ পুত্রের ন্যায় স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে, ভারতীভূষণ মহাশয় তাহা বিস্তৃত ভাবে প্রকাশ করিলে সুখী হইব (ক)

(ক) নিম্নলিখিত বিষয়ে শিক্ষা পাইলে, বঙ্গদেশীয় ভদ্রগৃহের কন্যাগণ অনায়াসে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারেন।

(১) চিত্রবিদ্যা, ভাল ভাল চিত্রপট বহুমূল্যে বিক্রয় হয়।

(২) পাষাণ ও মৃণ্ময় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ, দেববিগ্রহ গঠন।

(৩) কলের সাহায্যে মোজাদি প্রস্তুত।

(৪) বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষকতা।

(৫) স্ত্রী চিকিৎসা ইত্যাদি। সঃ।

বরপণ নিবারণের দ্বিতীয় উপায় লিখিয়াছেন যে পুরুষের ন্যায় কন্যারও বিবাহ স্বেচ্ছাধীন করা ও বিবাহের কোনও এক সর্ব্বোচ্চ বয়স নির্দ্ধারণ না করা—ইহা কথায় বলা যত সহজ কিন্তু কার্য্যে পরিণত করা বড় কঠিন। আর কার্য্যে পরিণত করিলে ইহাতে কুফল ফলিবে ইহাই আমার বিশ্বাস। পুত্রই হউক বা কন্যাই হউক কাহাকেও আপন ইচ্ছামত বিবাহ (পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচণ) করিতে দেওয়া ভাল নহে। পিতা মাতা প্রভৃতি অভিজ্ঞ গুরুজনেরা বিশেষ বিবেচনা করিয়া পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচন করেন সেই ভাল। যে বয়সে পুত্রকন্যাদের বিবাহ দেওয়া হয়, তখন তাহাদের এমন কোন অভিজ্ঞতা জন্মে না যে ভবিষ্যৎ ভালমন্দ বিবেচনা করিতে পারে? লোকচরিত্র বুঝাও তাহাদের পক্ষে কঠিন, কারণ অভিজ্ঞেরাই অনেকস্থলে ভ্রমে পতিত হন। পুত্রকন্যাদিগকে ইচ্ছামত বিবাহ করিতে দিলে তাহারা রূপ দেখিয়াই মুগ্ধ হইবে, অন্য কোন বিষয় বিবেচনা করিবার তাহাদের শক্তিও নাই এবং প্রয়োজন বোধও করিবে না। শাস্ত্রে বলে যে—"কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তম্ পিতা শ্রুতম্ বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ।"

কিন্তু শুধু রূপে ভুলিলে ত চলিবে না, আরও অনেক বিষয়ে দৃষ্টি রাখা দরকার। কোন যুবতী রূপ দেখিয়া হয়ত এক যুবককে ভালবাসীয়া ফেলিল কিন্তু সেই যুবক তাহাকে পছন্দ নাও করিতে পারে। পক্ষান্তরে কোন যুবক যদি রূপোন্মত্ত হইয়া কোন যুবতীকে ভালবাসিয়া ফেলে, সে যুবতীও যুবককে কুৎসিৎ জ্ঞানে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। সকলেই সকলকে সুন্দর দেখে না। আপনি যাহাকে সুন্দর দেখেন, আমি হয়ত তাহাকে কুৎসিৎ মনে করি। সেই জন্যই গৃহে পরমাসুন্দরী স্ত্রী ফেলিয়া পেঁচকী সদৃশী বারবিলাসিনীর প্রেমে মজিতে অনেককে দেখা যায়। এবং পরম সুন্দর নিরীহ স্বামী ফেলিয়া অনেক স্ত্রীকে ব্যভিচার করিতেও দেখা যায়। (খ) তাহাদের চক্ষে তাহাদের প্রণয়াস্পদকেই সুন্দর বলিয়া বোধ হয়, নতুবা কেন মজে? অবশ্য সুন্দর কুৎসিত যে নাই তাহা নহে। স্বেচ্ছামত বিবাহ করিতে দিলে সকলেই রূপবান পাত্র বা রূপবতী পাত্রী চাহিবে, কারণ নিজে কুৎসিত হইলেও কেহই কুৎসিত স্ত্রী বা স্বামী আকাঙ্ক্ষা করে না। নিজকেও কেহ কুৎসিত মনে করে না। এরূপ স্থলে পরিণাম যে ভয়াবহ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? বরং পিতা মাতা যাহাকে নির্ব্বাচন করিয়া দিবেন, তাহাকেই ভাল বাসিতে হইবে, তাহাকে লইয়া ঘর সংসার করিতে হইবে এইরূপ বিশ্বাস থাকাই ভাল এবং তাহার পরিণামও ভাল হয়। প্রণয় জন্মিলে উভয়েই উভয়কে সুন্দর দেখে।

(খ) বাঙ্গালী ললনাগণ সতীসাবিত্রী বলিয়া প্রসিদ্ধা। লেখক মহাশয়ের এ প্রকার অপবাদ নিতান্ত ভ্রমমূলক। আমি ত্রিসপ্ততিতম বর্ষে পদার্পণ করিয়া লেখক মহাশয়ের উল্লিখিত একটী দৃষ্টান্তও দেখি নাই। তিনি বলেন—"পরমসুন্দর নিরীহ স্বামী ফেলিয়া অনেক স্ত্রীকে ব্যভিচার করিতেও দেখা যায়।" এই স্থলে 'অনেক' শব্দটী ঘোর আপত্তিমূলক। লেখক মহাশয়ের কর্ত্তব্য তিনি এই অপবাদটী প্রত্যাখ্যান করেন। সঃ।

রূপ ব্যতীত বিবাহে আরও অনেক বিষয় বিবেচনা করিতে হয়। বরকন্যার শারীরিক স্বাস্থ্য, আচার-ব্যবহার, কুলশীল, বিদ্যাবুদ্ধি, কিরূপ পিতামাতার ঔরসজাত বা গর্ভজাত সন্তান, কোন প্রকার কুলজ-ব্যাধি আছে কিনা, উভয়ের মিলন ভাল হইবে কি প্রভৃতি অনেক বিষয় দেখা আবশ্যক। যোড়শ-বর্ষীয়া যুবতী বা পঞ্চবিংশ বর্ষীয় যুবককে স্বেচ্ছামত বিবাহ করিতে দিলে, তাহারা কি এই সব বিষয় বিবেচনা করিতে পারে, না তাহাদের এই সব অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি হয়? তাহারা ত রূপ দেখিয়াই মজিবে। কুসুমে কীট থাকিতে পারে এটা তাহারা ভ্রমেও মনে করিবে না। বিবাহের সময় অনেকেই পুত্র-কন্যার দোষ গোপন করিয়া থাকেন এবং নিজেরা কুটিল প্রকৃতি হইলেও অভিপ্রেত সাধন মানসে এরূপ সৌজন্য ও সাধুশীলতা প্রদর্শন করেন যে তাহার চাতুরীজাল ছিন্ন করা অনবরষ্ক যুবক যুবতীর কর্ম্ম নহে। অতএব পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচনের ভার অভিজ্ঞ গুরুজনদের প্রতি থাকাই সঙ্গত। অবশ্য আজকাল অর্থলোভী পিতার দোষে কন্যানির্ব্বাচন ভাল হয় না এবং পণভয়ে ভীত পিতার পাত্র নির্ব্বাচনও ভাল হয় না, তথাপি গুরুজনদের প্রতি নির্ব্বাচনের ভার থাকিলে অনেক অমঙ্গলের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে এবং পণ প্রথা দূর হইলে সর্ব্ববিষয়েই মঙ্গল লাভ হইবে।

তারপর স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়স নির্দ্ধারিত থাকায় মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল নাই। কারণ রজোদর্শনের পর স্ত্রীলোকের আসঙ্গলিপ্সা বর্দ্ধিত হয় এবং আর্য্যঋষিগণ ঐ দিবসত্রয়ের জন্য কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের বিধান করিয়াছেন। একে স্ত্রীলোকের কাম প্রবৃত্তি বেশী রজোদর্শনের পর উহা আরও বর্দ্ধিত হয়। কাজেই উক্তস্পৃহা নিবৃত্তির জন্য তৎপূর্ব্বেই তাহাকে পাত্রস্থ করা কর্ত্তব্য। দিবসত্রয় কঠোর ব্রহ্মচর্য্যেও যে স্পৃহা উপশম হয় না, তাহা বোধ করিবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। তবে যাহারা চিরকুমারী থাকিবার আশায় শৈশব হইতেই কঠোর ব্রহ্মচর্য্য করে, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যে সকল বালিকা জানে যে আমাদের বিবাহ হইবে এবং উক্ত প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইবে তাহারা উহা দমন করিবে কেন? বাল্যকাল হইতে সে চেষ্টাও করা হয় না। কঠোর ব্রহ্মচর্য্য দূরের কথা অধিকাংশ পিতামাতা কন্যাগণকে নীতিশিক্ষা পর্য্যন্ত দেন না। কাজেই রজোদর্শনের পরে যদি কন্যাকে পাত্রস্থ না করা হয় তাহা হইলে সে উক্ত প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যে অন্য উপায় অবলম্বন করিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? যে প্রবৃত্তির বশীভূত হইলে, পুরুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া যথেচ্ছাচার করিয়া থাকে, ঐ প্রবৃত্তিতে স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা অধিক বশীভূত হইয়া যে নিশ্চেষ্ট থাকিবে ইহা মূর্খেই বিশ্বাস করে। অবশ্য তাহাদের সংযম করিবার ক্ষমতা বেশী, বুক ফাটিলে মুখ ফোটে না, তবু কতদিন? আর ভ্রষ্টাচারী কুপথাবলম্বী যুবকের ত অভাব নাই, তাহাদের দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে ঐ অনূঢ়া যুবতীর প্রতি পতিত হইবে। রজোদর্শনের পর স্ত্রীলোকের পুরুষ সংসর্গের বাসনা স্বাভাবিক, সে সময় যদি তাহাকে স্বামী না দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহার ঐ বাসনা কি প্রকারে পূর্ণ হইবে? পুরুষাকাঙ্ক্ষী স্ত্রীলোক যদি

কোন কুচরিত্র যুবকের প্রলোভনে পতিত হয় তখন তাহাকে রক্ষা করিবার উপায় কি? "একে মনসা তায় ধুনার গন্ধ," ইহার ফল সহজেই অনুমেয়। স্ত্রীলোক যদি একবার কুপথে ধাবিত হয় তখন তাহার গতিরোধ করা বড়ই কঠিন। "স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং, দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ"—একে পিত্রালয়, তাহাতে যুবতী কন্যা, পিতা মাতার এমন কি ক্ষমতা আছে যে তাহাকে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখেন। "বজ্র আঁটুনী ফস্কা গেরো" ইহাও মনে রাখা কর্ত্তব্য। কাজেই ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া রজোদর্শনের পূর্ব্বেই কন্যা পাত্রস্থ করিতে হইবে এই নিয়ম করিয়াছেন। অতএব কন্যার বিবাহের যে বয়স নির্দ্ধারিত আছে তাহা সর্ব্বপ্রকারেই ভাল বলিতে হইবে।

তৃতীয় কারণ ভারতীভূষণ মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা অতি উত্তম। জ্ঞানে, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে যথাসম্ভব কন্যাকে পুত্রের সমান গুণের ও সম্মানের পাত্রী করিয়া তোলাই সঙ্গত। আমার সন্দেহের বিষয় আমি অকপটে ব্যক্ত করিলাম, এক্ষণে ভারতীভূষণ মহাশয়ের উপদেশ প্রার্থনা করি।

তারপর তিনি বরপণ আবির্ভাবের যে কারণ গুলি লিখিয়াছেন তাহা সত্য কিন্তু সম্পাদক মহাশয়ের (চ) টীকার বা ফুটনোটে যাহা লিখিয়াছেন অর্থাৎ কন্যার অভিভাবকগণের দোষেই বরপণের আধিক্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে ইহাই আমরা অধিকতর সমীচিন বলিয়া মনে করি। বাস্তবিক পক্ষেই কন্যাপক্ষ যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন যে, আমরা কিছুতেই বরপণ দিব না, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই প্রথা দূর হইবে। আর পুত্রাপেক্ষা কন্যার সংখ্যা কম হওয়াও আবশ্যক। কন্যার সংখ্যা কম না হইলে বরপণ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হওয়া কঠিন। ভারতীভূষণ মহাশয় লোক গণনার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে কন্যার সংখ্যা বেশী হয় নাই, কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে অধিকাংশ ভদ্রলোকেরই পুত্রাপেক্ষা কন্যার সংখ্যা বেশী। যদি কাহারও পুত্র বেশী হয় কিন্তু তাহার অধিকাংশই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া পুত্রকন্যা সমসংখ্যক হয়, বা কন্যাই বেশী হয়। ইহাও দেখা যায় যে সহস্র অযত্নেও কন্যা সহসা মরে না। কিন্তু বিস্তর চেষ্টা সত্ত্বেও পুত্র অকালে কালকবলে পতিত হয়। এই সব কারণে পুত্রাপেক্ষা কন্যার সংখ্যা বেশী বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। যদি সমানও হয়, তথাপি যাহাতে কন্যাপেক্ষা পুত্র বেশী হয় এরূপ উপায় অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই বরপণ প্রথা দূর হইবে। এ সম্বন্ধে যথাজ্ঞান আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। (গ)

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র সেন। কাজলা, (বগুড়া)

(গ) লেখক মহোদয়ের নিম্নলিখিত অভিমতগুলি আমরা সমর্থন করিতে পারিলাম না—

(১) স্ত্রীলোকের কামপ্রবৃত্তি বেশী।

(২) রজোদর্শনেই পরে কন্যা পাত্রস্থা না করিলে তাহার চরিত্রদোষ ঘটিতে পারে ইত্যাদি আমরা স্বীকার করি না। ইহার পরে আর যাহা যৌবন-বিবাহ পক্ষে বলিতে হয় ভারতীভূষণ মহাশয় বলিবেন। সম্পাদক।

আধুনিক উপন্যাস।

(ইহার অপকারিতা)।

মানবগণ বাল্যকাল হইতেই জ্ঞানলাভ করিবার জন্য বিদ্যালয়ে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া থাকে; কিন্তু শুধু বিদ্যালয়ের বিদ্যাধ্যয়নদ্বারাই জ্ঞানমার্গে উন্নতিলাভ করা যায় না। বাহিরের অনেক বিষয়ের শিক্ষাদ্বারা জ্ঞানার্জ্জন ও সেই জ্ঞানে চরিত্র গঠন করিতে হয়। তজ্জন্য বিবিধ আদর্শ-সম্বলিত পুস্তকাদি অধ্যয়নের একান্ত আবশ্যক। সেই পঠিত পুস্তকের দৃষ্টান্ত, আদর্শই চরিত্র গঠনের সহায়তা করে। সাধারণ মানব-প্রবৃত্তি চরিত্র গঠনের অন্তরায়স্বরূপ, যেহেতু প্রবৃত্তি ভোগ-বিলাসোন্মুখিণী। প্রবৃত্তিকে কঠোর সংযমদ্বারা নিয়ন্ত্রিত না করিলে উন্মার্গগামিনী হইয়া মানব-জীবনকে ক্রমে ক্রমে বিপথে লইয়া যায়; কিন্তু সংসারে কয়জন মানবের চিত্ত কঠোরতার আশ্রয় লইয়া মনুষ্যত্ব লাভে ব্যগ্র হয়? প্রায় অনেকেই হৃদয়ের অন্তরালে লুক্কায়িত আপাতমধুর কতকগুলি পাশব প্রবৃত্তির পূরণদ্বারাই চরিতার্থতা লাভ করিতে ব্যগ্র হয়; তবে লজ্জা, মান প্রভৃতি সভ্যতার আবরণে সে লালসার নগ্নমূর্ত্তি সব সময় প্রকটিত হয় না। সর্ব্বদা উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত না হইলে কঠোর সংযমের অভ্যাস নিতান্ত দুরূহ; সে আদর্শ মনোনীত করিতে হইলে গবেষণাপূর্ণ পুস্তকাধ্যয়নের দরকার। অধ্যয়নদ্বারাই মনোনীত আদর্শে আসক্তি জন্মে ও মানসিক বিকার দূরীভূত হয়। বাঙ্গলা ভাষায় পাঠোপযোগী অনেক পুস্তক আছে। বেদান্ত, উপনিষদ্, নাটক, উপন্যাস, কাব্য প্রভৃতি বঙ্গভাষাকে গৌরবময়ী করিয়া তুলিয়াছে। বেদান্ত, উপনিষদের মর্ম্মার্থ গ্রহণ করা একটু আয়াসসাধ্য; কাব্যের মধুররসে অনেকের চিত্ত দ্রবীভূত না হইতে পারে বা মধুরঝঙ্কারে হৃদয়-তন্ত্রী নাচিয়া না উঠিতে পারে; কিন্তু নাটক, উপন্যাসের প্রতি অনেকের মনই আকৃষ্ট হয় এবং তাহার পাঠক পাঠিকার সংখ্যাও অধিক। যেহেতু অধিকাংশ উপন্যাসের ভাব তরল, হৃদয়গ্রাহী ও সহজ-বোধগম্য। বঙ্গভাষায় নাটক, উপন্যাসেরও অভাব নাই; কত লেখকলেখিকা কত পুস্তক রচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিরই গবেষণাপূর্ণ পুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য; তবে তাহা সকলের ভাল লাগে না, কারণ এরূপ পুস্তক পাঠে আনন্দ বোধ হয় না, অনেক চিন্তার পর যাহা কিছু জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহাও মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষতাভাবে নীরস বিবেচিত হয়। যে উপন্যাস পাঠের প্রচলন এত বেশী, যে অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকদিগের হাতে পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, সেই উপন্যাস পাঠ সম্বন্ধে একটু বিবেচনা করিলে মন্দ হয় না।

অনেক উপন্যাসে নায়ক নায়িকার দুইটী চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সে চিত্র ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চিত্রিত। কোনও স্থানে

একটী কিশোরী নায়িকা কোনও কিশোর নায়ককে প্রথমতঃ বিমল অন্তরে ভালবাসিয়া থাকে, তৎপর কালসহকারে সেই নিষ্কাম ভালবাসা কামজরূপে পরিণত হয়। হয়ত পরস্পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়; গ্রন্থকারও কৌশলে মাতা পিতাকে সেই মতাবলম্বী করিয়া নায়ক নায়িকাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দেন। এইরূপ বিবাহ মাতাপিতা কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইলেও ইহা স্বয়ম্বরেরই নামান্তর। একজন অপ্রাপ্ত বয়স্কা কিশোরীর এই স্বয়ম্বরের চিত্র ও তাহার হাব-ভাবময় বর্ণণা একটী কিশোরী পাঠিকার চিত্ত-চাঞ্চল্য উৎপাদন করে কিনা তাহা বিশেষরূপে প্রণিধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। মানব-প্রবৃত্তি দুর্দ্দমনীয়; অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরই সময় সময় সংযমের অভাব অনুভূত হয়, তাহাতে একজন তরল-মতি কিশোরী। অল্পবয়স্কা কিশোরীর পক্ষে স্বাধীন মনোনয়নের আপাতমধুর কল্পনায় তাহার চিত্ত কলুষিত হওয়া স্বাভাবিক।

আবার কোন উপন্যাসে দেখিতে পাওয়া যায় কোন যুবতী প্রথম জীবনে কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া পদস্খলিত হয়, শেষ জীবনে কৃতকর্ম্মের শোচনীয় পরিণামফল ভোগ করে। এরূপ পুস্তকের চিত্র যে ভাবে অঙ্কিত থাকে তাহাতে সংসার পথের নবীন পথিকার চরিত্র গঠনের যদিও কিছু সহায়তার আশা করা যায়,কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল ফলিবার আশঙ্কা আছে কিনা তাহাও বিবেচনাধীন। প্রথমতঃ উন্মার্গগামিনী চরিত্রহীনা নায়িকা স্বীয় পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যে ঘৃণিত বা ভীষণ উপায় অবলম্বন করে, সেই উপায় ও তাহার সরস বর্ণণা পাঠিকার চিত্ত-পটে অঙ্কিত হয়। বলা বাহুল্য, যিনি যে প্রকার পুস্তক পাঠ করেন, সেই পুস্তকের ভাব তাহার হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়; সুতরাং ঐ রূপ পুস্তক পাঠে কু-আদর্শ গ্রহণ করা পাঠিকার পক্ষে অসম্ভব নহে। অনেকে হয়ত অনুমান করিতে পারেন,—পাপের যে ভীষণ পরিণাম বর্ণনা আছে, সে বর্ণনা পাঠি-কাকে সুশিক্ষা প্রদান করিবে, কিন্তু অনেক সময় তাহা না হইতে পারে। কারণ তরল-মতি পাঠক-পাঠিকা আপাতমনোরম দৃশ্য দেখিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে মনে মনে তাহাতে অনুরক্ত হইয়া পড়ে। সত্য বটে, পরিণামে পাপের শোচনীয় দৃশ্য দেখিতে পায়, কিন্তু সে দৃশ্য তাহাদিগকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় কিনা সন্দেহ; কারণ তাহা একেত কাল্পনিক, তাহাতে পরিণাম, শেষে—দূরে—অতিদূরে। অনেকদূর হইতে কোনও ভীতিপ্রদ দৃশ্যের বিভীষিকা ততটা অনুভূত হয় না; অনেক সময়ে মানবজীবন এত দূরে পৌছায়ও না। সুতরাং এরূপ বিষয় পাঠক-পাঠিকাকে উপযুক্ত সুশিক্ষা প্রদান করিতে পারে কিনা তাহাও বিবেচ্য।

আবার স্থলবিশেষে দেখা যায়, ঘটনাচক্রে হঠাৎ একজন অপরিচিতা স্ত্রীলোকের সহিত একটি নবাগত পুরুষের সাক্ষাৎ হইল। অমনি অলৌকিক রূপের মধুর বর্ণনা আরম্ভ, সঙ্গে সঙ্গে উত্তরের আলাপ এবং আনুষঙ্গিক। গল্পটা পড়িতে বেশ লাগিল; পাঠক পাঠিকার ইচ্ছা হইল—উহার সহিত আরও কিছু দেখিতে পাইতেন। কিন্তু অন্তঃকরণে ললনা-কুলভূষণ যে লজ্জা, পাঠিকা তাহা যেন

শিথিল করিয়া একটু আনন্দ অনুভব করিলেন; আর পুরুষজনোচিত যে গাম্ভীর্য্য তাহা মানসক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিয়া যুবক-পাঠক আমোদ অনুভব করিলেন।

কোথায়ও বা অনেক যুবতী একজন যুবকের রূপে মুগ্ধ হইয়া আত্ম-সমর্পন করিয়া ফেলিল; কিন্তু নানা অসুবিধায় তাহার কামনা পূর্ণ হইল না। সামান্য সময়ের দেখাশুনায় বা পরিচয়ে এই যে আত্ম-সমর্পন ইহা মনোরম বটে, কিন্তু এ যে মোহের বিকার তাহা অনেক পাঠক-পাঠিকা হয়ত বুঝিবেন না।

আর এক শ্রেণীর উপাখ্যান আছে, তাহাতে যে বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ দেখা যায় তাহা বাস্তব ঘটনা বলিয়া মনেও হয় না। অনৈসর্গিক ঘটনাবলীতে যে প্রেমচিত্র অঙ্কিত থাকে তাহাতে বিবেচনা হয় পাঠকের মনোরঞ্জন করাই উপাখ্যানের উদ্দেশ্য। এই শ্রেণীর উপাখ্যান মানবের অধিকতর অনিষ্টকর বলিয়া মনে হয়। চিত্র-বৈচিত্রে প্রণয়-পারাবারের যে প্রবল উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে কত পাঠক-পাঠিকা হাবুডুবু খাইতে থাকেন কে জানে? ঐ সব উপাখ্যানে প্রণয়-প্রবৃত্তির অধিকতর উন্মেষ ব্যতীত আর কোন বিষয় বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। মানব-চরিত্রে মনুষ্যত্বের বিকাশই বাঞ্ছনীয়; যেহেতু চরিত্রহীন মানব শ্বাপদ অপেক্ষা ভীষণতর ও ইতর প্রাণী অপেক্ষা ঘৃণিত। মানবগণের শ্রেষ্ঠত্বের নিদান যে চরিত্র বল তাহার বিকাশে যে পুস্তকাবলী প্রকৃতপক্ষে সহায়তা করে সেই প্রকার পুস্তক পাঠই উপযোগী। বলা বাহুল্য বঙ্গীয় সারস্বত-ভাণ্ডারে সেরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থরাজিরও অভাব নাই।

যাহা হউক, পাঠক-পাঠিকাগণ আপন আপন রুচি অনুযায়ী পঠিতব্য বিষয় মনোনীত করিয়া থাকেন। যাহার যে রূপ রুচি তিনি সেইরূপ পুস্তক পাঠ করিতে ভালবাসেন। ইহাতে যেমন মার্জ্জিতরুচি পাঠক তাঁহার উপযোগী গ্রন্থাধ্যয়ন করিয়া মনুষ্যত্ব হিসাবে উচ্চতর সীমায় উপনীত হন, তেমনি তরলমতি পাঠক নিম্নশ্রেণীর গ্রন্থাধ্যয়ন করিয়া অধিকতর নিম্নগামী হইয়া পড়েন। সাধারণতঃ মানবের রুচি কালসহকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সমাজের দিন দিন পরিবর্ত্তনের সহিত রুচিরও পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। একশত বৎসর পূর্ব্বে যে রুচি অনুযায়ী সমাজের যে আচরণ দেখা যাইত, আজ তাহা নাই; ইহার পর আরও পরিবর্ত্তন ঘটিবে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রুচির আবির্ভাব হইয়াই থাকে। সেই পরিবর্ত্তিত ও সংস্কারদোষ যাহাতে না জন্মে, জন্মিলেও তাহার প্রতিকার হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলেই মঙ্গল হয়। (ক)

শ্রীরাধারমণ দাস,
ফরিদপুর।

(ক) আমরা 'প্রতিভায়' বারংবার বলিয়াছি যে বাঙ্গালী জাতিকে বিবাহ-পাগলা ও নাটক উপন্যাস পাগলা বলিলে ক্ষতি নাই। বঙ্গদেশের শিক্ষিত কি অশিক্ষিত পুরুষদিগের মধ্যে বারংবার বিবাহ করিবার একটী ইচ্ছা দেখা যায়। জগতের শীর্ষস্থানীয় স্বাধীন জাতিগুলি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়াই সাধারণ

সমালোচনা।

১। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্য কাণ্ড, বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতা প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ২৲ টাকা মাত্র। এই গ্রন্থখানি একটি অপূর্ব্ব ইতিহাস, অর্থাৎ এ প্রকার ইতিবৃত্ত পূর্ব্বে আর কখনও রচিত হয় নাই। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের মধ্যে কায়স্থ-কাণ্ড একটী অংশ মাত্র, উক্ত কায়স্থ কাণ্ডের প্রথমাংশ রাজন্য কাণ্ড আমাদের সমালোচনার বিষয়।

প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির বিশেষতঃ কায়স্থের ইহা পঠিতব্য। বঙ্গের ইতিহাস এইরূপ জাতিগত ভাবে আর কখন কেহ লেখেন নাই। এই গ্রন্থে কায়স্থজাতির যে ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে, কায়স্থ হৃদয়ে তাঁহাদের অতীত গৌরব সম্বন্ধে যে ধারণা উপস্থিত হইবে, তদ্দ্বারা তিনি বুঝিতে পারিবেন যে কায়স্থজাতি কতদূর ক্ষমতাশালী এবং বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন এবং অধুনা সেই গৌরব-মণ্ডিত জাতির কতদূর অবনতি হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া কোন্ কায়স্থের হৃদয় শোক-ভারাক্রান্ত না হইবে।

গ্রন্থকর্ত্তা সর্ব্বপ্রথমে আদি কায়স্থ-

নিয়ম, বিবাহ ব্যাপার অসাধারণ নিয়ম (exception)। য়ুরোপে, আমেরিকায়,জাপানে অনেক নরনারী আছেন যাহারা বিবাহ করেন নাই। আমাদের দেশে এরূপ একটি শিক্ষিত যুবকও দেখা যায় না যিনি অল্প বয়সেই বিবাহ জালে জড়িত না হন। অবশ্য আর্য্য-ঋষিগণ বলিয়াছেন—

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনম্" কিন্তু পুত্র রাখিয়া পত্নী বিয়োগ হইলেও আমাদের দেশে দুই এক মাস পরেই পুনরায় বিবাহ হইয়া থাকে। যাহারা এই প্রকার বিবাহ করেন তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, হিন্দু দায়ভাগের ন্যায় একটী উন্মুক্ত তরবারী আমাদের শিরোপরি দোদুল্যমান, অর্থাৎ প্রত্যেক পুত্রই বিষয়ের সমভাগী। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য-দেশবাসীগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রই কেবল বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় সকলেরই বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক বিবাহ করা কর্ত্তব্য। এই প্রবন্ধটী সাময়িক বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিম বাবু হইতে এ যাবৎ উপন্যাস-লেখা সাহিত্যিকগণের একটী মস্তিষ্ক বিকার-রোগে পরিণত হইয়াছে। এই সকল সাহিত্যিকগণ বঙ্গের নরনারীগণকে শৃঙ্গাররসে নিমজ্জিত করিয়া ইহাদিগের নৈতিক চরিত্রের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। ইহারা অবকাশ পাইলেই (বঙ্গীয় আবালবৃদ্ধবনিতা) উপন্যাস পড়িয়া থাকেন। এই সকল উপাখ্যানে নায়ক-নায়িকার প্রেমাভিনয়ই প্রধান চিত্র। যত শীঘ্র সাহিত্যিকগণের এই মস্তিষ্ক-বিকার অবসান হয় এবং ধর্ম্ম-গ্রন্থে উপন্যাস-স্থান অধিকার করে ততই মঙ্গল।

সম্পাদক

সমাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া মৌর্য্য সম্রাট্ বৌদ্ধ অশোকের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কালের চন্দ্রদ্বীপাধিপতি মহারাজ দনুজ-মর্দ্দন দেবের ইতিহাস বিবৃতি করিয়া গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। গ্রন্থে ৮টি অধ্যায় সন্নিবিষ্ট আছে,পাঠকগণের অবগতি জন্ত অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার উল্লেখ করিতেছি। প্রথম অধ্যায়ে—মৌর্য্যবংশ, কাণ্বংশ, শক, ও আন্ধ্র রাজবংশ, গুপ্তবংশ ইত্যাদি বিষয় লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে—আদি কায়স্থ-সমাজের অবস্থা, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দে কায়স্থ আধিপত্য, মহারাজ ধর্ম্মাদিত্য দেবের, গোপচন্দ্র দেবের, এবং সমাচার দেবের তাম্রশাসন ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে—বঙ্গের পূর্ব্বতম কায়স্থ রাজবংশ অর্থাৎ ক্ষত্রপ কায়স্থবংশ শশাঙ্কদেব, কর্ণ, সুবর্ণ এবং শশাঙ্ক দেবের সময়ে কায়স্থ-প্রভাব ইত্যাদির বিষয় লিখিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে—কাশ্মীরের কায়স্থ-রাজবংশ-বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ বঙ্গদেশে, কাশ্মীরে ও দাক্ষিণাত্যে কায়স্থ-প্রভাব পাঠক দেখিতে পাইবেন। পঞ্চম অধ্যায়ে—শূর রাজ বংশের বিবরণ এবং উক্ত সময়ের সমাজচিত্র কায়স্থ মাত্রেরই পাঠ্য; বিশেষতঃ শব্দকল্প-দ্রুমের ভ্রান্তমত সমালোচনা করিয়া গ্রন্থকর্ত্তা প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রথম আদিশূরের সময়ে শ্রীভট্টনারায়ণ-প্রমুখ পঞ্চ ব্রাহ্মণ এবং মকরন্দ ঘোষ-প্রমুখ পঞ্চ কায়স্থের বঙ্গে আগমন যাহা উক্ত অভিধান কীর্ত্তন করিয়াছে তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা, জনশ্রুতি মাত্র, ঐতিহাসিক তত্ত্ব নহে। ফলতঃ দ্বিতীয় আদিশূর অথবা জয়ন্তাশূর যৎকালে গৌড়-বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তৎকালে ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি, সৌভরি, এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ বঙ্গে আগমন করেন। তাহাদের সহিত কোনও কায়স্থ আসেন নাই। এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, কায়স্থ-বীজপুরুষগণ কবে এবং কোথা হইতে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে গ্রন্থকর্ত্তা লিখিতেছেন (৩১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)—"এখন দেখিতেছি, সৌকালীন গৌতম সোম ঘোষ, বিশ্বামিত্র গোত্রজ সুদর্শন মিত্র, এবং মৌদ্গল্য গোত্রজ পুরুষোত্তম দত্ত। এই তিনিজনই যথাক্রমে উত্তর রাঢ়ীয়, দক্ষিণ রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ ঘোষ, মিত্র ও দত্ত বংশের বীজপুরুষ হইতেছেন, এবং তাঁহারা মহারাজ আদিত্যশূরের সময়ে উত্তর রাঢ়ে আগমন করেন। তাঁহাদের বংশধর হইতেছেন যথাক্রমে, মকরন্দ ঘোষ, কালীদাস মিত্র, ও পুরুষোত্তম দত্ত। রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ সকল কুলগ্রন্থেই গুহ বংশের বীজপুরুষ রাজকুমার বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। কোন কোন কুলকারিকায় "অয়মগ্নিকুলোদ্ভবো গুহবংশাভিধানো মহান্" অর্থাৎ ইনি অগ্নিকুলোদ্ভব মহান্ গুহবংশীয় বলিয়া পরিচিত। ৩১৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"আধুনিক কুলগ্রন্থের মতে দশরথ বসু কান্তকুব্জ হইতে এদেশে আগমন করেন। কিন্তু ইদিলপুর সমাজের সুপ্রাচীন আচার্য্য চূড়ামণির কুলকারিকায় যেরূপ বংশ পরিচয় পাইতেছি তাহাতে দশরথের বহু পূর্ব্বে বঙ্গীয় বসুবংশ রাঢ়বাসী হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।" এইরূপভাবে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে শব্দকল্পদ্রুমোক্ত কুলপঞ্জিকায় বচনগুলি প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে—পাল রাজবংশ বৃত্তান্ত এবং পালবংশের কায়স্থত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়ে—বঙ্গের চন্দ্র-রাজবংশ বৃত্তান্ত এবং শেষ অষ্টম অধ্যায়ে—চন্দ্রদ্বীপপতি রাজা দনুজমর্দ্দন দেবের বৃত্তান্ত লিখিয়া গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। গ্রন্থখানি সুবৃহৎ, রয়েল ৮ পেজী ৩৯০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। কাগজ ও অক্ষর সুন্দর, মূল্য ২৲ টাকা বেশী নহে, কিন্তু কায়স্থ দরিদ্রজাতি, যাহারা নিঃস্ব তাঁহাদের জন্য কেবল আশ্বিন মাসে অর্দ্ধমূল্য স্থির করিলে ক্ষতি কি?

২। হরিমতী।—রংপুর রাধাবল্লভ হইতে আমাদের পরম স্নেহাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা প্রণীত 'হরিমতী' নামক কাব্যখানি পাঠে আমরা নিরতিশয় আনন্দ বোধ করিলাম। ইহাতে অনেকগুলি কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি সুবৃহৎ, প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইতিপূর্ব্বে উহা আমরা সমালেচনা করিয়াছিলাম, এইক্ষণ বর্দ্ধিত আকারে দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। স্বভাবের সৌন্দর্য্য বর্ণন করিয়া তাহার সহিত কবি যে সকল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সুকৌশলে মিশ্রিত করিয়াছেন তাহাতে সহৃদয় ধর্ম্মাত্মা পাঠক মাত্রেরই মন মুগ্ধ হইবে। হরিমতী ও চারুমতী যুবতীদ্বয় উদ্যান-ভ্রমণচ্ছলে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতে শ্রীভগবানের যে অপূর্ব্ব লাবণ্য দর্শন করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন, তাহাই কবিবর ললিত পদাবলীদ্বারা অতি সুন্দররূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রত্যেক কবিতায় ভক্তি ও জ্ঞানের অপূর্ব্বমূর্ত্তি বিকশিত হইয়াছে। শৃঙ্গাররসে নিমজ্জিত বঙ্গদেশে এই প্রকার উপদেশপূর্ণ গ্রন্থের নিতান্ত প্রয়োজন। নিম্নে নমুনাস্বরূপ দুইটী কবিতা হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

সতী-সঙ্গ।

চারুমতী জিজ্ঞাসিল সখি হরিমতি,
সতত তোমার দেখি হরষ মুরতি।
ব্যক্তিগত রূপগুণে,
মোহিত না, দেখে শুনে,
হরিগত প্রাণ তব সুগভীর অতি,
সকল ভিতরে হরি দেখ তুমি সতি!

দুঃখে নও অভিভূত সুখে নাই আশ,
রসনা করেনা তব রস অভিলাষ।
কূর্ম্মসম কার্য্যকালে,
বদ্ধ নহ ইন্দ্রজালে,
হৃদয়ে রাখিয়া হরি সদা কর বাস,
বৃত্তিকুলে করেছ কি, একবারে নাশ?

বর্ষা।

হিয়ার মাঝারে রাখিয়া শ্রীহরি,
কর সব কাজ প্রেমের ভ'রে;
জলবিম্বময় ক্ষণিক জীবন,
মায়া বদ্ধ হও কিসের তরে?

মিথ্যা জ্ঞান বুদ্ধি, চেষ্টা পরিশ্রম,
আশু ত্যাগ করি সত্যকে ধর;
হরি সর্ব্বময় চিদানন্দ প্রভু,
জ্ঞান লাভে মুক্ত হওরে নর।
শ্রীরাধা চৈতন্য, ভজন করিয়া,
প্রেম বরিষণ না হ'ল যদি,
প্রেমের তুফান না উঠিল হৃদে
প্রেমনদ দয়া কিসের নদী?

এইরূপ কবিতা এই গ্রন্থখানিতে অনেক দৃষ্ট হইবেক। আমরা আশা করি বঙ্গের নরনারীগণ এইরূপ গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রীভগবানে আকৃষ্ট হইবেন এবং ভক্তি ও প্রেমের মধুর রস আস্বাদন করিয়া সংসারের রোগ, শোক, পাপ, তাপ, সুখ-শান্তিতে পরিণত করিবেন।

৩। আর্য্যদর্পণ, মাসিক পত্রিকা।—আসাম, যোরহাট, পোষ্ট কোকিলামুখ শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রম হইতে শ্রীযুক্ত কুমার চিদানন্দ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। উহা ভক্তি ও ঈশ্বরপূর্ণ কথায় পরিপূর্ণ এবং সেবাশ্রম হইতে প্রকাশিত হইবার উপযুক্ত। যদিও অষ্টমবর্ষ হইতে প্রচলিত হইতেছে তথাপি বর্ত্তমানবর্ষ হইতে আমাদের সহিত বিনিময় চলিতেছে।

৪। যমুনা, মাসিক পত্রিকা।—২৮৩ কর্ট্‌স্ লেন হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ২।৵০ আনা। আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত ভারতীভূষণ মহাশয় উক্ত পত্রিকার ১৩২০ বৈশাখ সংখ্যা হইতে শ্রীমতী অমীলাবালা দেবী কর্ত্তৃক লিখিত, "নারীর মূল্য" ইতি শীর্ষক একটী ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধের প্রথমাংশের নিম্নলিখিত সমালোচনা পাঠাইয়াছেন—

"বঙ্গদেশের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, এরূপ প্রবন্ধ লিখিবার উপযুক্ত মহিলা এ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমরা এই প্রস্তাব পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি এবং যমুনার সম্পাদক মহাশয়কে সনতি ধন্যবাদ জানাইতেছি। দরিদ্রের পক্ষে এতদপেক্ষা মূল্যবান উপহার আর কিছুই দিবার নাই। আমরা বৎসরাবধি হইতে "কায়স্থ-পত্রিকা"র "নারী" শীর্ষক প্রস্তাবে নারী সম্বন্ধে যে সকল সামাজিক প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা করিতেছি এবং তজ্জন্য অনেক "সনাতন হিন্দুধর্ম্মের" ধ্বজবাহিগণের নিকট প্রচ্ছন্ন এবং প্রকটনিন্দা পাইয়া আসিতেছি। শ্রীমতী অনিলাদেবী তাঁহার প্রবন্ধে সেই সকল প্রশ্নেরই একদেশ গ্রহণ করিয়া তাহার মীমাংসায় হাত দিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাবে বঙ্গদেশের হিন্দু সমাজে নারীর তথাকথিত কৃত্রিমমূল্য বা আদর সম্বন্ধে যে সকল কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে নূতন তত্ত্ব বিশেষ কিছু না থাকিলেও সে সকল কথার সম্যক্ আলোচনা ও মীমাংসা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। মৌখিক আদর অথবা প্রশংসা কেবল চাটুবাদ মাত্র, তাহাতে প্রশংসিত বস্তুর মূল্য প্রকৃতরূপ বর্দ্ধিত হয় না। লেখিকা যে সত্য কথাগুলি প্রকাশ্য পত্রিকায় খুলিয়া বলিতে সাহস করিয়াছেন, এই তাঁহার বিশেষত্ব বা মহত্ব। হয়ত, (হয়ত কেন নিশ্চয়) গোঁড়ার দল, তাঁহাকে এদেশী সাফ্রাগেটদিগের অগ্রণী বলিয়া,"বেহায়া মেয়ে' বলিয়া, তীব্র ও জঘন্য উপহাস করিবেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার হানি কি? সত্য বড় বলবান শিশু; দুইটা উপহাসের ঝটিকা-বাতাসে তাহার স্বাস্থ্যহানি ঘটিবে না। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে লেখিকার সমগ্র প্রস্তাবটী পাঠ করিবার সুযোগ পাই নাই; যদি কখনও সে অবসর লাভ হয়, আবার এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

"প্রাগৈতিহাসিক কালের সহমরণ" প্রথা হইতে বর্ত্তমান কালের নির্জ্জলা একাদশী পর্য্যন্ত অসংখ্য বিধি ব্যবস্থার বজ্র-বাঁধনে আমাদের সমাজের পুরুষগণ যে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ-ভাবের প্রেরণায় দেশের নারীগণকে কষিয়া পিসিয়া-"পূজার্হাঃ, গৃহদীপ্তয়ঃ,দেব্যঃ"—প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন, এই উপকথা এখনও কি সকলে বিশ্বাস করিবেন? যদি না করেন, তাহা হইলে স্পষ্টভাবেই সত্য কথা বলা উচিত এবং সামাজিক আপণে নারীর প্রাপ্য

মূল্য নির্দ্ধারিত হওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। বহু শতাব্দী হইতে হিন্দু-সমাজ "দেবীদিগের" ভার সহ্য করিয়া আসিতেছে, সম্প্রতি 'নারীর' সাহায্য তাহার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সহমরণ, শিশু-কন্যা বধ, দেবদাসী করণ প্রভৃতি "দেবী" জানাইবার পুরাতন উপায়ের উপর সম্প্রতি বিবাহের পণ নূতন উপসর্গ জুটিয়াছে। এই "পণ-প্রথার" অনুগ্রহেও অনেকে সদ্য "দেবীত্বে" প্রমোশন পাইতেছেন। আর কেন? বিশ্ব-বিধাতা কি চিরকালই হস্তপদহীন ও মূক হইয়া "জগন্নাথ" রূপে তাঁহার সমাজরথ আর্য্য-নারীদিগের বুকের উপর দিয়া চালাইবেন।"

যমুনার উক্ত সমালোচনার উপর আমরা একটু মন্তব্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। আশা করি পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে না। বঙ্গদেশীয় মহিলাগণের মর্য্যাদা-বৃদ্ধি জন্য পণ্ডিতপ্রবর ভারতীভূষণ মহাশয়ের সুদীর্ঘ চেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়। প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ নারীর মূল্য সম্বন্ধে একতরফা বিচার করিয়া গিয়াছেন। প্রচীনকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারতীয় পুরুষগণ নারীকে সর্ব্বদাই অধীনস্থ রাখিয়া সমাজযন্ত্র চালাইতেছেন, ইহা ঘোর অবিচার। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক শক্তিতে নারীজাতি পুরুষ হইতে অনেক নিকৃষ্ট। কিন্তু ভারতবর্ষের আয়ুর্ব্বেদ এবং বর্ত্তমান সময়ের পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্র উক্ত অভিমত সমর্থন করেন না। আমরা চিরকাল বলিয়াছি ও এখনও বলিব যে নারীকে সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ করিতে হইবে এবং সকল বিষয়ে সমানভাবে অধিকার দিতে হইবে। যে সকল সভ্য জাতি নারী জাতিকে পুরুষের ন্যায় সমান অধিকার দিতেছেন তাঁহারা অধুনা জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতেছেন। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অকাট্য প্রমাণ জাপান ও আমেরিকা। এই দুই দেশে নারীগণ পুরুষের ন্যায় সমান অধিকার বিস্তৃত করিতেছেন এবং এই দুই জাতি সর্ব্ব-বিষয়ে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ। ইহার কারণ সকলেই বুঝিতে পারেন। যে জাতি ষোলআনা শক্তি ব্যয় করিয়া দেশের কার্য্য করে, আট আনা শক্তিসম্পন্ন জাতির কার্য্য হইতে তাঁহারা অবশ্যই শ্রেষ্ঠ হইবে। ধর্ম্মে, কর্ম্মে, বাণিজ্যে, সাহিত্যে বিজ্ঞানে এবং যুদ্ধে নারীকে পুরুষের সমতুল্য করিতে হইবে। হায় ভারত! তুমি নারী অভিশাপগ্রস্থ মুমূর্ষু জাতি। নারীদিগের প্রতি সুবিচার না করিলে তোমার মঙ্গল নাই।

সম্পাদক

বিবিধপ্রসঙ্গ।

১। ব্যবস্থাপত্রম্।— বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার উদ্যোগে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহোদয়গণ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সম্বন্ধে যে ব্যবস্থাপত্র প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা অবিকল নিম্নে মুদ্রিত হইল।

ষদৈকহমত্ত দেহস্কন্ধিত্ত ভগবানচিত্র-

শুদ্ধ পবিত্রবংশে সমুৎপন্নত্বাৎ ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গতা এবৈতে সর্ব্বে বঙ্গদেশবাস্তব্যা দক্ষিণরাঢ়ী-য়োত্তররাঢ়ীয়বংগজবারেন্দ্রশ্রেণীয়া কায়স্থাঃ; আসংশ্চ গৌড়াগমনকালে তত্র বাসকালেচ তেষাং পূর্ব্বপুরুষাণাং ক্ষত্রিয়োচিতসংস্কারঃ। তস্মাৎ দেশকালাবস্থাজনিতবৈষম্যাৎ পতিত-সাবিত্রীকেষপি তেষাং বংশধরেষু অদ্যোবাধুনো-ক্তচতুঃশ্রেণীভুক্তকায়স্থানাং নির্দিষ্টবিধিনা প্রায়শ্চিত্তানন্তরং ক্ষত্রোচিতোপনয়নসংস্কারা-ধিকারঃ। ইতঃ পূর্ব্বং বৈতদ্বিষয়িণী ব্যবস্থা-পত্রিকা বঙ্গদেশয়ী কায়স্থ-সভয়া প্রকাশিত সাস্মাদভিমতা। ইতিবিদুষাং পরামর্শঃ।

প্রত্যাসন্ন শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহোদয়গণ বার্ষিক গ্রহ-ণোপলক্ষে ধনবান কায়স্থগৃহে পদার্পণ করিলে গৃহস্বামি মহোদয় উক্ত ব্যবস্থা পত্রে তাঁহাদের স্বাক্ষর সংযুক্ত করিয়া লইলে সমাজের মঙ্গল হইতে পারে।

২। বিচারালয়ে জাত্যুল্লেখ—বরিশাল জিলার অন্তর্গত ইলুহার হইতে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন,—ডাক্তার ইউ, এন, মুখোপাধ্যায় জাতীতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তি মাত্রেরই সুপরিচিত। তিনি লোকগণনার রিপোর্ট সকল আলোচনা করিয়া যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে উচ্চ নিম্ন সকল প্রকার জাতিরই বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। নিম্নশ্রেণী বা অনাচরণীয় জাতির সামাজিক উন্নতি তাহার চরম লক্ষ্য। ১২৯৭ সালে আমরাও 'জল-চল'আখ্যা দিয়া একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকায় অনাচরণীয় হিন্দুর উন্নতিপথ প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সম্প্রতি উক্ত ডাক্তার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিচারালয়ে অর্থী প্রত্যর্থীর জাত্যুল্লেখ যাহাতে নিবারিত হয় তাহার যত্ন করিতেছেন। তাঁহার এই সাধু আন্দোলনে সকল শ্রেণীর হিন্দুর বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর যোগ দেওয়া একান্ত আব-শ্যক। তাঁহার বক্তব্য এই যে, রেজেষ্টারী আফিসে, দলিলাদী রেজেষ্টারী করিতে গিয়া দাতা গৃহীতার ব্রাহ্মণাদী জাতির উল্লেখের কি প্রয়োজন? তদ্রূপ বিচারালয়ে বাদী প্রতি বাদীর জাত্যুল্লেখের আবশ্যক কি? এইরূপ অবস্থায় খৃষ্টান মুসলমানেরা তাহাদের মাত্র ধর্ম্মেরই উল্লেখ করেন। হিন্দুর পক্ষে তাহাই যথেষ্ট হইবে না কেন? যদি এইরূপ উল্লেখের উদ্দেশ্য কেবল সেনাক্ত করা (identification) হয় তবে যেরূপ উল্লেখে খৃষ্টান ও মুসলমান-দের যথেষ্ট পরিচয় হয়, হিন্দুর পক্ষে সেইরূপ উল্লেখ যথেষ্ট হইবে না কেন? বিশেষতঃ জাত্যুল্লেখবশতঃ বিচারকের মনে একটি অন্যায় ধারণা জন্মিতে পারে, যাহাতে সুবিচারের ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা। দৃষ্টান্তস্থলে, কালীচরণ দাস বৈদ্য ও কালীচরণ দাস চর্ম্ম-কার বিচারালয়ে অর্থী প্রত্যার্থী হইলে ইহাদের সাক্ষ্যতার মূল্য বিচারক তাহাদের জাতীয়তা বিবেচনা করিয়া নিরূপণ করিতে পারেন। তদ্রূপ কালীচরণ হালদার ব্রাহ্মণ ও কালীচরণ হালদার নমঃশূদ্র বিচারালয়ে তাহাদের জাত্যা-নুসারে বিচারকের বিশ্বাসযোগ্য হয়। ইহাতে প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণের ব্যাঘাত হয় কি না! এজন্য সুবিচারের পক্ষে জাত্যুল্লেখে কোন ইষ্টসিদ্ধ হয় না, বরং অনিষ্টই হইতে পারে। এজন্য ডাক্তার মুখোপাধ্যায় বলিতেছেন, জাত্যুল্লেখ-প্রথা বিচার সংক্রান্ত কাগজ পত্র

হইতে উঠাইয়া দেওয়া উচিত।—আমরাও এই মত সম্পূর্ণ সমর্থন করি। এই বিষয়ে ডাক্তার মুখোপাধ্যায় মহাশয় সমস্ত জিলাস্থ ও উপবিভাগীয় উকিল মোক্তারগণের মত গ্রহণ করিতেছেন। বোধ হয় এই মতগুলি সংগৃহীত হইলে তিনি গভর্ণমেণ্টের জাত্যুল্লেখের নিষেধ-আজ্ঞার জন্য দরখাস্ত করিবেন। আজ পর্য্যন্ত ৩২ বত্রিশটি স্থানের সভা-সমিতি তাঁহার অনুকূলে মত দিয়াছেন। আমরা প্রস্তাব করিতেছি কায়স্থাদি জাতি যাহারা জাত্যা-ন্দোলনে প্রবৃত্ত আছেন তাহারাও স্ব স্ব মত তাহাদিগের মুখপত্র সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রে ব্যক্ত করেন। জাত্যুল্লেখ নিষিদ্ধ হইলেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইবে এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশই সর্ব্ববিধ উন্নতির প্রকৃত পন্থা।

বিচারালয়ে জাত্যুল্লেখের নিষেধে আমরা বিরুদ্ধ নহি। বিচারকালে জাতির উল্লেখ থাকিলে সময় সময় সুবিচারের ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা,ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু লোকের সেনাক্ত সম্বন্ধে গোলযোগ ঘটিতে পারে। যথা কালীচরণ ঘোষ কায়স্থ এবং গোপ হইতে পারেন। কায়স্থের উপাধি-গুলি অন্যান্য জাতিমধ্যে ব্যবহৃত আছে। সে যাহাই হউক আমরা ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে পক্ষ সমর্থন করিতেছি।

৩। আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার সম্পাদক মহাশয়ের টীকা ও টিপ্পনী।—শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় 'প্রতিভার' বিগত শ্রাবণ সংখ্যার ১৮৯ পৃষ্ঠায় 'বিমাতা' শীর্ষক প্রবন্ধে সম্পাদক মহাশয়ের (ক) চিহ্নিত পাদমন্তব্যে আপত্তি উত্থাপন করিয়া লিখিতেছেন।—

"আমার 'বিমাতা' প্রবন্ধের পাদ-মন্তব্যে সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—'আমরা এই স্থানে একটি টীকা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রাচীন পুরুষের পক্ষে পুনর্বিবাহ যে নিতান্ত অসম্ভব তাহা প্রমাণ করিতে ২।১টী দূর উত্তরযুক্তির অবতারণা অতিশয় সহজ। রাধাবল্লভের পরাস্ত হইবার ত কারণ ছিল না। রাধাবল্লভ তৎকালে ৩০ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছেন। ভালবাসা সমবয়স্ক দম্পতি ভিন্ন হওয়া অসম্ভব, যেমন বৃদ্ধের সহিত যুবকের ভালবাসাও অসম্ভব। ১৪ বৎসরের যুবক কি ৩০ বৎসরের রমণীকে ইচ্ছা করিয়া বিবাহ করে? না ১৪ বৎসরের কিশোরী ৩০ বৎসরের পুরুষকে বিবাহ করিতে চায়? এই প্রকার মিলনে দুঃখ ভিন্ন সুখের আশা যে মূঢ় করে, সে বাতুল। 'পঞ্চাশতে বনং ব্রজেৎ' ইহা সকলের মনে রাখা কর্ত্তব্য।"

শরৎবাবু বলিতেছেন—"সম্পাদক মহাশয় কেন যে এই স্থানে টীকা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না তাহাও আমরা বুঝিলাম না। রাধাবল্লভের ঘরে কোন স্ত্রীলোক ছিল না। শিশুপুত্র নীলমাধবকে প্রতিপালন করা তাহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল, বিষয়কর্ম্ম নষ্ট হইতে বসিয়াছিল। বয়সও যৌবন অতিক্রম করে নাই। এমতাবস্থায় তাহার যুক্তিতর্কের উপর কোন অবাধ্যতা-মূলক কঠোর যুক্তি প্রদর্শন না করাই কি সমীচীন হয় নাই? বিবাহের ইচ্ছা প্রথমতঃ মনে স্থান না পাইলেও নানা অসুবিধা তাহাকে স্পৃহাবান করিলে কি অসঙ্গত বলা যায়? বিপত্নীকগণের কখনই পুনরায় দারপরিগ্রহ

করা কর্ত্তব্য নয়। এমন যুক্তি যদি কেহ উপস্থিত করেন তবে তাহার উপর আমরা কোন বলিব না, কেননা তাহা শাস্ত্রাদেশের প্রতিকূল এবং বয়স বিশেষে চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষারও অন্তরায়। বিপত্নীকের বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ নহে। অবশ্য বৃদ্ধের বিবাহ কেহই সমর্থন করিবে না ইত্যাদি ইহাই বন্ধুবরের আপত্তির প্রধান যুক্তি। তিনি আরও বলেন যে ভালবাসা সমবয়স্ক দম্পতি ভিন্ন অসম্ভব। ইহা কখনই স্বীকার করিতে পারি না। ১০.১৫ বৎসরের ব্যবধানে প্রণয় জন্মিবে না কেন? এইরূপ আরও যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। বন্ধুবর এই উপলক্ষে আমাদের প্রতি কতকগুলি অপ্রাসঙ্গিক বাক্য ব্যবহার করিতে বিরত হন নাই। যাহা হউক আমাদের বক্তব্য নিরপেক্ষ পাঠক মহোদয়গণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। তাহারা এই বিষয়ের মীমাংসা করিবেন।”

আর্য্য মনীষিগণ সমস্বরে বলিয়াছেন—‘পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনঃ’ অর্থাৎ পুত্রের জন্যই ভার্য্যা, যাহার পুত্র আছে, তাহার পক্ষে পুনর্বিবাহ, যে বয়সেই হউক না কেন, অন্যায় ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। অন্যায় কেন, বিমাতা গৃহে আসিলেই বিবাদ। অতি প্রাচীন কাল হইতে এ পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই দেখা যায় যে বিমাতা গৃহের বিষবৃক্ষ। সংসারের সর্ব্বনাশ করাই যেন বিমাতার কার্য্য। বন্ধুবর কি ‘বিজয়-বসন্তের’ আখ্যায়িকা ভুলিয়া গিয়াছেন; এইপ্রকার বিজয়-বসন্ত প্রত্যেক বিমাতার গৃহে দেখা যায়। বন্ধুবর তাঁহার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—“তদীয় যুক্তিতর্কে ভ্রাতা পরাস্ত হইলেন ও তদীয় প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন।” আমি এই বিষয়ে আপত্তি করিয়াছিলাম। কেননা রাধাবল্লভ অনায়াসেই বলিতে পারিতেন,—“আমার পুত্র আছে। পুনর্ব্বার বিবাহের আবশ্যক নাই। দ্বিতীয় সংসারের স্ত্রী প্রায়শই দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। আমি ৩০ বৎসর অতিক্রম করিয়াছি। ১২।১৩ বৎসরের বালিকা আমার কন্যার সমতুল্য হইতে পারে, স্ত্রী হইতে পারে না। কে জানে আমার দ্বিতীয় সংসারের স্ত্রী নীলমাধবের প্রতি বিষনয়নে নিরীক্ষণ না করিবেন?” ‘বিমাতা’ প্রবন্ধে দেখা যাইতেছে যে ঐ বিমাতার (যদিও অসাধারণ ভাবে সুখদায়িনী) গর্ভজাত পুত্রগণ নীলমাধবের এবং সংসারের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। রাধাবল্লভ যদি বিবাহ না করিতেন তবে সুখশান্তি অবিচলিত ভাবে নীলমাধবের সংসারে প্রতিষ্ঠিত থাকিত। হায়! হায়!! কি মন্দক্ষণে রাধাবল্লভ বিমাতাকে গৃহে আনিয়াছিলেন। বিশেষতঃ বাঙ্গালীর গৃহে বিমাতার গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মিলে বিষয়াদি সমস্তই নানাভাগে বিভক্ত হইয়া সচ্ছলতার সংসারে দৈন্য আসিয়া প্রবেশ করে। এরূপ দায়ভাগের ন্যায় বিষম আইন থাকা সত্ত্বেও যাহারা পুত্র থাকিতেও পুনর্ব্বার বিবাহ করে তাহাদের উদ্দেশ্য কি? কামচরিতার্থ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। সংসারের সুখশান্তি তাহাদের লক্ষ্য নহে। বিশেষতঃ যদি চিরকালই বঙ্গদেশবাসীগণ কামবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই ব্যস্ত থাকেন, তবে সমাজের কার্য্য,পরোপকার, বদান্যতা, দেশের কার্য্য কে করিবে? এই সকল কারণ

বশতঃ আমরা পুত্র বিদ্যমানে পুনর্বিবাহ অন্যায় ও অশাস্ত্রীয় বলিয়া বিবেচনা করি। এই ত গেল ইহকালের কথা, এখন পরকালের বিষয় একবার বন্ধুবর ও পাঠকগণ চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিবেন রাধাবল্লভ কতদূর অন্যায় ও পাপকার্য্য করিয়াছেন। আমাদের বিবাহ, আত্মার মিলন, দেহের মিলন নহে। অন্যান্য জাতির বিবাহ সাময়িক, তাহা বিচ্ছেদ (Divorce) আছে। আমাদের বিচ্ছেদ নাই। পরলোকবাসিনী পত্নীর আত্মাও পরলোকে স্বামীর আত্মার সহিত পুনর্মিলনের আশা করিয়া থাকেন। সেই স্বামী যদি পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করেন, তবে সেই স্বামিময়-জীবিতার আত্মার কতদূর বিষাদের কারণ হয়। পরলোকগতা পত্নীর আত্মা ইহ-লোকের স্বপত্নীর প্রতি অত্যাচার করার নিদর্শনও মধ্যে মধ্যে আমরা দেখিতে পাই। এই সমস্ত কারণে পত্নী বিয়োগে কেবল কামা-চারী হইয়া পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করা যে নিতান্ত মূর্খতা তাহা আমাদের ধ্রুব সংস্কার।

৪। ত্রয়োদশাহে কায়স্থ-শ্রাদ্ধ।—বিগত ১১ই ভাদ্র শনিবার ফরিদপুর অন্তর্গত রাজ-বাড়ীর মোক্তার শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দাস বর্ম্মার মাতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া ত্রয়োদশ দিবসে তাঁহার বাসভবন জেলা নদীয়া কুষ্টিয়া মহ-কুমার অন্তর্গত ওসমানপুর গ্রামে সম্পন্ন করিয়াছেন ও ঐ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে স্থানীয় ব্রাহ্মণগণকে পরিতোষরূপে আহার করাইয়া রীতিমত দক্ষিণাদি দিয়াছেন। ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী মধ্যে খোকসার প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্য বংশীয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তদীয় বাটীতে উপস্থিত থাকিয়া আহারাদি করতঃ উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।

৫। বিবাহ।—রাজবাড়ী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন— জিলা ফরিদপুরের অন্তর্গত চৌবাড়ী নিবাসী রাজ-বাড়ীর উকিল শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসুর ভ্রাতার বিবাহ যশোহর জিলান্তর্গত পুর্ব্ব-শ্রীকোল নিবাসী উকিল শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস দেববর্ম্মার কন্যার সহিত সুসম্পন্ন হই-য়াছে। দুঃখের বিষয় উভয় পক্ষের কার্য্য-কর্ত্তা উপবীতি থাকা সত্ত্বেও এই বিবাহ ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন হয় নাই। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ইহাপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে? তবে শুনিয়া সুখী হইলাম উক্ত বিবাহে কুঞ্জবাবু বরপণ বাবদ বহু টাকার লোভ সম্বরণ পূর্ব্বক সামান্য খরচা লইয়া বিবাহ দিয়াছেন। এই বিবাহটী বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন হইলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।

৬। প্রতিবাদ।—নদীয়া জিলার অন্ত-র্গত সোমষপুর কায়স্থ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের ভাগিনেয় শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মার বিবাহ রীতি-মত ক্ষত্রিয়াচারে হইয়াছে বলিয়া বিগত শ্রাবণ মাসের পত্রিকার সাময়িক প্রসঙ্গে সংবাদ দাতা যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে আমরা বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। শ্রীযুক্ত আশুবাবু কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিবাদন এবং বিবাহে বর-পণপ্রথা রহিত করণ জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন সত্য। কিন্তু উহা, বড়ই দুঃখের সহিত লিখিতেছি, কার্য্যে পরিণত হইতেছে না। এই বিবাহে বহু মূল্যবান অলঙ্কার ও

দান সামগ্রী বাদে বিবাহের ব্যয়াদি বাবদ প্রায় ৩০০৲শত টাকা পরিমাণ এবং পাত্রের অধ্যয়ন ব্যয় বাবদ প্রায় ৬০০৲শত টাকা লওয়া হইয়াছে। অথচ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "এই দুই স্বজাতিহিতৈষীর মধ্যে যে কোনরূপ দেনা পাওনার কথা হইতে পারে না তাহা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন।" এই বিবাহ আদৌ ক্ষত্রিয়াচারে না হইয়া সম্পূর্ণরূপে শূদ্রাচারে সম্পন্ন হইয়াছে। এই বিবাহে জনৈক কায়স্থ ধর্ম্মপ্রচারক উপস্থিত ছিলেন। (ক) তিনি বিবাহ ক্ষত্রিয়াচারে হইবে বলিয়া বিবাহের সময় পাত্রের পুরাতন যজ্ঞসূত্রদ্বারা পাত্রীর হস্ত বন্ধন করিতে বলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কন্যার পিতা তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বিবাহ শূদ্রাচারে সম্পন্ন করিয়াছেন। সংবাদদাতা এই সমস্ত বিষয় গোপন করিয়া সত্যের অপলাপ করায় আমরা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছি।

৭। সাহসী বীর কায়স্থ বালক।— আমাদিগের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর 'হরিমতী' 'শ্রীকৃষ্ণমতী' এবং পাগলসঙ্গীত প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় রাধাবল্লভ (রংপুর) হইতে লিখিতেছেন—"বিগত ভাদ্র মাসের 'কায়স্থ পত্রিকায়' 'কায়স্থ বালকের সাহস'শীর্ষক যাহা লেখা আছে তাহা আমারই পুত্র সম্বন্ধে। বালকটী সপ্তদশ বর্ষে পদার্পন করিয়াছে এবং কলিকাতা অধ্যয়ন করিতেছে। ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছিল—

"বাবা! আমাকে এই মায়াময় সংসার ভাল লাগিতেছে না, আপনি অনুমতি করিলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করি।" তদুত্তরে আমি তাহাকে লিখি যে ব্রহ্মচর্য্য কেবল বেশ ভূষায় হয় না। ব্রহ্মে বিচরণ করিবার সামর্থ্য জন্মিলে প্রকৃত ব্রহ্মচারী হওয়া যায়। এই সংসারে থাকিয়াও কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনদ্বারা শ্রীভগবানের প্রীতি-লাভ করা যায়।—উক্ত কায়স্থ-পত্রিকা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে উক্ত বালকটি যাহার নাম শ্রীমান বাসুদেব ঘোষ বর্ম্মা আরও কয়েকটি বালকের সহিত গঙ্গাস্নানে গমন করে। কৃষ্ণও অপরধন্ধু দুইটি বালক সন্তরণ করিতে করিতে জলমগ্ন হইবার উপক্রম হয়,গঙ্গার ঘাটে অনেক লোক ছিলেন তাহারা কেহই কোন প্রকার সাহায্য করেন না কিন্তু বাসুদেব অবিলম্বে জলে নিমগ্ন হইয়া উক্ত দুইটী বালককে একে একে তীরে আনিয়া তাহাদের জীবন রক্ষা করে। ধন্য বাসুদেব! তুমি ৭।৮ বৎসরের সময়ে তোমার জন্মভূমি হুগলি জেলার ঘরগোয়ালী গ্রামে, তোমাদের বাটীর সন্নিকটস্থ, একটী পুষ্করিণীতে নিমজ্জমান ১টি বালককে জল হইতে তীরে আনিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলে। সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই তোমার এই সৎসাহসের জন্য তোমাকে প্রশংসা নাকরিয়া থাকিতে পারেন না।

৮। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার দশম বার্ষিক অধিবেশন।—বিগত ১২ই ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটীকার সময় কলিকাতা ৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ভবনে উক্ত ব্রাহ্মণ-সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই বিরাট অধিবেশনের বিরাট আয়োজন, উপস্থিত সভ্যসংখ্যাও বিরাট। অপরাহ্ণ ৩ ঘটীকার সময় উপস্থিত

(ক) শ্রীযুক্ত মাখমলাল ধর দেববর্ম্মা মহাশয় বোধ হয় সঃ

হইবামাত্র আমরা দেখিলাম, দলে দলে ব্রাহ্মণ-মহোদয়গণ উপস্থিত হইতেছেন। অপরাহ্ন সাড়ে চার ঘটিকার সময় বিস্তৃত হল ও বিস্তৃত বারেণ্ডা লোকারণ্য হইয়া গেল, এমন কি "ন স্থানং তিল ধারণে।" তথায় নিম্নলিখিত মহাত্মাগণকে আমরা দেখিলাম। মহামহোপাধ্যায় লক্ষণ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্ক-দর্শনতীর্থ, শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার, গৌরিপুরের শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী উত্তরপাড়ার কুমার পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, বলিহারের কুমার বিমলেন্দ্রনাথ রায়, রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, ইত্যাদি ইত্যাদি। বিক্রমপুরের গুরুচরণ তর্কতীর্থ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, কলিকাতা বেদ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ সমস্বরে সামবেদ গান করিলেন। বেদশূন্য বঙ্গে, বেদধ্বনি শুনিয়া আমারা মনে করিলাম সভাতে প্রকৃত দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে। নবম অধিবেশনের বার্ষিক মন্তব্যপঠিত ও গৃহীত হইল। সহকারী সম্পাদক রবীন্দ্র-নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত মন্তব্য পাঠ করিবার পর সভা-মধ্যে একটী বিষম গোলমাল উপস্থিত হইল, কোন প্রকার শৃঙ্খলতা আমরা দেখিতে পাইলাম না এবং সভাতে কি কি বিষয় নির্দ্ধারিত হইতেছে তাহাও বুঝিতে পরিলাম না। তবে এই মাত্র বুঝিলাম আগামী দুর্গাপূজা উপলক্ষে মায়ের বোধন ও বিসর্জ্জনের সময় অবধারণ লইয়া একটি বিষম তর্ক উপস্থিত হইতেছে, তৎপর সন্ধ্যারাণীর আগমনে ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিতে লাগিলেন, কোন বিষয়ের মীমাংসা হইল না। তখন চাণক্যের শ্লোক মনে পড়িল।—

"অজাযুদ্ধে ঋষি শ্রাদ্ধে, বঙ্গে ব্রাহ্মণমেলনে।
দম্পত্যোঃ কলহশ্চৈবে,বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া ॥

৯। বর্ত্তমান সমরক্ষেত্রে ইংরাজ সৈনিকের আহারের পরিমাণ শুনিলে পাঠকগণ বিস্মিত হইবেন। যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ বীরাগ্রগণ্য প্রথম নেপোলিয়ান বলিতেন—"সৈনিকের শক্তি পাকস্থলিতে।" ফলতঃ বলকারক আহার না পাইলে বিক্রমে তাহারা যুদ্ধ করিতে পারে না। যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজ সৈন্যের ন্যায় নিয়মিত পূর্ণাহার আর কোনও জাতি দিতে পারেন কিনা সন্দেহ। নিম্নে ইংরাজ সৈনিকের দৈনিক আহারের একটি তালিকা দেওয়া গেল।

৩ পোয়া সদ্যঃ মাংস (গোমাংস)

$\frac{1}{2}$ সের রক্ষিত মাংস।

৩ পোয়া রুটী।

২ ছটাক শূকরের মাংস।

১$\frac{1}{2}$ ছটাক পনীর।

২ ছটাক জাম।

১$\frac{1}{2}$ ছটাক চিনি।

১ পোয়া সদ্যশাক।

১ ছটাক শুষ্কশাক।

ইহা ব্যতীত প্রতি সপ্তাহে ৫০টী সিগারেট, চা ও কফি পাইয়া থাকে। আমরা মনে করি যে আমাদের দেশে রাজারাও প্রতিদিন এই প্রকার আহার করিতে পারেন না। এই জন্যই বর্ত্তমান যুদ্ধে আমাদের সম্রাটের বহু অর্থ ব্যয়িত হইতেছে। পাঠকগণ এখন বুঝিবেন যে, জাতীয় সম্মানরক্ষা ও আর্দ্মাণ

অত্যাচার হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিতে ইংরাজজাতি কীদৃশ ত্যাগ করিতেছেন। হায়! হায়! যৎসামান্য ত্যাগ স্বীকার করিয়াও আমরা কায়স্থজাতির একখানি জাতীয় পত্রিকা রক্ষা করিতে পারিতেছি না। অর্থাভাবে "আর্য্যকায়স্থ-প্রতিভা"কে বিষম জীবন সংগ্রাম করিতে হইতেছে। অর্থাভাবে এবার ভারতীয় সমগ্র কায়স্থজাতির সম্মিলন ঢাকা নগরীতে হইল না। কায়স্থজাতির যে একটী জাতীয় ও সামাজিক সম্মান আছে এবং তাহা প্রত্যেকেরই রক্ষা করা কর্ত্তব্য, এই ভাবটী অনেকের মনেই আসে না।

১০। কায়স্থের প্রতি ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ হতভাগ্য বঙ্গদেশে সনৈঃ সনৈঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার জন্য কায়স্থ কি ব্রাহ্মণ দোষী? সমগ্র ভারতের অধ্যাপকমণ্ডলি একবাক্যে বঙ্গীয় কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া ব্যবস্থাপত্র দিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গদেশস্থ কতিপয় বিদ্বেষী অধ্যাপকগণ কায়স্থজাতিকে শূদ্রজাতি বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। বৌদ্ধবিপ্লবে ব্রাহ্মণেরন্যায় বঙ্গীয় কায়স্থজাতিও যজ্ঞোপবীত হারাইয়া ছিলেন। আমরা দেখিতে পাই বঙ্গদেশে বৌদ্ধ উৎপাত প্রবলবেগ ধারণ করিয়াছিল। এমন কি পুরী হইতে পাটনা পর্য্যন্ত একশতের উপর বৌদ্ধ [illegible] এবং তথায় শ্রমণগণ বৌদ্ধমত [illegible] এবং উপবীতধারী কায়স্থ ব[illegible] জাতিকে বৌদ্ধরাজারা দণ্ডিত করিতেন। কোন একটী সংস্কার, বিশেষ উপনয়ন সংস্কারের অভাব হইলেই কোন জাতি দ্বিজত্ব হারায় না। বৃষ্ণি, অন্ধক ও যদুবংশ বহুকাল ব্রাত্য থাকিয়া ক্ষত্রিয়ত্ব হারায় নাই, অথবা শূদ্রত্বে পরিণত হয় নাই। আমরা কায়স্থগণই বা কেন আমাদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব হারাইব? আশা [illegible] বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া গ্রহণ করতঃ বর্ত্তমান সামাজিক কলহের অবসান করিবেন।

১১। অদ্য বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা হইতে প্রকাশিত আশ্বিন মাসের পত্রিকা প্রাপ্তে উহার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির বিবরণী মধ্যে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রাপ্তে বিস্মিত হইলাম। "গত দুই কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাবানুযায়ী "কায়স্থ শব্দের নাম-নিরুক্তি" প্রবন্ধ পুনঃ মুদ্রণ সম্বন্ধে প্রস্তাব পুনরুত্থাপিত হইলে মাননীয় সারদাবাবু বলিলেন—গত দুই সভার মন্তব্য এবং নগেন বাবুর বক্তব্য এবং মূল প্রবন্ধটী আমাকে দিলেই আমি আগামী সভায় স্ব মন্তব্য প্রকাশ করিব।—সর্ব্বসম্মতি ক্রমে তাহাই স্থির হইল সভায় উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে অথবা সারদাবাবু, কেহই কি আমাদের শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্ত প্রবন্ধের সুদীর্ঘ সমালোচনা পাঠ করেন নাই? উহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে শাস্ত্রী মহাশয়ের মীমাংসা সর্ব্বৈব মিথ্যা এবং ভ্রান্তিমূলক। উহা মুদ্রিত করিলে বঙ্গীয় কায়স্থ-সভা একটি অন্যায় কার্য্য করিবেন, এবং পণ্ডিত সমাজে হাস্যাস্পদ হইবেন।

১২। দুর্গাপূজা, ১৩২২।—এ বৎসর বোধন ও বিসর্জ্জন লইয়া পণ্ডিত মহলে বহু তর্ক হইয়া গিয়াছে। এইক্ষণ যাহা স্থির হইয়াছে তাহাই আমরা নিম্নে দিলাম। আগামী ২৭শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে মায়ের বোধন। সন্ধ্যাকালে আমন্ত্রণ ও অধিবাস। শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ন ইং ৮টা ৪০ মিনিট মধ্যে সপ্তমী পূজারম্ভ। শনিবার, পূর্ব্বাহ্ন ইং ৯টা ৩০ মিনিট মধ্যে মহাষ্টমী পূজারম্ভ। ইহার পর সন্ধিপূজারম্ভ এবং ইং ১০।২১ মিনিট গতে বলিদান। রবিবার পূর্ব্বাহ্ন ইং ৮টা ২৪ মিনিট মধ্যে মহানবমী পূজা সমাপ্য। তদনন্তর ৯টা ১৮মিনিট মধ্যে দশমী পূজা সমাপ্য। ১০ ঘটিকার মধ্যে দর্পণবিসর্জ্জনং। সোমবার অপরাহ্নে দেবীমূর্ত্তি বিসর্জ্জন।

সম্পাদক।

—

বৈবাহিক প্রসঙ্গ।

১। ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত জানদীগ্রামে ৺বনমালী ঘোষ মহাশয় অল্প দিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্য একজন সুপাত্র বঙ্গজ-কায়স্থ পাত্রের প্রয়োজন। ভাবীজামাতা ৺ বনমালী বাবুর বিস্তৃত ওকালতীর পশার ও রায়গঞ্জে তাঁহার বাসাবাটীর সুবিধা পাইবেন। শ্রীকুমচন্দ্র মিত্র পোষ্ট রায়গঞ্জ, দিনাজপুর।

২। পাত্র বঙ্গজ কায়স্থ বয়স ১৯ বৎসর বর্ত্তমান বর্ষে প্রবেশিকা দিবেন। অবস্থা ভাল, মৌলিক। অধ্যয়নের ব্যয় দিতে হইবে। ভবানীয়া গ্রাম, রাজবাড়ী ই, বি, এস, আর পোষ্ট ফরিদপুর ঠিকানায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের নিকট পত্রাদি লিখিবেন।

৩। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দেব সরকার পলাশবাড়ী থানা জিলা রংপুর তাঁহার কন্যার জন্য ১টী পাত্র আবশ্যক। কন্যাটী সুন্দরী, বঙ্গভাষায় শিক্ষিতা ও গৃহকার্য্যে দক্ষা।

৪। দক্ষিণ-রাঢ়ীয় বিশ্বামিত্র গোত্রীয়া অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, সুলক্ষণা, শিক্ষিতা ১৪ বৎসর বয়স্কা একটী বালিকার নিমিত্ত একটী সুপাত্রের প্রয়োজন। পাত্রীর পর্য্যায় ২৬। তাঁহার অভিভাবকগণ যে কোন শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত বংশের গুণবান, বরের হস্তে তাঁহাকে সম্প্রদান করিতে সম্মত। কন্যার পিতা একজন সবরেজিষ্টার। কোচবিহাররাজ্যে, হলদীবাড়ী পোঃ হলদীবাড়ী মোকামে শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্রপালিত ভারতীভূষণ মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিবেন

৫। বঙ্গজ কায়স্থ ঘোষবংশীয় পাত্রীর জন্য একটী বরের প্রয়োজন। কন্যার পিতা সাধ্যমত যৌতুকাদি দিতে প্রস্তুত। পাত্রী সুশিক্ষিতা, গার্হস্থ্য কার্য্যে উপযুক্তা ও সুন্দরী। কাঞ্চনতলা গ্রাম, ধুলিয়ান পোষ্ট, মুর্শিদাবাদ। ঠিকানায় শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার ঘোষ মহাশয়ের নিকট পত্রাদি লিখিবেন।

৬। মালদহ,নিমাসরাই পোষ্ট হইতে শ্রীযুক্তপুলিনচন্দ্র মজুমদারবর্ম্মা, ফরিদপুর পোড়াবুহার শ্রীযুক্তসীতানাথ বিশ্বাস [illegible] জন্য একটী সুন্দরী শিক্ষিতা কন্যা চান বর পণ লইবেন না

৭। শ্রীযুক্ত [illegible], তিনসুকীয়া, আসাম হইতে লিখিতেছেন,—আমার আত্মীয়ের ২টী কন্যার জন্য পাত্র [illegible] বঙ্গজ ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র অথবা মৌলিক মহাপাত্র প্রয়োজন। পাত্রীদ্বয় সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা।

৮। পোড়াবুহার নিবাসী (বর্ত্তমানে গোয়ালন্দের গবর্ণমেণ্ট খাস তহশীলদার) দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ জ্যোতিশচন্দ্র দত্ত বর্ত্তমান বৎসরে কলিকাতা হইতে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। তাঁহার জন্য যে কোন শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত বংশের একটি সুশিক্ষিতা সুন্দরী কুলীন কন্যার প্রয়োজন। বিবাহে বরপণ গ্রহণ করা হইবে না। নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিয়া বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাত হউন। শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মা, শিক্ষক রাজবাড়ী স্কুল। পোঃ রাজবাড়ী, দত্তকুটীর। জিলা ফরিদপুর।

৯। নিম্নলিখিত পাত্রের জন্য সুশিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রীর আবশ্যক। গ্রাম নালী পোঃ শিবালয়, ঢাকা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার সরকার মহাশয়ের নিকট লিখিবেন। (ক) নালী নিবাসী ১৫ বৎসর বয়স বঙ্গজ কায়স্থ মৌলিক যুবক ২৫৲ বৃত্তি প্রাপ্তে প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ অধ্যয়ন করিতেছেন। (খ) একটী বঙ্গজ কায়স্থ যুবক বয়স ২২।২৪ কলিকাতার কোনও কালেজে বি-এ পাঠ করিতেছেন। (গ) ২৩।১৪ বৎসর বয়স বঙ্গজ কায়স্থ যুবক যিনি জলপাইগুড়িতে চাবাগানে ৩০৲ বেতনে কার্য্য করিতেছেন।

বিশেষদ্রষ্টব্য।—উল্লিখিত বিবাহ সকল সম্পন্ন হইবামাত্র তাহার সংবাদ সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

ফরিদপুর প্রতিভা প্রেস হইতে
কালিপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মাদ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ। [Reg. No. C 651

গৌড়-কায়স্থ প্রতিভা

মাসিক কায়স্থপত্রিকা ও সমালোচনী।

[৮ম বর্ষ—৭ম সংখ্যা।]

১৩২২ বঙ্গাব্দ, কার্ত্তিক মাস।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

এই সংখ্যার মূল্য সডাক ৵৫ মাত্র] [বার্ষিক মূল্য সডাক ১॥০ টাকা মাত্র]

১৩২২ সনের উপহারবিতরণ।

যাঁহারা, অর্থাৎ নূতন ও পুরাতন গ্রাহকগণ, আগামী ৩০শে অগ্রহায়ণের মধ্যে মণিঅর্ডার যোগে আমাদিগের নিকট ১৩২২ সনের প্রতিভার বার্ষিক মূল্য ১৷৹ ও অতিরিক্ত ।৶৹ মোট ১৸৶৹, দয়াকরিয়া পাঠাইয়া দিবেন, তাঁহারা সংস্কৃত কায়স্থতত্ত্ব (২য় সংস্করণ) ও কায়স্থ কুসুমাঞ্জলি ও কবিবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কুমার বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের কৃত বহুজনপ্রশংসিত "কবিতাপ্রসূন" এই তিনখানি পুস্তক পাইবেন। ডাকমাশুল দিতে হইবে না। যাহারা আমাদের ফরিদপুর কার্য্যালয় হইতে হাতে লইবেন তাঁহারা ১৸৶৹ আনায় পাইবেন।

সম্পাদক।

সূচীপত্র

১৩২২ বঙ্গাব্দ, কার্ত্তিকমাস।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

বিষয় — পৃষ্ঠা

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

[মাসিক পত্রিকা]

৮ম খণ্ড। কার্ত্তিক, ১৩২২ সাল। ৭ম সংখ্যা।

শুক্লযজুর্ব্বেদীয় ঈশাবাস্যোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি,)

অন্যদেবাহুর্ব্বিদ্যয়ান্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥১০॥

অন্বয়ঃ।—বিদ্যয়া (দেবতাজ্ঞানেন) অন্যৎ এব (পৃথক্ এব ফলং ক্রিয়তে ইতি) আহুঃ (বদন্তি) অবিদ্যয়া (অগ্নিহোত্রাদি লক্ষণেন কর্ম্মণা) অন্যৎ আহুঃ ইতি (এবং) বয়ং ধীরাণাং (ধীমতাং বচনং) শুশ্রুম (শ্রুতবন্তঃ) যে (আচার্য্যাঃ) নঃ তৎ (কর্ম্ম) বিচচক্ষিরে (ব্যাখ্যাতবন্তঃ) ॥১০॥

ভাষ্যম্।—অন্যদেবেত্যাদি। অন্যৎ পৃথগেব বিদ্যয়া ক্রিয়তে ফলমিত্যা হুর্ব্বদন্তি বিদ্যয়া দেবলোকঃ বিদ্যয়া তদারোহন্তীতি শ্রুতেঃ অন্যদাহুরবিদ্যয়া কর্ম্মণা ক্রিয়তে কর্ম্মণা পিতৃলোক ইতি শ্রুতেঃ ইত্যেবং শুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ং ধীরাণাং ধীমতাং বচনম্। যে আচার্য্যা নোঽস্মভ্যং তৎকর্ম্ম চ জ্ঞানং চ বিচচক্ষিরে ব্যাখ্যাতবন্তস্তেষু ময়মাগমঃ পারম্পর্য্যাগত ইত্যর্থঃ ॥১০॥

অনুবাদ।—দেবোপাসনা হইতে পৃথক্ ফলের উদয় হয়, ইহা কথিত আছে এবং অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে পৃথক্ ফলের উদ্ভব হয়, ইহাও কথিত আছে। যে আচার্য্যগণ আমাদিগের নিকট কর্ম্ম ও দেবতাজ্ঞান ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই ধীমান আচার্য্যগণের এইরূপ বাক্য আমরা শুনিয়াছি। "বিদ্যয়া দেবলোকঃ বিদ্যয়া তদারোহন্তি" "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ" অর্থাৎ দেবতা জ্ঞানদ্বারা দেবলোকে যাওয়া যায় এবং বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্মদ্বারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই শ্রুতি-বচনদ্বয় হইতেও দেবতাজ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠানের পৃথক ফল দৃষ্ট হইতেছে ॥১০॥

বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুংতীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥১১॥

অন্বয়ঃ।—যঃ বিদ্যাং চ অবিদ্যাং চ তৎ (এতৎ) উভয়ং সহ (একেন পুরুষেণ অনুষ্ঠেয়ং) বেদঃ (সঃ) অবিদ্যয়া (কর্ম্মণা অগ্নিহোত্রাদিনা) মৃত্যুং (স্বাভাবিকং কর্ম্ম জ্ঞানঞ্চ মৃত্যুশব্দবাচ্য) তীর্ত্বা (অতিক্রম্য) বিদ্যয়া (দেবতাজ্ঞানেন) অমৃতং (দেবতাত্মভাবং) অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি) ॥১১॥

ভাষ্যম্।—যতএবমতঃ বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ দেবতাজ্ঞানং কর্ম্মচেত্যর্থঃ। যস্তদেতদুভয়ং সহৈকেন পুরুষেণানুষ্ঠেয়ং বেদঃ তস্যৈবং সমুচ্চয়কারিণ্ এব এক পুরুষার্থসংবন্ধঃ ক্রমেণ স্যাদিত্যুচ্যতে অবিদ্যয়া কর্ম্মণা অগ্নিহোত্রাদিনা মৃত্যুং স্বাভাবিকং কর্ম্মজ্ঞানং চ মৃত্যুশব্দবাচ্যমুভয়ং তীর্ত্বাতিক্রম্য বিদ্যয়া দেবতাজ্ঞানেনামৃতং দেবতাত্মভাবমশ্নুতে প্রাপ্নোতি। তদ্ধ্যমৃতমুচ্যতে। যদ্দেবতাত্মগমনম্ ॥১১॥

অনুবাদ।—দেবতাজ্ঞান ও অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া উভয়ই কর্ম্ম বলিয়া তাহাদিগের সমুচ্চয় হইতে পারে। এই উভয়ের পৃথক্ অনুষ্ঠানের ফল নবমমন্ত্রে বলা হইয়াছে। এখন ইহাদিগের সমুচ্চয়ের ফল বলা হইবে। যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া ও দেবতাজ্ঞান এই উভয় একই পুরুষকর্ত্তৃক এক সময়ে অনুষ্ঠিত হইতে পারে এইরূপ জানেন, অর্থাৎ যিনি বিহিত কর্ম্ম ও দেবোপাসনা একত্র অনুষ্ঠান করেন, তিনি কর্ম্মদ্বারা মৃত্যু (অর্থাৎ স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্ম্ম) অতিক্রম করিয়া, দেবতা জ্ঞানদ্বারা অমৃতত্ব অর্থাৎ দেবত্ব প্রাপ্ত হন। দেবতাজ্ঞানে যে অমৃতত্ব অর্থাৎ দেবত্ব লাভ হয়, তাহা বেদপ্রসিদ্ধ ॥১১॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীপার্ব্বতীচরণ দেববর্ম্মা।

কায়স্থ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)

আর যজ্ঞসূত্র কি আমাদের কেবল ইহলৌকিক একতা, সামাজিক সম্মান এবং উন্নতির উপায়? না, না, তাহা নহে। উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত না হইলে আমাদের পরকালও মাটি। হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র তারস্বরে বলিতেছেন যে সংস্কার না হইলে দেহ শুদ্ধি হয় না। উপনয়ন না হইলে তাহার দ্বিজোচিত কোন কার্য্যে অধিকার জন্মায় না। উপবীতহীন দ্বিজের সমস্ত কার্য্যই নিষ্ফল। দেবতারা তাহার পূজা গ্রহণ করেন না,—পিতৃগণ তাহার প্রদত্ত জলপিণ্ড গ্রহণ করেন না। (ক) তাহার প্রণব, স্বাহা ও স্বধা শব্দ উচ্চারণেই অধিকার নাই। অধ্যয়ন, দেবপূজা, পিতৃতর্পণ, অতিথিসেবা, দান ধ্যান অথবা

(ক) শূদ্রাচারী কায়স্থদ্বিজগণ মনে রাখিবেন যে তাঁহাদের শ্রাদ্ধাদি সমস্ত পৈত্র্য কার্য্য পণ্ড হইতেছে। সঃ

তপ জপ,—কিছুতেই তাহার অধিকার নাই। মোক্ষের উপায়-স্বরূপ কর্ম্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ বা ভক্তিমার্গ সকলেই তাহার পক্ষে অবরুদ্ধ। তাহার মৃত্যু হইলে দেবযান অথবা পিতৃযান কোন পক্ষেই তাহার গতি নাই; সে কেবল স্থাবর বা নিকৃষ্ট পশুপক্ষী যোনিতে বারংবার জন্মগ্রহণ করিবে। ইহা আমাদের কথা নহে বেদের আদেশ, ইহা উপনিষদের উপদেশ, স্মৃতির বিধান।

সমস্ত পৃথিবী ব্যপিয়া আমরা ঢাক পিটিয়া বেড়াইতেছি যে আমরা বড়ই ধর্ম্মপ্রাণ। সকল দেশের লোকের নিকট সময়ে অসময়ে আমরা বড়াই করিয়া বেড়াই যে ধর্ম্মই আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র, ধর্ম্মই আমাদের সমাজের মেরুদণ্ড, ধর্ম্মই আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা; কিন্তু, একবার অকপটচিত্তে যদি আমরা ভাবিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে আমাদের মত ভণ্ড ও অনুকরণপ্রিয় কাপুরুষ বুঝি আর কোন দেশের কোন জাতির লোকই নহে। আমাদের হিন্দুধর্ম্ম যে বর্ণাশ্রমাশ্রিত মহাধর্ম্ম। কোথা আমাদের ব্রহ্মচর্য্য, কোথায় গার্হস্থ্য, কোথায় বাণপ্রস্থ, কোথায় সন্ন্যাস? জাগিয়ে ঘুমাইলে চলিবে না, নিজকে নিজে ফাঁকি দিলে চলিবে না। নিজে বিদেশে সাহেবসাজিয়া সাহেবীখানা খাইয়া যে কোন উপায়ে রাশি রাশি পয়সা উপার্জ্জন করিয়া তাহার অধিকাংশ আপনার ও পত্নী-পুত্রের খাদ্য, পরিধেয়, এবং ভোগবিলাসে ব্যয় করিয়া বাড়ীর বিগ্রহের সেবার জন্য পুরোহিতকে দৈনিক।০ চারিআনা বৃত্তি বাঁধিয়া দিলে এবং বৎসরান্তে একবার কতকগুলি মহিষ ও ছাগের প্রাণবধ করিয়া মহা আড়ম্বরে দেবীপূজা ব্যপদেশে আত্মীয় পূজার উৎসব করিলে তাহাকে ধর্ম্ম করা বলে না। ইহাতে দুই চারি বা দশজন অজ্ঞ, বেদবিদ্যাবিহীন, কাষ্ঠময় হস্তী বা চর্ম্মময় মৃগের ন্যায় নামমাত্রধারী ব্রাহ্মণের তৃপ্তি বা সন্তোষ উৎপাদন করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে নিজ আত্মার কি উন্নতি হইবে? ভগবান্ কি প্রকৃতই চক্ষুকর্ণহীন যে তাহাকে কেহ ঠগাইতে পারিব? ঝুটা, কপটতা, জাল সকল দূরে ফেলিয়া দিয়া একতানমনে স্বধর্ম্ম পালন করিতে হইবে।

সত্য বটে এতদিন আমরা আখ্যায়িকার সিংহ শাবকের ন্যায় শৃগালের সহবাসে অনেকটা শৃগালত্ব লাভ করিয়াছি। কিন্তু তাহাতে ভাবনা কি? আখ্যায়িকার সেই সিংহশিশু যেমন এক মুহূর্ত্তে এক প্রকৃত সিংহ দেখিয়া এবং তাহার ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া লুপ্ত বোধকে ফিরিয়া পাইল, আমরা তদ্রূপ, প্রকৃত ক্ষত্রিয়ভাবের, ক্ষত্রিয়-জীবনের ও ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতেছি আমরাও আমাদের হৃতপূর্ব্ব ক্ষাত্রধর্ম্ম ও ক্ষাত্র-স্বভাব ফিরিয়া পাইব; নিশ্চয়ই পাইব। এখন আমরা স্বচক্ষে তাঁহাদিগকে দেখিতেছি, স্বকর্ণে তাঁহাদের আহ্বান শুনিতেছি, আর কে আমাদিগকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিতে পারে? শাস্ত্র তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন, ভগবান্ পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে প্রবুদ্ধ করিয়াছেন এবং নেতৃবৃন্দ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছেন, তবুও আমরা ভয়াবহ পরধর্ম্মে ঘৃণিত শূদ্রত্বে, ডুবিয়া থাকিব? শূদ্রত্ব যে কিরূপ হেয়, তাহা হিন্দু জানেন? কুক্কুর ও

শূদ্র উপনিষদে এক পর্য্যায়ে উপমিত হইয়াছে। সেই শূদ্র কায়স্থ? এ কথা উচ্চারণ করিবার সময় উচ্চারণকারীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে না কেন?

সমাজে ভণ্ডের অভাব নাই। ইতিহাস দেখুন কখনও ভণ্ডের অভাব ছিল না। শুভকার্য্যে বিঘ্ন ঘটাইতে ভণ্ড খুব পটু। ধর্ম্মের, ন্যায়ের এবং উন্নতির পথে এই ছদ্মবেশী ভণ্ড বিষম অন্তরায়। সে কখনও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বেশে, কখনও বা পরমাত্মীয় কুটুম্বের বেশে আমাদিগকে কর্ত্তব্য পথ হইতে চ্যুত করিতে আসে। প্রাচীন চার্ব্বাকের ন্যায় তাহারা মিষ্টভাষী চারুবাক্। তাহারা দেশাচারের দোহাই দিয়া "সনাতন" ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, আমাদিগের স্বর্গত পূর্ব্ব পিতামহদিগের দোহাই দিয়া আমাদিগকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছে, আবার কখনও বা ভ্রুকুটী ভীষণ শাপ প্রদানোদ্যত দুর্ব্বাসার ন্যায় উগ্রমূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া নানা রূপ "জুজুর" ভয় দেখাইতেছে। তাহাতে আমরা ভ্রূক্ষেপ করিব না। ক্ষত্রিয় কুলর্ষভ প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক দেবব্রতভীষ্ম মহারাজ নিজ-বিমাতা সত্যবতী এবং গুরু পরশুরামের অনুরোধেও নিজ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত হইতে স্খলিত হন নাই; তাইত তিনি ভীষ্ম, তাইত তিনি প্রাতঃস্মরণীয় তাইত, তিনি নিখিল হিন্দুসন্তানের পিতৃস্থানীয় ও তর্পণীয়। ভগবানের কৃপায় শাস্ত্র বাক্যের ব্যখ্যার জন্য আমাদের এখন আর দোভাষীর প্রয়োজন নাই। শত শত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এখন আমাদের কুল উজ্জ্বল করিতেছেন। হৃদয়ে আমাদের ভগবান্, শাস্ত্র আমাদের অবলম্বন, প্রকৃত ব্রাহ্মণ আমাদের সহায়, শত শত মহাপ্রাণ আমাদের অগ্রণী, তবে আমাদের ভয় কি? কাহাকে ভয়?

অনেক বিষকুম্ভপয়োমুখ পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি বলিয়া থাকেন, কায়স্থ ক্ষত্রিয় কুলসম্ভূত বটে কিন্তু অনেককাল সাবিত্রীচ্যুত হওয়ায় শূদ্রের ন্যায় হইয়া গিয়াছে আর এখন তাহার উপনয়ন হইতে পারে না। অর্থাৎ কিনা কায়স্থের উপনয়নের অধিকার তামাদি দোষে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।—এই রূপ বাক্যজাল একেবারে ডিরেক্ট মিথ্যা। সংস্কার কখনও তামাদি হয় না। আমাদের পূর্ব্বকথিত ।/০ মূল্যের "কায়স্থতত্ব" দেখুন, ইহার উত্তর পাইবেন (খ) উহাতে ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান শাস্ত্রবাক্য সহিত উদ্ধৃত আছে। আর নজীর যদি চাহেন, তাহা হইলে তাহার অভাব নাই। মহাভারত দ্রোণপর্ব্বে দেখিতে

(খ) কায়স্থ তত্ত্বের পরিশিষ্টে ২য় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য—মূল আপস্তম্ব সূত্রের শ্লোকটী লিখিতহইয়াছে যথা—যস্য প্রপিতামহ দের্নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং তস্য দ্বাদশ বার্ষিকং ত্রিবৈদিকং ব্রহ্মচর্য্যং অর্থাৎ যাহাদের প্রপিতামহ প্রভৃতির উর্দ্ধতন পুরুষের উপনয়ন স্মরণ পথে আসেনা তাঁহারা দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত ত্রিবেদোক্ত ব্রহ্মচর্য্য করিয়া উপনয়ন গ্রহণ করিবেন। কলিতে দ্বাদশ বার্ষিক ব্রহ্মচর্য্য অসম্ভব বিধায় পণ্ডিতগণ অনুকল্পের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১২৬ পৃষ্ঠায় উক্ত অনুকল্পের ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে তদনুসারে দরিদ্র কায়স্থের পক্ষে ৩৬০ তাম্রমান অর্থাৎ ৫।।৶ প্রয়াশ্চিত্ত বিধান হইয়াছে।

সম্পাদক

পাই,বৃষ্ণিবংশে বহুদিন ব্রাত্যদোষ দুষিত ছিল। সেই বংশেই পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বলদেব অবতীর্ণ হন। মহামুনি গর্গ তাঁহাদের জাত কর্ম্মাদি সংস্কার সম্পাদন করাইয়াছিলেন এবং অবন্তীর অধ্যাপক সান্দীপনী মুনি তাঁহাদিগকে ব্রহ্মদীক্ষা ও ব্রহ্মবেদ পাঠ করাইয়াছিলাম। আর অত পুরাতন কথা কেন? বৌদ্ধ বিপ্লবে ভারতের অন্যান্ন দ্বিজগণের সহিত অগণ্য ব্রাহ্মণও শাক্যসিংহের ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া সাবিত্রীচ্যুত হইয়াছিলেন; তাহার পর শিবাবতার শ্রীশ্রীশঙ্করচার্য্যের কৃপায় পুনশ্চ তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। "শঙ্করদিগ্বিজয়" ও তাহার টীকা ইহার সাক্ষী। মহারাষ্ট্র শক্তির জন্মদাতা মহাবীর শিবাজী সূর্য্যবংশের গিহলোট শাখাসম্ভূত ক্ষত্রিয় ছিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের বংশ বহুদিন হইতে ব্রাত্য ছিল; কাশীর তদানীন্তন সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত বিশ্বনাথ ভট্ট (প্রচলিত নাম গাগা ভট্ট) মহাসমারোহে শিবাজীর উপনয়ন সংস্কার করাইয়াছিলেন, তাহার সাক্ষী ইতিহাস। আর আমাদের বৈশ্যভ্রাতৃগণের উপনয়নের ইতিহাসও কি আবার নূতন করিয়া বলিতে হইবে? মূল কথা ব্রাত্যতা একটী উপপাতক মাত্র, শাস্ত্রমতে উহার প্রায়শ্চিত্ত করিলেই হইল। অনভিজ্ঞ অথবা শত্রু কেবল অন্য রূপ কথা বলেন। দেখুন না কেন আজ অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিক কাল হইল বঙ্গদেশে কায়স্থ-জাতির উপনয়ন সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে, তদবধি এ পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র কায়স্থ উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছেন; তাঁহাদিগের সেই সংস্কারে ত ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরাই বর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন, আর সে সময়ে যিনি বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রধান স্মার্ত্তপণ্ডিতের আসন গ্রহণ করিয়াছেন—তিনিই এই শুভসংস্কারের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ঋষিকল্প ৺হলধর তর্কচূড়ামণি হইতে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ সকলেরই এক কথা। তবে স্বার্থান্ধ পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিবর্গের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা সর্পের কঞ্চুক পরিবর্ত্তনের ন্যায় নিজ নিজ মত পরিবর্ত্তন করিতে খুব পটু। তাঁহাদিগের কথা না তোলাই ভাল।

আমরা পুরাতনের বড় ভক্ত বলিয়া দেশে বিদেশে পরিচিত; কিন্তু প্রকৃতই কি আমরা পুরাতনের খুব সম্মান করি? তাহা হইলে বৈদিক আচারের প্রবর্ত্তক মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর প্রতি হিন্দুস্থানের সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বীগণ এরূপ খড়্গহস্ত কেন? তাহা হইলে বঙ্গদেশে স্বর্গত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত বালবিধবাদিগের পুনঃসংস্কার সম্বন্ধে হুলস্থুল পড়িয়া ছিল কেন? সে আগুন আজিও নিবিল না কেন? প্রাচীন কালের সীতা, সাবিত্রী, সুভদ্রা, দময়ন্তী, রুক্মিণী, লোপামুদ্রা, প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় মহিলাগণের দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও আটবছরের মেয়ের বিবাহ দিবার জন্য এত মাথাব্যথা কেন? বেদব্যাস, ঋষ্যশৃঙ্গ, বশিষ্ঠ, নারদ ঔশিজ, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও অধুনা কোন অজ্ঞাত কুলজাত পণ্ডিত এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ্য প্রদান করা হয় না কেন? আজ সমাজে কি দ্রৌপদী ও সীতার মত মহিলা এবং প্রাগুপ্ত মহর্ষিদিগের ন্যায় পুরুষের আবির্ভাব সম্ভব? আমাদের মহামহোপাধ্যায় তর্কতন্ত্র ন্যায়রত্নগণ তাঁহাদিগকে কি আর সমাজে

স্থান দিবেন? রুক্মিণীর ন্যায় এখন যদি কোন ভদ্রকন্যা তাহার পিতৃ নির্দ্দিষ্ট "শিশুপাল" টিকে ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়া নিজ ঈপ্সিত কোন "পুরুষোত্তম"কে প্রণয়পত্র লেখেন, তাহা হইলে তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের আধুনিক বেদব্যাসগণ কি ব্যবস্থা করেন? একালে জন্মিলে মা সাবিত্রী কি আর সতী-ধর্ম্মের দৃষ্টান্তস্থল হইতে পারিতেন? নিশ্চয় তিনি কোন জি, সি, এস, আই ইত্যাদি বর্ণ-মালা শোভিত জমিদার নন্দনের বিলাসের পুত্তলিকা স্বরূপে নিতান্ত ব্যর্থ জীবন কাটাইয়া যাইতেন। আর যদি কোন "গার্গী" তর্করত্নবেশী কোন যাজ্ঞবল্কের সহিত প্রকাশ্য সভায় বিচার করিতে উঠেন, তাহা হইলে তিনি "বেথুনকলেজের বিবি" ইত্যাদি অবমাননাসূচক কথাদ্বারা ধিক্‌কৃত হইবেন। এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পুস্তকে দুঃখের কথা কত লিখিব? প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের এই আধুনিক স্বার্থসর্ব্বস্ব তর্করত্ন ন্যায়রত্ন চালিত সমাজ মেরুদণ্ডহীন, আদর্শ হীন, কেবল একটা মহাভণ্ডামীর ও কপটতার আশ্রয় হইয়া উঠিয়াছে মাত্র। আমাদিগের মুখে বেদ বেদান্তের নাম বা ঋষিদিগের প্রশংসা মুখস্থ বুলি মাত্র।

আমরা মুখে পুরাতনের সম্মান করি, ঋষিদিগের বড় প্রশংসা করি, কিন্তু কাজে বড় জোর তিন চারিশত বৎসরের পুরাতন মুসলমান রাজত্ব কালের, হিন্দুসমাজের সকল প্রকার দুঃখ দুর্দ্দিনের সময়ের, কেবল আত্মগোপন বা আত্মরক্ষার নিমিত্ত অবলম্বিত নিয়মগুলি খুব দৃঢ় করিয়া ধরিয়া আছি। আমাদের অদৃষ্টক্রমে বেদ অধিকার হারাইলেন, স্মৃতি আসিলেন, তিনিও গেলেন, তন্ত্র ও পুরাণ আসিলেন, আবার মুসলমান রাজত্বের প্রভাবে সকলই গেল; কেবল আত্মরক্ষার নিমিত্ত, কূর্ম্মনীতির অনুগত সমাজবন্ধনের নিদান স্বরূপ নানা প্রদেশে নানাবিধ নিবন্ধ-গ্রন্থের সৃষ্টি হইল। সমাজ সেই রূপেই ধীরমন্থর গতিতে স্থবিরভাবে চলিতেছিল। সম্প্রতি, ইংরাজ রাজত্বকালে আমরা বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, নিবন্ধ—সকল বিসর্জ্জন দিয়া একমাত্র দেশাচারকে সার করিয়াছি। তুমি শ্রুতি-বাক্যই দেখাও আর মনুর অনুশাসনই খোল, সব নিষ্ফল, সারমাত্র দেশাচার। পণ্ডিত মহাশয় সকল শাস্ত্র দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া গ্রীবা আন্দোলিত করিয়া বলিলেন—

"তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ।"

তাই দেখি, বৈদ্যের গলায় পৈতা দেখিয়া ব্রাহ্মণের মনোবিকার জন্মে না, কারণ সে দৃশ্য তাঁহার অভ্যস্ত, শত বৎসরের দেশাচারানু-মোদিত। আর কায়স্থের গলায় পৈতা! অমনি ব্রাহ্মণ লোহিতবস্ত্রদৃষ্টিবিক্ষুব্ধ মহিষের মত চীৎকার করিয়া বলিলেন "গেল রাজ্য, গেল মান" সম্মানভাজন ও জ্ঞানবৃদ্ধ এবং বয়োবৃদ্ধ নাইট্ শ্রীযুক্ত ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহার "জ্ঞান ও কর্ম্ম" পুস্তকে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও কায়স্থের পৈতা লইয়া একটু পরিহাস করিবার লোভ ত্যাগ করিতে পারেন নাই (গ)।

(গ) শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কি কায়স্থকে অদ্বিজ বলিতে চান, তবে কায়স্থসাহিত্যে তিনি সম্পূর্ণ মূর্খ বলিতে আমরা ক্ষান্ত থাকিব না। সম্পাদক

তিনিই কিন্তু হাইকোর্টে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রমাণ করিবার নিমিত্ত শাস্ত্র লইয়া সেকালের য়ুরোপীয় "নাইটের" মতই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কালের গতি এমনি বিচিত্র যে মুনিদিগেরও মতিভ্রংশ হয়।

থাকুক সে কথা। আমরা ব্রাহ্মণদিগকেও সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করি, ভারতের নবীন উদীয়মান হিন্দুসমাজ কোন জাতিকে প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া উন্নত হইবে? অন্যদেশের কথা ছাড়িয়াই দিই; এই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণগণ যদিই কোন দৈববলে কায়স্থকে চিরকাল শূদ্রত্বপাশে বাঁধিয়া রাখিতে পারেন, তাহা-হইলে কি তাঁহাদেরই মঙ্গল হইবে? তাঁহারা কাহার পূজা গ্রহণ করিবেন? কে তাঁহা-দিগকে শ্রদ্ধা সম্মান করিবে, কে তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিবে? এখানে অবশ্য আমরা চাকুরীজীবি ব্রাহ্মণদিগের কথা বলিতেছি না। নীতিশাস্ত্র বলিয়াছেন যে লতা, বণিতা এবং পণ্ডিত আশ্রয়ভিন্ন বাচেন না, শোভা ত পানই না। বঙ্গদেশে বহুকাল হইতেই কায়স্থ ক্ষত্রিয়েরস্থান অধিকার করিয়া আছেন। সেই অতি প্রাচীন কালের ভারত সম্রাট পুষ্যমিত্র হইতে সেদিনকার সীতারাম রায় পর্য্যন্ত সক-লেই কায়স্থকুলের রত্ন। আজ কি বাঙ্গালী-ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের পিতৃ-পিতামহদিগের চির-প্রতিপালক, পূজক এবং সম্মানদাতা কায়স্থ-ক্ষত্রিয়দিগকে পরিত্যাগ করিয়া নবনির্ম্মিত, রাজবংশীক্ষত্রিয় কৈবর্ত্তমাহিষ্য এবং সাহা বৈশ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন? সর্ব্বংসহা সত্যই এত সহিবেন?

শুনিতে পাই, কেহ কেহ বলিতেছেন, "তুমি আপন চরকায় তেল দাও, ব্রাহ্মণদিগের ভাবনা তোমাকে ভাবিতে হইবে না।" এই কথা নিতান্ত অনভিজ্ঞের কথা, নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় কথা। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের ভাবনা ভাবিবে নাত কে ভাবিবে? কায়স্থ মহারাজ বল্লাল যে ব্রাহ্মণদিগের গুণ দোষ পরীক্ষা করিয়া কৌলীন্যমর্য্যাদার স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা এত শীঘ্র ভুলিলে চলিবে কেন? ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণের অপরাধেরও দণ্ডদাতা, ব্রাহ্মণকে সৎপথে স্থির রাখিবার নিমিত্ত ক্ষত্রিয় দায়ী। আজ ক্ষত্রিয় রাজা না থাকুন, ক্ষত্রিয়শক্তি আছেন। "সংঘশক্তিঃ কলৌ-যুগে।" ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় পুরোহিত এবং গুরুর শুভাশুভ দেখিবেন না? ব্রাহ্মণ যতদূর অধঃপাতে গিয়াছেন, তাহাতেই কি দেখিতে পাইতেছেন না যে তিনি আমাদিগকেও সঙ্গে সঙ্গে টানিয়া লইয়া গিয়াছেন? তিনি যদি স্বধর্ম্মচ্যুত না হইতেন, তাহা হইলে কি আর আমাদের এই দুর্দ্দশা ঘটে? তাই ব্রাহ্মণরক্ষার ভার আমাদিগকে লইতেই হইবে আজ মোহের বশে কয়েকজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ তাঁহাদের আশ্রয়তরুর মূলোচ্ছেদ করিতে কৌতুক অনুভব করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ চিরকাল তাঁহাদের এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অনুতাপ ভোগ করিবেন। আজ বড়োদারাজ্যে ব্রাহ্মণ-সন্তানের যে ব্যবস্থা হইতেছে, কাল বঙ্গদেশে যে ঠিক তাহাই হইবে না এমন কথা কে বলিতে পারে? (ঘ) তাই ব্রাহ্মণদিগের সাবধান করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

(ঘ) সম্প্রতি বড়োদারাজ্যে সকল বর্ণের উপযুক্ত বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগকে পৌরোহিত্য (১)

কোন কোন প্রতারক সরলতার মুখোস পরিয়া মধুমাখা কথায় বুঝাইতে আসেন "বাপু আজকাল তোমরা খুব বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান হইয়াছে, শাস্ত্র টাস্ত্রও আমাদের অপেক্ষা অধিক শিখিয়াছ, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমার পিতৃ পিতামহগণ কি এত নির্ব্বোধ ছিলেন, আর সেকালের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ কি নিরেট মূর্খ ছিলেন যে ইত্যাদি" এই ভাক্ত প্রাচীন প্রশংসা সম্বন্ধে দুই চারিকথা বলিয়াছি। যে এইরূপ প্রশ্ন করে, সে হয় মূর্খ, না হয় কপট এবং সম্ভবতঃ উভয়ই। মহাশয় কোন্ দেশে, কোন্ শাস্ত্রে উন্নতি নিষিদ্ধ হইয়াছে? কাহারও পূর্ব্বপিতামহগণ দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন বলিয়া কি তাঁহাকেও তাহাই করিতে হইবে? এবং তাহা পরিত্যাগ করতঃ সাধুবৃত্তি গ্রহণ করিলে তাহা মহাপাপ বলিয়া পরিগণিত হইবে? নিরক্ষর পিতামহের পৌত্র পণ্ডিত হইলে তাহার কি রৌরবনরক ব্যবস্থা হইবে? যে সকল ব্রাহ্মণের পূর্ব্বপুরুষগণ পুরুষানুক্রমে পাচক অথবা গ্রাম্য যাজকের নিকৃষ্টবৃত্তি অবলম্বন করিয়া মহাক্লেশে নিজ নিজ পরিবার প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন, আজি যে তাঁহাদেরই বংশধরগণ ব্যারিষ্টার উকীল ডাক্তার বা ডেপুটি সাহেব হইয়া নিজেরা বাবুগিরির চূড়ান্ত করিতেছেন এবং নিজ নিজ গৃহিণীদিগকে (ব্রাহ্মণী বলিলাম না) সেমিজ গাউন রুজ পোমেটামে বিবি সাজাইয়া কৃতার্থ হইতেছেন। কাহার মাথার উপর মাথা আছে যে তাঁহাদিগকে বলে যে তুমি "হাতা বেড়ি হাঁড়িকুড়ি" ছাড়িয়া মহাপাপ করিয়াছ? কত বিখ্যাত অধ্যাপকবংশ যে এখন মোকারজি, বোনারজী ও চাটারজির দলের-দ্বারা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতেছে, ইঁহাদের আত্মীয়গণ কি তাঁহাদের পৈতা কাড়িয়া লইয়া জাতিচ্যুত করিয়াছেন? পাঠকগণ স্মরণ করিয়া দেখুন, মহামহোপাধ্যায় উপাধির সৃষ্টি হইতে অদ্যাবধি কয়জন উপাধিধারীর পুত্র ঐ উপাধি পাইয়াছেন? উপাধির কথা দূরে থাকুক, কয়জন অধ্যাপকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন? আমরা দেখিতে পাইতেছি যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদিগের পুত্রগণ টিকি এবং চটি ত্যাগ করতঃ চোকা চাপকান পরিয়া কায়স্থের অন্নে ভাগ বসাইবার জন্য দৌড়াদৌড়ি করিয়া গদ্‌গদ্ ঘর্ম্ম হইতেছেন, তাঁহারাই কায়স্থের পৈতার বিষম শত্রু। উকীল হাকিম বা কেরাণী, অর্থাৎ কায়স্থের বৃত্তিগ্রাহী ব্রাহ্মণকে ও কায়স্থ হইতে চিনিবার সূত্র ব্যতীত দ্বিতীয় উপায় নাই, আর তিনি মনে মনে জানেন যে তিনি ব্রহ্মার বদন বিবর নির্গত সর্ব্ববর্ণগুরু ভূদেব ব্রাহ্মণ, আর কায়েত শূদ্র—আর কিনা সেই কায়েতও পৈতা লইবে? অ্যাঁ, তবে কি সে ব্রাহ্মণ হইবে! এই সব কূপমণ্ডূক শাস্ত্রেরও ধার ধারেনা, দেশের খবরও রাখেনা, তারা জানে সূত্র

পরীক্ষাদিদ্বারা অধিকার প্রদান (২) পরীক্ষাতে অনুত্তীর্ণ ব্যক্তি যাজনে অনধিকার (৩) যে কোনও ব্যক্তি আহ্বান করিবে তাহার কার্য্য করিতে বাধ্য হওয়া (এমন কি সমাজচ্যুত ব্যক্তিরও) (৪) পুরোহিতের দক্ষিণার নির্দ্দিষ্ট নিরিখ ইত্যাদি কয়েকটী বিধান সম্বন্ধের একটী আইনের মুসাবিদা তত্রত্য কৌন্সিলে পেশ হইয়াছে। লেখক।

থাকিলেই ব্রাহ্মণ। বড় দুঃখেই দীনবন্ধু হাড়িনীর মুখে বলিয়াছিলেন "গলায় দড়ি থাকিলে কি হয়, আমার এঁড়ে গোরুটার গলায়ও ত দড়ি আছে।" এই বর্ব্বরদের নিকট শত অকার্য্যকারী ব্রাহ্মণ অতি পবিত্র, আর কায়স্থ, সে ছোট লোক, সে শূদ্র। কুসংস্কারে দেশটা এমনই অধঃপতিত হইয়াছে যে সাম্যধর্ম্মের প্রচারক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার অন্তিমকালেও "বসু ঘোষ সরকার ছোট লোক" এই নিতান্ত ঘৃণিত অবমাননা জনক কথা বলিতে একটুও ইতস্ততঃ করেন নাই। হিন্দু জাতির সহিত সম্বন্ধত্যাগী, ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ বৃদ্ধ প্রচারক মহাশয় কায়স্থ জাতির প্রকৃত সম্মান ও বর্ণাশ্রমানুগত সমাজে তাহার স্থান সম্বন্ধে কখনও কোনও দিন কোন অনুসন্ধান বা আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া ত আমরা জানিনা। অথচ কায়স্থকে মন্দ বলিবার লোভ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহারই পূর্ব্বপুরুষগণ স্থায়নিষ্ঠ রাজকর্ম্মচারী কায়স্থকে ফাঁকি দিতে না পারিয়া কায়স্থের গ্লানিজনক কত উদ্ভট শ্লোক লিখিয়া গিয়াছেন কিনা? অভ্যাসের দোষ বড়ই বদ্ধমূল, কুসংস্কারের জড় বড় পাকা, তাই এইরূপ দৃশ্য দেখিতে হয়।

পাঠকমহাশয়, আর একটু ধৈর্য্য ধারণ করুন, আমি এখনই বিদায় গ্রহণ করিতেছি। আপনি কায়স্থ কুলের বংশধর, কায়স্থ জাতির ইতিহাস, আভিজাত্য, সম্মান আপনি জানেন এবং সর্ব্বদাই সমাজের কল্যাণ কামনা করেন এই আশা লইয়াই আপনার নিকট এই নিবেদন। আপনি বর্ণাশ্রমানুগত হিন্দু; এতদিন আপনি যে কোন কারণেই [illegible]াকে পরমপূজিত দ্বিজবর্ণোচিত ধর্ম্মে অনধিকারী বলিয়াই জানিতেন; আজ ভগবানের প্রসাদে অজ্ঞানের অন্ধকার কাটিয়া গিয়াছে, আপনি নিজ কর্ত্তব্য বুঝিয়াছেন। আসুন আর কাল বিলম্ব না করিয়া এই শুভমুহূর্ত্তে, শুভক্ষণে নবোৎসাহে পুত্র মিত্রাত্মীয় বন্ধুস্বজন সমভিব্যাহারে ক্ষাত্রধর্ম্মে প্রবেশ করিয়া নিজে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ভূমাসুখে সুখী হউন এবং পুত্র পৌত্রাদি উত্তর পুরুষদিগকে সেই অতুল সুখে সুখী হইবার অধিকার প্রদান করুন। শূদ্রত্বকে শত্রুর কথার সহিত পদাঘাতে দূর করুন।

যদি উপনয়ন গ্রহণ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণাদির অভাব বশতঃ কোন বাধা উপস্থিত হয়, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভাকে জানাইলেই সভা সেই বাধা দূর করিয়া দিবেন। আপনাকে অনুরোধ করি, আপনি আমাদের বিরাট কায়স্থ সভার সভ্যপদ গ্রহণ করুন এবং বঙ্গীয় কায়স্থ জাতির পরম হিতৈষিণী "আর্য্য কায়স্থ প্রতিভা" পত্রের গ্রাহক হউন। ইহার জন্য যে ব্যয় হইবে, তাহা নিতান্তই নগণ্য,—মাসিক ৵০ মাত্র। দেখিবেন, আমাদের জাতির দেবতুল্য অগ্রণীগণ জাতির মঙ্গলের জন্য নিজ স্বার্থ অকাতরে বিসর্জ্জন দিয়া কি সেবাই করিতেছেন। আশা করি আপনিও তাঁহাদের একজন হইয়া আমাদের দেশের, সমাজের ও জাতির মুখোজ্জ্বল করিবেন। শ্রীভগবান্ তাহাই করুন। শুভমস্তু।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্নিবোধত।

ওঁ তৎসৎ।

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব।

ভারতে ক্ষত্রিয়জাতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে অক্ষর-জীবক কায়স্থ যে শ্রেষ্ঠ তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করেন। (ক) সম্প্রতি দিনাজপুরের মহারাজ বাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত পুলিনচন্দ্র রায় মহাশয়ের মাতার ত্রয়োদশাহ শ্রাদ্ধোপলক্ষে নবদ্বীপ এবং অন্যান্য স্থান হইতে কয়েকজন বিখ্যাত ব্রাহ্মণ অধ্যাপক দিনাজপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত পুলিনচন্দ্র রায় মহাশয় একজন উপনীত কায়স্থ এবং তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ যে ত্রয়োদশ দিবসে সম্পন্ন হইবে এই মর্ম্মেই পণ্ডিত মহাশয়গণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয়গণ দিনাজপুরে উপস্থিত হইলে কায়স্থকুলগৌরব দিনাজপুরের মহারাজ বাহাদুর উক্ত পণ্ডিত মহাশয়গণের উপদেশ শ্রবণ বাসনায় শ্রীশ্রীভগবান শ্যাম রায় জিউর বাড়ীতে কায়স্থ মণ্ডলীর একটী সভা আবাহন-করেন। সভাস্থলে মহারাজ বাহাদুর স্বয়ং, বর্দ্ধনকুঠীর কুমার বাহাদুর এবং বহু ব্রাহ্মণ, অধ্যাপক এবং কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র দেববর্ম্মা উকিল মহাশয়ের বিগত আশ্বিন মাসের কায়স্থ-পত্রিকার 'দিনাজপুরের সভা' শীর্ষক যে উপাদেয় একটী প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে তাহা হইতে আমরা এই প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিলাম। কায়স্থ-জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বহু প্রমাণ এবং আকুমেরিকা হিমালয় ভারতব্যাপী প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা থাকা সত্বেও বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ সকলে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতেছেন না। বঙ্গের কায়স্থ ক্ষত্রিয় এবং বৈদ্য বৈশ্য একথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ বঙ্গের কায়স্থ একটী বিরাট জাতি তাঁহাদিগের সংখ্যা ব্রাহ্মণের প্রায় সমতুল্য অর্থাৎ চতুর্দ্দশ লক্ষ। এই কায়স্থ-জাতি প্রাচীনকাল হইতে ব্রাহ্মণ জাতিকে সকল সময় রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। বঙ্গে ব্রাহ্মণের নিম্নস্থান কায়স্থগণ অধিকার করিতেছেন এমতাবস্থায় কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয় স্বীকার করিলে ব্রাহ্মণগণের লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই। আমরা আশা করি উকিল মহাশয়ের নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজ কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিবেন এবং অধুনা এই উভয় জাতির মধ্যে যে বিবাদ বিসম্বাদ হইতেছে তাহারও অবসান করিবেন। রামরাজ্যে চাতুর্ব্বর্ণ মধ্যে যে প্রকার সুন্দর সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল আমরা আশা করি ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ সমবেত হইয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বঙ্গদেশকে রামরাজ্যে পরিণত করিবেন। মহর্ষি বাল্মীকি তদীয় রামায়ণ বালকাণ্ড সপ্তম সর্গে লিখিতেছেন—

(ক) অনেক ব্যবহারস্থাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সন্তিতত্রবৈ।
তেষামুত্তমতাং যাতা কায়স্থোঽক্ষরজীবকঃ॥

ভবিষ্যপুরাণ

ক্ষত্রং ব্রহ্মমুখঞ্চাসীৎ বৈশ্যাঃ ক্ষত্রমনুব্রতা।
শূদ্রাঃ স্বধর্ম্মনিরতাঃ ত্রীন্ বর্ণাননুপচারিণঃ॥

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের মুখাপেক্ষী ছিলেন, বৈশ্যগণ ক্ষত্রিয়ের সাহায্যে তৎপর এবং শূদ্র বর্ণত্রয়ের সেবায় নিরত ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে রামরাজ্যের ন্যায় সম্বন্ধ না থাকিলেও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সহিত সদ্ভাব থাকা অসম্ভব নহে। ফলতঃ ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা মনুর নিম্নলিখিত উপদেশ স্মরণ রাখিবেন—

না ব্রহ্মক্ষত্রমৃধ্নোতি না ক্ষত্রং ব্রহ্মবর্দ্ধতে।
ব্রহ্মক্ষত্রঞ্চ সম্পৃক্ত-মিহ চামুত্র বর্দ্ধতে॥

মনু ৯ অধ্যায়, ৩২২ শ্লোক

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সাহায্য ভিন্ন ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয়ের সাহায্য ভিন্ন ব্রাহ্মণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন না, পরস্পরের সাহায্যে উভয়েরই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতি হয়। এই পর্য্যন্ত অবতারণা করিয়া আমরা উকিল মহোদয়ের প্রবন্ধটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

সভা সমবেত হইলে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় উপস্থিত পণ্ডিত মহাশয়গণের পরিচয় প্রদান করিলেন। মহারাজ বাহাদুরের স্বভাবসুলভ সৌজন্যে ও বিনয়-নম্র সভক্তি আহ্বানে ও অনুরোধে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক নবদ্বীপ নিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামখ্যানাথ তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন এবং শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি মহাশয়ত্রয় বিশেষ আগ্রহের সহিত কায়স্থ জাতির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বহুল শাস্ত্র প্রমাণ এবং যুক্তিদ্বারা নাতিদীর্ঘ সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহারা সরলভাবে স্বীকার করিলেন যে শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া তাঁহারা নিঃসংশয় হইয়াছেন যে কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়বংশ-সম্ভূত, কেবল আচারলোপে ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে কায়স্থ জাতির কর্ত্তব্য যে তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তান্তে পুনরায় ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়া স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হন।

প্রথমবক্তা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের বক্তৃতার মর্ম্ম—শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই কায়স্থগণ কতক সূর্য্যবংশীয় এবং কতক চন্দ্রবংশীয় সুতরাং তাঁহারা যে ক্ষত্রিয় সে বিষয়ে সংশয় নাই। (খ) কালের স্রোতে অনেক ব্রাহ্মণও সংস্কারচ্যুত হইয়াছেন। সেইরূপ কায়স্থেরা ক্রিয়ালোপের জন্য ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন মাত্র। সেই জন্য কেহ কেহ মনে করিতেন যে ইঁহারা শূদ্র কিন্তু শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কায়স্থদিগের এবিষয়ে দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাঁহারা শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি দেখিয়া নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। প্রমাণ দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারিলাম ইঁহারা প্রকৃতই ক্ষত্রিয় এবং ইঁহাদের পুনরায় ক্ষত্রিয়াচার লওয়া কর্ত্তব্য, ইঁহারা অনেকটা অগ্রসর হইয়া ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য করিতেছেন দেখিয়া প্রীত হইয়াছি। কলিতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য নাই বলিয়া যে বচন আছে তাহার অর্থ,

(খ) স্কন্দপুরাণে নিম্ন লিখিত চারিশ্রেণী কায়স্থের বিবরণ পাওয়া যায়। কায়স্থ জাতি প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত যথা, সূর্য্যবংশীয় চিত্রগুপ্তজ এবং সূর্য্যবংশীয় প্রভু কায়স্থ, চন্দ্রবংশীয় চান্দ্রসেনী কায়স্থ এবং চন্দ্র বংশীয় প্রভু-কায়স্থ।

ক্রিয়া লোপেরদ্বারা যাহারা স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ চিরকালই ক্ষত্রিয়ের আশ্রিত সুতরাং কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণ এখন তাঁহাদের ব্রাত্যত্ব দোষ নিরাকরণ করিয়া পুনরায় ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিলে আমরাও প্রীত হই। অদ্য এস্থলে মহারাজবাহাদুর যিনি পণ্ডিতদিগের মর্য্যাদারক্ষক, তাঁহার অনুরোধে দিনাজপুরবাসী ক্ষত্রিয়মর্য্যাদাকাঙ্ক্ষী কায়স্থদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আপনাদের নিকট আমার বক্তব্য এই যে আপনাদের মধ্যে যাঁহারা অদ্যাপি সাবিত্রী লইতে অবশিষ্ট আছেন তাঁহারা শীঘ্রই উপনয়ন ও ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধাদি ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করুন। যাঁহারা এবিষয়ে অগ্রণী হইবেন তাঁহারাই বংশেরভূষণ স্বরূপ হইবেন।

দ্বিতীয় বক্তা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি মহাশয় বলিলেন—ব্রাহ্মণ কায়স্থের মধ্যে চিরকাল ঘনিষ্ঠ ও সুনিষ্ট সম্বন্ধ। এন্জিন ও বয়েলারের যে সম্বন্ধ আমার মনে হয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সেইরূপ সম্বন্ধ। লোক উচ্চজাতির উল্লেখ করিতে "বামুন কায়েত" কথাই বলিয়া থাকে। এই উভয় জাতির পরস্পরের উন্নতি পরস্পরের সাহায্য-সাপেক্ষ। শাস্ত্রে যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে কায়স্থগণ যে মূলে ক্ষত্রিয়বংশ-সম্ভূত তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। বহুকাল ক্রিয়া লোপহেতু ইহারা ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন মাত্র। প্রায়শ্চিত্ত করিলেই ঐ দোষ মুক্ত হইতে পারেন। শাস্ত্র আলোচনা করিয়া আমার এই সিদ্ধান্ত।

তৃতীয় বক্তা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিলেন—ঐতিহাসিক প্রমাণাদি আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে জাতি সম্বন্ধে নানারূপ সংশয় ও ভ্রান্তমত প্রচলিত ছিল, বল্লাল সেন প্রভৃতি সেনবংশীয় নৃপতিগণকে, পূর্ব্বে অনেকে বৈদ্য মনে করিতেন। কিন্তু এখন শিলালিপি প্রভৃতি হইতে জানা যাইতেছে যে সামন্তসেন প্রভৃতি ব্রহ্মক্ষত্রিয়কুলে জাত। তাঁহারা সোমবংশ প্রদীপ। এই সেন বংশীয় দনুজমাধবের সহিত চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের বিবাহ সম্বন্ধ হয়। তদবধি ইহারা কায়স্থদিগের গোষ্ঠীপতি। জাতি সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরের সময় হইতে সন্দেহ চলিয়া আসিতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন—"এষা জাতিঃ দুষ্পরীক্ষ্যাতি মে মতিঃ।" ইহার কারণ বর্ণশঙ্কর। নহুষ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, এই যে জাতি ইহা গুণের দ্বারা অনুমেয়, যজ্ঞোপবীত থাকিলেই ব্রাহ্মণ হয় না। ক্ষমা, দয়া, তিতিক্ষাদি গুণ থাকিলেই ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা যায় সুতরাং এক্ষণে কায়স্থজাতি যদি পুনরায় তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ও ক্ষত্রিয়োচিত সদাচার গ্রহণ পূর্ব্বক গোব্রাহ্মণ ও স্বধর্ম্ম রক্ষা করিবার ভারগ্রহণ করেন তাহা হইলে সমাজের দেশের ও ব্রাহ্মণের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

তদনন্তর পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় সারগর্ভ সুযুক্তিপূর্ণ প্রমাণ সম্বলিত একটী সুললিত বক্তৃতাদ্বারা উপস্থিত কায়স্থবর্গকে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণের জন্য বিশেষ রূপে উৎসাহিত করিলেন।

স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত আশুতোষ গুহ মহাশয় পণ্ডিতবর্গের সহিত দিনাজপুর কায়স্থ সমাজের সুযোগ উপস্থিত করার জন্য মহারাজ বাহাদুরকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভা ভঙ্গ হইল

সম্পাদক।

গরুড়স্তম্ভলিপি।

(পুনরাবৃত্তি,)

১৩২১ সনের অগ্রহায়ণ প্রতিভার ৩৪৩ পৃষ্ঠা হইতে।

যস্মিন্ মিথঃ শ্রীভৃতি বাগধীশে
বিহায় বৈরাণি নিসর্গ জা[illegible]
উভে স্থিতে সখ্য মিবাধিগম্য
বেকত্র লক্ষ্মীশ্চ সরস্বতী চ। ২১ ॥
শাস্ত্রানুশীলন গম্ভীরগুণৈর্ব্বিচোভি
র্ব্বিব্বৎ সভাসু পরবাদী মদাবলেপঃ।

অন্বয়ঃ।

যস্মিন্ শ্রীভৃতি বাগধীশে (বিভূষি ভাগাবত্তি চ) লক্ষ্মীঃ সরস্বতীচ নিসর্গ জানি (স্বাভাবিকানি) বৈরাণি বিহায় সখ্যমধিগম্যাবিব একত্র উভেস্থিতে (এবং স নারায়ণ পালনামা রাজা আসীৎ)। ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ।

শ্রীনারায়ণ পাল নামক রাজা এতাদৃশ বিদ্বান ও লক্ষ্মীবান্ ছিলেন, যে তদ্দর্শনে সাধারণের মনে হইত যেন লক্ষ্মী ও সরস্বতী তাঁহাদিগের চিরবিবাদ পরিত্যাগ করত সখীভাব অবলম্বন করিয়া একত্রে বাস করিতেছেন। ২১ ॥

---

(২১) কবি রাজা শ্রীনারায়ণ পালের গুণকীর্ত্তন করিতেছেন। লক্ষ্মী বিষ্ণুর স্ত্রী কিন্তু সরস্বতী চিরকুমারী বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকেন। এই অভিমান তাঁহার ঠিক নহে, কারণ তিনিও বিষ্ণুকে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। ভাগবতে শ্রীধরস্বামী টীকায় বলিয়াছেন—

'বাগীশা যস্ত বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।

অর্থাৎ সরস্বতী যাহার মুখে ও লক্ষ্মী যাহার বক্ষদেশে অবস্থান করিতেছেন। লক্ষ্মী ও সরস্বতী সপত্নী এবং তজ্জন্য তাঁহাদিগের মধ্যে চিরবিবাদ [illegible] আছে। এই [illegible] পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনারায়ণ পাল রাজাকে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ রাজা যেমন বিদ্বান তেমনি ধনবান্ ছিলেন। ছন্দ ইন্দ্রবজ্রা।

উদ্বাসিতঃ সপদি যেন যুধিদ্বিষাঞ্চ
নিঃ সীম বিক্রম ধনেন ভটাভিমানঃ। ২২ ॥
আবির্ব্বভূব সহসৈব ফলং ন যস্য
যস্তাদৃশং ব্যথিত কর্ণ সুখং ন কিঞ্চিৎ।
যং প্রাপ্য দান পতির্মর্থিজনোন্য মেতি
তৎকেলি দানমপি যস্য ন জাতু দাতুঃ। ২৩ ॥

অন্বয়ঃ।

শাস্ত্রানুশীলন গভীর গুণৈর্ব্বচোভিঃ (শাস্ত্রানুশীলনেন বেদাদিশাস্ত্র চর্চ্চয়া জাতাঃ গভীরাঃ গুণাঃ যেষু বচঃসু তৈঃ, ইতি বহুব্রীহি সমাসঃ) বিদ্বৎ সভাসু (বিদুষাং সমিতিষু) পরবাদি মদাবলেপঃ (পরস্মিন্ বদতীতি পরবাদী, তেষাং:মদঃ মত্ততাজনিতাবলেপঃ অবলেপোগর্ব্বঃ) যেন (রাজা) উদ্বাসিতঃ (বিসর্জ্জিতঃ) সপদি (হঠাৎ) যুধি (যুদ্ধে) নিঃসীম বিক্রমধনেন ভটাভিমানঃ (সেনাদীনাং অভিমানঃ গর্ব্বান্বিত সংবাদদানংবা) (যেন) উদ্বাসিতঃ (চ) বিসর্জ্জীকৃতঃ। ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ।

শাস্ত্রানুশীলন জাতঃ অশেষ গুণসম্পন্নসুমিষ্ট বাক্যদ্বারা যিনি বিচারার্থীর মত্ততাজনিত গর্ব্ব পণ্ডিতগণের সভাতে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অসাধারণ বিক্রমদ্বারা শত্রুকে পরাস্ত করিয়া শত্রুসৈন্যেরও অভিমান তিনি বিনষ্ট করিয়াছিলেন। ২২ ॥

অন্বয়ঃ।

যস্য ফলং সহসাএব ন আবির্ব্বভূব যঃ তাদৃশং ব্যথিত কর্ণ সুখং কিঞ্চিৎ (অপি) ন (অভূবভূব) অর্থিজনঃ যং দান পতিং প্রাপ্য অন্যং (দাতারং) ন এতি (প্রাপ্তুমিচ্ছতি) তৎ (তস্য)

বঙ্গানুবাদ।

রাজা শ্রীনারায়ন পাল যে প্রকার সাত্বিক দানের অনুষ্ঠান করিতেন তাহার ফল ইহকালে

(২২) ঐ রাজা বেদাদি শাস্ত্র মন্থন করিয়া যে বাক্যসুধা লাভ করিয়াছিলেন, তদ্বারা বিচারপ্রার্থীগণের অভিমান মত্ততা তিনি পণ্ডিতগণের সভায় বিলুপ্ত করিতেন। অর্থাৎ বিচারাসনে তিনি মধুরবাক্যে সমস্ত অর্থী ও প্রত্যার্থিগনকে তুষ্ট করিতেন ও তাহাদিগের তর্কাভিমান ও বিনষ্ট করিতেন। অপিচ যুদ্ধক্ষেত্রে ও অসীম বিক্রম প্রদর্শন করিয়া তিনি শত্রুসৈন্যকে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগের অভিমান বিনষ্ট করিতেন। পরবাদি মদাপলেপঃ— প্রতিবাদি ব্যক্তিগণের মত্ততাজনিত গর্ব্ব। উদ্বাসিত (উৎ+বস ধাতু) নিরস্তকরণ, বিসর্জ্জিত। সপদি—তৎক্ষণাৎ, হটাৎ। বাঙ্গলাভাষায় এই শব্দটী ব্যবহার নাই। দ্বিষাং— দ্বিষৎ, শত্রুগণের ভটাভিমানঃ—যোদ্ধাদিগের অভিমান। ছন্দ বসন্ততিলক।

২৩। বিচারাসনেও সমরক্ষেত্রে রাজার গুণ কীর্ত্তন করিয়া কবি এই শ্লোকে রাজার

অতি লোমহর্ষণেষু (চ) কলিযুগ বাল্মীকিজন্মপিশুনেষু ।
ধর্ম্মেতিহাস পর্ব্বসু পুণ্যাত্মা যঃ শ্রুতো র্ব্ব্যবৃণোৎ । ২৪ ॥

কেলিদানং (হেলায়াপি কৃতং দানং) জাতু (কদাচিদপি) যস্ত (অর্থিনঃ) (অন্যত্র প্রার্থনাশাং বিনাশয়তি ইত্যর্থঃ) দানপতি মিত্যত্র কর্ত্তরি টনঃ । ২৩ ॥

প্রকাশ পাইত না । আর যিনি উক্ত দানেরজন্য প্রশংসা বাক্য লোকমুখে কিঞ্চিন্মাত্রও শুনিতে ইচ্ছা করিতেন না । প্রার্থীগণ যাঁহার নিকট একবার দান গ্রহণ করিলে অন্য দাতার কথা, তাহাদের স্মরণপথেও আসিত না, যাহার হেলাকৃত দানও প্রার্থীগণের পক্ষে অন্যত্র যাচ্ঞার অভিপ্রায় বিনাশ করিত । ২৩ ॥

অন্বয়ঃ ।

অতি লোমহর্ষণেষু কলিযুগ বাল্মীকি জন্মপিশুনেষু ধর্ম্মেতিহাস পর্ব্বসু (বিষয়েষু) যঃ পুণ্যাত্মা (আসীৎ) (এবংবিধং তংরাজানং) শ্রুতোর্ব্বী (আর্য্যাবর্ত্তঃ বৈদিক রাজ্যং বা) অবৃণোৎ (পতিত্বে নেতিশেষঃ) । ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ ।

এই রাজা কলিযুগে দ্বিতীয় বাল্মীকিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সাধারণের এই প্রকার অতিশয় লোমহর্ষ জনক বিশ্বাস ছিল এবং ধর্ম্মপ্রধান ইতিহাস পর্ব্বাদীতে যেনি পুণ্যাত্মা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতেন এই সকল কারণে বোধ হইত যে তিনি যেন আর্য্যাবর্ত্তে বৈদিকরাজ্য সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ংই তাহার পতি হইয়াছিলেন । ২৪ ॥

দানের কথা বলিতেছেন । বঙ্গানুবাদ প্রাঞ্জল হইয়াছে । বাধিতকর্ণসুখং—কর্ণপ্রবিষ্টসুখ । এই শ্লোকের শেষ শব্দটী প্রশস্তিতে ছিল না তজ্জন্য "দাতুঃ" শব্দ যোগ করা হইয়াছে । দাতৃ শব্দের ষষ্ঠী । ছন্দ বসন্ততিলক ।

(২৪) সময়ে বিচারে ও দানে নারায়ণ পালের কীর্ত্তিকথা কীর্ত্তন করিয়া কবি রাজার কবিত্ব বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে দ্বিতীয় বাল্মীকি বলিয়া অভিহিত করিলেন । রামায়ণগ্রন্থ রচনা না করিয়াও তিনি সাধারণের নিকট বাল্মীকি উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া কবি এই ব্যপারকে অতিশয় লোমহর্ষজনক বলিলেন । তিনি তৎকালিক ধর্ম্মেতিহাসে পুণ্যাত্মা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতেন এবং লোকে মনে করিত যে তিনি আর্য্যাবর্ত্তে বৈদিকরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন । পিশুনেষু লোকপরম্পরায় ; শ্রুতোর্ব্ব্যবৃণোৎ শ্রুতোর্ব্বী (শ্রুতঃ উর্ব্বী) বেদের সীমা পর্য্যন্ত অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্ত । অবৃণোৎ = বরণ করিয়াছিল । ছন্দ আর্য্যা ।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদক ।

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস কর্তৃক প্রণীত "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" গ্রন্থখানি দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকার বিগত ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে সমালোচিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তকখানি ৩৲ টাকা মূল্যে ২০১নং কর্ণওয়ালীশষ্ট্রীট, কলিকাতা শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকাগারে বিক্রীত হইতেছে। বঙ্গদেশের মৃত্তিকান্তরে গঠন দেখিয়া ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ (Geologists) মনে করেন যে প্রাগৈতিহাসিকালে বঙ্গদেশের অস্তিত্বই ছিল না, বর্ত্তমান বঙ্গোপসাগর তৎকালে হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তদনন্তর ক্রমে ক্রমে মৃত্তিকান্তর গঠিত হইয়া বঙ্গদেশের সৃষ্টি হইয়াছে। মহাভারতের সময়ে বর্ত্তমান সময়ের বঙ্গদেশ ছিল না, তখন বোধ হয় নদীয়া, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, চব্বিশপরগণা এবং মুরশিদাবাদ জলমগ্ন অবস্থায় ছিল। কেহ কেহ মনে করেন যে এই সকল স্থান দ্বীপাকারে গঠিত হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রান্তর-ভূমিতে পরিণত হইয়াছিল সেই জন্য আমরা নিম্নলিখিত দ্বীপ, দহ, চর ইত্যাদি স্থানের নামকরণ দেখিতে পাই যথা নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ চন্দ্রদ্বীপ, চক্রদ্বীপ, চারুদহ, শিবচর ইত্যাদি। গ্রীস দেশীয় পরিব্রাজক মেগাস্থিনিস্ যিনি চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটালিপুত্র বর্ত্তমান পাটনা নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহার বঙ্গদেশ ভ্রমণবৃত্তান্তে আমরা দেখিতে পাই তৎকালে বঙ্গোপসাগর পাটনা হইতে দেড়শত ক্রোশ মাত্র ব্যবধান ছিল।

বঙ্গদেশের ইতিহাসকে আমরা পাঁচটী পৃথক পৃথক যুগে বিভক্ত করিতে পারি। ১ম যুগ মহাভারতের পূর্ব্বকাল। এই সময়ে বঙ্গদেশের অস্তিত্ব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ২য় যুগ অর্থাৎ আর্য্যযুগ; যাহা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতে ৮০০ শত খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, এই সময়ে ভারতবর্ষে গ্রীক্ দিগের অভ্যুদয়, তাহার পর খ্রীষ্ট ধর্ম্মের এবং তদনন্তর বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার আমরা দেখিতে পাই। কলহণ পণ্ডিত বিরচিত 'রাজতরঙ্গিণী' পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ৬০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে কায়স্থ রাজবংশ ২১৬ বৎসর পর্য্যন্ত কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। ৮০০ শত খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরাধিপ ললিতাদিত্য যাঁহাকে চীন দেশীয় ইতিহাসে "মুক্তা পীড়" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে তিনি দিগ্বিজয় উপলক্ষে গৌড়মণ্ডলে উপস্থিত হন এবং গৌড়াধিপ যশোবর্ম্মাকে বশীভূত করিয়া তথা হইতে স্বদেশে ফিরিয়া যান। সম্রাট্ ললিতাদিত্য গৌড়ে উপস্থিত হইলে তথাকার রাজা যশো-বর্ম্মা দেব তাঁহার সহিত যুদ্ধ না করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং সম্রাটের মনস্তুষ্টির জন্য হস্তী উপঢৌকন পাঠাইয়া ছিলেন। প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব মহাশয়ের প্রণীত রাজন্যকাণ্ডের ৩য় অধ্যায় ৮৩ পৃষ্ঠাহইতে আমরা নিম্ন লিখিত বিষয় উদ্ধৃত করিতেছি—"কাশ্মীরে ফিরিয়া গিয়া ললিতাদিত্য গৌড়পতিকে

আহ্বান করিয়াছিলেন। ললিতাদিত্য আপনার উপাস্য দেবতা পরিহাস কেশবকে (বিষ্ণুমূর্ত্তি) মধ্যস্থ রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি গৌড়পতির কোন অনিষ্ট করিবেন না। তথাপি ত্রিগ্রাম নিবাসী একজন নরহন্তাদ্বারা যশোবর্ম্মা দেব কাশ্মীরে উপস্থিত হইলে তাঁহার বধ সাধন করে। এই সংবাদ অল্পদিন মধ্যে গৌড়ে পৌঁছিলে যশোবর্ম্মার একদল অনুগত ভৃত্য কাশ্মীররাজের এই দুষ্কার্য্যের প্রতিশোধ লইবার জন্য সারদ-তীর্থ দর্শনচ্ছলে তথায় উপস্থিত হন।"

রাজ-তরঙ্গিণীতে এই সকল বঙ্গদেশবাসীকে ভীমকায় বীরপুরুষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ললিতাদিত্যকে কাশ্মীরে উপস্থিত না পাইয়া এই সকল যোদ্ধৃগণ পরিহাস কেশবের মন্দির আক্রমণ করেন। কাশ্মীরী পুরোহিতগণ মন্দিরের কবাট বন্ধ করিয়াছের কিন্তু বঙ্গদেশবাসিগণ তাহা ভগ্ন করিয়া মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করতঃ রাম স্বামির মূর্ত্তিটিকেও পরিহাস কেশবের মূর্ত্তি ভাবিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলে। এই সময় শ্রীনগর হইতে কাশ্মীরী সৈন্যদল আসিয়া তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল, মুষ্টিমের বঙ্গবাসিগণ যুদ্ধে বিচলিত হইলেন না একবারও পশ্চাদ্‌পদ হইলেন না, সকলেই প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে করিতে একে একে শত্রুহস্তে প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। এই ঘটনা লক্ষ্য করিয়া কলহণ লিখিয়াছেন "গৌড় হইতে দুর্লঙ্ঘ্য কাশ্মীরের পথের কথাই বা কি বলিব। গৌড়গণ যাহা যাহা সাধিত হইয়াছিল বিধাতার পক্ষেও তাহা অসাধ্য। আজও রাম স্বামির মন্দির শূন্য দেখা যায়। সেই ... প্রকাণ্ড পরিপূর্ণ রহিয়াছে, বঙ্গদেশ হইতে সমাগত সৈনিক বীরপুরুষদিগের রাজভক্তি, তাঁহাদিগের অসীম সাহস এবং অমানুষিক দৈহিক শক্তি এবং যুদ্ধের কৌশল দেখিয়া কাশ্মীরী যোদ্ধৃগণ তাহাদিগকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিল। রাজতরঙ্গিণী বলিয়াছেন যে এই বঙ্গবাসী বীরদিগের শোণিতধারা প্রবাহিত হইয়া কাশ্মীরকে পবিত্র করিয়াছে।"

ললিতাদিত্যের বৃদ্ধ প্রপৌত্র জয়াপীড় যখন কাশ্মীরে রাজত্ব করেন সেই সময় তিনি নানাস্থান জয় করিয়া বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে প্রয়াগ তীর্থের সান্নিধ্য গঙ্গাতীরে সৈন্যগণকে বিদায় দিয়া জয়ন্ত নামক গৌড়াধিপের অধিকার মধ্যে আসিয়া গুপ্তভাবে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। (ক) এবং তত্রত্য পুরবাসিবর্গের ঐশ্বর্য্য ও রাজধানীর সমৃদ্ধি দর্শনে অতিশয় আনন্দিত হইলেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে কার্ত্তিকেয়দেবের এক অপূর্ব্ব মন্দির ছিল। নৃত্য দেখিবার অভিপ্রায়ে জয়াপীড় অথবা জয়াদিত্য সেই মন্দিরে প্রবেশ করেন, নৃত্য গীতাদি শাস্ত্রেও তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁহার তেজপুঞ্জ কলেবর দেখিয়া দর্শক মাত্রেই চমৎকৃত হইলেন, দেবনর্ত্তকী কমলা জয়াপীড়ের অনুপম রূপ দেখিয়া তাঁহাকে রাজা বা রাজকুমার বলিয়া মনে স্থির করিয়া লইল এবং তাম্বূল দিয়া তাহার এক অনুচরকে কাশ্মীররাজের নিকট পাঠাইয়া দিল। জয়াপীড় সহাস্য বদনে সেই তাম্বূল গ্রহণ করিলেন

(ক) বর্ত্তমান মালদহ সহরের সান্নিধ্য পৌণ্ড্র বর্দ্ধনের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি লক্ষিত হয়। সং

এবং নৃত্য শেষে কমলার সহিত তাঁহার আলয়ে আসিলেন। কমলার সহিত একত্রে বাস করিবার সময় জয়াদিত্য একটী বড় প্রকাণ্ড সিংহকে বধ করেন। গৌড়াধিপ জয়ন্ত সিংহ-হত্যার পরিচয় পাইয়া তাঁহার সহিত তদীয় একমাত্র কন্যা কল্যাণ দেবীর বিবাহ দেন। তদনন্তর জয়াপীড়ের সাহায্যে জয়ন্ত পঞ্চগৌড়ের উপর রাজত্ব করিতে পারিয়াছিলেন। কাশ্মীরে প্রত্যাগমন কালে জয়াপীড় কল্যাণ দেবী ও কমলা উভয়কেই সঙ্গে লইয়া যান। এই উভয় বঙ্গদেশবাসিনী মহিলাদ্বয় কাশ্মীরে বিশেষ কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নামেই কল্যাণপুরা ও কমলাপুরা নামক দুইটী সুন্দর নগর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাদিগের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। কল্যাণদেবীর গর্ভজাত পৃথিব্যাপীড় সাত বৎসর কাল কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। এই সময় হইতেই বঙ্গদেশবাসী যোদ্ধাগণ কাশ্মীরদেশবাসী যোদ্ধাগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া কাশ্মীর রাজের অরাতিগণের বিরুদ্ধে কয়েকটী অভিযান করিয়াছিলেন, এই রূপে বঙ্গের বাহিরেও বঙ্গদেশবাসিগণ যে বিশেষ বীরত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাই উক্ত পুস্তকে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বাহ্যিক আকারে উভয় কাশ্মীরী এবং বঙ্গদেশবাসিগণের সৌসাদৃশ্য আছে এবং মৎস্য এবং অন্নই উঁহাদিগের প্রধান আহার।

হরিদ্বার কুম্ভমেলা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৯। দাদুপন্থী ছত্র—এই ছত্রটীও কমলদাসের ছত্রের উত্তর দিকে অস্থায়ীভাবে স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে উপরোক্ত সম্প্রদায়ের বহু সাধু সন্ন্যাসী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১টী প্রকাণ্ড ঘরে গুরুর আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখানেও যথারীতি ভোগ আরতি হইত। এই ছত্রে মধ্যাহ্নে প্রায় হাজার লোক প্রতিদিন "পঙ্গতে" বসিয়া আহারাদি করিত। বসিবার পূর্ব্বে রামশিঙ্গা বাজাইয়া সকলকে আহ্বান করা হইত। একটী উচ্চ মঞ্চ হইতে উপস্থিত সাধুসন্ন্যাসীকে প্রতিদিন 'মাধুকরী' দেওয়া হইত। এই ছত্রের মোহান্তের নাম গোপালদাসজী। এখানেও মধ্যে মধ্যে ভাণ্ডারা হইত এবং প্রতিদিন পাঠ ও বক্তৃতাদি হইত।

২০। কৈলাস ছত্র—এই ছত্রটী ভগবান শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়ভুক্ত ধনরাজগিরি কর্ত্তৃক হৃষীকেশে প্রতিষ্ঠিত কৈলাস আশ্রমের অন্তর্গত। সাধুবেলা ছত্রের পার্শ্বে অস্থায়ীভাবে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এখানে প্রতিদিন প্রাতে ১০টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত উপস্থিত সাধুসজ্জনকে মাধুকরী দেওয়া হইত। এইছত্রের বর্ত্তমান মোহন্ত শ্রীমৎ ১০৮ মণ্ডলেশ্বর স্বামী জনার্দ্দন গিরিজী। কৈলাসের অন্যান্য মহাত্মাগণ শ্রীমৎ ১০৮ মহন্ত স্বামী পূর্ণানন্দ গিরিজী, এবং রামপুরীজিরও এখানে আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইঁহারাও মাঝে মাঝে স্বর্ণরৌপ্যমণ্ডিত সুদৃশ্য হাওদা সুশোভিত গজ আরোহণে বাদ্যভাণ্ড লইয়া বিশেষ জাক-জমকের সহিত সহর পরিভ্রমণ করিতেন।

২১। গরিবদাসী ছত্র—দাদুপন্থী ছত্রের পশ্চিমদিকে গরীবদাসী সম্প্রদায়ের ৩টী ছত্র অস্থায়ীভাবে স্থাপিত হইয়াছিল—এই সব ছত্রে বহু সাধুসন্ন্যাসীর আসননির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং বহু গৃহস্থভক্তও আশ্রয় পাইয়াছিলেন। এই অভিপ্রায়ে অনেকগুলি বড় বড় তাঁবু খাটান হইয়াছিল, আর খড়ের ঘরের ত কথাই নাই। প্রতিদিন প্রাতে ১০টা হইতে ১২টা মধ্যে এই ছত্রগুলিতে "পঙ্গত" বসিত এবং মাধুকরী দেওয়া হইত। এখানেও গুরুর আসন, পূজা, ভোগ, আরতি, পাঠ ও বর্দ্ধৃতাদি যথাবিধি ব্যবস্থা ছিল। এই ছত্রগুলির মোহন্তগণের নাম জগদীশানন্দজী, শ্রীরামকৃষ্ণজী ও সচ্চিদানন্দজী।

২২। শিকারপুরী ছত্র।—এই ছত্রটী, সিন্ধু দেশান্তর্গত শিকারপুরের রাণী সৌভাগবাই কর্ত্তৃক স্থাপিত। এখানে দুইশত জন সাধুর উপযোগী আহারাদি প্রস্তুত হইত। রাণীজির আদেশ ছিল, যদি ২০০ হইতে কম সাধু উপস্থিত হন, তবে অবশিষ্ট গরীব দুঃখীকে বিতরণ করিয়া দিতে হইবে। এই ছত্রেও অনেক সাধুসজ্জন স্থান পাইয়াছিলেন। এই ছত্রের তত্ত্বাবধান করিতেন স্বামী ব্রহ্মানন্দজী ও স্বামী নিরঞ্জনদেবজী। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী বাঙ্গালী। তাঁহার অধিকাংশ শিষ্যই হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবী; আর কাশ্মীর রাজ্যে নাকি ইহার খুব প্রভাব। উপরোক্ত নিরঞ্জনদেবও হিন্দুস্থানী এবং ইঁহারই শিষ্য। ইনি সর্ব্বদাই আনন্দে ভরপুর থাকিতেন, ইনি খুব বড় পণ্ডিত, ভারতবর্ষের বহুস্থানে ইঁহারও বহু ভক্ত ও শিষ্য আছেন।

২৩। জ্ঞানগোদরী।—ভীমগড়ার নিকটবর্ত্তী গঙ্গার উপরে সুদৃশ্য স্থানে "জ্ঞানগোদরী" প্রতিষ্ঠিত। এটী নানকপন্থীগণের একটী স্থায়ী আখড়া। এখানে "গুরুমুখী ভাষার" একটী পুস্তকাগার আছে। সুদৃশ্য মঞ্চোপরে গুরুর আসনাদি সুসজ্জিত ছিল এবং যথাবিধি পূজার্চ্চনারও ব্যবস্থা ছিল। এখানে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে উপস্থিত সাধু মহাত্মাগণকে মাধুকরী দেওয়া হইত।

২৪। বাগান বাড়ীর ছত্র—ভীমগড়ার নিকটে অনারেবল লালা সুখবীর সিংহের বাগান বাটীতে কয়েকজন সাধুমহাত্মা দুইটী ছত্র খুলিয়াছিলেন—ইহার একটী হইতে একবেলা, এবং অপরটী হইতে দুবেলা উপস্থিত সাধু সন্ন্যাসীকে মাধুকরী দেওয়া হইত।

২৫। বৈষ্ণব আখড়া—ভীমগড়ার নিকটে একটী প্রকাণ্ড বাগান বাটীতে এই আখড়া স্থাপিত হইয়াছিল। বহু বৈষ্ণব, সাধু এই আখড়াতে আসন করিয়াছিলেন. প্রতিদিন বৈকালে ইহাদের "পঙ্গত" বসিত,

ইহারা প্রায় সমস্ত দিনই ভজন গানে ব্যাপৃত থাকিতেন।

২৬। নানকপন্থী আখড়া—এই আখড়াটী ব্রহ্মকুণ্ড এবং কুশাবর্ত্তঘাটের মধ্যস্থলে গঙ্গার পারে স্থাপিত ছিল। এখানে গুরু নানকজীর আসন, পূজা, আরতি ইত্যাদি হইত। প্রতিদিন বৈকালে পাঠ, বক্তৃতা ও ভজন হইত। প্রতিদিন সন্ধ্যারতির পর মধুকরী বিতরণ করা হইত।

২৭। শঙ্করানন্দ আশ্রম—এই আশ্রমটী ভীমকুণ্ডের পারেই স্থাপিত হইয়াছিল। এই আশ্রমের মোহন্ত শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দ গিরিজী। ভারতবর্ষের বহুস্থানে তাঁহার ভক্ত ও শিষ্য আছেন। তিনি বহু শিষ্য ও ভক্তগণসহ আশ্রমে বিরাজিত থাকিতেন; প্রতিদিন দুবেলা উপস্থিত সকলকে যথাযোগ্য উপদেশ প্রদান করিতেন। তিনি বড়ই অমায়িক ও উদার প্রকৃতির লোক তাঁহার বিনয়নম্র ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইত। বহু সাধু সন্ন্যাসী ইঁহার আশ্রমে আসন স্থাপন করিয়াছিলেন। হিমালয়ের উপত্যকাতে এই আশ্রমটী স্থাপিত হওয়ায় অতীব প্রিয়দর্শন হইয়াছিল।

২৮। কামদাসের আখড়া—হরিদ্বারের বাজারের রাস্তার পার্শ্বে সুদৃশ্য হর্ম্ম্যরাজিতে এই আখড়া প্রতিষ্ঠিত। এটীও নানকপন্থীদের। এই আখড়ার মোহন্তের নাম কামদাসজী। এখানে বহু সাধুসন্ন্যাসীর আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইঁহার আশ্রমে মিউনিসিপালিটীর মেলা টিকিট বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

২৯। গোরক্ষা আখড়া—এই আখড়াটী ভীমকুণ্ডের উত্তরে বিস্তৃত জায়গায় স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে অনেক সাধু আসন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের উদ্দেশ্য গোবধ নিবারণ করা, গোজাতির উন্নতি বিধান করা, কসায়ের নিকট যাহাতে কেহ গরু বিক্রী না করে, তাহার উপায় করা ইত্যাদি। এই আখড়ার মোহন্তের নাম পরিব্রাজকাচার্য্য পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দজী ভারতভিক্ষু, সপ্তসরোবর, আর্য্যতীর্থ। ইঁহার প্রধান আশ্রম আবুপাহাড় (রাজপুতনা)। এই আখড়ার সাধুগণ অনেক স্থানে গোরক্ষা উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করিতেন।

৩০। আর্য্য সমাজ—মোহিনী আশ্রমের নিকটে বিস্তৃত বাগানে এবং কণখলে পাঞ্জাবের সুপ্রসিদ্ধ স্বামী দয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত আর্য্যসমাজের সাধুদের আসন হইয়াছিল। ইঁহারা উপস্থিত সকলকেই বিনয়নম্র ব্যবহারে আপ্যায়িত করিতেন। প্রতিদিন বৈকালে এখানে বক্তৃতাদি হইত এবং আর্য্যসমাজ সম্বন্ধীয় নানা প্রকার পুস্তিকা বিতরণ হইত।

৩১। মোহিনী আশ্রম—ভীমকুণ্ডের কিছু উত্তরে একটী সুদৃশ্য বাগানবাটীতে এই আশ্রমটী স্থাপিত। এই আশ্রমের মোহন্ত শ্রীমৎ স্বামী প্রকাশানন্দজী। এই আশ্রমে বহু সাধু সন্ন্যাসীর আসন হইয়াছিল। ইহা একটী স্থায়ী আশ্রম—এখানে একটী ধর্ম্মপুস্তকের পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছিল। পাঠাগারের নাম "সাধু পুস্তকালয়।" পাঠাগার স্থাপনের দিন বিশেষরূপ উৎসবাদি হইয়াছিল।

৩২। উদাসীন বড় আখড়া—এই আখড়া কনখল দক্ষেশ্বর শিববাড়ীর নিকটে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে হাজার হাজার উদাসী সাধুর আসন নির্দিষ্ট হইয়াছিল। প্রকাণ্ড প্রাকণ্ড কাঠের ধুনি ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিতেছে; আর তাহার চতুর্দ্দিকে বিভূতিভূষিত, জটাজুটসমাযুক্ত, কৌপীনমাত্রৈক সম্বল, সৌম্যমূর্ত্তি সাধুগণ কেহ বা ধ্যানমগ্ন, কেহ বা পাঠাদিতে নিরত—কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! এই বিরাট জনতাতে কিছুমাত্র কোলাহল নাই, কি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভাব, কি আনন্দের জ্যোতিঃ সকলের মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে, কে তাহা বর্ণনা করিবে? এই আখড়াতে বহুমূল্য সাজসজ্জা ভূষিত গুরুর আসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখানেও যথারীতি ভোগারতি হইত। এই আখড়াটি নানকপন্থী "সঙ্গতিয়া" সম্প্রদায়ভুক্ত। এই আখড়ার মোহন্তগণের নাম মোতিরামজি, হীরাদাসজী ও মথুরাদাসজী, অন্যান্য আখড়ার মোহন্তের ন্যায় ইঁহাদেরও ঐশ্বর্য্যের অভাব ছিল না—বহু হাতী, ঘোড়া, উট, মূল্যবান দোলা প্রভৃতি লইয়া ইহারা নগর পরিভ্রমণ করিতেন। প্রায় একশত হাত উচ্চ একটী সুবৃহৎ কাষ্ঠদণ্ডের উপর, এই আখড়াতে ইহাঁদের সাম্প্রদায়িক নিশান টানান ছিল। দুইটী সাধু এই নিশানে প্রত্যহ দিন চামরবাজন করিতেন। আরতির সময় এখানে সুমধুর বাদ্য বাজিত। এই আখড়াতে একজন সিদ্ধ মহাপুরুষের আগমন হইয়াছিল; তাঁহার নাম বাবা ঠাকুরদাস। একটী প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রচর্ম্মের আসনের উপর এই মহাত্মা বসিয়া থাকিতেন। সৌম্যদর্শন, প্রিয়ভাষী এই মহাপুরুষকে দর্শন করিবার জন্য নিত্যই বহুলোক তথায় আগমন করিত তিনিও স্বভাবসুলভ বিনয়নম্রবচনে সকলকে পরিতোষ করিতেন। রামলছমনদাসজী নামক আরও একজন প্রসিদ্ধ সাধু এই আখড়াতে আসন করিয়াছিলেন। ইহাঁর জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডল, জটাজুটসমন্বিত পক্ককেশ বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল! ইনিও মধুর বচনে সকলকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। এখানে প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি হইত।

৩৩। গুরুনানক দেবজীকে "অন্নছত্র"—এই ছত্রটী কণখল সহরে "বাঙ্গালী" ছাপাখানার নিকটে অবস্থিত। এটী স্থায়ী ছত্র; বারমাসেই খোলা থাকে। এখানে প্রতিদিন সাধুমহাত্মাগণ প্রচুর পরিমাণে আহার্য্যাদি পাইতেন। এই ছত্রের প্রতিষ্ঠাতা বাবা কালীকম্বলীওয়ালে আত্মপ্রকাশজী। ইনি অতি মিষ্টভাষী ও বিনয়ী; ইনিই লছমন ঝোলার সুপ্রসিদ্ধ "স্বর্গাশ্রমের" প্রতিষ্ঠাতা।

৩৪। ইকড়িওয়ালি অন্নছত্র—এই ছত্রটী কণখল সহরে স্থায়ীভাবে স্থাপিত। এটী বারমাস খোলা থাকে। কুম্ভ উপলক্ষে এখানে যথাযোগ্য সাধুসেবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। সাধু মহাত্মাগণ প্রতিদিন এখানে আহার্য্যাদি পাইতেন। এই ছত্রের প্রতিষ্ঠাতা অমৃত সহরের সুপ্রসিদ্ধ বণিক উত্তমচাঁদ শেঠ।

৩৫। উদাসীন ছোট আখড়া বা নয়া আখড়া।—এই আখড়াটী কণখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের নিকটে একটী প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বড়

উদাসী আখড়ার ন্যায় এখানেও প্রায় হাজার সাধুর আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এখানে গুরুর আসনে যথারীতি ভোগ আরতি ইত্যাদি হইত এবং সুমধুর ব্যাণ্ড বাজিত। এই আখড়ার মোহন্তের নাম ব্রহ্মনারায়ণজী। ইঁহাদের হাতী, ঘোড়া, পাল্কী প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যের অভাব ছিল না। এখানে প্রত্যহ পাঠ, বক্তৃতা ও ভজনাদি হইত। সাধুগণ পঞ্চায়তী "পঙ্গতে" বসিয়া আহারাদি করিতেন। বড় আখড়ার ন্যায় এখানে একটী উচ্চ নিশানে চামর ব্যজন করা হইত। এই আখড়াটী নানকপন্থী "ধুনিয়া" সম্প্রদায় ভুক্ত।

৩৬। মহানির্ব্বাণী আখড়া।

এই আখড়াটি কণখল সহরে অবস্থিত। জগদ্‌গুরু ভগবান শঙ্করাচার্য্যের দশনামী সম্প্রদায় ভুক্ত। বহু সন্ন্যাসীর আসন এই স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল। এই আখড়ার মোহন্ত শ্রীমৎ স্বামী গুলাবগিরিজী। এখানে প্রায়ই বক্তৃতা এবং উপদেশাদি দেওয়া হইত। অন্যান্য আখড়ার ন্যায় ইঁহাদেরও হাতী, বহুমূল্য নিশান, দোলা, ব্যাণ্ড বাদ্য প্রভৃতি সকলই যথাযোগ্য ছিল।

৩৭। শিকার ছত্র।—এই ছত্রটী কণখল সহরে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত। এটী শিকরের মারওয়াড়ী রাজা কর্ত্তৃক স্থাপিত এই ছত্রটি বারমাস সাধুসেবার্থে খোলা থাকে। কুম্ভ উপলক্ষে যথাযোগ্য সাধু সেবার বাবস্থা হইয়াছিল। বহু সাধু-সন্ন্যাসী এই ছত্র হইতে আহার্য্যাদি গ্রহণ করিতেন।

৩৮। হরনাম অন্নছত্র।—এই ছত্রটীও স্থায়ীভাবে কণখল সহরে অবস্থিত। এটিও বারমাস খোলা থাকে। কুম্ভ উপলক্ষে বহু সাধু মহাত্মা এখান হইতে আহার্য্যাদি পাইতেন; এই ছত্রের মোহান্তের নাম হরনাম সিংজী।

৩৯। পাতিয়ালা ছত্র।—এই ছত্রটী কণখল সহরে স্থায়িরূপে প্রতিষ্ঠিত। এটী বারমাস খোলা থাকে। কুম্ভ উপলক্ষে এখানেও বিশেষরূপে সাধু সেবায় বন্দোবস্ত হইয়াছিল। বহু সাধু মহাত্মা এখানে প্রচুর পরিমাণে আহার্য্যাদি পাইতেন। এই ছত্রটি পাতিয়ালার মহারাজ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। উত্তরাখণ্ডের অনেক তীর্থস্থানেই মহারাজা ছত্রাদি স্থাপন করিয়া সাধু সন্ন্যাসীগণের আশীর্ব্বাদার্হ হইয়াছেন। ভারতের অন্যান্য মহারাজা ও ধনকুবেরগণ যদি এই আদর্শ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে হিন্দুর পবিত্র তীর্থস্থানগুলির অভাব অভিযোগ অচিরেই দূরীভূত হইত। সে দিন কি আসিবে না? ভগবান ইহাদিগকে সুমতি প্রদান করুন।

৪০। নির্ম্মলা আখড়া।—এই আখড়াটিও কণখলেই অবস্থিত ছিল। এই আখড়াটী নানকপন্থী দশম গুরু গোবিন্দ সিংজীর সম্প্রদায়ভুক্ত। এখনে বহু সাধু সন্ন্যাসী আসন করিয়াছিলেন, এখানেও গুরুর আসনে যথারীতি পুজার্চ্চনা হইত। ইঁহাদের ঐশ্বর্য্যও অন্যান্য আখড়ার ন্যায়। এখানেও পাঠ এবং ভজনাদি যথাযোগ্য সম্পন্ন হইত। এই আখড়ার মোহন্তগণের নাম বুড়াসিংজী, হীরাসিংজী ও রামসিংজী।

৪১। মাইর ছত্র।—এই ছত্রটী কণখল সহরে স্থায়ীভাবে অবস্থিত। এটিও

বারমাস খোলা থাকে, কুম্ভ উপলক্ষে এই ছত্রে যথাযোগ্য সাধু সেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং সাধুগণ পরিতোষ সহকারে আহার্য্যাদি পাইতেন। এই ছত্রটী মারওয়াড় দেশীয় মোহনা-বাই নামক জনৈকা স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ধন্য মা, তুমিই যথার্থ মায়ের কার্য্য করিয়াছ। তোমরা অন্নপূর্ণা রূপে অন্নদানে উদ্যত না হইলে ভিখারী ছেলেদের মুখের পানে আর কে তাকাইবে? ভারতের সতীলক্ষ্মিগণ! তোমরা এই মায়ের আদর্শ গ্রহণ কর, অন্নপূর্ণারূপে অবতীর্ণ হইয়া তোমাদের দীন দুঃখী ছেলেদের মুখপানে একবার তাকাও,—মাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া এই মরজগতে অমরত্ব লাভ করিয়া ধন্য হও। আমরা হৃষিকেশে একটি মাইর ছত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি; সেই ছত্রের প্রতিষ্ঠাতা মাতৃদেবী একটী পাকা মঞ্চে বসিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে সাধুগণকে স্বহস্তে একজনে রুটী এবং অপরজনে ডাল বিতরণ করিতেছেন। এ দৃশ্য যে কি অপূর্ব্ব তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নহে—আমার বোধ হইল যেন, সাক্ষাৎ শিবশক্তি ভূতলে আবির্ভূত হইয়াছেন, মা যেন অন্নপূর্ণারূপে মঞ্চে বসিয়া ভিক্ষা দান করিতেছেন, আর শিবরূপ সাধুগণ জোড়হস্তে তাহা গ্রহণ করিতেছেন। ধন্য ভগবানের লীলা।

৪২। বস্তিরাম অন্নছত্র।—এই ছত্রটী কণখল সহরে স্থায়ীভাবে অবস্থিত। এটী বারমাস খোলা থাকে। জনৈক শেঠ বস্তিরাম কর্ত্তৃক এই ছত্র স্থাপিত হইয়াছে। এই ছত্রে কুম্ভ উপলক্ষে সাধুসেবার যথাযোগ্য ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রতিদিন এ খানে সাধু সন্ন্যাসীগণ আহার্য্যাদি পাইতেন।

৪৩। নিরাকারীওনকি আখড়া। এই আখড়াটি স্থায়ীভাবে কণখল সহরে অবস্থিত। কুম্ভ উপলক্ষে প্রায় পাঁচশত সাধুর আসন এই আখড়াতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এই আখড়াটি নানকপন্থীদের; প্রায় সত্তর আশিজন সাধু বারমাস এখানে বাস করিয়া থাকেন।

৪৪। চেতনদেবকি কুটীয়া।—এই আখড়া কণখল সহরে উদাসীন নয়া আখড়ার সন্নিকটে সুদৃশ্য বাগানে অবস্থিত। সুদৃশ্য হর্ম্ম্যরাজিতে এই আখড়াটি সুসজ্জিত। এটী দশনামী সন্ন্যাসীগণের স্থায়ী আখড়া। প্রায় পঞ্চাশ, ষাট জন সাধু এখানে বারমাস বাস করিয়া থাকেন। চকমিলান বাগানের মধ্যস্থলে একটী সুদৃশ্য প্রার্থনা মন্দির সুশোভিত রহিয়াছে। বাগানটীও দেখিতে অতি সুন্দর। নানাপ্রকার ফুলের গাছে সুশোভিত। এখানে অনেক সাধু মহাত্মা আসন করিয়াছিলেন। এই বাগানের বর্ত্তমান মোহন্তের নাম স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দজী।

৪৫। শ্রীমন্মুনিমণ্ডল মহাবিদ্যালয়। এই মহাবিদ্যালয়টী কণখল বড় আখড়ার পার্শ্বেই বিস্তৃত জায়গায় স্থাপিত। এখানে বহু শিক্ষার্থী সাধু এবং ব্রহ্মচারী আছেন। এখানে প্রকাণ্ড আঙ্গিনাতে চন্দ্রাতপতলে বহু সাধু-সন্ন্যাসী এবং অন্যান্য লোক আসিয়া প্রায়ই উপদেশ এবং বক্তৃতাদি শুনিতেন। এই মহাবিদ্যালয়ের আচার্য্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎ ১০৮ স্বামী কেশবানন্দজী। ইনি

অতি সুপণ্ডিত এবং অতি উচুদরের সাধু; সমস্ত পাঞ্জাবে এবং অন্যান্য স্থানেও ইঁহার খুব প্রতিষ্ঠা। বহু রাজা, জমিদার এবং গণ্যমান্য ব্যক্তি ইঁহার ভক্ত এবং শিষ্য। ইনি সৌম্যদর্শন এবং মিষ্টভাষী, প্রায়ই সুললিত বক্তৃতাদ্বারা উপস্থিত সকলকে পরিতোষ করিতেন। ইঁহার ঐশ্বর্য্যও খুব বেশী; হস্তীপৃষ্ঠে স্বর্ণ, রৌপ্য-মণ্ডিত সুদৃশ্য হাওদার উপর বসিয়া অন্যান্য সাধুগণ সহ প্রায়ই নগর পরিভ্রমণ করিতেন। মণিমুক্তাখচিত বহুমূল্য উষ্ণীষ মস্তকের শোভাবর্দ্ধন করিত। সঙ্গে সঙ্গে সুমধুর বাদ্য বাজিত। এই বিভাগেরও বহু সাধুর আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, এখানে প্রতিদিন ব্যাণ্ড বাজিত। এখানে কুম্ভ উপলক্ষে অস্থায়ীভাবে একটী ছত্র খোলা হইয়াছিল, প্রতিদিন এই ছত্রে "পক্কান্ন বণ্টিত এবং উপস্থিত সাধু মহাত্মাগণকে মধুকরী দেওয়া হইত।

৪৬। পাঞ্জাবী ছত্র— এই ছত্রটী কণখল সহরে অবস্থিত। পাঞ্জাব এবং সিন্ধুদেশের বহু মহাত্মা মিলিত হইয়া এই পঞ্চায়তী ছত্র স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই ছত্র গ্রীষ্মকালে ছয়মাস কণখলে এবং শীতকালে ছয়মাস ঋষিকেশে খোলা থাকে। কুম্ভ উপলক্ষে বহু সাধু সন্ন্যাসী এখানে আহার্য্যাদি পাইতেন। এই ছত্রের বর্ত্তমান পরিচালক ভগবানদাসজী।

৪৭। মহাদেবী ছত্র— এই ছত্রটীও কণখল ... [illegible]

ঋষিকেশে উঠিয়া যায়। মহাদেবা শেঠ নামক জৈনক মারওয়াড়ী কর্ত্তৃক এই ছত্র স্থাপিত হইয়াছে। কুম্ভ উপলক্ষে এখানেও যথাযোগ্য সাধুসেবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

৪৮। বৈরাগী লস্কর—কণখলের সংলগ্ন পুরাতন গঙ্গাধারার অপর পারে প্রায় ২ মাইল লম্বা ১টী বিস্তীর্ণ বালুচরে চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের আসন করিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বহু সহস্র প্রকাণ্ড ছাতা এবং শত শত তাঁবু এই প্রকাণ্ড চড়ার প্রায় ১॥ মাইল স্থান সুশোভিত করিয়াছিল। দূর হইতে দেখিলে স্বপ্নরাজ্যের মত বোধ হইত যেখানে কয়েকদিন পূর্ব্বে বালুকারাশি ধূ-ধূ করিয়া পথিকের ভীতি উৎপাদন করিত, আজ সেখানে সুদৃশ্য বস্ত্রমণ্ডিত নূতন নগর দেখিয়া কাহার প্রাণে আনন্দের উদয় না হয়? আমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই নয়নানন্দদায়ক দৃশ্য দেখিলাম। বিভিন্ন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রায় বিশ পচিশ হাজার সাধু এই স্থানে আসন এবং বিগ্রহাদি স্থাপনা করিয়াছিলেন সে দৃশ্য বর্ণনাতীত; এক সঙ্গে এত সাধু খুব কমই দেখা যায়। ইহাদের প্রত্যেক দলেই অতি সুন্দর বিগ্রহাদি ছিল; শ্রীরাধাকৃষ্ণ এবং রামসীতার বিগ্রহই অধিক। প্রায় স্থানেই ঢোল এবং করতাল বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ভজন গান হইতেছিল। অনেকেই জটাজুটসমন্বিত এবং বিভূতিভূষিত ছিলেন, আর সকলেরই ললাটদেশ বিভিন্ন রঙের সাম্প্রদায়িক তিলকে পরিশোভিত ছিল। এই দলে রামাইৎ (রামানন্দী সম্প্রদায়) নিমাৎ (নিম্বাদিত ... [illegible]

বৈষ্ণবগণ ছিলেন। এতদ্ব্যতীত সপ্ত আখড়ারও বহু সাধু ছিলেন। সপ্ত আখড়া যথাঃ—(১) নির্ব্বাণী (২) নির্ম্মোহি (৩) দিগম্বরী (৪) খাকি (৫) নিরাবলম্বী (৬) টটুম্বারী (৭) সন্তোষী। এই বৈষ্ণবগণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে আগমন করিয়াছিলেন। আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিলাম, শুধু রামানন্দী সম্প্রদায়েরই ৫২ জন মোহন্ত আসিয়াছিলেন। ইহাদের নাম দিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না।

(ক্রমশঃ)।

জনৈক দর্শক।

প্রচার বিবরণ।

প্রচারক শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী। যশোহর। ১১ই হইতে ১৭ই আশ্বিন, ১৩২২। শ্রীযুক্ত রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুর বি,এল,মহাশয়ের গৃহে অবস্থান করিয়া কয়েক দিবস কাল সহরের নানাস্থানে বিশেষতঃ বারলাইব্রেরী ও উকিলবাবুদের বাসায়,স্থানীয় ও মফঃস্বলের কায়স্থপ্রধান সমাজস্থানসমূহ হইতে কার্য্যোপলক্ষে সমাগত কায়স্থগণের নিকট কায়স্থের ধর্ম্ম, সভার উদ্দেশ্য, আন্দোলনের ফল, উন্নতির উপায় প্রভৃতি বহু বিষয়ের আলোচনাদ্বারা, বিশদরূপে বুঝান হয়। ১৩ই অপরাহ্ণে বারলাইব্রেরীতে ও সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত বাবু কেশবলাল রায় চৌধুরী বি, এল মহাশয়ের ভবনে এক একটী কায়স্থ সভা হয়। উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দেওয়ার পর সকলেই শী ক্ষত্রিয়ত্ব গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন। আগামী চিত্রগুপ্ত পূজার দিনে মফঃস্বল ও সহরের অনেকেই উপবীতী হ বেন।

২। দুঃখের বিষয় রাধিকাবাবু পীড়িত ছিলেন ও আরও কয়েকজন প্রতিপত্তিশালী স্থানীয় কায়স্থ মহাত্মা নানাকারণে উপস্থিত ছিলেন না; তজ্জন্য একটী সাধারণ অধিবেশনের আয়োজনে বিঘ্ন ঘটে। তথাপি স্বজাতিগত প্রাণ বিক্রমপুর বহরনিবাসী বঙ্গজকায়স্থ সবজজ্ শ্রীযুক্ত বাবু শরৎকিশোর বসুবর্ম্মা ও স্থানীয় উকিল দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়দ্বয়ের যত্ন ও আগ্রহে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন বিতরণ করা হয় এবং স্থানীয় টাউনহলের সুসজ্জিতগৃহে ১৫ই আশ্বিন একটি কায়স্থ সভার অধিবেশন হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শরৎকিশোর বাবু সভাপতি মনোনীত হন। সন্ধ্যার পর ৪ ঘণ্টাকাল সভার কার্য্য হইয়াছিল। প্রচারক মহাশয় সুদীর্ঘ বক্তৃতাদ্বারা, কায়স্থের বর্ণনির্ণয়, স্বধর্ম্ম গ্রহণের আবশ্যকতা, উপবীত ত্যাগের কারণ, পুনর্গ্রহণ না করার ক্ষতি, মিলনাবশ্যকতা, অন্যান্য প্রদেশে কায়স্থের সম্মান প্রভৃতি বিবিধ বিষয় ক্রমে ক্রমে বুঝাইয়া দেওয়ায় এবং সভাপতি মহাশয়ের

ওজস্বিনী বক্তৃতার পর উত্তেজনার সহিত সভাস্থ সকলেই জাতীয় গৌরবরক্ষার আবশ্য-কতা স্বীকার করিলেন। আগামী চিত্রগুপ্ত পূজার দিনে অনেকেই উপবীতী হইবেন। সভায় প্রশ্নোত্তরে গৌড়ীয় কায়স্থের মৌলিকত্বে সন্দিগ্ধমনা জনৈক মিত্রজের ভ্রম দূর করা হয়। "পৌরাণিক অলৌকিক উপাখ্যান যথা, যজ্ঞ হইতে মনুষ্যোৎপত্তি, ব্রহ্মার কায়ায় চিত্র-গুপ্তোৎপত্তি, আবার সে কিরূপে নরলোকে আসিয়া বংশবিস্তার করিল ইত্যাদি ভাব আমরা বুঝিতে পারি না; বর্ত্তমাণ বিজ্ঞান ও যুক্তিমত বুঝিতে চাই"—ইত্যাকারে জনৈক বসুজ "উচ্চশিক্ষিত" যুবক প্রশ্নে থাপন করেন। প্রচারক মহাশয় তদুত্তরে, পুরাণকার আলঙ্কা-রিক পণ্ডিতগণের রূপকের মধ্যে যে ঐতি-হাসিক কত সত্য নিহিত রহিয়াছে তাহা বুঝা ইয়া দেন এবং চন্দ্রবংশ, সূর্য্যবংশ, যজ্ঞোদ্ভব রাঠোর, চৌহান প্রভৃতি শাখা নিচয় যেরূপে ক্ষত্রিয় কাণ্ড হইতে প্রকাশ পাইয়াছে তদ্রূপ চিত্রগুপ্তজ কায়স্থ শাখাও অন্যতম একটী, তাহাও সুন্দর যুক্তিসহ বুঝাইয়া বলেন। আরও আধুনিক বৈজ্ঞানিক রুচি ও ইতিহাসা-নুসারেও যে কায়স্থ ক্ষত্রিয় এবং শীঘ্র উপনয়ণ ও মিলনাবশ্যক তাহাও বুঝান হইয়াছিল। শেষে উক্ত মহাত্মাও নিঃসন্দেহ হইলেন।

৩। কয়েকজন বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভার সভ্য হইতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন; পূজার বন্ধের পর অনেকেই "আর্য্য কায়স্থ প্রতিভা" "কায়স্থ পত্রিকা" ও অন্যান্য কায়স্থ গ্রন্থসংগ্রহ করিয়া কায়স্থতত্ত্বে মনোনিবেশ করিতে প্রতি-শ্রুত হইলেন।

৪। পূজা প্রত্যাসন্ন, অনেকেই ব্যস্ত, কেহবা দেশ বিদেশ ভ্রমণে যাইবেন, বিশেষতঃ জলপ্লাবনের পর এখনও রাস্তা ঘাট পরিস্কার হয় নাই, মফঃস্বল ভ্রমণ অসুবিধা ইত্যাদি নানা কারণে, বিচক্ষণগণের সহিত পরামর্শ মত প্রচারক মহাশয় এসময় উক্ত জেলা ত্যাগ করিলেন, শীতকালে পুনরায় উক্ত অঞ্চলে যাইবেন।

সম্পাদক।

প্রতিবাদ।

গত ভাদ্র-আশ্বিনের যুগ্ম "আর্য্য কায়স্থ প্রতিভায়", "বরপণ সম্বন্ধে দুই একটী কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন, (পুরুষাপেক্ষা) "স্ত্রীলোকের কামপ্রবৃত্তি বেশী।" সেন মহাশয়ের এই প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত ভারতীভূষণ মহাশয়ের "বরপণ গ্রহণ প্রথা" নামক প্রবন্ধের প্রতিবাদবিশেষ। সুতরাং আমাদের এই প্রবন্ধটী উক্ত প্রতিবাদের প্রতিবাদ। ভারতীভূষণ মহাশয় অবশ্যই নিজোক্তি সমর্থন করিবেন;

কিন্তু সেন মহাশয় স্ত্রীজাতির প্রতি যেকটাক্ষ করিয়াছেন, ন্যায়ের মর্য্যাদারক্ষার্থ, দুই একটী কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। আশাকরি, এই অকিঞ্চনের ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি সুধীজনের অপাঠ্যহইবে না। পুরুষবর্গ কামিনীগণকে সম্ভাবাঞ্জনানুরঞ্জিত নেত্রে অবলোকন করিলে আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সফল হইবে। একটী উদ্ভট আছে—

"আহারং দ্বিগুণং প্রোক্তং বুদ্ধিস্তাসাঞ্চতুর্গুণাঃ।
ব্যবসায়ঃ ষড়্‌গুণঃ প্রোক্তঃ কামাশ্চাষ্টাগুণাঃস্মৃতা॥"

"স্ত্রীলোকের কামপ্রবৃত্তি বেশী"—এই বিশ্বাসের মূলে যে উপর্য্যুক্ত শ্লোকটী রচিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহও নাই। উহার সাধারণ অর্থ—স্ত্রীজাতি আহারে পুরুষাপেক্ষা দ্বিগুণ,বুদ্ধিতে চতুর্গুণ, ব্যবসায়ে (কার্য্যাদিতে) ছয় গুণ, কামে অষ্টগুণ। এই শ্লোকটী স্ত্রীদিগকে বড়ই হেয় করিয়া তুলিয়াছে।

আমরা দেখিতে পাই যে, স্ত্রীজাতি প্রকৃতপক্ষে পুরুষগণের অপেক্ষা অন্ন ভিন্ন অধিক ভোজন করেন না; নারীর বুদ্ধি ও ধীশক্তি পুরুষাপেক্ষা যে বেশী নয় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাচীন ও বর্ত্তমান ভারতে দেখা যায়; পুরুষাপেক্ষা নারীর বুদ্ধি যদি ক্ষুদ্রই হইল, তবে ব্যবসায়ে (বুদ্ধির ব্যাপারে) নারী কিরূপে ষড়্‌গুণ হইবে? কামিনীকুলের কাম পুরুষাপেক্ষা অষ্টগুণ।—বিবাহাদি নানা ব্যাপারে পুরুষগণ কামাধিক্যের পরিচয় দিয়া থাকেন। স্ত্রীগণ কিন্তু পতিপরায়ণা, ব্রহ্মচর্য্যানিরতা। সুতরাং স্ত্রীজাতির কাম অষ্টগুণ দূরে থাকুক পুরুষাপেক্ষাও অল্প। নারীগণের প্রতি যাহাদের বিশ্বাস নাই, যাহারা তাঁহাদের প্রতি অনুদার ও নীচভাব পোষণ করিয়া থাকে, তাহারাই অকারণে নারীমনে মর্ম্মান্তিক ক্লেশ দিয়া থাকে। আমরা এক্ষণে উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিব।

নর ও নারীর প্রকৃত অর্থ, পুরুষ ও প্রকৃতি। আহারের অর্থ এখানে "প্রবৃত্তি" বুঝিতে হইবে, ভোজন নহে। পুরুষের একটী মাত্র প্রবৃত্তি আছে, তদ্দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে; প্রকৃতির প্রবৃত্তি দ্বিবিধ, ভোগ ও অপবর্গ। পুরুষের স্বরূপ-চৈতন্যই একমাত্র বুদ্ধি, কিন্তু প্রকৃতিতে লৌকিকী, সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই বুদ্ধি চতুষ্টয় রহিয়াছে। আনন্দোপভোগই পুরুষের একমাত্র ব্যবসায় কিন্তু দর্শনশাস্ত্রোক্ত ষড়ৈশ্বর্য্য (ধর্ম্ম, যশঃ, কর্ম্ম,শ্রী,জ্ঞান ও বৈরাগ্য) এই ছয়টী প্রকৃতির ব্যবসায়; সুতরাং পুরুষাপেক্ষা প্রকৃতির ব্যবসায় ষড়্‌গুণ। কামের যথার্থ অর্থ কামনা, দ্বৈতবাদীর মতে মুক্তিলাভই পুরুষের একমাত্র ইচ্ছা, কিন্তু প্রকৃতি অণিমা, মহিমা, লঘিমা, গরিমা, প্রাপ্তি, প্রকাশ্য, ঈশিতা ও বশিতা—এই অষ্টসিদ্ধির কামনা করেন। এইরূপে প্রকৃতির কাম পুরুষাপেক্ষা অষ্টগুণ।

এক্ষণে বোধ হয় প্রতীতি হইবে যে,স্ত্রীজাতির এই কলঙ্ক সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও ভ্রমমূলক। স্ত্রীজাতি অতীব কোমলপ্রকৃতি বিশিষ্ট—স্নেহ, মমতা ও প্রীতির আধার স্বরূপ। পুরুষগণ বিলাস-কৌতুক-কলুষিত নেত্রে নারীগণের প্রকৃতির যে কলঙ্ক দেখিতেছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আশা করি, সদ্বিবেচক, প্রশস্তহৃদয় পুরুষমাত্রই স্ত্রীজাতিকে যথোচিত সম্মানের চক্ষুতে দেখিয়া তাহাদের মনস্তুষ্টি সাধন করিবেন। কামিনীকুল পুরুষগণের সম্ভাববর্দ্ধিনী হইলে ভারতের কল্যাণ হইবে। ভগবদ্ভাবাঞ্জনে ভারতীয় নরনারীর চক্ষু অনুরঞ্জিত হউক।

শ্রী সুধাকুমার ঘোষ।

বিজয়া।

অদ্য ১৩২২ কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিবসে শুভ সোমবারে বঙ্গের বিজয়োৎসব। এমন একটা দিনে ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র দুর্গাপূজান্তে তাঁহার চতুরঙ্গ সৈন্য সহিত বিজয়োৎসবে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। এই মহোৎসবের ফল স্বরূপ তিনি রাবণকে সবংশে নিহত করিয়া সীতাদেবীকে উদ্ধার করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। আমরাও ঠিক সেই সময়ে সেই পূজান্তে সেই বিজয়োৎসবে উন্মত্ত। আজ সমগ্র বঙ্গ একটী অপূর্ব্ব আনন্দে নিমজ্জিত। আজ রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, উচ্চ, নীচ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলেই যেন একত্বে পরিণত হইতেছে। আজ যে কোলাকোলী আরম্ভ হইল তাহা জাতি কুল ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সম্বৎসরেও শেষ হইবে না। 'আর্য্য কায়স্থ-প্রতিভা' এই আনন্দ উৎসবে যোগদান করিয়া তাঁহার গ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক, বন্ধুগণ ও পাঠকবর্গকে পূর্ণপ্রেমে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিতেছে। শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলবিধান করুন ইহাই প্রতিভার প্রার্থনা।

২। আজ আমাদের রক্ষাকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা মহামহিমাময় ইংরাজজাতি এবং আমাদিগের প্রজারঞ্জক সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ও সাম্রাজ্ঞী মেরী জয়যুক্ত হউন, কারণ তাঁহাদের জয়ের সহিত ভারতের জয় ঘন-সন্নিবিষ্ট তাঁহারা যে মহাসমরে স্বাধীনতা ও ন্যায়ের পক্ষ-সমর্থন জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন এবং যাহার জন্য তাঁহারা অকাতরে অজস্র অর্থ ও সৈনিক হৃদয়ের রক্ত পূর্ণবেগে ব্যয় করিতেছেন, এই মহাসমরে তাঁহারা সত্বর জয়লাভ করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। আমরা মনে করিয়াছিলাম বর্ত্তমান কার্ত্তিক মাসে এই ভীষণ সমরের একটি সীমান্তদেশ আমরা অবলোকন করিতে পারিব। কিন্তু সেই আশা, আমরা দেখিতেছি, আমাদের পূর্ণ হইবার নহে; পক্ষান্তরে যুদ্ধের আয়তন যেন শনৈঃ শনৈঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। আমাদের শত্রুপক্ষের সহিত ক্ষুদ্র হইলেও বলবান একটী চতুর্থ শক্তি বুলগেরিয়া যোগদান করিয়াছেন, রুমেনিয়াও যেন ইতস্ততঃ করিতেছেন, যুদ্ধ ভীষণবেগে চলিতেছে। দার্দ্দানেলিস্ প্রণালী মুখে যুদ্ধ করিতে করিতে মিত্রপক্ষগণের যুদ্ধ-জাহাজ এবং স্থলে সৈন্যগণ ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে। স্তাম্বলের পতন যেন প্রত্যাসন্ন। তুরস্কগণ বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছেন।

৩। পাশ্চাত্য সমরে ভারতবাসীর রাজভক্তি রক্তাক্ষরে ও অর্থাক্ষরে জীবন্তভাবে লিখিত হইতেছে। শিখ, গুর্খা, রাজপুত, পাঠান, ইংরাজের পক্ষ সমর্থন করিয়া অকাতরে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছেন। ধন্য এই সমস্ত বীর পুরুষ! যে যুদ্ধে তাঁহারা

আজ নিযুক্ত ও যাহাতে সুমেরু সমতুল্য হিরণ্য ও কুমেরুর ন্যায় স্তূপীকৃত লোকক্ষয় হইতেছে তাহা মিত্রপক্ষগণ ইচ্ছাক্রমে আহ্বান করেন নাই; পক্ষান্তরে তাহার নিবারণ কল্পে ইংরাজ জাতি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধ উদ্ঘাটিত স্বর্গদ্বারের ন্যায় যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। এই প্রকার যুদ্ধ সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥৩২॥

যে জাতি এই প্রকার স্বাধীনতার যুদ্ধলাভ করেন তাঁহারাই সুখী। এই ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে একটি চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব সূত্রে পাশ্চাত্য মহাজাতিগুলি নিবদ্ধ হইবেন, এবং যুদ্ধান্তে একটি চিরমধুর, চিরসুন্দর,চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তি সমগ্র জগতের নরনারীগণকে আনন্দ বিতরণ করিবে। সমরশেষে ভারতবর্ষের শুভসময় উপস্থিত হইবে এবং তাহার অধিবাসীগণ পূর্ণভাবে স্বায়ত্বশাসন সম্ভোগ করিতে পারিবেন, এরূপ আশা করা যায়।

৪। এই বিজয়ার দিনে আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত লিখিতেছি যে ব্রাহ্মণ-সমাজের সহিত ব্রাহ্মণেতর জাতিগুলির বিবাদ বিসম্বাদ অনবরত চলিতেছে। কায়স্থগণ তাঁহাদিগের স্বধর্ম্ম পালন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে বাধা প্রদান করিতেছেন। সুখের বিষয় কলিকাতা মহানগরে শিক্ষিত উদারচেতা একদল মহাত্মা উত্থিত হইয়াছেন যাঁহারা সমাজমধ্যে এই সমস্ত অন্তর্বিদ্বেষ যাহাতে শীঘ্র অবসান হয় তজ্জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। যে জাতির মধ্যে এইরূপ ঈর্ষা ও দ্বেষাদি অনবরত চলিতেছে সেই জাতি স্বায়ত্বশাসন কি প্রকারে সম্ভোগ করিতে পারে আমরা বুঝিতে পারি না। ব্রাহ্মণগণ নমঃশূদ্রাদি কতকগুলি জাতিকে সমাজে অচল করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের স্পৃষ্ট জল তাহারা পান করেন না। পূর্ব্ববঙ্গে নমঃশূদ্র একটী প্রধান জাতি। তাহারাই আমাদের কৃষক, বিপদের সময় তাহারাই আমাদের প্রধান সহায়। তাহারা দলে দলে আমাদের হিন্দু-সমাজ ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছেন। বঙ্গীয় সমাজের কত ক্ষতি হইতেছে তাহা কে বলিতে পারে। আমরা আশা করি ব্রাহ্মণ-সমাজ তাহাদিগকে জলচল করিয়া লইয়া, ব্রাহ্মণের মন সমতারূপ ব্রহ্মে অবস্থিত তাহার নিদর্শন প্রদান করিবেন।

৫। অন্য বৎসরের ন্যায় এবারও পূজার এটি পবিত্র দিবসে পশুরক্তে মাতার মন্দির কলুষিত হইয়াছে। এই প্রকার বলিদান যে অশাস্ত্রীয় তাহা মনীষিগণ বিশেষভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। তথাপি ইহার নিবৃত্তি নাই। আমরা আশা করি ব্রাহ্মণ-সমাজ ইহার নিবারণ কল্পে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিবেন।

৬। উপসংহারে কায়স্থ মহোদয়গণ! আমরা যে সামাজিক মহাসমরে নিযুক্ত, তাহাতে জয়লাভ করিতে হইলে আমাদের প্রায় একলক্ষ উপনীত সৈনিকের আবশ্যক। আসুন কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া আগামী ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মধ্যে

যথারীতি উপবীত হইয়া কায়স্থ সাহিত্য পাঠে মনোনিবেশ করুন। অনতিবিলম্বে আপনাদের সাহায্য প্রয়োজন হইবেক। যতদিন একলক্ষ উপবীত কায়স্থ সৈনিকের সংখ্যা পুর্ণ না হয় ততদিন আমাদের জয়াশা নাই। আর বঙ্গীয় কায়স্থ সভা আপনাদিগকে প্রচার কার্য্যে মনোযোগী হইতে আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি। এই পূজার বন্ধোপলক্ষে বিদেশগত অনেক কায়স্থ মহাত্মা স্বগৃহে অবস্থান করিতেছেন, আপনারা অনতিবিলম্বে ৮ জন প্রচারক ৪ দিকে প্রেরণ করুন। বার্ষিক একটী সভা ও ক্ষুদ্র একখানি পত্রিকা প্রচার করিয়াই আপনাদের কর্ত্তব্যের অবসান মনে করিবেন না।—আমাদের আদিপুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তের পূজা যেন এবার গৃহে গৃহে লক্ষ্মীপূজার ন্যায় অনুষ্ঠিত হয়, তাঁহার কৃপায় সমগ্র বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ উপবীতী হইয়া একটী বিরাট ক্ষত্রিয় জাতিতে পরিণত হউক ইহাই আমাদের বিজয়ার শুভ প্রার্থনা ইতি।

শুভমস্তু সর্ব্বজগতাং।

সম্পাদক।

শ্রীশ্রীবিজয়া।

দেবি প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতে
নিত্যং যথা সুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্ব্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু
উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্॥

"বিজয়া," "বিজয়া," "বিজয়া"।—"জয়া" ও "বিজয়া" জগৎপ্রসবিনী শক্তীশ্বরীর চির প্রিয় সখীদ্বয়। শক্তি, শ্রী, সরস্বতী, জয়া ও বিজয়া,—এই নামগুলি এখনও এই মৃতপ্রায় আর্য্য-সন্তানের কর্ণে কি অদ্ভুত রসের ধারা ঢালিয়া দেয়! জগতের মানবজাতির সংসদে, একদিন যে আমাদেরও সুখের, সম্মানের ও সৌভাগ্যের উচ্চ স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, আমাদের যে এককালে শক্তি, শ্রী ও বিদ্যা ছিল, আমাদের পূর্ব্বপিতৃগণ যে জয় ও বিজয় করিতেন, সুদূরপ্রস্থিত অতীতে এ জাতি প্রকৃতই যে শিক্ষা, সৌভাগ্য, সভ্যতা ও শক্তিতে জগদ্বন্দনীয়া ছিলেন,—এই কয়টি শব্দ এখনও তাহা স্মরণ করাইয়া দেয়।

এই যে এখন বৎসর বৎসর বসন্ত ও শরৎ কালে, নিয়মিত ও গতানুগতিক ভাবে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিকের এবং গণপতি সহিত মহামহিমময়ী শক্তীশ্বরীর পূজা বঙ্গদেশের ধনবান্ এবং সৌভাগ্যবান্ হিন্দুর গৃহে গৃহে নির্ব্বাহিত হইতেছে, ইহা কিসের পূজা? কিসের উৎসব? কল্পারম্ভ, বোধন, অধিবাস, আমন্ত্রণ, পূজা এবং বিসর্জ্জন;—তাহার আনুষঙ্গিক চণ্ডীপাঠ, ব্রাহ্মণ ভোজন, নৃত্যগীতাদি উৎসব, বৎসরের পর বৎসর, কলের মত চলিতেছে, কিন্তু কে ভাবিয়া দেখেন, কে বুঝিবার চেষ্টা করেন,—কিসের এ পূজা, কিসের

এ উৎসব, কেন এত আয়োজন ? ভারতের অন্য প্রদেশে, এরূপ মৃন্ময়ী-মূর্ত্তির অর্চ্চনা প্রচলিত নাই, তাহার স্থলে "নবরাত্রি" "দশেরা" প্রভৃতি নামে খড়্গপূজা, ঘটে-দেবী-পূজা, পশুবলি প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে।

বঙ্গদেশের পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন এবং আপামর সাধারণ তাহারই পুনরাবৃত্তি করেন যে, ত্রেতাযুগে মর্য্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র স্বীয় মহিষী জনকনন্দিনী সীতা দেবীর উদ্ধারের নিমিত্ত রাবণবধরূপ উদ্দেশ্য লইয়া আশ্বিনমাসে, অকালে, মায়ের মৃণ্ময়ী মূর্ত্তির পূজা করিয়াছিলেন। বর্ষাকালে দেবতাগণের নিদ্রার কাল, তাই রামকে দেবীপূজার পূর্ব্বে দেবীর নিদ্রাভঙ্গের জন্য "বোধনের" বা ঘুম ভাঙ্গানর আয়োজন করিতে হইয়াছিল। কালিকা পুরাণ ও নন্দিকেশ্বর পুরাণ প্রমুখ উপপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের এই পূজার প্রসঙ্গ সংস্কৃতভাষায় বিবৃত আছে এবং বাঙ্গালার আদিকবি কৃত্তিবাস তাঁহার "রামায়ণে"ও এই বিবরণ অতি করুণভাষায় বর্ণনা করিয়া বাঙ্গালার প্রত্যেকের হৃদয়ে উহার প্রভাব চিরমুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। মায়ের পূজার নিমিত্ত শ্রীরামচন্দ্র অষ্টোত্তরশত নীলপদ্ম সংগ্রহ করিয়াছিলেন কিন্তু যথাকালে একটী পুষ্পের অভাব হওয়ায়, এবং সেরূপ পুষ্প লয়ার একান্ত অপ্রাপ্য বলিয়া, ভক্তশ্রেষ্ঠ বীরবর রামচন্দ্র নিজের নীলোৎপলসদৃশ্য একটি চক্ষুদ্বারা ফুলের অভাব পূর্ণ করিতে উদ্যত হওয়ায় কৃপাময়ী মা তাঁহাকে দর্শন দেন, কৃত্তিবাস নিজ রামায়ণে লিখিয়াছেন ; এবং এরূপ করুণ-রসাত্মক রচনা তাঁহার সুমিষ্ট রচনায় অন্যত্র দুর্লভ বলিতে হয়। পাঁচালীকার ৺দাশরথি রায় আবার এই প্রস্তাব নিজ পাঁচালীতে কীর্ত্তন করিয়া ইহাকে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সুপ্রচারিত করিয়াছেন।

এইরূপে,তিনদিন দেবীপূজা সম্পন্ন করিয়া চতুর্থদিনে, দশমীতিথিতে, অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র রাবণবধ ও লঙ্কাবিজয়ে কৃতকার্য্য হইয়া নিজ সহায় ও স্বজন লইয়া যে মহোৎসব করিয়াছিলেন, তাহারই নাম "বিজয়া" এবং বর্ষে বর্ষে আজিও সেই বিজয়-স্মৃতির উদ্বোধন নিমিত্ত বঙ্গে "বিজয়ার" উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে।

এইত আমাদের দেশের প্রবাদ বা ঐতিহ্য। জানি না, কোনও বিখ্যাত ঐতিহাসিক অথবা প্রত্নতত্ত্ববিৎ আমাদের "বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব" মহাপূজার প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়াছেন কিনা, অথবা সেই গবেষণায় কি ফল হইয়াছে আমরা সেরূপ অনুসন্ধানের কার্য্যে সম্পূর্ণ অক্ষম সুতরাং সে চর্চ্চা এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য নহে। তবে, আমাদের মনে কালিকাদি উপপুরাণোক্ত এবং দেশপ্রচলিত প্রবাদের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে এবং তাহাই যথাসম্ভব সংক্ষেপে আমরা নিবেদন করিব।

সকলেই অবগত আছেন যে বর্ত্তমান সময়ে কলিযুগের ৫০১৮ শতাব্দ চলিতেছে অর্থাৎ অদ্য হইতে ৫০১৬ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাল আরম্ভ হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বে দ্বাপরযুগ চলিয়া গিয়াছে। শাস্ত্রানুসারে কলির সংখ্যা ৪,৩২,০০০ বৎসর এবং দ্বাপর যুগের বর্ষসংখ্যা কলির দ্বিগুণ ও ত্রেতার সংখ্যা কলির ত্রিগুণ। যদি আমরা অনুমান করি যে শ্রীরামচন্দ্র ত্রেতাযুগের প্রত্যন্তকালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহা

হইলেও তিনি দ্বাপর যুগের ৮,৬৪,০০০ বৎসর এবং কলির ৫০১৬ বৎসর অর্থাৎ অদ্য হইতে ৮,৬৯,০১৬ বৎসর সুতরাং প্রায় নয়লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন বলিতে হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এইরূপ অঙ্কাতাঙ্কের তালিকা দেখিলে ভয়ে অতিমাত্র সন্ত্রস্ত হইয়া উঠেন; কারণ তাঁহাদের বাইবেলের মতে পৃথিবীর বয়স অদ্য হইতে ছয়হাজার বৎসরের অধিক হয় নাই এবং সৃষ্টির প্রথম মানব আদম খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৪০০৪ অব্দে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া নির্নীত হইয়াছে। এ দেশের অনেক পণ্ডিতও ভয়ে ভয়ে পাশ্চাত্য প্রবীণদিগের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, এত প্রাচীনকালে মৃন্ময়ীমূর্ত্তির পূজা প্রচলিত ছিল কিনা, তাহা বিশেষজ্ঞের অনুসন্ধেয়। যাঁহারা বৈদিকসংহিতা ও ব্রাহ্মণাদি শাস্ত্রের অনুশীলনে জীবন বিনিয়োগ করিয়াছেন, এরূপ বহু পণ্ডিতের মতে বৈদিককালে কর্ম্মকাণ্ড বলিতে অশ্বমেধাদি বিবিধ যজ্ঞ এবং জ্ঞানকাণ্ড বলিতে ঔপনিষদিক ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন বুঝাইত, কিন্তু তৎকালে মূর্ত্তিপূজার প্রচলন হয় নাই। বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ গ্রন্থ বর্ত্তমান কালে প্রক্ষিপ্তবহুল হইলেও উহার মধ্যে অগ্নিহোত্র এবং যজ্ঞ ভিন্ন মূর্ত্তিধারী দেবদেবীর কোন পূজার কথা নাই,—রামচন্দ্র কর্ত্তৃক দুর্গাপূজার ত নামমাত্রেরও উল্লেখ নাই। এমন কি কলির প্রারম্ভে রচিত বলিয়া বিখ্যাত "মহাভারতে" ইতস্ততঃ শিব ও দুর্গার [illegible] এবং তাঁহাদের [illegible] শিবমন্দির অথবা বিষ্ণুমন্দির স্থাপনের কিংবা প্রস্তর, ধাতু অথবা মৃত্তিকাদি নির্ম্মিত মূর্ত্তির পূজার বিবরণ নাই। রামচরিত সম্পর্কে বাল্মীকি রামায়ণ ভিন্ন অন্য কোনও পুরাণ বা রামায়ণকেও প্রামাণ্য বলা যায় কিনা, তাহা সুধীজনের বিবেচনার বিষয়।

শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক এই শারদীয়া পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিলে কাশী ও কোশলাদি প্রদেশে এই পূজার অধিকতর প্রচার থাকিত। কিন্তু, বাঙ্গালী যথায় যান নাই, তথায় নাকি মৃণ্ময়ী দশভুজার পূজার বার্ত্তাও অশ্রুত, পূজার ত কথাই নাই। রাজপুতানার মেবার এবং মারওয়াড় রাজ্যের রাজগণ শ্রীরামচন্দ্রের বংশোদ্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের রাজ্যেও মৃণ্ময়ী-দুর্গার পূজা অজ্ঞাত এবং তৎপরিবর্ত্তে তথায় "নবরাত্রি" নামক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া থাকে। কর্ণেল টড্ তাঁহার প্রসিদ্ধ "রাজস্থান" পুস্তকে এই "নবরাত্রি" অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে চান্দ্রশুক্ল আশ্বিনের প্রতিপদ তিথি হইতে একাদশী পর্য্যন্ত প্রত্যহ করণীয় কতকগুলি অনুষ্ঠান আচরিত হইয়া থাকে, কিন্তু মৃণ্ময়ীমূর্ত্তির পূজা নাই। দাক্ষিণাত্য প্রদেশেও আমাদের "দুর্গোৎসব" নাই। তবে কি ইহা বাঙ্গালার অথবা বাঙ্গালীর পূজা? (ক)

কোচবিহার রাজবংশের বিবরণে দেখা যায় যে, মা দশভুজা মূর্ত্তিতে এই রাজবংশের

(ক) মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত "দেবীমাহাত্ম্য" প্রকরণে রাজা সুরথ ও বণিক্ সমাধি কর্ত্তৃক যে পূজার বৃত্তান্ত আছে, তাহার সহিত বাঙ্গালার "দুর্গাপূজার" বিশেষ মিল নাই। লেখক।

স্থাপয়িতাকে দর্শন দিয়াছিলেন এবং এখনও সেই নৃপতির দৃষ্ট মূর্ত্তি প্রতিবৎসর কোচবিহারের রাজবংশের দ্বারা পূজিত হইয়া আসিতেছেন। এই মূর্ত্তি সুবৃহৎ, দশভূজা, মহিষাসুরের সহিত মহাযুদ্ধে ব্যাপৃতা; তাঁহার বর্ণ উষাকালের সূর্য্যের ন্যায় আরক্ত, এবং মস্তকের কিরীট মেঘস্পর্শী। প্রকৃতই প্রতিমার ঊর্দ্ধে পর্ব্বত এবং তদুপরি মেঘবিন্যাস গঠিত হইয়া থাকে। এই পূজায় লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক অথবা গণেশের স্থান নাই,—উপরে চালচিত্রও নাই। দেবী একাকিনী মহিষাসুর-বিজয়ে নিযুক্তা, তবে দুই পার্শ্বে তাঁহার নিত্যসখীদ্বয়, জয়া ও বিজয়া আছেন। দেবী যেরূপ দশভুজা মূর্ত্তিতে কোচবিহার-রাজাকে দর্শন দিয়াছিলেন, তদবধি বর্ষে বর্ষে সেই মূর্ত্তি কোচবিহার রাজবংশে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। কালিকাপুরাণ ও কামরূপ দেশ এবং কামাখ্যা ও কালিকাদি তান্ত্রিক দেবীগণের পূজার বর্ণনায় পূর্ণ;—এই উপাদান হইতে শারদীয়া দুর্গোৎসব বাঙ্গালীর নিজস্ব কিনা তাহা নির্দ্ধারণ করিতে সম্ভবতঃ কোন সাহায্য হইতে পারে কিনা তাহা ঐতিহাসিকগণের বিবেচনার বিষয়।

পূজার ঐতিহ্য যাহাই হউক, যিনিই এই মহোৎসবের প্রবর্ত্তক হউন,—কিন্তু ইহা যে মহাপূজা, বা রাজার পূজা, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজা ভিন্ন, শক্তিশালী ক্ষত্রিয় ভিন্ন এই শক্তিপূজায় কে অধিকারী? বিদ্যার্জ্জন অথবা ভারতীর পূজা, রাজশ্রী লাভ, ধনার্জ্জন অথবা লক্ষ্মীপূজা, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের পূজা,—যুদ্ধোন্মত্ত এবং শত্রুশোণিত লিপ্সায় গণাধিপতি বিনায়কের পূজা এবং সর্ব্বোপরি সকল শক্তির অধিশ্বরী রণরঙ্গিণী মহিষমর্দ্দিণীর পূজা, আর কাহার সাধ্য? রাজসিক ভাবের পূর্ণ উপাসক যিনি, সর্ব্ববিধ শক্তির পূজক যিনি, সর্ব্বৈশ্বর্য্যের অধিকারী যিনি সেই রাজা বা বীরই, এই পূজার প্রকৃত অধিকারী। ভিখারী অথবা বৈরাগী এ পূজার অধিকারী নহেন। যে মূর্ত্তির দশহস্তে শত্রুর শোণিত-রঞ্জিত শেলশূলাসি-শক্তিশরখাদি অস্ত্র শস্ত্র শোভিত এবং সর্ব্বাঙ্গ শোণিত রঞ্জিত, যাঁহার মুখ ও চক্ষুর শ্রী জয় ও মদে উৎফুল্ল, যাঁহার বাহন ব্যাদিতবদন রক্তাক্ত লেলিহান জিহ্বা শমন সমান সিংহ, শত্রুসংহারই যাঁহার ব্যবসায়,তাঁহার পূজা রণরঙ্গবিলাসী শত্রুতাপন,শোণিতপ্লাবন-দর্শনে-উৎসুক ক্ষত্রিয়শূরই করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

তবে, নিতান্ত নিরীহ, কলমপেশা কেরাণী অথবা কপটতাপুট পাটোয়ারীর জাতি বলিয়া পরিচিত কায়স্থদিগের এই মহাপূজায় কি অধিকার আছে? এই প্রশ্নের উত্তর কে দিবেন? বর্ত্তমান ভারতবর্ষের দিকে চাহিলে প্রকৃতই আমাদিগকে হতাশ হইতে হয়, বঙ্গদেশের ত কথাই নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, বা অধ্যাপক হইতে হাইকোর্টের প্রধান জজ কিংবা বড়লাটের বড় সভার মাননীয় পারিষদের আসন কায়স্থ অলংকৃত করিয়াছেন বা করিতেছেন দেখাইতে পারি, কায়স্থ পণ্ডিত এমনকি ধর্ম্মগুরুর নামও গর্ব্বে উচ্চারণ করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে এই মহাপূজায় তাহার কি অধিকার? একমাত্র সুরেশ বিশ্বাসের নাম করিয়া কি কায়স্থ শক্তীশ্বরীর বোধনে অধিকার পাইবে?

এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে,—ইতিহাসিক সাক্ষী মানিয়া, তাহার কথা শুনিতে হইবে। সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক আবুল ফজল স্বপ্রণীত "আইন—ই—আকবরী" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, (খ) এইদেশে ২৪১৮ বৎসর ক্ষত্রিয় অধিকার এবং তৎপরে ২০৩৮ বৎসর কায়স্থ অধিকার ছিল, তাহার পরে মুসলমান অধিকার হইয়াছে। এই বিষয় অবলম্বন করিয়া "বিশ্বকোষ" সম্পাদক পণ্ডিতবর প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় বলিয়াছেন—"এখন আবুল ফজলের গণনা মোটামুটী ধরিয়া লইলে বলিতে পারি যে, সম্রাট্ অশোকের পূর্ব্বেই এখানে কায়স্থ অধিকার ঘটিয়াছিল।" আমরা বিষ্ণুপুরাণাদি আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে মহাভারত যুদ্ধের পর মগধে জরাসন্ধবংশীয় রাজগণ ১০০০ এক সহস্র বৎসর রাজত্ব করিলে পর, ঐ বংশের শেষ নৃপতি রিপুঞ্জয়কে বিনাশ করিয়া মন্ত্রী মুনিক অথবা শুনক নিজপুত্র প্রদ্যোতকে মগধ-সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এই প্রদ্যোতবংশ ১৩৮ বৎসর এই রাজ্য ভোগ করেন। তাহার পরই শেষনাগ অথবা শিশুনাগ এই রাজ্য অধিকার করেন এবং তাঁহার বংশ প্রায় সার্দ্ধ চারিশত বৎসর মগধরাজ্য শাসন করেন। (গ) এই যে নাগবংশ, ইহা ভারতীয় ক্ষত্রিয়বংশের এক বিখ্যাত শাখা এবং পুরাণ-প্রথিত সূর্য্য এবং চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণ ইঁহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত মৌর্য্যবংশের স্থাপয়িতা সম্রাট চন্দ্রগুপ্তও এই নাগকুলোদ্ভূত "মোরি" শাখা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কর্ণেল টড্ এ সম্বন্ধে তাঁহার "রাজস্থান" পুস্তকে বিশেষরূপ আলোচনা করিয়াছেন। ভূস্বর্গ কাশ্মীরে এই নাগবংশ বহুকাল শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস এই যে এই শেষনাগবংশ হইতেই বঙ্গ ও মগধে কায়স্থাধিকার আরম্ভ হইয়াছিল। নাগবংশের পর মৌর্য্যবংশ, তাহার পর শুঙ্গবংশ এই দেশে রাজ্য করিবার পর, শুঙ্গবংশের শেষ নৃপতি দেবভূমির পুরোহিত ব্রাহ্মণাস্পদ সুশর্ম্মা প্রভুহত্যা করিয়া রাজ্য অধিকার করেন এবং তাঁহার বংশীয় চারিজন নৃপতি প্রায় চল্লিশ বৎসর রাজ্যশাসন করিবার পরে এই রাজ্য অন্ধ্রদেশীয় নৃপতিদিগের হস্তগত হয়। তাহার পর আবার শুঙ্গ অথবা মিত্রবংশীয় রাজগণ পুনশ্চ কায়স্থ মর্য্যাদা প্রবল করিয়া তুলিলে পর, ক্রমশঃ গুপ্ত, পাল, শূর, সেন প্রভৃতি বংশধারা প্রাচ্যভারতে কায়স্থজাতির বিজয়-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। ভগবান্ তথাগতের অবতারের কিঞ্চিৎ পরেই বঙ্গদেশীয় সিংহপুর রাজ্যের কায়স্থ-রাজকুমার বিজয়সিংহ মহাসমারোহে সমুদ্রযাত্রা করিয়া সিংহলবিজয় করেন এবং ক্রমশঃ বাঙ্গালী কায়স্থরাজগণের ছত্রচ্ছায়ার আনুকূল্যে ভারতমহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে আর্য্যসভ্যতা এবং ধর্ম্ম বিস্তৃতি লাভ করে। কায়স্থ জাতির বিশেষতঃ বঙ্গদেশের কায়স্থদিগের এই

(খ) Cal : H. S. Jarrett's Ain-i-Akbari Vol. I, p 143-146.

(গ) বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ ২৪ অধ্যায়, ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ১ম অঃ।

রাজশ্রী যে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ও জীবিত ছিলেন, তাহা ইতিহাস পাঠকের অজ্ঞাত নহে। ফলতঃ বিজয় ও বিজয়ার কায়স্থজাতির চিরাগত অধিকার রহিয়াছে। ভগবতী বিজয়-লক্ষ্মী স্বয়ং যে জাতির বংশধরদিগের ললাটে রাজ্যশ্রীর সোহাগ-তিলক অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, সে জাতির পক্ষে শক্তিপূজা ও বিজয়া মহোৎসবের অনুষ্ঠান স্বাভাবিক বটে; সুতরাং সন্দেহ অমূলক।

বাঙ্গালী কায়স্থ যে প্রকৃত ক্ষত্রিয়, বীর এবং রাজার জাতির গৌরবে গৌরবান্বিত, বহুদিনের অনভ্যাসে সে কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তাই কায়স্থের ভীরুত্ব বা শূদ্রত্ব অপবাদ। বহুদিনের অনভ্যাসে জীবের আকৃতি বর্ণ এবং স্বভাবে যে কত আশ্চর্য্যরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে তাহার প্রমাণ বিখ্যাত পণ্ডিত ডারউইন দিয়াছেন। যিনি দেখিতে জানেন, তিনি নিত্যই ইহার প্রমাণ চক্ষুর সম্মুখেই পাইবেন। বন্য এবং গৃহ-পালিত পশুপক্ষ্যাদির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেই সহজে অভ্যাস ও অনভ্যাসের প্রভাব বুঝিতে পারা যায়। অনভ্যাসে আমাদেরও তাই আত্ম-বিস্মৃতি জন্মিয়াছিল। শুভক্ষণে সুরেশ বিশ্বাস বিদেশ এবং বিধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাই বাঙ্গালী কায়স্থের বীর্য্য ও সাহসের অস্তিত্ব অনেকদিন পরে, জগতের সম্মুখে প্রকটিত হইয়া পড়িল! সে দিন আমরা ধন্য হইলাম!

আবার বাঙ্গালী কায়স্থের শুভদিন আসিল। বর্ত্তমান য়ুরোপীয় মহাসমরক্ষেত্রে বাঙ্গালী যাহাতে তাঁহাদের প্রিয়তম সম্রাটের সিংহ-লাঞ্ছিত পতাকাতলে দণ্ডায়মান হইয়া বিশাল বৃটীশ-সাম্রাজ্যের গৌরবরক্ষাব্যাপারে যথোচিত অংশগ্রহণ করতঃ ধন্য হইতে পারে, তাহার জন্য চন্দ্রবংশীয় চেদিরাজকুলের ভূষণ-স্বরূপ বসুবংশীয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া আমাদের মুখরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টার ফলে এবার বৃটীশ বাহিনীর মহাবিজয়োৎসব ব্যাপারে বাঙ্গালী কায়স্থের যোগদান করিবার অধিকার জন্মিয়াছে। তাই আমরা লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে দেবীর নিকট শত্রুনিপাতের জন্য প্রার্থনা করিতেছি, "বলং দেহি, দ্বিষো জহি।"

য়ুরোপীয় মহাসংগ্রামে বৃটীশ বাহিনী ও তাহার পরাক্রান্ত মিত্রবর্গের বিজয়লাভ আগতপ্রায়। যদিও আমরা এবার চান্দ্র-আশ্বিনের শুক্লাদশমী তিথিতে এই মহা-বিজয়ার মহোৎসবে মাতিতে পারিলাম না, তথাপি তাহার আশা আমাদিগের হৃদয়কে অতিমাত্র প্রোৎসাহিত করিতেছে, আমরা লক্ষকণ্ঠে মায়ের নিকট এই শুভদিনের সত্বর আগমন-নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছি। মা, আমাদিগকে প্রকৃত বিজয়ার আনন্দ করিতে দাও মা!

প্রাচীন ও নবীন ঐতিহাসিক "বিজয়া" ভিন্ন আর একটী সত্য ও সনাতন "বিজয়া" আছে,—সে বিজয়া নিত্য, সত্য সুতরাং সনাতন। পাপের উপর পুণ্যের যে বিজয় আমরা সেই বিজয়ের কথাই বলিতেছি। এই বিজয়ার উৎসবে যে সকল ভাগ্যধরের অধিকার আছে, তাঁহারা এই "বিজয়া" তিথিতে মহোৎসব করুন, আমরা দূর হইতে দেখিয়া এবং তাহাদের চরণরেণু মস্তকে ধরিয়া কৃতার্থ হই।

তবে মা, বিজয়া ও জয়ার প্রিয়সখী, জননী, অভেদাত্মা দেবি দুর্গে! দাও মা আমাদিগকে বিজয় দাও। রোগ, শোক, দুঃখ ও দারিদ্র্যরূপ শত দুর্গতির গহনে পড়িয়া আমরা কাতর কণ্ঠে তোমায় ডাকিতেছি,—মা দুর্গে, শিবানি,বরদে, বিজয়ে, অভয়ে,—আমাদিগকে ত্রিতাপের উপরে বিজয় দাও। তোমার অভয় পদরেণু জ্ঞানাঞ্জন আমাদের নয়নে দিয়া আমাদের মোহনাশ কর মা। জগজ্জননী ত্রিলোকেশ্বরী, অমৃতময়ীর সন্তান আমরা, আমাদের ত সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিজয়। কুবের যাঁহার ভাণ্ডারী, যম যাঁহার আজ্ঞাকারী, ঈশ্বর যাঁহার চিরপদানুগত, তাঁহার সন্তান আবার দুঃখ দুর্গতির প্রাশে ত্রাসিত? কি ভ্রম, কি মায়া! মা, আমরা চিরবিজয়ের নিত্যাধিকারী, আমাদের একি বিড়ম্বনা? মা ভৈঃ, আমাদের সর্ব্বত্র বিজয়, নিত্য আমাদের বিজয়া।

আজি বিজয়া-তিথির শুভপ্রদোষ কালে, মা, সর্ব্বাগ্রে তোমার চরণে প্রণত হই। অখিল জগতের জননী তুমি, অখিল জগতে, অখিল জগতের প্রণামের সর্ব্বপ্রথম অধিকারিণী তুমি, তোমার চরণে, মা, প্রথমেই কোটি কোটি প্রণাম। তাহার পর, পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ মাতামহী প্রভৃতি পরলোকগত এবং ইহলোকগত গুরুজনবর্গের শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম। তাহারপর উত্তরে ও দক্ষিণে,পূর্ব্বে ও পশ্চিমে, উর্দ্ধে এবং অধোভাগে যিনি আছেন, যাঁহারা আছেন, আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সমস্ত জীব, আমার ভূমিনাস্ত প্রণাম গ্রহণ কর, আমাকে অশীর্ব্বাদ দান কর কে দয়া করিয়া এই অধমকে আলিঙ্গন দিতে আসিতেছে আইস, সকলেই আইস, আমি তোমাদিগের পুণ্যস্পর্শে পবিত্র হই। সমস্ত বৎসরটা "এই শত্রু, ওই শত্রু," করিয়া ঝোপে ঝোপে বাঘ দেখিতেছি; পরম বন্ধু বলিয়া যাহাকে বুকে করিতে গিয়াছি, সেঃবুকে ছুরি বসাইয়াছে; শতমুখে যাহার গুণগান করিয়াছি, সহস্রমুখে সে আমার কুৎসা রটাইয়াছে; যাহার মুখের গ্রস্ত অন্নগ্রাস তুলিয়া দিয়াছি, সেই আমার ও আমার পরিজনবর্গের মুখের অন্নমুষ্টি পায়ে করিয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে; মা, সমস্ত বৎসরটা এই রাগদ্বেষের নরকে, ঈর্ষ্যার হুতাশনে, ঘৃণার কৃমিকীটে আমাকে জীবন্মৃত করিয়া রাখিয়াছে; আমাকে "মনুষ্য" নামের অযোগ্য করিয়াছে; বন্ধুবেশী শঠমিত্রের কুহকে ছিন্নপক্ষ বিহগের ন্যায় ধড় ফড় করিতেছি; মা ক্ষেমঙ্করি, ক্ষমাময়ী, তুই আমাকে ক্ষমা করিয়া আমার মনে কি ক্ষেম আনয়ন করিবি মা? দে মা, আমাকে সেই বর, যাহার প্রভাবে আমার জ্ঞান হয়, যাহার প্রভাবে আমি শত্রুমিত্রকে আজি সমভাবে সাম্য ও মৈত্রীর আলিঙ্গন দান করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি, এ বিষম সংসার-বিষের জ্বালা জুড়াইতে পারি। মা, প্রসন্নময়ি, প্রসন্নবদনে একবার বল মা, "তথাস্তু"।

শুভমস্তু সর্ব্বজগতাম্।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

কারে পূজিবে বল কাহাকে আবার ?
এই যে বিচিত্র ধরা,
সুবর্ণ মুকুট পরা,
আহা! কিবা মনোহরা, উদয়ে যাঁহার,
সেই 'চিত্র' ভিন্ন বল কেবা পূজ্য আর ?।১।
অভিন্ন চিত্র ও সূর্য্য বেদের বচন, (ক)
যে আদিত্য গতি হ'তে,
মৃত্যু আসে এ জগতে,
সে আদিত্য যম ইহা জানে সর্ব্বজন, (খ)
আয়ুষ্কাল ক্রমে যিনি করেন হরণ। ২।
তাহার পরেতে যেই নূতন সৃজন,
কি মধুর উষোদয়!
নবীন জীবনময়,
সকল সুখের স্বপ্ন, অপূর্ব্বদর্শন—
তাহাই চিত্রের কাজ শুন সর্ব্বজন। ৩।

(ক) দেবগণ তেজোরূপী চিত্র সমুদিত,
মিত্র, অগ্নি, বরুণের নয়ন স্বরূপ,
আকাশ পৃথিবী অন্তরীক্ষ ব্যবস্থিত,
সূর্য্যদেব স্থাবর জঙ্গম আত্মারূপ।
বেদ সংহিতা ১। ১১৫। ১

পাঠকেরা মূলের সহিত সহিত মিলাইয়া দেখিবেন, ইহা দ্বিজের ত্রিসন্ধ্যা মধ্যে গ্রথিত।

(খ) সূর্য্যের যে ভাবের দ্বারা জীবের আয়ুষ্কাল হ্রাসপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ দৈনন্দিন গতি-দ্বারা মৃত্যু আনীত হয়, সূর্য্যের সেইভাবের নাম যম। যম দ্বাদশ আদিত্যের এক আদিত্য।
লেখক।

জীবন, জীবন আর কেবল জীবন!
চিত্রের এ মহাব্রত,
বিধাতার অভিপ্রেত,
জগতে নূতন সৃষ্টি চিত্রের কারণ,
পথ পরিষ্কার মাত্র করেন শমন। ৪।
এই যে ভীষণ লীলা পাশ্চাত্য জগতে
লক্ষ লক্ষ প্রাণী হায়!
কৃতান্তের ঘরে যায়,
আসিবে পরম শান্তি যমের পরেতে;
চিত্রই সে শান্তিরাজ জান ত্রিজগতে। ৫।
মরণ জনম জান রাত্রিদিবা সম,
পুরাণত্ব দলি পদে
নূতন জীবন মদে
প্রফুল্লিত করা ধরা, কার্য্য সর্ব্বোত্তম,
চিত্রের কর্ত্তব্য ইহা বিধাতৃ-নিয়ম।৬।
নূতন জীবনে যার প্রবৃত্তি না হয়,
সে কি হে চিনিবে চিত্র,
সে কি বটে চিত্র পুত্র ?
পুরাণত্ব সহ তার বিলুপ্তি নিশ্চয়
দ্বিজত্ব তাহার পক্ষে উপযুক্ত নয়। ৭।
চিত্রের মহৎকার্য্য জগৎবিশ্রুত,
আশায় উৎফুল্ল করা,
কার্য্যে করি মাতোয়ারা,
রমণীয় করি ধরা, মধুরতাপ্লুত,
প্রকাশিত চিত্রমূর্ত্তি ক্ষত্র-প্রাভান্বিত। ৮।
ক্ষত্রত্বের গাত্রে ঝরে অনন্ত কিরণ,
জ্ঞান ও বিজ্ঞান বল,
রাজশক্তি, সৈন্য-বল,

অর্থ-বল—যাহা যাহা হেথা প্রয়োজন,
সকলি ক্ষত্রত্ব হ'তে হয় বিকীরণ। ৯।
এমন ক্ষত্রত্ব পূর্ণ চিত্রের শরীরে,
বিচিত্র সে মহাদেহ,
বিধাতার পূর্ণ স্নেহ,
ব্যজিত যাঁহার অঙ্গে প্রভাত সমীর,
যাঁর পদে নত অগ্রে হিম-গিরি শির।১০।
একত্বের কেন্দ্রস্থলী, বর্ণত্ব-আধার,
শক্তির একত্ব ক্ষেত্র,
সেই মহাক্ষত্র-চিত্র,
সূর্য্যের প্রথম রূপ,—জগৎ সঞ্চার
উষা যাঁর কোলে থাকি করেন প্রচার।১১।
সেই চিত্র জগদ্দেব হৃদয় আমার
করেছেন অধিকৃত,
আমি তাঁর পদাশ্রিত,
হিংসাদ্বেষ কার প্রতি নাহি আছে যাঁর,
ভ্রাতৃত্বের যিনি শুন পূর্ণ অবতার।১২।
ভ্রাতৃত্ব একত্ব শুন একই পদার্থ,
ভ্রাতৃত্বের পূজা কর,
একত্ব বুঝিতে নার,
কেমনে বুঝিবে বল কায়স্থের অর্থ,
একত্বই কায়স্থের পরম পদার্থ। ১৩।
রক্তের একত্ব ইহা, শুদ্ধ বাক্য নয়,
প্রাণের একত্বতত্ব,
সুগভীর জাতীয়ত্ব,
সকলি আপন ভাবে উৎফুল্ল হৃদয়।
ভ্রাতৃত্বই এজগতে অমরত্বময়। ১৪।
সে মাতৃত্ব-পূজা মাত্র কায়স্থভবনে,
কায়স্থ অঙ্গনা যত,
ক্রিয়াচারে পরিণত
করি হেন উচ্চব্রত রেখেছে স্মরণে,
পুরুষে না জানে যাহা, নারী তাহা জানে।১৫।
সেই ভ্রাতৃত্বের পূজা, একত্বের ভাব,
হৃদয়ে সঞ্চয় কর,
মহাক্ষত্রশক্তি ধর,
ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার তবে বুঝিতে স্বভাব
চিত্র অর্চ্চনার তবে বুঝিবে প্রভাব।১৬।

শ্রীমধুসূদন সরকারবর্ম্মা।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

১। পাবনা হইতে প্রকাশিত 'স্বরাজ' নাম্নী সাপ্তাহিক পত্রিকা হইতে আমরা নিম্নলিখিত (ক) (খ) ও (গ) চিহ্নিত সংবাদগুলি আহরণ করিলাম :—

(ক) "দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে অনেকেই স্বরাজ্যের মঙ্গলচেষ্টায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। বরদা, মহীশূর ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যমধ্যে প্রতিমাসেই আমরা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান দেখিতেছি। ঐ ঐ দেশের রাজাদিগের অনুগ্রহে ও সাহায্যে শিল্প বাণিজ্য নানাবিধ বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। অর্থ ও শিল্পই সমাজ বন্ধনের মূল ইতি," ইংরাজ শাসিত-ভারতবর্ষে উক্ত প্রকার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান আমরা বড়

দেখিতে পাইনা। আশা করি আমাদের সহৃদয় উদারচেতা কর্ত্তৃপক্ষগণ বঙ্গদেশবাসীকে শিল্পবাণিজ্যের শিক্ষা প্রদান এবং উহাদিগের উন্নতিকল্পে অর্থ সাহায্য প্রদান করিবেন।

(খ) "কলিকাতায় সম্প্রতি বাঙ্গালী কুস্তিগীর সুবোধকৃষ্ণ বসুর সহিত ডচ্ মল্ল ভান্‌ডেন এন্‌ডেনের মল্লযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ১৯ মিনিট ৪৪ সেকেণ্ড মধ্যে বাঙ্গালী বীর ডচ্‌মল্লকে পরাস্ত করেন। এন্‌ডেন যাবাদ্বীপে কুস্তিতে সকলকে পরাস্ত করেন ও পৃথিবীর বহুস্থানে তাঁহার দিগ্বীজয়ী নাম ছিল। ভারতে বল পরীক্ষায় আসিয়া মনোক্ষুণ্ণ হইয়া তিনি গত বুধবারে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন ইতি,"—কেবল মস্তিষ্কে নহে—সুশিক্ষিত হইলে শারীরিক বলেও বঙ্গীয় কায়স্থজাতি পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিত পারেন।

(গ) পাবনা হইতে আমাদের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহমজুমদার মহাশয় উক্ত পত্রিকায় লিখিতেছেন—"কলিকাতা রাজার বাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত দীননাথ চর্ম্মকার মাণিকতলা ষ্ট্রীটে একটী শ্রীমন্দির ও রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তদুপলক্ষে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজনাদি পূর্ব্বক ১০৲ টাকা হিসাবে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে পাবনার একটী প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের নাম পাওয়া গিয়াছে। ইনি সম্প্রতি একজন চর্ম্মকারের প্রতি কৃপা করিলেন কিন্তু রাজর্ষি রায় বনমালী রায় বাহাদুরের বৃত্তিভোগী হইয়াও তাঁহার ত্রয়োদশ দিবসীয় শ্রাদ্ধ সভায় যোগদান করেন নাই। বাহাদুরী বটে! ইতি"—এই বাহাদুরী সম্বন্ধে উক্ত স্বরাজ পত্রিকায় পাবনায় একটী ব্রাহ্মণ উকিলের একটী প্রতিবাদ দেখিলাম। বঙ্গীয় কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় ও দ্বিজাতি তাহা তিনি এখনও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সান্যাল মহাশয়কে আমরা কায়স্থসাহিত্য আলোচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

২। পাশ্চাত্য সমর অতি ভীষণ বেগে চলিতেছে। অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে বর্ত্তমান অক্টোবর মাসে যুদ্ধের প্রান্তভাগ লোকলোচনে আবির্ভূত হইবে। কিন্তু সে আশা আর আমরা করিতে পারি কই? আমাদিগের বিপক্ষদল ক্রমেই বিস্তৃত হইতেছে। বুলগেরিয়া তাঁহাদের সহিত যোগদান করিয়াছে এবং সার্ভিয়াকে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করা হইয়াছে সার্ভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড বিপক্ষ হস্তে পতিত হইয়াছে। মিত্রপক্ষগণ বিশেষতঃ, ইটালী সার্ভিয়াকে সাহায্য করিতেছেন। কেহ কেহ মনে করেন যে স্পেন যেমন নেপোলিয়ানের পতনের কারণ হইয়াছিল। সার্ভিয়াও বোধ হয় কাইসরের পতনের কারণ হইতেছে।

৩। হিন্দু সমাজ পুনর্গঠন সম্বন্ধে কলিকাতায় একটী আন্দোলন চলিতেছে, বাস্তবিক পক্ষে আমাদিগের সমাজের মধ্যে এতই কুসংস্কার প্রবিষ্ট হইয়াছে যে তাহা আপনোদন না করিলে সমাজের মঙ্গল অসম্ভব। নিম্নস্থ কতকগুলি জাতির স্পৃষ্টজল আচরণীয় করা আবশ্যক। মুসলমান রাজত্বে অনেক হিন্দু অস্পৃষ্ট জাতি, মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে অনেকে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছে। হিন্দু মাত্রকেই সমাজে রাখিতে হইলে তাহাদিগের স্পৃষ্ট পানীয় অপবিত্র জ্ঞান করা নিতান্ত অসঙ্গত। তজ্জন্য আমরা বলে

করি হিন্দু সমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় (কায়স্থ), বৈশ্য (বৈদ্য), নবশায়ক (কর্ম্মকারাদি) এবং শূদ্র (নমঃশূদ্রাদি), এইরূপ ভাবে বিভক্ত করিয়া সকলকেই জলচল করিয়া লওয়া আবশ্যক। আমরা এ বিষয়ে ব্রাহ্মণ-সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

৪। আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার ভাদ্র-আশ্বিন যুগ্ম সংখ্যায় আমরা প্রাচবিদ্যার্ণব মহাশয় কৃত কায়স্থ খণ্ডের প্রথমাংশ রাজন্যকাণ্ডের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছি। এই গ্রন্থ খানি পাঠ করা প্রত্যেক কায়স্থেরই কর্ত্তব্য। গ্রন্থখানি সুবৃহৎ। ব্রাহ্মণ কায়স্থগণের বঙ্গাগমন সম্বন্ধে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়কে আমি পত্র লিখিয়াছিলাম তদুত্তরে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট অতি মূল্যবান বলিয়া মনে হয়। উক্ত পত্র হইতে নিম্ন লিখিত বিষয় আমরা উদ্ধৃত করিলাম :—

"আপনি রাজন্যকাণ্ডের ৯২।৯৩ পৃষ্ঠা পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন যে ৬৫৪ শক অথবা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে (১১৮৩ বৎসর অতীত হইল) প্রথম আদিশূর বা জয়ন্তের অভ্যুদয়। ঐ সময়েই তিনি বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ আনাইবার আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ৭৪৬ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মণাগমন সম্পন্ন হয়। (ক) প্রথমে ৬৫৪ শকে ক্ষিতিশাদি পঞ্চবিপ্র আগমন করেন। কিন্তু যজ্ঞশেষ হইলে তাঁহারা ফিরিয়া যান, তাঁহারা দ্বিতীয়বার যে গৌড়ে আগমন করেন সে কথাও কুলশাস্ত্রে আছে। সুতরাং ৬৬৮ শক বা ৭৪৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা দ্বিতীয়বার বঙ্গে আসিয়া এখানে থাকিয়া যান। রাঢ়ীয় বা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের প্রাচীন কোন কুলগ্রন্থে তাঁহাদের সহিত ঘোষ বসু মিত্রাদির পূর্ব্বপুরুষগণ এখানে আসিয়াছিলেন এরূপ কোন কথা নাই। আমাদের নবীন কুলগ্রন্থে আধুনিক ঘটকেরা ঐরূপ কথা বলিয়া থাকেন। ১ম আদিশূর ৭৩২ হইতে ৭৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন ঐ সময়ে গৌড়বঙ্গের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহাও আমার গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যে যে কারণে শব্দকল্পদ্রুমের এবং আধুনিক ঘটকগণের ভ্রান্তমত খণ্ডিত হইয়াছে তাহাও আমি উক্ত গ্রন্থে বিশেষ করিয়া লিখিয়াছি।

রাজন্যকাণ্ডে ৩ জন আদিশূরের কথা আছে, প্রথম আদিশূরের প্রকৃত নাম জয়ন্ত ইঁহারই কন্যার সহিত কাশ্মীরাধিপতি দিগ্‌বিজয়ী ললিতাদিত্যের বিবাহ হয়

(ক) এই বঙ্গাগমন সম্বন্ধে পূর্ব্বে বিশেষ মতান্তর দৃষ্ট হইয়াছিল এইক্ষণ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের গবেষণাদ্বারা এই সময় স্থির হইয়াছে মিশ্র বাচস্পতির 'বঙ্গজকুলজী সারসংগ্রহে লিখিত আছে। এই ৯৯৪ শকাব্দা বা ১০৭২ খ্রীঃ তৃতীয় আদিশূর অথবা বিজয় সেনের আবির্ভাব।

"নবশত চৌরানই শক পরিমাণে।
আইলেন দ্বিজগণ রাজ সন্নিধানে॥
পঞ্চ কায়স্থসঙ্গে আরোহণ গোযানে।
সম্মান পূর্ব্বক ভূপ রাখিলা দশজনে॥"

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কারিকাতে লিখিত আছে—
বেদবাণাঙ্গশাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।
অর্থাৎ ৬৫৪ শকে অথবা ৭৩২ খৃঃ পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ গৌড়রাজ সভায় উপস্থিত হন। এই সময়ে প্রথম আদিশূর বা জয়ন্তাশূর রাজত্ব করেন। সঃ

২য় আদিশূরের প্রকৃত নাম আদিত্যশূর, বহু উত্তররাঢ়ীয় কুলগ্রন্থ ও কোন কোন দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে ইহার পরিচয় আছে। কোন কোন উত্তর রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে ইনি কেবল আদিশূর বলিয়াই পরিচিত আছেন। ইঁহার অপর নাম ধরণীশূর। ইনি ৮৭১ হইতে ৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উত্তররাঢ়ে সিংহেশ্বর নামক স্থানে রাজত্ব করেন। ইঁহার সভায় উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের বীজপুরুষগণ আগমন করেন এবং উক্ত ক্ষিতীশাদি পঞ্চবিপ্রের কতিপয় বংশধর আসিয়াও তাঁহার সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই উত্তররাঢ়ীয় কোন কোন কুলগ্রন্থে আদিত্যশূরের সভায় ব্রাহ্মণ কায়স্থ উভয়ের আগমন ধরা হইয়াছে। রাজন্যকাণ্ডের ১২৪, ১৩৪ ও ১৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (খ)

"৩য় আদিশূরের প্রকৃত নাম বিজয়সেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ তাৎকালীন ঐতিহাসিকগণ ইঁহাকেই একমাত্র আদিশূর বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ৯৯৪ শক বা ১০৭২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার অভ্যুদয়। ইঁহার অভ্যুদয়ের সঙ্গে ইঁহার সভায় বহু ব্রাহ্মণ এবং দক্ষিণরাঢ়ীয় বঙ্গজ কায়স্থগণের বীজ পুরুষগণ সমাগত হন। রাজন্যকাণ্ড, ৩১১ পৃষ্ঠা হইতে ৩১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। পাশ্চাত্য বৈদিকগণের কুলগ্রন্থেও আছে—'বেদগ্রহ-গ্রহমিতে বভূব সঃ রাজা' অর্থাৎ ৯৯৪ শকে বিজয়সেন রাজা হন এবং তাঁহার সভায় পঞ্চ সাগ্নিক পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ আগমন করেন। বল্লালসেনের কুলবিধিকালে পাশ্চাত্য বৈদিকগণ বল্লালের কুলবিধি স্বীকার করেন নাই বরং বিরোধী হইয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহারা বল্লালসেন হইতে বহুদূরে যাইয়া বাস করিতে বাধ্য হন এবং বল্লালপক্ষ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুলাচার্য্যগণ তাহাদের কথা একেকালে ছাড়িয়া দেন। বাস্তবিক পক্ষে দ্বিজ বাচস্পতির কুলপঞ্জিকা ও পাশ্চাত্য বৈদিক কুলপঞ্জিকা একত্রে মিলাইয়া পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে ৯৯৪ শকে বা ১০৭২ খৃষ্টাব্দে ঘোষ বসু মিত্রাদি পঞ্চ কায়স্থ ও শুনক শাণ্ডিল্য প্রভৃতি পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ বিজয়সেনের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, সুতরাং বঙ্গে ব্রাহ্মণাগমন সম্বন্ধে যে ৬৫৪ শক বা ৯৯৪ শক নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা একটুও মিথ্যা নয়। নানা সময়ে নানা স্থান হইতে গৌড়-বঙ্গে নানা গোত্রের ব্রাহ্মণগণ আসিয়াছিলেন, রাজন্যকাণ্ডের নানাস্থানে তাহার আলোচনা দেখিবেন ইতি।"

৫। জার্ম্মানির সহিত রুষের বিষম যুদ্ধ চলিতেছে। রুষ-সম্রাট্ স্বয়ং যুদ্ধের সেনাপতি হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন। তিনি ৮০ লক্ষ সৈন্য সমরে সুসজ্জিত হইতে আদেশ দিয়াছেন। তন্মধ্যে ২০ লক্ষ সজ্জিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে। বসুন্ধরা সৈনিকের পদভরে টলমল করিতেছে

(খ) উত্তররাঢ়ীয় কুলানন্দের কারিকায় এই প্রকার লিখিত আছে—

গৌড়দেশে মহারাজ আদিত্যশূর নাম,
গঙ্গার সমীপে বাস সিংহেশ্বর গ্রাম।
আদর করিয়া আনে বিপ্র পঞ্চজন
সেই সঙ্গে পঞ্চগোত্র আনিলা শ্রীকরণ।
কায়স্থ-তত্ত্বের ৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সম্পাদক।

৬। হিন্দুসমাজের নিম্নজাতি সম্বন্ধে আমাদিগের ব্যবস্থাপক ব্রাহ্মণ-সমাজ কুসংস্কারে নিবদ্ধ হইয়া এতই অত্যাচার করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন যে তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। হিন্দুজাতি কোন ভবিষ্যৎ সময়ে যে একত্বে পরিণত হইতে পারিবেন সে আশা বড়ই দুর্লভ। মুসলমান রাজত্বে কোটি কোটি অস্পৃষ্ট হিন্দুজাতি ব্রাহ্মণ-অত্যাচারে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাই আজ পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান। বর্ত্তমান সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে অনেক নমঃশূদ্র জাতি খ্রীষ্ট ধর্ম্ম-অবলম্বন করিতেছে এই নমঃশূদ্রজাতি বঙ্গের মেরুদণ্ড এবং কৃষিকার্য্যে ব্রাহ্মণদিগের দক্ষিণ হস্ত ছিল, ইহারা ক্রমে ক্রমে হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ করিয়া বিধর্ম্মী হইতেছে এবং কালে হিন্দুসমাজকে বিধ্বস্ত করিবার একটী প্রধান অস্ত্র হইবে। যে কায়স্থজাতি ব্রাহ্মণগণের প্রতিপালক ও রক্ষক এবং ভারতের উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ দেশ হইতে কায়স্থ-রাজন্যগণদ্বারা আনীত হইয়াছিলেন, সেই কায়স্থের প্রতি ব্রাহ্মণগণ স্বধর্ম্মপালন জন্য নানা স্থানে অত্যাচার করিতেছেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই কায়স্থ দুর্ব্বল জাতি নহে তাহাদিগের ধমনীতে ক্ষত্রিয় শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, তাঁহারা অতি সত্বর ব্রাহ্মণ শাসন অতিক্রম করিয়া হিন্দুসমাজে তাঁহাদিগের স্বাধীনতা সংস্থাপন করিবেন। আমরা এই বিজয়ার দিনে ব্রাহ্মণ-সমাজকে সাবধান করিতেছি তাঁহারা সমাজকে পুনর্গঠন করিয়া সমাজকে একত্বে পরিণত করুন। আমরা এমন কথা বলি না যে ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণেতর জাতির সহিত একত্র অন্ন-ভোজন করিবেন। হিন্দু সমাজের সকল জাতিকেই সমাজের একটী অংশ বলিয়া গ্রহণ করিবেন এবং কাহাকেও অস্পৃষ্ট মনে করিয়া সমাজগণ্ডী হইতে তফাৎ রাখিবেন না। আজ কাল জাতীয় সম্মান সকলের মনেই উদ্দীপ্ত হইয়াছে, এমতবস্থায় সকলকেই জলচল করিয়া লওয়া আবশ্যক।

৭। হিন্দু-সমাজ দিন দিন হীনবল হইতেছে, সমাজের নিম্নজাতিগুলি অবমানিত ও অত্যাচারিত হইয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে এবং সমাজের শীর্ষস্থানীয় মহাত্মাগণ যাঁহারা জ্ঞানান্বেষণে ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে বাস করিয়াছিলেন তাঁহারাও ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচার দেখিয়া অপমানের ভয়ে দলে দলে হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিতেছেন। এইরূপে হিন্দুসমাজ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। তথাপি ব্রাহ্মণ-সমাজের ঘুমঘোর ভাঙ্গিতেছে না। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে সুশিক্ষিত উদারচেতা একদল সংস্কারক হিন্দুসমাজকে পুনর্গঠন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আজ বিজয়ার দিনে সেই মঙ্গলময় ভগবানের নিকট আমরা তাঁহাদিগের মঙ্গল কামনা করিতেছি।

৮। পাশ্চাত্য সমরে ভারতবাসীগণ যে প্রকার মিত্রপক্ষকে সাহায্য করিতেছেন তাহা আলোচনা করিয়া সকল প্রধান প্রধান জাতিই ভারতবর্ষকে প্রশংসা করিতেছেন। ভারতবাসীগণ অর্থদ্বারা, সৈনিকদ্বারা, যুদ্ধোপকরণদ্বারা তাঁহাদিগের প্রিয় সম্রাট্ পঞ্চম জর্জকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছেন যুদ্ধশেষে সকলেই আশা করেন যে ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত-শাসনের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হইবে। এ বিষয় 'টাইমস্' প্রমুখ ইংলণ্ডের সাময়িক

পত্রিকাগুলি সমস্বরে ভারতের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। আমাদিগের এই আশা কতদূর কার্য্যে পরিণত হয় তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

৯। সি, আই, ডি বিভাগের কর্ম্মচারীগণ যেরূপ নির্দ্দয়ভাবে হত্যাকারীর হস্তে প্রাণত্যাগ করিতেছেন তাহা সংবাদপত্র পাঠ করিয়া আমাদের হৃদয় শোকে ও দুঃখে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ইংরাজ কবি 'কাউপার' অতি দুঃখে লিখিয়াছিলেন—

"Oh for a lodge in some wilderness,
Some boundless contiguity of shade,
Where rumours of oppression and cruelty
Might never reach me more."

বর্ত্তমান সময়ে মানুষ মানুষের প্রতি এতই অত্যাচার ও নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেছে যে তাহার সংবাদ কর্ণে প্রবেশ করিলে মনুষ্য-হৃদয় শোকে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। পাশ্চাত্য যুদ্ধে জর্ম্মণগণ স্ত্রীলোকের প্রতিও ভীষণ অত্যাচার করিতেছে। ইহারাই কি খ্রীষ্টের সাম্যধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল! আজ ইউ-রোপে খ্রীষ্ট ও ঈশ্বরের স্থান নাই। শয়তান ইউরোপের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত দীর্ঘপদে বিচরণ করিতেছে। এই প্রকার এক সময় ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতার-রূপে আবির্ভূত হইয়া অসুরদলকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে আমরা ভগবানের অবতার অপেক্ষা করিতেছি। সম্প্রতি ময়মনসিংহে সি, আই, ডি ইন্‌স্পেক্টর যতীন্দ্র মোহন ঘোষ সস্ত্রীক রাত্রিযোগে নিজগৃহে ৫ম বর্ষীয় নিজ পুত্রকে কোলে করিয়া বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে হত্যাকারীগণ তাঁহাকে পুত্রসহ গুলি করিয়া নিহত করিল,—বিগত ৪ঠা কার্ত্তিক রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় ৪ জন সি, আই, ডি বিভাগের সবইন্‌স্পেক্টর কলিকাতার মস্‌জিদ-বাড়ী ষ্ট্রীটে ৯৯নং বাটীতে সমবেত হইয়া কথোপকথোন করিতেছিলেন, এমন সময়ে হত্যাকারী, সবইন্‌স্পেক্টর গিরীন্দ্রনাথ বন্দো-পাধ্যায়কে গুলি করিয়া ঐ স্থানেই নিহত করে।—সবইন্‌স্পেক্টর উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গুলিদ্বারা আহত হইয়া মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে আনীত হন, তথায় তাঁহার অবস্থা ভাল নহে। আমরা হত্যাকারী মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা কি উদ্দেশ্য সাধন জন্য এই বিষম নরহত্যা পাপে লিপ্ত হইতেছেন? পৃথিবীর সৃষ্টিকাল হইতে এ পর্য্যন্ত আমরা একটী নিদর্শন দেখিতে পাই না যেখানে এই নরহত্যাদ্বারা দেশের মঙ্গল হইয়াছে।

১০। পাশ্চাত্য যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য ইংরাজের ব্যয়ে দশসহস্র সামরিক ব্যোমযান আমেরিকায় নির্ম্মিত হইতেছে। জর্ম্মণদিগের বিমানবিহারী ব্যোমযান (জেপলিন)দ্বারা লণ্ডন এবং ইংলণ্ডের সমুদ্র তীরবর্ত্তী অরক্ষিত নগর সকল যেরূপভাবে আক্রান্ত ও দগ্ধ হইতেছে এবং তজ্জন্য নরনারী বালকবালিকা-গণ নিহত হইতেছে, তাহা রক্ষা করিবার জন্য এই সকল বোমযান প্রস্তুত হইতেছে। ইহা ব্যতীত অনেক সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘুঘুর ন্যায় ব্যোমযান প্রস্তুত হইতেছে। যাহাতে এক কিংবা দুইজন ব্যক্তি আরোহণ করিয়া শত্রুপক্ষীয় ব্যোমযানের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতে পারে।

যে দশসহস্র বৃহৎ এরোপ্লেন প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে বৃহৎ বৃহৎ কামান এবং বোমা নিক্ষেপ করিবার যন্ত্র থাকিবে। ইহারা যে কেবল ইংলণ্ডকে রক্ষা করিবে এমত নহে, বার তের হাজার ফুট উর্দ্ধ হইতে শত্রুপক্ষীয় নগরমধ্যে বোমা নিক্ষেপ করিবারও যন্ত্রাদি থাকিবে।

১১। প্রসিদ্ধ তিব্বৎ-অনুসন্ধানকারী রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই, বর্ত্তমান সময়ে জাপান দেশে পর্য্যটন করিতেছেন। জাপানদেশের যে যে স্থানের পুস্তকাগারে প্রাচীন সংস্কৃত হস্তলিপি আছে, তিনি তাহারই অনুসন্ধান ও পর্য্যালোচনা করিতেছেন। প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে জাপানের ওসাকা ও অন্যান্য নগরে বক্তৃতা দিয়া জাপানের সহিত ভারতের বন্ধুত্ব ঘনীভূত করিতেছেন। এইরূপ কার্য্যের জন্য শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর আমাদের সকলেরই ধন্যবাদার্হ সন্দেহ নাই।

১২। পাঞ্জাব-নিবাসী মিঃ সাগরচাঁদ বর্ত্তমানে ব্যারিষ্টার হইবার জন্য লণ্ডনের মিড্‌ল্ টেম্পলে আইন অধ্যয়ন করিতেছেন। তিনি অমৃত বাজার পত্রিকায় ইটালী সম্বন্ধে অনেকগুলি বিবরণ লিখিয়াছেন। তাহা পাঠে আমাদের বোধ হয়, ভারতবর্ষীয়গণের জ্ঞানান্বেষণের জন্য য়ুরোপে গমন করিলে ইটালীর রাজধানী রোম নগরে কিছু দিন বাস করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ইটালীতে বর্ণ এবং জাতি সম্বন্ধে কোন বিচার নাই। ইটালীবাসীগণ ভারতবর্ষীয়দিগকে বিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন লণ্ডনে বর্ত্তমান সময়ে অনেক ভারতবর্ষীয় যুবক নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য অবস্থান করিতেছেন। পাশ্চাত্য দেশীয় যুবক সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাদিগের শারীরিক গঠন তুলনা করিলে, ভারতবর্ষীয়গণ যে ক্ষীণবীর্য্য ও দুর্ব্বলকায় তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে। ভারতবর্ষীয়গণের দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ তাহাদের শিক্ষা প্রণালী। তিনি বলিতেছেন—"Our whole system of education is rotten to the core, we must pull it down and re-build it on a new plan. Education must give us both brain and muscle and education which neglects the latter is worse than useless" অর্থাৎ আমাদিগের সমগ্র শিক্ষা প্রণালী নিতান্ত হেয়, আমাদিগের উহা বিনষ্ট করতঃ তৎস্থলে নূতন প্রণালী গঠিত করিতে হইবে। অধুনা যে শিক্ষা ভারতবাসীকে দেওয়া হইতেছে তাহাতে দৈহিক উন্নতি একেবারেই বর্জ্জন করা হইয়াছে। যে শিক্ষা শারীরিক উন্নতি বিধান না করে তাহা শিক্ষা নামের অযোগ্য। ভারতের হিতৈষী মাত্রেই মহাত্মা সাগরচাঁদের এই উক্তিগুলি সমর্থন করিবেন। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীতে বিশ্ব বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদিগের যুবক সম্প্রদায়ের স্কন্ধে যে পুস্তকের মোট ন্যস্ত করিতেছেন, তাহার অধ্যয়ন করা দূরে থাকুক তাহার বিষম ভারেই তাহার ক্লিষ্ট ও অবনত হইয়া পড়িতেছে। শারীরিক উন্নতি সম্বন্ধে দুই এক স্থানে ড্রিল্ ইত্যাদি ব্যতীত আর অন্য কোন প্রকার আয়োজন দেখা যায় না বিশেষতঃ বালকদিগের এতাধিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হয় যে শারীরিক উন্নতি সম্বন্ধে মনোযোগ দিতে অবকাশ পায় না। অবশ্য ক্রিকেট্, ফুট্‌বল শারীরিক উন্নতি বিধায়ক আমরা স্বীকার করি, কিন্তু

এই সকল ক্রীড়াক্ষেত্রে কয়জন বালককে আমরা দেখিতে পাই ? আমরা আশা করি বিশ্ব বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ যুবকদিগের শরীর সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টিপাত করিবেন এবং সকল পরীক্ষা হইতেই পাঠ্য পুস্তক ক্রমে ক্রমে কমাইয়া দিবেন। জাপানের ন্যায় ইটালীতে মধ্য ও উচ্চ শিক্ষার সমস্ত ব্যয় কর্ত্তৃপক্ষগণ বহন করিয়া থাকেন। আমরা আশা করি আমাদিগের দেশেও অন্ততঃ নিম্নশিক্ষা ব্যয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষগণ বহন করিলে দেশের মঙ্গল হইতে পারে।

১৩। বর্ত্তমান বর্ষে বোম্বাই নগরে যে জাতীয় মহাসমিতির (Indian National Congress) অধিবেশন হইবে তাহার সভাপতি পদের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন মাননীয় স্যার সত্যপ্রসন্ন সিংহ বাহাদুর। অনেকেই জানেন যে ইনি একজন উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ। যোগ্যব্যক্তির হস্তেই ভারতের প্রধান গৌরবের পদ অর্পিত হইয়াছে।

১৪। বঙ্গদেশের পরম হিতৈষী স্যার হেনরী কটন মহোদয় যিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডে বাস করিতেছিলেন, তিনি বিগত ২২শে অক্টোবর সপ্ততিতম বর্ষ বয়সে উপস্থিত হইয়া বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি বঙ্গদেশবাসীর পরমমিত্র ছিলেন, ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে শিবিল সার্ব্বিশ পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতে আসেন এবং আসামদেশের চিফ্ কমিসনর কার্য্য সম্পাদন করিয়া ১৯০২ খৃষ্টাব্দে পেনসন গ্রহণ করিয়া বিলাতে যান। ৪ বৎসর পরে পারলিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিয়া তিনি যে প্রকারে ভারতের মঙ্গলার্থে কার্য্য করিয়াছেন তজ্জন্য ভারতবাসী তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিবেন। আসাম প্রদেশস্থ চা বাগানের কুলী নরনারীগণকে দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিতে তাঁহার অবিচলিত উদ্যম চেষ্টা তাহারা চিরদিন মনে রাখিবে। শ্রীভগবানের পদপ্রান্তে তদীয় আত্মা পরমসুখ ভোগ করেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

১৫। জাপান দেশ।—সম্প্রতি বোম্বাই নগরে শিক্ষকদিগের কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ ফ্রেজার সাহেব জাপানদেশ সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। জাপান বাসীদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যে সকল বিষয় তিনি কীর্ত্তন করেন, তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত বিবরণ আমরা উদ্ধৃত করিলাম, তিনি ৩।৪ মাস জাপানে বাস করিয়া বিশেষ অনুসন্ধানে এই সকল সংবাদ আহরণ করিয়াছিলেন।

জাপান উন্নতির মুখে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। কি রাজনৈতিক, সামাজিক, শিল্প কলা অথবা সামরিক যে কোন বিভাগেই দৃষ্টি করা যায় না কেন, সকল বিষয়েই তাহারা য়ুরোপীয় জাতিগণের সমতুল্যতা লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছে। সর্ব্বপ্রকারেই তাঁহারা মিতব্যয়ী; তাঁহাদিগের মিতভাষা, মিতাচার, মিতাসন, মিতাক্ষরবিদ্যা ইত্যাদি দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাহাদিগের নরনারীগণ গৃহমধ্যে কাঠের পাদুকা অর্থাৎ খড়ম ব্যবহার করিয়া থাকে। এবং তদ্দ্বারা তাহারা এত শীঘ্র গমন করিতে পারে যে চর্ম্মপাদুকাদ্বারা তত শীঘ্র যাওয়া যায় না। জাপানে সকল প্রধান নগরেই পাশ্চত্যদেশের ন্যায় হোটেল আছে, এই সকল হোটেলে দুই প্রকারে চালিত হয়, অর্থাৎ জাপানী ভাবে অথবা পাশ্চত্য

ভাবে। জাপানী হোটেল ব্যয় খুব কম, কিন্তু সকল স্থানেই থাকিবার গৃহ এবং প্রাঙ্গণগুলি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সকলেই টেবিলে আহার করেন, কিন্তু কাঁটা চামচের ব্যবহার সর্ব্বত্র নাই, তৎপরিবর্ত্তে জাপানীরা এক প্রকার স্থঁচের ন্যায় লৌহের দীর্ঘ শলাকা ব্যবহার করেন। জাপানীদের প্রধান আহার অন্ন এবং মৎস্য। এক প্রকার চাটনি দিয়া কাঁচা মৎস্য আহার করিতে ভালবাসেন। তাঁহাদের ভোজন পাত্র (Dishes) দেখিতে অতি-সুন্দর। ভারতবর্ষীয়েরা যেমন নানা প্রকার সুপ মৎস্যাদি ব্যঞ্জন দিয়া আহার করে জাপানবাসীরা তদ্রূপ করে না। ধনবান হইতে দরিদ্র ব্যক্তিগণ সকলেই ভাত মৎস্য চাটনি এবং এক পেয়ালা চা হইলেই পূর্ণাহার হইল, ভারতবর্ষে পাকবিদ্যা একটি শিল্প কলা মধ্যে পরিগণিত। জাপানে রন্ধন একটি বিদ্যা বলিয়াই গৃহীত হয়না। কারণ তথায় প্রায়স কোন বস্তুই রন্ধন হয়না। জাপানী মহিলাগণ অলঙ্কারপ্রিয় নহে এবং তাহারা কোন প্রকার অলঙ্কারই পরিধান করে না। জাপানী হোটেলে প্রত্যেক দিনের আহারের জন্য মূল্য দিতে হয় না। অতিথিগণ কোন হোটেলে প্রবেশ করিবামাত্র হোটেলকর্ত্তা প্রথমেই তাঁহাকে এক পেয়ালা চা দিয়া অভ্যর্থনা করেন। অতিথি সেই সময় যে অর্থ বা উপহার হোটেলকর্ত্তাকে প্রদান করেন, তদনুসারেই তাহার বাসগৃহ এবং আহারের ব্যবস্থা হয়। সাধারণতঃ জপানীরা মদ্যপান করেন না; কিন্তু শাক নামক তাঁহাদের একটি জাতীয় পানীয় আছে, তাহাই প্রায় সকলে ব্যবহার করিয়া থাকেন, এই জাতীয় পেয় পদার্থ তণ্ডুল হইতে পচাইয়ের ন্যায় প্রস্তুত করে জাপানীরা যেরূপ উষ্ণ জলে স্নান করে তাহা আমরা সহ্য করিতে পারি না।

জাপান দেশের নানা স্থানে উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। সেই সকল প্রস্রবণে সচরাচর নরনারী বালক বালিকাগণ একত্রে স্নান করিয়া থাকে। নানাবিধ শিল্পকলায় পৃথিবীর সকল সভ্য জাতিকেই জাপানীরা পশ্চাতে ফেলিয়াছে, নানাবিধ শিল্পকার্য্য, চিত্রপট ভোজন পাত্র ও মূর্ত্তি ইত্যাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে জাপানবাসীরা যে উচ্চশিক্ষা এবং কৌশল বিকাশ করে, তাহা অন্য কোনও জাতি পারে না। পৃথিবীর সকল জাতিই জাপান নির্ম্মিত শিল্পকার্য্য বিশেষ আদরের সহিত গ্রহণ করে। নির্ম্মাণ বিভাগে তাঁহাদের সর্ব্বদাই উচ্চ আদর্শের দিকে লক্ষ্য থাকে এবং ইহাই তাঁহাদিগের শ্রেষ্ঠত্বের মূলমন্ত্র। শারীরিক বলে জাপানীরা চীনবাসীদের হইতে নিকৃষ্ট, ইহার প্রধান কারণ এই যে জাপানীর আহার্য্য বড়ই নিকৃষ্ট; পক্ষান্তরে চীনদিগের খাদ্য সুমিষ্ট এবং বলকারক। জাপানী শাসনকর্ত্তাগণ নরনারীগণের বিদ্যাশিক্ষাকে বহু অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। উচ্চ, মধ্য, নিম্ন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সমগ্র দেশ সমাচ্ছন্ন। আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, জাপানী নরনারীগণের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন শিক্ষিত এবং একজন নিরক্ষর হইলেও হইতে পারে। ভারতের ন্যায় জাপানে জাতিভেদ নাই, সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, ব্যবসা বাণিজ্যে জাপান কোন জাতি অপেক্ষা নিম্নস্থান অধিকার করে না। সকল জাতি অপেক্ষা বাণিজ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিবার জন্য তাহারা সর্ব্বদা

চেষ্টা করিতেছে, রাজনীতি এবং সমাজ নীতির ন্যায় বাণিজ্য নীতির শ্রেষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য টোকিও নগরে বাণিজ্য বিদ্যালয়ে বাণিজ্য অধ্যাপকগণ নিযুক্ত আছেন। বালক কাল হইতে সামরিক শিক্ষার প্রভাবে সামরিক বিদ্যায় জাপান যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে তাহা রুষজাপান যুদ্ধে প্রকাশ পাইয়াছে। জাপানে লৌহের খনি নাই, তজ্জন্য জাপানবাসীরা পরমুখাপেক্ষী, কিন্তু অন্য কোন বিষয়ে জাপান অপর দেশের অপেক্ষা করে না।

১৬। পাশ্চাত্য সমরে যে বিপুল অর্থব্যয় হইতেছে তদ্বিষয়ে আমরা সময়ে সময়ে পাঠকগণকে জ্ঞাত করিয়াছি। পার্লিয়ামেণ্টের জনৈক সদস্য মিঃ জে, এম, রবার্টসন্ তাঁহার বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন যে সৈনিকের অভাবে না হইলেও পাশ্চাত্য জাতি নিচয় অর্থের অভাবে অতি অল্পসময়ের মধ্যেই এই ভীষণ সমরের অবসান করিতে বাধ্য হইবেন,আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিয়াছি যে, জর্ম্মানি যুদ্ধের জন্য প্রতিমাসে দুইশত দশকোটী টাকা ব্যয় করিতেছেন এবং ইংলণ্ড প্রতিমাসে একশত আটকোটী টাকা ব্যয় করিতেছেন। অবশ্য জর্ম্মানি হইতে ইংলণ্ড অধিকতর ধনবান। কিন্তু ফরাসী ও রুষদিগকে অর্থের আনুকূল্য ইংলণ্ডের করিতে হইতেছে। বিশেষতঃ বেলজিয়ম হইতে এবং সম্প্রতি পোলণ্ড হইতে বহু নরনারীগণ গৃহশূন্য অবস্থায় কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহাদিগকেও ইংলণ্ডের ধনদ্বারা রক্ষা করিতে হইতেছে। উক্ত জাতিদ্বয়ের বহু লোক ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে।

১৭। ব্যবস্থাপত্র।—

"দীর্ঘকালং ম্লেচ্ছদেশবাস ম্লেচ্ছস্পৃষ্টান্ন ভোজনাদ্যনন্তরং স্বদেশপ্রত্যাগতেন ভ্রাত্রাদিভিঃ সার্দ্ধমনিয়তকালমেক গৃহবাসাদিসংসর্গবতা ব্রাহ্মণেন যথোক্ত পাদোনদ্বিবাদশ বার্ষিক ব্রতাচরণাশক্তৌ সার্দ্ধশত কার্ষাপণী দক্ষিণক, দশাধিকাষ্টশত কার্ষাপণী দানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়ং। কৃত প্রায়শ্চিত্তস্য তস্য সমাজে ব্যবহার্য্যত্ব রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি সকল নিবন্ধকারসম্মতমিতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

অর্থাৎ বহুকাল পর্য্যন্ত ম্লেচ্ছদেশে বাস এবং ম্লেচ্ছস্পৃষ্টান্ন ভোজন করতঃ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া ভ্রাতাদের সহিত অনিয়ত অর্থাৎ দীর্ঘকাল যে ব্যক্তি বাস করিয়াছেন, তাঁহার অষ্টাদশ বর্ষ ব্যাপক ব্রতাচরণ করিতে হইবেক। ইহাতে যিনি অপারক হইবেন তাঁহাকে ১৫০ শত কাহন দক্ষিণা ও ৮৪০ কাহন দানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে তিনি সমাজে পুনরায় পরিগৃহীত হইবেন। ইহাই পণ্ডিতগণের মত।—মূল ব্যবস্থাপত্রে'ব্রাহ্মণেন' শব্দ ব্যবহার করিবার কি উদ্দেশ্য? যদি উক্ত শব্দের স্থানে "জনেন" পদ দেওয়া হইত তাহা হইলে জাতিনির্ব্বিশেষে উক্ত ব্যবস্থাপত্র প্রযুক্ত হইত। যৎকালে ব্রাহ্মণেন শব্দ দেওয়া হইয়াছে, তখন ক্ষত্রিয়জাতি সম্বন্ধে প্রায়শ্চিত্তের এক চতুর্থাংশ ও বৈশ্যদিগের পক্ষে আর এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ অর্দ্ধাংশ বাদ দিতে হইবেক। এক কাহনের মূল্য চারি আনা মাত্র তাহা হইলে ৯৬০ কাহনের মূল্য ২৪০৲ টাকা হইতেছে। কায়স্থ-ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে ১৮০৲ ও বৈশ্যমহাশয়দিগের পক্ষে ১২০৲ টাকা প্রায়শ্চিত্তের মূল্য অবধারিত হইল।

বিলাত প্রত্যাগতের পক্ষে এই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত যে বিশেষ সুবিধা হইল ইহাতে আমরা সুখী হইলাম।

১৮। পাবনা হইতে শ্রীযুক্ত মনীবিমোহন রায় দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—

(ক) ব্যোমযান্ ও ব্যোমবিহারী।—আজকাল য়ুরোপে ব্যোমযানের বহুল ব্যবহার দেখা যায়, বর্ত্তমান যুদ্ধে সর্ব্বদা ব্যোমযান ব্যবহার হইতেছে। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে ফরাসীদেশে জোসেফ মোগলফিয়ে নামক কোন বৈজ্ঞানিকদ্বারা ব্যোমযান্ আবিষ্কৃত হয়। এবং তাহার পর বৎসরে ২২শে নবেম্বর তারিখে পণ্ডিত বোজিয়ার ও আর একজন ব্যক্তি ব্যোমযানে সর্ব্বপ্রথমে আরোহণ করিয়া আকাশপথে বিচরণ করিয়াছিলেন।

১৯। (খ) বঙ্গদেশে প্রথম নাট্যাভিনয় ও নাট্যশালা। ভারতবর্ষে নাট্যাভিনয় আরম্ভ হইলেও বর্ত্তমান য়ুরোপীয় প্রণালীতে নাট্যাভিনয় হইত না। য়ুরোপীয় প্রণালী অনুসারে নাট্যাভিনয়ের প্রবর্ত্তক কলিকাতা নিবাসী বাগ্‌বাজারের মৃত নবীনচন্দ্র বসু। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বহু অর্থব্যয়ে ও পরিশ্রমে উক্ত প্রণালীতে নিজগৃহে কবিবর ভারতচন্দ্র প্রণীত বিদ্যাসুন্দর নামক প্রথমে অভিনয় করেন। এবং নাট্য-সম্রাট্ স্বর্গীয় মহাত্মা গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রতিষ্ঠিত গ্রেট্ ন্যাসন্যাল্ থিয়েটারই বঙ্গের প্রথম নাট্যাভিনয় হইয়াছিল।

২০। (গ) বঙ্গের প্রথম হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক।—অধুনা বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই হোমিয়প্যাথিক চিকিৎসা প্রচলিত হইতেছে। কিন্তু কোন্ ব্যক্তি যে সর্ব্বপ্রথমে এ বিদ্যা শিক্ষা করেন, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। তাহার নাম ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র। হোমিয়প্যাথিক চিকিৎসার পথ প্রদর্শন করিয়া তিনি বঙ্গদেশের মহদুপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন।

২১। তৈল মর্দ্দন।—আজ কাল আমাদের শিক্ষিত যুবকদিগের বিশ্বাস যে স্নানের অগ্রে যে তৈল মর্দ্দনের রীতি আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, তাহাতে বিশেষ কোন উপকার নাই। পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে অনেকেই তৈলস্থানে সাবান ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রানুসারে তৈল মর্দ্দনে সহজে জরা ও রোগ প্রবেশ করিতে পারে না। উহাতে শ্রান্তি দূর হয়, সুনিদ্রা হয়, এবং আয়ু বৃদ্ধি হয়। ইহা ব্যতীত দৃষ্টিশক্তি সতেজ শরীর কর্ম্মক্ষম এবং পরিপুষ্ট হয়, চর্ম্ম কোমল ও চর্ম্মরোগ বিদূরিত হয়। মস্তকে এবং পাদতলে বিশেষরূপে তৈলমর্দ্দন করা কর্ত্তব্য। কর্ণ এবং নাসারন্ধ্রে অল্প অল্প তৈল দেওয়া কর্ত্তব্য, মস্তকে তৈল মর্দ্দন করিলে শিরঃরোগাদি বিদূরিত হয়, কেশ কোমল এবং চক্ষুরাদির ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধিপায়। যৌবনে চশমা ব্যবহার করিতে হয় না। মহর্ষি চরক্ বলেন, যেরূপ মৃন্ময় কুম্ভ তৈল মর্দ্দনে, সুদৃঢ় হয় মানুষের দেহ ঐরূপ শক্তিধারণ করে। তৈলের মধ্যে তিল তৈলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, মস্তকে উহা ব্যবহার করা উচিত, শরীরের পক্ষে সর্ষপ তৈলই বিধেয়। কিন্তু রক্ত-পিত্ত রোগে সর্ষপতৈল নিষিদ্ধ। নারিকেল তৈল কফ বর্দ্ধক; যাহাদের আমবাত ও কফ, কাশী, শিরঃশূলাদি আছে, তাহাদের পক্ষে উক্ত তৈল অপকারী। উহার গুণের মধ্যে কেবল কেশবর্দ্ধক ও রুক্ষ নাশক। সম্পাদক

বৈবাহিক প্রসঙ্গ।

১। ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত কানদীগ্রামে ৺বনমালী ঘোষ মহাশয় অল্পদিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্য ওকালতীপাশ বঙ্গজ-কায়স্থ পাত্রের প্রয়োজন। ভাবীজামাতা ৺ বনমালী বাবুর বিস্তৃত ওকালতীর পশার ও রায়গঞ্জে তাহার বাসাবাটীর সুবিধা পাইবেন। শ্রীকুলচন্দ্র মিত্র, পোষ্ট রায়গঞ্জ, দিনাজপুর।

২। পাত্র বঙ্গজ কায়স্থ বয়স ১৯ বৎসর বর্ত্তমান বর্ষে প্রবেশিকা দিবেন। অবস্থা ভাল, মৌলিক। অধ্যয়নের ব্যয় দিতে হইবে। ভবদীয়া গ্রাম, রাজবাড়ী ই, বি, এস, আর পোষ্ট ফরিদপুর ঠিকানায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের নিকট পত্রাদি লিখিবেন।

৩। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দেব সরকার পলাশবাড়ী থানা জিলা রংপুর তাঁহার কন্যার জন্য ১টী পাত্র আবশুক। কন্যাটী সুন্দরী, বঙ্গভাষায় শিক্ষিতা ও গৃহকার্য্যে দক্ষা।

৪। দক্ষিণ-রাঢ়ীয় বিশ্বামিত্র গোত্রীয়া অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, সুলক্ষণা, শিক্ষিতা ১৪ বৎসর বয়স্কা একটী বালিকার নিমিত্ত একটী সুপাত্রের প্রয়োজন। পাত্রীর পর্য্যায় ২৬। তাহার অভিভাবকগণ যে কোন শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত বংশের গুণবান, বরের হস্তে তাহাকে সম্প্রদান করিতে সম্মত। কন্যার পিতা একজন সবরেজিষ্টার। কোচবিহাররাজ্যে, হলদীবাড়ী পোঃ হলদীবাড়ী মোকামে শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্রপালিত ভারতীভূষণ মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিবেন

৫। বঙ্গজ কায়স্থ ঘোষবংশীয় পাত্রীর জন্য একটী বরের প্রয়োজন। কন্যার পিতা সাধ্যমত যৌতুকাদি দিতে প্রস্তুত। পাত্রী সুশিক্ষিতা, গার্হস্থ্য কার্য্যে উপযুক্তা ও সুন্দরী। কাঞ্চনতলা গ্রাম, ধুলিয়ান পোষ্ট, মুর্শিদাবাদ ঠিকানায় শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার ঘোষ মহাশয়ের নিকট পত্রাদি লিখিবেন।

৬। মালদহ, নিমাসরাই পোষ্ট হইতে শ্রীযুক্তপুলিনচন্দ্র মজুমদারবর্ম্মা, ফরিদপুর পোড়াবুহার শ্রীযুক্তসীতানাথ বিশ্বাসবর্ম্মার পুত্রের জন্য একটী সুন্দরী শিক্ষিতা কন্যা চান বর পণ লইবেন না

৭। রঙ্গপুর জিলান্তর্গত, মিঠাপুকুর পোষ্ট, গ্রাম পায়রাবন্দ নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত দেববর্ম্মা মহাশয়ের জন্য একটি বয়স্থা পাত্রীর প্রয়োজন। কন্যাপক্ষের অভিভাবকগণ উক্ত দত্ত মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিবেন। বরপণ দিতে হইবে না।

৮। পোড়াবাহ নিবাসী (বর্ত্তমানে গোয়ালন্দের গবর্ণমেণ্ট খাস তহশীলদার) দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ জ্যোতিশচন্দ্র দত্ত বর্ত্তমান বৎসরে কলিকাতা হইতে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। তাঁহার জন্য যে কোন শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত বংশের একটি সুশিক্ষিতা সুন্দরী কুলীন কন্যার প্রয়োজন। বিবাহে বরপণ গ্রহণ করা হইবে না। নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিয়া বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাত হউন। শ্রীসতীসচন্দ্রদত্ত দেববর্ম্মা, শিক্ষক রাজারস্কুল। পোঃ রাজবাড়ী, দত্তকুটীর। জিলা ফরিদপুর।

৯। নিম্নলিখিত পাত্রের জন্য সুশিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রীর আবশ্যক। গ্রাম নালী পোঃ শিবালয়, ঢাকা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার সরকার মহাশয়ের নিকট লিখিবেন। (ক) নালী নিবাসী ২৫ বৎসর বয়স বঙ্গজ কায়স্থ মৌলিক যুবক ২৫৲ বৃত্তি প্রাপ্তে প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ অধ্যয়ন করিতেছেন। (খ) একটী বঙ্গজ কায়স্থ যুবক বয়স ২২।২৪ কলিকাতায় কোনও কালেজে বি-এ পাঠ করিতেছেন। (গ) ২৩।১৪ বৎসর বয়স বঙ্গজ কায়স্থ যুবক যিনি জলপাইগুড়িতে চাবাগানে ৩০৲ বেতনে কার্য্য করিতেছেন।

বিশেষদ্রষ্টব্য।—উল্লিখিত বিবাহ সকল সম্পন্ন হইবামাত্র তাহার সংবাদ সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

ফরিদপুর প্রতিভা প্রেস হইতে
শ্রীকালিপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মাদ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ। [Reg. No. C 651

আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা

মাসিক কায়স্থপত্রিকা ও সমালোচনী।

[৮ম বর্ষ—৮ম সংখ্যা।]

১৩২২ বঙ্গাব্দ, অগ্রহায়ণ মাস।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

এই সংখ্যার মূল্য সডাক ৵৫ মাত্র। [বার্ষিক মূল্য সডাক ১॥০ টাকা মাত্র]

(২। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি ফরিদপুর প্রতিভা প্রেসে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ত্রৈভাষিক (Trilingual) শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকারবর্ম্মা সঙ্কলিত। এই সর্ব্বজন প্রশংসিত সুবৃহৎ গ্রন্থ তিন খণ্ডে প্রায় ১২০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ মূল্য ৫৲ স্থলে ভিপিতে ৩।০ মাত্র।

২। কায়স্থ-তত্ত্ব ২য় সংস্করণ শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকারবর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ভিপিতে ॥০

৩। কায়স্থ-কুসুমাঞ্জলি উপবীতী কায়স্থের সন্ধ্যা, পূজা ও তর্পণাদির পদ্ধতি শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকারবর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রণীত মূল্য ভিপিতে ৶০ মাত্র।

৪। শ্রীশ্রীচণ্ডী (পদ্য) শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকারবর্ম্মা কর্ত্তৃক অনুবাদিত মূল্য ॥০ স্থলে।৵০

৫। সংক্ষিপ্ত মহাভারত (পদ্য) স্ত্রীলোক এবং বালকদিগের বিশেষভাবে পাঠোপযোগী মূল্য ॥০ স্থলে ভিপিতে ।৵০ মাত্র।

৬। কবিতা-প্রসূন (কাব্য) কবিবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের রচিত। এই কায়স্থ স্বভাব কবির অপূর্ব্ব পদ্য গ্রন্থখানি প্রত্যেক কায়স্থের পঠিতব্য মূল্য ।০ স্থলে ভিপিতে ৶০ মাত্র।

৭। বাজিপ্রভু (পদ্য) শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত ভারতীভূষণের রচিত। দাক্ষিণাত্যে শিবজীর দক্ষিণ হস্ত প্রভু কায়স্থ বীরবরের আত্মত্যাগের অপূর্ব্ব কাহিনী মূল্য ভিপিতে ৶১০ মাত্র।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকারবর্ম্মা।

সূচীপত্র

১৩২২ বঙ্গাব্দ, অগ্রহায়ণ মাস।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

[মাসিক পত্রিকা]

৮ম খণ্ড। { অগ্রহায়ণ, ১৩২২ সাল। } ৮ম সংখ্যা।

শুক্লযজুর্ব্বেদীয় ঈশাবাস্যোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি,)

অন্ধংতমঃ প্রবিশন্তি যেঽসংভূতি মুপাসতে।
ততোভূয়ইব তে তমো য উ সংভূত্যাং রতাঃ॥১২

অন্বয়ঃ।—যে অসম্ভূতিং (অব্যাকৃতাখ্যাং প্রকৃতিং কামকর্ম্মবীজভূতাং অদর্শনাত্মিকাং অবিদ্যাং) উপাসতে তে অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি। যে উ সম্ভূত্যাং (কার্য্য ব্রহ্মণি হিরণ্যগর্ভাখ্যে) রতাঃ তে ততঃ (তস্মাৎ) ভূয়ইব (বহুতরমিব) তমঃ (প্রবিশন্তি) ॥১২॥

ভাষ্যম্।—অধুনা ব্যাকৃতাব্যাকৃতোপাসনয়োঃ সমুচ্চিচীষয়া প্রত্যেকং নিন্দোচ্যতে। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অসংভূতিং সংভবনং সংভূতিঃ সা যস্ত কার্য্যস্য সা সংভূতিঃ তস্যা অন্যা অসংভূতিঃ প্রকৃতিঃ কারণমবিদ্যা অব্যাকৃতাখ্যা তামসংভূতিমব্যাকৃতাখ্যাং প্রকৃতিং কারণমবিদ্যাং কামকর্ম্মবীজভূতামদর্শনাত্মিকামুপাসতে যে তে তদনুরূপমেবান্ধং তমোঽদর্শনাত্মকং প্রবিশন্তি। ততস্তস্মাদপিভূয়ো বহুতরমিব তমঃ প্রবিশন্তি য উ সংভূত্যাং কার্য্যব্রহ্মণি হিরণ্যগর্ভাখ্যে রতাঃ॥১২।

অনুবাদ।—অসম্ভূতি অর্থাৎ অব্যক্তা প্রকৃতি, সম্ভূতি অর্থাৎ ব্যক্তপ্রকৃতি কার্য্য, এই উভয়ের একত্র উপাসনা হইলে সুফল ফলে, নতুবা উপাসকের নিকৃষ্টগতি লাভ হয়, ইহা উপদেশ করিবার জন্য বলা হইতেছে। যাহারা অব্যক্ত প্রকৃতির উপাসনা করে, তাহারা অদর্শনরূপ অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়। অপরপক্ষে যাহারা প্রকৃতির কার্য্য অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভনামক কার্য্য-ব্রহ্মের উপাসনায় নিয়োজিত থাকে, তাহারা তদপেক্ষা গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আত্মা বিদ্যমান থাকেন। তখন সৃষ্টি-শক্তি অর্থাৎ প্রকৃতি অব্যক্তা বা অপ্রকাশিতা

থাকেন। এজন্য ইহাকে অব্যক্তা বা অব্যাকৃতা প্রকৃতি অথবা অসম্ভূতি বলে। এই প্রকৃতি সকল কার্য্যের কারণরূপিনী, বাসনা ও কর্ম্মের বীজভূতা, অনম্বুভূতা, এবং অবিদ্যা, মায়া প্রভৃতি নামে অভিহিতা। যাহারা ইহার উপাসনা করে, তাহারা এই প্রকৃতির অদর্শনাত্মক স্বভাবের অনুরূপ ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়, এই প্রকৃতির কার্য্যকে ব্যক্তা প্রকৃতি, কার্য্যব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ বলে। যাহারা ইহার উপাসনা করে, তাহাদিগের অধিকতর দুর্গতি হয় ॥১ ॥

অন্যদেবাহুঃ সংভবাদন্যদাহুরসংভবাৎ।
ইতি শুশ্রুমধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥১৩॥

অন্বয়ঃ।—সম্ভবাৎ (সম্ভূতেঃ কার্য্যব্রহ্মোপাসনাৎ) অন্যৎ (পৃথক্) এব (ফলং অনিমাদি ঐশ্বর্য্যলক্ষণং) আহুঃ (বদন্তি) (তথাচ) অসম্ভবাৎ (অসম্ভূতেঃ অব্যাকৃতোপসনাৎ) অন্যৎ (পৃথক্ ফলং অন্ধতমঃ প্রবিশন্তি ইতি, প্রকৃতিলয় ইতিচ) আহুঃ ইতি (এবং) ধীরাণাং (বচনং, বয়ং) শুশ্রুম, যেনঃ (অস্মভ্যং) তৎ (ব্যাব্যাকৃতা ব্যাকৃতোপাসনা ফলং) বিচচক্ষিরে (ব্যাখ্যাতবন্তঃ) ॥১৩॥

ভাষ্যম্।—অধুনোভয়োরুপাসনয়োঃ সমুচ্চয় কারণমবয়বফলভেদমাহ। অন্যদেবেতি। অন্যদেব পৃথগেবাহুঃ ফলং সংভবাৎ সংভূতেঃ কার্য্যব্রহ্মোপাসনাদণিমাদ্যৈশ্বর্য্যলক্ষণং ব্যাখ্যাতবন্ত ইত্যর্থঃ। তথা চান্যদাহুরসংভবাদসংভূতেরব্যাকৃতাদব্যাকৃতোপাসনাদ্যদুক্তমন্ধংতমঃ প্রবিশন্তীতি প্রকৃতিলয়ইতি চ পৌরাণিকৈরুচ্যতে ইত্যেবং শুশ্রুম ধীরাণাং বচনং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ব্যাকৃতাব্যাকৃতোপাসনফলং ব্যাখ্যাতবন্ত ইত্যর্থঃ ॥১৩॥

অনুবাদ।—অধুনা সম্ভূতি উপাসনা ও অসম্ভূতি উপাসনা এই উভয়বিধ উপাসনার সমুচ্চয় সাধনোদ্দেশে ফলভেদ বলা হইতেছে। সম্ভূতি অর্থাৎ কার্য্যব্রহ্মের বা হিরণ্যগর্ভের উপাসনা হইতে অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি যোগৈশ্বর্য্যরূপ পৃথক্‌ফললাভ কথিত আছে। অসম্ভূতি অর্থাৎ অব্যক্তা প্রকৃতির উপাসনা হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত অদর্শনাত্মক অন্ধকারে প্রবেশ ও প্রকৃতিলয় এবম্বিধ পৃথক্ ফললাভ পুরাণে উক্ত আছে। যে আচার্য্যগণ আমাদিগের নিকট এই দ্বিবিধ উপাসনার ফলব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই ধীমান্ আচার্য্যদিগের এইরূপ ব্যাখ্যা আমরা শুনিয়াছি ॥১৩॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীপার্ব্বতীচরণ দেববর্ম্মা।

শ্রীকৃষ্ণা দেবী। ২।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ২৪০ পৃষ্ঠা হইতে)

"শ্রীরেব স্ত্রী ন সংশয়ঃ।

যে সকল পাঠক-পাঠিকা এই প্রস্তাব পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশের আলবৃদ্ধবনিতার পরিচিত এবং প্রিয় কবিবর কাশীরাম দেবের মহাভারতে উল্লিখিত দ্রোপদীর স্বয়ম্বর প্রস্তাবের সহিত আমাদের লিখিত প্রস্তাবের বিভিন্নতা আছে। এই বিভিন্নতার কারণ এই যে কবিবর কাশীরাম নিজ মহাভারতের স্থানে স্থানে মূল মহাভারত হইতে পৃথক্ অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। আমরা যতদূর সম্ভব ঐতিহাসিক-লক্ষ্য স্থির রাখিয়া শ্রীমতী দ্রোপদীদেবীর চরিত্রাখ্যান বঙ্গীয় পাঠক সমাজে উপস্থিত করিবার সংকল্প করিয়াছি; সুতরাং মূলমহাভারত ভিন্ন অন্য কোন পুস্তকের আশ্রয় গ্রহণ করা আমরা সঙ্গত মনে করি নাই।

কাশীরাম দেবের মহাভারতে দেখা যায় যে ভীষ্ম, এবং দ্রোণ স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং দ্রোণ ও কর্ণ লক্ষ্যভেদ করিতে অশক্ত হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়রাজগণ লক্ষ্যভেদ করিতে অসমর্থ হওয়ায় তাঁহার ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিয়াছিলেন—

ক্ষত্রিগণে লক্ষ্যবিন্ধে নাহি হেনজন॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারিজাতি।
যে বান্ধিবে লবে সেই কৃষ্ণাগুণবতী॥

(বঙ্গবাসী সংস্করণ)।

কিন্তু মূল মহাভারতের ধৃষ্টদ্যুম্ন এরূপ কথা বলেন নাই; প্রত্যুত তিনি বলিয়াছিলেন যে—

"এতন্মহৎকর্ম্ম করোতি যো বৈ
কুলেন রূপেণ বলেনযুক্তঃ।
তস্যাস্তভার্য্যা ভগিনী মমেয়ং
কৃষ্ণা ভবিত্রী ন মৃষা ব্রবীমি" ॥ ৩৬ ॥

আদিপর্ব্ব, ১৮৫ তম অধ্যায়।

অর্থাৎ লক্ষ্যভেদরূপ মহৎকর্ম্ম করিলেই হইবে না, তাঁহার কুলরূপ থাকা ও বলশালী হওয়া আবশ্যক। মূল মহাভারতে স্বয়ংবর সভায় ভীষ্মদ্রোণ উপস্থিত ছিলেন না এবং মহাবীর কর্ণ লক্ষ্যভেদে অশক্ত বলিয়া বর্ণিত হন নাই। স্বয়ং দ্রোপদীদেবী কিরূপে কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তাহা আমরা গত প্রস্তাবে বলিয়াছি। অতঃপর, আমরা কাশীরামদেবের মহাভারতের সহিত মৌলিক ভারতাখ্যানের তুলনা না করিয়া বক্তব্য বিষয়ের অনুসরণ করিতেছি।

মহামনস্বিনী মহাভাগা দ্রোপদীদেবী কর্ণকে উচ্চৈস্বরে "সূতকে বিবাহ করিব না" বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলে পর মহাবীর কর্ণ অগত্যা ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করত স্বকীয় আসন পরিগ্রহ করিলেন। তৎপরে চেদিদেশাধিপতি কালান্তক যমোপম বীর্য্যবান্ দমঘোষনন্দন শিশুপাল লক্ষ্য সমীপে গমন করিয়া শরাসনে গুণারোপণ করিতে গেলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ধনুবর্ত্তৃক

উৎক্ষিপ্ত হইয়া ভূপতিত হইলেন। শিশুপালের পর মহাবল মগধরাজ জরাসন্ধ ও ঠিক উক্ত প্রকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া ক্ষুণ্ণমনে স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। মহাবীর মদ্ররাজ শল্য জরাসন্ধের অবমাননায় দৃক্‌পাত না করিয়া সগর্ব্বে সেই ধনুকের নিকটস্থ হইলেন বটে, কিন্তু সেই দুর্দ্দমনীয় ধনুতে গুণ দিতে পারিলেন না, তিনিও "হাঁটুপাড়িয়া" ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। ভারতের সুপ্রসিদ্ধ এই তিন মহারথ নৃপতি ক্রমে ক্রমে এইরূপে ভূলুণ্ঠন করিলে সমাগত ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ লক্ষ্যভেদ ব্যবসায়ে নিবৃত্ত হইয়া সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন কিন্তু আর কেহই সাহস করিয়া সেই শরাসনের সমীপস্থ হইলেন না।

এইরূপে সভাস্থ সমস্ত রাজা ক্রমশঃ পরাঙ্মুখ হইলে কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন সেই শরাসনে গুণরোপণ ও শরসন্ধানের মানস করিয়া বিপ্রমণ্ডলীর মধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। ব্রাহ্মণবেশী অর্জ্জুনের এই ব্যবসায় দেখিয়া সভাস্থ ব্রাহ্মণমণ্ডলীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না,—অনেকেই অর্জ্জুনকে উন্মত্ত বলিয়া স্থির করিলেন ও তাঁহাকে তাঁহার উদ্দেশ্য হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অজিনাস্ফালন, কমণ্ডলুর ঠন্ ঠন্ ও চীৎকারে এক তুমুল শব্দ উত্থিত হইল। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন "যে কার্য্যে ধনুর্ব্বেদ পণ্ডিত মহাবীর শল্য ও জরাসন্ধ প্রমুখ ক্ষত্রিয় রাজগণ অসমর্থ হইয়া প্রস্থান করিলেন, তাহাতে একজন হীনবল, অকৃতাস্ত্র, সামান্য ব্রাহ্মণযুবক কিরূপে কৃতকার্য্য হইবে? এই ব্যক্তি গর্ব্বিত হইয়াই হউক, কন্যারূপ দেখিয়া পাগল হইয়াই হউক অথবা ব্রাহ্মণজাতির স্বাভাবিক চপলতা প্রযুক্তই হউক, এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে; ইহাকে নিবারণ কর নচেৎ এই একব্যক্তির দোষে রাজগণের নিকটে ব্রাহ্মণদিগকে বড়ই লঘু ও উপহাসাস্পদ হইতে হইবে। তাঁহাদের মনে হইতেছিল যে বুঝি এতবড় নিমন্ত্রণ ও ফলারটা মাটী হইয়া যায়। তবে সকল মানুষের মধ্যেই ভাল মন্দ, সুবোধ নির্ব্বোধ, দূরদর্শী অদূরদর্শী থাকে, সেই ব্রাহ্মণ সংসদেও ও সুবুদ্ধি লোকের অভাব ছিল না;—তাঁহারা বলিলেন,—

কেচিদাহু—"যুবা শ্রীমান্ নাগরাজকরোপমঃ।
পীনস্কন্ধোরুবাহুশ্চ ধৈর্য্যেণ হিমবানিব ॥ ৯
সিংহখেলগতিঃ শ্রীমান্ মত্তনাগেন্দ্র বিক্রমঃ।
সংভাব্যমস্মিন্ কর্ম্মেদমুৎসাহাচ্চানুমীয়তে। ১০
শক্তিরস্য মহোৎসাহা নহ্যশক্তঃ স্বয়ংব্রজেৎ
ইত্যাদি।"

আমাদের সর্ব্বপ্রিয় কায়স্থ কবি কাশীরাম এই শ্লোকের ভাব লইয়া কি মধুময়ী রচনাই করিয়াছেন,—

কেহ কহে ব্রাহ্মণেরে না কহ এমন।
সামান্য মনুষ্য বুঝি না হবে এ জন ॥
দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি ॥
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কতশুচি করিয়াছে শোভা ॥
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল ॥
দেখ চারু যুগ্মভুরু ললাট প্রসর।
গজস্কন্ধ গতিমন্দ মত্ত করিবর ॥

ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করিকর যুগবর জানু সুললিত।" ইত্যাদি
(বঙ্গবাসী সংস্করণ)।

যাহা হউক, অর্জ্জুন শরাসন সমীপে অচলবৎ দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মণদিগের কথোপকথন শ্রবণ করিলেন; অনন্তর বরপ্রদ মহ দেবকে প্রণামান্তে সেই কার্ম্মুককে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতঃ ধনু গ্রহণ করিলেন। রুক্ম, সুনীথ, বক্র, রাধেয়, দুর্য্যোধন, শল্য ও শাল্ব প্রভৃতি ধনুর্ব্বেদপারগ নৃপতিগণ যে ধনুতে বহু প্রযত্নেও গুণারোপন করিতে পারেন নাই, (ক) ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুন অবলীলাক্রমে সেই ধনুতে জ্যা সংযোজন পূর্ব্বক পাঁচটী শরগ্রহণ করিলেন এবং ছিদ্রপথে সেই দুর্ব্বেধ্য লক্ষ্যকে বিদ্ধ এবং ভূপাতিত করিলেন। অর্জ্জুনের এই মহৎ কর্ম্মের ফলে এক তুমুল কোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ স্ব স্ব বসনাদি উৎক্ষিপ্ত ও বিধূনিত করিয়া মহোল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ, লজ্জায় অধোবদনে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন।

দ্রুপদরাজ লক্ষ্যভেদকারীকে দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলেন,—পার্থ অর্জ্জুনকে দেখিয়া তিনি বুঝিলেন যে, কন্যা কৃষ্ণার কপালে যোগ্যপাত্র লাভ হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার এই লক্ষ্যভেদের মহান্ আয়োজনও সফল হইয়াছে। দূরদর্শী বয়োজ্ঞানবৃদ্ধ মহারাজ কিন্তু বুঝিতে পারিলেন যে হতাশ ও হতমান রাজগণের সহিত লক্ষ্যবেধকারী ব্রাহ্মণের বিগ্রহ আসন্নপ্রায়; সুতরাং তিনি সৈন্য-সামন্ত সংকারে তদীয় সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইলেন। অর্জ্জুনের এই বিজয় শব্দে দশদিক প্রতিধ্বনিত হইতে দেখিয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির যমজ ভ্রাতৃদ্বয় নকুল সহদেবকে সঙ্গে লইয়া শীঘ্র নিজ বাসস্থানে প্রস্থান করিলেন। সুতরাং এই দুঃসময়ে সেই অসংখ্য রাজগণের মধ্যে ভীমার্জ্জুন এই দুই সহোদর বর্ত্তমান রহিলেন।

তাহারপর—

"বিদ্ধন্তুলক্ষং প্রসমীক্ষ্য কৃষ্ণা
পার্থঞ্চ শক্রপ্রতিমং নিরীক্ষ্য।
আদায় শুক্লাম্বরমাল্যদাম
জগাম কুন্তীসুতমুৎস্ময়ন্তী ॥২৭॥
স তামুপাদায় বিজিত্য রঙ্গে
দ্বিজাতিভিস্তৈরভি পূজ্যমানঃ।
রঙ্গান্নিরক্রামদচিন্ত্য কর্ম্মা
পত্ন্যাতয়া চাপ্যনুগম্যমানঃ ॥২৮॥
আদিপর্ব্ব, ১৮৮তম অধ্যায়।

অর্থাৎ দেবী কৃষ্ণা লক্ষ্য করিলেন,—ইন্দ্রতুল তেজস্বী এবং রূপবান্ এক পুরুষ লক্ষ্যভেদ করিলেন। মনোভিমত উত্তমপতিলাভ হইল ইহা ভাবিয়া সৌভাগ্যগর্ব্বে তাঁহার চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন তিনি সস্মিতবদনে,

---

(ক) এই রাধেয় যদি কর্ণ না হন, তাহা হইলে কোনও আপত্তি নাই; কিন্তু কর্ণ হইলে কিঞ্চিৎ অনবধানতা ঘটিয়াছে বলিতে হইবে। টীকাকার নীলকণ্ঠ রাধেয় অর্থে কর্ণই করিয়াছেন, কিন্তু ইতোপূর্ব্বে কর্ণ যে এই ধনুতে জ্যা যোজনা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যথা—"সর্ব্বান্নৃপাংস্তান্ প্রসমীক্ষ্য কর্ণো, ধনুর্ধরাণাং প্রবরোজগাম। উদ্ধৃত্যতূর্ণং ধনুরুদ্যতং তৎ, সজ্যং চকারাশু যুযোজবাণান্ ॥২২॥ আদিপর্ব্ব, ১৮৭তম অধ্যায়

শ্বেতবসন এবং পুষ্পমালা হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক কুন্তীসুতের সমীপবর্ত্তিনী হইলেন। মহাবীর পার্থও বিজয়লাভ করত দ্রৌপদী দেবীর প্রদত্ত মালা গ্রহণ করিলেন এবং ব্রহ্মণগণ জয় জয় শব্দে তাঁহার সৎকার করিতে লাগিলেন এইরূপে অভিনন্দিত হইয়া শ্রীমান্ অর্জ্জুন পত্নীর সহিত রঙ্গস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তাহার পর হতদর্প ও হতাশ রাজগণের সহিত ভীমোর্জ্জুনের যুদ্ধ এবং সেই সংগ্রামে তাঁহাদের বিজয়লাভ। এই বিজয়লাভ করিতে বেলা শেষ হইয়াগেল। আকাশমণ্ডল ঘনাবলীতে আচ্ছন্ন এবং সমস্ত লোক সুষুপ্ত প্রায় হইয়াছে, কুম্ভকারগৃহে জননী কুন্তী পুত্রদ্বয়ের কতরূপ অমঙ্গল চিন্তা করিতেছেন,—এমন সময়ে ভীমার্জ্জুন দ্রৌপদীকে সঙ্গে লইয়া আবাসে ফিরিয়া আসিলেন তাঁহারা সেই কুম্ভকারগৃহস্থিতা মাতাকে বলিলেন"মাতঃ! দেখুন অদ্য আমরা কেমন এক ভিক্ষা পাইয়াছি।" এই নিবেদনের উত্তরে দেবী কুন্তী যাহা কহিলেন,—তাহাই দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামিত্বের কারণ বলিয়া জগতে বিদিত হইয়াছে। ঋষি বলিতেছেন,—

"কুটীগতা সাত্বনবেক্ষ্যপুত্রৌ
প্রোবাচ ভুংক্তেতি সমেত্যসর্ব্বে।
পশ্চাচ্চ কুন্তী প্রসমীক্ষ্যকৃষ্ণাং
কষ্টং ময়াভাষিত মিত্যুবাচ ॥২॥
সাধর্ম্মভীতা পরিচিন্তয়ন্তী
তাং যাজ্ঞসেনীং পরম প্রতীতাম্।
পাণৌগৃহীত্বোপজগাম কুন্তী
যুধিষ্ঠিরং বাক্যমুবাচচেদম্ ॥৩॥
কুন্ত্যুবাচ।
ইয়ং তু কন্যা দ্রুপদস্য রাজ্ঞ
স্তবানুজাভ্যাং ময়ি সন্নিবিষ্টা।
যথোচিতং পুত্র! ময়াঽপি চোক্তং
সমেত্য ভুংক্তেতি নৃপ! প্রমাদাৎ ॥৪॥
ময়া কথং নানৃতমুক্তমদ্য
ভবেৎকুরূণামৃষভ! ব্রবীহি।
পঞ্চালরাজস্য সুতামধর্ম্মো
ন চোপবর্ত্তেত ন বিভ্রমেচ্চ ॥৫॥"

আদিপর্ব্ব, ১৯১ তম অধ্যায়।

অর্থাৎ কুন্তীদেবী ঘরের ভিতরে ছিলেন, তিনি কিছু না দেখিয়াই বলিলেন "তোমরা সকলে মিলিয়া ভোগকর"; এই কথা বলিয়াই তিনি ঘরের বাহিরে আসিয়া দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণাকে দেখিয়া মনে মনে দুঃখ করিয়া বলিলেন "হায়! হায়! আমি এ কি কুকথা বলিলাম।" এই কথা বলিয়া মাতা কুন্তী ধর্ম্মলোপমিথ্যা ভয়ে নিতান্ত ভীতা হইলেন। তিনি কখনও মিথ্যাকথা বলেন নাই,—অথচ তাঁহার এই আদেশ রক্ষিত হওয়াও অসম্ভব; কারণ একটি কন্যাকে পঁচজন ভ্রাতা কিরূপে ভোগ করিতে পারেন? তাহা হইলে ভ্রাতৃগণ এবং রাজকন্যা কৃষ্ণাও ত লোকতঃ এবং ধর্ম্মতঃ পতিত হইবেন। এইরূপ উভয়সংকটে পড়িয়া তিনি দ্রৌপদীদেবীর হাত ধরিয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের নিকট লইয়া গেলেন ও তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "যুধিষ্ঠির,—এই দ্রুপদরাজ কন্যাকে লইয়া তোমার অনুজদ্বয় ভীমার্জ্জুন আমার নিকট আসিয়া আমাকে 'ভিক্ষা পাইয়াছি' বলিয়া নিবেদন করায় আমি রাজকন্যাকে না দেখিয়াই প্রমাদ বশতঃ বলিয়াছি তোমরা যথাযোগ্যরূপে মিলিত হইয়া ভোগকর।" এক্ষণে যাহাতে আমাকে মিথ্যাবাদিনী হইতে না হয় অথচ এই রাজকন্যাও

ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট না হন, তাহার সদুপায় তুমি কর।” যুধিষ্ঠির মাতার এই কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎকাল মৌনী হইয়া রহিলেন, তাহার পর তিনি মাতাকে সমুচিত সান্ত্বনা প্রদান করত ধনঞ্জয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—

“ত্বয়াজিতা ফাল্গুন যাজ্ঞসেনী
ত্বয়ৈব শোভিষ্যতি রাজপুত্রী।
প্রজ্বাল্যতামগ্নিরমিত্রসাহ
গৃহাণ পাণিং বিধিবত্ত্বমস্যাঃ ॥৭॥”

আদিপর্ব্ব, ১৯১ তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, “হে অর্জ্জুন, তুমিই বাহুবলে লক্ষ্যভেদ করিয়া রাজকন্যাকে প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ভাই, তুমিই ইঁহার অনুরূপ স্বামী; তোমাকে পাইলেই রাজপুত্রী যোগ্যপাত্রস্থা হইয়া শোভা পাইবেন। অতএব তুমি অগ্নি প্রজ্বালন করিয়া বিধিমতে ইঁহার পাণি গ্রহণ কর।”

যুধিষ্ঠিরের এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারাযায় যে তিনি মাতার, তোমরা সকলে মিলিত হইয়া ভোগকর,এই প্রামাদিক উক্তির উপর বিশেষ নির্ভর করেন নাই। তিনি ধার্ম্মিক এবং ধর্ম্মবিৎ; তিনি বুঝিয়াছিলেন যে রোগ, মোহ অথবা ভ্রমপ্রযুক্ত কোন অনার্য্য বাণী উচ্চারিত হইলে, তাহা কখনই প্রতিপালনীয় নহে; তাই তিনি মাতার প্রামাদিক উক্তিকে অন্যথা করত ন্যায় ও ধর্ম্মানুসারে দ্রৌপদী যাঁহার প্রাপ্য,সেই অনুজ অর্জ্জুনকেই বিবাহ করিবার জন্য অনুজ্ঞা করিলেন। তিনি একপত্নীর বহুস্বামি:ত্বর অনুমোদন সহস করেন নাই এবং অর্জ্জুনের বীর্য্যশুল্কা কন্যাতে অর্জ্জুনেরই অধিকার তাহা বুঝিয়াছিলেন; সেই জন্যই উল্লিখিতরূপে রাজকন্যাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত অর্জ্জুনকেই অনুরোধ করিলেন। এই যুধিষ্ঠিরই কিন্তু পরে পঞ্চভ্রাতায় মিলিত হইয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া সেই আগ্রহকে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। তাঁহার মত ধর্ম্মশীল ব্যক্তির এই মত পরিবর্ত্তন কেন ঘটিল, তাহা আমরা দেখিতেছি।

অর্জ্জুন অগ্রজের এবং বিধবাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, “নরেন্দ্র! আপনি আমাকে এরূপ অধর্ম্মকর বিষয়ে উপদেশ দিবেন না। আপনি আমাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এখনও অবিবাহিত রহিয়াছেন; সুতরাং প্রথমে আপনার এবং তাহার পরে মধ্যমাগ্রজ ভীমসেনের বিবাহ হওয়া উচিত (খ) তাহার পর ক্রমানুসারে আমার, নকুলের এবং সর্ব্বশেষে সর্ব্বকনিষ্ঠ সহদেবের বিবাহ হইবে। আমরা চারিভ্রাতা এবং এই রাজকন্যা, সকলেই আপনার আজ্ঞাবহ অপনি যেরূপ বলিবেন তাহাই হইবে। যাহা আমাদের পক্ষে ধর্ম্মকর, যশস্কর ও মঙ্গলজনক হয়, এবং যাহাতে পঞ্চালরাজের হিতহয়, আপনি তাহাই আজ্ঞা করুন।”

অর্জ্জুনের এই বাক্য প্রণিধান করিয়া দেখিলে কিছুতেই এরূপ বোধ হয় না যে তিনি দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামিত্বের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরই রাজকন্যার পাণি-গ্রহণ করুন। তাহার পর যে ঘটনা হইয়াছিল, তাহা ঋষি বর্ণনা করিতেছেন:—

(খ) জ্যেষ্ঠভ্রাতার বিবাহের পূর্ব্বে অনুজের বিবাহ ধর্ম্মশাস্ত্র নিষিদ্ধ।

"জিষ্ণোর্বচনমাজ্ঞায় ভক্তিস্নেহসমন্বিতম্।
দৃষ্টিং নিবেশয়ামাসুঃ পাঞ্চাল্যাং পাণ্ডুনন্দনাঃ॥১১॥
দৃষ্ট্বা তে তত্র পশ্যন্তীং সর্ব্বে কৃষ্ণাং যশস্বিনীম্।
সংপ্রেক্ষ্যান্যোন্যমাসীনা হৃদয়ৈস্তামধারয়ন্ ॥১২॥
তেষাং তু দ্রৌপদীং দৃষ্ট্বা সর্ব্বেষামমিতৌজসাম্।
সংপ্রমথ্যেন্দ্রিয়গ্রামং প্রাদুরাসীন্মনোভবঃ ॥১৩॥
কাম্যং হি রূপং পাঞ্চাল্যা বিধাত্রাবিহিতং স্বয়ম্
বভূবাধিকমন্যাভ্যঃ সর্ব্বভূতমনোহরম্॥ ১৪॥
তেষামাকারভাবজ্ঞঃ কুন্তীপুত্রোযুধিষ্ঠিরঃ।
দ্বৈপায়নবচঃকৃৎস্নং সস্মার মনুজর্ষভঃ ॥১৫॥
অব্রবীৎ স হি তান্ ভ্রাতৄন্মিথোভেদভয়ান্নৃপঃ।
সর্ব্বেষাং দ্রৌপদীভার্য্যা ভাবিষ্যতি হি নঃ শুভা॥১৬

আদিপর্ব্ব, ১৯১তম অধ্যায়।—

অর্থাৎ ভক্তিস্নেহ সংযুক্ত অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া পাণ্ডু তনয়েরা দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহারা যশস্বিনী কৃষ্ণাকে নয়নগোচর করিয়া পরস্পর বদন নিরীক্ষণ করতঃ উপবিষ্ট ও তদ্গতচিত্ত হইলেন। তাঁহারা দ্রৌপদীর রূপ লাবণ্যে এরূপ মোহিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রমথিত করিয়া অনঙ্গ বিকার প্রাদুর্ভূত হইল। বোধ হয়, বিধাতা সকল নারী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট করিবার আশয়ে পাঞ্চালীর তাদৃশ কমনীয় রূপলাবণ্যের নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, নতুবা তাঁহার দর্শনমাত্রেই কেন সকল প্রাণীর মনোহরণ হইবে? যুধিষ্ঠির অনুজগণের আকার ও মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া দ্বৈপায়নের বাক্য সমুদায় (গ) স্মরণ করিলেন এবং ভেদভয়ে ভীত হইয়া অনুজদিগকে নির্জ্জনে লইয়া কহিলেন, "দ্রৌপদী আমাদিগের সকলেরই ভার্য্যা হইবেন।"

(কালীপ্রসন্ন সিংহের বঙ্গানুবাদ।)

যিনি যাহাই বলুন,—আমাদের মনে হয় যে, এইখানে মহাভারতকার দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামিত্বে রহস্যোদ্ভেদ করিয়াছেন। মহাবুদ্ধি মহাবল যুধিষ্ঠির যখন লক্ষ্য করিলেন যে, দ্রৌপদীর অনুপম রূপলাবণ্যে অতিমাত্র আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সমস্ত ভ্রাতৃবর্গ তদ্গত চিত্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহার মনে বিষম অনর্থকর ভ্রাতৃভেদের শঙ্কা উপস্থিত হইল। তিনি চিন্তা করিয়াও এই আসন্ন বিপদ হইতে মুক্তিলাভের উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রস্তাব করিলেন যে তাঁহারা পাঁচভাই একত্র মিলিয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করিবেন। তিনি ভাবিলেন এই উপায়ে তাঁহাদের পঞ্চভ্রাতার সৌহার্দ্দ স্থির থাকিবে, সদাসত্যবাদিনী জননী কুন্তীর সত্যবাদিতা রক্ষা পাইবে এবং ব্যাসের ভবিষ্যদ্বাণী ও সফল হইবে। সুতরাং দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামিত্বের মূলে রাজনীতি বা (Expediency) বর্ত্তমান রহিয়াছে। তবে পৌরাণিক রীত্যানুসারে এই রাজনীতিরূপ মূলকে যতদূর সম্ভব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তাহার উপর নানাবিধ অলৌকিক দৈবকারণ সমবায়ের প্রমাণকে স্থাপনা করা হইয়াছিল, আর এই দৈবকারণকে অবলম্বন করিয়াই ব্যাসদেব পঞ্চালরাজ দ্রুপদের বহুবিধ আপত্তির নিরসন করিয়াছিলেন।

(গ) ১৬৯ অধ্যায়ান্তর্গত যুধিষ্ঠিরের প্রতি ব্যাসবাক্য দ্রষ্টব্য। তথায় তিনি দ্রৌপদীর পূর্ব্বজন্মের এক উপাখ্যানের উল্লেখ করিয়া তাঁহার পঞ্চস্বামিত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

যথাকালে পঞ্চপাণ্ডব রাজা দ্রুপদের প্রাসাদে নিমন্ত্রিত হইলেন, এবং তথায় তাঁহারা ক্রমে ক্রমে জ্যেষ্ঠানুসারে পাঞ্চালীর সহিত বিবাহিত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম পিতৃস্বসা কুন্তী এবং তাঁহার পুত্রগণকে মূল্যবান্ সম্পত্তি প্রদান করিয়া অভিনন্দন করিলেন।

দ্রৌপদীর সহিত যে পঞ্চভ্রাতার পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল, তাহাতে তিনি বাক্য, আকার অথবা ঈঙ্গিতদ্বারাও আপনার প্রতিকূল মত প্রকাশ করেন নাই। যিনি অঙ্গরাজ মহাবলশালী কর্ণকে সুতাপবাদ দিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন,—তিনিই কিন্তু অজ্ঞাতকুলশীল লক্ষ্যবেধকারী বীরবরের কণ্ঠে সাদরে ও সোৎসাহে বরমাল্য প্রদান করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে কুম্ভকার গৃহে গমন করিলেন এবং তথায় তাঁহাদের দারিদ্র্য দশা দেখিয়াও বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না। অবশেষে তাঁহারা যখন লোক এবং শাস্ত্র উভয় বিরুদ্ধ আচারকে আশ্রয় করতঃ পঞ্চভ্রাতায় একযোগে তাঁহার পাণিপীড়নের প্রস্তাব করিলেন, তাহাতে তিনি দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া তাঁহাদের সকলেরই পত্নীত্ব স্বীকার করিলেন। তবে কি মনস্বিনী দ্রৌপদী পঞ্চস্বামী পাইয়া পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন?

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

বঙ্গসাহিত্যে কায়স্থপ্রভাব।

(উপসংহার ১৩২১ সালের ২৯৯ পৃষ্ঠাহইতে)

আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে বাঙ্গালা সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন ও সৌষ্ঠব সাধন পক্ষে কায়স্থজাতি যাহা করিয়াছেন, তাহার উপর আর কোন জাতিরই অধিকতর স্পর্দ্ধা করিতে ন্যায়তঃ অধিকারী নহেন। তাঁহারা যেমন অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে মাতৃভাষাকে দেবভাষাসম্ভূত অলঙ্কারে সুশোভিত করিয়াছেন উহা সকল জাতিরই অনুকরণীয়।

২

২। ইংরাজ জাতির অনুকরণে আমাদের দেশের লোকেরাও সংবাদ ও সাময়িকপত্র প্রচারকল্পে মনোনিবেশ করেন। "সমাচার দর্পন" প্রভৃতি সংবাদপত্র প্রচার করিয়া খৃষ্টান মিসনারীরাও এ বিষয়ে আমাদের প্রবৃত্তি জন্মাইতে ও পথ প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত ছিলেন না। বাস্তবিক বলিতে গেলে এ বিষয়ে আমরা ইংরাজ জাতির নিকট যার পর নাই ঋণী। বিশেষতঃ এ বিষয়ে খৃষ্টান

ধর্ম্মপ্রচারকগণের নিকট আমাদের যে ঋণ তাহা এক প্রকার অপরিশোধনীয়।

৩। যে জাতি বাঙ্গালা গদ্য ও পদ্য সৃষ্টিকল্পে সর্ব্বাগ্রণী, তাঁহারা যে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রচারে ও সম্পাদনে প্রথম হইতেই অগ্রসর হইবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ?

৪। বহু কায়স্থসন্তানই বাঙ্গালা সংবাদ ও সাময়িকপত্র প্রচার করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হন এবং ঐ বিষয়ে তাঁহারা যথেষ্ট সফলতাও লাভ করেন। কিন্তু সে বিষয়ের ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। কাজেই ইতোমধ্যেই অনেক সংবাদ ও সাময়িকপত্রের নামই বিস্মৃতির অতলতলে নিমজ্জিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এখন যেমন অস্পষ্ট আলোকের সাহায্যে তাহাদের উদ্ধার করিতে যাইতে হয় তাহাতে পদে পদে ভ্রমপ্রমাদের বিশেষ সম্ভাবনা। যাহা হউক প্রথম হইতে এখন পর্য্যন্ত যে সকল সংবাদ ও সাময়িকপত্র প্রচারিত হইয়াছে, তাহাদের সকলগুলিই কোন না কোন প্রকারে কায়স্থের যত্ন, চেষ্টাও সহানুভূতিদ্বারা বর্দ্ধিত ও পরিচালিত।

৫। সংবাদপত্রের শক্তি অসাধারণ। প্রকৃতিপুঞ্জের নিম্নেই ইহার শক্তির আসন। ইহাদ্বারা একদিকে যেমন ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় তেমনি ইহাদ্বারা ছোট, বড়, ধনী, নির্ধন প্রভৃতি মধ্যে সমভাবে জ্ঞান বিস্তারিত হইয়া থাকে। এহেন পরম উপকারী সমাজ-সন্দেশবাহক সংবাদ ও সাময়িকপত্রের উৎপত্তি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন পক্ষে কায়স্থগণ কিরূপ যত্ন ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন এ প্রবন্ধে তাহার কিঞ্চিত আভাস দিতে আমরা প্রয়াস পাইব।

৬। ১২৩৮ সালের প্রারম্ভে স্বদেশ হিতৈষী ও মাতৃভাষার পরম উপাসক তারক-চন্দ্র বসু, রামগোপাল ঘোষ ও রামচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি কয়েক জন একত্র হইয়া "জ্ঞানান্বেষণ" নামক একখানী সংবাদপত্র প্রচার করেন ঐ সংবাদপত্র অতি সুন্দরভাবে প্রায় দশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রচারিত থাকিয়া তৎকালীন সমাজের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিল। ঐ পত্রিকার কতকাংশ ইংরাজী ও কতকাংশ বাঙ্গালা প্রবন্ধ ও সংবাদে পূর্ণ থাকিত। এই প্রকারে প্রায় দশ বৎসর সমাজসেবা করিবার পর, ১২৪৭ সালে উহার কার্য্য শেষ হয়।

৭। ১২৪৩ সালে কালীশঙ্কর দত্ত নামক এক পরম উৎসাহী ব্যক্তি "সংবাদ সুধাসিন্ধু" নামক একখানি সংবাদপত্র প্রচার করেন। তৎকালে শিক্ষিত সম্প্রদায়মধ্যে এই "সুধা-সিন্ধুর" তরুণ সুধাস্রোত অব্যাহতভাবে ছুটিয়াছিল এবং পরম উৎসাহে লোকে এই সুধাপান করিবার অবকাশ পাইয়াছিল। যে কারণেই হউক এই পত্রিকাখানি অধিক-দিন স্থায়ী হয় নাই।

৮। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গের সুসন্তান গঙ্গানারায়ণ বসু "দিবাকর" বাহির করেন এবং কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত উহা অতি তেজের সহিত চালিত হইয়াছিল ; কিন্তু প্রচারকদের এ যত্ন অধিকদিন কার্য্যকারী হয় নাই। কাজেই ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যাকাশেই এই 'দিবাকরের' অস্তাচলশায়ী হইতে হয়।

৯। এই সময় "সংবাদ-সৌদামিনী" নামক আর একখানি সংবাদপত্র প্রচারিত

হয়। সুলেখক কালাচাঁদ দত্ত ও তাঁহার কয়েকজন বন্ধুর যত্নে ও তত্ত্বাবধানে এই সংবাদপত্রের উৎপত্তি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। তৎকালে উহার ন্যায় প্রসার, আদর ও যত্ন অন্য কোন সংবাদপত্রের ভাগ্যে ঘটে নাই। সেই সময় এই পত্রিকার আদর ও সম্মানের কিছু মাত্র অভাব হয় নাই। এই আদরের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রচারও অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে উহার পরিচালক দের উৎসাহ ও বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, ইহার বার্ষিক মূল্য ছয়টাকা ছিল। কাল সকলেরই ধ্বংশ সাধন করিয়া থাকে। সময়ে ইহার ও এই আদর ভক্তির স্রোত মন্দীভূত হইয়া আসিল এবং ইহার প্রচার ও বন্ধ হইয়া পড়িল।

১০। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র বসু নামক এক ব্যক্তি "সংবাদ-গুণাকর" নামক একখানি সংবাদপত্রপ্রকাশ করেন। তৎকালে তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত সম্পাদক বড় দৃষ্ট হইত না। এই পত্রিকাখানি অতি সুলিখিত এবং অতি সুন্দরভাবে প্রচারিত হইত। ৫।৬ বৎসর অতি তেজের সহিত এই সংবাদপত্র প্রচারিত থাকিয়া সমাজমধ্যে জ্ঞান ও সত্য প্রচার করিয়াছিল। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ইহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়।

১১। এই সময় "সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়" নামক একখানি পদ্যময় সংবাদ পত্রপ্রচারিত হয়। বাবু পার্ব্বতীচরণ দাস ইহার সম্পাদক ছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এই পত্রিকাখানি অধিকদিন নামের সার্থকতা রক্ষা করিতে পারে নাই। অল্পদিন মধ্যেই মৃত্যুকে জয় করিতে যাইয়া এই পত্রিকা মৃত্যুকর্ত্তৃক গ্রাসিত হইয়া পড়িয়াছিল।

১২। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্তের নাম বঙ্গদেশে কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষার অন্যতম জনক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার লেখনী যেমন একদিকে বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ও সৌষ্ঠব সাধন করিয়াছিল আবার অন্যদিকে সাময়িক পত্রেও তাঁহার অসামান্য প্রতিভা উজ্জ্বলতর রূপ ধারণ করিয়াছিল। প্রসিদ্ধ "তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা" তাঁহারই লেখনী প্রভাবে তদানীন্তন সাময়িক পত্রিকাসমাজে শ্রেষ্ঠাসন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাঁহার চেষ্টা ও যত্নেই "তত্ত্ববোধিনীর" অমল প্রভা চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়াছিল। তৎকালে "তত্ত্ব-বোধিনী" যে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহা বাঙ্গালী বা বঙ্গভাষা কখনও ভুলিতে পারিবে না। দুঃখের বিষয় অক্ষয়কুমারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই "তত্ত্ববোধিনীর" সেই গৌরব আর রক্ষিত হয় নাই।

১৩। পরম উৎসাহী ও বঙ্গের সুসন্তান রাজেন্দ্রলাল মিত্র "বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহাতে অতি চিন্তাশীল ও সারগর্ভ প্রবন্ধনিচয়ের সমাবেস হইত। রাজেন্দ্র বাবু যখন যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন তাহাতেই তিনি সফলতা লাভ করিতেন। তাঁহার সম্পাদিত "বিবিধার্থ সংগ্রহ" সেই কর্ম্মবীরের উপযুক্তই হইয়াছিল। এই "বিবিধার্থ সংগ্রহ" একদিন শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের চিন্তাস্রোত এক নূতন পবিত্র পথে চালিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহাতে নানা বিষয়িণী সুললিত

চিন্তাপূর্ণ সারগর্ভ প্রবন্ধনিচয় প্রকাশিত হইত সেগুলি বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্য-রত্ন বিশেষ। কিন্তু দুঃখের বিষয় রাজেন্দ্র-লালের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গেই এই "বিবিধার্থ সংগ্রহের" প্রভাও অস্তমিত হয়।

১৪। সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের কথা আমরা এপর্য্যন্ত উল্লেখ করি নাই। জীবিত লেখকদের বিষয় আমরা কিছু বলিব না উদ্দেশেই এ পর্য্যন্ত তাঁহার নামের উল্লেখ হয় নাই কিন্তু সংবাদ ও সাময়িক পত্রের ইতিহাসের সহিত তাঁহার নাম এমন ঘনিষ্টভাবে বিজড়িত যে এস্থলে তাঁহার নাম উল্লেখ না করিলে এই প্রবন্ধের অঙ্গহানী হইবে। তিনি জীবিত সুতরাং তাহার কথা অধিক আমরা বলিব না। তিনি যে বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে একটী উজ্জ্বলতম রত্ন তাহার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তিনিই প্রসিদ্ধ "নবজীবন"ও "সাধারণী" পত্রিকাদ্বয়ের জনক ও পালক। তাঁহার প্রভাবে এক সময়ে এই দুই পত্রিকা বাঙ্গালীর ও বঙ্গভাষার যথেষ্ঠ উন্নতি ও সৌষ্ঠব সাধন করিয়াছে। প্রসিদ্ধ বঙ্গদর্শনের ন্যায় "নবজীবনের" কার্য্যক্ষেত্রও অতি সুদূর প্রসারিত ছিল। এই "নবজীবন" বাঙ্গালা ভাষার যে উপকার সাধন করিয়াছিল বাঙ্গালী তাহা কখনও ভুলিতে পারিবে না। 'নবজীবনে' বাস্তবিকই বঙ্গভাষার নবজীবন প্রদান করিয়াছিল। সেই জীবনী শক্তির প্রভাব আজও বঙ্গভাষার প্রতি ধমনীতে সতেজে প্রবাহিত। এই মর জগতে সকলেই ভগবান নির্দ্দিষ্ট কোন না কোন কার্য্য করিতে আবির্ভূত হয় এবং তাহার সেই কার্য্যান্তে আবার সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করে। যিনি এই সংসারে স্বকার্য্য সাধন করিয়া প্রস্থান করেন তিনিই ধন্য। "নবজীবন"ও নিজ কার্য্য অতি বিচক্ষণতার সহিত সাধন করিয়া গিয়াছে। কার্য্যশেষে বিদায় গ্রহণও জগতের নিয়ম। কাজেই সেই সুপ্রসিদ্ধ নবজীবনের জীবনেও সেই সনাতন নিয়মের ভিন্নভাব লক্ষিত হইবে কেন? অক্ষয় বাবুর "সাধারণী"ও সাধারণের যথেষ্ঠ হিতসাধন করিয়া 'মহাজন যেন গতঃ স পন্থাঃ' এই শাস্ত্রবাক্যের মর্য্যাদা রক্ষার্থ যথাকালে সেই নবজীবনের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াছিল।

১৫। এই "নবজীবন" এক ব্যক্তির হৃদয়ে নবজীবন সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিল। সেই জীবনীশক্তি প্রভাবে সংবাদপত্র সমাজে যে যুগান্তর সংঘটিত হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই বাঙ্গালীর সৌভাগ্য বলিতে হইবে। সেই জীবনীশক্তি প্রভাবে বাঙ্গালা সংবাদপত্রে যে নূতন স্রোতের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার জ্ঞানগর্ভ বারিপানে আজ সর্ব্বশ্রেণীর বঙ্গবাসী বিভোর। সেই নবজীবনের জীবনী-শক্তিতে যিনি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম আমরা এ পর্য্যন্ত করি নাই, ইহা অবশ্য আমাদের ক্রটী বলিতে হইবে; তিনি সুলভ বাঙ্গালা সংবাদপত্রের জন্মদাতা। অতএব সংবাদপত্রের ইতিহাসের সহিতই তাঁহার নাম আমরা জড়িত রাখিব মনে করিয়াই এ পর্য্যন্ত আমরা সেই কর্ম্মবীরের নামোল্লেখ করি নাই। তিনি আর কেহই নহেন, তিনি সুপ্রসিদ্ধ "বঙ্গবাসীর" জন্মদাতা মহাত্মা যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু।

১৬। প্রথমতঃ "সাধারণী" ও "নবজীবনের" জীবনপথে ইঁহার হস্ত পরিলক্ষিত

হয়। ক্রমে বাঙ্গালা সংবাদপত্রের উন্নতি ও প্রসারবৃদ্ধি কল্পে ইনি মনোনিবেস করেন এবং অক্লান্ত অধ্যবসায়বলে ইনি উক্ত কার্য্যে পূর্ণ সফলতা লাভ করেন। ইঁহারই যত্নে ১২৮৭ সালে "বঙ্গবাসীর" উৎপত্তি ও প্রচার আরব্ধ হয় এবং ইহারই একান্ত যত্নে প্রাবৃটের ভরা নদীর স্থায় তর্ তর্ গতিতে ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে থাকে। "বঙ্গবাসীর" দ্বারা বঙ্গভাষার যথেষ্ট উন্নতি ও সৌষ্ঠব সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে।

১৭। ইহার পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মীপ্রবর কেশবচন্দ্র সেন বাঙ্গালী সমাজে সুলভ বঙ্গালা সংবাদপত্র প্রচারকল্পে "সুলভ সমাচার" প্রকাশ করেন; কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই। কারণ তাহা সাধারণ বঙ্গবাসীর গ্রহণযোগ্য হয় নাই এবং শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের হৃদয়েও তখন বঙ্গালা সংবাদপত্রের প্রতি সেরূপ আস্থা জন্মে নাই। কাজেই কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের স্থায় দিনে দিনে উহার ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটিল, ক্রমে অমাবস্যার আবির্ভাব। পরে রাজানুকূল্য পরলোক হইতে উহার প্রেতাত্মাকে আনয়ন করার চেষ্টা হইয়াছিল। কয়েক দিন 'প্লান্‌চেটে' আবির্ভূত প্রেতাত্মার ন্যায় আঁকা বাঁকা সংবাদ প্রদান করিয়া আবার মৃদু হাসিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছিল।

১৮। যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু "বঙ্গবাসীর" শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া ইহজগৎ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার সেই "বঙ্গবাসী" এখন পর্য্যন্তও গোঁড়া হিন্দুদের মুখপত্র। তাঁহার বঙ্গবাসীর ন্যায় অবারিত প্রচার পূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালা সংবাদপত্রের ভাগ্যে ঘটে নাই। সামান্ত মুদির দোকান হইতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠভবন পর্য্যন্ত ইহার সমান প্রভাব। দোষ গুণ সকলেরই আছে, কাজেই, বঙ্গবাসী উহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। কিন্তু একথা আমরা অসংকোচে বলিতে পারি যে "বঙ্গবাসী" অপেক্ষা আর কোন বাঙ্গালা সংবাদপত্র অধিকতর সফলতা লাভ করিতে পারে নাই।

১৯। এই কর্ম্মবীর যোগীন্দ্রচন্দ্রের আর একটী অমর কীর্ত্তি সংস্কৃত পুরাণাদির বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ তাঁহার যত্ন ও চেষ্টায় বঙ্গভাষা যে সকল অমূল্য রত্নের অধিকারিণী হইয়াছে, উহারা চিরকাল বঙ্গভাষাকে পবিত্র করিয়া রাখিবে। যোগীন্দ্রচন্দ্র বাঙ্গালার একজন প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক। তাঁহার উপন্যাস গুলিতে ভণ্ডদের ভণ্ডামীর যে সমস্ত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে সে গুলি বড়ই সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়াছে। তিনি ভণ্ডের কার্য্য গুলি বিশ্লেষণ করিতে করিতে যেন স্বাভাবিক চক্ষু ছাড়িয়া অনুবীক্ষণ অবলম্বন করিয়াছিলেন; তিনি ভণ্ডের পৃষ্ঠে যেরূপ সবলে বেত্রাঘাত করিয়াছেন, উহা তাহারা অনেক দিন ভুলিতে পারিবেনা।

২০। তিনি "জন্মভূমি" নামক একখানি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন। কিছুদিন ঐ পত্রিকাখানি অতি বিস্তৃতার সহিত প্রচারিত হইয়াছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহার জীবিতাবস্থায় উহার প্রভাব মন্দীভূত হইয়া পড়ে এবং অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

২১। সমুদ্রমন্থনে অমৃতের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিনাশী হলাহলেরও আবির্ভাব হইয়াছিল। আজ কাল সংবাদপত্রের

অষ্টপৃষ্ঠ ললাটে যে বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর দেখা যায়, যোগীন্দ্রচন্দ্রই য়ুরোপ হইতে উহার আমদানী করিয়া বাঙ্গালা ঢং এ সংবাদপত্রে উহাদের অবাধ প্রচার করেন। তাঁহার বিজ্ঞাপনে অষ্টবজ্রের সঙ্গে সঙ্গে সৌদামিনীর হাসি দেখিয়াছি আজ কাল ঐ পশ্চিমে বিজ্ঞাপনের প্রভাব এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে তাহারা সংবাদপত্রের পবিত্র শরীরের প্রায় বার আনা অংশ অধিকার করিয়া আমাদিগকে প্রতিনিয়ত জ্বালাতন করিতেছে।

২২। আর একজন বঙ্গের সুসন্তান প্রসিদ্ধ শিশিরকুমার ঘোষ। তাঁহার প্রাভাতিক শিশিরে এক দিন "অমৃতবাজার" উপ্ত হইয়াছিল। অত্যাচারির পীড়নের হস্ত হইতে গরীব প্রকৃতিপুঞ্জের উদ্ধারসাধন মানসেই তিনি সুদূর পল্লীভবনে যে লেখনী ধারণ করেন উহার প্রবলতেজে অত্যাচারীর চক্ষু ঝল্‌সাইয়া যায়। ১৮৬৮ সালে যশোহর জিলান্তর্গত মাগুরা পল্লীহইতে শিশিরকুমারের একান্ত যত্ন ও পরিশ্রমে "অমৃতবাজার" প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন উহা একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র ছিল মাত্র। পরে ১৮৭৯ সালে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে "অমৃতবাজার" নূতন কলেবর গ্রহণ পূর্ব্বক ইংরাজী পত্রিকায় পরিণত হয়। এই সাপ্তাহিক পত্রিকাই পরে দৈনিকে পরিণত হইয়াছে। এখনও উহা কলিকাতা বাগবাজার হইতে রীতিমত প্রকাশিত হইতেছে। যাহা হউক শিশিরকুমার বাঙ্গালা ভাষার সেবা করিতে কোন দিনই পশ্চাৎপদ হন নাই। অবসর বুঝিয়া তিনি "আনন্দবাজার" নামক আর একখানা বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। উহা এক্ষণে "বিষ্ণুপ্রিয়াকে" আশ্রয় লইয়া সযত্নে বঙ্গভাষার সেবা করিতেছে। শিশিরকুমার কেবল সংবাদপত্র প্রচারক নহেন, তিনি একজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা গ্রন্থকার এবং বিশুদ্ধ গৌরধর্ম্মের প্রচারক। তাঁহার "অমিয় নিমাই চরিত" একখানি ভক্তি ও যুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ। ভক্তবীর নিমাই বাঙ্গালায় যে অপার্থিব ভক্তি-তরঙ্গের উদ্ভব করেন, তাঁহার অমিয় নিমাই চরিতে যেন সেই স্বর্গীয় অমিয়-রাশি সদাই ক্ষরিতেছে। তাঁহার সেই অমিয় ভাণ্ডার শেষে বিলাতি পোষাক পরিধান করিয়া সুদূর প্রতীচ্য ভুবনেও প্রবেশ করিয়াছে।

২৩। ইতোপূর্ব্বেই আমরা বঙ্গের সুসন্তান বাঙ্গালীর গৌরবস্বরূপ, কালীপ্রসন্নের বাঙ্গালা ভাষার সেবা সম্বন্ধে কতক আভাস দিয়াছি। তাঁহার অমল চিন্তাস্রোত কেবল গ্রন্থে নিবদ্ধ ছিল না, উহা যথারীতি সাময়িক পত্রের কলেবরও উদ্ভাসিত করিয়াছিল।

২৪। যে সময় "বঙ্গদর্শন" ও "নবজীবনের" বিমল প্রভায় পশ্চিমবঙ্গ উদ্ভাসিত করিতেছিল, সেই সময় কালীপ্রসন্নের আদরের "বান্ধব" যে অনুপম সুধা উদ্গীরণ করিতেছিল তাহার স্রোত পূর্ব্ববঙ্গ প্লাবিত করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সিক্ত করিতেও ক্ষান্ত ছিল না। বাস্তবিক "বান্ধব" যে প্রকার বঙ্গভাষার সৌষ্ঠব সাধন করিয়াছে,বাঙ্গালায় দুই একখানা সাময়িক পত্রভিন্ন অন্য কেহই মাতৃ-অঙ্গে সেরূপ অলঙ্কারের সন্নিবেশ করিতে সমর্থ হয় নাই।

২৫। আর একজন সংবাদ ও সাময়িক পত্রলেখক বামদেব দত্ত। প্রথমে ইহাকে

আমরা "প্রতিমায়" দেখিতে পাই। তাঁহার "ভালবাসা" গ্রন্থেও তাঁহার কৃতিত্বের নিদর্শন পাইয়াছি। তাহার সম্পাদিত "বঙ্গনিবাসী" একদিন বড়ই প্রভাববিস্তার করিয়াছিল। তাঁহার ভাষা অতি সরল ও মিষ্ট। সরল ভাষাগুণে সেই সময় "বঙ্গনিবাসীর" প্রচার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং তাহার শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষভাবে প্রকটিত করিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোন অজ্ঞাতহস্ত প্রভাবে ইহার পৃষ্ঠে যে উচ্ছৃঙ্খল ভাব প্রকাশ পাইল শেষে তাহার ফলেই ইহার অস্তিত্বের বিলোপ প্রাপ্তি ঘটিল।

২৬। "বঙ্গবাসী" প্রকাশের কিছু পরেই বঙ্গের তেজস্বী সন্তান কৃষ্ণকুমার ও দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি "সঞ্জীবনী" ও স্পষ্টবক্তা জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস "সময়" প্রকাশ করেন, উঁহারা এখনও সমানভাবে মাতৃভাষার সেবাকল্পে নিযুক্ত আছে।

২৭। আমরা আরও কয়েকখানি সাময়িক পত্রের নাম করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। উহারা বঙ্গভাষার যথেষ্ট উপকার সাধন ও অঙ্গপুষ্ট করিয়াছে এবং কেহ কেহ এখনও সাদরে মাতৃসেবা করিতেছে। তাহার মধ্যে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত "আর্য্যাবর্ত্ত", শ্রীকৃষ্ণ দাস সম্পাদিত "জ্ঞানাঙ্কুর" ও দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী সম্পাদিত "নব্যভারত" বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। দেবীপ্রসন্ন বাবু শেষোক্ত সাময়িক পত্রখানি আজ দ্বাবিংশ বৎসর পর্য্যন্ত সমভাবে প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। আধুনিক সাময়িকগণের চাকচিক্য কিংবা ছবির অমকাল সমাবেশও ইহার বিশেষ ক্ষতি করিয়া উঠিতে পারে নাই। কতিপয় কায়স্থ পরিচালিত সংবাদ ও সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 'কায়স্থ-পত্রিকা' ও 'আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার' দ্বারা কায়স্থ-সমাজের বহু উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে। এই সকল পত্রিকার বিষয় আমরা আর অধিক উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি না। আমরা সাধ্যমত জীবিত লেখকদের বিষয় পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

২৮। উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে আমাদের ভ্রম ও অজ্ঞতাবশতঃ অনেক কায়স্থ লেখকের নাম আমাদের এই প্রবন্ধে স্থান পাইতে পারে নাই, তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট ক্ষমা চাহিতে বাধ্য। কোন কোন সত্যসন্ধ সহৃদয় মহানুভব ব্যক্তি ইতোমধ্যে আমাদের যে ভ্রমপ্রমাদ প্রদর্শন করিয়াছেন বা পরে করিবেন, তাঁহাদের নিকট আমরা আমাদের সভক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি ও করিব।

শ্রীরতিনাথ মজুমদার

জাপানে ধর্ম্মবিশ্বাস।

সমগ্র জাপানে প্রায় চারি কোটি লোকের বাস। ইহাদের মধ্যে প্রধানতঃ তিনটী ধর্ম্ম প্রচলিত। শিন্তো, বৌদ্ধ এবং কনফিউশিয়ান ধর্ম্ম। শিন্তো অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষ উপাসনা সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন এবং ইহাই জাপানীদের আদিমধর্ম্ম। কেহ কেহ বলেন যে এই ধর্ম্ম কোরিয়া হইতে জাপানে প্রচারিত হয়। ৫৩৪ খৃষ্টাব্দে জাপানে বৌদ্ধধর্ম্মের সূত্রপাত হয়। কথিত আছে ঐ সময়ে জনৈক চীনবাসী বুদ্ধদেবের প্রস্তরমূর্ত্তি তথায় লইয়া 'ইয়ামাতো' প্রদেশে একখানি পর্ণকুটীরে উহা স্থাপন করতঃ পূজা করিতে থাকেন। অতঃপর দলে দলে জাপানীরা সেই প্রশান্ত মূর্ত্তি দর্শন করিতে আসিয়া উক্ত পুরোহিতের সহিত বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানাকথা আলোচনা করিতেন। ৫৫২ খৃষ্টাব্দে কোরিয়ার জনৈক নরপতি জাপ-সম্রাট্‌কে কতকগুলি বুদ্ধদেবের সুবর্ণমূর্ত্তি উপঢৌকন দেন। তৎসঙ্গে অনেক গুলি ধর্ম্মপুস্তক প্রেরিত হয়। এই পুস্তক-গুলি আজও পর্য্যন্ত 'জেঙ্কোজি' মন্দিরে সযত্নে রক্ষিত আছে।

৫৭২ এবং ৫৮৪ খৃষ্টাব্দে পুনরায় কোরিয়া হইতে কয়েকজন পুরোহিত বুদ্ধদেবের প্রতি-মূর্ত্তি এবং ধর্ম্মপুস্তক লইয়া জাপানে আসিয়া-ছিলেন। এই সময়ে জাপ-সম্রাট্ স্বয়ং বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া প্রাপ্ত মূর্ত্তিগুলি স্বরালয়ে স্থাপন করিবার জন্য মন্ত্রীবর্গের মতামত জিজ্ঞাসা করেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা বলিলেন যে, বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি এখানে স্থাপিত হইলে, দেশীয় দেবতা-গণকে অপমান করা হইবে। কিন্তু প্রধান মন্ত্রীবর বৌদ্ধধর্ম্মের অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়া মূর্ত্তিগুলি তাঁহারই বাটীতে রাখিয়া দেন। এই বাড়িটী পরিশেষে মন্দিরে পরিণত হয়।

ইহার কিছুদিন পরেই জাপানে এক মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়। সহস্র সহস্র লোক ইহার করাল গ্রাসে পতিত হওয়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম-বিরোধিগণ বলিতে লাগিল যে, দেশী দেবতা-গণের অসন্তোষই এ মহামারীর একমাত্র কারণ। তাহারা শুধু ইহা বলিয়া সন্তুষ্ট হয় নাই, বৌদ্ধ-মূর্ত্তিগুলি একে একে নদীর জলে নিক্ষেপ করিয়া মন্দিরসমূহ অগ্নি সংযোগে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। প্রবাদ আছে যে, স্বর্গ হইতে অকস্মাৎ এক প্রজ্জ্বলিত বহ্নি এই দুষ্টলোক-দিগকে দগ্ধ করায়, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি সাধারণ লোকের অনুরাগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল অনন্তর প্রধান মন্ত্রী পুনরায় একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন এবং কোরিয়া হইতে অনেকগুলি নিষ্ঠাবান পুরোহিত আনাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করিলেন। কতক-গুলি দুষ্টলোকে এই মন্দিরটীও পোড়াইয়া দিল, কিন্তু ইহাতেও মন্ত্রীবর নিরুৎসাহ না হইয়া পুনরায় আর একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। অতঃপর যুবরাজ স্বয়ং বৌদ্ধ

ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া উহা জাপানে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার চেষ্টা ফলবতী হইল। ৬২১ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বসমেত ৪৬টি মন্দির নির্ম্মিত হইল। জাপানে সমুদয় প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলিই এই সময়ে নির্ম্মিত।

৬৪০খৃঃ অব্দে বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাং (Houen Thsang) ভারতবর্ষে আসিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহকরিয়া জাপানে গমন করেন। ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করিল; কারণ বুদ্ধদেবের জন্মভূমি দর্শন করায় লোকে ইঁহাকে মহাপুণ্যবান্ ব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিল। এই সময় হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি লোকের অনুরাগ ক্রমশঃ এত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল যে, অসংখ্য জাপান যুবক প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া 'জাঙ্কে' (ছোট ছোট সামুদ্রিক নৌকাবিশেষ) আরোহণ পূর্ব্বক দুস্তর সমুদ্র পার হইয়া চীন দেশাভিমুখে যাত্রা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা চীন ভাষায় ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। এই কারণেই আধুনিক জাপ-পুরোহিতগণও চীন ভাষায় শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া থাকেন। মন্ত্রের মধ্যে দুই একটী সংস্কৃত এবং পালিশব্দ ব্যবহৃত হয় মাত্র।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, চীন এবং কোরিয়া হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশঃ জাপানে প্রচার হয়। কোনও জাপ-পুরোহিত ধর্ম্মশিক্ষার্থে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত আসেন নাই। মূল ধর্ম্মশাস্ত্রের চীনভাষায় অনুবাদ লইয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট ছিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই সময়ে জাপধর্ম্মপ্রচারকগণ ভারতবর্ষের অপেক্ষা চীনদেশের সভ্যতারই বেশী অনুকরণ করিতেন।

৭১০ খৃষ্টাব্দে 'নারা' নগরে এক বৃহৎ আশ্রম স্থাপিত হয়। এই সময় হইতে ধর্ম্মবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জাপানীরা ভারতীয় সভ্যতা অনুকরণ করিতে লাগিলেন। পুরাকালীন কুসংস্কারসমূহ বৌদ্ধধর্ম্মালোকে একে একে তিরোহিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যে বাটীতে একজন লোকের মৃত্যু হইত, তথায় জাপানীরা বাস করিতে ভীত হইতেন এবং এই কারণে একজন সম্রাটের মৃত্যুর পর নবসম্রাট অন্যত্র রাজধানী উঠাইয়া লইতেন। কিন্তু 'নারা' নগরে বৌদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে ৭৫ বৎসর যাবৎ তথায় জাপানের রাজধানী ছিল। অনন্তর কিয়োতো নগরে বর্ত্তমান সম্রাটের সিংহাসন আরোহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জাপানের রাজধানী ছিল এবং ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দহইতে তোকিয়ো রাজধানীতে পরিণত হইয়াছে।

৭৩৭ খৃষ্টাব্দে সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশেই বৃহৎ বৃহৎ বৌদ্ধমন্দির নির্ম্মাণের জন্য গভর্ণমেণ্ট আদেশ প্রচার করেন। জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মালোক বিস্তারের জন্য চারিদিকে চেষ্টা হইতে থাকে। এই বৎসরেই "নারা" নগরে বুদ্ধদেবের এক প্রকাণ্ড সুবর্ণমণ্ডিত কাংস্যমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবার জন্য জনসাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয় এবং অবিলম্বে উহা কার্য্যে পরিণত হয়। ঐ মূর্ত্তির আকার এরূপ বৃহৎ যে উহাকে পৃথিবীর অষ্টম-বিস্ময় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সাধারণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে তাহার পরিমাণ প্রদত্ত হইল। (ক)

(ক) ইঞ্চির অংশ আমরা ত্যাগ করিলাম। সঃ

	ফিট্	ইঞ্চি
দৈর্ঘ্য	৪৯	৭
বেষ্টন	২৭	২
মুখের দৈর্ঘ্য	৮	৫
কর্ণযুগলের দূরত্ব	১৯	৯
চক্ষুর দৈর্ঘ্য	৩	১১
ভ্রুর ঐ	৩	১
কর্ণের ঐ	৬	৬
নাসিকার ঐ	৩	৯
মুখ গহ্বরের ঐ	৩	২
এক জানু হইতে অন্য জানুর দূরত্ব	৩৫	৮
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের বেষ্টন (পদের)		৩

তৎকালীন সম্রাটই ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। পাছে শিন্তো দেবদেবীগণ ইহাতে রুষ্ট হন এই ভয়ে তাঁহাদের অভিপ্রায় জানিবার জন্য "নিয়োকু" নামক জনৈক বিখ্যাত পুরোহিত 'ইছে' মন্দিরস্থিতা সূর্য্যদেবীর নিকট প্রেরিত হইলেন। এই মহাত্মা সাত রাত সাত দিন অনাহারে মন্দির দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিবার পর হঠাৎ দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং তিনি তাঁহার প্রস্তাবের অনুকূল বাণী শ্রবণ করেন উক্ত পুরোহিত মহাশয়ের প্রত্যাগমনের পর-রাত্রি সূর্য্যদেবী সশরীরে সম্রাটকে স্বপ্নাবস্থায় দর্শন দিয়া বলিলেন, "আমি হিন্দু দেবতার (Birushana) অর্থাৎ বিষ্ণুর অন্যতম অবতার মাত্র। অতএব জাপানীরা নিঃসন্দেহচিত্তে হিন্দু দেবতা স্থাপন করিয়া পূজা করিতে পারেন।"

৭৪৯ খৃষ্টাব্দে জাপানে যে স্বর্ণ পাওয়া যায় তদ্বারা ঐ বৌদ্ধমূর্ত্তি মণ্ডিত করা হয়। প্রায় ১১০০ বৎসর হইল সেই মূর্ত্তি আজও অক্ষুণ্ণ থাকিয়া সহস্র সহস্র ধার্ম্মিক জাপানীদের প্রাণে ভক্তি ও উৎসাহ প্রদান করিয়া আসিতেছে। অনন্তর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি জপানীদের অনুরাগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের আদিম ধর্ম্মের (শিন্তো) প্রতি বিশ্বাস কথঞ্চিৎ দ্রবীভূত হইয়া আসিল। সম্রাট্‌গণ পুরাতন উপাধি-সমূহ পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধপুরোহিত দত্ত উপাধি গ্রহণ করতঃ ঈশ্বরের বরপুত্র বলিয়া অবিহিত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে পর্য্যায়ক্রমে কয়েকজন সম্রাট্ সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া বুদ্ধদেবের প্রদর্শিত পথের অনুগামী হইলেন। তাঁহারা রাজকর্ম্মে ব্যাপৃত না থাকিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জনে মনোনিবেশ করিলেন। এই অবসরে সোগুণগণ রাজ্যে প্রাধান্য স্থাপন করিয়া ৭০০ বৎসর জাপান শাসন করিয়াছিলেন। সম্রাট্ নাম মাত্র তাঁহাদের উপরে ছিলেন।

খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৫৫৩ অব্দে চীনদেশে "কনফিউসিয়াস্" (Confucius) নামক জনৈক ধার্ম্মিক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। গৌতম বুদ্ধ যেমন মূল হিন্দুধর্ম্ম হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের সৃষ্টি করেন, ইনিও সেইরূপ চীনদেশীয় পুরাতন ধর্ম্ম হইতে এক নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মনুষ্যগণের মধ্যে পরস্পর কিরূপ সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক ইনি তাহাই দেখাইয়াছিলেন। সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের কি সম্বন্ধ তদ্বিষয়ে ইনি কিছুই বলেন নাই। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাঁকে ধর্ম্মপ্রচারক না বলিয়া নীতিপ্রচারক বলা যাইতে পারে। চীনের পুরাতন ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে রাজার সহিত প্রজার, পিতার সহিত পুত্রের, স্বামীর সহিত স্ত্রীর, জ্যেষ্ঠের সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতার এবং বন্ধুগণের মধ্যে কিরূপ

সম্বন্ধ তাহা ইনি অতি বিষদরূপে বুঝাইয়া দিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। চীনদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর এই ধর্ম্ম (খ) কোরিয়ায় প্রচারিত হয়। অতএব পাঠকবর্গ এই সকল বুঝিয়া দেখুন যে জাপানিদের নিজেদের কোনও ধর্ম্ম ছিল না। শুধু ধর্ম্ম কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের নিজেদের উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না তাঁহারা পুরাকালে সমস্ত বিষয়ই ভারতবর্ষ ও চীনদেশ হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। জাপানকে জাপানীভাষায় "নিপ্পন" বলে। চীনভাষা হইতে এই নাম গৃহীত হইয়াছে। ইহার অর্থ সূর্য্যের উৎপত্তি স্থান। জাপান চীনদেশের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত হওয়ায় চীনবাসীগণ উহাকে সূর্য্যের উৎপত্তি ভূমি বলিয়া থাকেন। পাঠকবর্গ দেখুন, দেশের নামটী পর্য্যন্ত জাপানীরা চীন হইতে ধার করিয়াছেন।

উল্লিখিত তিনটী ধর্ম্ম স্বতন্ত্র হইলেও ইহারা পরস্পর এরূপভাবে মিশ্রিত যে, একই জাপানী একাধারে তিনধর্ম্মাবলম্বী। একই ব্যক্তি কিরূপে তিন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তাহা পালন করিতে পারে ইহা আমাদের ধারণারও বহির্ভূত। এ বিষয়ে "কিসিমাতো" নামক জনৈক ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ কি বলিতেছেন শুনুন:—

"জাপানের ধর্ম্মত্রয় বিভিন্ন হইলেও ইহারা পরস্পর এরূপভাবে মিশ্রিত যে একই জাপানী শিন্তো, বৌদ্ধ এবং কনফিউসিয়ান্ ধর্ম্মাবলম্বী। আমরা শিন্তো ধর্ম্ম হইতে সৃষ্টিকর্ত্তা এবং বীরপুরুষদিগের সম্বন্ধে জানিতে পারি ও স্বদেশ ভক্তি শিক্ষা করি। বৌদ্ধধর্ম্ম আমাদের আত্মার মুক্তির পথ প্রদর্শন করে এবং কনফিউসিয়ান্ ধর্ম্ম আমাদিগকে সামাজিক রীতিনীতি শিক্ষা দেয়। এই ধর্ম্মত্রয় কিরূপে পরস্পর মিশ্রিত হইল তাহা আলোচনার যোগ্য। বৌদ্ধধর্ম্মে জাপানীদের বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইলে পুরোহিতগণ প্রচার করিতে লাগিলেন যে, শিন্তো দেবতাগণ বুদ্ধদেবের অবতার মাত্র। যখন জাপানীদের ইতিহাসে কোনও দুর্দ্দিন ঘটিয়াছে তখনই বুদ্ধদেব সেখানে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। এই কারণে এবং জনৈক সম্রাট্ স্বপ্নাবস্থায় স্বয়ং সূর্য্যদেবীর প্রমুখাৎ যাহা শুনিয়াছিলেন সে নিমিত্ত জাপানীরা শিন্তো-দেবতাগণের বুদ্ধের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। ফলে এই হইল যে অনেকগুলি শিন্তো দেবতার মন্দিরও বৌদ্ধমন্দিরে পরিণত হইল, সুতরাং জাপানীরা বৌদ্ধধর্ম্মোপাসক হইলেও শিন্তো দেবতার পূজা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শিন্তোধর্ম্মের উদ্দেশ্য পূর্ব্বপুরুষ উপাসনা। যে সমস্ত জাপানী মহাত্মাগণ তাঁহাদের দেশের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সম্মানার্থে মন্দির নির্ম্মিত হইত এবং তাঁহারা দেবতারূপে এখনও পূজা পাইয়া আসিতেছেন। এতদ্ভিন্ন পরলোকগত সকল সম্রাটই শিন্তো দেবতা)

কনফিউসিয়াস্ কতকগুলি নীতিশিক্ষা দিয়াছিলেন মাত্র। তিনি কোনও দেবতাকে উপাসনা করিতে বলেন নাই কিংবা নিষেধও

(খ) ঠিক ধর্ম্ম না হইলেও এই নীতিমালাকে জাপানীরা তাঁহাদের ধর্ম্মের একটী অংশ বলিয়া বিশ্বাস করেন। লেখক

করেন নাই। সুতরাং তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম শিন্তো কিংবা বৌদ্ধধর্ম্মের কোনও অপকার করে নাই বরং তাহাদের অভাবই পূরণ করিয়াছিল। উক্ত ধর্ম্মদ্বয়ে যাহা ছিল না, ইহা তাহাই শিক্ষা দিয়াছিল। এই ধর্ম্মত্রয়ের সংমিশ্রণে যে ধর্ম্ম গঠিত হইয়াছে, তাহাই জাপানীদের ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মকে কি নামে অভিহিত করা যাইতে পারে পাঠকগণ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ (জাপান)
যশোহর, চিরুণীর কারখানা।

স্বাস্থ্য ও খাদ্যাখাদ্য।

বাংলার লোকের স্বাস্থ্য দিন দিন লয় প্রাপ্ত হইতেছে। ইহার একমাত্র কারণ বাঙ্গালী নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি,শরীরের প্রতি আদৌ যত্ন করেন না। বাঙ্গালীর মধ্যে অনেক বিলাসী ও ধনী আছেন সত্য; কিন্তু স্বাস্থ্য রক্ষা কাজটা তাঁহারা কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করেন না, কি করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হয় তাহা বড় কাহাকেও শিখাইতে হয় না। সকলেই শরীর পালন বিষয়ে হিতাহিত আপনা হইতে মোটামুটী এক প্রকার বুঝিতে পারেন। কিন্তু কেবল বুঝিলে কি হইবে কার্য্যে পরিণত না হওয়াটাই দুঃখের বিষয়।

প্রথমতঃ একটী বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে যদিও হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী আহার্য্যে শরীর পোষণোপযোগী হিতকর দ্রব্য সমূহ যথেষ্ট আছে এবং হিন্দুর খাদ্য পৃথিবীর অপর সকল দেশবাসীর খাদ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বিজ্ঞান-সম্মত, তথাপি আজকাল আমরা যাহা আহার করি তাহাতে আমাদের শরীর পোষণ কার্য্য ভালরূপ হয় না। কারণ অন্নপূর্ণা দেবী আর এখন আমাদের প্রতি সুপ্রসন্না নন। (ক) বিশুদ্ধ খাদ্য পাওয়া দুষ্কর।—সকলই কৃত্রিম ও মহার্ঘ্য; তাহাতে আবার চঞ্চলার সহিত সাধারণ বাঙ্গালীর বড় সদ্ভাব নাই ইহাকেই বলে "গণ্ডস্যোপরি পিণ্ডকঃ সংবৃত্তঃ"।

একজন সাধারণ গৃহস্থের মধ্যাহ্ন আহার (অফিসে যাইবার সময়) চাউল তিন ছটাক কি বড়জোর একপোয়া, দুই তিন টুক্‌রা আলু, পটল বা অন্য কিছু ভাজা, একটু ডাল তরকারী, আর একটু ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল, একটু জল মিশ্রিত দুধ (সকলের ভাগ্যে নহে) ইহা কোন প্রকারে নাকে মুখে গুজিয়া অফিসে ছুটিতে হয়। তবে জামা জুতাটা পরিষ্কার বটে। অফিস হইতে আসিয়া রাত্রে ইহারই পুনরভিনয় হয়। ইহাতে

(ক) ইহার প্রধান কারণ দেশের কৃষি উন্নতিকল্পে আমরা নিজেও কর্ত্তৃপক্ষগণ বিশেষ চেষ্টা করি না। সম্পাদক।

আমাদের স্বাস্থ্য দিন দিন লয় প্রাপ্ত হইবে নাকি? পূজ্যপাদ ভাংসাগর মহাশয়ের লেখনী নিঃসৃত একটী কবিতায় আছে—

বঙ্গের বাঙ্গালী তুমি ডাল ভাত খাও।
সারাদিন খেটে খেটে রসাতলে যাও॥
সুকোমল শয্যা আর সুখদ শর্ব্বরী।
মনে হ'লে মনে কর বিধাতাই বৈরী॥
স্বাস্থ্য যার ভাল নয় স্বর্গে কোথা সুখ।
ভেবে দেখ নিত্য মনে পাও কত দুঃখ॥

কথাটা ভাবিয়া দেখুন দেখি সত্য কি না? তবে আমাদের একটী মহৎ গুণ আছে, আমরা আমাদের অবস্থা লুকাইয়া রাখিতে পারি। বাহিরে জামা জুতা দেখিয়া কেহ আমাদিগকে চিংড়ি খেগ বাঙ্গালী মনে করে না। আমরা আলু ভাতে ভাত খাইয়া অধিক মাংস খাইয়াছি বলিয়া উদ্গার তুলিতে খুব পটু। আমাকে অনেকে হয়ত মনে করিতেছেন যে লোকটা খাই খাই করিয়াই গেল, কি আপদ! আমাদের ঘরের কথা ফাঁক করিয়া দিতেছে। কিন্তু ভাই! ঘরের কথা সকলেরই সমান, কেবল আমাদের দুঃখের কথা বলিতেছি আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বলিয়া গিয়াছেন "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্" অর্থাৎ যাহাকে ইংরাজীতে Health is wealth বলে। ইহার মর্য্যাদা পৃথিবীর অপরাপর দেশবাসীরা আমাদের চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতেছে।

সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চ সমধাতুঃ সমক্রিয়ঃ।
প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয় মনাঃ স্বাস্থ্য ইত্যভিধীয়তে॥

বায়ু, পিত্ত, কফ, অগ্নি ও কালের সমতা থাকিলে এবং শরীরানুরূপ ক্রিয়া করিতে সমর্থ হইলে, আত্মা ইন্দ্রিয় ও মনঃ প্রসন্ন থাকিলে তাহাকে স্বাস্থ্য বলে;

অর্থাভাব হেতু আমাদের মনঃ অপ্রসন্ন, আত্মা অপরিতৃপ্ত ও অনুন্নত, ইন্দ্রিয় সকল কুপথ চালিত; ইহাতে আমাদের শরীরানুরূপ ক্রিয়া হয় না। কাজেই আমাদের স্বাস্থ্য দিন দিন গতায়ু হইতেছে। বাংলার অনেক দেশ ম্যালেরিয়ায় উৎসন্ন গিয়াছে। অন্যান্য অনেক ব্যাধি প্রতি-বৎসর সহস্র সহস্র লোককে করাল কবলে কবলিত করিতেছে। স্বাস্থ্যহানি হেতু বাঙ্গালী একপ্রকার অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। এখন লোকে ৪০ বৎসর বয়স হইলেই বৃদ্ধ হইয়াছি মনে করে, ৫০ বৎসরে মরণকাল উপস্থিত হয়। (খ)

সুস্থ ব্যক্তির নাড়ীর স্পন্দন সম্বন্ধে নিম্নে কয়েকটী কথা দেওয়া গেল। ২১ বৎসর হইতে ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত সুস্থ ব্যক্তির নাড়ীর স্পন্দন প্রতি মিনিটে ৭০ হইতে ৭৫ বার হয়। ১৪ হইতে ২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মিনিটে ৭২ বার হইতে ৮০ বার হয়। ৭ হইতে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত মিনিটে ৮০ হইতে ৮৫ বার হয়। সদ্যোজাত শিশুর মিনিটে ১৩৫ বার হইতে ১৪০ বার পর্য্যন্ত হয়। জ্বর অবস্থায় উষ্ণতার প্রতি ডিক্রিতে ১০টি করিয়া স্পন্দন

(খ) ইহা অপেক্ষা বঙ্গদেশীয় নারীগণের শারীরিক অবস্থা আরো শোচনীয়। ১১।১২ বৎসরে পিতা মাতার দৌরাত্ম্যে বিবাহিতা হইয়া ১৩।১৪ বৎসরে সন্তান প্রসব করিতে আরম্ভ করিয়া কুড়িবৎসরেই বুড়ী হন। এবং কতকগুলি রুগ্ন স্বল্পায়ু সন্তান প্রসব করিয়া ৪০ বৎসরে মৃত্যুরদিকে প্রধাবিত হন। সং।

বৃদ্ধি পায়। মুমূর্ষু রোগীর নাড়ী ক্ষীণ হইলেও স্পন্দন বৃদ্ধি পায়। ঐ রূপ নাড়ীর মধ্যে মধ্যে স্পন্দন বৃদ্ধি ও মধ্যে মধ্যে লোপ হইলে মৃত্যু সন্নিকট হয়। ঐ অবস্থায় ১৬০ বার নাড়ীর স্পন্দন হইতে থাকিলে জীবনের আশা থাকে না।

সুস্থ ব্যক্তির সাধারণ আহার বিহারের স্বচ্ছন্দতা ও উৎকৃষ্টতা হইতেই দীর্ঘকাল স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পারেন। আমাদের দেশের লোকের শরীর বাতাধিক কারণ ইহা গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। বাতাধিক না হইলে তাপ সহ্য করিতে পারে না। বর্ষা ও শীতকালে বায়ু প্রধান থাকে এই নিমিত্ত এই সময়ে ম্যালেরিয়া বৃদ্ধি পায়। গ্রীষ্মে ম্যালেরিয়ার হ্রাস হইয়া থাকে। বসন্ত,বিসূচী ও জ্বর; বাত বা শ্লেষ্মার প্রাবল্য কালেই সাংঘাতিক হয়। এ দেশের লোক উষ্ণ-সহ শৈত্য-সহ নহে। সেই হেতু দিবরাত্রির মধ্যে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর অধিক শীতের সময় সাধারণ মৃত্যু সংখ্যাও বেশী। ডাক্তারী মতে ঐ সময় রক্তের স্বাভাবিক চাপ সচরাচর এক ডিক্রী কমে। মৃত্যুর আর একটী কাল মধ্যাহ্নের পর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, কারণ উহাও বাতাধিক্যের সময়। আয়ুর্ব্বেদে দিবা ও রাত্রি এই দুই সময়কে বর্ষা ও শীতকালের সহিত সমান বলিয়াছে। ইংরাজী মতেও ডিসেম্বর ও আগষ্ট মাসেই মৃত্যু সংখ্যা অধিক হয় বলিয়া নির্দ্দেশ করে।

স্বাবলম্বন স্বাস্থ্যরক্ষার একটী উৎকৃষ্টতর উপায়। ইহাতে শরীর রোগশূন্য হয়, মন প্রফুল্ল থাকে। কিন্তু আমাদের এমন দুর্ভাগ্য যে আমরা স্বাবলম্বন হীনতা মনে করি। সমাজে এই কুপ্রথার মূলোচ্ছেদ না হইলে আমাদের মঙ্গল কোথায়? কারণ পরিশ্রমী না হইলে ভাগ্যবান হওয়া যায় না। কথায় বলে Diligence is the mother of good fortune

ইষ্টবর্ণগন্ধরসস্পর্শং বিধিবিহিতমন্নপানং প্রাণিনাং প্রাণসংজ্ঞকানাং প্রাণমাচক্ষতে কুশলাঃ। প্রত্যক্ষফলদর্শনাৎ তদিন্ধনাহ্যন্তরাগ্নেঃ স্থিতিস্তদেব সত্বমূর্জ্জয়তি। উচ্ছরীর ধাতুব্যূহবলবর্ণেন্দ্রিয় প্রসাদকরং যথোক্তমুপসেব্যমানং বিপরীতমহিতায় সম্পদ্যতে॥ অর্থাৎ বুধগণ মনঃপ্রিয় বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শবিশিষ্ট এবং বিধি পূর্ব্বক কল্পিত অন্ন পানকে প্রাণীদিগের প্রাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলতঃ প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, সেই অন্ন পানই প্রাণীদিগের অন্তরাগ্নির ইন্ধন (জ্বালানী কাঠ) স্বরূপ; ইহাই প্রাণীদিগের প্রাণ ধারণের হেতু। যথাযথ ব্যবহৃত হইলে সেই অন্নপান শরীরস্থ ধাতু সমূহের বল ও বর্ণ এবং ইন্দ্রিয়দিগের প্রসন্নতা সম্পাদন করে; আর বিপরীত রূপে ব্যবহৃত হইলে অহিতের হেতু হয়।

আহার মাত্রা পুনরগ্নি-বলাপেক্ষিণী যাবদ্ধ্যস্যাশনমশিতমনুপহত্য প্রকৃতিং যথাকালং জরাং গচ্ছতি তাবদস্য মাত্রাপ্রমাণং বেদিতব্যং ভবতি॥ চরক সংহিতা সূত্রস্থান ৫ম অঃ।

পরিমিতভোজী হওয়া আবশ্যক। আর আহারের মাত্রা অগ্নির বল অপেক্ষা করে। যে ব্যক্তি যে পরিমাণ আহার করিলে তাহা তাহার প্রকৃতির ব্যাঘাত না করিয়া যথাকালে জীর্ণ হয়, তাহার সেই পরিমাণ আহারকেই তাহার মাত্রানুযায়ী আহার বলে। আহার তিন প্রকার সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য সুখ প্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃসাত্বিকপ্রিয়াঃ॥
॥ ৮ ॥

আয়ু, উৎসাহ, শক্তি, আরোগ্য চিত্ত-প্রসাদ ও রুচিবর্দ্ধক, রসযুক্ত, স্নেহযুক্ত স্থির (যাহার সারাংশ দেহে স্থায়ী হয়) এবং চিত্ত-সন্তোষক আহার সাত্বিকগণের প্রিয়।

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষ বিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখ শোকাময়প্রদাঃ ॥৯॥

অত্যন্ত কটু, অত্যন্ত অম্ল, অত্যন্ত লবণ, অত্যন্ত উষ্ণ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, অত্যন্ত রুক্ষ এবং অত্যন্ত বিদাহী যেমন উগ্র সর্ষপাদি এই সকল দুঃখ, শোক ও রোগপ্রদ আহার রাজসিকগণের প্রিয়।

যাতযামং গতরসং পুতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপিচামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥১০॥
ভগবৎগীতা ১৭ অঃ।

যাতযাম অর্থাৎ একপ্রহর পূর্ব্বে পক্ক সুতরাং শৈত্যাবস্থাপ্রাপ্ত, রসহীন, দুর্গন্ধ, পর্য্যুষিত অর্থাৎ পূর্ব্বদিন পক্ক, উচ্ছিষ্ট এবং অভক্ষ্য আহার তামসিকদিগের প্রিয়। এই তিন প্রকার আহারের মধ্যে সাত্বিক আহারই শ্রেষ্ঠ। নিম্নে চরকোক্ত কয়েকটী খাদ্যের গুণ প্রদত্ত হইল।

আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে জল ক্লেদোৎপাদক, লবণ বিষ্যন্দ কারক; ক্ষার পরিপাক কারক; দৃষ্টিনাশক; শুক্রনাশক; ঘৃত স্নেহন; দুগ্ধ জীবনীশক্তি বর্দ্ধক; মাংস পুষ্টিকারক ও বৃংহণ; মৎস্য পিত্তশ্লেষ্ম বর্দ্ধক; রক্তশালি ধান্য (দাদখানি) তৃষ্ণানাশক ও ত্রিদোষ নাশক যব ও গম ব্রণ সন্ধানক, বাতহর, স্বাদু, শীতল স্নিগ্ধ, দৃঢ়কারক ও গুরু; কিন্তু সুশ্রুত যবকে লঘু বলিয়াছেন। ডাউলের মধ্যে মুদগ (মুগ) উৎকৃষ্ট ও পিত্তশ্লেষ্মনাশক শাক, গ্লানিকারক। দধি শোথ (Odema) জনক, অম্ল প্রায়ই পিত্তল; তৈল আহার দ্রব্যের সংস্কারক ও বায়ুনাশক। প্রায় সকলপ্রকার মধুর দ্রব্যই কফকারক। কটুদ্রব্য (পিপুল শুঁঠ ভিন্ন) বাতল ও অবৃষ্য। বেতের ডগা ও পলতা ভিন্ন প্রায় সকল তিক্তদ্রব্যই বায়ুবর্দ্ধক। খাদ্যে সাধারণতঃ মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত, কষায় ও ক্ষার এই সাতপ্রকার রস আছে। সুস্থ ব্যক্তির প্রত্যহ অন্নাধিক মাত্রায় এই সকল রসই সেবন করা উচিত।

কূর্চ্চিকাংশ্চ কিলাটাংশ্চ শৌকরং গব্যমাহিসম্।
মৎস্যান দধিচ মাষাংশ্চ যবকাংশ্চ ন শীলয়েৎ ॥

কূর্চ্চিকা অর্থাৎ দধি, দুগ্ধ ও তক্র একত্র করিয়া যে আহার করা যায়; কিলাট অর্থাৎ নষ্ট ক্ষীরের ঘনভাগ; শূকর মাংস; গোমাংস (সদ্য কুষ্টরোগজনক) মৎস্য (পিত্তশ্লেষ্ম বর্দ্ধক); দধি (শোথ Inflammation জনক) মাষকলায় (চরক মাষকলায় নিত্য আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন সত্য কিন্তু ইহা বৃষ্য, অতিশয় বায়ুনাশক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, মল, গুরু বলকারক, বহুবিষ্ঠাজনক ও শীঘ্র পুরুষত্ব বৃদ্ধিকারক)। এই সকল দ্রব্য নিত্য আহার নিষিদ্ধ।

ষষ্টিকান্ শালিমুদগাংশ্চ সৈন্ধবামলকে যবান্।
আন্তরীক্ষংপয়ঃ সর্পির্জাঙ্গলং মধু চাভ্যসেৎ ॥

ষষ্টিক ও শালিতণ্ডুল, মুগ, সৈন্ধব, আমলকী, আন্তরীক্ষজল, দুগ্ধ, ঘৃত, জাঙ্গলমাংস ও মধু প্রত্যহ সেবন করিবে।

তচ্চ নিত্যং প্রযুঞ্জীত স্বাস্থ্যং যেনানুবর্ত্ততে।
অজাতানাং বিকারাণাং অনুৎপত্তি করঞ্চ যৎ॥
চরক সংহিতা সূত্রস্থান ৫ম অং

যে দ্রব্য স্বাস্থ্যের প্রতিকূল নহে এবং অজাত পীড়ার অনুৎপত্তিকর অর্থাৎ যাহা সেবনে কোন রোগ জন্মায়না তাহাই নিত্য আহার কর বিধেয়। ইতি

শ্রীহেমচন্দ্রনারায়ণ তর্কবিদ্যার দেববর্ম্মা।
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ।

গরুড়স্তম্ভলিপি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)

অসিন্ধু প্রসৃতা যস্য স্বর্ধুনী ত্রীন নেকধা।
বাণী প্রসন্ন গম্ভীরা ধিনোতিচ পুণাতিচ ।২৫।

অন্বয়ঃ।

যস্য (রাজ্ঞঃ) অসিন্ধু-প্রসৃতা-স্বর্ধুনী (ইব) প্রসন্ন গম্ভীরা বাণী ত্রীন্ (লোকান্) অনেকধা (বহু প্রকারেণ)) ধিনোতি (শীতলয়তি) পুণাতি (পবিত্রী করোতি) ।২৫

বঙ্গানুবাদ।

যে রাজার প্রসন্ন গম্ভীর বাণী সমুদ্র-অপ্রাপ্ত-গঙ্গার ন্যায় ত্রিলোককে শীতল এবং পবিত্র করিত ।২৫।

---

(২৫) এই শ্লোকের ২য় পাদ স্তম্ভলিপিতে এই প্রকার ছিল—

স্বর্ধুনী..............ধা

অর্থাৎ অনুষ্টুপ পদের ৮টী অক্ষরের স্থানে ৪টী আছে কালপ্রভাবে বাকী ৪টী অক্ষর লুপ্ত হইয়াছে। ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত ধুলজুড়া উজিরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রামগোপাল স্মৃতিতীর্থ মহাশয় এই শ্লোকের অপূরণ অক্ষর ৪টী পূরণকরিয়া দিয়া আমাদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। আমরা তদনুসারে মূল শ্লোকটীর উদ্ধার করিয়াছি। ভাগীরথীর জল প্রবাহ সাগরের সহিত মিশ্রিত হইলে তাহার পবিত্রতা থাকেনা তাই কবি অসিন্ধু প্রসৃতা স্বর্ধুনীর ন্তায় রাজার প্রসন্ন গম্ভীর বাণী স্বর্গ, মর্ত্ত্য পাতালকে শীতল ও পবিত্র করিয়া ছিল। অর্থাৎ রাজার আদেশে প্রকৃতি পুঞ্জের বিশেষ মঙ্গলসাধিত হইয়াছিল। ছন্দ অনুষ্টপ।

পিতৃত্বং স্বয়মাস্থায় পুত্রত্বমগমৎ স্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পুরুষান্ যস্য বংশে যঞ্চ প্রপেদিরে ॥২৬॥
শোভাশেষভৃতঃ স্বকীয়বপুষো লোকেক্ষণগ্রাহিণি
স্বাভিপ্রায় ইবাতুলোন্নতিমতি স্বপ্রেমবন্ধস্থিরে।
স্পষ্টং শল্য ইবার্পিতে কলিহৃদি স্তম্ভেত্রতেজস্বিনি
সংহর্ত্তা ফণিনাং হরেঃ প্রিয়সখ স্তার্ক্ষ্যোয়মারোপিতঃ॥২৭॥

অন্বয়ঃ।

যঃ স্বয়ং পিতৃত্বং আস্থায় (পুনঃ) স্বয়ং (এব) পুত্রত্বং অগমৎ যস্য বংশে পুরুষাঃ যং (চ) ব্রহ্মা ইতি (কৃত্বা) প্রপেদিরে ॥২৬॥

বঙ্গানুবাদ।

এবম্বিধ বহুগুণসম্পন্ন রাজা যে বংশে স্বয়ং পিতৃত্ব ও পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই সাধারণ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে ব্রহ্মা বলিয়া জ্ঞান করিত ॥২৬॥

অন্বয়ঃ।

শোভাশেষভৃতঃ স্বকীয়বপুষো লোকেক্ষণে গ্রাহিণি, স্বাভিপ্রায় ইব, অতুলোন্নতিমতি স্বপ্রেমবন্ধস্থিরে তেজস্বিনী অত্রস্তম্ভে স্পষ্টং (যথাস্যাৎতথা) ইবকলি হৃদি শল্যে অর্পিতে সতি (এতৎঅনুভূয়তে যৎ) ফণিনাং সংহর্ত্তা হরেঃ প্রিয় সখঃ তার্ক্ষ্য অয়ং আরোপিতঃ ॥২৭॥

বঙ্গানুবাদ।

অপূর্ব্ব শোভা বিশিষ্ট স্বীয় শরীরে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ জন্যই যেন নিজের অভিপ্রায় অনুসারেই অনুপম উন্নতিযুক্ত অর্থাৎ অসাধারণ দীর্ঘ এবং নিজ প্রেমেই যেন বন্ধনাবস্থায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান সেই চাক্‌চিক্য যুক্ত স্তম্ভকে দেখিলেই মনে হয় যেন কলির হৃদয়ে শল্য অর্পণ করা হইয়াছে এবং কলিরূপ ফণি সেই শল্য আর উদ্ধার করিতে না পারে এই অভিপ্রায়েই যেন সেই স্তম্ভের উপরিভাগে হরির প্রিয়সখা ভুজঙ্গসংহারকারী গরুড়কে সংস্থাপন করা হইয়াছে।২৭।

---

(২৬) এই শ্লোকে "পুরুষান্" শব্দের স্থলে "পুরুষাঃ" হইলে ভাল হইত। ব্রহ্মা যেমন ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া ও সৃষ্টি কর্ত্তা হইয়াছিলেন তদ্রূপ এই রাজা এই বংশেই পিতৃত্ব ও পুত্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এজন্য সাধারণ লোক তাঁহাকে ব্রহ্মার সহিত তুলনা করিত। ছন্দ অনুষ্টুপ।

(২৭) এই প্রশস্তির উপসংহারে কবি স্তম্ভটীর বর্ণনা করিতেছেন; স্তম্ভটী অনুপম সৌন্দর্য্যশালী, তাহার দেহে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ জন্যই যেন ইহার লাবণ্য প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ইহা যেমন উন্নত তেমনি পাতাল তলস্পর্শ করিয়াছে; স্তম্ভটীকে দেখিলেই মনে হয়

ভ্রান্ত্বা দিগন্তমখিলং গত্বাপাতালতলমপ্যস্মাৎ
যশ্চ ইহতস্যোত্তস্থৌ হৃতাহি গরুড়চ্ছলাদমনম্ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ।

অখিলং দিগন্তং ভ্রান্ত্বা (ভ্রমিত্বা) অস্মাৎ সংসারাৎ পাতাল তল মপি গত্বা হৃতাহি গরুড় চ্ছলাৎ তস্য (রাজ্ঞঃ) অমলং যশঃ উত্তস্থৌ ॥২৮॥

বঙ্গানুবাদ।

এই শ্লোকে কবি ভঙ্গীক্রমে বলিতেছেন যে, সেই স্তম্ভের মূলদেশ পাতাল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে-অর্থাৎ অতিশয় প্রোথিত। এবং তদুপরিস্থিত গরুড়কে নৃপতির শত্রুরূপ সর্পকে মুখে করিয়া সেই নৃপতির নির্ম্মল যশোরাশিকে নানা দিগ্‌ দিগন্তে বিস্তীর্ণ করতঃ আপাততঃ ঊর্দ্ধে যাইবার চেষ্টা করিতেছে ॥২৮॥

যেন একটী সুদীর্ঘ শেল পাতালতলস্থ কলিরূপ ফণিরাজের হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে, এবং কলি সেই শেল আর উদ্ধার করিতে না পারেন সেই জন্যই যেন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা ভূজঙ্গ সংহারকারী গরুড় উক্ত স্তম্ভের শিরোভাগে উপবিষ্ট। এই শ্লোকে "শেষভূতঃ" "তেজস্বিনী" "সংহর্ত্তা" এই তিনটী শব্দ উক্ত স্মৃতিতীর্থ মহোদয় উদ্ধার করিয়া পাঠ সম্পূর্ণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ রহিলাম। ছন্দ শার্দ্দূল বিক্রীড়িতং।

(২৮) স্তম্ভের শিরোভাগে উপবিষ্ট গরুড়ের মুখে একটী সর্প আছে, তাহাকেই লক্ষ করিয়া কবি বলিতেছেন যে গরুড় পৃথিবীর নানাস্থানে পরিভ্রমণ করতঃ শেষে পাতালে গমন করিয়া রাজারশত্রু সর্পকে মুখে করিয়া রাজা শ্রীযুক্ত নারায়ণ পালের যশোরাসি নানা দিগ্‌ দিগন্তে প্রচার করিতে যেন আকাশপথে উড্ডীয়মান হইতে চেষ্টা করিতেছে। সূত্রধর বিষ্ণুভদ্রদ্বারা এই প্রশস্তি খোদিত হইয়াছিল। সম্পূর্ণ।

সম্পাদক।

কবিতাগুচ্ছ।

বেলাযায়।১।

বেলা যায় ব'লে যেন কে গাইছে গান,
সে স্বর মরমে পশি বিষাদে ডুবিল প্রাণ।
মেলিয়া মোহান্ধ আঁখি,
হায়রে চাহিয়া দেখি,
সারা বিশ্বে উঠিয়াছে সে উন্মাদ তান,
প্রকৃতি গাইছে নিজে সে মোহন গান।১।

উষার সীমন্তে দেখি স্তিমিত চন্দ্রমা,
প্রভাতি নক্ষত্র হেরি হারায় সুষমা।
তুলি সুমধুর ধ্বনি,
মধু মাসে স্রোতস্বিনী,

মৃদুল নির্ঘোষে যেন করিছে ঘোষণা,
বেলাযায়, মোহাবেশে আর রহিওনা ।২।
বেলাযায় প্রতিধ্বনি করিছে সাগর,
গিরিতলে রহি অই অমিয় নির্ঝর
কহিতেছে মৃদু তানে,
যেন তীব্র প্রতিদানে,
বেলাযায়, হায় তারে ছলে বলে ধ'রে
কেহই রাখিতে নারে মুহূর্ত্তের তরে ।৩।
নিবিড় অটবী হ'তে উঠিছে ঐ ধ্বনি,
অইকথা সরোবরে কহিছে নলিনী।
অসংখ্য পতঙ্গ গুলি,
ফলে ফুলে পড়ে ঢলি,
নীরবে কহিছে মোরা কাণে নাহি শুনি,
বেলাযায়, ফেলে যাবে প্রিয় প্রণয়িনী ।৪।
বেলাযায় যেন ল'য়ে বন-বীণা করে,
কলকণ্ঠে বিহঙ্গম গাইছে সুস্বরে।
মিশিয়া তটিনী সনে,
সে সঙ্গীত মৃদুতানে,
অইশুন,—জীবকুল-সমাধি-শিখরে
শোনা যায় এস সবে ছুটি শুনিবারে ।৫।
বেলা যেয়ে যায়, সায়াহ্নে গগন ছায়,
দিনমণি অনুদিন ধীরে ক'য়ে যায়।
উৎসাহে চলেছি ধেয়ে,
বুকভরা আশা ল'য়ে।
দেখিনা যে পথিকের কি দশা ধরায়,
ভ্রূক্ষেপে চাহিনা ফিরে চলেছি কোথায় ।৬।
বেলাযায় ব'লে প্রকৃতি গাইছে গান,
দুদিনের তরে হেথা, বৃথা ধন মান।
অই শিখরের পথে,
নিত্যই সময় রথে,
হইতেছি মোরা সবে সদা আগুয়ান,
অকূলে ডুবিবে ভেলা করিব প্রয়াণ ।৭।
হায়রে সংসার বনে,
নিশীথ সমীর সনে,
স্বপনে জড়িত র'বে কোকিলের কুহুতান,
ধন জন পুত্র কন্যা বিধাতার মহাদান ।৮।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা।

বাদল। (ক) ।২।

ধন্য তুমি বীরশিশু ধন্যহে বাদল!
বার বছরের ছেলে,
এ বীরত্ব কোথা পেলে,
কচিপ্রাণে এ মহত্ব কেবা দিল বল?
আঁকিয়া তোমার চিত্র,
ইতিহাস সুপবিত্র,
তোমার গৌরবে আজি ভারত উজ্জ্বল!
বরিষার ফোঁটা প্রায়,
শত্রু নাশি অস্ত্রঘায়,
রাখিলে নামের গুণ, হে বীর বাদল!
অবশেষে দিলে প্রাণ, স্বদেশ বৎসল!

(ক) রাজস্থানের ইতিহাসে বাদলের নাম জ্বলন্ত অক্ষরে খোদিত রহিয়াছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মিবারের রণক্ষেত্রে এই দ্বাদশ বর্ষীয় বালক বাদল দিল্লীর সম্রাট, আলাউদ্দিনের বহুসংখক সুশিক্ষিত মোগল সৈন্যের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিলেন। আলাউদ্দিন রাজপুত ললামভূতা পদ্মিনীর অসামান্যরূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তদীয় স্বামী ভীমসিংহকে অবরুদ্ধ করেন। বাদল স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করিয়া ভীমসিংহকে মুক্ত করেন। এই যুদ্ধে বাদল ও তদীয় পিতৃব্য গোরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সম্পাদক.

বালকের এ বীরত্ব,
বালকের এ মহত্ত্ব,
কে কোথা দেখেছ আর বিনা এ বাদল ?
ভূধর শিখর সম অটল অচল।
দেখেছি দ্বাপর চিত্রে,
বীরশিশু কুরুক্ষেত্রে,
সপ্তরথী সনে এক বালকের রণ।
অকালে ডুবায়ে ছিল মধ্যাহ্ন তপন।
অসংখ্য রথীর সনে,
বাদল একক রণে,
নিঃস্বার্থ বীরত্ব হেন, এ প্রতাপ ঘোর,
কে কোথা দেখেছে আর বিনা সে চিতোর।
যুগে যুগে শত শত,
ছিলেন বীরেন্দ্র কত,
দেখিয়াছি ইতিহাসে কত বীরগণ,
কিন্তু বাদলের মত দেখিনি কখন।
স্বদেশের হিত তরে,
নিজ প্রাণ তুচ্ছ করে,
অগণ্য অরাতি মাঝে যুঝি প্রাণপণে,
ঢেলে দিলে প্রাণ শিশু দেশের কল্যাণে।
ভারতের আর্য্য-গাথা,
স্মরিলে সে সব কথা,
আজিও পুলকে নাচে মানবের প্রাণ,
ভারতের ইতিহাস পবিত্র মহান্।
বাদল তোমার স্মৃতি,
অপূর্ব্ব বীরত্ব গীতি,
গাইয়া হইবে ধন্য ভারত সন্তান,
জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা রবে তব নাম।

শ্রীমতী চারুশীলা দেবী

ভেঙ্গেদাও ভুল।৩।

হরি! আমি পথহারা অন্ধ অভাজন,
দয়া ক'রে কর দেব! পথ প্রদর্শন।
ষড় রিপু সঙ্গী মোরে সদা বুঝায় ভুল,
স্বজনেরা স্বার্থলাগি করে গণ্ডগোল।
দিশে হারা পথিক আমি এঘোর কাননে,
রাজপথ ভাবি চলি চঞ্চল-চরণে,
বন্ধুর কণ্টকময় সংসার কানন,
ক্ষত পদ, আর নারি করিতে ভ্রমণ।
কিবারূপ কোথা তুমি কিমত সাধনা,
নাহি জানি, কি করিব তব উপাসনা ?
জানি না কি মতে ভক্ত ডাকে হে তোমায়,
কিবা উপচারে তাঁরা পূজে তব পায়।
নাহি জানি জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি যোগ সার,
কি দিয়া পূজিব নাথ! কি হবে আমার ?
কাঙ্গাল না পেতে পারে রাজদরশন,
নৃপতি না করে যদি কৃপা বিতরণ।
অন্ধ সম দীন জনে নেও হাত ধরি,
দেখাও অনন্ত দেব! অনন্ত মাধুরী।
যে পথেতে যেতে পারি তব পদ-মূল,
দেখাও সুপথ হরি! ভেঙ্গেদাও ভুল।

কবিরাজ শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা।

ভাঙ্গিওনা ভুল।৪।

সুপ্তনিশিথিনী কোলে গুপ্তকক্ষে বসি,
তোমারে ডাকিতে নাথ অশ্রুজলে ভাসি।
ভুলে যাই এই বিশ্ব মন্ত্র তন্ত্র সব,
রসনা অবস রসে ডাকিছে নীরব।
উপচার হীন মোর নীরব সাধনা,
ভাবি সদা তুমি বড় আপনার জনা।

তোমারে খুঁজিতে নাথ! কল্পনা আমার,
নাহি যায় দূরে, তুমি হৃদে অনিবার।
বিশ্ব মাঝে আছে কত প্রাণী অগণন,
সে সবেতে করি তব বিভূতি দর্শন।
গভীর বারিধি কিংবা পর্ব্বত শেখরে,
হেরি তব বিরাটত্ব নমি ভক্তিভরে।
সমুচ্চ বিশাল অই নীল নভঃস্থল,
ঘোষে তব অসীমত্ব উচ্চতা কেবল।
অশনি নির্ঘোষে কিংবা মেঘের গর্জ্জনে,
তোমার মহিমা দেব! সদা পড়ে মনে।
বহে ঝড়, বর্ষে মেঘ, নাচে সৌদামিনী,
তোমারি অদ্ভুত লীলা নেহারি বাখানি।
বসন্তের শশধর কুসুমের হাসি,
তোমারি বিমল হাসি বলি ভালবাসি।
মাতৃ স্নেহে হেরি তব প্রেম অনাবিল,
নিখিলেশ! তুমি জুড়ি রয়েছ অখিল।
প্রকৃতির প্রতি অঙ্গে অনন্ত বিকাশে,
তোমার মধুরী হেরি মুগ্ধ ভাবাবেশে।
ভকতি বিহীন আমি নাহি তত্ত্ব জ্ঞান,
কি মতে করিব হরি! বল তব ধ্যান?
পুজি নাথ! তব পদ ভাবি বিশ্বমূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভু ভাঙ্গিওনা ভুল।

কবিরাজ শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা।

আকিঞ্চন।৫।

অতৃপ্ত প্রাণের অনন্ত বাসনা
হোক্ অবসান কৃপায় তোমার,
মুছি ফেল দেব ভোগের কালিমা
ঘুচে যাক্ মোহ ঘুচুক আঁধার।১
ছিন্ন করি দাও মায়ার শৃঙ্খল
বুলা'য়ে তোমার করুণার হাত,
শির মম হোক ও চরণ তলে
ধূলি কণা সম মিশে যাই নাথ।২
ঘুচে যা'ক মোর ঘৃণা লজ্জাভয়
পুরীষে চন্দনে হোক সম জ্ঞান,
শত্রু- মিত্র ভাব হ'য়ে যাক্ লয়
বিশ্বময় ভাবি করি তব ধ্যান।৩
আমিত্বের অভিমান বৃথা গুণের গৌরব
দূ'র যাক্ হৃদয়ের কলুষ নিচয়,
ভবের আসক্তি যত চূর্ণ হোক সব
তব প্রেম প্রবাহেতে ভাসুক হৃদয়।৪
হেরুক্ নয়ন মূরতি তোমার
শ্রবণ শুনুক্ তব নাম গান,
রসনা বলুক্ হরি অনিবার
তব ভাব-মুগ্ধ সদা থা'কুক পরাণ।৫

কবিরাজ শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা।

প্রার্থনা।৬।

কায়স্থের হে আদিপুরুষ,
হে বিচার পতি।
হে ব্রাহ্ম, হে তপস্বি অমর
তোমা করি নতি।১।
মূর্খ মোরা তোমার সন্ততি
মানব সমাজে,
হেয় হ'য়ে রয়েছি পড়িয়া
হীনতার মাঝে।২।
আমাদের পিতামহ তুমি
রাজা চিত্রগুপ্ত।
শূদ্র আখ্যা মাথায় বহিয়া
আছি মোরা সুপ্ত।৩।
ঘুম ঘোর ভেঙ্গে দাও পিতঃ
জাগুক সকলে,
কত আর সহিব যাতনা
নর পদ-তলে।৪।

পুনরায় যজ্ঞসূত্র ধরি'
বেদ মন্ত্রে মাতি
কায়স্থের জাতীয় তপন
উঠে যেন ভাতি' ।৫।
পিতামহ ! করহ আশিস্
আর যেন কভু
নীচতার অতল সাগরে
নাহি ডুবি প্রভু ।৬।

শ্রীজতেন্দ্রনাথ সরকার।
শেরাজগঞ্জ।

স্মৃতি-কথা ।৭।

সকলি তেমনি আছে,
তবু যেন মলিন হয়।
কি যেন কি নাই নাই,
জগত আঁধার ময় ॥
সেই রবি, সেই শশি,
সেই গ্রহ, সেই তারা।
তেমনি বরষে সবে,
সুধার কিরণ ধারা ॥
সেই গঙ্গা ভাগিরথী,
এখনো বহিয়া যায়।
এখনো সলিলে তার,
পাতকী তরিয়া যায়।
এখনো বিহগ গায়,
তুলিয়া ললিত তান।
এখনো প্রকৃতি বর্ষে,
স্নেহধারা অবিরাম ॥
এখনো জগ'ত চলে,
সেই আ.গকার ধারা।
তবু যেন কিছু নাই,
হৃদয় আঁধারে ভরা ॥
সে কালের সব আছে,
তবু তুষ্ট নয় প্রাণ।
মনে হয়,—কিছু নাই,
স্মৃতিমাত্রে অবসান ॥
সাবিত্রীর পতিপ্রেম,
রামের সে প্রজাপ্রীতি
কোথা গেল ঋষিদের,
উষাগমে সামগীতি॥
পার্থের অজেয় শক্তি,
ভীষ্মের সে ব্রহ্মচর্য্য।
কোথা গেল দেবভাব,
ভক্তসনে সাহচর্য্য ॥
কুরুক্ষেত্রে বীরনাদ,
সমরের কোলাহল।
নীরব নীরব এবে,—
আছে শুধু আঁখিজল ॥
যমুনা পুলিনে কোথা,
শ্যামের বাঁশরী তান।
সে সুখ সৌভাগ্য হায়,
চিরতরে অবসান ॥
আমাদের সরবস্ব,
কোথায় গিয়াছে চলে।
স্মৃতিটুকু আছে শুধু,—
তাই হায় আছি ভুলে ॥ (ক)

শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র।

(ক) ভারতের সকলই আছে, হায় হায় ! নাই কেবল স্বায়ত্বশাসন, আশা করি ন্যায়বান্ ব্রিটিশ শাসনে ভারতের সর্ব্বস্ব সেই অমূল্য রত্নটী যেন আমরা কতক পরিমাণে উদ্ধার করিতে পারি ! সম্পাদক

একান্ত তোমারি ।৮।

একান্ত তোমারি নাথ জানি কায় মনে,
আমার সর্ব্বস্ব আজি দিনু ডালি ও চরণে।
দীন দয়াদ্র নাথ তুমি করুণার অবতার,
কাঙ্গালে পতিতে দেখি ঝরে তব আঁখিধার।
এমন দয়াল প্রভু হয় নাই হয় নাই,
হরিনাম দিতে জীবে এত চেষ্টা কার নাই।
এমন মধুর আর্ত্তি এমন মধুর রূপ,
আমাদের গোরাচাঁদ অতুলন অপরূপ।

শ্রীভোলানাথ ঘোষবর্ম্মা।

বাণী-বন্দনা ।৯।

জন্মেছে বাসনা চিতে সেবিতে চরণ,
জ্ঞান-বিদ্যা-প্রদায়িনী জননী আমার।
পূর্ব্বে যথা প্রচারিলা কীর্ত্তি, কীর্ত্তিমান
ভারতের কালিদাস অজর অমর ।১।
অথবা যেমতি মধু, মধুকর মত
নানা পুষ্পে আহরিয়া মধু নিরমল,
বিরচিলা মধু ক্রম, গৌড় বাসী যত
আনন্দে করিছে পান সুধা অবিরল ।২।
কি অভাব থাকে তার এ মর মরতে,
তুমি যারে কর দয়া, কুন্দেন্দু-বরণি।
ভেঙ্গেছে হৃদয় যার শোকের আঘাতে,
পদ্মহস্তে দুঃখ হর শান্তি-বিধায়িনি ।৩।
তাই মাগো বড় আশা সেবি পা দুখানি
জীবনের এই লক্ষ্য হ'য়ে থাকুস্থির।
পূরে যেন মনস্কাম, ইন্দু-নিভাননি।
প্রদানি প্রাণের অর্ঘ্য নয়নের নীর ।৪।

শ্রীভোলানাথ ঘোষবর্ম্মা।

প্রেমের জয় ।১০।

প্রণমি প্রফুল্লময়ী প্রকৃতির পদে,
মণি-যোনি, পূর্ণ তব অক্ষয় ভাণ্ডার।
নিশীথে আকাশ অঙ্কে শশাঙ্কের খেলা,
কুমুদ কৌমুদী সনে বিচিত্র মিলন।
শিশির আসার সিক্ত পঙ্কজ অধরে,
ঊষায় সরোজকান্ত সলাজ চুম্বন।
জলদে জলদ-লতা, অলি ফুলদলে,
জাহ্নবী তরঙ্গভঙ্গ. সাগর সঙ্গমে।
এলীলা মাধুর্য্য কেবা বুঝে লীলাময়ি?
কলনাদী কালিন্দীর শ্যামল সৈকতে
কে যেন কিসের গীতি গায় বংশীরবে,
উদাসী জগতবাসী সে বাঁশী শ্রবণে।
কে অই রোহিণীতটে মোহিনীমোহন, (ক)
যৌবনে যোগীর বেশ? কে আবার তুমি
ভাঙ্গিলে বঙ্গের নিদ্রা মৃদঙ্গের রোলে?
সতত ধ্বনিছে বিশ্বে কিসের সঙ্গীত?
মধুর অব্যক্ত, আহা, অমরভাষায়
কে যেন কহিয়া গেল, "আপনি প্রকৃতি,
অকৃতী সন্তান-হৃদে শক্তি সঞ্চারিতে
এবিশ্বে প্রেমের জয় গাহে অবিরাম"
পূর্ণকাম, ভাগ্যবান সেই মহাজন
নাচে যাঁর হৃদিতন্ত্রী সে গীত শ্রবণে॥

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

(ক) বুদ্ধদেব।

রাসলীলা।

কৃষ্ণ কৃপাহি কেবলম্।

অদ্য ১৩২২ বঙ্গাব্দের মার্গশীর্ষের চতুর্থদিবসে পূর্ণিমার নিশীথে

শ্রীশ্রীভগবানের পবিত্র রাসলীলা।

ভগবানপি তা রাত্রিঃ শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্যরন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥ ১

শ্রীমদ্ভাগবত ২৯ অধ্যায়।

অর্থাৎ শুকদেব পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন রাজন্ শ্রীভগবান্ গোপকুমারীদিগের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে আগমিনী পৌর্ণমাসী যামিনীতে তোমরা আমার সহিত বিহার করিবে। অদ্য সেই শারদীয়া পূর্ণিমার শোভনীয়া রাত্রি সমাগত হইল। সেই মধু যামিনীতে সুনীলা যমুনাবিধৌত রম্যনিকুঞ্জকানন ও প্রশস্ত পুলিন তট নির্ম্মল কৌমুদী স্নাত দেখিয়া, প্রফুল্লমল্লিকা পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে দেখিয়া, যোগমায়াকে আশ্রয় পূর্ব্বক সেই সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ আত্মারাম শ্রীশ্রীভগবান্ গোপকুমারীগণের সহিত বিহার করিতে মানস করিলেন।

সেই সুগভীরনিশীথে সেই মনোহর নিকুঞ্জকাননে কৃষ্ণের রাধা প্রমুখ প্রধানাঅষ্টসখী এবং বৃন্দা চন্দ্রাবলী প্রমুখ শত শত গোপাঙ্গনাগণ তাঁহার সহিত প্রণয় প্রার্থী হইলেন। একেত রজনী শুভ্রা, শ্রীবৃন্দাবন জোৎস্না স্নাতা, সুগন্ধি অনিল হিল্লোলে কানন রাজি বিকম্পিতা, এইরূপ অনুকূল সময়ে অবরুদ্ধ সৌরভ শ্রীকৃষ্ণের নিকট গোপিগণ উপস্থিত হইলেন। তখন ভগবান্ তাহাদিগকে বারংবার তাঁহাদিগের সংকল্প পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং পতি পুত্রবতী রমণীদিগের গৃহধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। গোপাঙ্গনারা বলিলেন তুমি আমাদের পতি, পুত্র, গৃহ-সংসার ধর্ম্ম আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম উপসনার একমাত্র পাত্র, তুমি আমাদের শরেণ্য ও বরেণ্য। তুমি বিশ্বপতি. বিশ্বময়, ও বিশ্বনাথ, আমাদিগকে ত্যাগ করিতে পারিবে না আমরাও তোমাকে ত্যাগ করিতে পারি না। তাহার পর এই রাসলীলা আরম্ভ হইল।

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাংমধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।৩।

ভাগবত ৩৩ অঃ।

অর্থাৎ রাসলীলা আরম্ভ হইলে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যোগবলে দুই দুই গোপিকামধ্যস্থিত হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, তখন গোপাঙ্গনারা দেখিলেন তাঁহাদিগের পরমপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ সকলের নিকট সমভাবে অবস্থান করিতেছেন। এই রাসলীলা সম্বন্ধে কেহ কেহ কৃষ্ণচরিত্রে লাম্পট্য প্রভৃতি কতগুলি গুরুতর দোষের আরোপ করিয়া থাকেন। যদি কৃষ্ণচরিত্র

এই প্রকার অবস্থ হইত তবে তাঁহার সমসাময়িক কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এইরূপ কথা কদাপি বলিতেন না। অধুনা পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত কতিপয় লোক মাসিক পত্রিকার স্তম্ভে কৃষ্ণচরিত্রের আলোচনা করিয়া তাঁহার লাম্পট্য দোষই প্রধান বলিয়া উল্লেখ করেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সফরীগুলি যেমন অতল ও অসীম জলধির পরিমাপ করিতে পারে না তদ্রূপ এই সকল কৃষ্ণচরিত্রে অনভিজ্ঞ ক্ষুদ্র বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সেই পরম পুরুষের ক্রিয়া কলাপের বিচার করিতে সম্পূর্ণভাবে অসমর্থ। লোকে বলে "কৃষ্ণকেমন যার মনে যেমন" অর্থাৎ যিনি যে পরিমাণে অনন্ত মহাপুরুষের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইতে পারিয়াছেন সেই পরিমাণেই তিনি তাঁহাকে জানিতে পারিবেন। ফলতঃ তাঁহার কৃপাভিন্ন তাঁহাকে জানা যায়না। বৈষ্ণবদিগের ত কথাই নাই, শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন উপাসকগণও সমগ্র ভারতে পরম ভক্তি সহকারে তাঁহাকে উপসনা করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণচরিত্র পাঠে আমরা অবগত হই যে তিনি একাদশবর্ষ পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে লীলা প্রকট করেন। উক্ত বয়সে তাঁহার বৃন্দবন লীলা সাঙ্গ হয়। এবং তিনি তত্রত্য নর নারীগণের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া মথুরা দ্বারকাদিস্থানে গমন করেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে এইরূপ অল্পবয়সে লাম্পট্য অসম্ভব, কিন্তু যাঁহারা এই যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন তাঁহারা কৃষ্ণচরিত্রের অনভিজ্ঞতারই কেবল পরিচয় দেন। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে একটী অলৌকিক, গুপ্ত ও অপরিচ্ছিন্ন শক্তি (Superhumau mysterious) আমরা সর্বদা দেখিতে পাই। আমাদের মনে হয় তিনি আজন্ম পূর্ণ। গীতায় তিনি নিজে অনেক স্থলে এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

> অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তেমামবুদ্ধয়ঃ।
> পরংভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥২৪॥
> ৭ অধ্যায়।

অর্থাৎ অবিবেকীগণ অপ্রকাশ, রূপশূন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট সর্ব্বকারণ স্বরূপ আমার ভাব না জানিয়া আমাকে ব্যক্তিভাবাপন্ন মনেকরে। আবার নবম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

> অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
> পরংভাব মজানন্তো মম ভূত মহেশ্বরম্॥১১॥

অর্থাৎ আমি মানুষী দেহধারী বলিয়া আমার সর্ব্বভূত মহেশ্বর মহৎভাব অপরিজ্ঞাত হইয়া মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে অবজ্ঞা করে। এই শ্লোকদ্বয়ে তিনি বলিলেন যে মূঢ় ব্যক্তিগণ আমার পরমভাব না জানিয়া আমাকে সাধারণ মনুষ্য মনে করে। কেহ কেহ ইহার আধ্যাত্মিক ব্যখ্যা করিয়া বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্মের বিষয় বলিতেছেন, কিন্তু আমরা মনে করি তিনি নিজের বিষয়ই বলিতেছেন। আমরা মনে করি তিনি আজন্মই পূর্ণ। তিনি জন্মমাত্র সূতিকাগারে পিতামাতাকে চতুর্ভুজ রূপ দেখাইয়া তাঁহাদের সহিত কথা কহিয়াছিলেন। জন্মরাত্রিতে ঝড় বৃষ্টি তুফানের মধ্যে তরঙ্গিত যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়াছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই ফেণিল উর্ম্মিমালা ভেদ করিয়া পিতার অঙ্কে উঠিয়াছিলেন। শৈশবে পুতনা বধ, যমলার্জ্জুন ভঞ্জন, বকাসুরাদি বধ অলৌকিক ভীমকার্য্য করিয়াছিলেন। দ্বাদশবর্ষে মথুরায় কংসের

মত্ত-মাতঙ্গ কুবলয়াপীড়কে একমাত্র বাহু প্রহরণ করিয়া নিহত করেন। বর্ত্তমান সময়ে হীনবীর্য্য মানুষ বৃক্ষের শাখা আরোহণ অথবা মঞ্চোপরি অধিষ্ঠান করিয়া ক্ষিপ্ত ও বন্য হস্তীকে বন্দুকের গুলিদ্বারা নিহত করেন। কিন্তু ভগবান্ সম্মুখ যুদ্ধে এই মত্ত মাতঙ্গকে শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় বধ করিয়াছিলেন।

তমাপতন্তমাসাদ্য ভগবান্ মধুসূদনঃ।
নিগৃহ্য পাণিনা হস্তং পাতয়ামাস ভূতলে॥৩
পতিতস্য পদাক্রম্য মৃগেন্দ্র ইবলীলয়া।
দন্তমুৎপাট্য তেনেভং হস্তিপাংশ্চাহনদ্ধরিঃ॥ ৪

১০ম স্কন্ধ ভাগবত। ৪৩ অঃ

অর্থাৎ—কুবলয়াপীড় হস্তী যেমন দৌড়িয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল অমনি শ্রীভগবান্ মধুসূদন হস্ত দ্বারা তাহার শুণ্ড ধারণ করিয়া তাহাকে ভূতলে পাতিত করিলেন। হস্তী পাতিত হইলে মৃগেন্দ্রের ন্যায় অবলীলাক্রমে তাহাকে পাদদ্বারা দলিত করিয়া তাহার উভয় দন্ত উৎপাটিত করিয়া তদ্বারা হস্তীকে ও হস্তিপকদিগকে নিহত করিলেন। কি অমানুষী কার্য্য ইহা সৃষ্টিকাল হইতে এযাবৎ মানুষ দ্বারা কখনও সংসাধিত হয় নাই।

প্রগৃহ্য কেশেষুচলৎকিরিটং
নিপাত্য রঙ্গোপরি তুঙ্গমঞ্চাৎ।
তস্যোপরিষ্টাৎ স্বয়মব্জনাভঃ
পপাত বিশ্বাশ্রয় আত্মতন্ত্রঃ॥৩৭ ৪৪অঃ

অর্থাৎ—শ্রীভগবান্ লম্ফ প্রদানে মঞ্চোপরি উত্থিত হইয়া কংশকে কেশ দ্বারা ধৃত করিলে তাহার কিরীট বিচলিত হইল পদ্মনাভ বিশ্বের আশ্রয় ও স্বতন্ত্র কৃষ্ণ তাঁহাকে মঞ্চ হইতে নিম্নস্থ রঙ্গভূমে নিক্ষিপ্ত করতঃ তদীয় শরীরের উপর নিজে পতিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ কংশপ্রাণত্যাগ করিল। উভয় কংশ ও মত্ত হস্তীকে নিহত করিতে শ্রীভগবান্ কেবল বাহুবল আশ্রয় করিয়াছিলেন। এই সকল কার্য্য ১২ বৎসরের একটী বালকের দ্বারা সম্পন্ন হইল। এই উভয় কার্য্যে তিনি বলরামের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। যৌবনে তাঁহার অলৌকিক কীর্ত্তি মহাভারতে ব্যাস কীর্ত্তন করিয়াছেন। কুরু-পাণ্ডবগণের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপন জন্য যৎকালে কুরুসভায় উপস্থিত হন তখন দুষ্টবুদ্ধি দুর্য্যোধন তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিবার সংকল্প করে। তৎকালে বলিলেন—

একোঽহমিতি যন্মোহান্মন্যসে মাং সুযোধন।
পরিভূয় সুদুর্ব্বুদ্ধে গ্রহীতুং মাং চিকীর্ষসি॥২
ইহৈব পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে তথৈবান্ধক বৃষ্ণয়ঃ।
ইহাদিত্যাশ্চরুদ্রাশ্চ বসবশ্চ সহর্ষিভিঃ॥৩

মহাভারত উদ্যোগ পর্ব্ব ১৩১ অঃ

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—হে সুযোধন! তুমি দারুণ দুর্বুদ্ধি বশতঃ আমাকে একাকী মনে করিয়া আমাকে পরাভব করত আবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। কিন্তু নিশ্চয় জানিবে আমি একাকী নহি, যাবতীয় পাণ্ডব অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়েরা এইখানে উপস্থিত আছেন, আদিত্য রুদ্র, বসু ও ঋষিগণ সকলেই আমার নিকট আছেন। এই বলিয়া কেশব উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন। তখন ভীষ্ম দ্রোণাদি যাঁহারা দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা একটী বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শন করিলেন। আর দুর্য্যোধনাদি যাহারা দিব্যচক্ষু লাভ করেন নাই তাহারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হইলেন। তখন অগ্নিতুল্য তেজঃপুঞ্জধারী মহাত্মা শৌরির শরীর

হইতে বিদ্যুদাকার অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ আদিত্য বসু ও রুদ্র দেবতা সকল নির্গত হইতে লাগিলেন। এই ভীষণ বিদ্যুল্লতার Electricity খেলা দেখিয়া সকলেই ভীত হইল, এই অবসরে শ্রীকৃষ্ণ কুরুসভা ত্যাগ করিয়া নিজ রথারোহণ করিয়া কুন্তীদেবীর সদনে গমন করিলেন।

তাহার পর কুরুক্ষেত্রে তাঁহার বিশ্বরূপ প্রদর্শন।

কুরুসভায় যে প্রকার তাঁহার দেহ হইতে আদিত্যাদি দেবগণ বহির্গত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ বিশ্বরূপেও সেই সকল দেববৃন্দ তাঁহার শরীর হইতে উৎপন্ন হন তদ্যথা—

পশ্যামিদেবাংস্তবদেবদেহে
সর্ব্বাংস্তথাভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চদিব্যান্ ॥১৫॥

গীতা—১১শ অঃ

আবার—

তেজোভিরাপূর্য্যজগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥৩০

ঐ অধ্যায়।

গীতা সকলেই পাঠ করিয়াছেন ইহার অর্থ করিলাম না। কুরুসভার ন্যায় কুরুক্ষেত্রেও ভগবানের শরীর হইতে বিদ্যুতের দিব্যালোক ও তেজোরাশি বহির্গত হইয়াছিল আমাদের মনে হয় ভগবানের দেহে বিদ্যুতের শক্তির অতিশয় প্রাধান্য ছিল। তাঁহার সমস্ত কার্য্য অলৌকিক ও অমানুষিক। কুরুসভায় সন্ধিপ্রস্তাবে বাধ্য করিবার জন্যই যেন তিনি তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ করিয়াছিলেন। তদ্রূপ কুরুক্ষেত্রেও যুদ্ধে অনিচ্ছুক অর্জ্জুনকেও বাধ্য করিবার জন্য তিনি তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় দেন। বৃন্দাবন লীলায়ও সেইরূপ শক্তি বিকাশ করিয়াছিলেন, আর অধিক কি লিখিব কলিপাবন প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গও যাঁহাকে নিজাংশ বলিয়া উপাসনা করিয়াছিলেন, তিনি যে স্বয়ং ঈশ্বর তৎপ্রতি কোন সন্দেহ নাই। এইক্ষণ রাস পঞ্চাধ্যায় সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে ২৯ অধ্যায় রাস পঞ্চাধ্যায়ের প্রথম অধ্যায়। ব্রহ্ম সংস্পর্শ জনিত উপাসকের সংসার ত্যাগ ও প্রথম আনন্দ। মুক্তি চতুর্বিধ যথা সাষ্টি, সালোক্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য অর্থাৎ অভেদ অর্থাৎ নির্ব্বাণ। রাস পঞ্চাধ্যায়ে ব্রজগোপিকার এই চতুর্ব্বিধ মুক্তির কথাই বলা হইয়াছে। এই রাসলীলায় কামের গন্ধ ছিল না। তাই পুরাণকার বারংবার বলিয়াছেন যে তিনি কন্দর্প বিজেতৃ এবং আত্মারাম, যোগমায়া মুপাশ্রিতঃ; সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ এবং আত্মনি অবরুদ্ধ সৌরত ইত্যাদি। টীকাকার শ্রীধর স্বামীও বলিতেছেন—"তস্মাদ্রাসক্রিয়াবিড়ম্বনং কামবিজয়খ্যাপনায়েত্যেব তত্ত্বম্। কিঞ্চশৃঙ্গারকথাপদেশেন বিশেষতো নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ীতি ব্যক্তীকরিষ্যামঃ।" অর্থাৎ কামবিজয় খ্যাপনোদ্দেশেই শ্রীবৃন্দাবনে রাসক্রিড়ার অবতারণা। পঞ্চাধ্যায়ে কামপ্রবৃত্তির পরম নিবৃত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বর।
প্রহস্য সদযং গোপিরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ ॥৪২

অর্থাৎ শ্রীশুকদেব কহিলেন রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ যোগেশ্বরেরও ঈশ্বর এবং আত্মারাম।

তথাপি সেই সকল গোপীর এই প্রকার কাতোরক্তি শ্রবণ করিয়া দয়াবশতঃ হাস্য করিয়া তাহাদিগকে নৃত্যামোদে নিযুক্ত করিলেন। উভয় পাপ এবং পুণ্যক্ষয় না হইলে মুক্তি অসম্ভব, কারণ পুণ্য দ্বারা সৌভাগ্যশালীর গৃহে এবং পাপ দ্বারা নীচগৃহে পুনর্জ্জন্ম অপরিহার্য্য। ঈশ্বরের উপসনার জন্য গোপকুমারীদিগের সংসার ত্যাগ একটী পুণ্য কার্য্য, সৌভাগ্যমদগর্ব্বিতা ব্রজরমাদিগের অভিমান দর্শন করিয়া এবং তাঁহাদিগকে সাষ্টি মুক্তির উপযোগিণী করিবার অভিপ্রায়ে তিনি রাসমণ্ডল হইতে অন্তর্হিত হন।

ভাগবতের ৩০ অধ্যাটী পঞ্চ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অধ্যায় বলিয়া পরিগণিত হয়। এই অধ্যায়ে ব্রজগোপিকার বিরহ ও আত্মান্বেষণজনিত পাপক্ষয় এবং তাঁহাদিগের সালোক্য ও সারূপ্য মুক্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারা অন্তর্হিত শ্রীকৃষ্ণের জন্য নানাস্থানে অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন, এবং তাঁহাকে কোনস্থানে না পাইয়া তন্মনা হইয়া ভগবানের লীলার অনুকরণ করতঃ আমিই কৃষ্ণ অর্থাৎ সোঽহং এই প্রকার মনের ধারণা হয়। ৩১ অধ্যায়ে গোপিগণ কর্ত্তৃক ঈশ্বরোপাসনা, ৩২ অধ্যায়ে আত্মদর্শন এবং ৩৩ অধ্যায়ে সাযুজ্য মুক্তি। আমাদের যে পরিমাণে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে জ্ঞান এবং ধারণা হইয়াছে, তদনুসারেই অতি সংক্ষিপ্তভাবে এই গূঢ় লীলার কথঞ্চিত আভাস দিলাম।

সম্পাদক।

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ।

ব্রাহ্মণের উক্তি।

আহ্বান করেছি আমি ভারতবাসীকে,
এস মম পদসেবা করহ সকলে;
কিন্তু কেহ স্পর্শ নাহি করিও আমাকে,
আত্মা মম নষ্ট হবে তবস্পৃষ্ট জলে।১

দূরে থাক কিন্তু মন যাহা আবশ্যক,
মস্তকে বহন করি রাখ পদতলে;
কারো কারো ছায়া আছে হেন দোষাত্মক,
স্পর্শিলে করিতে হয় স্নান গঙ্গাজলে।২

তুমি ত ক্ষত্রিয় বটে কিছু ভাল তুমি,
কিন্তু তব রক্ত নহে বিশুদ্ধ তেমন;
দেবতা স্পর্শিতে তোমা নাহি দিব আমি,
তুমিও দূরেতে থাকি সেবিবে চরণ।৩

সেবা সেবা সেবা করি জন্ম-জন্মান্তর,
বহু জন্ম পরে যদি হইলে ব্রাহ্মণ;
ওঙ্কার সাবিত্রী তুমি পাবে অতঃপর,
তার পর হবে তব মুক্তির কারণ।৪

---

(৪) সর্ব্বেবেদা যৎপদমামনন্তি,
তপাংসি সর্ব্বাণি যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচার্য্যাঞ্চরন্তি,
তত্তেপদং সংগ্রহেণব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥
কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয়কঠোপনিষৎ ১ অধ্যায়
২য় বল্লী ১৫ শ্লোক।

অর্থাৎ সকল বেদ যে পদের কীর্ত্তন করিতেছে

কোটি কোটি জন্ম কেন অতীত না হয়,
দান ধ্যানে মোক্ষলাভ নাহিক তোমার ;
এ সব সেবায় অন্ধ মনে যেন রয়,
এ সব তুষ্টির জন্য কেবল আমায় ।৫
এইরূপ কোটি কোটি জন্ম-জন্মান্তর,
বৈশ্য যদি কদাচিৎ ক্ষত্র পদ পায় ;
তার পর কোটি জন্ম বহু সেবা পর,
হ'তে পারে তার কিছু মোক্ষের উপায় ।৬
শূদ্রের আবার মোক্ষ ? নরকের কীট,
ইহপর সর্ব্বত্রই নিন্দিত ঘৃণিত ;
কোটি কোটি জন্ম পরে হতে পারে বীট্,
ত্রিচরণ সেবা যদি করে নিয়মিত ।৭
এই ত উত্তম ধর্ম্মে বক্ষঃ মম স্ফীত।
ইহাই নিষ্কাম ধর্ম্ম নিস্পৃহাতিশয় ;
ইহাতে ভারতবর্ষ হয়েছে উন্নত,
এবেও সে উন্নতির গতিরুদ্ধ নয় ।৮

কায়স্থের উক্তি।

আহ্বান করেছি আমি জগত বাসীকে,
এস মম কোলে এস করি আলিঙ্গন ;
আমার শোণিত দিয়া রক্ষিব তোমাকে,
বৈবাহিক আত্মীয়তা করিব স্থাপন। ৯
গুহক আমার কোলে পেয়েছিল স্থান,
যবনের সঙ্গে ছিল রক্ত-বিনিময় ;
কত ক্ষত্র কন্যা অঙ্কে ব্রাহ্মণ সন্তান,
লভেছিল গৃহ-সুখ সদা শান্তি ময় ।১০
আমাকে স্পর্শিলে কেহ অপবিত্র নয়,
আমিও কাহার স্পর্শে অপবিত্র নহি ;
সকলেরি শান্তিগৃহ আমার আলয়,
সমস্ত সমাজ ভার আমি বক্ষে সহি ।১১
ঐহিক সংগ্রামে আর পারত্রিক রণে,
আত্মত্যাগ একমাত্র ধরম আমার ;
স্বার্থত্যাগ সর্ব্বত্রই করি প্রাণপণে,
রক্ষার্থে করিয়া থাকি বিবাহ বিস্তার ।১২
রক্তের একত্ব আর প্রাণের একত্ব,
ইহাই উদ্দেশ্য মম এ মর্ত্ত্য জীবনে;
কেহই জগতে নহে গুন হীন-সত্ব,
সকলেরি আছে স্থান ঐশিক সদনে ।১৩
কি ব্রাহ্মণ কিবা বিশ্ কিবা শূদ্র জাতি,
আমার শিবিরে স্থান তুল্য সকলের ;
সকলেই মম ধর্ম্মে পাইবে মুকতি,
কেবল যোগ্যতা মাত্র চাহি তাহাদের ।১৪

সকলতপ যাহা লাভের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যাহাকে পাইবার বাসনা করিয়া লোকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, সেইপদ আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি সে পদটী ওঁ।

বিদ্বানব্যক্তি সেই শান্ত অজর অভয় এবং পরমপুরুষকে ওঁকাররূপ অবলম্বন দ্বারাই লাভ করেন। প্রশ্নোপনিষৎ—৫।৭

ওঁকার ও সাবিত্রীলাভ কায়স্থাদি ব্রাহ্মণেতর জাতির পক্ষে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মানুসারে কি কঠিন তাহাই এই কবিতার লক্ষ্য। গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ১১।১২।১৩ শ্লোকের সহিত পাঠ কর।

(১০) চন্দ্রগুপ্ত সিলিউকসের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়দর্ভের পুত্র রাজা রথবীতি (দাল্ভ্য) ও তদীয় মহিষী শশিয়সী তাঁহাদের প্রিয় কন্যাকে ব্রাহ্মণ অচলচলা ঋষির পুত্র শ্যাবাশ্বকে (শ্যাবাশ্ব ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইলে) সম্প্রদান করিয়াছিলেন। এরূপ আরও উদাহরণ আছে। লেখক।

দাসত্ব করিতে আমি করি না আহ্বান,
ভ্রাতৃবৎ সাহায্যার্থে এস মম কাছে;
করিব না কাহাকেও আমি প্রত্যাখ্যান,
কাহাকেও যেতে নাহি হবে মম পাছে।১৫

মম ধর্ম্মে কেহ কার কাছে ছোট নয়,
সকলে কুটুম্ব আর সকলে সমান;
জাতি প্রতিনিধি আমি এস মদালয়,
হিন্দুর মিলন কেন্দ্র মম বাসস্থান।১৬

বিরাটের মহাদেহে আমি সর্ব্বময়,
আমাতে উৎপত্তি আর বিলয় আমাতে;
ইহা যদি বুঝ তবে কায়স্থ আলয়
সকলের পিতৃগৃহ পশহ ইহাতে।১৭ (ক)

শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা

দুঃখের কথা।

পাবনার প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহবর্ম্মা মহাশয় পাবনা হইতে প্রকাশিত গত ৩রা আশ্বিনের (সাপ্তাহিক) "সুরাজ" পত্রিকায় 'বাহাদুরী বটে' শীর্ষক সংবাদে লিখিয়াছিলেন যে—

"কলিকাতা রাজাবাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত দীননাথ চর্ম্মকার মানিকতলা ষ্ট্রীটে একটী শ্রীমন্দির ও রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তদুপলক্ষে বহু ব্রাহ্মন পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজনাদিপূর্ব্বক ১০৲ টাকা হিসাবে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে পাবনার একটী প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের নাম পাওয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণসভার কোন কোন মহামহিম সভ্য এ বিষয় জানেন কিন্তু সব চুপচাপ। ইনি সম্প্রতি মুচির প্রতি কৃপা করিলেন কিন্তু রাজর্ষি রায় বনমালী রায়বাহাদুরের বৃত্তিভোগী হইয়াও তাঁহার ত্রয়োদশ দিবসীয় শ্রাদ্ধসভায় যোগদান না করিয়া ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বাহাদুরী বটে!

২৪শে আশ্বিনের 'সুরাজে' ইহার এক প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে। ব্রাহ্মণ লেখক মহাশয় কতকগুলি প্রলাপ বকিয়া গিয়াছেন। শ্রদ্ধেয়

---

(১৭) পুরুষসূক্তোক্ত বিরাট্ অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় জাতীয় দেহ। লেখক।

(ক) বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণসমাজ সামাজিক উন্নতিকল্পে যে বিরুদ্ধভাব ধারণ করিয়াছেন তাহাতে ভারতে হিন্দুজাতির মিলন অসম্ভব। আমাদের উচ্চ শিক্ষিত যুবকগণের ও নিম্নস্থ জাতিসমূহের প্রতি ব্রাহ্মণ সমাজ যে প্রকার নির্য্যাতন প্রণালী আরম্ভ করিতেছেন তাহাতে ভারতীয় হিন্দুসমাজ ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতেছে। অধুনা কায়স্থ সমাজই সমাজের একমাত্র আশা ও ভরসাস্থল; তাই আমরা এই সাময়িক আধ্যাত্মিক (Ideal) পদ্যটী সাদরে মুদ্রিত করিলাম।

সম্পাদক।

প্রিয়নাথ বাবুর প্রবন্ধটীর তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ মহাশয় লিখিয়াছেন "কায়স্থগণ স্মরণাতীত কালযাবৎ হিন্দুসমাজে শূদ্র বলিয়া পরিগণিত। চিরদিনই তাঁহারা মৃতাশৌচ একমাস ভোগ করিয়া আসিতেছেন" একমাস অশৌচ ভোগ করিলেই যদি শূদ্র হয় তাহা হইলে কুরু পাণ্ডবগণকেও শূদ্র বলিতে হয় কারণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর তাঁহারাও একমাস অশৌচ ভোগ করিয়াছিলেন। (ক) আবার লিখিয়াছেন যে "পরম্পরাগত সনাতন বিশ্বাসমতে কায়স্থ শূদ্র" বিশ্বাসমতেই যদি বর্ণ নির্ব্বাচন হয় তাহা হইলে শাস্ত্রাদি রহিয়াছে কিজন্য বুঝিতে পারিলাম না। লোকের বিশ্বাস মতেই যদি সব কাজ হইত তবে আর লোকে শাস্ত্রালোচনা করিত না। কোন বিষয়ে সন্দেহ হইলে লোকের বিশ্বাস অনুযায়ীই সন্দেহ নিরসন করা হইত। আবার লিখিয়াছেন যে "কায়স্থগণ শূদ্র কি ক্ষত্রিয় এস্থলে আমরা তাহার বিচার করিতে চাই না"— বিকৃত মস্তিষ্ক না হইলে আর এরূপ কথা কে লিখিতে পারে? বিচার নাই, ব্যবস্থা নাই, 'তুমি দোষী'। বিচার করিলে ফলে টিট্‌কারী ভিন্ন আর কিছুই লাভ হইবে না জানিয়াই বিচার করিতে অসম্মত হইয়াছেন। চালাক ছেলে বটে! লোকের বিশ্বাসমতেই কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। লিখিয়াছেন "এ বিশ্বাস কেন যায় নাই বলিয়া বৃথা আব্দার করিলে চলিবে না বিশেষতঃ কায়স্থগণ মধ্যেও

(ক) শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন অশৌচকাল নানামুনির মতে নানা প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং দেশভেদেও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে যথা—

শুধ্যেদ্বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চ দশাহেন শূদ্রোমাসেন শুদ্ধ্যতি॥

মনু ৫.৮৩

ক্ষত্রস্য দ্বাদশাহানি বিশঃপঞ্চ দশৈবতু।
ত্রিংশদ্দিনানি শূদ্রস্য তদর্দ্ধং ন্যায়বর্ত্তিনঃ॥

যাজ্ঞবল্ক্য।

একাদশাহাৎ রাজন্যো বৈশ্যোদ্বাদশভিস্তথা।
শূদ্র বিংশতি রাত্রেণ শুদ্ধ্যেত্তু মৃতসূতকে॥

শাতাতপ।

ক্ষত্রিয়স্তু দশাহেন স্বকর্ম্ম নিরতঃশুচি।
তথৈব দ্বাদশাহেন বৈশ্যঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥

পরাশর।

সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং সূতকে মৃতকে তথা।
দশাহাচ্ছুদ্ধি রেতেষামিতি শতাতপোঽব্রবীৎ॥

অঙ্গিরা।

উপবীতী ক্ষত্রিয়স্তু দ্বাদশাহেন শুদ্ধ্যতি।
মাসেনানুপবীতশ্চ ক্ষত্রিয়ঃ শুদ্ধ্যতে তথা॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণ।

পাঠকগণ দেখিবেন; কলৌ পরাশরঃ মতে ক্ষত্রিয় দশ দিনে ও বৈশ্য ১২ দিনে অশৌচান্ত হইবেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন যে ধার্ম্মিক শূদ্রের ১৫ দিন মাত্র অশৌচ। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অঙ্গিরার মতানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি বর্ণের অশৌচ কাল দশ দিন মাত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় ব্রাহ্মণ লেখক মহাশয়ের অশৌচ কাল লইয়া জাতি বিচার ঘোর মূর্খতার পরিচায়ক। সম্পাদক।

যখন অনেকে একমাস অশৌচ ভোগ করিতে-ছেন তখন বৃথা গরিব ব্রাহ্মণ বেচারার নিন্দা করিলে কি হইবে ?”—ইহাতে বেশ বোঝা যাইতেছে যে পণ্ডিত মহাশয়ের কোন দোষ নাই, লোকের বিশ্বাস যে কায়স্থ শূদ্র (পণ্ডিত মহাশয়ের বিশ্বাস কি ?) এবং কেহ কেহ যখন একমাস অশৌচ পালন করিয়া থাকে (উপবীতি কায়স্থও করে কি ?) তখন কাজেই তোমাদের তেরদিনের শ্রাদ্ধসভায় আমি যোগ-দান করিতে পারি না।

বলিহারী বিচার। এরূপ না হইলে কি পণ্ডিত উপাধি লাভ করা যায় ? ‘লোকের বিশ্বাস’ এবং ১মাস অশৌচপালন, এই দুইটী কারণেই কায়স্থ শূদ্র হইয়া গেল ? ৺বনমালী রায়বাহাদুর যদি শূদ্র হন, তবে তাঁহার বৃত্তি-ভোগী উক্ত-পণ্ডিত মহাশয় কি হন, তাহা আমাদিগকে বলিয়া দিবেন কি ? শূদ্র যজন করিলে এবং শূদ্রের দান গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা কতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং ব্রাহ্মণত্ব বজায় থাকে কি না, তাহা কি উক্ত পণ্ডিত মহাশয় জানেন না ? দীননাথের নিমন্ত্রণ এবং দশমুদ্রা বিদায় গ্রহণ করাতে পণ্ডিত মহাশয়ের প্রত্যবায় হয় নাই তাহার কারণ ব্রাহ্মণ লেখক লিখিয়াছেন যে—“মুচির নিমন্ত্রণ রক্ষার লৌকিক প্রত্যবায় মাত্র,ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ কোন বাধা নাই, এখন সে লৌকিক প্রত্যবায়ও নগণ্য। মুচি হীনবর্ণ জন্য পূর্ব্বে উচ্চবর্ণ লোক মুচির অর্থ গ্রহণ করিতেন না এখন সে সময় আর নাই। এখন হিন্দু জমি-দার মুচির খাজানা গ্রহণে অনিচ্ছুক নহেন বরং তাহার জমা বৃদ্ধি করণার্থে সচেষ্ট। কোন উকিলকেই বিনা বায়নায় মুচির মোকদ্দমা করিতে দেখা যায় না।······যে কাল পড়িয়াছে তাহাতে মুচি কৃতবিদ্য হইয়া হাকিমের আসন অলঙ্কৃত করিলে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য কায়স্থ অনেকেই তাঁহাকে সসম্মানে সেলাম দিয়া কৃতকৃতার্থ হন। যদি এইরূপ লৌকিক রুচির পরিবর্ত্তন-দূষ্য বোধ না কর তবে সদনুষ্ঠানের উৎসাহ দিবার নিমিত্ত কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মুচির নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলে তাহা দূষ্য মনে করিতে পার না”—বাহবা উদারতা! তবে এরূপ পক্ষপা-তিতা কেন ? তোমরা স্পষ্টই দেখিতেছ যে সহস্র সহস্র কায়স্থ-সন্তান কৃতবিদ্য হইয়া উচ্চ উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। আচার ব্যবহার প্রভৃতিতে তোমাদের অপেক্ষা কোন অংশে তাঁহারা হীন নহে তাঁহাদের মধ্যে দশবিধ সংস্কার আদি সমস্তই বিদ্যমান আছে এবং বিনয় নম্রতা শৌর্য্য, বীর্য্য, দয়া দাক্ষিণ্য ক্ষমা, মহত্ব প্রভৃতি গুণে তাঁহারা সমলঙ্কৃত। তবে জানিয়া শুনিয়া কায়স্থ জাতিকে শূদ্র বল কেন ? শূদ্রত্বের কি কি লক্ষণ তোমরা কায়স্থগণের মধ্যে দেখিতে পাও ? একমাত্র বিবাহ ভিন্ন অন্য কোন সংস্কার শূদ্রের নাই। অথচ তোমরাই তাহাদের দশসংস্কার সম্পন্ন করাইতেছ। আর এ পর্য্যন্ত কোন বিষয়েই তোমরা কায়স্থকে পরাজিত করিতে পার নাই। তবে এরূপ উন্নত জাতিকে শূদ্র বল কেন ? না তোমাদের সমকক্ষ হইয়াছে বলিয়া বিদ্বেষ বশতঃ শূদ্র বল ? কায়স্থ শূদ্র হইলে সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের যে অধোগতি হয় তাহা কি জান না ? তবে কায়স্থ যজন কর কেন ? তাহাদের দান গ্রহণ কর কেন ?

না রজতখণ্ডের লোভ সম্বরণ করিতে পার না? বিধিব্যবস্থা মানিবে না, আচার ব্যবহার দেখিবেনা গুণের আদর করিবে না, লোকের বিশ্বাস মত এবং একমাস অশৌচ পালন করে বলিয়াই কায়স্থকে শূদ্র বলিবে? যদি লোকের বিশ্বাসই মান এবং শাস্ত্র বিশ্বাস কর তাহা হইলে তোমাদিগকেও ত ব্রাহ্মণ বলিতে পারি না। (খ)

রামায়ণের একটি ঘটনা উল্লেখ করিতেছি, বিভীষণ যখন রামের সঙ্গে যোগদিতে আইসেন তখন রাম তাঁহাকে অবিশ্বাস করায় তিনি কয়েকটী শপথ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন প্রভু! আমি যদি আপনাকে বঞ্চনা করিতে আসিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি যেন কলির ব্রাহ্মণ হই এবং শত পুত্রের পিতা হই। লক্ষণ এ প্রকার শপথের মর্ম্ম বুঝিতে না পারায় রাম বলিয়াছিলেন যে মহাপাপের ফলে কলিতে ব্রাহ্মণ হয় এবং শত পুত্রের পিতা হয় কারণ কলিতে ইহাদের বড় অধোগতি হইবে। আবালবৃদ্ধবনিতা রামায়ণ পাঠ করিয়া থাকে কাজেই সকলেরই বিশ্বাস যে কলির ব্রাহ্মণ মহাপাপী এবং "কলির বামন ধোড়া সাপ—যে না মারে তারির পাপ" এই গ্রাম্য প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা হইলে লোকের এই বিশ্বাস অনুযায়ী (শুধু বিশ্বাস নহে শাস্ত্র বাক্যও বটে) তোমাদিগকে মহাপাপী বলিতে হয়। তার পর শাস্ত্র বলিতেছেন যে—

শমোদমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তি রার্জবম্।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্॥
(শ্রীমদ্ভাগবত)

ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং
জিতেন্দ্রিয়ম।
তমেব ব্রাহ্মণংমন্যে শেষাঃ শূদ্রা ইতিস্মৃতাঃ॥
(গৌতম সংহিতা)

শপথ করিয়া বল দেখি ভাই শাস্ত্রানুযায়ী এই সব লক্ষণ তোমাদের আছে কিনা? ব্রাহ্মণের বংশে জন্মিলেই কি ব্রাহ্মণ হয়? তবে আর "চণ্ডালোঽপি দ্বিজঃশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণঃ— প্রবন্ধে লেখ কেন? আর ব্রাহ্মণেতর জাতি মাত্রেই যদি তোমাদের বিবেচনায় শূদ্র হয় তাহা হইলে নিম্নলিখিত শাস্ত্রবাক্য সম্বন্ধে তোমরা কি বলিতে চাও।

"শূদ্রান্ন ভোজন, শূদ্রের সহিত বিশেষ সংসর্গ, শূদ্রের সহিত একত্র বাস এবং শূদ্রের নিকট হইতে কোনরূপ জ্ঞানোপার্জ্জন করিলে ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন ব্রাহ্মণকেও পতিত করে। অঙ্গিরঃসংহিতা ৪৯ শ্লোক। (গ)

যে দ্বিজ শূদ্রান্নভোজী হইয়া পুত্র উৎপন্ন করে, সেই দ্বিজের উৎপাদিত সেই সকল পুত্রগণ প্রকৃতপক্ষে যাহার অন্ন তাহারই; কারণ অন্ন হইতে শুক্রের উৎপত্তি (ঐ ৫৩ শ্লোক) (ঘ)

এখন সত্য করিয়া বল দেখি, শূদ্রের অন্ন ভোজন করে না, শূদ্র সংসর্গ করে না,

---

* (খ) ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণ। জিজ্ঞাসা করি বঙ্গদেশে কত জন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মকে জানিয়াছেন। এখানে ব্রহ্মশব্দের অর্থ কি? সঃ

(গ) শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কঃ শূদ্রেণ চ সহাসনম্।
শূদ্রাজ্জ্ঞানাগমঃ কশ্চিজ্জ্বলন্তমপিপাতয়েৎ॥৪৯

(ঘ) শূদ্রান্নেন তু ভুক্তেন যো দ্বিজো জনয়েৎ
সুতান্।
যস্যান্নং তস্যতেপুত্রা অন্নাচ্ছুক্রং প্রবর্ত্ততে ॥৫৩

শূদ্রের সঙ্গে একত্র থাকে না শূদ্র অধ্যাপকের নিকট শিক্ষালাভ করে না, শূদ্র যজন শূদ্রের দান গ্রহণ করে না, এরূপ ব্রাহ্মণ বঙ্গে কয়টি আছে? যদি শাস্ত্র মান তবে তোমরাও শূদ্র, কারণ তোমরা প্রায় সকলেই উপরোক্ত শূদ্র সংসর্গাদি (এমন কি ম্লেচ্ছ সংসর্গ পর্য্যন্ত) করিয়া থাক এবং অনেকেই শূদ্রের দানে শূদ্রের বৃত্তিভোগী হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছ। (ঙ)

তারপর ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের (অর্থাৎ শূদ্রাদির) শুষ্কান্ন (চিড়ামুড়ি) ভোজন করিলে সপ্তাহ ব্রত করিবে (অঙ্গির ৪৬ শ্লোক ১ম অঃ) "মিলিত জন সমূহের (মেশ, হোটেল প্রভৃতি) অন্ন ভোজনে কর্ম্মান্তরার্জ্জিত স্বর্গাদি লোক হইতেও ভ্রষ্ট হইতে হয়।" চিকিৎসকের অন্ন পূঁয সমান। বৃদ্ধি উপজীবীর (সুদখোরের) অন্ন ভোজন বিষ্ঠা সমান ও লৌহ বিক্রয়ীর অন্ন ভোজন শ্লেষ্মা ভোজন তুল্য ঘৃণিত জানিবে। (মনু ৪র্থ অধ্যায় ১২০ শ্লোক)

এক্ষণে বল দেখি ভাই শূদ্রের শুষ্কান্নের স্বাদ গ্রহণ করে নাই এমন কয়টী ব্রাহ্মণ আছে? হোটেলে ভোজন করে নাই, কলিকাতার মেসে খায় না, এরূপ ব্রাহ্মণই বা কয়টী আছে চিকিৎসক এবং সুদখোরের অন্ন ভোজন দূরের কথা অনেক ব্রাহ্মণ নিজেই চিকিৎসক এবং সুদখোর। লৌহ বিক্রয় কার্য্যেও ব্রাহ্মণগণ অপটু নহেন। তাই বলি যে "ঢেঁক বাছিতে গ্রাম উজাড় হইয়া যায়"—

ব্রাহ্মণ বাছিতে গেলে যে ব্রাহ্মণ পাওয়াই যায় না। এত সামান্যই বলিলাম তারপর সুরাপান, বেশ্যাগমন, পলাণ্ডু ভক্ষণ প্রভৃতি সৎকার্য্যের অভাবও তোমাদের মধ্যে নাই। আর টাকা দিলে তোমরা না পার এমন কাজই নাই নানা প্রকার পাতি ব্যবস্থা সব টাকার কার্য্য।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে কায়স্থ যদি শূদ্র হয় তবে তোমরা শূদ্রেরও অধম। 'কাণ টানিলে মাথা আপনি আসে' তাই সানুনয় অনুরোধ যে অনর্থক কায়স্থকে শূদ্র বলিও না নিজের ছিদ্র না দেখিয়া পরের ছিদ্রান্বেষণ করিও না স্বার্থপরতা, ছলনা প্রবঞ্চনা কপটতা প্রভৃতি দূর কর। এসব ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নহে শূদ্রধর্ম্ম। তোমাদের ভিতরেই আমরা শূদ্রধর্ম্ম বেশী দেখিতে পাই। এমন কি শূদ্রের শরীরের বর্ণ পর্য্যন্ত তোমরা অধিকার করিয়াছ। শাস্ত্রে বলে—

ব্রাহ্মণানাং সিতোবর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাঞ্চলোহিতঃ।
বৈশ্যানাং পীতকোবর্ণঃ শূদ্রাণামসিত তথা॥

শ্বেতবর্ণ স্থলে তোমরা অনেকেই কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছ। ইহা ব্রাহ্মণ জাতির অবনতির প্রত্যক্ষ ফল 'কাল বামনের' প্রতি অনেকেরই ভক্তি শ্রদ্ধা হয় না। যাহা হউক যদি সমাজের মঙ্গল কামনা কর তবে এসব পরিত্যাগ কর। যদি প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইতে চাও তবে সেই ব্রহ্মতেজ দেখাও নিজে ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হইয়া ঘরে ঘরে ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা কর। আবার সামগানে নিজের শান্তিকুটীর মুখরিত কর। সংযম, সাধনা ও জ্ঞানের ভাস্বর জ্যোতিতে হৃদয়

(ঙ) বেদ শূন্য বঙ্গদেশে প্রায় সকল ব্রাহ্মণই শূদ্রত্বে পরিণত হইয়াছেন—যথা—

যোঽনধীত্য দ্বিজোবেদমন্যত্রকুরুতে শ্রমম্।
সজীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥১৬৮

মনু ২য় অঃ। সঃ

উদ্ভাসীত করিয়া সর্ব্বভূতে সমভাব প্রদর্শন কর। বেদাধ্যয়ণ করিয়া সঙ্কীর্ণ হৃদয় প্রশস্ত কর, স্বার্থপরতা দূর করিয়া আচণ্ডালে জ্ঞান বিতরণ কর। দেখিবে তোমার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই উন্নত হইবে। ভারত আবার সোণার ভারত হইবে সমস্তজাতি তোমার পদতলে বসিয়া জ্ঞানোপদেশ লাভ করিবে।

তোমাদের অবনতি হইয়াছে বলিয়া অপর তিনবর্ণেরও অবনতি হইতেছে। হইবারই কথা কারণ গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন যে "যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ" শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা যাহা করেন ইতর ব্যক্তিগণও তাহাই করিয়া থাকে। তোমরা বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ তোমরাই যদি পাপানুষ্ঠান পরায়ণ হও তবে ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি না হইবে কেন? তাহারা স্পষ্টই বলিবে যে অমুক ভট্টাচার্য্য মহাশয় যদি সুরাপান করিতে পারেন তবে আমার বেলা দোষ হইবে কেন? তাই বলি যে শুধু যজ্ঞোপবীত সর্ব্বস্ব হইলেই চলিবে না বা শাস্ত্রের বচন আওড়ালেই হইবে না। অধীত বিদ্যা নিজের জীবনে প্রতিফলিত করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ ষটকর্ম্মশালী না হইলে কেহই ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে না। মনে মুখে কথায় কাজে এক করিতে হইবে। প্রতারণা প্রবঞ্চনার দিন আর নাই। বড় যদি হ'তে চাও ছোট হও আগে, তোমরা ছোট হইয়া বড় হইতে চাও লোকে সহিবে কেন?

তারপর কায়স্থজ্ঞে সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন"........লোকের কিন্তু বিশ্বাস যে মৃতাশৌচ একমাস ভোগ না করিলে তাহারা বিশুদ্ধ হন না। অনেক বুনিয়াদি কায়স্থদেরও বিশ্বাস তদ্রূপ তজ্জন্য অনেকে পৈতা গ্রহণ করেন নাই এবং মৃতাশৌচও ৩০ দিন পালন করিয়া থাকেন।"

এই কথাগুলি অতি প্রকৃত। বড়ই দুঃখের বিষয় যে বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণের এইরূপ বিদ্রূপ এবং সমালোচনা সত্বেও অনুপনীত কায়স্থদের চৈতন্য হইতেছেনা একমাস অশৌচ ভোগ এবং অনুপবীতি থাকিলেই যে কায়স্থগণ শূদ্র হইবে এরূপ প্রমাণ করা কঠিন হইলেও এই দুইটী শূদ্রেরই লক্ষণ। তাই বলি হে শূদ্রাচারী কায়স্থগণ তোমাদের কি চৈতন্য হয় না? আর কতদিন তোমরা নিদ্রিত থকিবে তোমাদের আর কোন্ দোষ ব্রাহ্মণগণ দেখাইতে না পারিয়া এখন ঐ দুইটীই দেখাইতেছে। ঐ দুইটী প্রকৃত দোষও বটে। লজ্জা ঘৃণা কি বিন্দুমাত্রও নাই? যদি নিজকে শূদ্র বলিয়াই মনে কর তাহা হইলে বিবাহ ভিন্ন অন্য সংস্কার রাখিও না সমস্ত তুলিয়া দাও শূদ্রের আচার ব্যবহার অবলম্বন কর এবং সব কাজ ছাড়িয়া দাসত্ব সম্বল কর! মনে মুখে, কথায় কাজে এক হও। আর যদি লজ্জা ঘৃণা থাকে, আত্ম-সম্মান বোধ থাকে তবে অবিলম্বে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ কর। শূদ্রের লক্ষণ কি এবং শূদ্র কাহাকে বলে জান কি? একটু শাস্ত্রালোচনা কর, বুঝিতে চেষ্টা কর যে তোমরা শূদ্র নহে। মনে রাখিও তোমরা শৃগালের বংশধর নহে, সিংহের বংশধর। "কায়স্থ পত্রিকা," আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার "গ্রাহক হও। কায়স্থতত্ত্ব পাঠ কর। পরের মুখে ঝাল খাও কেন? অমুকে বলিল তুমি শূদ্র আর অমনি তুমি শূদ্র হইয়া গেলে? শূদ্রের মন্ত্র উচ্চারণের এমন কি পঞ্চপন্যা পর্যান্ত

পানের অধিকার নাই। ছা ধিক্! কায়স্থগণ কেমন করিয়া তোমরা নিজকে শূদ্র মনে কর আত্ম-মর্য্যাদা বোধ যাহার নাই, জাতীয় উন্নতি যে বুঝে না সেকি মানুষ? রাজবংশী অপেক্ষাও কি তোমরা অধম হইয়াছ? একদিনে গ্রাম শুদ্ধ, পরিবার শুদ্ধ রাজবংশীগণ উপনয়ন, লইতেছে আর তোমরা নিজকে শূদ্র মনে করিয়া নাকে তেল দিয়া ঘুমাইতেছ। যাহারা আজ পর্য্যন্ত উপনয়ন গ্রহণ করে নাই এবং নিজকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দয় তাহাদিগকে আমরা সমাজ দ্রোহী স্বজাতীদ্রোহী বলিতে কুণ্ঠিত হইব না। বাস্তবিক পক্ষে যাহারা কুলীন বলিয়া অভিমান করেন বুনিয়াদী বলিয়া পরিচয় দেন তাঁহারাই পৈতার বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং ৩০ দিন অশৌচ পালন করিয়া নিজকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দেন। অকাল কুষ্মাণ্ডগণ ইহা বুঝেনা যে আমি যদি মহাকুলীন এবং বুনিয়াদিও হই তবু "শূদ্র" বলিলেই সব মাটী। এক কলসী দুগ্ধে একবিন্দু গোমূত্র নিক্ষেপের ফল হয়। (চ) এই সব কুলীন এবং বুনিয়াদিগণ ভদ্রতা কাহাকে বলে জানে না বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেই "কতটাকা দিবেন!" হাঁকিয়া বসে। কৌলীন্যের অহঙ্কারেই একবারে ডগমগ। অধিকাংশেরই চেহারা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর মত কায়স্থ বলিয়াই বোধ হয়না। আবার টাকা পাইলে রাজবংশীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ করিতেও অপত্তি নাই। (ছ) যদি বলি যে তুমি অমুকের সঙ্গে আত্মীয়তা করিলে তোমার কুলীনত্ব কোথায় রহিল? বলিবে যে আমরা সকলে মিলিত হইয়া তাহার সঙ্গে একত্র আহারাদি করিয়া সমাজে তুলিয়া লইয়াছি। বাহবা, এযেন স্পর্শমণি যে স্পর্শ করিবে সেই সোণা হইবে। ধিক ইহাদের কৌলীন্য, ধিক ইহাদের অহঙ্কারে।

আর কতগুলি কায়স্থ আছেন তাঁহারা মুখে খুব বক্তৃতা করেন, কায়স্থ সভায় চাঁদা দেন কায়স্থ-পত্রিকার গ্রাহক হন, অথচ উপনয়ন লন না। এই সব লোক আরও ভয়ানক এই সব ভণ্ডদের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করা প্রত্যেক সমাজহিতৈষীরই কর্ত্তব্য; আমাদের এ অঞ্চলে অনেক জমিদার কায়স্থ আছেন এপর্য্যন্ত তিনি পৈতা লন নাই। পৈতা লওয়ার কথা বলিলেই তিনি নানা প্রকার ওজরাপত্য করেন। ফলে তিনি উপনয়নের বিরোধী কারণ পৈতার বিরোধী নাপিত ব্রাহ্মণ দ্বারা তিনি কাজ করান। শাস্ত্রজ্ঞানহীন মদ্যপায়ী উপনয়ন বিদ্বেষী শ্রীহট্টের অনেক ব্রাহ্মণ তাঁহার পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। যথেষ্ট

(চ) কুলীনদের নবগুণ থাকা দরকার, তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধানও সর্ব্বপ্রথম আচার আচার শব্দের অর্থ বৈদিক আচার অর্থাৎ উপনয়ন। যাহাদের উপনয়ন নাই তাহারা কখনই কুলীন হইতে পারে না। সঃ

(ছ) টাকা পাইলে কায়স্থ, রাজবংশী কেন, কাহারের সহিত ক্রিয়া করিতেও রাজী, কন্যার রূপ, গুণ, কিছুমাত্র দেখে না, হতভাগ্য পণগৃহীতা দয়া কেবল টাকা টাকা করিয়া মরে। শাস্ত্র তারস্বরে বলিয়াছেন যে পরপীড়নই পাপ। হে বরপণগৃহিতা! সামান্য ঐহিক সুখেরজন্য এই মহাপাপ কেন করিতেছ। টাকা তোমার সঙ্গে হইবে না। সঃ

টাকা পয়সা ব্যয় করিয়া উপরোক্ত কৌলীন্যা-ভিমানী শূদ্রাচারী কায়স্থদের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সগর্ব্বে বলেন যে "পৈতার সংস্রবে আমরা যাইব না" আবার নাম যশের আকাঙ্ক্ষাও সাড়ে ষোল আনা বিদ্যমান। কায়স্থ সভার সভ্য হইয়া-ছেন, সম্মিলনাদিতে চাঁদাও দেন। "কায়স্থ পত্রিকা" এবং "আর্য্য কায়স্থ-প্রতিভা" যথা-রীতি তাঁহার গৃহে আসিয়া থাকে কিন্তু তিনি তাহার মোড়ক খোলাও প্রয়োজন মনে করেন না। কারণ লোকে জানুক যে আমার নামে অমুক অমুক পত্রিকা আইসে আমি একজন সমাজহিতৈষী লোক পত্রিকার প্রবন্ধগুলি নাই বা পড়িলাম! তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্রেরা ইচ্ছা হইলে পাঠাদি করে বা অন্যান্য লোকে পড়ে, কলিকাতার কায়স্থ সম্মিলনে যোগদানও করিয়াছিলেন তথা হইতে আসিয়া বলেন যে "আমাকে উপেন শাস্ত্রী এখন পৈতা লইতে নিষেধ করিয়াছে"। উপেন শাস্ত্রীর মত লোকে তাহাকে পৈতা লইতে নিষেধ করি-য়াছে ইহা কে বিশ্বাস করিবে? উক্ত শাস্ত্রী মহাশয় যে তাঁহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিয়াছেন ইহাই আমাদের বিশ্বাস হয় না। কারণ জমিদারের আদর স্বদেশে পণ্ডিত মহলে তাঁহার আদর হইতে পারেনা। ইচ্ছা করিলে ইনি বারমাস নাপিত ব্রাহ্মণ গৃহে রাখিতে পারেন এবং উপনয়ন গ্রহণান্তে আদর্শ হইয়া সর্ব্ববিষয়েই সুশৃঙ্খলা করিতে পারেন। ইনি উপনয়ন লইলে গ্রামশুদ্ধ উপনয়ন হওয়ার আশা করা যায় এবং নাপিত ব্রাহ্মণাদিরও সুবিধা হইবে, কিন্তু ইনি কিছুতেই উপনয়ন লইবেন না এই ভাবে থাকিয়া "রথ দেখা কলা বেচা" উভয় কার্য্যই সম্পন্ন করিবেন। অনধিকারী হইয়া চিত্রগুপ্ত পূজাও করেন। এবারও নাকি করিবেন। সমাজহিতৈষী কায়স্থদের নিকট বলেন যে এই দেখ আমি কায়স্থ সভার সভ্য এবং কায়স্থ পত্রিকার গ্রাহক হইয়াছি। সম্মিলনে চাঁদাও দেই চিত্রগুপ্ত পূজাও ক'র এরপর উপনয়ন বিদ্বেষী নাপিত ব্রাহ্মণকে হস্তগত করিয়া (সেইজন্য নাকি তাঁহাদেরদ্বারা কাজ করাইতেছেন,) পৈতা লইব। পত্রিকার যুক্তি লোকে অবি-শ্বাসও করিতে পারে না। আবার ইহার ব্রাহ্মণ বন্ধুবর্গও দেখিতেছেন যে ইনি উপনয়ন লন নাই, উপনয়নের সংস্রবে কন্যাবিবাহ পর্য্যন্ত দেন না বিদ্বেষী নাপিত ব্রাহ্মণ দ্বারা ক্রিয়া কর্ম্মও করান কাজেই ইনি আমাদের প্রকৃত বন্ধু। তবে চিত্রগুপ্ত পূজাদি যাহা যাহা করিতেছেন সমাজে থাকিলে তাহা না করিয়া পারা যায় না ইহাকেই বলে রথদেখা কলা বেচা; যষ্টি অব্যাহত রাখিয়া সর্প বধকরা। এই সমস্ত লোক সমাজের কণ্টক স্বরূপ ইহাদের প্রতারণা প্রবঞ্চনার বিষয় প্রকাশ্য ভাবে আলোচনা করা উচিত।

আর কতগুলি আছেন তাহারা প্রথম প্রথম খুব উৎসাহের সহিত পৈতা লইয়াছেন কিন্তু উপযুক্ত কনিষ্ঠ-ভ্রাতা এবং ছেলেদের পৈতা দিতেছেন না। দেই, দিব, এইরূপ বলেন। ইহাকে কি শিথিলতা বলে না? এরূপ শৈথিল্য দেখিলে ব্রাহ্মণেরা দোষোদ্‌ঘটন করিবে না কেন? ঠাট্টা বিদ্রূপ করিবে না কেন? তাই বলি যে কায়স্থ মহাদয়গণ, কেবল মুখে বক্তৃতা করিও না কাজ কর। "বকাউল্যা কখনও করিমুল্লা" হয় না। বক্তৃতা

কারণে কাজ হয় না শূন্য কলসী শব্দ করে বেশী ইহা কি জান না? অবিলম্বে ক্ষত্রিচার গ্রহণ করিয়া জাতীয় অপবাদ দূর কর। বিদ্বেষীগণকে দেখাও যে আমরা কাজ করিতে জানি। (জ)

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র সেন।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

বর্ত্তমান বর্ষের প্রতিভার মূল্যের জন্য ভিঃ পিঃ হইতেছে। যে সকল মহাত্মারা মূল্য প্রদান করিয়া ভিঃ পিঃ গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ, কেননা এই দুর্ব্বৎসরে তাঁহারাই প্রতিভার জীবন রক্ষক। কিন্তু অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে শতকরা প্রায় ৩০।৩৫ খানি ভিঃ পিঃ ফেরত আসিতেছে। এই প্রকার ফেরত আসিলে ও এই সকল টাকা আদায় না হইলে আগামী বর্ষে প্রতিভার অস্তিত্বের প্রতি আমাদের সন্দেহ হইতেছে। যাঁহারা ফেরত দেন তাঁহারা মনে রাখিবেন যে তাঁহারাই এই এই পত্রিকাখানির জীবন বিনাশের কারণ হইতেছেন। কায়স্থ সমাজের উন্নতি, সংস্কার ও ঐক্য সম্বন্ধে আর দ্বিতীয় পত্রিকা বঙ্গে নাই। সকল পত্রিকাই কায়স্থের বিরুদ্ধে, ইহার প্রধান কারণ যে অনেকেই কায়স্থের প্রাধান্য ও ব্রাহ্মণ সমাজের সহিত কায়স্থের সমকক্ষতা সহ্য করিতে পারেন না। কায়স্থ বিদ্বেষী ব্যক্তি বৃন্দের অযথা আক্রমণ হইতে কায়স্থ-সমাজকে রক্ষা করিতে একমাত্র আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভাই বদ্ধ-পরিকর। এমতাবস্থায় ইহাকে রক্ষা করা বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের নিতান্ত কর্ত্তব্য। আশা করি প্রতিভার সামান্য বার্ষিক ভিক্ষা ১৷৹ যেন সকল কায়স্থ মহাত্মারাই অকাতরে প্রদান করেন, ও ভিঃ পিঃ গুলি যেন আর ফেরত না আসে। আজ দুই বৎসর হইল মুদ্রণের প্রধান উপাদান কাগজের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। ২০ পাউণ্ড রয়েল কাগজ প্রতিরিম ২৷৵৹ হইতে ৩৸৹ হইয়াছে। কালী, পিরিশ, কম্পোজিটার দিগের বেতন ইত্যাদি অগ্নিমূল্য হইয়াছে। প্রতিভার জন্য অনেক মনকষ্ট অর্থকষ্ট আজ ৭।৮ বৎসর সহ্য করিয়াছি। এই ৭৪ বর্ষ বয়সে ইহারই জন্য প্রাণপাত করিতেছি; কায়স্থ সমাজের কৃপা-ভিক্ষা করিতেছি।

(জ) বগুড়া জিলান্তর্গত কাবলা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত পরমানন্দ সেন জমিদার মহাশয় আমাদের একজন সুপরিচিত বন্ধু। আমরা আশা করি তিনি শীঘ্র উপনীত হইয়া কায়স্থের মুখ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহার জন্য অনেক কায়স্থ অপেক্ষা করিতেছেন।

সম্পাদক

২। প্রতিভার পাঠকগণ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন যে কায়স্থ পত্রিকার ম্যানেজার শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী মহাশয়ের "কায়স্থ শব্দের নাম নিরুক্তি," প্রবন্ধে তাঁহার মতাবিষ্কৃত তথ্য বঙ্গীয় কায়স্থ সভা কর্তৃক পরিগৃহীত হয় নাই। ইহার একটী প্রতিবাদ প্রতিভার বিগত শ্রাবণ সংখ্যার সমালোচনা স্তম্ভে আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম। প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু সিদ্ধান্ত বারিধি মহাশয়ও প্রতিবাদ করেন। কায়স্থ সভার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ এই সকলে প্রতিবাদ আলোচনা করিয়া শাস্ত্রী মহোদয়ের মীমাংসা গ্রহণ করেন নাই।

৩। ভ্রম সংশোধন।—আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার কার্ত্তিক সংখ্যায় পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পত্রে নিম্নলিখিত মুদ্রণের ভ্রম সংশোধন করা হইতেছে।

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩২৫	২	উপভুক্ত	উপযুক্ত
৩২৬	১	শরীরে	শরীর
ঐ	২	মাতৃত্বপূজা	ভ্রাতৃত্বপূজা

৪। ভ্রম সংশোধন।—আমাদিগের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায় মহাশয়ের লিখিত বিগত ভাদ্র-আশ্বিনের সংখ্যায় "ইংরাজের আমলে কায়স্থের মান" প্রবন্ধে নিম্নলিখিত ভ্রম প্রমাদগুলি আমরা সংশোধন করিতেছি। স্থানাভাব বশতঃ বিগত কার্ত্তিক সংখ্যায় উল্লেখ করা হয় নাই তজ্জন্য লেখক মহাশয় আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। উক্ত যুগ্ম প্রতিভার ২১২ পৃষ্ঠা দ্বিতীয় স্তম্ভে একাদশ পংক্তিতে গঙ্গাপ্রসাদ নামের স্থানে জোয়ালাপ্রসাদ হইবে। কিন্তু উক্ত নামের উচ্চারণ জ্বালাপ্রসাদ। উক্ত পৃষ্ঠার উক্ত স্তম্ভে ১৭ পংক্তিতে লিখিত আছে "ইনি (রমেশচন্দ্র দত্ত) শ্বেতকায় হইলে বঙ্গের শাসন কর্ত্তার পদে উন্নীত হইতেন।" এই অংশ মূল প্রবন্ধে ছিল না আমাদের কর্ত্তৃক সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ২১৪ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভে ১৭ পংক্তিতে শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায় নামটি মূল প্রবন্ধে ছিল না সম্পাদক কর্ত্তৃক সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

৫। কায়স্থোপনয়ন।—আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় যিনি সোমশপুর কায়স্থ সম্মিলনীর সম্পাদক সোমসপুর হইতে লিখিতেছেন বিগত ৬ই কার্ত্তিক আমাদের সম্মিলনীর আন্তরিক প্রযত্নে ও অপ্রতিহত প্রচার কার্য্যের ফলে নদীয়া জেলাস্থ কুমার খালী থানার অন্তর্গত ভাঁড়রা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র শিকদার মহাশয়ের বাটীর ক্ষেত্রে খোকশা নিবাসী শ্রীযুক্ত জানকীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আচার্য্যত্বে এবং যদুবয়ড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হোতৃত্বে বহু ব্রাহ্মণ এবং উপবিতী ও অনুপবিতী কায়স্থ মণ্ডলীর সহানুভূতিতে নিম্ন লিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে নষ্ট আচার পুনরুদ্ধার করে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছেন।

১। হরচন্দ্র শিকদার। ২। বসন্তকুমার ঘোষ, ৩। পূর্ণচন্দ্র সরকার। ৪। কালীপদ সরকার। ৫। হেমচন্দ্র সরকার। ৬। পঞ্চানন বিশ্বাস। ৭। ললিতমোহন পাল। ৮। জানকীনাথ ব্রহ্ম। ৯। রাধাচরণ পাল। ১০। আশুতোষ ব্রহ্ম। ১১। কালীপদ পাল। ১২। এবং ভুইলাল বসু।

উক্ত কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র সিকদার দেববর্ম্মা মহাশয় সপ্তষষ্টিতম বর্ষ বয়সে জাতীয় মঙ্গল কামনায় বিরুদ্ধ ব্রাহ্মণ সমাজ পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র পল্লীতে যে প্রকার অকুতোভয়ে সৎসাহস ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন শূদ্রাচারী কায়স্থ নিরত মাত্রেরই তাঁহার প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য মনেকরি। এই জাতীয় যজ্ঞে সম্মিলনীর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা, সদস্য শ্রীযুক্ত বঙ্কিমলাল ঘোষ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত মাখনলাল মিত্র বর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত হেমলাল সরকার বর্ম্মা মহাশয়গণ কেন্দ্র স্থলে এবং তন্নিকটবর্ত্তী পল্লী সমূহে প্রচার কার্য্যে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সম্মিলনীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন তজ্জন্য সম্মিলনী তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলেন ইতি।

৬। কায়স্থোপনয়ন। শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র সরকার মহাশয় মুরশিদাবাদ জিলান্তর্গত কাঞ্চনতলা গ্রাম হইতে লিখিতেছেন—

বিগত ৮ই কার্ত্তিক সোমবার পুত-সলিলা জাহ্নবী পুলিনে কারুকার্য্য বিশিষ্ট চন্দ্রাতপ তলে একটী কেন্দ্র সংস্থাপন পূর্ব্বক ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে নিম্ন লিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ যথা শাস্ত্র উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। এই শুভানুষ্ঠানে বরিশাল জিলান্তর্গত খলিসাকোটা গ্রাম নিবাসী ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার এবং বাইশারী গ্রাম নিবাসী বিখ্যাত ভট্টাচার্য্যবংশোদ্ভব ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন স্মৃতি রত্ন মহাশয় দ্বয় পরম উৎসাহের সহিত আচার্য্যাদির কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। উপবীতি কায়স্থগণের নাম।

১। কৈলাসচন্দ্র ঘোষ। ২। গুরুচরণ ঘোষ। ৩। প্রমোদবন্ধু ঘোষ। ৪। নরেন্দ্রভূষণ ঘোষ। ৫। অক্ষয়কুমার গুহ খাষ নবিস। ৬। ভূপেন্দ্রনাথ গুহরায়। ৭। মনীন্দ্রনাথ গুহরায়।

প্রার্থনা করি ভগবান্ ইহাঁদের মঙ্গল করুণ। পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত বলিতেছি যে কাঞ্চন তলার শিরোভূষণ স্বর্গীয় শ্যামাচরণ মহাশয় দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় এই শুভ ব্যাপারের সমস্ত ব্যয় ভার আনন্দের সহিত নিজে বহন করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না ইতি।

৭। শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের পূজা। দিনাজপুর রাজ বাটী হইতে মুরশিদাবাদ পাঁচথুপী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর ঘোষ মহাশয় লিখিতেছেন—

গত ২২শে কার্ত্তিক যমদ্বিতীয়া তিথিতে অত্র "দিনাজপুর রাজধানী গড় নিবাসী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মা ঘোষ রায় মহাশয়ের বাটীতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরানুযায়ী আমাদের আদি পুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তজী মহারাজের পূজা হইয়া গিয়াছে। যথা বিধি পূজা মস্যাধার লেখনীর পূজা হইয়া হোম আদি হওয়ার পরে কায়স্থগণ পুষ্পাঞ্জলি দেন ও অর্চ্চনা করেন, তৎপর কথা পঠিত হয়। উপস্থিত কায়স্থ মণ্ডলীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পূজার সময় কায়স্থ মণ্ডলীর মধ্যে একটী ঐকান্তিক প্রীতির ভাব দেখা গিয়াছিল। উক্ত পূজায় শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় দেববর্ম্মা মহাশয় পুস্তক ধারকের কার্য্য করিয়া ছিলেন।

৮। কায়স্থোপনয়ন।—মুর্শিদাবাদ জেলান্তর্গত অরজান গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্র মহাশয় লিখিতেছেন যে, বিগত ২৫শে কার্ত্তিক এবং ৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে অরজান গ্রামে একটী কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত ২৪ জন কায়স্থ মহাত্মা যথাবিধি ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনীত হইয়াছেন। উক্ত গ্রামের পুরোহিত শ্রীযুক্ত মথুরানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত তারাপদ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য এবং পাঁচথুপির কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণের পুরোহিত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের যোগ্যতম পুত্র শ্রীযুক্ত ধরণীধর চক্রবর্ত্তী মহাশয় তন্ত্রধারকের কার্য্য এবং বেলিয়া গ্রামের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু পদরত্ন সদস্তের কার্য্য ও পরমপূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় অধ্যক্ষতার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের এবং শ্রীযুক্ত শশীভূষণ সিংহ মহাশয়ের চেষ্টায় উক্ত অরজান গ্রামের প্রায় সমগ্র কায়স্থই উপনীত হইয়া সৎসাহসের পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন। ২৫শে কার্ত্তিক উপনীত কায়স্থদিগের নাম। ১। মহেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ। ২। পুলিনবিহারী ঘোষ।৩। কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ।৪। হরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।৫। দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।৬। ভাগবতভূষণ ঘোষ।৭। মৃগাঙ্কশেখর ঘোষ।৮। পূর্ণচন্দ্র সিংহ।৯। রাধাশ্যাম সিংহ।১০। তীর্থনারায়ণ সিংহ।১১। গৌরীকেদার সিংহ।১২। নৃত্যগোপাল মিত্র। বিগত ৬ই অগ্রহায়ণ তারিখের উপনীতকায়স্থদিগের নাম— ।১৩। গোবিন্দগোপাল ঘোষ।১৪। নলিনীকান্ত ঘোষ।১৫। সত্যকৃষ্ণ ঘোষ।১৬। আনন্দকৃষ্ণ ঘোষ। ১৭। সুধীরকৃষ্ণ ঘোষ।১৮। শশাঙ্কশেখর ঘোষ।১৯। অমূল্যাক্ষ ঘোষ।২০। বিন্দুপদ ঘোষ।২১। ভোলানাথ ঘোষ।২২। যোগেন্দ্রনারায়ণ সিংহ।২৩। সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ।২৪। সুশীলচন্দ্র সিংহ। উক্ত উপনীত কায়স্থ মহাত্মাগণের মধ্যে ১, ২, ৩, এবং ২২ নং এই চারিজন মহাত্মা ষষ্টীতম বর্ষ অতিক্রম করিয়াছেন। এই প্রাচীন বয়সে স্বধর্ম্ম পালন করিয়া তাঁহারা সমগ্র কায়স্থ সমাজের অনুকরণীয় হইয়াছেন।

৯। সমগ্র ভারতীয় কায়স্থ মহা-সম্মিলনী।] আগামী ৩০শে এবং ৩১শে ডিশেম্বর লাহোরে সমগ্র ভারতীয় কায়স্থ জাতির সম্মেলনের একটী বিরাট অধিবেশন হইবে। বিহার হাইকোর্টের জন্য নির্ব্বাচিত জজ শ্রীযুক্ত জোয়ালাপ্রসাদ সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। শ্রীযুক্ত কনওয়ার সেইন মহাশয় সম্পাদক পদে মনোনীত হইয়াছেন। সমগ্র ভারতীয় কায়স্থকে একটী আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ করা এই মহা-সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য আমরা আশা করি ভিন্ন দেশবর্ত্তী হইলে ও

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ মণ্ডলী এই মহাসম্মিলনে যোগদান করিয়া উহার মুখ্য উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিবেন।

১০। শ্রীভারতধর্ম্ম মহা-মণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয় জগৎগঞ্জ বেনারাস ছাউনী হইতে মহা-মণ্ডলের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের দস্তখতি একটী সুবৃহৎ মুদ্রিত বিজ্ঞাপন আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মবলম্বী সমস্ত ভারতীয় জনগণকে উহা দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে যে উক্ত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের ষষ্ঠাধিবেশন আগামী ২৪শে হইতে ৩০শে ডিসেম্বর ৮ কাশীধামে সম্পাদিত হইবে। এই অধিবেশনে ধর্ম্ম বিষয়ে সমস্ত কথা ও সামাজিক বিষয়ে ব্রাহ্মণ ও সাধুগণের ও অন্যান্য জাতি নিচয়ের উন্নতি সম্বন্ধে এবং সম্প্রদায়িক বিরোধ পরিহার ইত্যাদি না না বিষয় আলোচনা হইবে।

সম্পাদক

ভারত-বিধবা

(শ্রীরাধারমণ দাস প্রণীত)

বৈচিত্র্যময় জীবন-কাহিনী—করুণার জ্বলন্ত আলেখ্য !

যদি আবেগময়ী তীব্র ভাষার ওজস্বিতায় তৃপ্ত ও মুগ্ধ হইতে চান,—যদি কবিকল্পিত অনির্ব্বচনীয় উপমার চাতুর্য্যে অবাক্ ও উল্লাসিত হইতে সাধ করেন, তবে ভারত-বিধবা পাঠ করুন।

বাল বিধবার বাষ্পরুদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে—

"জ্বলিবে বিধবা এ পোড়া ভারতে,
পুড়িবে এমনি এসেছে পুড়িতে,
কাঁদিবে এমনি এসেছে কাঁদিতে
বিষণ্ণ অন্তরে, অনন্ত কাল,

এই মর্ম্মস্পর্শিনী কাতর-ক্রন্দন-ধ্বনি শ্রবণে মনে সহানুভূতি সঞ্চারিত হইবে !!

বহু প্রশংসার পত্রের মধ্যে নিম্নে কয়েকখানি মাত্র উদ্ধৃত করা গেল।

নব্যভারত শ্রাবণ ১৩২১ ।

* * * ইহা বিষাদের জীবন্ত চিত্র। বহুকাল হেমচন্দ্রের লেখনী নীরব হইয়াছে, কিন্তু "ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি ওইরে"—এই দুঃখের কাহিনী আজও যেন ঘরে ঘরে মর্ম্মস্পর্শী বিষাদের গাথা প্রচার করিতেছে। ঘরে ঘরে যে বিষাদের চিহ্ন প্রতিনিয়ত দেখিতেছি, তাহা কোন সহৃদয় ব্যক্তি তুলিকায় নিবদ্ধ করিতে অগ্রসর? আধুনিক যুগের অনেক কবিই নীরব;—সকলে উল্লাসে ফিরিতেছেন আনন্দে মাতিতেছেন, এবং আকাশের পরী, পাতালের ফুলের বর্ণনা করিয়া বাহাবা লইতেছেন। পরন্তু কত শত পাষণ্ড সতী সাধ্বীদিগকে পতনের পথে লইয়া যাইতেছেন, কত জনকে পথের ভিখারিণী সাজাইয়া স্বৈরিণীর দল বৃদ্ধি করিতেছেন। এই সব কথা লিখিলে লোকেরা বিরক্ত হয়—কটুক্তি বর্ষণ করে, কতরূপে নির্য্যাতন করিতে অগ্রসর হয়। মহামতি বিদ্যাসাগর ব্যথিত বেদনায় অস্থির হইয়া বঙ্গের কালিমা দূর করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইলেন কিন্তু এ জাতির কেহই তাঁহার পদানুসরণ করিল না। সুতরাং কবির সহিত বলিতে হয় ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি"।

বহুদিন পর সহৃদয় মাখা একখানি জীবন্ত আলেখ্য আমাদের হাতে পড়িয়াছে। জীবন্ত আলেখ্য নয়—দুঃখের দ্রব চিত্র। এই পুস্তকখানি পড়িতে বসিলে কিছুতেই চক্ষের জল সম্বরণ করা যায় না। এই পুস্তকখানির স্থানে স্থানে এত সুন্দর হইয়াছে যে সকলকে

পড়িয়া শুনাইতে ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা হয়—বিধবার মূর্ত্তি গড়াইয়া বঙ্গের সর্ব্বত্র সংস্থাপন করি এবং পাষণ্ডদিগের নির্ম্মম ব্যবহারের। গাথা সর্ব্বত্র প্রচার করি। * * *

কায়স্থ-পত্রিকা চৈত্র। ১৩২১।

ভারত-বিধবায় কবি চারি সর্গে বিবিধ ছন্দে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সমূহ প্রতিপাদন করিয়াছেন। অনেক স্থলে তিনি মহাকবি কালিদাসের শৃঙ্গার তিলকের অনুসরণ করিয়াছেন তাহাও মনে হয়। ফলতঃ কবি ভারত-বিধবার দুঃখে কাতর হইয়াই আবেগভরে এই ক্ষুদ্র কাব্য প্রণয়ণ করিয়াছেন। কিন্তু কাব্যখানি ক্ষুদ্র হইলেও কবি-প্রতিভা বেশ ফুটিয়াছে।

ফরিদপুরের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র ভারত বিখ্যাত

শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার মহোদয় বলেন ঃ—

আমি "ভারত-বিধবা" আদ্যন্ত পাঠ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। গ্রন্থকার সুলেখক এবং চিন্তাশীল বটেন। এই ক্ষুদ্র কাব্যের ভাব সম্পূর্ণ নির্ম্মল এবং ভাষা অতি প্রাঞ্জল হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে যে প্রকৃত কবিত্বের উচ্ছাস আছে তাহাতে সন্দেহ নাই এবং যে উচ্চ-ভাবে "ভারত-বিধবার" উপসংহার করা হইয়াছে তাহা আমার নিকট সম্পূর্ণ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, গ্রন্থকারের এই যদি প্রথম উদ্যম হয় তবে কাব্যক্ষেত্রে তাঁহার সম্পূর্ণ প্রবেশাধিকার আছে বলিয়া মনে করি।

ফরিদপুর ১৯শে চৈত্র ১৩২১।

মূল্য।৶০ আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

প্রতিভা প্রেস ফরিদপুর।

গ্রন্থকার ফরিদপুর।

বৈবাহিক প্রসঙ্গ।

১। ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত কানদীগ্রামে ৺বনমালী ঘোষ মহাশয় অল্পদিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্য ওকালতীপাশ বঙ্গজ-কায়স্থ পাত্রের প্রয়োজন। ভাবীজামাতা ৺ বনমালী বাবুর বিস্তৃত ওকালতীর পশার ও রায়গঞ্জে তাহার বাসাবাটীর সুবিধা পাইবেন। শ্রীকুঞ্জচন্দ্র মিত্র, পোষ্ট রায়গঞ্জ, দিনাজপুর।

২। পাত্র বঙ্গজ কায়স্থ বয়স ১৯ বৎসর বর্ত্তমান বর্ষে প্রবেশিকা দিবেন। অবস্থা ভাল, মৌলিক। অধ্যয়নের ব্যয় দিতে হইবে। ভবদীয়া গ্রাম, রাজবাড়ী ই, বি, এস, আর পোষ্ট ফরিদপুর ঠিকানায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের নিকট পত্রাদি লিখিবেন।

৩। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দেব সরকার পলাশবাড়ী থানা জিলা রংপুর তাঁহার কন্যার জন্য ১টী পাত্র আবশ্যক। কন্যাটী সুন্দরী, বঙ্গভাষায় শিক্ষিতা ও গৃহকার্য্যে দক্ষা।

৪। দক্ষিণ-রাঢ়ীয় বিশ্বামিত্র গোত্রীয়া অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, সুলক্ষণা, শিক্ষিতা ১৪ বৎসর বয়স্কা একটী বালিকার নিমিত্ত একটী সুপাত্রের প্রয়োজন। পাত্রীর পর্য্যায় ২৬। তাহার অভিভাবকগণ যে কোন শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত বংশের গুণবান, বরের হস্তে তাহাকে সম্প্রদান করিতে সম্মত। কন্যার পিতা একজন সবরেজিষ্টার। কোচবিহাররাজ্যে, হলদীবাড়ী পোঃ হলদীবাড়ী মোকামে শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্রপালিত ভারতীভূষণ মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিবেন

৫। বঙ্গজ কায়স্থ ঘোষবংশীয় পাত্রীর জন্য একটী বরের প্রয়োজন। কন্যার পিতা সাধ্যমত যৌতুকাদি দিতে প্রস্তত। পাত্রী সুশিক্ষিতা, গার্হস্থ্য কার্য্যে উপযুক্তা ও সুন্দরী। কাঞ্চনতলা গ্রাম, ধুলিয়ান পোষ্ট, মুর্শিদাবাদ ঠিকানায় শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার ঘোষ মহাশয়ের নিকট পত্রাদি লিখিবেন।

৬। মালদহ, নিমাসরাই পোষ্ট হইতে শ্রীযুক্তপুলিনচন্দ্র মজুমদারবর্ম্মা, ফরিদপুর পোড়াবুশার শ্রীযুক্তসীতানাথ বিশ্বাসবর্ম্মার পুত্রের জন্য একটী সুন্দরী শিক্ষিতা কন্যা চান বর পণ লইবেন না

৭। রঙ্গপুর জিলান্তর্গত, চিঠাপুকুর পোষ্ট, গ্রাম পায়রাবন্দ নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত দেববর্ম্মা মহাশয়ের জন্য একটি বয়স্থা পাত্রীর প্রয়োজন। কন্যাপক্ষের অভিভাবকগণ উক্ত দত্ত মহাশয়ের নিকট পত্রলিখিবেন। বরপণ দিতে হইবে না।

৮। পোড়াবাড়ী নিবাসী (বর্ত্তমানে গোয়ালন্দের গবর্ণমেণ্ট খাস তহশীলদার) দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ জ্যোতিশচন্দ্র দত্ত বর্ত্তমান বৎসরে কলিকাতা হইতে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। তাঁহার জন্য যে কোন শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত বংশের একটি সুশিক্ষিতা সুন্দরী কুলীন কন্যার প্রয়োজন। বিবাহে বরপণ গ্রহণ করা হইবে না। নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিয়া বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাত হউন। শ্রীসতীশচন্দ্রদত্ত দেববর্ম্মা, শিক্ষক রাজারস্কুল। পোঃ রাজবাড়ী, দত্তকুটীর। জিলা ফরিদপুর।

৯। নিম্নলিখিত পাত্রের জন্য সুশিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রীর আবশ্যক। গ্রাম নালী পোঃ শিয়ালয়, ঢাকা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার সরকার মহাশয়ের নিকট লিখিবেন। (ক) নালী নিবাসী ২৫ বৎসর বয়স বঙ্গজ কায়স্থ মৌলিক যুবক ২৫৲ বৃত্তি প্রাপ্তে প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ অধ্যয়ন করিতেছেন। (খ) একটী বঙ্গজ কায়স্থ যুবক বয়স ২২।২৪ কলিকাতার কোনও কালেজে বি-এ পাঠ করিতেছেন। (গ) ২৩।১৪ বৎসর বয়স বঙ্গজ কায়স্থ যুবক যিনি জলপাইগুড়িতে চাবাগানে ৩০৲বেতনে কার্য্য করিতেছেন।

বিশেষদ্রষ্টব্য।—উল্লিখিত বিবাহ সকল সম্পন্ন হইবামাত্র তাহার সংবাদ সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

ফরিদপুর প্রতিভা প্রেস হইতে
শ্রীকালিপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মাদ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

[মাসিক পত্রিকা]

৮ম খণ্ড। { পৌষমাস, ১৩২২ সাল। } ৯ম সংখ্যা।

শুক্লযজুর্ব্বেদীয়া ঈশাবাস্যোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি,)

সংভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ংসহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সংভূত্যামৃতমশ্নুতে ॥১৪॥

অন্বয়ঃ। যঃ সম্ভূতিং (অসংভূতিং অকা-বর্ণলোপেন নির্দ্দেশোদ্রষ্টব্যঃ,অব্যাকৃতোপাসনং) চ বিনাশং (মৃত্যুর্নাশোধর্ম্মো যস্য কার্য্যস্য সঃ বিনাশঃ হিরণ্যগর্ভঃ কার্য্যব্রহ্মতস্যোপাসনং) চ তৎ উভয়ং সহ (একেন পুরুষেণ অনুষ্ঠেয়ং) বেদ, (সঃ) বিনাশেন (কার্য্যব্রহ্মোপাসনেন) মৃত্যুং (অনৈশ্বর্য্যং অধর্ম্মকামাদি দোষজাতঞ্চ) তীর্ত্বা (অতীত্য) অসম্ভূত্যা (অব্যাকৃতো-পাসনেন) অমৃতং (প্রকৃতিলয়লক্ষণং) অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি) ॥১৪॥

ভাষ্যম্। যত এব মতঃ সমুচ্চয়ঃ সংভূত্য সংভূত্যুপাসনয়োর্য্যুক্তং এবৈব পুরুষার্থত্বাচ্চেত্যাহ সংভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। বিনাশেন বিনাশো ধর্ম্মো যস্য কার্য্যস্য স তেন ধর্ম্মিণাভেদেনোচ্যতে। বিনাশ ইতি তেন তদুপাসনেনানৈশ্বর্য্যমধর্ম্মকামাদিদোষজাতং চ মৃত্যুং তীর্ত্বা হিরণ্যগর্ভোপাসনেন হ্যণিমাদি-প্রাপ্তিঃফলম্। তেনানৈশ্বার্য্যাদি মৃত্যুমতীত্যা-সংভূত্যা অব্যাকৃতোপাসনয়া অমৃতং প্রকৃতি-লয়লক্ষণমশ্নুতে। সংভূতিং চ বিনাশং চেত্য-ত্রাবর্ণলোপেন নির্দ্দেশো দ্রষ্টব্যঃ। প্রকৃতি-লয়ফলশ্রুত্যনুরোধাৎ ॥১৪॥

অনুবাদ। মূল মন্ত্রে যে সম্ভূতিশব্দ দেখা যাইতেছে, তাহা বাস্তবিক অসম্ভূতি শব্দ। এই প্রকার অকার লোপ বৈদিক প্রয়োগ। অব্যক্ত প্রকৃতি বা কার্য্যব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ

বিনাশশীল, সুতরাং মূলমন্ত্রে বিনাশ শব্দে হিরণ্যগর্ভ নামক কার্য্য ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে। এই উভয়বিধ উপাসনাক্রিয়া একত্র অনুষ্ঠিত হইলে সুগতি হয়, এই উপদেশ করিবার জন্য বলা হইতেছে। যে ব্যক্তি অব্যক্তা প্রকৃতি ও কার্য্যব্রহ্মের উপাসনা, এই উভয়বিধ উপাসনাকে একই পুরুষের একত্র অনুষ্ঠেয় বলিয়া জানেন, তিনি কার্য্যব্রহ্মোপাসনা দ্বারা অনৈশ্বর্য্যরূপ ও অধর্ম্ম কামাদি দোষ জাত মৃত্যু অতিক্রম করিয়া অব্যক্তা প্রকৃতির উপাসনা দ্বারা প্রকৃতিতে লয়রূপ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন। অণিমাদি ঐশ্বর্য্য পরিশূন্যতা ও অধর্ম্ম কামাদিদোষজনিত দুর্গতি এই উভয়কে মৃত্যু বলা হয়। কার্য্যব্রহ্মোপাসনা দ্বারা অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ ও অধর্ম্ম কামাদি জাত দুর্গতি নিবারিত হয়, একন্য মৃত্যু অতিক্রম করার কথা বলা হইল। এই লয়াবস্থা সাধারণ জীবগতি হইতে শ্রেষ্ঠ ও অধিক কাল স্থায়ী বলিয়া আপেক্ষিক ভাবে অমরত্ব বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥১৪॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীপার্ব্বতীচরণ দেববর্ম্মা

বিশ্বাস।

মানুষের হৃদয় যখন ধর্ম্মের বিমল কিরণে উদ্ভাসিত হয়, তখন তিনি সর্ব্ব বিষয়ে উপেক্ষা ও সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া উদার ভাবে জগতের প্রত্যেক ঘটনাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে সক্ষম হয়েন। বিশ্বাস এইরূপে মানুষের অতীব স্পৃহণীয় সম্পদ। সমস্ত দিবস ব্যাপী কঠিন পরিশ্রমে শ্রান্ত ও ক্লান্ত মানব যখন গভীর নিশীথে নিদ্রা দেবীর সুকোমল ক্রোড়ে দেহ-প্রাণ সমর্পণ করে তখন এই অব্যক্ত বিশ্বাসই তাহাকে সুস্থির রাখিতে পর্য্যাপ্ত হয় যে সে নিদ্রান্তে প্রত্যূষে পুনরায় স্নেহাস্পদ পুত্র কন্যার মুখ নিরীক্ষণে এবং প্রাণ পত্নীর সহিত প্রিয় প্রসঙ্গে আবার উৎফুল্ল হইতে পারিবে এবং সংসারের কর্ম্মস্রোত আজও যেমন চলিয়াছে আগামী কল্যও তেমনি ভাবে প্রবাহমান রহিবে। এইরূপ বিশ্বাস ব্যতীত সে সুস্থির থাকিতে পারে কি এবং নিদ্রার সুশীতল ক্রোড়ে শ্রান্তি ও ক্লান্তি দূরকরিয়া প্রফুল্লতা লাভে পুনরায় কার্য্যক্ষম হইতে সমর্থ হয় কি? অইযে কৃষক নিদাঘের মার্ত্তণ্ড কিরণে দগ্ধীভূত হইয়া ক্ষেত্র কর্ষণে অভিনিবিষ্ট—জিজ্ঞাসা করুন, প্রত্যুত্তরে সেও বলিবে যে ঐ ক্ষেত্রস্থ রোপিত শস্য যথাকালে পরিপক্ক হইয়া তাহার একমাত্র উপজীব্য হইবে। এই বিশ্বাসেই সে অসহনীয় দুঃখ অকাতরে সহ্য করিতেছে। এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে বিশ্বাসই কর্ম্মময় জগতের প্রাণ স্বরূপ। বিশ্বাস আছে বলিয়া মানুষ ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া দূরবীক্ষণ সাহায্যে গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি বিধি পর্য্যালোচনা

করিয়া জগতের অশেষ বিধি উপকার সংসাধিত করিতেছে—সমুদ্রের অতল জলে নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া মহামূল্য রত্ন সংগ্রহ করিতেছে; অন্ধকারাবৃত খনিগর্ভে প্রবেশ করিয়া স্বর্ণ রৌপ্যাদি আহরণ করিয়া আনিতেছে ; এবং শত সহস্র প্রকারে শারীরিক ও মানসিক সুখ সন্তর্পণের উপযোগী অনন্ত বস্তু উপহার যোগাইতেছে এবং এমন কি বালক ক্রিড়া প্রাঙ্গণের প্রীতিকর সুখ পরিত্যাগ করিয়া ভাবীসুখের আশায় আপাততিক্ত শিক্ষাব্রত অবলম্বন করিতেছে। বিজ্ঞানের লীলা ভূমি জর্ম্মান প্রদেশের বর্ত্তমান বীর সম্রাট্ তাঁহার বাহুবলের উপর বিশ্বাস করিয়াই সম্মিলিত ধন-জন-দৃপ্ত-রাজন্য বৃন্দের সহিত বৎসরাধিক কাল লোকক্ষয়কর ভয়াবহ যুদ্ধ পরিচালন করিতেছেন। সংবাদ পত্র স্তম্ভে প্রত্যহই তাঁহার ভীষণ পরাজয়ের সংবাদেও ক্ষুণ্ণ অথবা অবসন্ন হইয়া সন্ধি প্রার্থী হইতেছেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার হৃদয়ের অটল বিশ্বাসই তাঁহাকে এইরূপ দুরূহকার্য্যে ব্রতী রাখিতে পারিয়াছে। এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে যেমন বিশ্বাস কর্ম্মময় জগতের প্রাণ, তেমনি ধর্ম্মময় জগতের উহা মহা প্রাণ স্বরূপ। এপর্য্যন্ত কেহই ঈশ্বরের অনুভূতি ব্যতীত প্রত্যক্ষ দর্শনে কৃতার্থ হইতে পারেন নাই। কিন্তু সাধক সংসারের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া অনাহারে অনিদ্রায় গিরিপ্রস্থে কঠোর তপস্যায় নিয়োজিত রহিয়াছেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে এইরূপ ধ্যান ধারণায় বিশ্ব স্রষ্টার দর্শন লাভে ইহজন্মে কিম্বা জন্মান্তরে অবশ্যই কৃতার্থ হইতে পারিবেন। ধর্ম্মকার্য্যের পুরস্কারও কেহ হয়ত ইহজীবনের সম্ভোগ করিতে পারেন না। পাশ্চাত্য জগতের দেশহিতৈষী হাউয়ার্ড সাহেব এবং মিস নাইটিংগেল প্রভৃতি মহানুভব ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সুদীর্ঘ জীবন পর সেবায় নিয়োজিত রাখিয়া আজীবন সন্তুষ্ট রহিয়াছিলেন। জন্মান্তরের অশেষ সুখের প্রত্যাশায় পরজন্মে পুরস্কারের বিশ্বাসেই দেশে দেশে দুঃখ তিমিরাবৃত কারাবাসে অথবা সমর ক্ষেত্রের ক্ষত বিক্ষত সৈনিক নিবাসে কিম্বা শিক্ষা সম্পদ শূন্য কাঙ্গালের কুটীরাবাসে পরের সুখশান্তি বিধানজন্য অহোরাত্র সচেষ্ট ছিলেন। এইরূপে ভক্ত প্রহ্লাদ ঈশ্বরে অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই হস্তি-পদতলে এবং পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে নিক্ষেপণে ভীত বা শঙ্কিত হইয়াছিলেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ নীল সমুদ্রে শ্রীকৃষ্ণের কালোরূপ দর্শনে কৃষ্ণনামের বিশ্বাসে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। দ্রৌপদীর ভগবানের বিপদোদ্ধারে অটল বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তিনি মহা বিপদের দিনে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া লজ্জাশীলতা রক্ষণে সমর্থা হইয়াছিলেন। বিশ্বাসের বলে মানুষ এইরূপে অসাধ্য সাধনে সক্ষম হয়। তজ্জন্যই মার্টিন লুথার অগ্নিকুণ্ডে নিমজ্জিত হইয়াও আপনার ধর্ম্ম বিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নাই, মহাত্মা যীশু খৃষ্টও ক্রুশকাষ্ঠে সানন্দে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহাজ্ঞানী শাক্যসিংহ ও তজ্জন্য সুবিস্তৃত রাজ্য রূপবতী ভার্য্যা, স্নেহাস্পদ পুত্র এবং সুখের নিকেতন পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় ধর্ম্ম প্রচারে দীন হীন কাঙ্গাল বেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জীবন পাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিয়াছিলেন। বিশ্বাসের এইরূপ অসীম ক্ষমতা, মনুষ্য হৃদয়ে তাহার অতুলনীয় প্রভাব ধর্ম্মক্ষেত্রে ও কর্ম্ম ক্ষেত্রে

সর্ব্বদা প্রকটিত। এইরূপাবস্থায় যে মানুষ কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেনা সে নিতান্তই দয়ার পাত্র। তাহার উদ্‌ভ্রান্ত ও উচ্ছৃঙ্খল বুদ্ধি তাহার অন্তরাত্মার শঙ্কাজনক রোগ বিশেষ। এ রোগের প্রতিকার নিতান্ত আবশ্যক।

অবিশ্বাসের মোহময় অন্ধকার নিবারণ জন্য ঈশ্বর সমীপে কাতর বিলাপ ও করুণ পরিতাপ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ফলতঃ মানুষের বুদ্ধি, মানুষের অভিজ্ঞতা এবং মানুষের দৃষ্টিশক্তি নিতান্ত সীমাবদ্ধ। যে মানুষ অন্ধকার আবৃত কক্ষে দিবালোকের প্রতক্ষীভূত দ্রব্যগুলিও দেখিতে পায় না সে মানুষ নিজে যাহা না দেখিয়াছে তাহাতে কিছুতেই যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে চাহে না ইহা নিতান্তই উপহাসনীয় সন্দেহ নাই। তজ্জন্যই মহাকবি সেকস্‌পীয়র গভীর নিঃস্বনে বলিয়াছেন যে হে হোরেসীও! স্বর্গে ও পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহা তোমার দর্শনশাস্ত্র স্বপনেও অনুভব করিতে পারে নাই। (ক) সুতরাং নিজে যাহা প্রত্যক্ষ করি নাই এইরূপ কোন ঘটনায় অবিশ্বাস স্বীয় জ্ঞান বুদ্ধির অন্নতার পরিচায়ক মাত্র। যে সকল মহানুভব পুরুষরত্ন মানবজাতির জীবন স্রোতে জ্ঞান ধর্ম্মের তাড়িত সঞ্চালনে ধন্য হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অতিমাত্র বিশ্বাসী। সুতরাং বিশ্বাসই ধর্ম্মের প্রাণ, কর্ম্মের প্রাণ এবং ইহা মানব-জীবনের স্পৃহণীয় অমূল্য সম্পদ। এ সম্পদে কাঙ্গাল হইয়া জীবন যাপন অতীব ক্লেশকর সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে মাদৃশ প্রকৃতি মূঢ়ের নিবিড় তমসাচ্ছন্ন বিষয় চিন্তামগ্ন দুঃখ-নিপীড়িত নিরাশ হৃদয়ে অপার্থিব ঘটনার প্রত্যক্ষ দর্শনেও বিশ্বাসের ক্ষীণজ্যোতি বিদ্যুতের ক্ষণিক প্রভার ন্যায় কদাচিৎ স্ফুরিত হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারায় তথাবিধ ব্যক্তি কার্য্যকরী শক্তি সঞ্চয়ে স্থায়ি আনন্দ লাভে সমর্থ হইতে পারে না,—ইহা গভীর পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ভক্তিমান ও ভাব বিভোর হৃদয়ে এরূপ ঘটনায় বিশ্বাস ও ভক্তির একটা প্রবল তরঙ্গ হৃদয়ের তন্তুতে তন্তুতে সঞ্চারিত হইয়া থাকে এবং নিদ্রিত বিশ্বাস যেন তাড়িত প্রবাহ স্পর্শে সহসা শতধারায় উছলিয়া উঠে এবং তদ্দ্বারায় ভক্তির মন্দাকিনী প্রবাহিত হইয়া মানুষের প্রাণে ঈশ্বরানুভূতি আনিয়া দেয়। তদ্ধেতু অজ্ঞাত শক্তির আনন্দময় অন্তঃসঞ্চারে কি যেন দেখিয়া, কি যেন শুনিয়া, দেশ গ্রাম ভুলিয়া, সাংসারিক জীবনের নিত্যকর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া কামিনী-কাঞ্চন-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কার কিরূপ আকর্ষণে মন কোথায় যেন চলিয়া যাইতে থাকে। ঈশ্বরাবিষ্ট রূপে আভাসিত হইয়া তখন তিনি শান্তিরময়ে প্রেম-সমুদ্রে ডুবিয়া জীবন সার্থক করেন। বিশ্বাসের জয়ধ্বনি তখনই দিঙ্‌মণ্ডল নিনাদিত করিয়া মানুষের পাষাণ কঠিন বক্ষ বিদারণ করিয়া ভগবৎ নাম সম্পৃক্ত মহাশক্তির উৎস খুলিয়া দেয়। মানুষের তাপিত প্রাণ শীতল হয়। সে পরিত্রাণের পথ পাইয়া ধন্য হয় ইতি। (খ)

শ্রী যোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা

(ক) There are more things in heaven and earth, Horatio! than your philosophy can dream of

(খ) শ্রীভগবান্ বাক্য ও মনের অতীত, তিনি প্রকৃতপক্ষে সচ্চিদানন্দরূপ। নরনারীই

কায়স্থজাতির বর্ত্তমান প্রভাব প্রতিষ্ঠা।

গত আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায় মহাশয় 'ইংরাজের আমলে কায়স্থের মান' ইতি শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্গীয় কায়স্থদিগের বর্ত্তমান মর্য্যাদার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। কায়স্থ জাতি প্রাচীন যুগে হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বে কিরূপ উচ্চ সম্মানে সম্মানিত ও পদগৌরবে গৌরবান্বিত ছিলেন তাহা এখন আর কাহারও অবিদিত নাই। 'আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা' 'কায়স্থ পত্রিকা' 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রভৃতি সাময়িক পত্রের অনুগ্রহে বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ বনিতা প্রায় সকলেই সে কথা জানিতে পারিয়াছেন। সুতরাং রসিক বাবু, কায়স্থ জাতির গৌরব প্রকাশার্থে, সে পুরাতন কথার পুনরুল্লেখ না করিয়া বেশ ভাল কাজই করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তাঁহার প্রবন্ধে বহু কৃতবিদ্য ও গণ্যমান্য কায়স্থ মনীষীর নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে। যাঁহারা অধুনাতন কায়স্থ সমাজের শীর্ষস্থানীয় রত্নস্বরূপ তাঁহাদের নামোল্লেখ না করিয়া রায় মহাশয় একপক্ষে যেমন তাঁহাদের মনে ক্লেশ দিয়াছেন, অন্যপক্ষে তেমনিও নিজ প্রবন্ধের সমীচীনতা নষ্ট করিয়াছেন। প্রতিভার জ্ঞানবৃদ্ধ সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় সে কথা বুঝিতে পারিয়া, প্রবন্ধের পাদটীকায়, সেই ত্যক্তনামা কায়স্থ মহাত্মাদিগের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন এবং কয়েকজন স্বনামধন্য কায়স্থের নামোল্লেখ করিয়া (ক) বঙ্গের এই সমস্ত মহাত্মাদের নামই আমরা চাই বলিয়া আপন অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার সেই অভিমত অনুসারে কার্য্য করা প্রতিভার প্রত্যেক কায়স্থ লেখকেরই কর্ত্তব্য বলিয়া আমাদের ধারণা, আর সেই ধারণা বশেই আজ আমাদের এই অভিনব নিবন্ধের অবতারণা। আমরা ইহাতে রসিক বাবুর পরিত্যক্ত কায়স্থ দিগেরই আলোচনা করিব। সুতরাং পাঠকগণ ইহাকে তাঁহার প্রবন্ধের শেষাংশ বা উপসংহার ভাগ বলিয়া পাঠ করিবেন।

ইংরাজরাজের সুশাসনের অধীনে থাকিয়া কায়স্থজাতি আপনাদের প্রতিভা বিকাশের

তাঁহার প্রধান অভিব্যক্তি, নরনারীর সেবাই ভগবানের সেবা। অতএব ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া যিনি নরনারীর সেবায় অনুরক্ত তিনিই প্রকৃত ঈশ্বর পরায়ণ; ইহা অপেক্ষা উচ্চতর ধর্ম্ম আর নাই। আর বুঝিতে চেষ্টা করিও না। সম্পাদক।

(ক) এই সকল নাম শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায় মহাশয় আমার নিকট প্রেরণ করেন এবং তিনি যে সমস্ত মহাত্মাগণের নামোল্লেখ করিতে অসমর্থ তাহাও আমাকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ফলতঃ এই প্রকার সুবিস্তৃত বিষয়ে একটী সম্পূর্ণ নামের তালিকা (an exhaustive list of names) দেওয়া অসম্ভব। সম্পাদক।

যথেষ্ট অবসর বা সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা পুরুষ পরম্পরাগত ধী শক্তির প্রভাবে কৃতিত্ব দেখাইয়া যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা অপর কোনও জাতির পক্ষেই সম্ভবপর হয় নাই। ইংরাজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই সার্দ্ধ শতাধিক বর্ষের ভারতেতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে, ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম ও প্রধান কর্ম্মচারিগণ প্রায় সমস্তই কায়স্থ ছিলেন। তাঁহারা মুন্সী দেওয়ান প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া রাজ্যের আয় ব্যয়ের ব্যবস্থাদি প্রধান প্রধান কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল কর্ম্মচারীর মধ্যে মুন্সী রামকান্ত রায়-চৌধুরী, দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত সেন, দেওয়ান রামকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, দেওয়ান গোবিন্দরাম মিত্র, দেওয়ান রামলোচন ঘোষ, ও দেওয়ান কমলাপতি রায়চৌধুরী প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তাঁহারা আপন আপন গুণগ্রাম ও কার্য্যপটুতা বলে কোম্পানীর শাসন কর্ত্তৃগণের নিকটে প্রভূত সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। যখন নাগপুরে তত্রত্য মহারাষ্ট্র নৃপতির সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সন্ধি হয়, তখন মুনসী রামকান্ত সেখানে গমন করিয়াছিলেন এবং সন্ধিপত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়া, আপনার অসাধারণ মনস্বিতার লিপিকুশলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। কমলাপতি কোম্পানীর আদেশে গোরক্ষপুর ও কাশীর দেওয়ানী কার্য্য সমাধা করেন। তিনি কাশীতে তোরণ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়া দুর্বৃত্ত দিগের অত্যাচার হইতে কাশীবাসীকে নিরাপদ করিয়াছিলেন। কাশীতে এখনও কমলাপতি-কা-ফটক নামে দুই একটী তোরণ বিদ্যমান থাকিয়া, তাঁহার মহত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। গোবিন্দ রাম কোম্পানীর দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় বিভাগেরই কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতার নায়েব জমিদার বা সর্ব্বময় প্রভু হইয়া, তিনি সগৌরবে স্বীয় পদ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ ও ডালহৌসীর সময়ে ২৪ পরগণার সদর-আমীন আলা ছিলেন রায় হরিনারায়ণ ঘোষ বাহাদুর। কায়স্থদিগের মধ্যে তিনি একজন খ্যাত নামা পুরুষ।

কোম্পানীর প্রথম আমলে বাঙ্গালাদেশে যেসকল কায়স্থ রাজবংশের উদ্ভব হয়, তন্মধ্যে মুনসী নবকৃষ্ণ দেব প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা শোভাবাজারের রাজবংশ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই বংশে স্যার রাজা রাধাকান্ত দেবের পরেও অনেক দেশবিখ্যাত মহাত্মার আবির্ভাব হইয়াছিল। রাজা বাহাদুর কালীকৃষ্ণ দেব কে, জি, এস্ মহারাজ কমলকৃষ্ণ, রাজা বাহাদুর হরেন্দ্রকৃষ্ণ এবং রাজা বিনয়কৃষ্ণ কে, আই, এইচ্ প্রভৃতিই তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

কলিকাতা হাইকোটের সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী সিবিলিয়ান ব্যারিষ্টার মিঃ মহীমোহন ঘোষ তিনি সুপ্রসিদ্ধ বরিষ্টার ৺ মনোমোহন ঘোষ। মহাশয়ের কৃতীপুত্র। হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিয়া আনন্দমোহন বসু ও আর, মিত্র এবং প্লিডারী করিয়া অভয়াচরণ বসু, গোপাললাল মিত্র, আনন্দগোপাল পালিত ও নীলমাধব বসু প্রভৃতি খ্যাতি ও অর্থলাভ করিয়াছেন। কোন্নগরের শিবচন্দ্র দেব কায়স্থদিগের মধ্যে

একজন অগ্রণীব্যক্তি। তিনি ২৪ পরগণার ডেপুটী কলেক্টরের পদ লাভ করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। ই, আই, রেলপথের কোন্নগর ষ্টেসন তাঁহারই ঐকান্তিক যত্নের ফল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে যখন, দেশীয় দিগের জন্য, প্রথম মুন্সেফ পদের সৃষ্টিহয়, তখন কায়স্থই সর্ব্বপ্রথম সেইপদ অধিকার করেন। ছোট আদালতের জজ হরচন্দ্র ঘোষ প্রথম বাঁকুড়ার মুন্সেফ হইয়া স্বীয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাহার মর্ম্মরময়ী-অর্দ্ধমূর্ত্তি তাঁহার যোগ্যতার নিদর্শনরূপে, এখন ও ছোট আদালত গৃহে বিরাজমান রহিয়াছে। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সহকারী সম্পাদকদ্বয়ছিলেন হেমচন্দ্র কর ও রায় রাজেন্দ্রনাথ মিত্র। তাঁহারা উভয়েই উচ্চবংশীয় কায়স্থ। পাবলিক সার্বিস কমিসনের তিনজন অণ্ডার সেক্রেটারীর মধ্যে এক মাত্র যোগ্য ভারত বাসী রায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর। তিনি ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এই সম্মানের পদ অলঙ্কৃত করিয়া যে কার্য্য-পটুতা দেখাইয়াছেন তাহা এপর্য্যন্ত আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত হয় নাই।

বিহারের নূতন হাইকোর্টের জজ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন রায় সাহেব মুন্সী জওলা প্রসাদ। তিনি বিহারী কায়স্থ। ভারত বর্ষীয় রাজস্ব বিভাগের সহকারী সেক্রেটারী পদ বাঙ্গালী দিগের পক্ষে দুর্লভ ছিল। কিন্তু কায়স্থ কুল-তিলক ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, এম, এ, মহোদয় স্বীয় অনন্যসুলভমনীষা বলে, সেই পদ আয়ত্ত করিয়া দেশবাসীর বরণীয় হইয়াছেন। এপর্য্যন্ত কোনও ভারত বাসীই রয়াল ষ্টাটিষ্টিকাল সোসাইটীর সদস্য পদলাভে সমর্থ ছিলেন না। কিন্তু কমার্সাল ইন্‌টেলিজেন্‌সের বিভাগের বসন্তকুমার ঘোষ মহাশয় তাহা অধিকার করিয়া কায়স্থ জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। প্রোফেসর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয় ক্ষণজন্মা পুরুষ।(খ) তিনি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সাধারণ অমাত্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কায়স্থ মস্তিষ্কের শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন। এরূপ সর্ব্বজন প্রার্থনীয় মহোচ্চ পদে এদেশ বাসীর এই প্রথম নিয়োগ। পূর্ব্ববঙ্গ রেল পথের ইঞ্জিনিয়ারী পদ পাইয়াছেন রায় বাহাদুর লালারাম। এতদিন এই উচ্চ পদ ভারত বাসীর অনায়ত্ত ছিল। লালারাম হিন্দুস্থানী কায়স্থ। কায়স্থ জাতির বুদ্ধিবৃত্তি যে কিরূপ তেজস্বিনী তাহা রাজা দিগম্বর মিত্র সে, ও সেই মহোদয় দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়াসনের সভাপতি, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদ লাভ করিয়া যে বুদ্ধিমত্তার, বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কলিকাতার সরিফ পদ প্রাপ্তি তাঁহার মনস্বিতার আর এক অনন্যসাধারণ

(খ) কো অপেরেটীভ্‌ ঋণদান সমিতি সকল বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথমে সংস্থাপন করিয়া দেব মহাত্মা বঙ্গদেশের কৃষক বর্গের কতদূর মঙ্গল সাধন করিয়াছেন তাহা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ ও প্রজাগণের দুঃখে মহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া তিনি যে বুদ্ধিমত্তা ও অধ্যবসায়ের নিদর্শন রাখিয়াছেন প্রজাগণ কখনও তাঁহাকে ভুলিবে না। সঃ

নিদর্শন। পেপার করেন্সী অপিসেরদেওয়ানী করিয়া নগেন্দ্রনাথ বসু, কলিকাতা পুলিশ কোর্টের দ্বিভাষিকের কার্য্য করিয়া প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ এবং ব্যারিষ্টারী করিয়া সিবিলিয়ান লোকেন্দ্রনাথ পালিত যে বিজ্ঞতার কর্ম্মকুশলতার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা চিরদিনই বাঙ্গালী দিগের স্মরণ থাকিবে।

অনেক দেশীয় রাজ্যেও কায়স্থেরা উচ্চপদ অধিকার করিয়া সম্মানিত ও প্রশংসিত হইয়াছেন। টাকীর বিশ্বনাথ রায় চৌধুরী বর্দ্ধমান রাজসরকারে দেওয়ানী পদ লাভ করিয়াছিলেন। পারসী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি স্বীয় মস্তিষ্ক শক্তির সাহায্যে, বর্দ্ধমান রাজ্যে পত্তনী বিলির যে নূতন পন্থা প্রবর্ত্তিত করেন, উত্তর কালে তাহারই আদর্শে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৮১৯ সালের ৮ আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। যশোর নড়াইলের রায় উপাধি ধারী কালীশঙ্কর দত্ত এ দেশের অনেকেরই পরিচিত। তিনি নাটোর রাজসম্পত্তির দেওয়ান হইয়া বিশেষ দক্ষতা সহকারে স্বকর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছেন। কায়স্থ কুলভূষণ রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব বহুদিন সুখ্যাতির সহিত মুর্শিদাবাদ নেজামতের দেওয়ানী-কার্য্য পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। এখন মুর্শিদাবাদের বেগম সাহেবার প্রধান কর্ম্মচারী আছেন, শিবহাটির ঘোষ বংশীয় হেমচন্দ্র রায় মহাশয়। তিনি এক সময়ে নেজামতের দেওয়ানী পদ ও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ত্রিপুরেশ্বরের দেওয়ান ছিলেন স্বর্গীয় রাজমোহন মিত্র। এখন বৈষ্ণব চূড়ামণি রাধারমণ ঘোষ মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং অশ্বিনীকুমার বসু মহাশয় সহকারী সেক্রেটারী কার্য্য করিতেছেন। ইহারা সকলেই উচ্চবংশীয় কায়স্থ। নড়াইলের স্বনামধন্য কায়স্থ ভূম্যধিকারী রামরতন রায় মহাশয়ের নাম এদেশের কাহারাও অপরিচিত নহে। মিঃ জে, এন, রায় তাঁহারই একজন সুযোগ্য বংশধর, তিনি মান্দ্রাজ প্রদেশের কোচিন রাজ্যের দেওয়ান বা প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। উড়িষ্যার গড় জাত রাজ্যের মধ্যে ময়ূরভঞ্জ প্রধান। সেখানকার দেওয়ান ছিলেন মুন্সী মোহিনীমোহন ধর এবং প্রধান বিচারপতি ছিলেন হরিদাস বসু। কাশিম বাজারের রাজ সম্পত্তির ম্যানেজারী করিয়া স্বর্গীয় রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয় কিরূপ গৌরব লাভ করিয়াছিলেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। (গ)

চিকিৎসা বিজ্ঞানে কায়স্থজাতির অভিজ্ঞতা অসাধারণ। দয়ালচন্দ্র সোম এম, ডি, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ এলোপ্যাথিক ডাক্তার

(গ) বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল সরকার মহাশয় উক্ত কাশিমবাজারের মহারাজ বাহাদুর প্রাইভেট সিক্রেটরীর কার্য্য করিয়া বিশেষ সুযশ লাভ করিয়াছেন।

সম্পাদক

ছিলেন। তিনি অস্ত্রবিদ্যায় উপদেশ এবং ধাত্রীবিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক (ঘ) নামক দুই খানি উপাদেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। সদাশয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার শেষোক্ত পুস্তক খানি ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত করিয়া গুণগ্রাহিতা'র পরিচয় দিয়াছেন পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ নাগ মহাশয় আগ্রা কলেজের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক। তিনি বহুদিন জার্ম্মানীতে অবস্থিতি করিয়া রসায়ন বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়াছিলেন। সংপ্রতি গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে য়ুরোপীয় কুরুক্ষেত্রে জার্ম্মানগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত বিষবাষ্পের উপাদান নির্ণয়ার্থে ইংলণ্ডে পাঠাইবার সংকল্প করিয়াছেন। সেখানে তিনি দেশবিখ্যাত ইংরাজ বৈজ্ঞানিক দিগের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিবেন। এরূপ সম্ভ্রম ইতঃপূর্ব্বে আর কোনও ভারতবাসীই প্রাপ্ত হন নাই। রায় কৈলাসচন্দ্র বসু বাহাদুর প্রবীণ ও প্রসিদ্ধ ডাক্তার। তিনি বোম্বাই প্রদেশের মেলেরিয়া কমিটীর দ্বিতীয় অধিবেশনে বিনাব্যয়ে মশকনাশের উপায় নির্দ্ধারিত করিয়া গৌরব ভাজন হইয়াছেন। টাকী সৈদপুরের প্রসিদ্ধ কায়স্থবংশীয় রায় নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বাহাদুর এলাহাবাদের সর্ব্বজন প্রিয় সম্মানিত ডাক্তার। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এলাহাবাদ দুর্গের লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার গুণের সমাদর করিয়াছেন। এরূপ উচ্চ সম্মান ভারতবাসীর পক্ষে এই প্রথম। পাঞ্জাব রাবলপিণ্ডি নগরে চিকিৎসা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন নগেন্দ্রনাথ দত্ত রায় সাহেব। সংপ্রতি তিনি রাবলপিণ্ডির ক্যাণ্টনমেণ্টে সদস্য পদে অধিষ্ঠিত হইয়া, যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন তাহা এপর্য্যন্ত এদেশীয় অপর কোনও জাতির পক্ষে সম্ভব পর হয় নাই। বারাসতের নবীনকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় ধন্বন্তরিকল্প চিকিৎসক ছিলেন। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে সর্ব্বপ্রথম ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কায়স্থ জাতির যোগ্যতা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হইয়াছিলেন, বহুবাজার নিবাসী ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনিই বঙ্গের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার পথি প্রদর্শক। পাশ্চাত্য রসায়নশাস্ত্রে সুশিক্ষিত মিঃ জে, সি, ঘোষ বি, এস, সি, এফ, সি, এস অদ্বিতীয় চিকিৎসক। তিনি একক্রমে পঞ্চদশবর্ষ কাল বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের চিকিৎসা বিভাগে সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া, এখন মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের রাসায়নিক বিশ্লেষণকারীর পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। ঈদৃশ উচ্চপদে ভারতবাসীর নিয়োগ, ঘোষ মহাশয়ের দ্বারা, এই প্রথম আরম্ভ হইল।

ডাক্তার এন, কে, বসু. বি, এস, সি, এম, ডি মহাশয়ের নাম বিশ্ববিশ্রুত। তিনি দীর্ঘকাল আমেরিকায় চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, শেষে চিকাগোনগরে লিওনার্ড স্যানিটোরিয়াম নামক স্বাস্থ্যাশ্রমে প্রধান চিকিৎসকের এবং ইলিনইসের ন্যাসানেল মেডিকেল বিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদে বৃত হন। তাঁহার তুল্য অক্ষিবিজ্ঞানবিৎ চিকিৎসক আর নাই। তিনি রোগীকে প্রশ্ন না করিয়াই

(ঘ) Lectures on Surgery and Text Book on Midwifery.

কেবল অক্ষিগোলক দেখিয়াই রোগ নির্ণয় করিতে পারেন। আমেরিকার খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ তাঁহার সেই অলৌকিকী শক্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া শতমুখে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রে কলিকাতা ভবানীপুরের শরচ্চন্দ্র ঘোষ এম, ডি মহোদয় একজন পবিত্রকীর্ত্তি কায়স্থ। তিনি আপনার অসাধারণ মনীষা ও দুর্লভ গবেষণা শক্তির সাহায্যে 'কলেরা' 'বেরিবেরি' 'বহুমূত্র', নিউমোনিয়া' ও 'প্লেগ' প্রভৃতি রোগ বিষয়ে বহু উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করিয়াছেন এবং 'বাসক' 'অশ্বত্থ' শেফালিকা প্রভৃতি দেশীয় তরুগুল্ম হইতে অনেক ফলপ্রদ নূতন ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহার সেই সকল পুস্তক ও ঔষধের সারবত্ত', মৌলিকতা দর্শনে প্রাচ্যপ্রতীচ্যের প্রত্যেক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক বিস্মিত হইয়াছেন। শরৎ বাবু পৃথিবীর বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-পরিষদ হইতে যে সম্মান লাভ করিয়াছেন তাহা অনন্যসুলভ। ইংলণ্ডের ব্রিটীশ হোমিওপ্যাথিক সোসাইটী, তাঁহাকে প্রবন্ধ লেখক সভ্য, রুষিয়ার সেণ্টপিটার্সবার্গ সোসাইটী অব্ হোমিওপ্যাথি' তাঁহাকে কার্য্যকারক সদস্য এবং পৃথিবীর ক্ষুদ্রবৃহৎ প্রায় সমস্ত হোমিওপ্যাথিক সভা তাঁহাকে প্রবন্ধলেখক, এবং সাধারণ বা বিশেষ সভ্যরূপে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছেন। সংপ্রতি তিনি আমেরিকান ইনেষ্টিটিউট অব্ হোমিওপ্যাথিক' নামা জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাগ্রগণ্য হোমিপ্যাথিক চিকিৎসা-পরিষদ কর্ত্তৃক সর্ব্বসম্মতি ক্রমে করেস্পণ্ডিং মেম্বর বা প্রবন্ধ লেখক সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া তদীয় সুদূরব্যাপী যশঃ সৌরভে দিক্‌বিদিক আমোদিত করিয়াছেন। এরূপ ভুবন-বিশ্রুত প্রতিষ্ঠা ডাক্তার সরকার ও লাভ করিতে পারেন নাই। চিকিৎসাশাস্ত্রে ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র বসু, রায় হরিধন দত্ত বাহাদুর, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ ওদেদার, রায় হরিনাথ ঘোষ বাহাদুর এম,ডি, কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর, কবিরাজ দীননাথ ঘোষ প্রভৃতি কায়স্থ মহাত্মাগণ যে যোগ্যতা দেখাইয়াছেন তাহা অনুপমেয়।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী বা অধ্যক্ষ রসময় দত্ত কায়স্থ-বংশীয় ছিলেন। বঙ্গের দেশমান্য বরেণ্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যে প্রসংশাপত্রে বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন তাহা তাঁহারই স্বাক্ষরযুক্ত ছিল। ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন অমৃতলাল মিত্র, শ্রীনাথ ঘোষ ও আনন্দকৃষ্ণ বসু। বিদ্যাসাগর মহাশয় আনন্দ বাবুর নিকটেই ইংরাজী শিক্ষা করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বিএ, পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হইলে ত্রয়োদশ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র দুইজন উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই দুইজনের অন্যতম যদুনাথ বসু কায়স্থ। বঙ্গ মহিলাদিগের মধ্যে শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু সর্ব্ব প্রথমে এম, এ উপাধি প্রাপ্ত হন। বর্ত্তমানে তিনি বেথুন বিদ্যালয়ের কর্ত্রীপদ অলঙ্কৃত করিতেছেন। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার সরকার সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, এম, এ মহোদয়ের সহোদর। তিনি মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের মিচিগান্ বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞান শাস্ত্রের পরীক্ষা দিয়া গ্রাজুয়েট

হইয়াছেন। ধীরেন্দ্রকুমার চারিবর্ষের পাঠ্য দুইবর্ষে শেষ করিয়া কায়স্থজাতির অনন্য-সাধারণ স্থিরচিত্ততা ও মেধাশক্তির পরিচয় দান করিয়াছেন। আসোসিয়েসন্ ফর্ দি সায়াণ্টিফিক্ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এডুকেশন্'নামক বিজ্ঞান সভার ছাত্র শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র এম, এ, বি, এস্, সি, পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রের পরীক্ষা দিয়া বার্লিন বিশ্ব বিদ্যালয়ের হইতে পি, এইচ, ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত এরূপ উচ্চ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এত উচ্চ পরীক্ষায় কোনও ভারতবাসী উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। পুনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে 'এল, সি, ই' উপাধি পাইয়াছেন শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার। এখন তিনি ব্রহ্মদেশের এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার। মান্দ্রাজের একাউণ্টাণ্ট জেনারল কৃষ্ণলাল দত্ত এম, এ, এবং লক্ষ্ণৌ ওয়ার্ড ইনেষ্টিটিউসনের অধ্যক্ষ আনন্দলাল রায় কায়স্থদিগের মধ্যে বরেণ্য পুরুষ।

বাবু হারাধন বসু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ের পার্সনাল এসিষ্টাণ্ট। (৬) আসাম বর্ত্তমান চিফ কমিসনার স্যার আর্কেডেল আর্ল মহাশয়, বসু মহাশয়ের যোগ্যতা ও নিরপেক্ষতার পরিচয় পাইয়া, শিক্ষাবিভাগের পুনর্গঠন কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য তাঁহাকে স্বীয় সহকারী পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা অল্প সম্ভ্রমের পরিচায়ক নহে। আমেরিকা আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে বৃত হইয়াছেন শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ বসু, এম এ, পি, এইচ, ডি মহাশয়। তিনি আমেরিকার আমেরিকান হিন্দুস্থান সমিতি নামা ছাত্র সভার প্রতিষ্ঠা করিয়া বিদেশবাসী ভারতীয় শিক্ষার্থিগণের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। জ্ঞানে, গুণে, প্রতিষ্ঠা পৌরুষে কায়স্থ জাতির আসন যে কত উচ্চে প্রতিষ্ঠিত, তাহা অধ্যাপক হেমচন্দ্র সরকার এম, এ, সতীশচন্দ্র দে এম, এ, রামচন্দ্র মিত্র ও উমেশচন্দ্র দত্ত, বেথুন স্কুলের সহঃ সম্পাদক সঙ্গীতবিদ্ ভৈরবচন্দ্র দত্ত, গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কারে, ললিতাপ্রসাদ দত্ত সরস্বতী, হরিনারায়ণ দাস বিদ্যাসাগর, কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যাবহারাজীব রামচন্দ্র মিত্র সি, আই, ই, জেলা ও সেসন জজ রায় রাজেন্দ্রনাথ দত্ত বাহাদুর, ২৪ পরগণার ডিষ্ট্রিক্ট সবরেজিষ্টার তারাপদ ঘোষ রায়-সাহেব, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি শাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শী নানাগুণালঙ্কৃত জমিদার যতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী এম, এ, বি, এল, বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি, রাঁচীর গবর্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার ও স্থাপত্য বিদ্যায় অভিজ্ঞ জগদীশচন্দ্র রায়-চৌধুরী বি, স, ই, আবগারী বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ট হেমচন্দ্র ঘোষ, সুযোগ্য স্কুল ইন্স্পেক্টর ফণিভূষণ বসু এম, এ, সবজজ দেবেন্দ্রবিজয় বসু, রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর, কলিকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রদর্শনীর কিউরেটর মহারাষ্ট্রবাসী রায় বাহাদুর বি, এ,

(৬) এইস্থলে অশেষ বিদ্যায় বিশারদ রায়সাহেব শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম, এ, মহাশয়ের নাম উল্লেখ যোগ্য। তিনিই সর্ব্ব প্রথমে বঙ্গদেশীয় শিক্ষা-বিভাগের সহকারী ডিরেক্টারের পদ পাইয়াছিলেন।

সম্পাদক।

গুপ্তে, ইউরোপীয় চিত্র শিল্পে সুশিক্ষিত রোহিণীকান্ত নাগচৌধুরী, হাইকোর্টের প্রধান অনুবাদক পূর্ণচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি কায়স্থমহাত্মাগণ বিশেষ রূপেই প্রমাণিত করিয়াছেন। তাঁহারা চিরদিনই জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সমস্ত ভারত-বাসীর অনুকরণীয় বরণীয় ও আদর্শ স্থানীয় হইয়া থাকিবেন। 'দানমেকং কলৌযুগে, এই মনু বচনের সার্থকতা বোষ ও পালিত মহাশয় সম্যকরূপে প্রতিপাদন করিলেও তাঁহাদের পথি প্রদর্শক অগ্রণী হইয়াছিলেন অন্য এক কায়স্থ মহানুভব। তিনি 'বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্শ' সভার প্রথম বাঙ্গালী সদস্য প্রাতঃস্মরণীয় বাগ্মীবর রামগোপাল ঘোষ। ঘোষ মহাশয় ডিষ্ট্রিক্ট চেরিটেবেল সভার ২০,০০০৲ বন্ধুবর্গের ঋণ শোধার্থে ৪০,০০০ এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ৫০,০০০ সহস্র মুদ্রা দান করিয়া, আপনার দানপূত পবিত্র হৃদয়ের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এরূপ সর্ব্ব গুণান্বিত অনন্যসুলভ বুদ্ধি-বিদ্যা-বিশিষ্ট সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা সম্পন্ন উচ্চ জাতিকে শূদ্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা এবং মূর্খতা ভিন্ন কিছুই নহে।

কায়স্থ জাতি সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক। বঙ্গভাষার প্রথম গদ্য সাহিত্য কায়স্থ দ্বারাই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। মহাত্মা রামরাম বসু 'প্রতাপাদিত্য চরিত' ও 'লিপিমালা' নামক নামক দুইখানি গদ্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিয়া গদ্য শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁহার প্রথম গ্রন্থ প্রতাপাদিত্য চরিত প্রকাশিত হয়, তখন বাঙ্গলা ভাষায় একখানিও গদ্য পাঠ্য পুস্তক ছিল না। বঙ্গভাষার প্রথম পাটীগণিত রচয়িতা প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় কায়স্থ ছিলেন। অধুনা বাঙ্গলাদেশে মাসিক পত্রের এত যে আধিক্য আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়, কায়স্থেরাই তাহার মূল। বেঙ্গল কাউন্সিলের মেম্বর, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, জষ্টিস অব্ দি পিস এবং চলিত বাঙ্গলার জন্মদাতা প্যারিচাঁদ মিত্র সর্ব্বপ্রথম 'মাসিক পত্র' নামধেয় একখানি সাময়িক পত্রের সৃষ্টি করিয়া আদর্শ স্থানীয় হইয়া রহিয়াছেন। প্রথম সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশ করেন ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তাঁহার লুপ্তস্মৃতি সচিত্র মাসিক "বিবিধার্থ সংগ্রহ" এখনও দুইচারি জন সাহিত্য রথীর স্মৃতিপথে জাগরূক আছে। "কলিকাতা রিভিউ" পত্রের প্রথম বাঙ্গালী লেখক ছিলেন কিশোরীচাঁদ মিত্র। তিনি "ইণ্ডিয়ান ফিল্ড" নামক ইংরাজীপত্রের সম্পাদকতা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। "হিন্দু ইনটেলিজেন্সর" পত্রের সম্পাদক কাশীপ্রসাদ ঘোষ ও শশিচন্দ্র দত্ত ইংরাজীভাষায় সুললিত কবিতা ও ইতিহাস রচনা করিয়া কায়স্থ-মস্তিষ্কের উর্ব্বরতা তীক্ষ্ণতা দেখাইয়া গিয়াছেন। লক্ষ্ণৌ নগরের "রিফ্লেক্টার" পত্রের সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী, 'আওয়াজ ই খালক' নামা ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক কাশীর মুন্সী গোলাবচন্দ্র শ্রীবাস্তব, বামাবোধিনী নামা প্রসিদ্ধ মাসিকের সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত, হরিশ্চন্দ্র মিত্র ও সাতকড়ি দত্ত, সাহিত্যিক হুগলী কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক যদুচন্দ্র বসু, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক ব্রজসুন্দর মিত্র, সুকবি প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ, হরগোপাল রায়চৌধুরী, বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ্ শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর, সি, আই, ই, 'জাহ্নবী'

পত্রের সম্পাদিকা শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী, (চ) কবিগুণাকর নবীনচন্দ্র দাস এম, এ, বি, এল, প্রকাশচন্দ্র সরকার বি, এল, এম, আর, এ, এস্, প্রভৃতি পৌরুষ দীপ্ত সাহিত্যসেবীগণ কায়স্থ কুলের তথা ভারতবর্ষের ভূষণ স্বরূপ।

বাহুবলেও কায়স্থ জাতি ন্যূন নহেন। অম্বিকাচরণ গুহ (অম্বুবাবু), ক্ষেত্রচরণ গুহ, যতীন্দ্রচরণ গুহ (গোবর বাবু), মিষ্টার সুবোধকৃষ্ণ বসু, আশুতোষ দেব (সাতু বাবু) প্রভৃতি কায়স্থ বলীয়ানগণ তাহার নিদর্শনস্থল। তাহারা যষ্টি, তরবারী ও মল্ল ক্রিড়া করিয়া মল্লযুদ্ধে বহু বিখ্যাত দেশীয় ও বিদেশীয় মল্লকে পরাস্ত করিয়া দিয়া, যে ক্রিড়ানৈপুণ্যের ও ভুজবলের পরিচয় দান করিয়াছেন, তাহা দুর্ব্বল বাঙ্গালীর স্বপ্নের অগোচর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। (ছ)

সঙ্গীতশাস্ত্রে কায়স্থজাতির একাগ্রতা, মৌলিকত্ব দেশপ্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান বঙ্গদেশে নাট্যাভিনয়ের যে প্রচলন পারলক্ষিত, তাহার প্রবর্ত্তক কায়স্থজাতি। কলিকাতা বাগ-বাজারের নবীনকৃষ্ণ বসু মহাশয় প্রভৃত অর্থব্যয়ে নিজগৃহে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের অভিনয়দেন। এবং সেই অভিনয়ে অভিনেতৃগণের সহিত অভিনেত্রীদিগের সমাবেশ করিয়া বর্ত্তমান নাট্যাভিনয়ের আদর্শ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। এদেশে এক সময়ে গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কুটির বাসী দরিদ্র হইতে প্রাসাদ-বিহারী রাজা পর্য্যন্ত সেই গান শুনিবার জন্য লালায়িত হইতেন। কিন্তু সে যাত্রাগণের উদ্ভাবন করিয়া ছিলেন কায়স্থকুল-ধুরন্দর মুনসী কালীনাথ রায় চৌধুরী। গোপাল তাঁহার আদর্শ লইয়া সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়াই বঙ্গবাসীর প্রশংসা-ভাজন হইয়াছিলেন। কবিগানও কায়স্থের নিকটে ঋণী। শালিখার জন্মকবি রামবসু কবিওয়ালাদগের মধ্যে একজন প্রধান পুরুষ; বিরহগীতে তাঁহার তুল্য কৃতী কবিওয়ালা বঙ্গদেশে আর একজনও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহের বিষয়। যে হাফ্ আখড়াই গান বাঙ্গালীদিগের পরম প্রিয়, তাহা স্যার রাজা রাধাকান্ত দেবের পিতা গোপীমোহন দেবের সৃষ্টি। সেই হাফ্ আখড়াই গানে নূতন সুরের সংযোজন করেন বাগবাজারের মোহনচাঁদ বসু মহাশয়। সুপ্রসিদ্ধ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও কালীনাথ রায় চৌধুরী, মোহনচাঁদের গানের বাধনদার ছিলেন। বর্ত্তমান নাট্যাভিনয়ে অমৃতলাল বসু, নাট্যসম্রাট্ মহাত্মা গিরীশচন্দ্র ঘোষের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) চুনিলাল

(চ) কায়স্থ মহিলাগণ সর্ব্বদা দেবী শব্দ ব্যবহার করিবেন, কেননা তাঁহারা ব্রহ্মকায়স্থ, অর্থাৎ ব্রহ্মার শরীর জাত দ্বিজবংশোদ্ভব কায়স্থ। সম্পাদক।

(ছ) অদ্য ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩২২। আজ ১০।১১ দিন ফরিদপুর নগরে কায়স্থগৌরব মিষ্টার এম, এন, দাস মজুমদার মহাশয় তাঁহার বেঙ্গল রয়েল সার্কাশে যে অপূর্ব্ব বাহুবলের নিদর্শন দেখাইতেছেন তাহা ভারতে অদ্বিতীয় ইংরাজ শাসনে কায়স্থ জাতির বাহুবলের চর্চ্চা না থাকায় তাঁহারা যে বীরের জাতি, অর্থাৎ প্রকৃত ক্ষত্রিয় জাতি তাহার পরিচয় দিতে পারিতেছেন না। সঃ

দেব, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ও টি. পালিত প্রভৃতি অসাধারণ কৃতী পুরুষ বলিয়া সর্ব্বত্র পরিগণিত। কলিকাতা মিণ্টের দেওয়ান সুলেখক রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু মহাশয় সঙ্গীত বিদ্যায় যে পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন, তাহা কায়স্থেতর জাতির শক্তি বহির্ভূত।

কায়স্থেরা রাজ সেবায় সর্ব্বাগ্রণী ও প্রতিদ্বন্দ্বিহীন। "মহতীদেবতাহ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি" এই শাস্ত্র বাক্য তাঁহারাই যথাযথরূপে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের জন্য কায়স্থ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় কর্ত্তৃক সংগঠিত "আম্বুল্যান্স্ কোরের" কায়স্থ সভ্য গণের এবং যুদ্ধগামী কায়স্থ কর্ম্মচারিগণের সংখ্যা পর্য্যালোচনা করিলে ইহার সার্থকতা বোধগম্য করা যাইতে পারে। মহারাষ্ট্রীয় কায়স্থ রঘুনাথ, নেটাল হাঁসপাতালে, তাঁহার পিতৃব্য মহেশ্বর আম্বুল্যান্স্ কোরে এবং পিতৃব্যপুত্র আমেদাবাদের সার্জ্জন ডি, বি, গুপ্তে য়ুরোপের একটী সেনাদলে লেফ্‌টানেণ্ট পদে নিযুক্ত হইয়া এবং আরও শত শত কায়স্থ নানাকার্য্যে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়া প্রাণপণে আমাদের ভক্তিভাজন সম্রাটের সেবা ও সহায়তা করিতেছেন। ভরতপুর যুদ্ধে জাঁদরেল কালু ঘোষ (জেনারেল কালীচরণ ঘোষ) কিরূপ শক্তি সাহস ও রাজ ভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা চিরদিন উজ্জ্বল অমর অক্ষরে ভারত ইতিহাস লিখিত থাকিবে। (জ)

ধর্ম্মজগতেও কায়স্থের স্থান অনেক উচ্চে; বর্ত্তমান যুগে স্বামী বিবেকানন্দের সদৃশ ধর্ম্ম প্রচারক আর জন্মগ্রহণ না করিলেও তাঁহার পূর্ব্বে ও পরে অনেক কায়স্থ সাধু আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশ পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা লালা বাবু তাঁহাদিগের অন্যতম। তিনি এক ধীবর পত্নীর 'বেলাগেল পারে যাব কখন' এই কথা মাত্র শ্রবণে কিরূপ প্রভূত বিষয় বিভব স্ত্রী পুত্রাদি ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য-ব্রত গ্রহণ করেন এবং শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণরায়জী নামা শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়া কিরূপে তাঁহার সেবা পরিচর্য্যা কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করেন, তাহা এদেশের কাহারও অপরিজ্ঞাত নহে। টাকীর স্বনাম প্রসিদ্ধ জমিদার কালীনাথ রায়চৌধুরী মহাশয় কর্ম্মজগতের ন্যায় ধর্ম্ম জগতেও অসাধারণ পুরুষ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যখন তাঁহাদের উদ্যানস্থ সরোবরে যোগাসনে ভাসমান থাকিয়া ঈশ্বরারাধনা করিতেন, তখন তাঁহার সৌম্যপবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। (ঝ) ভগবন্নিষ্ঠা, অহিংসা, নির্ম্মৎসরতা প্রভৃতি গুণে

(জ) এই জেনেরাল (Generel) উপাধি ভারতবর্ষে আর কোনও জাতিই কোন কালে লাভ করিতে পারেন নাই। ইহাদ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে কায়স্থজাতি প্রকৃত ক্ষত্রিয়। বিদ্বেষ্টা ব্রাহ্মণগণের মুখ মলিন ও বিমর্ষ দেখিতেছি কেন? সঃ

(ঝ) মহাত্মা দানবীর কালীনাথ চৌধুরীর একটী ঘটনা আমরা অবগত আছি। আমি তৎকালে বারাসাত স্কুলে নিম্নশ্রেণীতে অধ্যয়ন করি। বারাসাত হইতে বসিরহাট পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তা নির্ম্মাণের অর্থ সাহায্যের জন্য বারাসাতের তাৎকালিক

বহরমপুরের রাধামোহন সেন, সুখ্‌ড়িয়ার মিত্র উপাধিধারী কাশীগতি মুস্তফী, বাঁকুড়ার রাধামাধব ঘোষ (বৃহৎ সারাবলী রচয়িতা) তারাগুনিয়ার রামকুমার বসু ও বিহুরচন্দ্র বসু, খলিসাখালির মহিমচন্দ্র বসু, দুর্গাপুরের গৌরমোহন সেন প্রভৃতি মহাত্মাগণ কায়স্থ সমাজের শিরোমণি সদৃশ। বেলুড় মঠের বর্ত্তমান সর্ব্বাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ স্বামী কায়স্থ-কুল-সম্ভূত। তাঁহার পুণ্যপূত ত্যাগ ধর্ম্মের পরহিতৈষণার, ধর্ম্মানুরক্তির তুলনা নাই। কায়স্থজাতি কোন কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানের, পূজা প্রভৃতিরও প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। অধুনা কাশীতে তথা সমগ্র বঙ্গদেশে যে কুমারীপূজা শক্তি সাধনার অঙ্গরূপে সর্ব্বজাতি কর্ত্তৃক ভক্তির সহিত প্রতিপালিত হইতেছে, তাহা দেওয়ান কমলাপতির প্রবর্ত্তিত। কাশীতে কোম্পানীর দেওয়ান রূপে কার্য্য করিবার সময়েই তিনি এই পূজাপদ্ধতির প্রচলন করিয়া দিয়াছিলেন। কায়স্থ শূদ্র হইলে তাঁহার দ্বারা কি কখনও এত বড় একটা ধর্ম্মাঙ্গের প্রতিষ্ঠা হইতে পারিত, যাহা সর্ব্ববর্ণের শিরোমণি ব্রাহ্মণেরাও মান্য করিয়া লইতেছেন?

বঙ্গীয় সমাজ ও সাহিত্যের পরম হিতৈষী রাজা প্রতাপচন্দ্র ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র, রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুর, দাতৃশিরোমণি কাকিনাধিপতি মহেন্দ্ররঞ্জন রায়চৌধুরী বাহাদুর, আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ বাহাদুর, দিনাজপুরের মহারাজ স্যার গিরিজানাথ রায় বাহাদুর কে, সি, আই, ই, হায়দ্রাবাদের মহারাজ মুরলী মনোহর আসফজহীব, রাজস্ব সচিব মৈনপুরের রায় বাহাদুর মুন্সী গঙ্গাসহায় রায় সাহেব, লক্ষ্ণৌএর রায় শ্রীরাম বাহাদুর, বেরিলীর মুন্সী বলদেবপ্রসাদ, ফৈজাবাদের রায় বাহাদুর মুন্সী রামশরণ দাস, নড়াইলের রায় কিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর, মুন্সী কালীপ্রসাদ সিংহ রায় বাহাদুর, কায়স্থধর্ম্ম প্রচারক হরিহর ঘোষ অগ্নিহোত্রী ও মাখনলাল ধরবর্ম্মা, লালা ভগবানপ্রসাদ, হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকিল উপেন্দ্রচন্দ্র বসু ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্রদ্বয়, হাইকোর্টের উকিল সুরেন্দ্রচন্দ্র ও নগেন্দ্রচন্দ্র বসু, শ্রুতিধর গোপীনাথ রায়চৌধুরী, ঈশানচন্দ্র বসু, আড়বালিয়ার জমিদার রামগতি নাগচৌধুরী ও সুরেন্দ্রনাথ নাগ, দেবহাট্টার শ্রীনাথ পাল, গাড়ুপুলের ঘটক শিরোমণি জয়চন্দ্র বসু, সবজজ সতীশচন্দ্র মিত্র, কুমার মন্মথনাথ মিত্র, মতিহারীর গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মা, ললিতাপ্রসাদ বর্ম্মা, মুন্সী বালকৃষ্ণ

মাজিষ্ট্রেট মাননীয় ইডেন সাহেব, বারাসাত জিলার সমস্ত জমিদারগণকে আহ্বান করেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাসভবনে এই সভার অধিবেশন হয়। ১০।১২০ হাজার টাকা সাহায্য অনেকেই করিলেন। ১৬ হাজারের উর্দ্ধে আর সংগ্রহ হইতেছে না, দেখিয়া ইডেন সাহেব অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। সর্ব্বশেষে কালীনাথ চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি গাত্রোত্থান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে এই রাস্তার জন্য কত টাকা আবশ্যক। সাহেব বাহাদুর বলিলেন, আর ২৫০০০ টাকা হইলেই হয়, তখন চৌধুরী মহাশয় কহিলেন—ভাগের মা গঙ্গা পায় না। আমি একাই [এই রাস্তা নির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয় একলক্ষ টাকা দান করিব। সকলেই তাহাকে ধন্য ধন্য করিল।

সম্পাদক।

সহায়, ডিরেক্টরের পার্সনাল এসিষ্টান্ট অম্বিকাচরণ বসু, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সময় সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম,এ, বি, এল, বেঙ্গল রেকর্ডার পত্রের সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকার দুর্গাদাস দে, শ্রীগোপাল বসুমল্লিক, সুবলচন্দ্র মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, চারুচন্দ্র বসু, রাজেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, চন্দ্রশেখর বসু, বরদাকান্ত মিত্র প্রভৃতি পৌরুষবীর্য্যকর্ম্মীকায়স্থ। তাঁহারা সাধুতা সদ্গুণের, বুদ্ধিবিদ্যার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া যে কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রোথিত করিয়াছেন তাহা কস্মিন কালেও বিলুপ্ত হইবে না। এরূপ ঈদৃশ সর্ব্বগুণান্বিত সর্ব্বজনবরেণ্য কায়স্থ জাতিকে যাহারা শূদ্র বলে, তাহারা সম্পূর্ণই ভ্রান্ত, নিতান্তই কৃপার পাত্র সন্দেহ নাই। অলমতি। (ঞ)

শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর
তারাগুনিয়া।

মহা নক্ষত্র।

বিশ্ববিধাতার অনন্ত লীলা। আমরা ক্ষুদ্র জীব তাঁহার মহিমা কি বুঝিব। সান্ত মানবের ভগবানের অনন্তের মহত্ব স্বরূপ বুঝিবার অধিকার কি! তাই অনেক বিষয়ে আমরা স্তম্ভিত ও বিস্মিত হই এবং তাঁহার অনন্ত তত্বের অনুধাবন করিতে যাইয়া বিফলমনোরথ হই, এবং যতদূর মানব মস্তিষ্কের সামর্থ্য ততদূর কারণ নির্দ্দেশ করিয়া আমরা আত্ম-প্রসাদ লাভ করি।

এই জগতে সত্ব, রজ, তম, গুণের স্রোত পর্য্যায়ক্রমে প্রবাহিত। কখন এক স্রোতের বেগ প্রবল ও অন্য স্রোতের বেগ মন্দীভূত হইতেছে। কখন বা উহারা প্রয়াগ সন্নিহিত গঙ্গা যমুনা সঙ্গমের ন্যায় পরম প্রীতি সহকারে প্রবাহিত হইয়া সংসারকে, সংসার বিমোহিত ব্যক্তির নিকট, আনন্দ নিকেতন স্বরূপ নয়নাভিরাম করিয়া তুলিতেছে; কখন বা উহারা উদ্দাম তরঙ্গ তুলিয়া সংসারের কেন্দ্র

(ঞ) ইংরেজের আমলে কায়স্থের মান শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহারে আমরা যেমন একটী মন্তব্য দিয়াছিলাম, এই প্রবন্ধের শেষভাগে ও তদ্রূপ অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে লেখক মহাশয়ের পক্ষ হইতে দিতেছি। পাঠিকা ও পাঠকগণ মনে রাখিবেন যে ৩০ কোটি ভারত বাসীর মধ্যে এক কায়স্থজাতিই সমগ্র ভারতে প্রায় এক কোটি। এই মহামহিম শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় জাতি আকুমারী হিমাচল সুবিস্তৃত। আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি গণনা করা যে প্রকার অসম্ভব তদ্রূপ এই মহাজাতির মধ্যে উজ্জ্বল আলোক বিশিষ্ট মহাত্মাগণের (men of leading and light) নামের তালিকা দেওয়া অসম্ভব। তজ্জন্য যাঁহাদের নাম আমরা এই প্রবন্ধে লিখিতে পারিলাম না তাঁহারা আমাদিগকে ও লেখক মহাশয়কে ক্ষমা করিবেন। সম্পাদক।

পর্য্যায় বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতেছে এবং এই পৃথিবীতে নারকীয় দৃশ্যের আবির্ভাব করিতেছে।

মানব শরীর বায়ু পিত্ত, কফের লীলা-ভূমি। এই তিন শক্তি যখন স্নিগ্ধ মূর্ত্তিতে প্রবাহিত হয় তখন মানব সুখ শান্তি ও আরাম অনুভব করে কিন্তু উহাদের মধ্যে কেহ যদি উদ্দাম ভাব ধারণ করে, তখনই মানব শারীরিক গ্লানি অনুভব করে এবং শরীরে নানা অনর্থের উৎপত্তি হয়। দেহ নিতান্ত অসার হইয়া যায়। উহারা যদি আরও উচ্ছৃঙ্খল ভাব ধারণ করে, তাহা হইলে তাহার পরিণাম ফল মানবদেহের ধ্বংশ। আমরা নাড়ী পরীক্ষা করিয়া এই বায়ু পিত্ত, কফের উদ্দামভাবের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া উহার প্রতিবিধান করিতে যত্নবান হই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই সংসার সত্ব, রজ ও তমগুণের লীলাক্ষেত্র। এই তিনগুণ যখন অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকে তখন সংসারও বেশ সুখ শান্তিতে চলিয়া থাকে, কিন্তু যখনই উহারকোন গুণ উদ্দামভাব ধারণ করে তখনই সংসার আলোড়িত বা বিমর্দ্দিত হয়। আবার যদি ঐ রজঃ তমঃ গুণ অধিকতর উদ্দামভাব ধারণ করে তখন ধরণী পৃষ্ঠ নররক্তে প্লাবিত হয়। তখন প্রকৃতি দেবী নররক্তে পরিশোভিতা হইয়া করালমূর্ত্তি ধারণ করেন। তখনই লঙ্কাকাণ্ডের ব কুরুক্ষেত্রের দৃশ্যের আবির্ভাব হয় বা কালী তারা প্রভৃতি মহাবিদ্যার অভিনয় আরম্ভ হয়। আমরা যেমন নাড়ীজ্ঞানদ্বারা শারীরিক অবস্থা জ্ঞাত হই,সেইপ্রকার সমাজের ক্রিয়া দর্শনে সামাজিক অবস্থা ও জ্ঞাত হইয়া থাকি। যখনই দেখি কোনও সত্ব গুণান্বিত গৌরব ময় ভাস্বর মহা তপস্বী সামান্ত একটী ক্রৌঞ্চকে বাণাহত হইতে দেখিয়া কি এক অমৃত ধারার সৃষ্টি করিতেছেন বা যখনই দেখি যে উদ্ধত ভ্রাতার ধনু বিদ্যার কৌশল প্রদর্শনার্থ কোন একটী উড্ডীয়মান হংসকে ভূপাতিত ও রক্তাক্ত কলেবরে ধরাশায়ী হইতে দেখিয়া কোন অহিংস-পরম-ধর্ম্ম-উপাসক যুবক দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া পরম স্নেহে স্বহস্তে উহার রক্ত প্রক্ষালন করিতেছেন, তখনই বুঝিতে হইবে সমাজে সত্বগুণের পবিত্র ধারার প্রবল স্রোতের সূচনা হইয়াছে। আবার যখন দেখি রোষান্বিত উদ্ধত ব্রাহ্মণ কুমার পরশু হস্তে ক্ষত্র বধার্থ উদ্যত বা যখনই দেখি ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান-বিরহিত রাজগণ হিংসা পূর্ণ নেত্রে পরস্পর পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ করিতেছে তখনই জানিবে যে রজঃ গুণের প্রবল স্রোতের আবির্ভাবের আর বিলম্ব নাই। আবার যখনই দেখিবে ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান বিরহিত উদ্দাম যুবক রিপু চরিতার্থ হেতু বা বৈর নির্য্যাতন করণার্থ কোন পতিপ্রাণা সাধ্বী সতীর কেশাকর্ষণে রাজ সভায় আনয়ন করিতে প্রবৃত্ত, কিম্বা যখনই দেখিবে রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট রূপের উপাসক যুবক রূপ মোহে মোহিত হইয়া অনুগত সেনাজ আমাত্যকে বধ করিয়া তদীয় রূপ-লাবণ্য-বতী রমণীকে নিজ অঙ্কগত করিতে প্রয়াস পাইতেছে, তখনই জানিবে সমাজে তমঃ গুণের প্রবল জোয়ার প্রবাহিত হইতেছে। এই সত্ব:, রজঃ ও তমঃ গুণে জগৎকে অনেক খেলাইয়াছে, অনেক খেলাইতেছে এবং অনেক খেলাইবে। ঐ দেখ সত্বগুণ প্রভাবে শান্ত মূর্ত্তি লোকহিতৈষী দধীচি দেবগণের পরিত্রাণার্থ ও জগতে ধর্ম্ম

সংস্থাপনার্থ সহর্ষে নিজ অস্থি দানে প্রবৃত্ত। ঐ দেখ পৃথিবীর দারিদ্র নিবারাণার্থ মহারাজ বলি সসাগরা পৃথিবী উৎসর্গ করিতে উদ্যত, ঐ দেখ পশুরক্তে পৃথিবী রঞ্জিত হইতে দেখিয়া ব্যথিত-হৃদয় গৌতম বিপুল রাজ্য, অতুল ঐশ্বর্য্য, স্নেহ প্রবণ পিতা, পতি-প্রাণা পত্নী ও সর্ব্বাপেক্ষা নুতন স্নেহের প্রবল সূত্র ছিন্ন করত একখানি জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া জগতের জীবের মঙ্গলার্থ কি যেন এক স্বর্গীয় অমিয় অন্বেষণে অকূল সংসার সমুদ্রের কূল হইতে ঝম্প প্রদান করিতেছেন।

আর এক দিন দেখিয়াছি ভারতে সত্ত্ব গুণের প্রবল স্রোত বহিয়াছে এবং সেই স্রোতে অটল বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত অবনত হইয়াছে। আর্য্য সভ্যতা ও আর্য্য ধর্ম্মালোক দক্ষিণ দেশ প্লাবিত করিয়াছে। অসভ্য পশু তুল্য অনার্য্য জাতি আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্য সভ্যতা লাভে আপনাদিগকে ধন্য ও পবিত্র জ্ঞান করিয়াছে, মহা তপস্বী অগস্ত্যের অতুল প্রভা বিকশিত হইয়াছে। অসভ্য বানর ভল্লুক সদৃশ মানব বৃন্দ প্রকৃত মানুষ রূপে পরিণত হইয়াছে।

আবার দেখিয়াছি সেই ভারত রজঃ ও তমঃ গুণের লীলা ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ভারতের দক্ষিণস্থ ক্ষুদ্র লঙ্কাদ্বীপের অধিবাসীরা রজঃ ও তমঃ গুণের উপাসক হইয়াছে। সমস্ত ভারত তাহাদের এক প্রকার পদানত ও তাহাদের নামে কম্পিত হইয়াছে। সুদূর কৈলাস পর্ব্বত পর্য্যন্ত তাহাদের দ্বারা বিমর্দ্দিত হইয়াছে। ধর্ম্ম কর্ম্ম অন্তর্হিত প্রায়, হিন্দু যাগ যজ্ঞ, সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে। সতীর সতীত্ব প্রজার শান্তি, এমন কি ধর্ম্মের মূল পর্য্যন্ত বিমর্দ্দিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এই কাণ্ডের ফলে সকল পৃথিবী নররক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল।

আবার দেখিয়াছি লোভ ও অহঙ্কারের সাকার মূর্ত্তি ভারত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াও সামান্য পঞ্চ-গণ্ড গ্রামের লোভ সম্বরণ করিতে পারিয়াছিল না। ধার্ম্মিকের শান্তি সংস্থাপনের শত চেষ্টা পদ দলিত হইয়াছিল।

সেই সময় কুল নারীর মান সম্ভ্রম পর্য্যন্ত রক্ষিত হয় নাই। সত্ত্বঃ গুণান্বিত ধর্ম্ম ভীরু বয়োবৃদ্ধেরাও রজঃ তামসিক প্রবল স্রোতের গতিরোধ করিতে সাহস পান নাই। শেষে ধরণী পৃষ্ঠ অজস্র নররক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল। তখন ভারত সমারাঙ্গনে পরিণত হইয়াছিল। সেখানে কত বীভৎস লীলার আবির্ভাব হইয়াছিল। এই ধ্বংস লীলা কি ভগবানের অভিপ্রেত না কালের সনাতন ধর্ম্ম? আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানব, ইহা আমাদের অসীম বুদ্ধির অতীত ও অজ্ঞেয়। কয়েক শতাব্দী হইতে আমরা য়ুরোপকে রজঃ গুণের উপাসক হইতে দেখিতেছি উক্ত গুণ বশতঃ য়ুরোপে প্রবল উন্নতি স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। য়ুরোপ তর তর গতিতে যেন সর্ব্ববিধ উন্নতি পথে প্রধাবিত। মহা সমুদ্র প্রমথিত করিয়া য়ুরোপ আজ নানা রত্নের অধিকারী। সেই সমুদ্রোত্থিত রত্ন মালায় আজ য়ুরোপ অলকা সদৃশ সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, সভ্যতা সর্ব্ববিষয়ে আজ য়ুরোপ অলঙ্কৃত। আজ সমস্ত পৃথিবী এক প্রকার উহার পদানত বা চালিত। য়ুরোপের

শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া পৃথিবীর সমস্ত জাতি আজ উহার জ্ঞান ও সভ্যতা গ্রহণে লালায়িত। জলে, স্থলে, শূন্যে উহা অজেয় শক্তি অদম্য বেগে প্রধাবিত। য়ুরোপ আজ ভূস্বর্গ, আজ সমস্ত পৃথিবীর পবিত্র তীর্থ ভূমি।

দুর্ভাগ্য ক্রমে পাশ্চাত্যদেশ এই উন্নতির চরম প্রান্তে উপনীত হইয়া ধর্ম্ম ভুলিয়াছে, লোভের বশীভূত হইয়া দয়া, মায়া বিসর্জ্জন দিয়াছে। এক গণ্ডে চপাটাঘাত করিলে আর এক গণ্ড ফিরাইয়া দিবে, তাহার মহা গুরুর এই মহা বাণী ভুলিয়া গিয়াছে। লোভে অন্ধ-প্রায় হইয়া মানব জাতির সুখ দুঃখের প্রতি আর তাহাদের লক্ষ্য নাই। তাই আজ য়ুরোপ কেন সমস্ত ধরিত্রী নররক্তে রঞ্জিত, তাই আজ মহা কালীর করাল তাণ্ডব নৃত্যের আবির্ভাব। তাই আজ ধরা বিমর্দ্দিত, সমুদ্র বিমথিত, অন্তরীক্ষ আলোড়িত।

য়ুরোপের লোভ অসীম। এই অতৃপ্ত বীভৎস লোভের কিছুতেই তৃপ্তি সাধন হইতেছে না। প্রায় সমস্ত সসাগরা পৃথিবী উপভোগ করিয়াও উহার তৃপ্তি হইতেছে না। এই অনন্ত পিপাসার নিবৃত্তি কোথায়? যে বিজ্ঞান বলে আজ উহার এত উন্নতি সে বিজ্ঞান যেন এখন আর মানবের কল্যাণার্থ নিয়োজিত হইতেছে না। উহা আজ মানব বংশ ধ্বংস করিবার জন্য ভূগর্ভ বিদারিত করিয়া মানব বিধ্বংসী উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে। যে পোত শ্রেণী মানব সুখ স্বচ্ছন্দতার মূলীভূত কারণ, তাহারা আজ বজ্র নাদি কালাগ্নি উদ্গীরণ করিয়া মানব কুল ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত। যে পুষ্পক রথ শ্রেণী মানব তপস্যার চরমফল এবং মানব জাতির সুখ বৃদ্ধির নিদান স্বরূপ, তাহা হইতে মানব-বিধ্বংসী কালানল পূর্ণ [illegible] বিস্ফোরক পদার্থ পতিত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে কি বীভৎস কার্য্যের অভিনয় করিতেছে, তাহা চিন্তা করিতে ও শরীর রোমাঞ্চিত হয়, অন্তরাত্মা বিশুষ্ক হইয়া যায়। ভগবান্ তোমার একি খেলা। এ খেলা না খেলাইলে কি তোমার সংসার নাটকের লীলাময় অভিনয়ের পরিসমাপ্তি হয় না? দেব! এ অভিনয়ের পরিসমাপ্তি সাধন কর। জগৎ যে সন্ত্রস্ত, পৃথিবীতে যে ত্রাহি ত্রাহি রব উত্থিত হইতেছে বল দেব! তোমার সেই মা ভৈ শান্তিময় রব-স্রোত আর কত দূর।

অহঙ্কার ও লোভের ঘোর সাকার মূর্ত্তি কলির দুর্য্যোধন য়ুরোপের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট। তিনি বহুদিন হইতে লোলুপ শ্যেন দৃষ্টিতে সমগ্র পৃথিবীর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন এবং শনৈঃ শনৈঃ বল সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইয়া এই ধ্বংস লীলার বীভৎস অভিনয়ের সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। কালে তমোগুণান্বিত ভ্রাতৃগণ এই ধূমায়মান অগ্নিকুণ্ডে গুপ্ত ভাবে অতি ঘৃণিত নররক্তাহুতি প্রদান করিল; হুহু করিয়া কালানল জ্বলিয়া উঠিল। আজ উহার প্রচণ্ড প্রভাবে শুধু য়ুরোপ কেন, সমগ্র পৃথিবী ভস্মীভূত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ভগবানের এ রৌদ্র লীলার পরিসমাপ্তি কে করিবে? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে যদুনাথ শ্রীকৃষ্ণ সেই কাল সমর নিবারণ করিতে কত চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কালের সেই প্রবল স্রোত ফিরাইতে

সমর্থ হন নাই। পরিশেষে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ধর্ম্ম রক্ষার্থে সেই কাল সমর সাগরে ধর্ম্মতরীর কর্ণধার হইতে হইয়াছিল। ইংরাজ যখন বহু চেষ্টা করিয়াও এই ভৈরবতাণ্ডব লীলা নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন বাধ্য হইয়া দুর্ব্বলকে প্রবলের ভীষণ অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য এবং ন্যায়ের স্রোত অব্যাহত রাখিতে নিজ স্বার্থের দিকে লক্ষ্য না করিয়া সেই কাল ভৈরব তরঙ্গে ধর্ম্মতরি রক্ষা করিবার জন্য এই সমর সাগরে যোগ দান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দ্বাপরে যদুবংশীয়গণ যখন প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়াছিল তখন জলে, স্থলে, শূন্যে তাহাদের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ভাব ধারণ করিয়াছিল সংখ্যায় তাহারা অসংখ্য, বলে তাহারা অতুল্য ভারতে তাহাদের সমকক্ষ আর কেহই ছিল না। তাহাদের ঐশ্বর্য্য, তাহাদের শৌর্য্য তাহাদের বীর্য্য ও তাহাদের প্রভাবে জগৎ উদ্ভাসিত হইয়াছিল। দ্বারকা পুরি নন্দনের বিমল শোভা ধারণ করিয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এ হেন সময়ে তাহারা ধর্ম্মবিস্মৃত হইল, দুষ্কর্ম্মে আসক্ত হইল। বল দর্পে উন্মত্ত হইয়া ধার্ম্মিক ও সত্বগুণান্বিত ব্যক্তিদের প্রতি উপহাস ও উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের উপদেশও তাহারা আর গ্রাহ্যেরভিতর আনিল না। আপনাদের ধ্বংসের পথ আপনারা পরিষ্কার করিল। সেই সময় তাহাদের দমন করিতে পারে জগতে এমন কেহই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারিতায় জগৎ বিমর্দ্দিত, সেই স্বেচ্ছাচারিতা ও ধর্ম্মহীনতার ফল আত্ম-কলহ ও আত্মহত্যা।

অধুনা য়ুরোপের ও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। শৌর্য্য, বীর্য্য, বল ও বিক্রম প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে কিন্তু তথায় অনেকেই ধর্ম্ম ভুলিয়াছে। সংযম ও তৃপ্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। অতৃপ্ত লালসারূপ অগ্নিশিখা ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এ অগ্নি কিছুতেই প্রশমিত হইতেছে না। তাই আজ য়ুরোপে এই ভয়ানক দাবানল এই বীভৎস আবির্ভাব, তাহারা যদুবংশীয়দের ন্যায় আত্মহত্যায় নিয়োজিত। পাশ্চাত্য ছোট বড় সকল শক্তিই যেন একে একে এই অভাবনীয় ধ্বংশলীলাক্ষেত্রের মহাযাত্রী হইতে অন্ধবৎ প্রধাবিত। ভগবানের এই ধ্বংশলীলায় কি মঙ্গলময় কার্য্য সাধিত হইবে তাহা ভগবান্ ভিন্ন অন্যের নিকট দুর্জ্ঞেয় ও মানব বুদ্ধির অগোচর।

সমাজের নেতার দোষে সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হয় কিন্তু সমাজের দোষী, নির্দ্দোষী ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক নির্ব্বিশেষে সকলেই উহার বিষময় ফলভোগ করিয়া থাকে। রাজার দোষে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয় কিন্তু রাজ্যময় সৎ অসৎ নির্ব্বিশেষে সমস্ত লোকই সেই বিপ্লব বহ্নিতে দগ্ধ হইয়া থাকে। শেষে ধার্ম্মিকের জয় ধ্রুব সত্য হইলেও ধার্ম্মিকেরা একেবারে নির্য্যাতনের হস্ত হইতে রক্ষা পায় না। অরণ্যে যখন দাবানল উপস্থিত হয় তখন শুষ্ক কতকগুলি বনস্পতি উহার মূলীভূত কারণ হইলেও অরণ্যানীর অঙ্গ শোভাকর সতেজ বৃক্ষ-লতাদি ও উহার গ্রাস হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না। কিন্তু ভগবানের কি অচিন্তনীয় মহিয়সী শক্তি যে সেই দাবদগ্ধ বনভূমি কালক্রমে আবার নবরূক্ষবল্লরীতে পরি-

শোভিত হইয়া নয়নাভিরাম রূপ ধারণ করিয়া থাকে।

সেই আশায় ইংরাজ আত্মত্যাগ পূর্ব্বক বিপন্ন পক্ষ অবলম্বন করিয়া এক মহাব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছেন। যে মহতী জাতি অম্লান বদনে স্ব ইচ্ছায় ধর্ম্মবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া আত্মরক্ত দানে পৃথিবী হইতে দাসত্ব প্রথারূপ মহা অসুরকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন সেই জাতির বিজয়লাভ সুদূরবর্ত্তী হইলেও ধ্রুব নিশ্চয়। সেই পুণ্য বলে ইংরাজজাতি এই নরমেধ যজ্ঞের অবসানে বিজয়-তিলক ধারণ করিবেন। তাহাতে সন্দেহ করিবার বিন্দুমাত্র কারণ নাই। মহাবিপ্লবের পর মহাশান্তি। "যতো ধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ" এ সমস্ত ভগবানের অপরিবর্ত্তনীয় সনাতন নিয়ম। কে বলিবে এই মহানরমেধের অবসানে এমন মহাশান্তি উপস্থিত হইবে কালাগ্নি-নিঃসরণকারী কামানশ্রেণী ধর্ম্মের শাসনে নির্ব্বাণ লাভ করিবে। পরম শোভাকর পোতমালা ধর্ম্মের শাসন বক্ষে ধারণ করিয়া বারিধি বক্ষ পরিশোভিত করিবে। মানব-মস্তিষ্কজাত নৈপুণ্যের অভাবনীয় ফল স্বরূপ জেপ্‌লিন ও ইয়ারোপ্লেন নভোমণ্ডল পরম শোভায় পরিশোভিত করিয়া ধর্ম্মের অনুপম বিমল রশ্মি প্রকাশ করিবে। রণদানব চিরতরে ধরণীপৃষ্ঠ হইতে সভয়ে নির্ব্বাসিত হইবে। ন্যায় ও ধর্ম্মের বিমল প্রভায় অধর্ম্মরূপ অসুর একেবারে বিমর্দ্দিত হইয়া যাইবে। প্রেম ও ধর্ম্মের অনুপম জ্যোতিঃ বিকশিত হইবে এবং সেই প্রেম ও ধর্ম্মভরে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি সমূহ ভিন্ন ভাব বিস্মৃত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রেম-ভরে আলিঙ্গন করিবে। অদম্য লোভ ও অসংযমের স্থলে স্বর্গীয় শান্তি বিরাজ করিবে। পৃথিবীব্যাপী ধর্ম্ম রাজ্যের আবির্ভাব হইবে। পৃথিবীস্থ সমস্ত মানব ন্যায় ও ধর্ম্মের প্রীতিকর শীতল ছায়ার আশ্রয় লাভ করিয়া ভগবৎ প্রেমে মুগ্ধ হইবে।

শ্রীরতিনাথ মজুমদার

নারীনীতি।

লজ্জা।—লজ্জা রমণীর চরিত্র রক্ষার শ্রেষ্ঠ আবরণ,—লজ্জা নারীর অপূর্ব্ব অমূল্য রত্নাভরণ। লজ্জাবতী সতী গৃহস্থ-গৃহের দেবী স্বরূপিণী। লজ্জা নারীর মান-সম্ভ্রম ও ধর্ম্ম-রক্ষার বর্ম্ম বিশেষ। লজ্জাবতী সতীকে গৃহে কেনা আদর যত্ন করে? হিন্দুগৃহে লজ্জাহীনা সুন্দরী অপেক্ষা লজ্জাবতী কুৎসিতা নারীরও সমধিক গৌরব। লজ্জাবতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীমূর্ত্তির ন্যায় সমুজ্জ্বল সংসারে সকলেই তাঁহাকে ভয় ভক্তি ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া থাকে। সদা সর্ব্বদা যত্র তত্র হাস্য পরিহাস পরায়ণা লজ্জাহীনা চঞ্চলা

নারীকে কেনা ঘৃণা করে? লঘু প্রকৃতির লজ্জাহীনা অবলাকে কেহই সম্মান ও গ্রাহ্য করে না।

স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের নিকট লজ্জা প্রদর্শন প্রকৃত লজ্জাশীলতার পরিচায়ক নহে; উহা গুরুজনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটা বিশেষ ভাব বিকাশ মাত্র। সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া তাঁহাদের সহ কথোপকথন বা তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করা নির্লজ্জতা নহে। অপরিচিত বা দূরসম্পর্কান্বিত ব্যক্তিগণের নিকট যে সঙ্কোচ ভাব তাহাই প্রকৃত লজ্জা। যাঁহারা পিতৃসম শ্বশুর, জ্যেষ্ঠভ্রাতৃ তুল্য ভাশুর এবং প্রাণ দেবতা পতির দর্শনে সুদীর্ঘ অবগুণ্ঠনে বদনাবৃত করেন, অথচ অপরিচিত অজ্ঞাত কুলশীল পাচক ও ভৃত্যাদির সহিত অসঙ্কোচে আলাপ করেন, জানি না, তাঁহারা কোন্ শ্রেণীর লজ্জাশীলা সম্ভ্রান্ত মহিলা।

লোকের নিকট নির্লজ্জ বলিয়া পরিচিতা হওয়া বংশের নিন্দাজনক ও আত্ম-সম্ভ্রম বিনাশক। সদা উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার আলাপ সদ্বংশ বা সুরুচির পরিচায়ক নহে; উহাতে লজ্জাশীলতা ও মান সম্ভ্রম নষ্ট হয়। অনেক অল্পবুদ্ধি নারী স্বামী-ভবনের ক্ষুদ্র বালকটী দেখিয়া সুদীর্ঘ অবগুণ্ঠনে বদনাবৃত করেন, আর পিতৃভবন সংশ্লিষ্ট অজ্ঞাত অপরিচিত আত্মীয় ও ভৃত্যাদির সহিত অনায়াসে আলাপ করিয়া থাকেন। জানিনা ইহা কিরূপ লজ্জাশীলতা। লজ্জা অভিনয়ের বস্তু নহে। লজ্জা নারীর মান-সম্ভ্রম ও চরিত্র রক্ষার শ্রেষ্ঠ আবরণ—লজ্জা রমণীর প্রকৃতি দত্ত অমূল্য ভূষণ।

বিদেশীয় শিক্ষা-সহবাসে লজ্জা এদেশ হইতে দ্রুত পলায়ন করিতেছে। প্রাচ্য আদর্শে লজ্জাশীলা বধূ এখন বিবি হইতেছেন। যাঁহারা ঘোমটা ছাড়িয়া গাউন পরিয়া বিবি সাজিয়া গার্ডেনে যোগদান করিতে যাইতেছেন, তাঁহাদের কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই। শিকল কাটা পাখীকে স্বাধীনভাবে উড়িতে দেওয়াই ভাল। আমাদের যত ভাবনা ঐ গৃহকোণ প্রতিষ্ঠিতা দেবীদের জন্য।

যাঁহারা এখন প্রাচীন ছাঁচে গঠিতা ও প্রাচীন আদর্শে প্রতিপালিতা, অনেক সময় বুঝিবার দোষে তাঁহারাও এই সুন্দর ভাবটুকুকে বড় মলিন করিয়া ফেলেন। বাটীতে আগন্তুক কেহ আসিয়াছেন, অবগুণ্ঠনে বদন আবরিয়া ধীরপদবিক্ষেপে সকল কাজ করিলে ক্ষতি কি? গন্তব্য পথে অপরিচিত বা গুরুজন কেহ চলিয়া যাইতেছেন, উপযুক্ত অবগুণ্ঠন আচ্ছাদনে অঙ্গ আবরিয়া পথ ছাড়িয়া এক পার্শ্বে একটুকু দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিলেইত হয়, কিন্তু পশ্চাৎ চাহিয়া তাঁহাকে চোক মুখ দেখাইয়া পরে একহাত ঘোমটা টানিয়া পড়িতে পড়িতে দৌড়িলে ফল কি? আবার কেহ কেহ বা অতিরিক্ত লজ্জায় জড়সড় হইয়া দক্ষিণে যাইতে বামে পদ বিক্ষেপ করেন, পরিবেশন করিতে থালে কি মাটীতে দিবেন সে জ্ঞান থাকে না। ভদ্র মহিলার পক্ষে এ সামান্য বিড়ম্বনার বিষয় নহে।

বিবাহাদি উৎসবে—বিশেষতঃ গর্ভাধান বিবাহোৎসবে কুরুচিপূর্ণ উচ্চ সঙ্গীত-ধ্বনি করা নব-জামাতা ও বৈবাহিক প্রভৃতির

রুচি-বিগর্হিত রসালাপ ও একত্র ভোজন এবং বাসর জাগরণ প্রভৃতি অবশ্যই কুলাঙ্গনাগণের পক্ষে সুশিক্ষা ও সুরুচির পরিচায়ক নহে। অনেক সময় এরূপ আমোদ প্রমোদে পবিত্র রমণীর ও চরিত্র কলুষিত হইতে দেখা যায়। ফলতঃ হিন্দু স্ত্রীমনস্বিনীগণের পক্ষে পতি, পিতা, পুত্র, সহোদর ভ্রাতা প্রভৃতি কতিপয় ঘনিষ্ট আত্মীয় ব্যতীত অপর পুরুষের সহিত আলাপ না করাই শ্রেয়।

শিক্ষা ও সংসর্গ দোষে অধুনা রমণীর অবগুণ্ঠন ধীরে পশ্চাৎ দিকে সরিয়া পড়িতেছে। শাশুড়ী যেখানে যাইতে বা যাহার সহিত আলাপ করিতে সরমে মরিয়া যান, পুত্রবধূ অনায়াসে তথায় যাইতে বা তাহার সহিত আলাপ করিতে অণুমাত্রও কুণ্ঠিতা নহেন। জানিনা ইহা উন্নতি না অবনতি? এদেশ হইতে এ সব কুপ্রথার পরিহার অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রার্থনা হিন্দুগৃহ আবার প্রাচীন আদর্শে সুগঠিত হউক। (ক)

বেশভূষা। সদা অলঙ্কারে ভূষিতা, অলক্তক রাগে রঞ্জিতা, সুপরিচ্ছদে সজ্জিতা ও সুরভিত সুরভি তৈলে চর্চ্চিতা হইলেই রমণীর সৌন্দর্য্য ও সম্ভ্রম বৃদ্ধি হয় না। নারীর সম্ভ্রম বৃদ্ধি হয় গুণে জ্ঞানে ও নিরভিমানে। সৌন্দর্য্য নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক চরিত্র গুণে। সদা সদাচার পরায়ণা প্রিয়ভাষিণী মধুরহাসিনী নিরভিমানিনী লজ্জাবতী সতী রূপবতী না হইলেও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আদরণীয়া হইয়া থাকেন। সুপুচ্ছধারী ময়ূর অপেক্ষা সুকণ্ঠী কোকিলার আদর কম নহে। সুরুচি পরায়ণা গুণশীলা মহিলা ভূষণ বিহীনা হইলেও শুধু চরিত্র প্রভাবেই নির্ম্মাল্য পুষ্পের ন্যায় সুশোভিতা। যাহার অন্তঃকরণ সুন্দর, সৌন্দর্য্য না থাকিলেও স্বভাবগুণে তাহার দেহজ্যোতি আপনি ফুটিয়া উঠে। মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্য্যই একমাত্র সৌন্দর্য্য নহে; উহা লালসা কলুষ সম্পন্ন নর-নারীর চিত্তাকর্ষণের নিকৃষ্ট উপাদান মাত্র। মানুষের আভ্যান্তরিক গুণাবলীই প্রকৃত সৌন্দর্য্য বিকাশক। বাহ্যিক

(ক) বঙ্গ মহিলাগণের লজ্জা সম্বন্ধে কোন কোনও স্থানে আমরা লেখক মহাশয়ের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। উপসংহারে লিখিয়াছেন যে "হিন্দুগৃহ আবার প্রাচীন আদর্শে সুগঠিত হউক।" লেখক মহাশয় যে ভাবে লজ্জা শব্দকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন সে আকারের লজ্জা প্রাচীন ভারতে ছিল না, কেননা প্রাচীন ভারতে মহিলাগণ স্বাধীন ছিলেন। মহারাষ্ট্রে অদ্যাপি মহিলাগণের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ আছে। কোন অতিথি গৃহে আসিলে গৃহ স্বামিনী, গৃহস্বামীর অভাবে তাহাকে অভ্যর্থনা করেন। কাদম্বরী কি ভাবে চন্দ্রাপীড়ের সহিত বিশ্রব্ধ আলাপ করিয়াছিলেন। অনুসূয়া ও প্রিয়ম্বদা কি রূপে দুষ্মন্তের সহিত নির্ভয়ে আলাপ করিয়াছিলেন, গার্গী প্রমুখ ব্রহ্মবাদিনিগণ সভাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া পণ্ডিতগণের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিয়াছিলেন আমাদের দেশের নারীগণ সুশিক্ষিতা হইলে লেখকমহাশয়ের ব্যাখ্যা ত লজ্জা অন্তর্হিত হইবে। অন্যায় কার্য্যের প্রতি যে ঘৃণা তাহাই প্রকৃত লজ্জা। সম্পাদক।

বেশভূষা অপেক্ষা আন্তরিক ধর্ম্মভাব ও সদিচ্ছা প্রভৃতিই লোকদিগকে সমধিক সুন্দর ও সমাদৃত করিয়া থাকে। বিনয় নম্রতা গাম্ভীর্য্য-উদারতা, সৌন্দর্য্য-সরলতা, স্নেহ-মমতা কর্ত্তব্য-জ্ঞান ও সতীত্ব প্রভৃতিই রমণীর অমূল্য রত্নাভরণ। রমণী এসব ভূষণ প্রভাবেই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া থাকেন।

রসিকতা।—রসিকতা জিনিষটা মন্দ নহে; কিন্তু রসিকতার নামে অশ্লীলতা বা বাচালতার প্রশ্রয় দেওয়া অকর্ত্তব্য। গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া রসিকতা করিতে পারা ভাল, কিন্তু যেখানে সেখানে যদৃচ্ছা বাক্য বলিয়া রসিক নামে তরলতার পরিচয় প্রদান করিয়া হাস্যাস্পদ হইও না। স্বভাব-চঞ্চলা নারীকে কেহ শ্রদ্ধা-ভক্তি ও সম্মান করে না; স্থিরা ও গম্ভীর প্রকৃতির রমণী সকলেরই নিকট প্রীতি-ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। সময় ও প্রয়োজন বোধে একটু রসাল করিয়া বাক্যবিন্যাসশীলতা ও গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া রসিকতা করিতে পারিলে উত্তম; কিন্তু সাবধান, তাহা কুরুচি বা অশ্লীলতা দোষদুষ্ট না হয়। রসিকতা সামাজিক প্রীতি ও সম্ভ্রম বর্দ্ধক; কিন্তু বাচালতা মানুষের নিত্য সম্ভ্রম বিনাশক। সম্ভ্রান্ত-সমাজ, হীনরুচিসম্পন্ন লঘু চরিত্রের নরনারী দিগকে তৃণবৎ উপেক্ষা করেন।

সন্তোষ।—সন্তোষ পরম ধন। অল্পে তুষ্ট থাকা অতি উত্তম। যাহার যত অকাঙ্ক্ষা তাহার অভাব ও দুঃখ তত বেশী। হিংসা, দ্বেষ, কলহ, পরশ্রীকাতরতা, অসহিষ্ণুতা, ক্রোধ, শ্রমহীনতা ও বিলাসিতা প্রভৃতি নিত্য প্রফুল্লতা বিনাশক। দারিদ্রতা প্রফুল্লতার পরম শত্রু। দরিদ্র স্বামীর অভাব-অনটন দর্শনে ক্ষুন্ন হওয়া বুদ্ধিমতী স্ত্রীর কর্ত্তব্য নহে। আদর্শ সতী-সাবিত্রী রাজকন্যা হইয়াও দীন-দরিদ্র পতি সেবায় পরম সুখী হইয়াছিলেন। সতী নির্ম্মলা কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত কাঙ্গাল পতির সেবা করিয়াই আত্ম-প্রীতিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুখ বাহিরে নহে, সুখ মনে। ঈশ্বর মঙ্গলময়, এ বিশ্বাস থাকিলে তাঁহার দত্ত প্রতিপদার্থেই তৃপ্তিলাভ করা যায়। অতএব এ নশ্বর সংসারের ক্ষুদ্র অভাব-অশান্তিতে মনের সন্তোষ নাশ করা কর্ত্তব্য নহে।

বিনয়।—বিনয় মানবজাতির শ্রেষ্ঠ-ভূষণ, —বিনয় রমণীর লজ্জার ন্যায় আর একটী রত্নাভরণ। বিনীত ব্যক্তিকে কেনা ভালবাসে? বিনয়ে হৃদয় ও দেহ সুকোমল এবং সংযম ও সহিষ্ণুতা শিক্ষা হয়। লজ্জা-বিনয়ভূষিকা প্রফুল্লমুখী নারী রমণীরত্ন। উদ্ধত প্রকৃতি উগ্রচণ্ডা রমণী মূর্ত্তিকে লোকে ভয় করিতে পারে, কিন্তু ভক্তি করে না। ঔদ্ধত্য দ্বারা যাহা না হয়, কোমলতা দ্বারা অনায়াসে সে কার্য্য সম্পন্ন করা যায়। কিন্তু বিনয়ের নামে আত্ম-সম্ভ্রম বিসর্জ্জন করা অকর্ত্তব্য, এ জগৎ আত্ম-সম্ভ্রমশীল বিনীত ব্যক্তির চির বশীভূত।

সৌজন্য।—শিষ্টাচার বা ভদ্র ব্যবহারের নামই সৌন্দর্য্য। উহা বিনয়ের অবস্থান্তর মাত্র। লজ্জা, বিনয়, সন্তোষ, সহিষ্ণুতা ও স্নেহ-মমতা প্রভৃতি গুণাবলীর ন্যায় রমণীর সৌজন্য ভূষণেরও বিশেষ প্রয়োজন। যেমন সিন্দুরবিন্দু বিহীনা সধবা নারী ভদ্রবনিতা হইলেও সর্ব্বত্র অনাদৃতা, সৌজন্যগুণশালিনী মধুরহাসিনী, প্রিয়ভাষিনী মহিলাগণ

সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া থাকেন।

কর্ত্তব্যবোধ।—কর্ত্তব্য জ্ঞান থাকা সকলেরই বিশেষ প্রয়োজনীয়। কর্ত্তব্যজ্ঞান শূন্য লোক এ সংসারে পদে পদে লাঞ্ছিত গঞ্জিত ও বিপদগ্রস্ত হয়। শত অনুরোধ উপরোধেও কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হওয়া অনুচিত। কর্ত্তব্যজ্ঞান মানবকে নরকের কুপথ হইতে স্বর্গের সুবর্ণ সোপানে টানিয়া লইয়া যায়। শত স্বার্থের ব্যাঘাত—অনন্ত অভাব-অসুবিধা উপস্থিত হইলেও কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হওয়া অকর্ত্তব্য।

গর্ব্ব।—গর্ব্ব মানুষের অনন্ত গুণরাশি মলিন করে। গোমূত্রবিন্দু পতিত দুগ্ধের ন্যায় গুণগ্রামসম্পন্ন গর্ব্বিত নরনারী সর্ব্বত্র উপেক্ষার পাত্র। অহঙ্কার মানবের পতনের মূল, সুযশ ও সুনামের বিনাশক এবং জীবনের উন্নতি পথের বিষম কণ্টক স্বরূপ। গর্ব্বিত ব্যক্তি বহুগুণশালী হইলেও কেহ তাহাকে উপযুক্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করে না। প্রায় সকলেই তাহার নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিতে ভালবাসে। নারীর দর্প আরও অসহনীয় ও অশোভন। দর্পিতা রমণীর সঙ্গ কেহই ভালবাসে না। পরন্তু সকলেই তাহাকে আন্তরিক ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা করিয়া থাকে। গর্ব্বিত নর-নারীর দুঃখ অভাব ও অবনতিতে কাহারও প্রাণে বড় একটা ব্যথানুভব হয় না, বরং দর্পিতার পতনে অনেকে আন্তরিক প্রীতি লাভই করিয়া থাকে। নিতান্ত আত্মীয় স্বজনেরাও অহঙ্কারীর প্রতি রুষ্ট হইয়া থাকেন। নিরভিমানিনী গুণবতী মহিলা ধন-সম্পদে বা আভিজাত্য গৌরবে গৌরবান্বিতা হইলেও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমাদৃতা হইয়া থাকেন। বিদ্যাবুদ্ধি, রূপযৌবন, কুলশীল কি ধনজনের অহঙ্কারে অযথা স্ফীত হওয়া রমণী মাত্রেরই নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

ক্রোধ।—ক্রোধ মানবজাতির পরম শত্রু। ক্রোধের বশীভূত হইয়া মানব এ সংসারে সকল প্রকার দুষ্কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে। ক্রোধানলে হিতাহিত ও লঘু গুরু অন্তর্হিত হইয়া যায়। ক্রোধ মানবের পরম অশান্তির মূল এবং পারিবারিক ঐক্য ও প্রীতি বিনাশক। রাগান্ধ ব্যক্তির প্রাণে কিছুমাত্র সুখ-শান্তি থাকে না। ক্রোধকে এ সংসারে কেনা ঘৃণা করে? ক্রোধ নরকের প্রীতি-ভাজন সহোদর ভ্রাতা। কোপন স্বভাবা রমণী সকলেরই অশ্রদ্ধার পাত্রী। নিতান্ত আত্মীয়েরাও তাহার সহবাস ভালবাসে না। অতএব নরনারী মাত্রেরই যত্ন পূর্ব্বক ক্রোধ পরিত্যাগ করা উচিত। কবি বলিয়াছেন,—

ক্রোধ সম মহাপাপ নাহি কিছু আর।
ক্রোধের বিষাক্ত বায়,
যশঃ রসাতলে যায়,
ক্রোধিজনে ঘৃণে সদা নিখিল সংসার॥ (খ)

(খ) শ্রীভগবান্ গীতায় ক্রোধের পরিণাম কেমন সুন্দরভাবে স্তরে স্তরে বিশ্লেষণ করিয়াছেন যথা—

ধ্যায়তোবিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎসংজায়তেকামঃ কামাৎক্রোধোঽভি-
জায়তে॥৬২॥
ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎস্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥৬৩
২য় অধ্যায়

অর্থাৎ বিষয় চিন্তারত পুরুষের বিষয়সঙ্গ

কলহ।—কলহ বিষম অনর্থের মূল। অনেক সময় পারিবারিক কলহ হইতে ভীষণ অশান্তির সৃষ্টি হইয়া থাকে। অতিরিক্ত স্বার্থপরতা ও অসহিষ্ণুতাই কলহ সৃষ্টির কারণ। সঙ্কীর্ণতা স্থলে উদারতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে এবং একটুকু সহিষ্ণুতার আশ্রয় গ্রহণ করিলেই ঝগড়া কলহ হইতে বহুল পরিমাণে মুক্ত থাকা যায়। যে সকল কলহপ্রিয়া মহিলা মনে করেন যে—

"দুর্লভ রমণী জন্ম লভিয়া,
ঝগড়া যদি না করিল জীবন বিফল।"

তাঁহারা নারীজীবনে কখনও শান্তিলাভে সমর্থা হন না। শান্তিই অমৃত; কলহ সেই অমৃতকুম্ভ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করে; শান্তির মঙ্গল-গৃহে অমঙ্গল অসুরকে ডাকিয়া আনে। সর্ব্বজীবহিত—সর্ব্বপ্রাণীতে সমদর্শন জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য হইলে, মনুষ্য হৃদয়ে স্বার্থপরতার কলহ আর তিষ্ঠিতে পারে না। (গ)

দয়া।—দয়া মানবের—বিশেষতঃ অবলা-জাতির একটি শ্রেষ্ঠতম বৃত্তি। পরদুঃখে যাহার হৃদয় দ্রব—অশ্রু প্রবাহিত না হয়, সে নারীরূপিনী রাক্ষসী না হইলেও মাতৃজাতির কলঙ্ক। মায়ের জাতি রমণীর প্রাণে অনন্ত দয়ার শান্তি প্রস্রবণ, তাই 'মা' শব্দ এত মধুর—মাতৃস্নেহ এত সুখশান্তি ও প্রীতিপ্রদ ঐ দেখ কবি বলিয়াছেন,—

রোগে শান্তি, দুঃখে দয়া,
শোকেতে সান্ত্বনা ছায়া,
দিদি! এই ধরাতলে রমণীর বুক।
এতাধিক রমণীর আছে কিবা সুখ!
যেমতি অনল জল সৃজিলেন নারায়ণ,
সৃজিলেন সেইরূপ দিদি রোগ শোক দুঃখ,
সৃজিলা অনন্ত প্রেম পূর্ণ নারীবুক।

অর্থাৎ বিষয় ভোগ হইবেক। ঐ ভোগ হইতে কামনার বৃদ্ধি, বাসনা বাধাপ্রাপ্ত হইলেই ক্রোধ উপস্থিত হয়। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতি নাশ, স্মৃতিনাশ হইতে বিবেকের অন্তর্দ্ধান। হিতাহিত জ্ঞানের অভাব হইলেই খুন জখম উপস্থিত হয়, এবং তাহা হইতে প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়, তজ্জন্য সাময়িক ক্ষিপ্ততা সম সু ক্রোধ তাহা পরিত্যাগ করিবে। প্রতিভার পাঠক-পাঠিকাগণ! সাবধান ক্রোধ উপস্থিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ সংযম অবলম্বন করিয়া মৌনী হইতে হইবে। সম্পাদক।

(গ) কোন্ সুখে বঙ্গে নারী জন্ম দুর্লভ হইল তাহা লেখক মহাশয় বলিবেন কি? আমেরিকা বাসিনী স্বাধীন মহিলাবৃন্দ প্রমুখ পাশ্চাত্য শ্বেতকায়া রমণীগণ সদর্পে বলিতে পারেন আমাদের জন্ম সুদুর্লভ। আমরা কি ভাবে রমণীগণকে রাখিয়াছি তাহা বঙ্গবাসী পুরুষগণ একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি? মনুর মধ্যে কোন নারীবিদ্বেষ্টা ব্রাহ্মণ প্রক্ষিপ্ত করিলেন—

ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।

স্ত্রীলোক কখনও স্বাধীনতা পাইবার উপযুক্তা নহে। আবার কোন মূঢ় ব্রাহ্মণ ভাগবতে প্রক্ষিপ্ত করিলেন—

স্ত্রী শূদ্র দ্বিজ বন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরাঃ।

স্ত্রীলোক শূদ্রের ন্যায়, তাহারা বেদ শ্রবণ ও অধ্যয়নের অনুপযুক্তা। তবে গার্গি মৈত্রেয়ী যখন পণ্ডিতগণের সভায় ব্রহ্মবিদ্যা আলোচনা করিতেন তখন ভাগবতের উক্ত মন্ত্র কোথায় ছিল? সম্পাদক

আছে আর কিবা সুখ হায়। এইরূপ যদি,
ঢালিয়া অমৃত সূতে, শান্তি যন্ত্রণায়,
রমণী জীবনগঙ্গা বহিয়া না যায়।
আপন পুত্রের মাতা, আপন মাতার পুত্র,
যে হয়, কি মহত্ব তাহার ?
পরের পুত্রের মাতা, পরের মাতার পুত্র,
যে হয়, সে পুণ্য পারাবার।"

কুরুক্ষেত্র।

সর্ব্বজীব হিত চিন্তা মনুষ্যের প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য। তাই কবি বলিতেছেন—

বুঝিবে মানবগণ,—সর্ব্বজীবে নারায়ণ,
সর্ব্বজীবহিত মহাধর্ম্ম নিরমল।
এই নবধর্ম্মে তথি! হবে ক্রমে পরিণত
মানব দেবত্বে স্বর্গে এই ধরাতল।'

অতিথি সেবা।—অতিথি সেবা গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম, অতিথি পূজা নারীর অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। অতিথি নারায়ণ স্বরূপ; ভক্তিপূর্ণ মনে তাহার সেবা করা উচিত। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ বলেন,—

"শত্রু যদি গৃহে আসে অতিথি হইয়া,
করিবে তাহার পূজা আহারাদি দিয়া।
নীচে ও অতিথি হলে মহতের ঘরে,
করিবে তাহার পূজা অতি সমাদরে।"

ভক্তি—ভক্তিই মুক্তির উপায়। শ্রীভগবান্ নরনারী দেহে সদা বিরাজমান। গুরুজন অতিথি, দেব, দ্বিজ ও পতি ভক্তিতে তিনি পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। ভক্তিমতী নারীর জন্য স্বর্গের দ্বার সদা উন্মুক্ত কবি বলিয়াছেন,—

"ভক্তি উচ্ছ্বসিত রমণী হৃদয়
স্বরগের দিকে ধায়,
কত সাধনায় ধর্ম্মশায় হায়
ছায়া মত্র দেখে তায়।
জ্ঞান ধীরে ধীরে পতঙ্গের মত
যেখানে যাইতে চায়,
ভক্তি বিহঙ্গিনী উধাও সেখানে
উচ্ছ্বাসে উড়িয়া যায়।"

সত্য।—সত্য অমৃত এবং মিথ্যা বিষতুল্য এ সংসার সদা সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিলে এ বিশ্বের নরনারী সকলে সত্যনিষ্ঠ হইলে, মানবজাতির সুখ শান্তির অবধি থাকিত না। সত্যই জ্ঞানময় ব্রহ্ম। সত্যের ন্যায় বল— সত্যের তুল্য ধর্ম্ম আর নাই। একমাত্র সত্যেই জয় ও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। অতএব সকলের মনে মনে এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত যে,—

"মোরা সত্যের পরে মন
সদা করিব সমর্পণ।
মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য,
খুঁজিব সত্য ধন।"

কবিরাজ শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন।

প্রচার প্রসঙ্গ। *

বহু দিবস যাবৎ আমার প্রচারের বিবরণ "আর্য্যকায়স্থ প্রতিভায়" প্রকাশিত হয় নাই, ইতাগ্রে নদীয়া জিলান্তর্গত "সোমেশপুর কায়স্থ সম্মিলনীর" চেষ্টায়, নদীয়া, যশোহর,

* প্রসঙ্গ কায়স্থ-ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত রাখালদাস ধর দেববর্ম্মা মহাশয়ের এই অপূর্ব প্রচার প্রবন্ধটী বহু বিলম্বে প্রাপ্ত হওয়ায় মুদ্রিত হইতে দেখিয়া পাঠিকা ও পাঠক মহাশয়গণ

ফরিদপুর, পাবনা, বগুড়া প্রভৃতি জেলার নানা স্থানের প্রচার সংবাদ সংক্ষিপ্ত ভাবে কয়েক বার "কায়স্থ-পত্রিকায়" প্রকাশিত হইয়াছে। প্রচার কাহিনী বিস্তৃত রূপে লিখিতে গেলে সত্যের অপলাপ আশঙ্কায় হয়ত অনেক সময় অপ্রাসঙ্গিক কোন কথার অবতারণা হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ লোকের আচার ব্যবহার বিষয় আলোচনা করিতে কাহার স্তুতি কাহারও হয়ত নিন্দা অপরিহার্য্য! এজন্য নীরবে প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম, কিন্তু অধিকাংশ আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব ও স্বজাতি মহোদয়ের পত্রাদিতে নানা স্থানের বিস্তৃত প্রচার বিবরণ ও তাহার ফলাফল, লোকের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার দেশের বর্ণনাদি যানিবার জন্য একান্ত আগ্রহ দেখিয়া এবং প্রচার উদ্দেশ্যে যখন যেস্থানে উপস্থিত হই তথাকার অনেকের কর্ত্তৃক ঐরূপ ভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া স্বজাতি বন্ধু বর্গের ও প্রতিভার প্রিয় পাঠক, পাঠিকাবৃন্দের অনুগতির জন্য আজ অনেক দিবস পরে আমার প্রচারের দৈনন্দিন লিপি হইতে পুনরায় প্রচার প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি, জানিনা পরিণাম কি হইবে? এখন হইতে যথা সম্ভব ধারাবাহিক রূপে ইহা প্রকাশিত হইতে পারে। আমার কাতর-প্রার্থনা এই বিবরণ মধ্যে যদি অজ্ঞানতা বশতঃ কোন ত্রুটী বা ভ্রম প্রমাদ দৃষ্ট হয়, তাহা সুধী মহাত্মাগণ নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন; এবং দয়াপ্রকাশে ত্রুটী বিষয় আমাকে লিখিলে সাদরে তাহা সংশোধন করিতে প্রয়াশ পাইব অলমিতি বিস্তারেণ। (ক)

বিগত ৩রা আষাঢ় অপরাহ্ন ২ ঘটিকার সময় ভাগলপুর পহুঁছিয়া তত্রস্থ ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু বি, এল মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। সন্ধ্যার অব্যবহিতপরে তথায় লছমী পুরের রাজার বাটীতে সদাশয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্তচারুচ বসু বি, এল, রামলাল বসু, বিভাসচন্দ্র পাল প্রমুখ বিশিষ্ট কায়স্থ মহোদয়গণের উপস্থিতে কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব, প্রভাব, প্রতিপত্তির বিষয় যথা যথ বর্ণন করিয়া বঙ্গদেশীয় মুষ্টিমেয় সাবিত্রীভ্রষ্ট কায়স্থ-জাতির সংস্কারের প্রয়োজন এবং উপনয়নের বৈধতা সম্বন্ধে প্রতিপন্ন করিলে, উদারনৈতিক মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবিষয়ে সহানুভূতি সূচক অতিসুন্দর সারগর্ভ একটী বক্তৃতা করিলেন। উপস্থিত স্বজাতি মহোদয়গণ ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ যে অতীব কর্ত্তব্য তাহা স্বীকার করিয়া, অনেকে জানাইলেন। এপ্রদেশের অধিকাংশ কায়স্থ মাননীয় শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ মহাশয়জীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। স্বজাতির আত্ম-সম্মান রক্ষার্থে সংস্কার কার্য্যে মহাশয় স্বয়ং অগ্রসর না হইলে এ অঞ্চলের কার্য্য সত্বর সুসম্পন্নহওয়া সুকঠিন ভাগলপুরে কার্য্য সূত্রে অনেক প্রবাসী বাঙ্গালী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবারে বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে অনেকেই এখানে

আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। ফলতঃ এই প্রবন্ধ মধ্যে বহু গবেষণা ও শাস্ত্র সঙ্কলন দেখিয়া সহৃদয় কায়স্থ মাত্রেই পুলকিত হইবেন।

সম্পাদক

(ক) যথাতোয়ং পরিত্যাজ্য মরালো দুগ্ধমীহতে। তথাদোষান্ পরিত্যাজ্য সাধুস্তত্‌ গ্রহীষ্যতি।

একরূপ স্থায়ীবাসিন্দা হইয়া গিয়াছেন। এ প্রদেশে কায়স্থ মধ্যে বিহারীলালা কায়স্থ (অম্বষ্ঠ, শ্রীবাস্তবশ্রেণী) এবং উত্তর রাঢ়ীয় শ্রেণীর সংখ্যাই অধিক। বর্ত্তমানে বঙ্গজ, দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রেণী ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় তাদৃশ একতা এবং সহানুভূতি অভাবেই তাঁহারা জাতীয় উন্নতিকর কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন না।

পরদিন শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু মহাশয়ের কন্যার শুভ বিবাহ যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ সভায় পূজনীয় কতিপয় বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ এবং দক্ষিণ রাঢ়ীয়, উত্তর রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ শ্রেণীস্থ মান্য বহু কায়স্থ উপস্থিত থাকিয়া সভার সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। স্বজাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ গুহ ঠাকুরতা বি, এল, মহাশয় কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত হইয়া শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থানুসারে বঙ্গীয় কায়স্থ দিগের উপনয়ন বিবাহ ও অন্যান্য যাবতীয় ক্রিয়াদি যথোচিত ক্ষত্রিয় বর্ণানুমোদিত এবং বৈদিক আচার যে আমাদের অবশ্য প্রতিপাল্য তদ্বিষয়ে কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। স্বীয় জাতির উন্নতি কল্পে কেদার বাবুকে উৎসাহী বলিয়া বোধ হইল। তিনি সংস্কার কার্য্যে যথাশক্তি মনযোগী হইলে যথেষ্ট কাজ হইতে পারে। অন্ততঃ পক্ষে ঐ স্থানীয় বঙ্গজ-কায়স্থ মহোদয়গণের সাবিত্রী গ্রহণ অতি সত্বর সাধিত হইতে পারে। আমরা আশাকরি তিনি অচিরাৎ এবিষয় যত্নবান হইবেন। ৫ই আষাঢ় পূর্ব্বাহ্লে ৮॥ ঘটিকার সময় লছমীপুর ঠাকুর রাজষ্টেটের সুযোগ্য দেওয়ান স্বজাতি হিতৈষী শ্রীযুক্ত নদিয়ারচাঁদ দত্ত বি, এল, মহাশয়ের সহিত স্বর্গীয় রায় সূর্য্য নারায়ণ সিংহ বাহাদুরের তুষার ধবলিত মর্ম্মর প্রস্তর বিমণ্ডিত সুদৃশ্য প্রাসাদে (marble palace) উপস্থিত হইয়া সেসজ্জিত অট্টালিকায় বাহ্যিক এবং অভ্যান্তরিক সৌন্দর্য্য দর্শনে মেঘদূতের অলকা ভবনের কথা মনে হইল। স্বর্গীয় রায় বাহাদুরের পৌত্রীর শুভ উদ্বাহোপলক্ষে নানা দিগ্দেশাগত বহু সম্ভ্রান্ত স্বজাতি মহাত্মার সম্মিলনে এই পুরীখানি অমরাবতীর ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। আমরা যখন তথায় পহুঁছিলাম সে সময়ে দ্বিতলের উপরিস্থ উচ্চ মিনারে নহবতে ভৈরবী রাগ গীত হইতেছিল। সেই তানলয় বিশুদ্ধ স্বরসংযোগ মধুর ধ্বনি আমার প্রাণে এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাবের অবতারণা করিয়া দিল। বিস্তীর্ণ সোপানাবলী অতিক্রম করতঃ সম্মুখের হলে প্রবেশ করিয়া তথায় স্বজাতির মুখোজ্জ্বলকারী কয়েক জন সোপবীত মহাত্মাকে দর্শন করিয়া প্রাণে অনির্ব্বচনীয় আনন্দানুভাব করিলাম। তন্মধ্যে বাঁকিপুরের গভর্ণমেণ্ট প্লিডার "ব্রহ্মবিদ্যা"র সম্পাদক অশেষ শাস্ত্রদর্শী বৈষ্ণব সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বর্ম্মা এম, এ, বি এল মহাশয়ের রজত গিরিনিভ সৌম্য মূর্ত্তিদর্শনে মহাদেবের ধ্যানের প্রথম পাদ মনে স্বতঃই উদয় হইল। রায় বাহাদুরের দিব্য অঙ্গে শুভ্রযজ্ঞোপবীত জাতীয় নিদর্শন রূপে বিরাজ করিতেছিল। পূজনীয় প্রফেসর শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গোস্বামী কায়স্থ-সভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা এম, এ বি,এল, ডাক্তার মোহিনীমোহন ঘোস এবং এই বাটীর বর্ত্তমান অধিপতি শ্রীযুক্ত গৌরেন্দ্রমোহন সিংহ। এবং

অন্যান্য কতিপয় মহোদয় ছিলেন। নদীয়ার চন্দ্র বাবু আমাকে ইহাদের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। আমি আমার আগমনের উদ্দেশ্য নিবেদন করিলে উপস্থিত মহাত্মাগণ অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। কায়স্থ জাতির সংস্কার বিষয় অনেক আলোচনা হইল রায় বাহাদুর ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণের অবশ্য কর্ত্তব্যতা এবং আন্তর্বর্ণিক বিবাহ সম্বন্ধে অতি সারগর্ভ কয়েকটী কথা বলিলেন তিনি উপসংহারে বলিলেন, "অনেকে মুখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তথাপি কেন যে সদাচার গ্রহণ করিতে এত ইতস্ততঃ করেন, তাহা বুঝা যায়না। তবে ইহা সৌভাগ্যের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে উত্তর রাঢ়ীয় শ্রেণীর সংস্কার কার্য্য যে ভাবে চলিতেছে, তাহাতে বিশেষ আশাকরা যায় অচিরকাল মধ্যেই এই শ্রেণীর ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ সুসম্পন্ন হইতে পারে। এখন বঙ্গজ দক্ষিণ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর নিশ্চেষ্টতা তিরোহিত হইলেই সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয়।" হায়! সে সময়ে আসিতে না জানি আর কত দীর্ঘকাল বাকি! তাই এখন সকাতরে তদ্গতচিত্তে ভগবান্ চিত্রগুপ্ত দেবের নিকট এই প্রার্থনা করি,—

প্রভো!

"চিরং সুপ্তমিমং কায়স্থং তমঃস্কন্ধাবগুণ্ঠিতম্।
ভবান্প্রজ্ঞাপ্রদীপেন সমর্থঃ প্রতিবোধিতুম্॥"

আমি শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ রায়বর্ম্মা মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা জানাইলে রায় বাহাদুর, স্বয়ং তথাহইতে আমাদিগকে ভিতরে এক সুবৃহৎ প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন, তথায় হরেন্দ্র বাবুর সহিত সাক্ষাৎ লাভে তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহে বিমুগ্ধ হইলাম। এই মহাত্মা আমাদের সর্ব্বজন প্রিয় স্বজাতিবৎসল মহারাজা দিনাজপুরাধিপতির জ্ঞাতি খুল্লতাত এবং ইনি উত্তর রাঢ়ীয় শ্রেণী হইতে সর্ব্বাগ্রে ক্ষত্রিয়াচারে উপনীত হইয়া প্রকৃত সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার ক্ষত্রোচিত তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তিদর্শনে এবং ভীষ্মের ন্যায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণে হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যতা দূরীভূত হয়। ঐ প্রকোষ্ঠে বিস্তৃত ফরাসোপরি আরোও অনেক মহাত্মা উপবিষ্ট ছিলেন, তন্মধ্যে পাঁচথুপীর শিবচন্দ্র চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের জামতা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা মৌলিক বি,এ, এবং কান্দীর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহবর্ম্মা বি, এল, বালীয়ার শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রমুখ সম্মানীয় গণ্যমান্যবহুব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের অমায়িক ব্যবহারে এবং সৌজন্য দর্শনে এদীন সমাজ-সেবক এতই বিমুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাহা প্রকাশকরিতে অক্ষম। উত্তর রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ অধিকাংশই সাত্ত্বিক গুণসম্পন্ন। আতিথ্য সেবা বদান্যতা এবং স্বজাতি-প্রীতি ও সৌজন্য ইত্যাদি রাজোচিত মহৎ গুণাবলী তাঁহাদের মধ্যে বিরাজিত দেখাযায়। বৈষ্ণব শাস্ত্রে যে সমস্ত সদগুণের (খ) বর্ণনা আছে উত্তররাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ তাহার একটীর ও ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না;—আমি প্রচার কার্য্যে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া তাহা বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়াছি।

(খ) "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেনা কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥
শিক্ষাষ্টকং।

এই সভায় আমি সংস্কার গ্রহণের উদ্দেশ্য প্রচার করিলে বাবু হরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষরায় বর্ম্মা মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় তাহার বৈধতা এবং কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করতঃ অনেক দৃষ্টান্ত দর্শাইয়া উপস্থিত অনুপনীত কায়স্থ মহোদয়গণকে অগৌণে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে জাতীয় গৌরব রক্ষাজন্য উদ্বোধিত করিলেন। কায়স্থ সমাজে এইপ্রকার উদ্যমশীল সৎসাহসী মহাপ্রাণ মনুষ্যের বহুল প্রয়োজন।

ভাগলপুরে দ্রষ্টব্য মধ্যে গঙ্গাতীরে উচ্চ সুবৃহৎ মন্দির অভ্যন্তরে বুড়ানাথ নামে মহাদেব বিরাজিত, জয়দুর্গানামে মহাদেবীর মন্দির তাহার নিকট বিরাজ করিতেছে। বহু পুরাতন একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ মন্দিরের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রাচীনতার সাক্ষ্য দিতেছে। বুড়ানাথের মন্দিরটী বহু প্রকোষ্ঠে বিভক্ত এবং প্রতি কামরাতেই নানা দেব-দেবীর শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি দর্শনে প্রাণের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা মিটিল। পূর্ব্বে মন্দিরের নিম্নেই বেগবতী-গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন বলিয়া অনুভূত হইল। এখন অনেকটা সরিয়া যাও য়ায় চরা পড়িয়া সামান্য ব্যবধান হইয়াছে। মন্দিরের তোরণ হইতে নিম্নস্থ বালুভূমিতে অবতরণ জন্য সুগঠিত অসংখ্য সোপানাবলী কোন মহাত্মার সুকীর্ত্তির জয় ঘোষণা করিতেছে। (গ)

এখানকার রাস্তা সমূহ ধূলী ধূসরিত, অনেক গৃহই খর্পরাচ্ছাদিত; বর্ত্তমান সময়ে অনেক ইষ্টক নির্ম্মিত সুদৃশ্য অট্টালিকা সহরের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিতেছে। ভাগলপুরে একস্থানেই দুইদিকে দুইটী রেলষ্টেসন; একটী বেঙ্গল নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে কোম্পানীর—নাম সুজানগর, অপরটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সুবৃহৎ ষ্টেশন—ভাগলপুর। ষ্টেসনের নিকটেই একটী জৈন ধর্ম্মশালা ও আর দুইটি হিন্দু ধর্ম্মশালা অবস্থিত; অজানিত আগন্তুক পথিক মাত্রেই এই সকল ধর্ম্মশালায় বিনাব্যয়ে অবস্থান করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে নিজ ব্যয়ে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়। কিংবদন্তী আছে মহর্ষি ভার্গবের আশ্রম স্থান নিকটে কোথায় ছিল বলিয়া এ স্থানের নাম ভাগলপুর হইয়াছে, কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় বহু অনুসন্ধানেও সেই আশ্রমের কোন সন্ধান পাইলাম না। এখানে রেশমের কাপড় প্রস্তুত হয়, বাপ্তা, মটকা, থেস, ভাগলপুরী চাদর প্রভৃতির জন্য বিখ্যাত; তবে তারতম্যে মুরশিদাবাদ, বীরভূম, মালদহ এবং কাশীধামের ন্যায় উৎকৃষ্ট নহে। বাজারে পশমী কম্বল যাহা দেখিলাম তাহা অত্যুত্তম, দামেও সুলভ বলিয়া বোধ হইল। গড়গড়াও এবং কুরসীর নল ও সটকা এখানে বেশ তৈয়ারী হয়। এ অঞ্চলে অসংখ্য তালবৃক্ষ থাকায় পাখার আমদানী যথেষ্ট দেখিলাম, মূল্যও অপেক্ষাকৃত সুলভ। পানীয় জল রাখার জন্য এখানকার মাটির কুঁজো অতি মজবুত, দেখিতেও বেশ সুন্দর। অন্যান্য দ্রব্য সর্ব্বত্রই প্রায় একরূপ। খাঁটি দুগ্ধ ঘৃত পাওয়া সুকঠিন; দধের সের ছয় আনা হইতে আট আনা।

(গ) পরম্পরা শ্রুত যে এই সোপানাবলী কলিকাতার স্বর্গীয় মহাত্মা রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের কীর্ত্তি। সঃ

৬ই আষাঢ় প্রাতে ভাগলপুর ষ্টেশন হইতে ট্রেনে পরবর্ত্তী ষ্টেশন নাথনগরে অবতরণ করিয়া মাননীয় মহাত্মা শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ মহাশয়জীর সন্দর্শন মানসে তাঁহার বাটী চাম্পানগর অভিমুখে রওনা হইলাম। মধ্যপথে গড়নামক পরিখাবেষ্টিত মৃত্তিকার বৃহৎ পাহাড়বৎ একটী স্থান দর্শন করিলাম। লোকপরম্পরায় শুনিলাম এইস্থানে অঙ্গরাজ মহারথ দাতাকর্ণের প্রাসাদভবন ছিল। কর্ণের অত্যুচ্চ স্বর্ণেচূড়া শোভিত,রাজপ্রাসাদ অট্টালিকা কাল প্রবাহে এক্ষণে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত দুই একখানি ইষ্টকের পরিমাণ দেখিলে দর্শককে বিস্মিত হইতে হয়। কর্ণের প্রতিষ্ঠিত মন কামনাথ মহাদেব এখনও বিরাজ করিতেছেন। আমাদের ধারণা হয় এই স্থানটী কর্ণ নামধারী অন্য কোন রাজার সুরক্ষিত একটী দুর্গও হইতে পারে, এই রাজা কায়স্থ কুলবরেণ্য শ্রীকরণদেব নহেন কি? অথবা যে বন্দ্যঘট্য দেবকুল কর্ণসেন্য বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং যে শাণ্ডিল্য গোত্রজ দেবগণ হরিদ্বার হইতে আসিয়া মগধে বাস করেন; তাঁহারা ক্ষত্রপ-কায়স্থ দ্বিজ ও ক্ষত্রিয় কুল সম্ভূত। (ঘ) এই বংশের রাজা কর্ণসেন,কর্ণস্বর্ণ কর্ণসুবর্ণ (কানসোনা) রাজ্য স্থাপন করেন এবং কর্ণ (কাণানদী) ও ভাগিরথীর সন্ধিস্থলে কর্ণপুর নগর নির্ম্মাণ করেন। যে রাজার আদেশে দেববংশীয় সকলে সেই কর্ণপুরে সমবেত হন এবং রাজা তাঁহাদিগকে পর্য্যায়ক্রমে বিভক্ত করেন ঘটক গ্রন্থে তাঁহার উক্ত আছে যথা—

"রাঢ়ে কর্ণস্বর্ণদেবো বল্লালেন প্রপূজিতঃ"
"বেদ বিদো দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ সুহৃজ্জন হিতকারী।
কর্ণসমো দানশীল যস্য কুলে নহি জাতঃ॥"

কায়স্থ করণদেব যাঁহার শাখা নর্ম্মদা নদীর তীরস্থকর্ণালিতে বাস করিতেন। উল্লিখিত কর্ণগড় বাঁ করণগড় নামক পরিখাবেষ্টিত এই অত্যুচ্চ উন্মুক্ত ভূমিখণ্ডের সহিত ইহাঁদের কাহারও কোন সংশ্রব আছে কিনা ঐতিহাসীক প্রত্নতত্ত্ববিদ মহাত্মারাই বলিতে পারেন।

এখন এই উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর দিয়া প্রশস্থ রাজপথ উপরে উঠিতেই রাস্থার পার্শ্বে দক্ষিণাংশে স্বর্গীয় রায় সূর্য্যনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের পবিত্র নামে তদীয় সুযোগ্য পুত্র রমণীমোহন সিংহ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়, কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে খৃষ্টীয় ধর্ম্মমন্দির (গীর্জ্জা) অপর পার্শ্বে গভর্ণমেণ্টের ব্যারাক অথবা পুলীশ লাইন। বিস্তীর্ণ সমতল অনেকটা স্থান ময়দানের ন্যায় পতিত থাকায় দৃশ্যটী সাতিশয় প্রীতি-প্রদ হইয়াছে। অনতিদূরে একটী সুরম্য অট্টালিকা জনসাধারণের বিশ্রামাগার বলিয়া প্রতীয়মান হইল।

(ঘ) প্রেমময় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের অনতিপূর্ব্বে নবদ্বীপে মুসলমান বিপ্লব উপস্থিত হয়, এই সময়ে উক্ত স্থানের অনেক অধিবাসী বঙ্গের নানাস্থানে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। তন্মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্রজ এক দেব বংশের বহু প্রাচীন কুলগ্রন্থে, যাহা ১৬২২শকে নকল করা হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

"কর্ণসেন্য এতে দেবাঃ খ্যাতিবন্তো মহীতলে।
শাণ্ডিল্য গোত্রমেতেষাং জগতি পরিবিদিতম্॥
হরিদ্বারাদাগতাস্তে স্থিতবন্তো মগধেষু।
ক্ষত্রপ কায়স্থা দ্বিজাঃ ক্ষত্রিয় কুল সম্ভবাঃ॥

গড়ের উপরিস্থ স্থান সকল দেখিতে দেখিতে ক্রমে বেলা এবং তদ্‌সঙ্গে রৌদ্রের প্রখর উত্তাপ বাড়িতে লাগিল, আর বিলম্ব করা কোনমতে বিধেয় নহে বিবেচনায় দ্রুত-পদ-বিক্ষেপে শ্রীযুক্ত মহাশয়ের বাটী অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। পথশ্রমে স্বেদ-সিক্ত-ক্লান্ত দেহে কিছুদূর যাইয়া তাঁহার ঠাকুর বাড়ীস্থ ৺বটুক ভৈরবের এবং শিবের উচ্চ মন্দিরের স্বর্ণচূড়া দৃষ্টি গোচর হইল, আর সামান্য পথ অতিক্রম করিয়াই তাঁহার বাটীতে পহুছিলাম। সদর দেউড়ি (গেট) পার হইয়া দপ্তর খানার সম্মুখের প্রাঙ্গনে কিয়দ্‌কাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়াবস্থায় দণ্ডায়মান রহিলাম, তখন বেলা অনুমান সার্দ্ধ দ্বাদশ ঘটিকা হইতে পারে। কিছুকাল পরে সুসজ্জিত বৈঠকখানা দালানের বারেন্দায় উপবিষ্ট একটী ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হইল, তাঁহার বিনীত ব্যবহারে এবং সদালাপে পরমাপ্যায়িত হইলাম। (গ) মহাশয়ের ভবনে আতিথ্য সংকার ও সদাব্রতের সুবন্দোবস্ত দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম। ক্রমশঃ

শ্রীমাখনলাল ধরবর্ম্মা।

(গ) ইনি বীরভূম জিলার হরিশারা নিবাসী শ্রীযুক্ত নৃত্যলাল সিংহ, কার্য্য ব্যাপদেশে এখানে অবস্থান করিতেছেন।

কায়স্থবীর।

আজ আমরা 'প্রতিভার' পাঠকগণ সমীপে যে কায়স্থ-বীরের পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইতেছি, ইনি শুধু কায়স্থ কেন সমস্ত-বঙ্গবাসীর গৌরবের পাত্র। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস মজুমদার। সম্প্রতি ইনি ফরিদপুরে তাঁহার "রয়েল বেঙ্গল সার্কাস" লইয়া অসীম শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অদ্ভুত কার্য্যাবলীর মধ্যে ২।১ টীর উল্লেখ করিবার লোভ এই স্থানেই সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। যথা :—

(১) তিনি শুইয়া থাকেন, বুকের উপর ২৫॥০ মণ ওজনের একখানি পাথর বহু লোকে তুলিয়া দিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়ায়। অপূর্ব্ব শক্তিবলে, তিনি পাথর খানি ৫।৬ হাত দূরে নিক্ষেপ করিয়া উঠিয়া দাঁড়ান!

(২) এক মণ ওজনে একটী লোহার গোলা (আমরা নিজে পরীক্ষা করিয়াছি) স্বচ্ছন্দ ভাবে এক হাতের তালুতে রাখিয়া মাথার উপর উঠাইয়া ৪।৫ হাত ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করেন, তৎপরে একখানি কাষ্টের লাঠীর উপর উহা স্থাপন করিয়া দুই হাত দিয়া উহা অবলীলাক্রমে উঠাইয়া চিবুকের উপর স্থাপন করেন। পরে কৌশলে গোলাটী নিজের বক্ষের উপর ফেলেন

(৩) দুই খানি গরুর গাড়ী ৫০।৬০ জন লোক সহিত তাঁহার বক্ষের উপর দিয়া চলিয়া যায়।

(৪) খুব মোটা লোহার শিকল মাটীর সহিত আবদ্ধ থাকে, দুই হাত দিয়া উহা ধরিয়া ছিঁড়িয়া দিবেন। (খেলার পূর্ব্বে শিকল সকলে পরীক্ষা করেন)

(৫) সর্ব্বশেষে, তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বঙ্গদেশে কেন সমগ্র ভারতে কেহ এ পর্য্যন্ত পারে নাই, অন্ততঃ আমরা শুনি নাই! স্থানীয় ডিঃ বোর্ডের যে লোহার রোলারটী (Roller) আছে, সহরের মধ্যে সেইটীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। (ফটোগ্রাফ দ্রষ্টব্য) তিনি একবার নয়, দুইবার উক্ত রোলারটী নিজের শরীরের উপর দিয়া গড়াইয়া লইয়াছেন। আমরা অনেক 'সার্কাস' দেখিয়াছি, যে গুলি দেখি নাই, তৎসম্বন্ধে অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু এইরূপ শক্তি পরিচায়ক ঘটনা কুত্রাপি দেখি নাই, কিম্বা শুনিও নাই। তাই এ সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত ভাবে লিখিতে ইচ্ছা। আশাকরি পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে না।

বর্ত্তমান সময়ে, শারীরিক শক্তির বিষয় লইয়া আন্দোলন এবং চর্চ্চা আমরা একবারেই ছাড়িয়া দিয়াছি—বোধ হয় একবারে বিস্মৃতই হইয়াছি; কিন্তু যে কালে মটরকারে দিনে দ্বিপ্রহরে ডাকাতি হইতেছে, সহস্র চেষ্টা করিয়াও দস্যুগণের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না—সেই কালে শারীরিক শক্তির আদর সর্ব্বতোভাবে হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয় রাত্রিতে রোলার টানার সময় যথা সময়ে আমরা উপস্থিত হইয়া সহরের বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক, স্কুলের ছাত্র এবং উকিল মোক্তারগণকে দেখিতে পাই। রাত্রি ১০টার সময় রোলারটী তাঁবুর মধ্যে আনা হইল এবং উহা টানিবার জন্য উপযুক্ত লোক সকল দর্শকগণের মধ্য হইতে সংগ্রহ করা হইল। মোট প্রায় ৫০।৬০ জন হইলেন। রোলারের মূর্ত্তি যেন ভীষণ দেখাইতে লাগিল। বলিতে কি আমাদের মনের মধ্যে কেমন একটু ভয় করিতে লাগিল যে ভীমকায় ৮৪ মণ ওজনের রোলারটা এই সহরের পাকা রাস্তার উপর অনেক লোকদ্বারা টানিতে ও যাহারদ্বারা সেই কঠিন রাস্তার বড় বড় প্রস্তরবৎ খোয়া মড় মড় করিয়া ভাঙ্গে দেখিয়াছি সেই রোলার আজ রক্তমাংসের শরীর উপর দিয়া টানা হইবে! কি ভয়ানক! প্রফেসর দাস মজুমদার আসিয়া সকলকে অভিবাদন করিয়া, প্রথমে রোলারের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি কি বলেন তাহা শুনিবার জন্য আমরা উদ্গ্রীব হইয়া রহিলাম। এত যে জনসঙ্ঘ, সব স্থির। বোধ হয় একটী সূচ পতনের শব্দও শ্রবণ গোচর হয়। সেই বিরাট নিস্তব্ধতার মধ্যে তিনি বলিতে লাগিলেন,—"ভদ্রমহোদয়গণ! আপনারা আমার এই ক্ষুদ্র সার্কাসের খেলা দেখিতে আসিয়া আমাকে ধন্য, কৃতার্থ করিয়াছেন। আমার সার্কাসে হাতী, ঘোড়া নাই, তার কারণ অর্থাভাব। অর্থ হইলে সমস্তই করিতে পারিতাম। যাহা আজ পর্য্যন্ত করিয়াছি, তাহা নিজ চেষ্টায়, ভগবান্ যদি দিন দেন, তবে হাতী ঘোড়া ইত্যাদি লইয়া আসিয়া পুনরায় আপনাদিগের নিকট আতিথ্য গ্রহণ করিব। আমার দলে স্ত্রীলোক নাই, আমি মনে করি উহা এ সব স্থানে শোভা না পাওয়াই ভাল। আজ আমি যে শক্তির পরিচয় দিতেছি সে শক্তি লাভ করা দুর্লভ নয়। ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত যিনি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবেন এবং তৎপরে সংযম ভাবে কাটাইতে

পারিবেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনিই শরীরে অসীম বল অনুভব করিবেন। সংযমী হইয়া থাকিলে, সকলেই আশানুরূপ ফল লাভ করিবেন। * * * আমার এই সার্কাস করার উদ্দেশ্য, আমাদের দেশে ব্যায়াম-চর্চ্চার যেন আদর হয়।—ইত্যাদি।"

তৎপরে তিনি নামিয়া আসিয়া রোলারের পার্শ্বে একটী বিছানায় শয়ন করিলেন। কয়েকখানি তোষক তাঁহার গায়ের উপর দেওয়া হইল এবং একখানি তক্তা (রোলারের সমান চওড়া) কাতভাবে রোলারের সহিত লাগাইয়া তাঁহার শরীরের উপর রাখা হইল। তখন তিনি খুব জোরে জোরে বার কয়েক নিশ্বাস লইলেন (ক) মনে হইল যেন তিনি পূর্ব্ব হইতে দ্বিগুণ ফুলিয়া উঠিলেন! তারপর তিনি রোলার টানিবার জন্য মাথা নাড়িয়া সঙ্কেত করিলে সমস্তলোকের আকর্ষণে রোলারটী স্থানচ্যুত হইয়া ভীষণবেগে তক্তার উপর আসিয়া পড়িল। তক্তা বোধ হয় পূর্ব্বদিনের চাপে একটু খারাপ হইয়াছিল,—মড় মড় শব্দ হইল, কিন্তু তখনই রোলারটী ভীমরবে শরীরের অপর পার্শ্বে গড়াইয়া পড়িল! তোষক ঠেলিয়া ফেলিয়া প্রফেসর দাস মজুমদার উঠিয়া দাঁড়াইয়া সর্ব্বসমক্ষে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন !!!

পাঠক! দেখুন,—একি সামান্য ব্যাপার! একবার ব্যাপারটী স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন, দেখিবেন বাস্তবিকই ইহা সামান্য শক্তির পরিচায়ক নহে।

(ক) ইহাই অধ্যাপক মহাশয়ের প্রণায়াম। সং।

তাই আজ আমরা এই ক্ষত্রিয়বীরের সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

প্রফেসর মহেন্দ্র নাথ দাস মজুমদার ঢাকা জেলার বিক্রমপুর—নয়না গ্রামে ১২৮৪ সনের ১০ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺ভগবানচন্দ্র দাস মজুমদার মহাশয় বিশেষ সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন না। মহেন্দ্রনাথ যখন বজ্রযোগিনী উচ্চ ইংরাজী স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তৎপর তাঁহার ভগ্নিপতির আশ্রয়ে থাকিয়া রঙ্গপুর—কুড়িগ্রামের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে কিছুকাল পাঠ করেন; কিন্তু তাঁহার আত্মীয়ের এমন অবস্থা ছিল না যে দীর্ঘকালের জন্য তাঁহার অধ্যয়ন ব্যয় সঙ্কুলান করেন;—ক্রমে সাহায্যাভাবে তাঁহাকে অসময়ে পাঠ সাঙ্গ করিতে হয়। কুড়িগ্রামের তদানীন্তন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র বসু মহাশয়, ক্রিকেট খেলাতে মহেন্দ্রনাথের বিশেষ দক্ষতা দর্শনে তত্রত্য ফৌজদারী আদালতের অন্যতম নকলনবীসের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। আশৈশব শারীরিক পরিশ্রমে এবং ব্যায়ামে আসক্তি বশতঃ আদালতে বসিয়া লেখনী পেষণে সময়ক্ষেপণ মহেন্দ্রনাথের অসহ্য হইয়া উঠে। সুতরাং তিনি কার্য্যান্তর গ্রহণ মানসে নকলনবীসের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া রঙ্গপুর সহরে গমন করেন। কিন্তু বহু চেষ্টায়ও ৮।১০ টাকার একটী চাকুরীও তাঁহার ভাগ্যে জুটিল না। হায় চাকুরি!

মহেন্দ্রনাথ তদীয় জীবনের লক্ষ্য সেই শুভমুহূর্ত্তে স্থির করিয়া লইলেন। রঙ্গপুরে যখন তিনি নিতান্ত দীনভাবে চাকুরীর চেষ্টায়

ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন একদিন অপরাহ্নে জিলাস্কুল প্রাঙ্গনে ছাত্রগণকে ব্যায়ামক্রিড়ালিপ্ত দেখিতে পান। তিনি স্কুলের ছাত্র নহেন বলিয়া বহু অনুনয় বিনয়েও ব্যায়াম শিক্ষক মহাশয় তাঁহাকে শিক্ষা দিতে স্বীকৃত হইলেন না। মহেন্দ্রনাথ নিরুৎসাহ হইবার লোক নহেন। তিনি অপরাহ্ন সময় দূরে বসিয়া ছাত্রদিগের ব্যায়াম দর্শন করিতেন; পরে সন্ধ্যার সময় ছাত্রগণ সেস্থান পরিত্যাগ করিলে তিনি সন্ধ্যার পর হইতে নিরুদ্বেগে উক্ত ব্যায়াম প্রাঙ্গনে উক্তস্থ যন্ত্রাদির সাহায্যে ব্যায়ামক্রিড়া অভ্যাস করিতেন। এই সময় তিনি রঙ্গপুরের রাধারমন বাবুর অতিথিশালাতে অবস্থান করিতেন। কিছুদিন পরে অতিথিশালার নিয়মানুসারে তাঁহাকে সেই স্থান ছাড়িতে হয়। থাকিবার স্থানাভাবে দারুণ কষ্টে পড়িয়া, তিনি রঙ্গপুর হইতে পদব্রজে রাজসাহীতে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে নাটোর দর্শন মানসে নাটোর মহারাজের দেবালয়ে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, তিনি মহারাজের ফুটবল পার্টিতে যোগদান করেন, এবং সে স্থানে কোড়কদী নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ফুটবল খেলোয়াড় শ্রীযুক্ত বিজয়দাস ভাদুড়ীর সহিত আলাপ হয়। এবং তাঁহারই সাহায্যে মহারাজের আলয়ে আশ্রয় পান। এই সময় তিনি ব্যায়ামক্রিড়া প্রদর্শন করাইয়া মহারাজ বাহাদুরকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ২১৲ টাকা মূল্যের স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। কিন্তু বেশী দিন সেইস্থানে অবস্থান না করিয়া পুনরায় পদব্রজে রাজসাহী রওনা হন। পথে তিনি পুটীয়া সহরে উপস্থিত হইলেন। পুটীয়া অবস্থান কালে পুটীয়ার অন্যতম জমিদার বাবু ভবপ্রসাদ খাঁ মহাশয়ের একজন হিন্দুস্থানী পালোয়ানকে মল্লযুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। ভবপ্রসাদ বাবু মহেন্দ্রনাথের সাহস ও বীরত্বের পরিচয় পাইয়া তদীয় সখের যাত্রার দলের ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে ময়মনসিংহে প্রেরণ করেন। আত্মকলহে যাত্রার দলটী ভাঙ্গিয়া গেলে, তিনি যাত্রার পরিচ্ছদ জিনিষাদি ভবপ্রসাদ বাবুকে বুঝাইয়া দিয়া, পুনরায় পদব্রজে রাজসাহী উপস্থিত হইলেন। স্থানীয় কলেজের ব্যায়াম শিক্ষক শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ মহাশয় অতি সদাশয় ব্যক্তি শুনিয়া মহেন্দ্রনাথ কাল বিলম্ব না করিয়া তাঁহার নিকট নিজ বিবরণ বলিলেন। তারকবাবু কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত বন্দোপাধ্যায় (বর্ত্তমানে রায় বাহাদুর) মহাশয়ের অনুমতি লইয়া মহেন্দ্রনাথকে ব্যায়াম শিক্ষা দিতে স্বীকৃত হইলেন এবং স্থানীয় জমিদার তারণ বাবুর গৃহে শয়ন ও ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

"উদ্যোগীনাং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।" মহেন্দ্রনাথ অতি অল্পসময়ের মধ্যেই স্কুলের ব্যায়ামশিক্ষকের কার্য্যের উপযুক্ত হইলে স্থানীয় স্কুলের ব্যায়ামশিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হইবার আশ্বাস শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুর দিলেন। কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত না হওয়ায় তিনি রেলপথে তবকহাটী রওনা হইলেন। এই স্থানে একটী ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে। তবকহাটির পথে সান্তাহার ষ্টেশনের সন্নিকটে মহেন্দ্রনাথ একদল দস্যুহস্তে পতিত হন, কিন্তু অমিত পরাক্রমে তিনি

সেই দস্যুগণকে বিধ্বস্ত করিয়া নিরাপদে গন্তব্যপথে প্রস্থান করেন। যখন তিনি ভুবলহাটিতে কার্য্য চেষ্টায় ব্যাপৃত, তখন "হিন্দু রঞ্জিকায়" এই ঘটনাটী প্রকাশিত হয়। ভুবলহাটীর কুমারদ্বয় উক্ত পত্রিকায় সেই বিবরণ পাঠে মহেন্দ্রনাথের অসীম সাহস ও শৌর্য্যের বিষয় জানিতে পারিয়া তাঁহাকে মাসিক ১৫৲ টাকা বেতনে তাঁহাদিগের স্কুলের ব্যায়াম-শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন। স্কুলের বন্ধের সময়ে, মহেন্দ্রনাথ ছাত্রদিগকে লইয়া স্থানে স্থানে জমিদার গৃহে ব্যায়ামক্রিড়া প্রদর্শন করিতেন এবং যাহা পাইতেন তন্মধ্যে কতকাংশ ছাত্রদিগকে মিষ্টান্ন ভোজনের জন্ম দিয়া কিছু কিছু নিজে সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার শিক্ষাদানে কুমারদ্বয়ের স্বাস্থ্যের অভাবনীয় উন্নতিলাভ হইয়াছিল।

এইরূপ উদ্যমশীল ব্যক্তির পক্ষে পরাধীন ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যে কি কঠিন, তাহা সহজেই অনুমেয়; সুতরাং তিনি উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সার্কাস শিক্ষার উদ্দেশে সুপ্রসিদ্ধ এবেল সাহেবের Great Eastern Circusএ প্রবেশ লাভ করেন, এবং উক্ত সম্প্রদায়ের সহিত ভারতের নানাস্থানে ঘুরিয়া কলিকাতায় আগমন করিল। একদিন সার্কাস প্রদর্শন কালে, ঘটনাচক্রে ভুবলহাটির রাজকুমারদ্বয় উপস্থিত ছিলেন, এবং মহেন্দ্রনাথকে চিনিতে পারিয়া পুনরায় বহুচেষ্টায় মহেন্দ্রনাথকে ৫০৲ টাকা বেতনে ভুবলহাটি স্কুলের ড্রিল ও জিম্‌ন্যাষ্টিক্ মাষ্টার পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে ভুবলহাটীতে লইয়া আইসেন।

মহেন্দ্রনাথের চিরকালের ইচ্ছা এতদিনে ফলবতী হইতে চলিল। তাঁহার মাসিক বেতন ৫০৲ টাকা ছাড়া তিনি পূর্ব্বের ন্যায় ছাত্রদিগকে লইয়া স্থানে স্থানে সার্কাসক্রিড়া (অবশ্য বন্ধের সময়) প্রদর্শন করাইয়া কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। উদ্যোগী পুরুষের নিকট কিছুরই অভাব বেশী দিন স্থায়ী হয় না। তাঁহার উদ্যম ও অধ্যবসায় দর্শনে ভুবলহাটীর কুমারদ্বয় তাঁহাকে কিঞ্চিত অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্রনাথ ক্রমে ক্রমে সার্কাসের জিনিষাদি কিছু কিছু সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি একটী ক্ষুদ্র সার্কাসপার্টি গঠন করিয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই ক্ষুদ্র সার্কাসই এইক্ষণে "রয়েল বেঙ্গল সার্কাস" নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহাতে হাতীঘোড়া নাই,—একটি ব্যাঘ্র আছে। কিন্তু অন্যান্য শরীরিক বলের খেলা বেশ ভাল। মাষ্টার আর, এস, দত্ত ভৌতিক বাক্স (Illusion-Box) দেখান। এইটি সর্ব্বপ্রথমে প্রফেসর বোসের সার্কাসে মাষ্টার গণপতি দেখান। মাষ্টার দত্তিকে জীবন্ত সমাধি দেওয়া হয়। মৃত্তিকার নিম্নে তাঁহাকে প্রায় আধঘন্টা রাখা হয়। দর্শকেরা প্রোথিত মাষ্টার দত্তির উপরের মৃত্তিকা পাড়াইয়া দিয়া আইসেন। তিনি আর একটী অতি আশ্চর্য্য খেলা দেখাইয়া থাকেন—দর্শকদিগের মধ্য হইতে ১ জন ৯১০ বৎসরের বালককে মেস্‌মেরিজিম দ্বারা একটী লাঠীর উপর শূন্যে ঝুলাইয়া রাখিতে পারেন। ইহাদের সমস্ত ক্রিড়াই ভাল। প্রফেসর মজুমদার প্রায় সমস্ত ক্রীড়াতেই থাকেন। তিনি সর্ব্ববিষয়ে পারদর্শী। অন্যের

রোলার লইয়া তিনি তিন স্থানে রোলার গ্রহণ করেন; প্রথম সিলেটে লন। (তজ্জন্য সিলেট হইতে ৩টি স্বর্ণ মেডল পান।) তৎপরে গ্রহণ করেন কুমিল্লা-চাঁদপুরে। এই স্থানের রোলারের ওজন ৫৫ মণ ছিল। (এই স্থানেও একটী স্বর্ণমেডেল প্রাপ্ত হয়েন।) এই ফরিদপুরের রোলারের ওজন ৮৪ মণ। দুঃখের বিষয় ফরিদপুরবাসিগণ তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা ব্যতীত আর কিছুই দিতে পারেন নাই। প্রফেসর দাস মজুমদার অতি সদাশয় বিনয়ী ব্যক্তি; যিনি তাঁহার সহিত একবার বাক্যালাপ করিবেন, তিনিই তাঁহার অমায়িক ও সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হইবেন। তিনি অসংখ্য স্বর্ণ মেডল পাইয়াছেন, রৌপেয়র ত কথাই নাই। আমাদের নিকট মেডেল সমূহের একটী তালিকা আছে। কেহ জানিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে ইহার নকল পাঠাইতেপারি।

আজ আপনাদিগের নিকট এই কায়স্থ বীরের পরিচয় করাইয়া দিয়া নিজকে ধন্য মনে করিতেছি। আমরা বাঙ্গালী,—আমাদের গর্ব্বের জিনিষ সমস্ত পৃথিবীতে আছে,—কিন্তু এই শারীরিক শক্তির গর্ব্ব আমাদের অল্প গর্ব্বের বিষয় নহে। তাই গর্ব্বের জিনিষ সকলকে দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি। কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, সমস্তই ভগবানের হাত। (খ)

শ্রীবিজয়গোপাল সরকার বর্ম্মা

ফরিদপুর।

(খ) প্রফেসর দাস মজুমদার এইক্ষণ তাঁহার 'রয়েল বেঙ্গল সার্কাস' লইয়া কুষ্টিয়া অবস্থান করিতেছেন। ইহার পর তিনি পাবনা যাইবেন এইরূপ স্থির আছে।

লেখক

সমালোচনা।

কায়স্থ পত্রিকা পৌষ ১৩২২। এই সংখ্যক পত্রিকা লিখিত প্রবন্ধদ্বয় সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। প্রথমটী "কায়স্থতত্ত্ব সমস্যা" শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের লিখিত ও দ্বিতীয়টী কায়স্থ সমাজ-হিতৈষী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের লিখিত "সম্পাদক মহাশয়ের অবিচার শীর্ষক" প্রবন্ধ, উভয় প্রবন্ধেই আমাদের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে, অতএব কায়স্থ সমাজের নিকট আমার কৈফিয়ৎ— আবশ্যক হইয়াছে।

১। কায়স্থতত্ত্ব সমস্যা। একটী সুবৃহৎ শাখা প্রশাখা পত্র ফল ফুল সমন্বিত বৃক্ষের মূলদেশ কুঠারাঘাত করিলে যেমন বৃক্ষটী কম্পিত হয়, তেমনি শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী মহাশয় 'কায়' নামক জনপদ হইতে কায়স্থ জাতির উদ্ভব যে আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে আমাদের কায়স্থ-সমাজ একটু ব্যতি-

ব্যস্ত হইয়াছে। উক্ত শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা হইতে প্রচারিত কায়স্থ পত্রিকা নাম্নী মাসিক পত্রিকার কার্যাধ্যক্ষ; প্রকৃত পক্ষে তিনিই সম্পাদক, কারণ নামমাত্র সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের লিখিত কোন প্রবন্ধ কোন কালেই উক্ত পত্রিকায় সন্নিবিষ্ট হয় নাই। শাস্ত্রী মহাশয় সম্পাদকীয় আসনে উপবিষ্ট হইয়া কায়স্থ জাতির মূল তত্ত্বসম্বন্ধে যে নূতন থিওরী আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয় ও ভ্রমাত্মক। শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যিনি শাস্ত্রী উপাধি লাভ করিয়াছেন, তাহা কর্ত্তৃক এই প্রকার অশাস্ত্রীয় বিষয়ের অবতারণা কি প্রকারে হইল তাহা বুঝিতে পারিনা। এই অশাস্ত্রীয় প্রথম আবিষ্কারের প্রথম ফল, বেদ সংহিতা অনুবাদক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার মহাশয়ের লিখিত "কায়স্থ-তত্ত্ব সমস্যা" প্রবন্ধ। শাস্ত্রী মহাশয়ের গবেষণায় কায়স্থ জাতিকে ব্রহ্মার বিরাট দেহ ত্যাগ করিয়া একটা নগণ্য ক্ষুদ্রজনপদে প্রবেশ করিতে হইয়াছে; অদ্য আবার সরকার মহাশয়ের প্রবন্ধে কায়স্থ জাতিকে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ হইতে দ্বীপান্তরিত করিয়া ভারতীয় জন সংঘের অন্তর্গত বলিয়া প্রমাণ করা হইতেছে—এখন "বল মা তারা দাঁড়াই কোথা"? এই প্রার্থনাই এখন আমাদিগের প্রধান জিজ্ঞাস্য। শাস্ত্রী এবং সরকার মহাশয় উভয়ে কায়স্থকে বৈদিক জাতি বলিয়া নির্ণয় করিতেছেন। কেননা সরস্বতী নদীতীরে যে চিত্রদেব বহু প্রাচীন কালে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন, তিনিই কায়স্থ জাতির আদি পুরুষ। যদি এই কথা সত্য হয় তবে পৌরাণিক সময়ে আমাদের আদিপুরুষ চিত্রগুপ্ত দেবের আবির্ভাব এবং তাঁহার দ্বাদশ পুত্র এবং সেই পুত্রগণ হইতে বার ধারায় সমস্ত চৈত্রগুপ্ত জাতির উদ্ভব সর্ব্বৈব অসত্য হইয়া পড়িতেছে।

ভবিষ্য পুরাণস্বর্গত অহল্যা কাম ধেনুস্থ নবম সংসমৃত কার্ত্তিক শুক্লা দ্বিতীয়া ব্রত কথা সন্দর্ভে ধর্ম্মরাজ যম ব্রহ্মার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে "ব্রহ্মাধ্যানমবস্থিতঃ।" তখন তাঁহার শরীর হইতে যে মহাপুরুষ উৎপন্ন হন তিনিই আমাদের চিত্রগুপ্ত দেব। ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, আমার কায়ে অবস্থিত এবং সমুৎপন্ন এই পুরুষ কায়স্থ হইলেন, এবং আমিই চিত্রবাচা ব্রহ্ম, আমার শরীরে গুপ্তভাবে বিলীন ছিলেন বলিয়া ইহার নাম হইল চিত্রগুপ্ত।—শাস্ত্রী মহাশয়ের বিবরণ যদি সত্য হয় তাহা হইলে এই সকল বিবরণ সমস্তই অসত্যে পরিণত হয়। কায়স্থ জাতি যে বৈদিক জাতি নহে, একটী পৌরাণিক জাতি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রহিয়াছে। বেদ সংহিতায় কিম্বা মনুতে কায়স্থ নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়না। সংহিতাকারগণের মধ্যেও এই জাতির নাম পাওয়া যায় না। আমরা মহাভারত শান্তিপর্ব্বে দেখিতে পাই যে বৈদিক সময়ে "নবিশেষোঽস্তিবর্ণানাং সর্ব্বংব্রাহ্মমিদং জগৎ।" অর্থাৎ বর্ণভেদ ছিল না সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহার পর গুণ কর্ম্ম বিভাগে চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি হয়। মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্ত যাঁহাকে সরকার মহাশয় মন্ত্রগুরুর ন্যায় মান্য করিতেন এবং যাঁহার উপদেশানুসারে বেদের অমূল্য পদ্যানুবাদ আরম্ভ করেন, প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ইতিহাসের একস্থানে তিনি ঋগ্বেদ হইতে

প্রমাণ করিয়াছেন যে, বৈদিক যুগের প্রারম্ভে ভারতে কোন প্রকার জাতিভেদ কি বর্ণভেদ ছিল না, প্রত্যেক গৃহেই গৃহস্থগণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের কার্য্য করিতেন। অনার্য্য দাসগণ ঘৃণিত অবস্থায় উক্ত সমাজ হইতে দূরে থাকিতেন। গৃহের কর্ত্তা যাগ, যজ্ঞাদি ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য করিতেন, তাহার বলীয়ান পুত্রাদি পশু শীকার এবং ভূম্যাদি রক্ষা ক্ষত্রোচিত কার্য্য করিতেন। বেদ এবং মহাভারত দ্বারা সমাজের এইরূপ অবস্থা প্রমাণিত হইতেছে। তৎকালে মসীজীবী জাতি বলিয়া কোনও সম্প্রদায় ছিলনা। এইরূপ অবস্থায় আর্য্যগণ ভারতের উত্তর ভাগ ক্রমে ক্রমে জয় করিয়া যখন বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করেন তখন তাঁহাদিগের মধ্যে ক্রমে ক্রমে বর্ণভেদ আরম্ভ হয়। ঐ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কাম ভোগ প্রিয় ব্যক্তিগণ ক্ষত্রিয় এবং যাঁহারা হাল কর্ষণ কার্য্য করিতেন তাঁহারা বৈশ্য এবং যাঁহারা কৃষ্ণবর্ণ শৌচাচার পরিভ্রষ্ট সর্ব্ব কর্ম্মোপজীবী ছিলেন তাহারা শূদ্র হইলেন। এই বিবরণটী পুরুষ সূক্ত বলিয়া বেদে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। "ব্রাহ্মণস্য মুখমাসীৎ" ইত্যাদি একটী রূপক ভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্রহ্ম এক হইলেও তাঁহার শক্তি বহু। নির্ম্মাণের শক্তিকেই ব্রহ্মা বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, ইনিই হিন্দুর জনসংঘ মূল সমাজ অর্থাৎ বিরাট। ভারতীয় হিন্দুসমাজ সমস্ত এই ব্রাহ্মার শরীর হইতে উৎপন্ন। রূপকচ্ছলে কেহবা মুখ হইতে কেহবা বাহু হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। কোনও জাতি কখনও গ্রাম কি দেশ হইতে উৎপন্ন হয় নাই। সরকার মহাশয় তাহার 'সমস্যায়' এক স্থানে লিখিয়াছেন যে ব্রাহ্মার মুখ, বাহু ইত্যাদি হইতে "ফুড়িয়া ফুড়িয়া" যে সকল পুরুষ বাহির হইল তাঁহারা যথা ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র হইল।" এই প্রকার যিনি বিশ্বাস করেন তিনি ক্ষিপ্ত ভিন্ন আর কিছুই নহেন; কেননা আর্য্যগণ রূপকচ্ছলে এরূপ সার তত্ত্ব অনেক লিখিয়াছেন যাহা সাধারণ লোকের অনায়াসে বোধগম্য হয় না। ইহার জন্য প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব অথবা আমর বুকে হাত দিতে হইবে না। স্থা ধাতু সম্বন্ধে অনেক কথাই সরকার মহাশয় বলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূত" এবং "ব্রহ্মকায়োদ্ভবোসম্যৎ ইত্যাদি। ভবিষ্য এবং পদ্মপুরাণীয় বাক্য সকলে স্থা ধাতুতে স্থিতি এবং উৎপন্নার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাতে ব্যকরণের দোষ হইয়াছে। কিন্তু আমরা মনে করি ইহাতে ব্যকরণের কোন দোষ হয় না। যেমন দেশস্থ বলিলে দেশে স্থিতি এবং দেশ হইতে উৎপন্ন উভয়ই বুঝায়, তদ্রূপ কায়স্থ শব্দেরও ঐ প্রকার দ্বিবিধ অর্থ আছে। স্থা ধাতু উৎপন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে না একথা তাঁহাকে কে বলিল? উত্থান উত্থিত ইত্যাদি সমস্তই স্থা ধাতু হইতে। শাস্ত্রী মহাশয়ও ঐরূপ স্থা ধাতুকে উৎপন্নার্থে ব্যবহার করিয়া কায়জনপদ হইতে কায়স্থের উৎপত্তির বিষয় লিখিয়াছেন। তবে স্থা ধাতুর দ্বারা নিষ্পন্ন এমত শব্দও আছে, যাহা উৎপন্নার্থে ব্যবহৃত হয় না, যথা— সংস্থাপন অর্থাৎ সম্যক প্রকারে স্থিত। যদি স্থা ধাতু উৎপন্নার্থে ব্যবহৃত না হইত তবে ভবিষ্যপুরাণ পদ্মপুরাণে ঐরূপ অর্থে উহা ব্যবহৃত হইত না। স্কন্দপুরাণীয় প্রভাস খণ্ডেও ঐরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—

"প্রার্থিতঞ্চ ত্বয়া শিশু কায়স্থং গর্ভমুত্তমম্।
তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যতি শিশোঃশুভা
তাহার পর সরকার মহাশয় বলিতেছেন যে শাস্ত্রী মহাশয় অতিরিক্ত ব্যাকরণ চর্চ্চা করিয়া দেখিয়াছেন যে কায়স্থ শব্দের বৈয়াকরণিক অর্থ গ্রহণ করিলে পুরাণ তন্ত্রাদির ব্যাখ্যা উহার সহিত সামঞ্জস্য হয় না, এজন্য তিনি শাস্ত্রের সীমা অতিক্রম করিয়া উক্ত শব্দের ব্যাখ্যার জন্য শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গুপ্তীর "কায়স্থ প্রভু" নামক পুস্তকের ভৌগোলিক মতের উপর নির্ভর করিতে চাহেন। এইরূপ প্রকারে সরকার মহাশয় শাস্ত্রী মহাশয়ের কায় দেশ হইতে উৎপন্ন কায়স্থ জাতির থিওরী খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া দিয়াছেন এবং তৎস্থলে কায়স্থের নাম নিরুক্তি এবং স্থাধাতুর সার্থকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বলিতেছেন যে, বহু প্রাচীন কালে যাঁহারা সমাজরূপ বিরাট দেহের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাঁহারাই কায়স্থ এবং উহা হইতে স্খলিত হইয়া ব্রহ্মণাদি চারিটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই থিওরী সত্য হইলে বেদ, মনুসংহিতাতে কায়স্থের নাম পাওয়া যাইত কিন্তু এই সমস্ত শাস্ত্রে কায়স্থের উল্লেখ পাওয়া যায়না। সরকার মহাশয় বলিতেছেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় এগার কোটি কায়স্থ ভারতে বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু ঐ সময়ের শাস্ত্রে একটী কায়স্থের নাম ও আমরা দেখিতে পাইনা। সরকার মহাশয় তাঁহার কায়স্থ নামের নিরুক্তি কোন্ শাস্ত্র হইতে পাইলেন তাহা আমাদিগকে বলিয়া দিবেন কি? কায়স্থ-বর্ণ বিভাগের পূর্ব্ববর্ত্তী জাতি ইহার কোনও শাস্ত্রীয় প্রমাণ আমরা দেখিতে পাইনা। পক্ষান্তরে আমরা দেখিতেছি যে কায়স্থ পৌরাণিক জাতি, চিত্রগুপ্তের জন্মের পূর্ব্বে এই জাতির কোন অস্তিত্বই ছিলনা। আর্য্যগণ যখন বাহুবল দ্বারা হিমালয় হইতে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত জয় করিলেন তখন একটী মসীজীবী ক্ষত্রিয়ের প্রয়োজন হইল, সেই সময় বিরাট ক্ষত্রিয়জাতি দ্বিধাকৃত হইলেন। যথা—মসীজীবী ও অসিজীবী এইরূপ ভাবেই কায়স্থজাতির সৃষ্টি আমরা বুঝিয়া থাকি। সরকার মহাশয় শাস্ত্রী মহাশয়ের কায় থিওরী ধূল্যবলুণ্ঠিত করিয়া চিত্রগুপ্ত সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের মীমাংসা ও চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে পারলৌকিক বিভাগ প্রাপ্ত চিত্র গার্গ্যায়ণি অথবা গাঙ্গায়ণী এবং সারস্বত চিত্র একই ব্যক্তি, ইহা প্রমাণ করিতে শাস্ত্রীমহাশয় অনেক ব্যাকরণ ব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু সরকার মহাশয় বলেন ইহারা বিভিন্ন ব্যক্তি। আমরা বিশ্বাস করি, বৈদিক চিত্র এবং পৌরাণিক চিত্রগুপ্ত ইহারা বিভিন্ন ব্যক্তি। সারস্বত চিত্র ও গাঙ্গায়নী চিত্রের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ ছিলনা। সরকার মহাশয় বলিয়াছেন যে আমি পুরাণের প্রিয় পাঠক ইহা সত্য। কেননা পুরাণ ব্যাসোক্ত শাস্ত্র, ইহা বেদের ন্যায় আপ্তবাক্য। শাস্ত্রী মহাশয়ের কায় থিওরী যে ভ্রমাত্মক তাহা অনেকেই বুঝিয়াছেন কায়স্থ তত্ত্ব বিচার গ্রন্থ প্রণেতা সুবিদ্বান শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিতেছেন "যে শাস্ত্রী মহাশয়ের কায় থিওরী একেবারেই অশ্রদ্ধেয়," কিন্তু কায়স্থ সভার নেতা শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় শাস্ত্রী মহাশয়ের কায়থিওরীর লাবণ্যে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছেন যে

তিনি উহা কায়স্থ সভার ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন। সারদা বাবু তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি হইয়াও একটী মোটা কথা বুঝিলেন না যে বৈদিকচিত্র কখনও চিত্রগুপ্ত হইতে পারেন না। শাস্ত্রী মহাশয় গুপ্ ধাতুর অর্থ রক্ষণে গুপ্ত শব্দের যে আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কারণ পুরাণকার স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে "চিত্র বাচা মায়াগুপ্তঃ চিত্রগুপ্ত স্মৃতো বুধৈঃ"এখনে গুপ্ত শব্দের অর্থ লুকায়িত রক্ষিত নহে। এই বৈদিক চিত্র পৌরাণিক চিত্রগুপ্ত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যক্তি। বৈদিক চিত্রের দুই বিবাহ কিম্বা দ্বাদশটী পুত্র হইতে দ্বাদশ বংশধারা সৃষ্টি হয় নাই। পৌরাণিক চিত্রগুপ্তই কায়স্থের আদিপুরুষ ও সূর্য্য আমাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। যেমন রঘুবংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য্য কিন্তু আদি পুরুষ রঘু। সরকার মহাশয় এই বিষয় লইয়াও একটু গোলমাল করিয়াছেন। সারদা বাবুর বুঝা উচিত ছিল যে শাস্ত্রী মহাশয়ের থিওরী গ্রহণকরিলে তাঁহার শেষ জীবনের সমস্ত পরিশ্রম অর্থাৎ বঙ্গদেশবাসী কায়স্থের সহিত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় কায়স্থ দিগের মিলন শশবিষাণে পরিণত হয়। এবং কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় জাতি তৎসম্বন্ধেও বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়। শাস্ত্রী মহাশয় কায়স্থ সমাজের অনেক অপকার করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে এখন ও ক্ষান্ত হইতে মিনতি করি। সম্পাদক

ভারতীয় কায়স্থ মহা সম্মিলনী।

১৩২০ সনের ২৯ শে চৈত্র রবিবারে প্রয়াগে ভারতীয় কায়স্থ মহাসম্মিলনীর অধিবেশন হয়। এবার বিগত ১৪ই পৌষ বৃহস্পতিবার লাহোরে উক্ত মহা সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল। গত বর্ষের সম্মিলনী সম্বন্ধে আমরা যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম তাহা পাঠক ১৩২১ প্রতিভার বৈশাখ সংখ্যার দৃষ্টি করিবেন, আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম (১) বঙ্গীয় কায়স্থগণের সহিত ভারতীয় অন্যান্য কায়স্থগণের বিবাহাদি আদান প্রদান সম্বন্ধে কোন ও প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই কেন; (২) যে বিভিন্ন ভাষা আমাদিগের মিলনের প্রধান অন্তরায় তাহার সমন্বয়ের কোন চেষ্টা দেখিনা কেন,? (৩) বিহার, উৎকল গুজ্জরাষ্ট্র এবং দাক্ষিণাত্যের কায়স্থগণকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই কেন? বর্ত্তমান বৎসরের সভায় দাক্ষিণাত্যের চান্দ্রসেনী প্রভু কায়স্থগণ উপস্থিত হননাই। বিহার, উৎকল ও গুজ্জরাষ্ট্রের কায়স্থগণ উপস্থিত ছিলেন কিনা তাহা আমরা জানি না ফলতঃ এইরূপ সম্মিলনকে ভারতীয় কায়স্থের বিরাটমিলন বলা যাইতে পারে না।

২। এ বৎসর দুরন্ত শীতের সময় অধিবেশন হওয়ায় ফরিদপুর হইতে কোন প্রতিনিধি সুদূর লাহোরের সভায় যাইতে পারেন নাই। বিশেষতঃ আমরা কোন নিমন্ত্রণ পত্র পাই নাই। কোন বন্ধু বান্ধবের নিকট হইতে অনুরোধ করিয়াও সভার বিবরণ পাই নাই, তবে আমাদিগের বন্ধুবর যশোহর নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয় যিনি

সভায় উপস্থিত ছিলেন তিনি লিখিতেছেনঃ—বিগত ১৩ই পৌষ বুধবার দুই প্রহরের সময় আমরা লাহোর ষ্টেশনে পৌছিলাম। আমরা ৪ জন অর্থাৎ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত ষোড়শীচরণ মিত্র বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা শাস্ত্রী এবং আমি পাঞ্জাবের ভুতপূর্ব্ব চিফ্ কোর্টের জজ্ শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের, বাটীতে অতিথি হই; ঐ দিবস অপরাহ্নে সভাপতি শ্রীযুক্ত জোয়ালাপ্রসাদ মহোদয় আসিয়া ছিলেন। পর দিবস দুই প্রহরের সময় সভার কার্য্যারম্ভ হয়। আশীর্ব্বাদ. বেদ মন্ত্র পাঠ, অভ্যর্থনা সঙ্গীত ইত্যাদি সম্পন্ন হইবার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তদনন্তর সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলে তাঁহার অভিভাষণ পঠিত হয়।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় প্রস্তাব সমিতি (Subject Committee) আরম্ভ হয়, প্রত্যেক দেশ হইতে ১২জন প্রতিনিধি দ্বারা উহা গঠিত হয়। বিধবা বিবাহের প্রস্তাব লইয়া খুব আন্দোলন হইয়াছিল, অনেক তর্কের পর উহা পরিত্যাক্ত হয়। আন্তর্গণিক বিবাহ ও অন্যান্য প্রস্তাব পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনের ন্যায় গৃহীত হইয়াছিল। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই ব্যতীত সকল প্রদেশের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন, আগামী বর্ষের অধিবেশন প্রয়াগে হইবে স্থির হইয়াছে। বসন্ত বাবুর পত্রে আর কোন সংবাদ নাই।

৩। যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল ৫ই জানুয়ারীর দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে সংগ্রহ করিলাম। ১৪ই এবং ১৫ই পৌষ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। ১৬ই পৌষ [illegible] স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করেন।

৪। নিম্ন লিখিত টী প্রস্তাব সভাপতি মহাশয় নিজেই উপস্থাপিত করেন ও সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রথম। আমাদের সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর দীর্ঘ জীবন ও মহাসমরে তাঁহাদের বিজয় কামনা।

দ্বিতীয়। সম্রাট্ প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয় তদীয় পত্নীর ও পুত্রের পরলোকগমনে যে নিদারুণ মনস্তাপ পাইয়াছেন শ্রীভগবান্ সমীপে তাঁহার সান্ত্বনার প্রার্থনা।

তৃতীয়। নিম্ন লিখিত কায়স্থগণের পরলোকগমনে সভা শোক প্রকাশ করিয়াছেন।

(১) লক্ষ্ণৌ নিবাসী মাননীয় রায় শ্রীরাম বাহাদুর।
(২) স্বামী সুগণ আচার্য্য
(৩) মুন্সি গোবিন্দপ্রসাদ সহাই
(৪) স্যার তারকনাথ পালিত,
(৫) বরদাচরণ মিত্র
(৬) গোলাপচাঁদ শাস্ত্রী
(৭) শিবশঙ্কর সহাই,
(৮) দ্বারকাপ্রসাদ রায়
(৯) রায় দেবীচাঁদ সাহেব
(১০) বাবু আত্মা রাম
(১১) বাবু কালীপ্রসাদ
(১২) লেপটেনেণ্ট ডাক্তার সাধুনারায়ণ

এবং অন্যান্য কায়স্থ বীর সকল যাঁহারা আমাদিগের প্রিয় সম্রাটের কার্য্যে এবং স্বদেশের হিত কামনায় পাশ্চাত্য মহাসমরের নানা স্থানে সম্মুখ সমরে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন তাঁহাদিগের জন্য সভা শোক প্রকাশ করিতেছেন।

৪র্থ প্রস্তাবঃ—লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসন সময়ে

ভারতবর্ষ যে সকল উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়।

৫ম এবং ১৯শ প্রস্তাবঃ—উত্তর-পশ্চিম দেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গভরনর স্যার জেমস্ মেষ্টন মহোদয়কে এবং পাঞ্জাব দেশস্থ লেপ্টেনাণ্ট গভরনর তাঁহাদিগের সুশাসন এবং সম্মিলনীর প্রতি সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হয়। প্রথমোক্ত মহাত্মা এলাহাবাদ কায়স্থ-পাঠশালার কলেজ গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং শেষোক্ত মহাত্মা সম্মিলনীতে উপস্থিত হইয়া কায়স্থ মাত্রেরই শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন।

৬ষ্ঠ প্রস্তাবঃ—দেশের উন্নতিকর সর্ব্ব-প্রকার বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত কায়স্থ জাতির একত্রে কার্য্য করা প্রয়োজন।

৭ম প্রস্তাবঃ—সভা আশা করেন যে ভারতবর্ষীয় সমস্ত বিদ্যালয়ে কায়স্থ বালক-বালিকাগণকে অন্যান্য শিক্ষার সহিত ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয়।

৮ম প্রস্তাবঃ—বিদ্যাশিক্ষার জন্য কায়স্থ-গণের বিদেশ যাত্রার কোন প্রতিবন্ধক নাই, কিন্তু যাঁহারা ইংলণ্ডে কিংবা আমেরিকায় যাইবেন তাঁহাদিগের স্বধর্ম্ম এবং আচার ব্যবহার কোনরূপে ব্যতিক্রম না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৯ম প্রস্তাবঃ—ভারতের প্রধান প্রধান নগরে কায়স্থগণের বাসোপযোগী বিশ্রামগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবেক।

১০ম প্রস্তাব:—বঙ্গদেশের বিবাহের ব্যয় সঙ্কোচ এবং বরপণ ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে জয়াজদাদ প্রথার সমূলে উচ্ছেদন।

১১শ প্রস্তাবঃ—কলিকাতাদি প্রধান প্রধান নগরে মহিলা-সমিতি সংস্থাপন।

১২শ প্রস্তাবঃ—ভারতবর্ষের নানাস্থানে কায়স্থগনের উন্নতিকল্পে সভা সমিতির সংস্থাপন।

১৩শ প্রস্তাবঃ—প্রয়াগের পাঠশালার জন্য অর্থ সংগ্রহ।

১৪শ প্রস্তাবঃ—শিল্পবিদ্যা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব।

১৫শ প্রস্তাব:—কায়স্থ জাতির উন্নতি-কল্পে ধনাগার স্থাপন।

১৬শ প্রস্তাব:—কায়স্থ জাতির উন্নতির জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

১৭শ প্রস্তাবঃ—ভারতীয় কায়স্থ জাতি দ্বিজাতি; তদ্ধেতু সকলেরই যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করা, এবং বিবাহ অশৌচাদি কার্য্য ক্ষত্রিয়াচারে নিষ্পন্ন করা কর্ত্তব্য।

১৮শ প্রস্তাবঃ—প্রত্যেক কায়স্থ সংস্কৃত এবং হিন্দি শিক্ষা করিবেন, তাহা না হইলে এই বিরাট জাতির মিলন অসম্ভব।

সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা মহাশয় কায়স্থ জাতির ইতিহাস প্রস্তুত জন্য উনবিংশতি প্রস্তাব উপস্থিত করেন, আমরা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলাম না, কেননা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব মহাশয় কর্ত্তৃক কায়স্থজাতির ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। পুনরায় আরো বিস্তৃতভাবে ইতিহাস লিখিবার প্রয়োজন হইলে তিনিই উপযুক্ত ব্যক্তি। তদনন্তর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়। এই সভায় বহু বক্তৃতা এবং প্রস্তাব হইয়াছে কিন্তু কত দূর কার্য্যে পরিণত হইবে জানি না।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

বর্ত্তমান পৌষমাসের প্রতিভা প্রেসের লোকজনের অভাবে বিলম্বে প্রকাশিত হইল। আশাকরি পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন। মফঃস্বলে প্রেস চালান বড় কঠিন ব্যাপার।

২। কায়স্থবালিকার দান।—আমাদের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত চন্দ্রাপীড় গুহ মহাশয় তেজপুর জেলাস্থিত শ্যামগুড়ি চা বাগান হইতে লিখিতেছেন,—

"বিগত ১৭ই পৌষ রাত্রিযোগে আমার সহধর্ম্মিণী, ফরিদপুরের ভূতপূর্ব্ব উকিল স্বর্গীয় মথুরানাথ ধর দেব শর্ম্মা মহাশয়ের কন্যা সুবালা দেবীর মৃত্যু হয় তাঁহার চরম কালের ইচ্ছানুসারে 'আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার' সাহায্যার্থে এককালীন দান ৫৲ টাকা পাঠাইলাম দয়া করিয়া গ্রহণ করিবেন। আমার স্বর্গগত পত্নীর উদ্দেশে ফরিদপুর নিবাসিনী কোনও গুণবতী অনাথা কায়স্থ মহিলাকে মাসিক ২৲ টাকা হিসাবে "সুবালাবৃত্তি" নামে একটী বৃত্তি দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। প্রতিভার সম্পাদক মহাশয় উক্ত বৃত্তি পাইবার উপযুক্ত পাত্রী নির্ব্বাচন করিয়া বাধিত করিবেন। আমি এক বৎসরের টাকা পাঠাইব ইতি।" আমরা ধন্যবাদের সহিত প্রতিভার সাহায্য ৫৲ টাকা গ্রহণ করিলাম। প্রতিভার গ্রাহক মহোদয়গণ উপযুক্ত পাত্রীর আবেদন পত্র বর্ত্তমান মাঘমাসের মধ্যে আমার নিকট পাঠাইলে আমরা নির্ব্বাচন করিয়া বৃত্তি প্রদান করিব। এই প্রকার সাত্বিক দানে দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয়। ভগবান্ সমীপে মৃত মহিলার আত্মার সদ্গতি প্রার্থনা করিতেছি।

৩। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-বিধবাদিগের জন্য কোন ধনভাণ্ডার নাই, অনেক দরিদ্র বিধবা সাহায্য অভাবে কষ্টপাইয়া থাকেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা কলিকাতায় এবং পূর্ব্ববঙ্গের কায়স্থ-সভা ঢাকা নগরীতে উক্ত উদ্দেশে ধনভাণ্ডার স্থাপিত করিলে কৃতকার্য্য হইবেন সন্দেহ নাই।

৪। "জাপান-প্রবাস" গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত নব্য জাপান প্রকাশিত হইয়াছে। এবং সুপ্তজাপান যন্ত্রস্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। যশোহর (Combfactory) ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

৫। ফরিদপুর জিলান্তর্গত ডোমরাকান্দি গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত মথুরানাথ ঘোষবর্ম্মা বি, এ, মহাশয় লিখিতেছেন যে,—বিগত ২২শে কার্ত্তিক সোমবার শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে উক্ত জিলান্তর্গত দোগকুণ্ডী গ্রামে ভূতপূর্ব্ব একজিকিউটীভ ইঞ্জিনিয়ার স্বর্গীয় রায় দুর্গাদাস ধর বাহাদুর মহাশয়ের ভবনে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র কায়স্থধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয়ের উদ্যোগে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের যথাবিধি অর্চ্চনা হোমাদি সপ্তম বার্ষিক

অধিবেশন সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। পূজান্তে পুরাণ পাঠ, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং অন্যান্য জাতিকে ভোজন করান হইয়াছিল। তদুপলক্ষে স্থানীয় উৎসাহী উপনীত কায়স্থ-মণ্ডলী নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের অবতারণা করিয়াছিলেন। দৈহিক অসুস্থ, মানসিক অশান্তি এবং অর্থের অসচ্ছল অবস্থাতেও স্বজাতির মঙ্গলকার্য্যে ভক্তিভাজন ধর্ম্ম প্রচারক মহাশয়ের অদম্য উৎসাহে এই পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছিল। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি। অর্থাদত্ত-গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত শশধর বিদ্যারত্ন উক্তদিবসে উক্ত গ্রামনিবাসী শ্রীধরদাস মহাশয়কে যথাশস্ত্র যজ্ঞোপবীত ধারণ করাইয়াছিলেন।

৬। অদ্য ৮ই পৌষ মোতাবেক ইং ২৪ ডিসেম্বর শুক্রবার। অদ্য হইতে এক সপ্তাহ ৺কাশীধামে শ্রীভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলের ষষ্ঠাধি-বেশন হইতেছে। ফরিদপুর হইতে "আর্য্য-কায়স্থ-সমিতি"র সভাপতি মহাশয় উক্ত সমিতির পক্ষ হইতে ধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রবর্ম্মা এম, এ, বি, এল মহাশয়ের নিকট কয়েকখানি আবেদন পত্র পাঠাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থের উপনয়ন গ্রহণ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-গণের মধ্যে যে বিরোধ চলিতেছে এবং যাহাতে ব্রাহ্মণগণ অনেক স্থলে কায়স্থগণকে উৎপীড়ন করিতেছেন, তাহার অবসান করিবার জন্য উক্ত সভাপতি মহাশয় ধর্ম্মমহামণ্ডলের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে তাঁহারা বঙ্গীয় কায়স্থকে চৈত্রগুপ্ত ক্ষত্রিয় (মসীজীবী) কায়স্থ বলিয়া কলিকাতা ব্রাহ্মণ সমাজে ঘোষণা করিয়া দেন যে বঙ্গীয় কায়স্থগণ প্রকৃতপক্ষে দ্বিজ ও উপনয়নার্হ।

৭। উক্ত মুদ্রিত আবেদন পত্রের কয়েক-খানি কাশীধামে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বিশ্বাসবর্ম্মা মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া উক্ত মহামণ্ডলের সম্মুখে উপস্থিত করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করা হয়। বেণীমাধব বাবু আবেদন পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে দিলাম,—

"যে দিবস আপনার পত্র ও আবেদন পত্রগুলি প্রাপ্ত হই, তাহার পর দিবস আমি নিজে "ভারতমহামণ্ডলী" সভাতে যাইয়া শুনিলাম যে মিত্র মহাশয় তাহার পূর্ব্বদিবস কাশী হইতে লাহোরে কায়স্থসভায় গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে না পাইয়া আপনার আবেদন পত্র শ্রীমান্ দয়ানন্দজী বি, এ মহাশয়ের হস্তে দিয়াছি। তিনি উহা পাঠ করিয়া নিজের নিকট রাখিয়া দিলেন এবং বলিলেন এই মহামণ্ডলে সামাজিক কোন বিরোধের মীমাংসা হইবেক না; লক্ষ্ণৌতে সনাতন ধর্ম্মমণ্ডলের অধিবেশনে স্বামীজী মহাশয় এই আবেদন পত্রের আলোচনার চেষ্টা করিবেন। ইহার অধিক করিতে হইলে বক্তার প্রয়োজন; আপনি নিজে আসিলে কিংবা কায়স্থ সভার পক্ষ হইতে কোন প্রচারক আসিলে বক্তৃতা দ্বারা সভ্য মণ্ডলীকে উত্তেজিত করিতে পারিলে আপনার আবেদন পত্রের পর্য্যালোচনা এই মহামণ্ডলের অধিবেশনেই হইতে পারিত। এখন উক্ত স্বামিজী মহাশয় লক্ষ্ণৌতে যাইয়া যদি কিছু করিতে পারেন তবে সুফল হইবার সম্ভব।

৭। "ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের ষষ্ঠাধিবেশন ২৪শে ডিসেম্বর হইতে ৩০শে পর্য্যন্ত মহাসমা-রোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে, এবং ভারতের অনেক সুপ্রসিদ্ধ নরপতি ও মহাত্মাগণ সমাগত

হইয়া রুদ্রাক্ষ ইত্যাদি বিপুল আয়োজনে নির্ব্বাহ করিয়াছেন। মহামণ্ডল হইতে যে সমস্ত বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে, যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়া ... হা পাঠাইলাম। মহামণ্ডল সম্বন্ধে ... হইতে যে প্রতিবাদ সকল কাশী ... বাহির হইয়োছে তাহাও পাঠাইলাম। আপনার আবেদন পত্রখানি ব্রাহ্মণ সভায় দিলে মন্দ হয় না।" কাশীধামস্থ ব্রাহ্মণ সভায় আমাদের আবেদন পত্র উপস্থিত করিবার জন্য উক্ত বিশ্বাস মহাশয়কে ও ৮কাশীধামস্থ শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ স্বামী মহাশয়কে অনুরোধ করা হইয়াছে।

৮। জাতীয় মহাসমিতি।—The Indian Congress আগামী ১২ই পৌষ মোতাবেক ২৮শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার হইতে বোম্বাই নগরে উক্ত মহাসমিতির একটী বার্ষিক অধিবেশন হইবে। উহাতে স্যার সত্যপ্রসন্ন সিংহ কে, সি, এস, আই, মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। ইনি বীরভূম নিবাসী একজন উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ—আমরা আশা করি সমিতির এই অধিবেশনে ভারতের স্বায়ত্ত শাসন সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।

৯। বালিকার আত্মহত্যা। গত ২৪সে অগ্রহায়ণ শুক্রবার অপরাহ্ণে হাওড়া জেলান্তর্গত শিবপুর গ্রামে স্নেহলতা নাম্নী চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া একটী বালিকা নিজ বস্ত্রে কেরাসিন তৈল ঢালিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করতঃ আত্মহত্যা করিয়াছে। অর্থাভাবে তাহার পিতা মাতা তাহাকে বিবাহ দিতে নাপারায় তাঁহাদিগকে বিষম-পণ-দায় হইতে মুক্তি দিবার জন্য বালিকা ছাদে উঠিয়া ঐ প্রকার ভাবে অগ্নিতে জীবনাহুতি দিয়াছে। এই প্রকার আত্মহত্যা যে উদ্দেশ্যেই হউকনা কেন অত্যন্তক্ষোভকর। বালিকাগণকে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিক্ষা না দেওয়ায় ইহাই তাহার বিষময় ফল। বালিকা আত্মহত্যা না করিয়া বিবাহ না করিলেই সকল গোল চুকিয়া যাইত, কারণ যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া পরোপকারে জীবন অতিবাহিত করিলে তাহার পিতা মাতর কোনই নিন্দা হইতনা অধিকন্তু সকলেই ধন্য ধন্য করিত।

১০। গীতার ব্যাখ্যা। মন্দালয়ে (Mandaley) অবস্থান কালে শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক মহাশয় গীতার একখানি ব্যাখ্যা প্রস্তুত করিয়াছেন। মারহাট্টা, তামিল ও ইংরাজী ভাষায় উহা অনূদিত হইতেছে। উহার বঙ্গলা অনুবাদ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১১। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। উক্ত পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল মহাশয় বর্ত্তমান বর্ষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য পদকাদি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুরের সাধু প্রস্তাব অনুসারে প্রবন্ধ লেখক গণকে অর্থদানে উৎসাহিত করিবার প্রস্তাব উক্ত পরিষদ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। যে সকল গ্রন্থকার অর্থাভাবে তাঁহাদিগের গ্রন্থাদি মুদ্রিত করিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদের সাহায্য করিলে পরিষদের অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপিত হইবে। উক্ত পরিষদ বাটীর ঠিকানা ২৪৩।১ নং অপার সার্কুলাররোড, কলিকাতা।

১২। আমরা সন্তুষ্ট হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় বিগত এক মাসের মধ্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা-দ্বয়ের অকাল মৃত্যুতে শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন। শ্রীভগবান্ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। জ্যেষ্ঠ ধীরেন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠ প্রসিদ্ধ নাট্যাচার্য্য অমরেন্দ্রনাথ উভয়েই প্রতিভা সম্পন্ন মহাত্মা ছিলেন। অমরেন্দ্র বাবু যকৃতের পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কেবল মাত্র চত্বারিংশ বর্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন, ইহারা শ্রেষ্ঠ কায়স্থ স্বধর্ম্ম অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন নাই। যজ্ঞোপবীত ধারণ, ত্রিসন্ধ্যা পূজা ও উপাসনা যে আয়ুবর্দ্ধক তৎপ্রতি কেহ কি সন্দেহ করেন। উপনয়নের সময় আচার্য্য মাণবকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকেন,—

"আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রম্।
যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ॥"

উক্ত মহাত্মাদ্বয় যদি শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন না করিয়া জীবনের যথাকালে সাবিত্রী গ্রহণ করিয়া কায়স্থের স্বধর্ম্ম পালন করিতেন তবে কি তাঁহাদের বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণী এই পুত্র দ্বয়ের অকাল মৃত্যুতে শোকে সমাচ্ছন্ন হইতেন ?

১৩। হিমালয়ের ক্রোড়ে হরিদ্বার নগরের সান্নিধ্যে একটী প্রাকৃতিক রমণীয় স্থানে পাঞ্জাবের কৃতি পুত্র মহাত্মা মুন্সিরাম গুরু কুল নামক একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। বৈদিক প্রথা অনুসারে পঞ্চবিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত এই বিদ্যালয়ে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান ও বেদাধ্যয়ন শিক্ষা দেওয়া হয়, গুরুকুলের ছাত্রগণ গ্রীষ্মাবকাশে শাস্ত্রজ্ঞতার অন্বেষণে "সরস্বতী" যাত্রা করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় বঙ্গদেশে কি ভারতের অন্য কোনও স্থানে এই শিক্ষার শুভ প্রথার অনুষ্ঠান কুত্রাপি নাই। আমরা আশাকরি কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ ছাত্রগণের জন্য গ্রীষ্মাবকাশে এই প্রকার শিক্ষা যাত্রার বন্দোবস্ত করিবেন।

১৪। দেবপূজায় ছাগাদি পশু বলিদান। বঙ্গদেশে দেবতার পূজোপলক্ষে যে প্রকার নির্দ্দয় ভাবে ছাগ, ও মহিষাদি পশু বলিদান দেওয়া হয় তৎসম্বন্ধে ভারতীয় সমগ্র পণ্ডিত-গণ সমস্বরে বলেন যে উহাতে পাপ বৈ পুণ্য হয় না। তাঁহাদের মতে তমোগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিরাই আহারের লোভে পশু হনন করিয়া কোটী কল্প পর্য্যন্ত নরকে বাসকরেন ইত্যাদি। এই বিষয়ে আগামী সংখ্যায় আমরা বিস্তৃত সমালোচনা করিব।

বর্ষশেষ প্রার্থনা :—গ্রাহকগণের প্রতি আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে 'আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার' ১৩২১ এবং ১৩২২ সনের চাঁদা যাঁহাদের বাকী আছে তাঁহারা যেন দয়া করিয়া তাঁহাদের দেয় চাঁদা মণিঅর্ডার যোগে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। এই উপায়ে আমাদের ভি, পি, করিবার পরিশ্রম এবং উহা ফেরত আসিবার জন্য ক্ষতি হইতে আমরা অব্যাহতি পাইব। আশাকরি, গ্রাহক মহোদয়গণ 'প্রতিভার' প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবেন।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ । [Reg. No. C653

আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা

মাসিক কায়স্থপত্রিকা ও সমালোচনী ।

[৮ম বর্ষ—১১শ সংখ্যা ।]

১৩২৯ বঙ্গাব্দ, ফাল্গুন মাস ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ।

এই সংখ্যার মূল্য সডাক ৵৫ মাত্র ; [বার্ষিক মূল্য সডাক ১॥০ টাকা মাত্র

সূচীপত্র

১৩২২ বঙ্গাব্দ, ফাল্গুন মাস।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

[মাসিক পত্রিকা।]

৮ম খণ্ড। { ফাল্গুনমাস, ১৩২২ সাল। } ১১শ সংখ্যা।

বৈষ্ণব সাহিত্যে কায়স্থ।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি, শেষ]

কবিকর্ণপুর "চৈতন্য চন্দ্রোদয়ের" নবম অঙ্কে—লিখিয়াছেন :—"কেশব বসু নাম্না তদমাত্যেন কথ্যমানেন, শ্রীচৈতন্য নামা কোপি মহাপুরুষঃ পুরুষোত্তমাম্মথুরাং প্রযাতি, তদ্দিদৃক্ষয়া অমী লোকাঃ সঞ্চরন্তি।"

মহাপ্রভু হরিনাম করিতে করিতে মথুরার পথে. তদানীন্তন গৌড়ের রাজধানী রামকেলীতে উপস্থিত হইয়াছেন। মহাপ্রভুর চতুর্দ্দিকে অগণিত লোক। গৌড়ের মুসলমান শাসনকর্ত্তা লোক সমাগম দেখিয়া বিচলিত হইলেন এবং অমাত্য কেশব বসুকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কেশব বসু [illegible] ! শ্রীচৈতন্য নামক এক [illegible] যাইতে-ছেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য ঐ লোক সকল সঞ্চরণ করিতেছে।"

চৈতন্য ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এই একই ঘটনা সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

"কেশব খানেরে রাজা ডাকি আনাইয়া।
জিজ্ঞাসয়ে রাজা বড় বিস্মর হইয়া॥

কহত কেশব খান কেমত তোমার।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলি নাম বোল যার॥"

আবার এই একই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলা ১ম পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন:—

"গৌড়েশ্বর যবন রাজা প্রভাব শুনিয়া।
কহিতে লাগিল কিছু বিস্মিত হৈয়া

বিনা দানে এত লোক যার পাছে হয়।
সেইত গোঁসাই ইহা জানিও নিশ্চয়॥
কেশব ছত্রিরে রাজা বার্ত্তা পুছিল।
প্রভুর মহিমা ছত্রি উড়াইয়া দিল॥"

দেখা যাইতেছে একই ব্যক্তিকে "কেশব বসু" "কেশব খান" ও "কেশব ছত্রি" বলা হইয়াছে খান নবাব প্রদত্ত উপাধি, ছত্রি ক্ষত্রিয় শব্দের অপভ্রংশ। মহাপ্রভুর সময়েও যে কায়স্থ দিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া লোকে জানিত তদ্বিষয়ে ইহা প্রমাণ। (ক)

এ বিষয়ে বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে আর একটী প্রমাণ দিতেছি। পূর্ব্বে যে "প্রেম বিলাসের" শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার চতুর্ব্বিংশতি বিলাসে বহু সামাজিক তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহাতে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের একটী বিশিষ্ট প্রমাণ দৃষ্ট হয়। আদিশূর ও মকরন্দাদি পঞ্চ কায়স্থ তাহাতে ক্ষত্রিয় বলিয়াই উক্ত হইয়াছেন।

"আদি শূরো মহারাজ ক্ষত্রকুলাবতংশক।
কান্য কুব্জাৎ পঞ্চবিপ্রানাননায় স্বরাজ্যকং॥"

কুলগ্রন্থের এই বচন উদ্ধার করিয়া পঞ্চ-ব্রাহ্মণের পরিচয় প্রদানান্তে গ্রন্থকার বলিতেছেনঃ—

"পঞ্চঋষির সঙ্গে দিলা ভৃত্য পঞ্চজন।
পঞ্চঋষির রক্ষা সেবা করিবার কারণ॥
যোদ্ধৃবেশধারী এই পঞ্চ ভৃত্য হন ক্ষত্র।
* *
ক্ষত্রিয় কায়স্থ এই ভৃত্য পঞ্চজন।
পঞ্চ ঋষির সঙ্গে গৌড়ে করিলা গমন॥"

এ স্থলে প্রবাদ-প্রসিদ্ধ পঞ্চ কায়স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়া সুস্পষ্টই উক্ত হইয়াছেন। অনধিক ৩১৫ বৎসর পূর্ব্বেও যে বাঙ্গলার কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব লোকে একবারে বিস্মৃত হয় নাই তদ্বিষয়ে ইহা নিঃসন্দেহ প্রমাণ। কায়স্থদিগের ভূদেবগণের প্রতি বিনয় প্রকাশক পরিচয় বাক্যগুলি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া, তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের ভৃত্যরূপে আসিয়াছিলেন এইরূপ প্রবাদের সৃষ্টি করিয়াছিল। বৈষ্ণব কবি তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

এক্ষণে আমরা গৌড়ের বৈষ্ণব ধর্ম্মোদ্যান-ত্যাগ করিয়া আসামের ধর্ম্ম কাননে প্রবেশ করিব। আসামের বৈষ্ণব ধর্ম্মেতিহাসে আমরা আর একজন কায়স্থ মহাপুরুষের পরিচয় প্রাপ্ত হই। প্রাচীন আসাম "বুরঞ্জী" "গুরুচরিত্রম" "চরিত্র সংহিতা" প্রভৃতি পুস্তক হইতে জানা যায় যে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দের প্রথম ভাগে কামরূপরাজ দুর্লভনারায়ণ, রাজ্যের উন্নতির জন্য গৌড়েশ্বর ধর্ম্ম নারায়ণের নিকট ৭জন ব্রাহ্মণ ও ৭জন কায়স্থ প্রার্থনা করেন। গৌড়েশ্বর কৃষ্ণপণ্ডিত, রঘুপতি, রামবর, লোহার, বয়ান, ধর্ম্ম ও মুধুর এই সপ্ত কনৌজীয় ব্রাহ্মণকে এবং হরি, শ্রীহরি, শ্রীপতি, শ্রীধর, চিদানন্দ, সদানন্দ ও চণ্ডীবর এই সপ্ত কনৌজীয় কায়স্থকে কামরূপে প্রেরণ করেন। এই চতুর্দ্দশ জন মধ্যে কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রজ কায়স্থ চণ্ডীবর সর্ব্ব-

---

(ক) প্রায় ৮ বৎসর হইল শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী বৈষ্ণব সাহিত্যের এসকল বাক্য অবলম্বনে কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করিয়া "আনন্দ বাজারে" প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। লেখক

প্রধান ছিলেন। কিয়দ্দিন পরে চণ্ডীবরের পিতা লণ্ডাদেব কামরূপ গমন করিয়া শৈবধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। দুর্লভ নারায়ণ তাহা জানিতে পারিয়া চণ্ডীবরকে কারারুদ্ধ করেন। পরে শান্তিপুর নিবাসী চন্দ্রকবিকে বিচারে পরাস্ত করিয়া তিনি কারামুক্ত হন এবং শিরোমণি ভূঞা উপাধি লাভ করেন। চণ্ডীবর নিজ বাহুবলে দুর্দ্দান্ত ভুটীয়াদিগকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া টেম্বাবুলি চাকলা মহাত্রাণরূপে প্রাপ্ত হন। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার বৃদ্ধ প্রপৌত্র শঙ্করদেব জন্মগ্রহণ করেন। নিম্নে তাঁহার বংশলতা প্রদত্ত হইল। (খ)

চণ্ডীবরের পুত্র রাজধর, তৎপুত্র সূর্য্যবর, তৎপুত্র কুসুমবর। তাঁহার একমাত্র পুত্র বনগয়াগিরি সন্ন্যাসী হওয়াতে কুসুমবর জ্যেষ্ঠা পত্নী সত্যসন্ধার সহিত শিবের আরাধনা করিতে থাকেন। দেবাদিদেবের বরে ভগবান্ বিষ্ণু সত্যসন্ধ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁনিই আসামে বিষ্ণুর অবতাররূপে পূজিত শঙ্করদেব। দ্বিজ রামরায় লিখিত চরিত্রগ্রন্থমতে ১৩৭১ শকে (১৪৪৯ খৃঃ) কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে শঙ্করদেবের আবির্ভাব, আর রুদ্রযামল তন্ত্রমতে ১৪৯০ শকে (১৫৬৮ খৃঃ) তাঁহার তিরোভাব হয়। এই হিসাবে তিনি ১১৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে লীলা সংবরণ করেন। চরিত্র গ্রন্থসমূহে তাঁহার বাল্যজীবনের অনেক অলৌকিক কথা বর্ণিত আছে। তিনি শৈশবে অতিশয় অস্থির ছিলেন, পরে মাতার উপদেশে পণ্ডিত মহেন্দ্র কন্দলীর চতুষ্পাঠীতে দশ বৎসর বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শঙ্করের প্রথমা পত্নী সূর্য্যবতী, বিষ্ণুপ্রিয়া নামে কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। পত্নী বিয়োগান্তে শঙ্কর বহু ভক্ত ও শিষ্য সহ ভারতের সমুদয় তীর্থ দর্শন করেন। বৃন্দাবনে বহু ব্রাহ্মণ তাঁহার সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন। এই সময়ে শঙ্করের সতীর্থ ঈশ্বরপুরী (গ) শঙ্কর রচিত "নামঘোষা" ও "কীর্ত্তনঘোষা" প্রচার
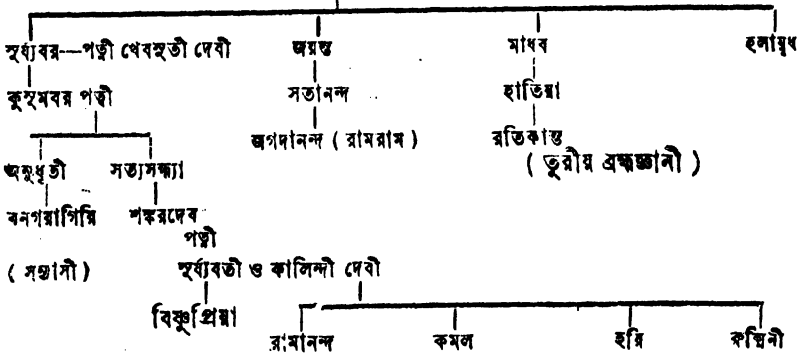
(গ) মহাত্মা ঈশ্বরপুরী চৈতন্যদেবের গুরু। শ্রীল শিশিরকুমার ঘোষ তাঁহাকে কায়স্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু "প্রেমবিলাসে" তিনি ব্রাহ্মণজাতীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। লেখক

করেন। তখন নবদ্বীপে চৈতন্যদেব দুর্দ্দান্ত তার্কিক ও অদ্বৈতবাদী বৈষ্ণবগণের ভয়ের কারণ ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরপুরী প্রমুখাৎ শঙ্করের কীর্ত্তনঘোষ ও নামঘোষা শ্রবণকরিয়া চৈতন্য শান্তভাব ধারণ করেন। ইতিমধ্যে তীর্থপ্রবাসী শঙ্কর পিতামহী খেরসুতী দেবীর অন্তিম দশার সংবাদ পাইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পিতামহীর আদেশে বংশরক্ষার জন্য পুনরায় তাঁহাকে দার পরিগ্রহ করিতে হইল। তাঁহার এই দ্বিতীয় পত্নী কালিন্দী দেবীর গর্ভে তিন পুত্র ও এক কন্যা জন্মিলে, তিনি পুনরায় বহুভক্ত সহকারে তীর্থ দর্শন করিতে বাহির্গত হন। এইবার পুরীতে চৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তাহাতে পরস্পর বিশেষ আনন্দ ভোগ করেন। তীর্থদর্শনান্তে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া শঙ্কর ভক্তিধর্ম্মের বন্যায় আসাম, কাছাড় ও কামরূপ বিপ্লাবিত করেন। তিনি ভাগবত, পদ্মপুরাণ, কৃষ্ণতত্ত্ব, সীতাতত্ত্ব প্রভৃতি প্রায় ৫০ খানা পুস্তক আসামী ভাষায় প্রচার করেন এবং পাঁচটী সত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া "মহাপুরুষীয় ধর্ম্ম" প্রচার করিতে থাকেন। অনেক ব্রাহ্মণ-সন্তান শঙ্করকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিতেছেন দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ কামরূপের রাজা নরনারায়ণের নিকট শঙ্করের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। নরনারায়ণ উত্তেজিত হইয়া শঙ্করকে ধরিবার জন্য ভ্রাতা চিলারায়কে প্রেরণ করিলেন। চিলারায় শঙ্করকে ধরিবেন কি, নিজেই তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। এই সময়ে অহোমবংশীয় বৌদ্ধতান্ত্রিক রাজা চুচেন্কা আসামের সিংহাসনে সমাসীন। ব্রাহ্মণগণ অগত্যা তাঁহার নিকটই নালিস করিলেন। চুচেন্কা শঙ্করের প্রধান শিষ্য মাধবদেব ও নারায়ণ দেবকে কারারুদ্ধ করিলেন। কিন্তু কারারক্ষক ভক্তিপ্রবাহে বিগলিত হইয়া তাঁহাদিগকে লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা চুচেন্কাও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অবিলম্বে মাধবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। ইতিমধ্যে রাজা নরনারায়ণও শঙ্করদেবের শরণ লইতে আগ্রহান্বিত হইয়া শ্রীপাট "পাট বাউশীতে আগমন করিলেন, কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না। তিনি আসিয়া দেখিলেন শঙ্করদেব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

শঙ্করদেব আসাম প্রদেশে বিষ্ণুর অবতার রূপে অদ্যাপি পূজিত হইতেছেন। শঙ্করের জ্ঞাতিভ্রাতা রামরায়ের বংশধরগণ আসামের বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থের গুরু, তাঁহারা কৃতোপবীত ও ঠাকুর উপাধি বিশিষ্ট। শঙ্করদেবের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সন্তানগণও গুরুতা ব্যবসায়ী, উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন এবং "অধিকারী ঠাকুর" নামে প্রসিদ্ধ।

ত্রয়োদশ শতাব্দে যে গৌড়েশ্বর ধর্ম্ম নারায়ণ, শঙ্করের পূর্ব্বপুরুষ চণ্ডীবরকে কামরূপে প্রেরণ করেন, তাঁহার বিশেষ তত্ত্ব অবগত হইতে পারি নাই। সম্ভবতঃ, তৎকালে ঐ নামের কোন রাজা গৌড়ের পূর্ব্বোত্তর ভাগে রাজত্ব করিতেছিলেন। যাহা হউক, আসামে শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের জন্য কনৌজীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থের তদ্দেশে গমনের বৃত্তান্ত, বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থ আগমনের বৃত্তান্তের অনেকাংশের অনুরূপ। বঙ্গদেশেও কনৌজীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থ আসিয়াই শিক্ষা ও সভ্যতা

বিস্তার করিয়াছিল, ধর্ম্ম ও সমাজ গঠন করিয়াছিল। বাঙ্গলার রাজা যদি রাজ্যের হিতার্থে ব্রাহ্মণ অহ্বান করিয়া থাকেন, তবে নিশ্চয়ই কায়স্থও আহ্বান করিয়াছিলেন। যাঁহারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ প্রাপ্ত তাম্রফলক ও শিলালেখ সমূহের তত্ত্ব অবগত আছেন, যাহারা রাজতরঙ্গিণীর মত প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, যাহারা বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্র ও স্মৃতিনিবন্ধে রাজ্যের সাধনাঙ্গ, রাজ লেখক, সান্ধিবিগ্রহিক কায়স্থের পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে সেকালে রাজ্য পরিচালনে কায়স্থগণই হিন্দু রাজগণের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ আনয়ন অপেক্ষা কায়স্থ আনয়নের যে প্রয়োজন কম ছিল কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি তাহা বলিতে পারিবেন না। কিন্তু বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ যখন আপনাদের মান বাড়াইবার জন্য এদেশের কায়স্থদিগকে ঘটক গ্রন্থাদিতে বিপ্রসেবক বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদেরই মতে যে কায়স্থগণ কনৌজ হইতে বীরবেশে হস্তী, অশ্ব ও শিবিকায় আরোহণ পূর্ব্বক বঙ্গদেশে আগমন করেন, যাহারা দ্বিজাতিসুলভ বিদ্যা বিনয় তপস্যাদি নবগুণেও অধিকারী হইয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার কখনও ভৃত্য কখনও বা শূদ্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। আত্মবিস্মৃত কায়স্থ জাতিও এ সকল কল্পিতবাক্যে মুগ্ধহইয়া আপনাকে অধঃপতনের শেষ সীমায় আনয়ন করিয়াছেন, সাতশত বৎসরপূর্ব্বে গৌড়হইতে যে কায়স্থগণ আসামে গমন করেন, তাঁহারা আসামের ইতিহাসে কোথাও বিপ্রসেবক বা শূদ্র বলিয়া উক্ত হন নাই। বরং তাঁহাদের পরিচয় হইতে, বিশেষতঃ চণ্ডীবরের পাণ্ডিত্য ও বীরত্বের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে তৎকালে গৌড়দেশে কায়স্থগণ বিশেষ প্রভাব ও মর্য্যাদা শালী ছিলেন। গৌড়ের কনৌজীয় কায়স্থ ও গৌড় হইতে আসামে নীত কনৌজীয় কায়স্থ নিশ্চয়ই দুই জাতি নহে। তদ্দেশের ধর্ম্ম কর্ম্মের উন্নতির জন্য যেমন ব্রাহ্মণ আহূত হইয়াছিল, তেমনই কায়স্থও আহূত হইয়াছিল তাহার ৩।৪ শত বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গদেশেও কায়স্থগণঠিক ঐরূপ কারণে ও ঐরূপ গৌরবেই সমাগত হইয়াছিলেন। ফলতঃ বঙ্গদেশ কায়স্থেরই দেশ, কায়স্থকীর্ত্তিই বঙ্গেতিহাসের প্রধান উপদান। বাঙ্গলার ধর্ম্ম ও কর্ম্মের ইতিহাস যতই আবিষ্কৃত হইবে ততই এই সত্য স্বার্থবিজৃম্ভিত সকল মিথ্যাবাদ অপসারিত করিবে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার।

আদিশূর।

রমাপ্রসাদ বাবু শাণ্ডিল্য গোত্রোৎভব বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের বংশাবলী দৃষ্টে ঘটকদিগের গ্রন্থ প্রমাণিক নহে বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রমাপ্রসাদ বাবু এক্ষণ বরেন্দ্রপ্রদেশে বাস করেন। এজন্যই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের বংশাবলী ধরিয়াছেন। রাঢ়ীয় ব্রহ্মণদিগের বংশাবলীর কথা তাঁহার গ্রন্থে স্থান পায় নাই। যাহা হউক ঘটকদিগের গ্রন্থের বংশাবলী যে প্রকৃত নয় ইহা বোধ হয়, কোন বুদ্ধিমান কেহই অস্বীকার করিবেন না। আদিশূরের সময়ে গৌড়ে বিপ্রগণ আগমন করেন, তাহার বহুশতাব্দী পরে বল্লাল সেনের সময়ে কুলবিধি প্রচলিত হয়, তাহার বহু পরে ঘটকদিগের গ্রন্থ রচনা আরম্ভ হয়, তাহার পুনঃ পুনঃ প্রতিলিপি হইতেছে, ইহাতে বংশাবলী যে ঠিক হইবে ইহা আশা করাও বৃথা।

সূর্য্য এবং চন্দ্রবংশীয় নরপতিগণের বংশাবলী বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত এবং অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি পুরাণে পাওয়াযায়। এই সকল পুরাণের বংশাবলী কি প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যায়। মনুর পুত্র ইক্ষাকু, মনুর জামতা বুধ; বুধ চন্দ্রের পুত্র, ইক্ষাকু হইতে দশরথ তনয় রাম ৫৬ পুরুষ ব্যবধান, বুধ হইতে পাণ্ডব যুধিষ্ঠির ৪৮ পুরুষ ব্যবধান। রাম ত্রেতাযুগে বর্ত্তমান ছিলেন। যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক, স্নুতরাং কলিযুগে বর্ত্তমান ছিলেন।

ব্রহ্মপুরাণ হইতে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য জন্মাষ্টমী তত্ত্বে এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন যথা:—

"অথভাদ্রপদেমাসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং কলৌযুগে।
অষ্টাবিংশতিতমেজাতঃ কৃষ্ণোসোদেবকীসুতঃ॥"

ঘটকদিগের গ্রন্থে নানা প্রকার জনশ্রুতি, প্রবাদ ইত্যাদি বিষয় লিখিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ হইতে যতদূর সম্ভব সত্য উদ্ধারের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ভীষণ অহিজ্ঞানে তাহা ত্যাগ করিলে চলিবে না।

ঘটকদিগের গ্রন্থের দোষ দর্শাইয়া আদিশূরের অনস্তিত্বে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা প্রশংসনীয় নহে।

ঘটকদিগের গ্রন্থে যে স্থানে স্থানে সত্য নিহিত আছে তাহার প্রমাণ:—

"শুনহে বল্লালসেন তোমায় মাতামহ কুলোদ্ভব আদিশূর" (ক)

বিজয়সেনের যে তাম্রশাসনের বৃত্তান্ত রাখাল বাবু বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে বিজয়সেনের মহিষী বিলাস দেবী শূরবংশজাতা (খ)। এই তাম্রশাসনের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে বিলাস দেবী শূরবংশজাতা বলিয়া বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ছিল না। এখানে তোমার মাতামহ কুলোদ্ভব আদিশূর, ইহার অর্থ এই যে বল্লালের মাতামহ যে কুলোদ্ভব আদিশূরও সেই শূরকুলোদ্ভব।

রমাপ্রসাদ বাবু আদিশূরের অনস্তিত্ব

(ক) গৌড়রাজমালা ৪৮ পৃঃ

(খ) বাঙ্গালার ইতিহাস ২৯১-২ পৃঃ

প্রমাণের জন্য যে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তন্মধ্যে এই দুইটি বিষয় উল্লেখযোগ্য।

পণ্ডিতবর রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেনঃ—

"অদ্যাবধি কোন সমসাময়িক লিপিতে, অথবা গ্রন্থে গৌড়েশ্বর জয়ন্তের নাম আবিষ্কৃত হয় নাই, সুতরাং কহ্লণমিশ্র বর্ণিত জয়াপীড় কাহিনীর মূলে ঐতিহাসিক সত্য আছে বলিয়া বোধ হয় না।" (গ)

সমসাময়িক ব্যক্তির লিখিত গ্রন্থে যে বৃত্তান্ত লিখিত আছে, তাহাও কখন কখন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে শ্রমণবর ইয়াং চোয়াং ঘোরতর ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী ছিলেন, এই জন্যই রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি বিশ্বাস যোগ্য নহে। (ঘ)

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রমণবরকে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী বলিয়া তাঁহার লিখিত বৃত্তান্ত অগ্রাহ্য করিলেন। বানভট্ট হর্ষচরিতে শশাঙ্কের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সত্যবলিয়া স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক, কারণ বাণভট্ট স্থান্বীশ্বর রাজবংশের অনুগ্রহ প্রার্থী। অতএব সমসাময়িক গ্রন্থে লিখিত হইলেও কখন কখন সে বৃত্তান্ত অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একস্থানে লিখিয়াছেন যে বঙ্গে কোন্ সময়ে কিরূপে পালরাজগণের রাজত্বের অবসান হয় তাহা জানা যায় না, কিন্তু অনুমান চন্দ্রবংশীয় রাজগণ পাল নরপতিগণের অধীনে শাসনকর্ত্তা ছিলেন (ঙ) আমরা বলিতেছি যে কোন্ বৈজ্ঞানিক প্রমাণে তিনি এই অনুমান করিলেন?

তিনি স্থানান্তরে (চ) লিখিয়াছেন যে দণ্ডভুক্তির ধর্ম্মপাল কে, তাহা নির্ণীত হয় নাই এবং পালরাজগণের বংশজাত কিনা জানা যায় না। পুনঃ (ছ) লিখিয়াছেন যে দণ্ডভুক্তি রাজ ধর্ম্মপাল হয়ত, পালরাজবংশ সম্ভূত ছিলেন।

কর্ণসুবর্ণের নরপতি শশাঙ্ক এবং গুপ্তবংশীয় নরেন্দ্র গুপ্তকে অভিন্ন প্রমাণ করার জন্য রাখাল বাবু বলেন যে বুলার সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন যে হর্ষচরিতের কোন পুথিতে রাজ্যবর্দ্ধন নিহন্তার নাম নরেন্দ্র গুপ্ত লিখিত আছে। এ পুথি এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। হর্ষচরিতের অন্যান্য পুথিতে শশাঙ্ক নামই দৃষ্ট হয়। এস্থলে বুলারসাহেব যে পুথি দেখিয়াছেন, তাহা লিপিকর প্রমাদে এরূপ হইতে পারে। ইহাদ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শশাঙ্ক এবং নরেন্দ্র গুপ্ত অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া প্রমাণীত হয় না। (জ)

যদি ইহা বিজ্ঞান সম্মত হয়, তবে ঘটকদিগের গ্রন্থদ্বারা আদিশূর এবং জয়ন্ত অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা অনুচিত হইবে না

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইতিহাস রচণা করা উৎকৃষ্ট বটে, কিন্তু অদ্যাপি আমাদের সে সময় উপস্থিত হয় নাই। প্রবল জনশ্রুতির বিরুদ্ধ

(গ) বাঙ্গলার ইতিহাস ১৩৮ পৃঃ

(ঘ) ঐ ৮৭ পৃঃ

(ঙ) বাঙ্গালার ইতিহাস ২৪০ পৃষ্ঠা

(চ) ঐ ২২০ পৃঃ

(ছ) ঐ ২৬১ পৃঃ

(জ) বাঙ্গলার ইতিহাস ৮০ পৃষ্ঠা

প্রমাণ আবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত প্রবল জনশ্রুতি গ্রহণ করা যাইতে পারে। রমাপ্রসাদ বাবু কহ্লণ বর্ণিত রামস্বামিমন্দির ভঙ্গ করার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে কহ্লণ প্রচলিত জনশ্রুতি অবলম্বনে এই বিবরণ লিখিয়াছেন, সুতরাং ইহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। (ঝ)

এ জন্য আমরা বলিতেছি যে জয়াপীড় জয়ন্ত সংবাদ কহ্লণ কোনও প্রমাণ অবলম্বনে অথবা প্রচলিত জনশ্রুতি মূলে লিখিয়াছেন সুতরাং জয়াপীড় জয়ন্ত সংবাদ একদা অগ্রাহ্য করা যায়না। জয়ন্ত পঞ্চ গৌড়েশ্বর হওয়া সম্ভবতঃ অতিশয় উক্তি। পঞ্চগৌড় বলিলে এই বুঝাযায়—

সারস্বতাঃ কাণ্যকুব্জা গৌড়মৈথিলচোৎকলাঃ
পঞ্চগৌড়া সমাখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥

আদিশূর জয়ন্ত পঞ্চগৌড়েশ্বর হওয়ার কথা প্রকৃত বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

আদিশূরের রাজধানী কোথায় ছিল এ সম্বন্ধে নানাপ্রকার মত প্রচলিত আছে। নগেন্দ্র বাবু বলেন যে জয়ন্ত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে জয়াপীড়ের অভ্যর্থনা করা রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, অতএব পৌণ্ড্রবর্দ্ধন আদিশূরের রাজধানী ছিল।

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার উনবিংশ ভাগে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয় আদিশূরের অন্য একরাজধানীর বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন এই নগরের নাম শূরনগর, ইহার ধ্বংসাবশেষ বর্দ্ধমান জিলার মন্তেশ্বর থানার অধীন শূউরো গ্রাম নামে কথিত হয়। এইস্থানে প্রাচীন অট্টালিকার ভিত্তির চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

এই স্থানের নিকটবর্ত্তী এই গ্রামে ৺শ্রীশ্রীবরাহগোপাল দেবের এক মন্দির ছিল। ইহা দ্বারা এস্থানে আদিশূরের রাজধানী থাকা নির্ণয় করা যায় না।

বিক্রমপুরে এই প্রবাদ প্রচলিত আছে যে শ্রীবিক্রমপুরে প্রথমতঃ পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমন করেন।

আদিশূর যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে জয়াপীড়ের অভ্যর্থনা করেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে যে কাশ্মীরাধিপতি দুর্ল্লভবর্দ্ধন কায়স্থ ছিলেন। দুর্ল্লভবর্দ্ধনের পৌত্র ললিতাদিত্য। ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড়। জয়াপীড় দুর্ল্লভবর্দ্ধনের বৃদ্ধপ্রপৌত্র। জয়াপীড়-আদিশূর অর্থাৎ জয়ন্তশূরের কন্যা কল্যাণদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। সুতরাং আদিশূর কায়স্থ ছিলেন। এজন্যই ঘটকদিগের গ্রন্থে লিখিত আছে :—

"চিত্রগুপ্তান্বয়েজাতঃ কায়স্থোঽম্বষ্ঠনামকঃ।
অভবৎ তস্যবংশে চ আদিশূরোনৃপেশ্বরঃ॥"

চিত্রগুপ্ত বংশে অম্বষ্ঠ নামক একজন কায়স্থ জন্মগ্রহণ করেন, নৃপেশ্বর আদিশূর অম্বষ্ঠের বংশধর।

বঙ্গদেশে যে দ্বাদশ ভৌমিক বা বারভুঞা বর্ত্তমান ছিলেন ভুলুয়ার ভৌমিক রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যদেব তাহাদের অন্যতম। লক্ষ্মণমাণিক্যদেব আদিশূরের বংশধর। নোয়াখালী জিলাতে অদ্যাপি লক্ষ্মণমাণিক্যদেবের বংশধরগণ বাস করিতেছেন।

আদিশূর কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা সহজ নয়। ঘটকদিগের গ্রন্থে যে ৬৫৪ শকে এদেশে ব্রাহ্মণ আগমনের কথা।

(ঝ) গৌড়রাজমালা ৯৭ পৃষ্ঠা।

লিখিত আছে তাহাও আদিশূরের অভাবের বহুকাল পরে লিখিত হইয়াছে। ভুবনেশ্বরের প্রশস্তি, ঘটকদিগের গ্রন্থ ইত্যাদি আলোচনা দ্বারা আদিশূর খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে বা অষ্টম শতাব্দীর প্রথমপাদে বর্ত্তমান ছিলেন ইহা নির্দ্দেশ করিলে অন্যায় হইবে না।

আদিশূরের সময়ে এ দেশ বৌদ্ধধর্ম্মের স্রোতে প্লাবিত ছিল। এজন্য আদিশূর পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং পাঁচজন কায়স্থ আনয়ন করেন। বাঙ্গলাদেশের রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ সকলেই উক্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণের বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন।

সমসাময়িক গ্রন্থ, তাম্রশাসন এবং শিলালিপি যে উৎকৃষ্ট প্রমাণ তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু এই সকল প্রমাণ হইতেও সত্য উদ্ধার করা সহজ নয়। ইহা প্রায়ই স্তাবকোক্তি পরিপূর্ণ।

ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে লেখা আছে :—

গোপৈঃ সীম্নি বনেচরৈঃ বনভুবি
গ্রামোপকণ্ঠেজনৈঃ ক্রীড়দ্ভিঃ
প্রতিচত্বরং শিশুগণৈঃ, প্রত্যাপণং
মানবৈঃ লীলাবেশ্মনি পিঞ্জরোদরশুকৈ
রুদ্গীতমাত্মস্তবং যস্যাকর্ণয়ত
স্ত্রপা বিবলিতা নম্রং সদৈবাননং ॥

সীমান্ত প্রদেশে গোপগণ কর্ত্তৃক, বনে বনচরগণ কর্ত্তৃক, গ্রামসমীপে জনসাধারণ কর্ত্তৃক, চত্বরে ক্রীড়াশীল শিশুগণ কর্ত্তৃক, প্রত্যেক ক্রয়বিক্রয় স্থানে বণিকগণ কর্ত্তৃক, এবং বিলাসগৃহের পিঞ্জরস্থিত শুকগণ কর্ত্তৃক, গীয়মান আত্মস্তব শ্রবণ করিয়া নরপতির বদনমণ্ডল লজ্জাবশে নিয়ত ঈষৎ বক্রভাবে বিনম্র হইয়া রহিয়াছে।

বিজয়সেন প্রশস্তিতে :—

যস্তা দিব্যভুবঃ প্রতিক্ষিতিভৃতামূর্ব্বি মুরীকুর্ব্বতা।
বীরাগ্রণ্‌ লিপিলাঞ্ছিতোঽসিরমুনা প্রাগেব পত্রীকৃতঃ

বিজয়সেন পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন এবং প্রতিকূল নৃপতিদিগকে দিব্যভুমি দান করিয়াছিলেন, অর্থাৎ সমন সদনে পাঠাইয়াছিলেন।

বল্লালসেনের তাম্রশাসনে :—

প্রত্যাদিশন্নবিনয়ং প্রতিবেশ্মরাজা
বভ্রাম কার্ম্মুকধরঃ কিলকার্ত্তবীর্য্যঃ।
অস্যাভিসেক বিধিমন্ত্র পদৈস্ত্রিরীতি
রারোপিতোবিনয়বর্ত্মনি জীবলোকঃ ॥

সেই রাজা (বিজয়সেন) অত্যাচারাদি শাসন করার জন্য ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া প্রতিগৃহে ভ্রমণ করিতেন। তৎকালে তাঁহাকে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন বলিয়া বোধ হইত। তাহার অভিষেক মন্ত্র পাঠ হইবামাত্র এই জীবলোক ঈতিশূন্য হইয়া বিনয়বর্ত্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

আসরফপুরের তাম্রশাসনেঃ—

"শ্রীমৎখড়্গোদ্যমেন ক্ষিতিরিয়ং অভিতো নির্জ্জিতা। খড়্গোদ্যমেই এই পৃথিবী জয় করেন

এইরূপ সমস্ত তাম্রশাসন স্তাবকোক্তি পরিপূর্ণ।

সমসাময়িক গ্রন্থের এইরূপ স্তাবকোক্তি দৃষ্ট হয়, যথাঃ—

মৈথিল কবি বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

"চৌরজীব রহ পঞ্চ গৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভাণ।"

বিদ্যাপতি তাহার আশ্রয়দাতা মিথিলাপতি শিবসিংহকে পঞ্চ গৌড়েশ্বর বলিয়াছেন।

এই সময়ে ভারত মুসলমান নরপতিগণের করতলগত।

কীর্ত্তিবাসও তাঁহার আশ্রয়দাতাকে পঞ্চ গৌড়েশ্বর বলিয়াছেন:—

"পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা"

এই গৌড়েশ্বর বোধহয় তাহিরপুরের জমিদার,

আদিশূরের অভাবের পরে তাঁহার বংশধরগণ মধ্যে রণশূর খৃষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণরাঢ়ের অধিপতি ছিলেন। লক্ষ্মীশূর এবং মানশূরের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আদিশূরের অন্যান্য বংশধরগণ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

আদিশূর নামে যে একজন ঐতিহাসিক নরপতি ছিলেন, এসম্বন্ধে বঙ্গবাসিগণের এরূপ দৃঢ়বিশ্বাস যে রমাপ্রসাদ বাবুর অথবা রাখাল বাবুর আদিশূর বিষয়ক নির্দ্দেশ কেহ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবেন না।

শ্রীরেবতী মোহন গুহবর্ম্মা।

স্ত্রীশিক্ষার সমস্যা।

সত্যমেব জয়তে।

সমগ্র মনুষ্য সমাজে নারীর সংখ্যা অর্দ্ধেক অপেক্ষা ন্যূন নহে, সুতরাং স্ত্রীজাতির উন্নতি অবনতির কথা প্রত্যেক সমাজেই আদরের সহিত অনুশীলিত হইয়া থাকে। কায়স্থ সমাজেও স্ত্রীশিক্ষার কথা উপেক্ষণীয় নহে। এই মহা প্রয়োজনীয় বিষয় লইয়া যত অধিক আন্দোলন হয় এবং যত অধিক সংখ্যক ব্যক্তি এই আন্দোলনে যোগ দেন ততই ভাল। তাই সেই চিরপুরাতন স্ত্রীশিক্ষার সমস্যা লইয়া অদ্য সুধী সমাজে উপস্থিত হইতেছি। (ক) তথা কথিত "প্রাচীনত্বের" ভক্ত পাঠকবর্গ যাহাই বলুন না কেন, আমরা সুস্পষ্টস্বরে সহস্র বার বলিব যে প্রকৃতপক্ষে প্রাচীনকালে, আর্য্যসভ্যতার উন্নতি-যুগে ভারতে স্ত্রীশিক্ষার বেশ প্রচলন ছিল। আমরা এস্থলে "শিক্ষা" শব্দে "বিদ্যা এবং কলা উভয়কেই গ্রহণ করিতেছি। অনার্য্য সভ্যতাদ্বারা আর্য্যদিগের রাজশক্তি এবং সমাজশক্তি অভিভূত হওয়ার পূর্ব্বে, ভারতের নারীগণ সুশিক্ষিত হইতেন। তাঁহারা সুশিক্ষিত হইতেন বলিয়াই বেদমন্ত্রদ্রষ্ট্রী লোপামুদ্রা ও বাক্ প্রভৃতি, ব্রহ্মবাদিনী গার্গী, ও মৈত্রেয়ী প্রভৃতি নারীর নাম বৈদিক

(ক) ভারতবর্ষে স্ত্রী জাতি শতকরা ২.৩ জন ব্যতীত আর ৯৭.৯৮ জন নিরক্ষর। জাপান দেশে শতকরা ৯৭।৯৮ জন ব্যতীত আর ২.৩ জন নিরক্ষর। কোন মহিয়সী শক্তিবলে জাপান দেশ বাসিনীর মধ্যে এই প্রকার সার্ব্বজনীন শিক্ষা বিস্তার হইল, তাহা প্রত্যেক বঙ্গ দেশবাসীর চিন্তার বিষয়।

সম্পাদক।

সাহিত্যে দেখিতে পাই। পৌরাণিক সাহিত্যে দ্রৌপদী, সাবিত্রী ও মদালসার নামও এই সুশিক্ষারই মাহাত্ম্য ঘোষণা করে। বৌদ্ধ সাহিত্যের 'থেরী গাথার' রচয়িত্রীগণ 'ছলিতক' নাটকের প্রণেত্রী শার্ম্মিষ্ঠা দেবী, কাব্য ও নাট্যসাহিত্যের পাত্রীগণ সকলেই এই সুশিক্ষার সম্বন্ধেই সাক্ষ্য দিতেছেন। সুবিখ্যাত চাণক্যাপরনামা বাৎস্যায়ন স্বপ্রণীত 'কামসূত্রে' নারীদিগের পক্ষে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা ও কলায় সুশিক্ষিত করিবার এবং আবশ্যক হইলে তাহার সাহায্যে, সাধুভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে গৃহিণীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ সূত্রাকারে নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া "গার্হস্থ্য বিজ্ঞান" অথবা Domestic Science শাস্ত্র সম্বন্ধে একখানি উত্তম গ্রন্থ প্রণীত হইতে পারে। (খ) পাঠক মহাশয় একবার এই অধ্যায়টি ভাল করিয়া পাঠ করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে নিরক্ষরা নারীরা এরূপকর্ত্তব্য কখনই সুসম্পন্ন হইতে পারে না।

প্রাচীন কালে, প্রকৃতপক্ষে, ভারতবর্ষে বর্ণত্রিতয়ের মধ্যে পুরুষের ন্যায় নারীরও শিক্ষালাভের অধিকার এবং ব্যবস্থা ছিল। ইতিহাসের ধারা পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে প্রাগৈতিহাসিক সময়ে গ্রীস্ এবং মিশ্র-রাজ্যেও নারী সুশিক্ষা পাইতেন; কিন্তু য়ুরোপীয় সমাজে এইরূপ সুশিক্ষার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। তদ্ধেতু খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রবল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপাদি পাশ্চাত্য ভূমিতে নারীর শিক্ষা লোপ পাইল। শুধু নারীর কেন, খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রভাবে পাশ্চাত্য ভূভাগে পুরুষের শিক্ষাও এক প্রকার লোপ পাইয়াছিল। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সভ্যতা ও সাহিত্যকে pagan অথবা heathen বলিয়া নবধর্ম্মের পুরোহিতগণ তাঁহাদের সহিত শিক্ষাকেই নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। দেশে দেশে নিরক্ষর যাজকদিগের সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বিদ্যা যেন প্রকৃতই খৃষ্টান য়ুরোপকে পরিত্যাগ করিলেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দ পর্য্যন্ত য়ুরোপ অবিদ্যা এবং অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না (গ)। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ রাজা জনের সময়ে যে জমীদার বা ব্যারণ Baron রাজার নিকট হইতে প্রজার অধিকার মূলক ম্যাগনা কারটা (Magna charta) আদায় করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই নিজের নামটিও লিখিতে জানিতেন না!

ভারত, শিক্ষার দেশ যিনি প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রের কিঞ্চিন্মাত্রও স্পর্শ করিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন যে সে কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকে অর্থাৎ আর্য্যবালকগণকে কিরূপ শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইতে হইত ফলতঃ জগতে ইহলৌকিক অথবা পারলৌকিক উন্নতি সাধনের নিমিত্ত, মানবের যত কিছু অথবা যত প্রকার শিক্ষার আবশ্যক হইতে পারে, আর্য্য বালককে সকলই আয়ত্ত করিতে হইত। অত্রকার প্রস্তাব আর্য্যবালকদিগের শিক্ষার সম্বন্ধে নহে, প্রত্যুত, বালিকাদের সম্বন্ধে;

(খ) কামসূত্র, তৃতীয় অধিকরণ, প্রথম অধ্যায়। শেষক

(গ) The dark age. শঃ

সুতরাং আজ সাধারণ শিক্ষার সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া স্ত্রীশিক্ষার সম্বন্ধেই বলিতেছি। (ঘ)

খৃষ্টীয় শাক আরম্ভ হইবার পর সার্দ্ধ পঞ্চশতবর্ষ পূর্ব্বে জগৎ-প্রসিদ্ধ ভগবান্ গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া দেশীয় বিদেশীয় সকল ঐতিহাসিকই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই ভগবান্ গৌতমবুদ্ধের চরিত্র অবলম্বনে লিখিত "ললিত বিস্তর" নামক একখানি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ পুস্তক পাওয়া যায় পুস্তকখানি এত প্রাচীন যে খৃষ্টীয় ৬৯ অব্দে উহা চীন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। (ঙ) ঐ পুস্তকে লিখিত আছে যে ভগবানের বিবাহ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন "যে কন্যা গাথা রচনা করিতে এবং প্রাচীন গাথার অর্থ বুঝিতে পারে, তাহাকেই আমি বিবাহ করিব।"(চ) ঐ "ললিত বিস্তর" গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে ভগবান্ বুদ্ধদেব নিজে তৎকাল প্রচলিত সর্ব্বপ্রকার লিপি (পঞ্চাশত প্রকারেরও অধিক) জানিতেন। এই বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে ভগবান্ তথাগতের সময়ে ভদ্রকন্যাগণ "লেখা পড়া" অর্থাৎ লেখা এবং পড়া উভয়ই শিখিতেন।

এইবার পূর্ব্ব-কথিত "কামসূত্র" হইতে কিছু সাহায্য লইব। ঐতিহাসিকগণের মত এই যে খৃঃ পূঃ ৩১৫ অব্দে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজ্যলাভের প্রধান সহায় প্রসিদ্ধ চাণক্য পণ্ডিত। চাণক্যপণ্ডিত যে চন্দ্রগুপ্তকে মগধরাজ্যে বসাইয়াছিলেন, তাহা শুধু বিদেশী ঐতিহাসিক নহেন, আমাদের পুরাণ শাস্ত্রগুলিও তাহা বলিয়াছেন (ছ) সুতরাং আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে চাণক্য বহুপ্রাচীন ব্যক্তি। এই পণ্ডিত "বাৎস্যায়ন,মল্লনাগ,কৌটিল্য,চণকাত্মজ,চাণক্য, চাণক, দ্রামিল, পক্ষিল স্বামী, বিষ্ণুগুপ্ত এবং অঙ্গুল" প্রভৃতি নামে বিখ্যাতছিলেন। (জ) পরলোকগত কবিবর ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই পরম বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের চরিত্র অবলম্বন করিয়া "চন্দ্রগুপ্ত" নামে যে একখানি নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহাতে এই সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বানের অমর্য্যাদা করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ইনি "কামসূত্র" (বাৎস্যায়ন) "অর্থশাস্ত্র," (কৌটিল্য) এবং "গৌতম সূত্রের ভাষ্য (পক্ষিলস্বামী) প্রভৃতি নানা নামে নানা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া জগতে স্বীয় অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ রাখিয়া গিয়াছেন। মৌর্য্য সম্রাটগণের রাজধানী অথবা রাজপ্রাসাদ বর্ত্তমান কালে প্রত্নবিদ্গণের গবেষণা ও বিবাদের

(ঘ) বিদেশী মুসলমান আক্রিয়ারা যে দিনে আমরা বিজিত হইয়াছি সেই দিন হইতে আমাদের স্ত্রীশিক্ষায় অবনতি আরম্ভ হয়।

সম্পাদক।

(ঙ) Vide Beals' Romantic Legends Of Sakya Budha, Introduction. লেখক।

(চ) ললিত-বিস্তর; ১২শ অধ্যায়।

(ছ) বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ ২৪শ অধ্যায়। শ্রীমদ্ভাগবত ১২শ স্কন্ধ ১।২ অধ্যায়।

(জ) অমরকোষ এবং হেমচন্দ্রের অভিধানাবলি।

বিষয় হইয়াছে, কিন্তু চাণক্য পণ্ডিত সরস্বতীর কৃপায় আজিও অমর রহিয়াছেন।

এই বাৎস্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণের প্রণীত কামসূত্র একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ। ইহাতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে এবং ইহা বিদ্বান্‌গণের একখানি উপজীব্য পুস্তক। বঙ্গদেশে এই গ্রন্থের সটিক সানুবাদ একখানি সংস্করণ থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। আমরা বঙ্গাক্ষরে এই গ্রন্থের একখানি নিকৃষ্ট ও ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ বহি পাইয়াছি কিন্তু তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই। যাহা হউক' এই ভ্রমপূর্ণ ও ছিন্নাঙ্গ পুস্তক হইতেও আমরা দেখিতে পাইতেছি যে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে অন্ততঃ উত্তর ভারতে অত্যুন্নত প্রকারের সভ্যতা বিদ্যমান ছিল। সভ্যতার অন্যান্য অঙ্গ আমাদের আলোচ্য নহে;শিক্ষার সম্বন্ধেই আমরা আলোচনা করিতেছি।

বাৎস্যায়ন বলিতেছেন—পুরুষ ধর্ম্মার্থবিষয়ক শিক্ষা লাভ করিবার সময়ে যথাকালে "কামসূত্র"এবং তাহার অঙ্গ শিক্ষা করিবেন। বালিকাও যৌবন প্রাপ্তির পূর্ব্বে এই বিদ্যাশিক্ষা করিবেন। বিবাহিতা মহিলা স্বামীর অভিমত বিদ্যা শিখিবেন।—অনেকে বলেন যে স্ত্রীজাতির শাস্ত্রে অধিকার নাই, তাহা আমি স্বীকার করি না, কারণ বিদ্যাশিক্ষা না করিলে, তাঁহারা জীবনের আবশ্যক কার্য্যাদি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন না। "কামসূত্রের" অন্তর্গত যে বিষয়গুলি গূঢ় অথবা গোপনীয়,মহিলারা তাহা বিশ্বস্ত মহিলাগণের নিকট শিক্ষা করিবেন। (ঝ) এই "গূঢ়" বিষয়গুলিকে চতুঃষষ্টি যোগ বলা হইয়াছে; উহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই সময়ে উহাদ্বারা অলসের কৌতুহলসিদ্ধি ভিন্ন আর কোন ফল হইবার উপায় নাই।

তবে বালিকামাত্রেরই চতুঃষষ্টি কলা (যোগনহে) অবশ্য শিখিতে হইবে। এই চতুঃষষ্টি কলা প্রকৃতই নরনারীর অবশ্য শিক্ষনীয় বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরাজী ভাষায় যে বিদ্যাকে Fine Arts বা Accomplishments বলে, এই কলাবিদ্যা তাহারই অন্তর্গত। আমরা "কলা" গুলির নাম নির্দ্দেশ করিতেছি যথা :—

(১) গীত। (২) বাদ্য (৩) নৃত্য। (৪) আলেখ্য। (চিত্রবিদ্যা) (৫) বিশেষকচ্ছেদ্য। (টিপ, তিলক প্রভৃতি কাটা) (৬) তণ্ডুল-কুসুমবলি বিকার। (চাউল ও ফুল দিয়া মাটিতে চিত্র বিচিত্র আসনাদি প্রস্তুত করা)। (৭) পুষ্পাস্তরণ (ফুলের বিছানা, চাদর নির্ম্মাণ)। (৮) দশনবসনাঙ্গরাগ (দাঁতে, নখে, গায়ে, রং করা ও কাপড় ছোবান)। (৯) মণিভূমিকা (বিভিন্নরঙ্গের মূল্যবান্ প্রস্তরের দ্বারা হর্ম্ম্য-ভিত্তিতে In-laid শিল্প করা)। (১০) কর্ম্মশয়নরচনা (নানা প্রকারের শয্যা প্রস্তুত। (১১) উদকবাদ্য (জলে আঘাত করিয়া বাদ্যকরা)। (১২) উদকাঘাত (জলে আঘাত করিয়া ক্রীড়া। (১৩) চিত্রযোগ (সাদা চুল কালো করা, গলিত স্তন কঠিন করা, মুখ সুবাসিত করা ইত্যাদি)। (১৪) মাল্যগ্রথন-বিকল্প (নানাবিধ মালা গাঁথা। (১৫) শেখর—কাপীড় যোজন (নানা প্রকারের টুপি, পাগড়ী, ও মস্তকের অলঙ্কার প্রস্তুত)। (১৬) নেপথ্য প্রয়োগ (বেশভূষা রচনা করিয়া দেওয়া,)

(ঝ) কামসূত্র ১ম অধিকরণ তৃতীয় অধ্যায়।

বিবাহের বরকনা, অভিসারিকার বেশ অথবা অতিনরিক বেশ রচনা)। (১৭) কর্ণ-পত্রভঙ্গ (কুঙ্কুম, গোরোচনা, অগুরু ও চন্দনাদি দ্বারা কপোলে, ললাটে এবং স্তনে চিত্র কার্য্য করা)। (১৮) গন্ধযুক্তি (বিবিধ প্রকার সুগন্ধদ্রব্য প্রস্তুত)। (১৯) ভূষণ যোজনা (অলঙ্কার পরাণের বাহাদুরী)। (২০) ঐন্দ্রজাল (ভোজবাজি)। (২১) কৌচুমার যোগ (কামসূত্রে ইহাকে উপনিষদ্ বলা হইয়াছে ; রূপ-যৌবনাদি চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে বিবিধ ক্রিয়া আজকাল য়ুরোপে Beauty Doctor এই ব্যবস্থা করেন)। (২২) হস্তলাঘব (ভোজবাজীর অঙ্গ, হাত সাফাই) (২৩) বিবিধ শাকাপূপ ভক্ষ বিকারক্রিয়া (এক কথায় "বিপ্রদাস" বাবুর পাকপ্রণালী এবং মিষ্টান্ন পাক)। (২৪) পানক রস রগাসব-যোজন (নানারূপ সরবৎ, রঙিন ও সুস্বাদ পানীয়, সুগন্ধ সুস্বাদ—যেমন "রতিফল" আসব বা Wine প্রস্তুত) (২৫)সূচীবানকর্ম্ম। (সূচীর কাজ Needle Work)(২৬) সূত্রক্রীড়া (সূতা পুতুলে বাঁধিয়া খেলা করা) (২৭)বীণা ডমুরুবাদ্য। (২৮) প্রহেলিকা (হেঁয়ালি)। (২৯) প্রতিমালা (?)। (৩০) দুর্ব্বাচকযোগ (এমন লেখা অথবা কথা কহা, যাহা অপরে বুঝিতে না পারে)। (৩১) পুস্তক বাচন (স্বর সহিত কবিতা পাঠ)। (৩২) নাটকাখ্যায়িকা দর্শন (অভিনয় দেখান)। (৩৩) কাব্যসমস্যা পূরণ। (৩৪) পট্টিকা বেত্রবান বিকল্প বেতের পেটিকা প্রভৃতি প্রস্তুত। (৩৫) তক্ষকর্ম্ম (সূত্রধরের কাজ)। (৩৬) তক্ষণ পালিশ করা। (৩৭) বাস্তুবিদ্যা (ইমারত প্রস্তুত করিবার বিদ্যা Engineering) (৩৮) রূপরত্ন পরীক্ষা (স্বর্ণ রৌপ্যাদি পরীক্ষা) (৩৯) ধাতুবাদ (এক ধাতু হইতে অন্য ধাতু করা —যেমন তামা ও পারাকে সোনা করা, পিত্তল, কাংস্যাদি মিশ্রধাতু প্রস্তুত করা ৪০। মণিরাগাকজ্ঞান খণি বিদ্যা ? ৪১। বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ যোগ (উদ্ভিদ্‌বিদ্যা)। (৪২) মেষকুক্কুটলাব যুদ্ধবিধি (cock fight)। (৪৩) শুকসারিকা প্রলাপন (পাখী পড়ান)। (৪৪) উৎসাদনে, সংবাহনে ও কেশমর্দ্দনে কৌশল (গায়ে তেল হলুদ প্রভৃতি মাখান, গা পা টিপিয়া দেওয়া massage ও চুল আঁচড়ান ও টানিয়া ঘসিয়া আরাম দিতে শেখান)। (৪৫) অক্ষরমুষ্টিকা কথন (অক্ষর লিখিবার নানা কৌশল)। (৪৬) ম্লেচ্ছিতবিকল্প (ম্লেচ্ছভাষাজ্ঞান)। (৪৭) দেশভাষাবিজ্ঞান (নানা দেশভাষার জ্ঞান)। (৪৮) পুষ্প শকটিকা (ফুল দিয়া খেলার জিনিষ তৈয়ার করা)। (৪৯) নিমিত্তজ্ঞান, (শাকুন শাস্ত্র)। ৫০। যন্ত্রমাতৃকা ? ৫১। ধারণ-মাতৃকা ?. ৫২। সংপাঠ্য ? ৫৩। মানসী-কাব্যক্রিয়া extempore বা মুখে মুখে কবিতা রচনা)। ৫৪। অভিধান কোষ। ৫৫। ছন্দোজ্ঞান। ৫৬। ক্রিয়াকল্প ? ৫৭। ছলিতক যোগ ? ৫৮। বস্ত্র-গোপন। ৫৯। দ্যূতবিশেষ। ৬০। আকর্ষক্রীড়া (পাশা প্রভৃতি খেলা) ৬১। বালকক্রীড়া ৬২ হইতে ৬৪। বৈনয়িকী, বৈজয়িকী ও বৈয়ামিকী বিদ্যার জ্ঞান ?

ক্রমশঃ

শ্রীখিলচন্দ্র পালিত।

প্রচার প্রসঙ্গ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি (২))

৬ই আষাঢ় সোমবার ১৩২২—অদ্য অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় ভাগলপুরের শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ মহাশয়জীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমার আগমনের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি সৌম্য বাক্যাদি প্রকৃত সাধু জনোচিত মধুর, ব্যবহার অভিমান-শূন্য, সরলতায় পরিপূর্ণ, বলিতে কি এমত অমায়িক ও সহৃদয় ব্যক্তি সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না আমি যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি তখন তথায় গয়তা নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, পাচখড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহ, সদরপুর বক্তরক্ষের শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ এবং নৃত্যলাল সিংহ উপেন্দ্রনাথ সিংহ প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। দুঃখের বিষয় ইহাঁদের মধ্যে কেহই উপনীত নহেন, অধিকন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকের এমত দৃঢ় ধারণা যে উপবীত গ্রহণ করা কায়স্থের পক্ষে নিতান্ত অবৈধ। এই বিষয়ে আমি প্রতিবাদ উত্থাপন করিলে ঘোষ মহাশয় প্রতি প্রফুল্লান্তঃকরণে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের অনুকূলে প্রাচীন কি কি গ্রন্থ আছে?" তদুত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক প্রাচীন পুরাণ ইতিহাসাদি বহু গ্রন্থ আছে, তৎসমস্ত নাম আমি আর কত বলিব, তবে সংক্ষেপে পুরাণের মধ্যে পদ্ম, স্কন্দ ভবিষ্য, গরুড়পুরাণ, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, বিষ্ণু-সংহিতা, মিতাক্ষরা, বিজ্ঞানেশ্বর, কথা সরিৎসাগর, রাজতরঙ্গিণী, ক্ষিতীশবংশাবলী, উত্তর নৈষধ চরিত, আইন আকবরী, কায়স্থ খবর, চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক, চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য-চরিতামৃত ইত্যাদি অনেক পবিত্রগ্রন্থেই কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় তদ্বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ স্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। শ্রীভগবানের মুখ নিঃসৃত গীতাশাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে গুণকর্ম্মে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্বের অনুকূলে যে সমস্ত পুস্তক প্রণয়ন হইয়াছে তাহাও ঐ সমস্ত পুস্তক হইতেই সংকলিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে প্রকাশিত কায়স্থের বর্ণ নির্ণয়, কায়স্থ সমাজের সংস্কার, কায়স্থ-তত্ত্ব, কায়স্থ-তত্ত্ব-বিচার, কায়স্থ

তত্ত্ব-নির্ব্বাচন কায়স্থ-তর্কসমাধান, ব্রজ কায়স্থ প্রদীপ, কায়স্থতত্ত্ব তরঙ্গিণী, কায়স্থকুল প্রতিভা, কায়স্থ দর্পণ, জাতিতত্ত্ব (বঙ্গে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য আর্য্যকায়স্থদীপিকা বিশ্বকোষের কায়স্থ প্রকরণ,বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য কাণ্ড) এবং মাসিক পত্রিকা আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা ও কায়স্থ-পত্রিকা ইত্যাদি পুস্তক পাঠ করিলেই জানিতে পারেন। কায়স্থ যে প্রকৃত পক্ষেই ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গতঃ তাহা প্রতিপন্ন করার পরে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ মহাশয় আপত্তি উত্থাপন করিলেন,—

পুরুষ পরম্পরায় বহুকাল যাবৎ পতিত সাবিত্রীকের অধঃস্তন পুরুষের উপনয়ন গ্রহণ করার অনুকূলে বিশিষ্ট কি প্রমাণ আছে এবং প্রায়শ্চিত্তের কিরূপ কি বিধান আছে ?"

তদুত্তরে মিতাক্ষরাধৃত আপস্তম্ব ধর্ম্ম সূত্রের নিম্নোক্ত বচন বলা হয়,—

"যস্য পিতৃ পিতামহাবনুপনীতৌ স্যাতাং
তস্য সংবৎসরং ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং।"
যস্য প্রপিতামহাদের্নাস্মর্যাতে উপনয়নং
তস্য দ্বাদশ বর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যমিতি
সর্ব্বেষাং যথোক্ত প্রায়শ্চিত্তানন্তরোপনয়নাদি
সংস্কারঃ করণীয় এব॥"

অর্থাৎ যাহার পিতা ও পিতামহের উপনয়ন হয় নাই, নিজেও যথাকালে উপনীত হয় নাই সে এক বৎসর কাল ত্রিবেদ বিহিত ব্রহ্মচর্য্যা করিয়া উপবীত গ্রহণ করিবে। আর যাহার প্রপিতামহাদির উপনয়ন স্মরণ হয় না তাহার ১২ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিতে হইবে অসমর্থের পক্ষে সকল প্রায়শ্চিত্তেরই অনুকল্প আছে। কলির মানবের পক্ষে বার বৎসর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করা অসম্ভব, তাহাতেই অনুকল্পের ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্য হইতেছে। (ক) দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতের অনুকল্প কি হইবে, এ সম্বন্ধে ৺ কাশীধামের পণ্ডিত এবং (বেনারস কলেজের অধ্যাপক) মহামহোপাধ্যায় স্বামী রামমিশ্রশাস্ত্রী মহাশয় ১৯৪৪ সংবতে প্রকাশিত ব্রাত্য-সংস্কার মীমাংসা গ্রন্থে যে (খ) দিয়াছেন তদানুসারেই কায়স্থ মহাত্মাগণ প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিয়া উপবীত ধারণ করিতে পারেন। কলিকালের জন্য সর্ব্বোপরি আর একটা উৎকৃষ্ট যোক্ষ প্রায়া-

---

(ক) এ বিষয় শাস্ত্রে আছে,—

"কৃতে ব্রতং সমাদিষ্টা ত্রেতায়াং ধেনুরেব চ।
কৃচ্ছ্রাদীনান্তু সর্ব্বেষাং মূল্যন্তু দ্বাপরে কলৌ॥"

প্রায়শ্চিত্তার্থে সত্যযুগের জন্য ব্রত আদিষ্ট হইয়াছে, ত্রেতাতে তৎপরিবর্ত্তে ধেনুদান করিবে, দ্বাপর ও কলিতে ধেনুর মূল্যদান করিবে।

(খ) রামমিশ্রের ব্রাত্য সংস্কার মীমাংসা অতি উপাদেয় গ্রন্থ—

" দ্বাদশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য মহাব্রত জো নহীং কর সকতেহৈং উন হেতু উসকা প্রত্যাম্নায় স্বরূপ ৩৬০ গোপ্রদান করনা হোগা, গোকা নিষ্ক্রয়মান রজতমান, তাম্রমান, কপর্দ্দিকামান ভেদসে তীন প্রকারকা হোগা, জিসকী জৈসী শক্তিহৈ উসকে অনুসার করণা হোগা, ধনী, ধীর, দরিদ্র, অতিদরিদ্র ভেদসে প্রায়শ্চিত্তকা আধিক্য ঔর সঙ্কোচ করনা হোগা "

লেখক

শ্চিত্তের বিধান আছে, তাহা গঙ্গাস্নান (গ) এবং শ্রীহরির নাম স্মরণ। (ঘ)

এ পর্য্যন্ত কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, কর্ণাট, মিথিলা, অযোধ্যা, মথুরা, বুন্দী, কাশ্মীর, জম্বু, পুরী প্রদেশীয় এবং বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ, পূর্ব্বস্থলী ভট্টপল্লী, কলিকাতা, বিক্রমপুর, বাকলা, চন্দ্রদ্বীপ, যশোহর, ফরিদপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া মুর্শীদাবাদ, পাবনা, বগুড়া, রংপুর, রাজসাহী, হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি নানা স্থানের ভারত বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় এবং চিরপূজ্য মহর্ষি কল্প অনেক অধ্যাপক মহোদয় কায়স্থ ও বৈদ্যের উপনয়ন গ্রহণের অনুকূলে যে ভূরি ভূরি বিধি ব্যবস্থা দিয়াছেন,ইহা কি আপনারা কল্পিতবলিয়া মনে করেন ?

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহ এবং উপেন্দ্রনাথ সিংহ নানাপ্রকার অযৌক্তিক আপত্তি তুলিয়া বাকবিতণ্ডা আরম্ভ করিলেন। ইহারা বলেন "প্রপিতামহাদেঃ" শব্দে প্রপিতামহ হইতে ঊর্দ্ধতন পুরুষ না হইয়া অধস্তন পুরুষ হইবে। এই প্রকার যুক্তিহীন প্রতিবাদ শ্রবণে সুধীবৃন্দ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না।

"প্রপিতামহাদেঃ" পদে যদি প্রপিতামহ হইতে নিম্নতর পুরুষগণ বুঝাইত তবে "নানুস্মর্য্যতে" [স্মরণহয়না] এই উক্তি থাকিবার তাৎপর্য্য কি ? বিবেচনা করিয়া দেখুন। প্রপিতামহ ও তদূর্দ্ধ পুরুষের উপনয়ন ছিল কিনা, তাহা স্মরণ না হইতে পারে কিন্তু প্রপিতামহ হইতে পিতাপর্য্যন্ত উপনয়ন ছিল কিনা, তাহা স্মরণ হয়না একথা প্রলাপ বাক্য বৈ আর কি বলা যাইতে পারে (ঙ)

(গ) যদাকার্য্যং শতং কৃত্বা গঙ্গাভিষেচনম্।
সর্ব্বং দহতি গঙ্গাম্বু তূলরাশিমিবানলঃ॥
স্নানমাত্রেণ গঙ্গায়াং পাপং ব্রহ্মবধাদিকম্।
কুতঃধর্ব্বং কথং যাতি চিন্তয়েদ্ যোবদেদপি॥
তস্যাহং প্রদদে পাপং কোটি ব্রহ্মবধোদ্ভবম্।
স্তুতিবাদমিমংমত্বা কুম্ভিপাকেষু পচ্যতে॥

অর্থাৎ যদি শত শত অন্যায় কার্য্য করিয়াও গঙ্গাস্নান বা তদ্বারি অভিসিঞ্চন করে, যেমন অগ্নি তুলারাশিকে ভস্মীভূত করে,তদ্রূপ গঙ্গা তাঁহার পাপ সমস্ত বিনাশ করেন। গঙ্গাস্নান করিবামাত্র ব্রহ্মবধাদি মহাপাতক কি প্রকারে বিনষ্ট হয়, এই রূপ যিনি বলেন বা চিন্তা করেন, গঙ্গা তাঁহাকে কোটি ব্রহ্মবধের পাপ প্রদান করেন। যিনি গঙ্গার মহিমাকে স্তুতিবাদ মনে করেন, তাঁহাকে কুম্ভিপাক নরক ভোগ করিতে হয়।

(ঘ) "সর্ব্বধর্ম্মবহির্ভূতঃ সর্ব্বপাপ রতস্তথা।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুচিন্তনাৎ॥১"
বৈশম্পায়ন-সংহিতা
"হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপিস্মৃতঃ।
অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ"॥২
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

শ্লোকদ্বয় অতিশয় প্রাঞ্জল, এই জন্য অর্থ লিখিলাম না।

মহর্ষিগণ নানাবিধ প্রায়শ্চিত্ত ও তপশ্চর্য্যাদির যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণানুস্মরণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত। পাপকরিয়া যাহার অনুতাপ হয়, তাহার পক্ষে শ্রীহরিস্মরণই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত।

(ঙ) এঃ সম্বন্ধে সর্ব্বশাস্ত্র নিবন্ধকারগণের মান্যতম অতি প্রাচীন মদন রত্নে 'যাহার প্রপিতামহাদির উপনয়ন হয় নাই', এই ক্রিয়া

মহাশয়জী আমার এই যুক্তি অনুমোদন করিলেন। তিনি বলিলেন, অনেকে এখনও এই মতটী ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে না পারায় সংস্কার গ্রহণে এত ইতঃস্তত করিতেছেন। বিশেষতঃ বহুকাল প্রচলিত প্রথানুযায়ী অশৌচ ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানের সংকোচ ও ব্যতিক্রম বিষয়েই এখন অনেকের নিকট প্রধানতম আপত্তির কারণ।" এই অপত্তি সম্বন্ধে তাঁহার সহিত যৎ কিঞ্চিৎ আলোচনা হয় এবং অন্যান্য বিষয় আলাপ হয়। পরিশেষে তিনি বলিলেন সকলের সহিত ঐক্যমত হইয়া যে কর্ত্তব্য হয় করিবেন। সংস্কার অভাবে এপ্রদেশের উত্তর রাঢ়ীয় শ্রেণীর মধ্যে দুইটী থাক হইয়া পড়িয়াছে একটী উচ্চস্তর একটী সাধারণ স্তর। দ্বিতীয় স্তরের আচার পদ্ধতি, চাল-চালন, বেশ-ভূষা এবং রীতি নীতি এমত হইয়া পড়িয়াছে যে, অধিকাংশের আচার ব্যবহার না বেহারী, না বাঙ্গালী। এই প্রকার বিসদৃশ অসম্বন্ধ বৈষম্যভাব দর্শনে অন্তঃকরণে বিষাদের সঞ্চার হয়। মাননীয় মহাশয়জীকে এতদ্দিকে কৃপাদৃষ্টি করিতে এবং সর্ব্ব বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করতঃ জাতীয় উন্নতি কর সংস্কার কার্য্যে অতিসত্বর মনোযোগী হইতে সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা করিলাম। তিনি ভাগলপুর প্রদেশে অন্যূন চতুঃসহস্র কায়স্থের নেতৃত্বে পদে সমাসীন আছেন; সমাজের এ প্রকার বিচ্ছিন্নতা এবং অধঃপতন অবস্থা দেখিয়া তৎ প্রতিকারের উপায় বিধান না করা তাঁহার মত মহানুভব ব্যক্তির পক্ষে অগৌরবের কারণ নহে কি? (চ)

ক্রমশঃ

শ্রীমাখনলাল বর্ম্মা।

"তদনুসারে অধস্তন পুরুষগণের ও উপনয়নাভাব" ইহাতে কষ্ট কল্পনায় প্রপিতামহাদেঃ-শব্দের উর্দ্ধপুরুষ পরিগ্রাহকত্ব অভিহিত হইয়াছে। ভারত বিখ্যাত স্বর্গীয় তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় তাঁহার প্রসিদ্ধ "বাচস্পত্যভিধানে" নানা শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে প্রমাণাবলী উদ্ধৃত করিয়া এ বিষয় যথোচিত সুমীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। লেখক

(চ) আজ ১২ বৎসর কায়স্থের উপনয়ন বিষয় আলোচনা হইতেছে, তথাপি মহাশয়জীর চৈতন্য হইল না। তাঁহার চৈতন্য কখনও যে হইবে সে আশা আমরা করি না। সঃ

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার ইতিবৃত্তি।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি ৪র্থ প্রস্তাব]

কায়স্থ সমাজের পরম হিতৈষী দিনজপুরাধিপতি মহারাজা শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর কায়স্থ সভা প্রতিষ্ঠার প্রথম হইতেই অদ্য পর্য্যন্ত সমভাবে উহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন। উহাতে কায়স্থ জাতির মঙ্গল ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন উদ্দেশ্য আমরা দেখি না। ক্ষমতা ঐশ্বর্য্য ও সামাজিক মর্য্যাদা মহারাজ বাহাদুরের অভাব নাই। কায়স্থ সভার প্রথম অধিবেশনে সভাপতি নির্ব্বাচনের সময় আমরা সকলেই মনে করিয়াছিলাম যে উহা মহারাজ বাহাদুরেরই প্রাপ্য কিন্তু তিনি নিজে সভায় দণ্ডায়মান হইয়া যখন উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখান করিয়াছিলেন, তখন আমরা বুঝিয়াছিলাম যে তিনি পদ গৌরবের কাঙ্গাল নহেন।

২। বঙ্গ দেশীয় কায়স্থ সভার কার্য্যে মহারাজ বাহাদুর কথার তোপে কেল্লা ফতে করেন নাই। তিনি স্বপুত্র কুমার বাহাদুরকে উপনয়ন গ্রহণ করাইয়া নিজেও উপনীত হইয়াছেন। এই কার্য্যের দ্বারা তিনি ভিক্ষু ও বাক্ সর্ব্বস্ব রাজন্যবর্গ এবং জমিদারদিগকে সৎসাহসের আদর্শ দেখাইয়াছেন। তাঁহার যত্ন ও উৎসাহে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে উপনয়ন সংস্কার শনৈঃ শনৈঃ প্রসারতা লাভ করিতেছে এবং ত্রয়োদশাহে বহু ব্যক্তির আদ্যশ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন হইতেছে, এতদ্ব্যতীত বহু অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণের সেন্‌সচ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন।(ক) অপর তিন শ্রেণীর কায়স্থের লোক গণনা সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ আছে। আমরা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার নেতৃবর্গকে মহারাজ বাহাদুরের আদর্শ অনুকরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। স্বজাতির ব্যথায় অশ্রু মোচন করিবার জন্যই কায়স্থ সভার প্রতিষ্ঠাতৃগণ উক্ত সভার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহা বুঝিয়া কার্য্য করিলেই কায়স্থ সভার জন্ম সার্থক হইবে।

৩। এক্ষণে আমরা কায়স্থ সভার মেরুদণ্ড স্বরূপ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের কথা না বলিয়া পারিতেছিনা। এই মহাত্মা বৃদ্ধ বয়সে কায়স্থ সভার জন্য যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন তাহার তুলনা নাই। তিনি নিজের দৈহিক সুখ দুঃখের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ভারতের নানা প্রদেশে গমনাগমন

(ক) ভাগলপুর নিবাসী উত্তররাঢ়ীয় নেতা শ্রীযুত তারকনাথ ঘোষ মহাশয়জী মহারাজা বাহাদুরের আদর্শ গ্রহণ করেন নাই, তিনি প্রকৃতপ্রস্তাবে দ্বিজ হইয়া আজিও শূদ্রত্বের মোহজালে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছেন। হা! ধিক্! সঃ

করিয়া আভিযাচন কুমারীকায় কায়স্থদিগকে ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ করিতে যে যত্ন পাইতেছেন তাহার জন্য সকল কায়স্থই তাঁহার নিকট ঋণী। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস মিত্র মহোদয় কায়স্থ সভার পরিচালনের ভার গ্রহণ করায় সভার মর্য্যাদা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সহিত সারদাবাবুর কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা একটি কথায় আমরা পাঠককে বুঝাইয়া দিতেছি। কোন স্থানে উক্ত সভারনাম হইলে তত্রস্থ সকলেই উক্ত কায়স্থ সভাকে "সারদাবাবুর কায়স্থ সভা" বলিয়া থাকেন। ফলতঃ বর্ত্তমানে মিত্র মহোদয়ই উক্ত সভার আদি অন্ত। পক্ষান্তরে হাইকোর্ট হইতে অবসর গ্রহণের পর হইতে স্বজাতির আসনে সমাসীন হইয়া মিত্র মহোদয়ের কায়স্থ সভাই আহার, কায়স্থ সভাই বিহার, কায়স্থ সভাই তাঁহার সর্ব্বস্ব হইয়াছে। তিনি কায়স্থ সভারজন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া যত্ন লইতেও কুণ্ঠিত হন না। আমরা বহুস্থলে তাহা দেখিয়াছি।

৪। ভারতের রাজপুতানা, মহারাষ্ট্র, বারানসী ও অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানে কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণ বঙ্গ দেশস্থ কায়স্থ দিগকে হেয় মনে করিয়া তাঁহাদিগের স্পৃষ্ট জল গ্রহণেও আপত্তি করিতেন, পুরুষসিংহ মিত্র মহোদয়ের চেষ্টাতেই তাঁহারা বাঙ্গালী কায়স্থের সহিত একাসনে পংক্তিভোজন করিয়া গিয়াছেন। এবং বাঙ্গালী কায়স্থের সহিত যৌন সম্বন্ধে স্থাপনেও স্বীকার করিয়াছেন। সারদা বাবুর বপিত বীজ কালে বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হইয়া সুফল ফলিবে। সমস্ত ভারতের কায়স্থগণের দ্বারা যখন এক অখণ্ড বিরাট কায়স্থ সমাজের সৃষ্টি হইবে, তখন সেই গৌরব-কাহিনীতে তাঁহার নাম সুরক্ষিত হইয়া তদীয় কর্ম্ম বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিবে।

৫। কাহারও কাহারও নিকট আমরা শুনিতে পাই। (১) বঙ্গ দেশীয় কায়স্থ সভার কার্য্য সম্বন্ধে মিত্র মহোদয় যত অধিক বোঝেন ততদূর কিংবা তদপেক্ষা বেশী কেহ বুঝিতে পারেন এই বিশ্বাস বোধহয় তাঁহার আছে। অন্ততঃ তাঁহার কার্য্য প্রণালী দেখিয়া ইহাই মনেহয়। যে সভার সহিত হিন্দুর ধর্ম্ম ও হিন্দুর শাস্ত্রের অতীব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সেই সভার সম্বন্ধে মিত্র মহোদয়ের ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তির মনের ভাব এইরূপ হইলে বড়ই ক্ষোভের বিষয় বটে।

(২) কায়স্থ সভার বার্ষিক অধিবেশনে ভিন্ন ভিন্ন সভা কর্ত্তৃক যে সকল প্রস্তাবনা উপস্থাপিত হয় তাহা সারদা বাবুই নাকি নির্দ্ধারণ করেন। সুতরাং সেই সকল প্রস্তাবনায় শুকপাখির ন্যায় "হরে কৃষ্ণ" বলায় বেশী প্রস্তাবকগণের আর কোন কর্ত্তৃত্ব থাকেনা। তাহার পরে ঐসকল নির্দ্ধারিত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কোন উপায় অবলম্বন করা হয় না। কিংবা কোন সভ্য কে ভারার্পণ করা হয় না। যেরূপ ভাবে কমিটির কার্য্য পরিচালিত হয় তাহাতে উক্ত কমিটির অস্তিত্ব রক্ষাকরিবার কোন প্রয়োজন আমরা অনুভব করিনা।

(৩) কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন প্রায়ই অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে শেষ হয়, এবং বর্ত্তমানে সভায় ১৮ জন সভ্যের বেশী

উপস্থিত হয় না। এই ৭।৮ জনের মধ্যে মিত্র মহোদয়ের স্বগৃহের অনুগত ৩।৪ জন থাকেন পূর্ব্বে পূর্ব্বে সমিতির নির্দ্দিষ্ট সভ্য ব্যতীত শত শত সম্ভ্রান্ত কায়স্থ উহাতে যোগদান করিতেন, সুতরাং সভার চেষ্টা ও আকাঙ্খা অতিশয় উন্নত ছিল। এখন যে কারণেই হউক লোকে যখন উক্ত সমিতিকে মিত্র মহোদয়ের নিজস্ব মনে করেন তখন সাধারণে উক্ত সমিতির প্রতি সেই আগ্রহ কিংবা অনুরাগ থাকিতে পারেনা। তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। সভার এই শোচনীয় অবস্থা কি করিয়া দূর করা যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবনের প্রস্তাব করিলে পাছে সারদা বাবু বিরক্ত হন এই ভয়ে কোন সভ্যই কোন প্রস্তাব উপস্থিত করিতে সাহস পান না। এত বড় হৃষ্টপুষ্ট কায়স্থ সভার ৭।৮টি মাত্র সভ্যদ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি কিরূপে গণ্যমান্য হইতে পারে। অথচ প্রায় একযুগ গত হইতে চলিল সভার ভাগ্য বিধাতা উক্ত মিত্র মহোদয় কি উপায়ে উহার প্রতিকার হইতে পারে এই প্রস্তাব সভাতে একদিনও উত্থাপন করিলেন না ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নহে। কদাচিৎ কোন সৎসাহসী সভ্য কায়স্থ সভার হিতকল্পে কোন প্রস্তাব অবতারণা করিতে চাহিলে সময় অভাব জানাইয়া সমিতি সেই সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হন। যাহাদের এত সময় অভাব তাঁহাদের উক্ত সমিতিতে যোগদান না করাই কর্ত্তব্য। ফলতঃ বর্ত্তমান সময়ে কার্য্য নির্ব্বাহিক সমিতি থাকা না থাকা সমান কথা—কারণ সভা সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্যের সর্ব্বেসর্ব্বা মিত্র মহোদয়। কায়স্থ সভার হিতৈষী গ্রন্থের আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভায় একদিন নিম্ন লিখিত কথাগুলি পাঠ করিয়াছিলামঃ—

(১) "কায়স্থ সভার বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার মহাশয়ের বক্তৃতা কালে জনৈক সভ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "যজ্ঞোপবীত রহিত হইল কেন"? এই বিষয়টির সম্পূর্ণ উত্তর দিবার সময় তিনি পান নাই। কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ করিবার সময়ও তিনি পান নাই। বর্ত্তমান সময়ে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ যখন আমাদের কায়স্থ সভার মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য এইপ্রস্তাবের বাক্তিগণকে ৫।১০ মিনিটের অধিক সময় দেওয়া উচিত, ফলতঃ আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে যিনিই কেন বার্ষিক সভার সভাপতি হউন না সময় দেওয়া সম্বন্ধে কর্ত্তা অনেক সময়ে সারদা বাবু। সমগ্র অধিবেশনটীতে মিত্র মহোদয় কৌশলে সভাপতি মহাশয় কে যন্ত্রবৎ চালিত করেন। এইবার অধিবেশনেও তাহাই করিয়াছেন। তিনি নিজে শাস্ত্র বড় ভালবাসেন না। শাস্ত্রের কথা শুনিলে তিনি বিরক্ত হন এবং যাহার সহিত তাঁহার মতান্তর থাকে তাঁহাকে অধিকক্ষণ বলিতে দেন না।"

(২) বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণের অত্যাচার এক দিকেও অপরদিকে শূদ্রাচারী কায়স্থদিগের মর্ম্মান্তিক বিদ্রূপ এই উভয় অগ্নিশিখা মধ্যে উপবীতী কায়স্থগণ নিয়তই দগ্ধীভূত হইতেছেন। অর্দ্ধশূদ্র, পুরোহিত শূদ্র, বলশূদ্র অবস্থায় আর কত কাল বঙ্গের উপনীত পল্লীবাসী কায়স্থগণ যজ্ঞোপবীতের গুরুভার বহন করিতে পারিবেন? কায়স্থ সভা ইহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্য করিয়াছেন

কি ? কায়স্থের ন্যায় সমবেদনা শূন্য অধঃপতিত ব্যক্তি ভারতে আর দ্বিতীয় নাই। হীন নমশূদ্রাদি জাতি মধ্যেও স্বজাতি-বন্ধন কায়স্থ জাতি অপেক্ষা অনেকাংশ শ্রেষ্ঠ"

(৩) শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় যত দিন কায়স্থ সভার কর্ণধার থাকিবেন ততদিন উক্ত সভা প্রচার কার্য্যে বিশেষ মনোযোগী হইবেন না ইহা ধ্রুবসত্য ।

(৪) তদনন্তর সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা মহাশয় তদীয় বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব পাঠ করিলেন। ইহা একটি অদ্ভুত হিসাব নিকাশ।—

সম্পাদক মহাশয় আয় ব্যয়ের হিসাব দিয়া লিখিতেছেন—"এতৎ পূর্ব্ব বৎসরে অবশ্য ৪৪৯৷৵০ তহবিলে ছিল" এখানে এতৎ শব্দের অর্থ কি ? তাঁহাব ৪৪৯৷৵০ কি মোট আয় ৩০৯০৸৶৫ অন্তর্ভুক্ত আছে ? প্রচার খাতায় ২৫৲ আদায় ও ১১৶০ ব্যয়। প্রচার কার্য্যে কায়স্থ সভার চেষ্টা এই অঙ্ক পাতেই প্রতীয়মান হইতেছে। উপনয়ন খাতে মোট ৩৶০ বার্ষিক ব্যয় অতিশয় প্রশংসার্হ বটে। যখন কর্ণধার মহাশয়ই প্রচারের বিরুদ্ধ তখন বর্ত্তমান কায়স্থ সভাদ্বারা প্রচারের আশাকরা বাতুলতা মাত্র। সুদ আদায় ৩.৫, চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের যে টাকা সম্পাদক মহাশয়ের নামে জমা আছে তাহার সুদ জমা দেখিনা কেন ? ১২৫৷৵০ আমানত জমা এই টাকা কাহার দ্বারা কিজন্য আমানত হইয়াছে, ব্যাঙ্কের টাকা আদায় ৫৬৯৶০ এই টাকা কি আসল না সুদ। এই টাকা কি ব্যবতে ব্যাঙ্কে জমা ছিল। ফলতঃ জমা খরচ দৃষ্টে কিছুমাত্র বুঝা যায় না। মফঃস্বলে উপনয়ন প্রস্তাবের জন্য কায়স্থ সভা কিছুমাত্র কার্য্য করেন নাই ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার ত্রুটী সংশোধনের নিমিত্ত লোকের আপত্তি সকলের মধ্যে অতি সংক্ষেপে এস্থলে কয়েকটির মাত্র আমরা উল্লেখ করিলাম। এক্ষণে এই আপত্তি সকল সম্বন্ধে এস্থলে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি এবং আমাদের নিজের অভিমত পাঠকবর্গকে জানাইতেছি। আমাদের ধারনার ভুল ভ্রান্তি থাকিলে পাঠকবর্গ সংশোধন করিলে আমরা কৃতজ্ঞ হইব। যাঁহারা কায়স্থ সভার ত্রুটী দেখেন এবং এ জন্য আপত্তি করেন আমরা তাঁহাদিগকে মন্দ বলিতে পারি না, তাঁহারা সংশোধন ইচ্ছা করেন বলিয়া তাঁহাদিগেকে কায়স্থ সভার পরমবন্ধু মনেকরি। কাহারও রোগ দেখিতে পাইয়া, যেব্যক্তি তাহা প্রকাশ পূর্ব্বক দূরীভূত করিতে চেষ্টা করে তাহাকেই বন্ধু বলাযায়, আর যে ব্যক্তি তাহা ঢাকিয়া রাখে তাহার ব্যবহার শত্রুবৎগণ্য। উপরোক্ত আপত্তি সকলের প্রতি বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় সারদা বাবু যে কায়স্থ সভার জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে কুণ্ঠিত হন না এবং তিনি নিজের কায়স্থ সভার সর্ব্বে সর্ব্বা থাকিয়া কায়স্থ সভার যে পর্য্যন্ত মঙ্গল করিতে পারেন তাহাতে যে তিনি পশ্চাৎপদ হন না তাহা আপত্তি কারীরাও স্বীকার করেন।

[৫] আপত্তিকারীদের কথা দ্বারা আমাদের মনে হয়—সভার গঠন প্রণালী যেরূপ ভাবে চলিতেছে এবং তাহার ফলে এক সারদাবাবু যেরূপভাবে কায়স্থ সভার সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছেন

তাহাতে উঁহারা সন্তুষ্ট নহেন। সারদাবাবু যেরূপ ভাবে কায়স্থ সভায় আত্মশক্তি নিয়োগ করিতে পারিবার উপযুক্ত বিধি ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন কায়স্থ সর্ব্বসাধারণের জন্য সেই রূপ সুবিধার অভাব কেন? কায়স্থ-সমাজ সভার সম্বন্ধে কোনপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করিলে তাহার মীমাংসা উক্ত মিত্র মহোদয়ের করাই কর্ত্তব্য। উল্লিখিত আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন এবং আয় ব্যয় সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছেন তাহার উত্তর কায়স্থ পত্রিকায় এ যাবত দেখিলাম না কেন? কায়স্থ পত্রিকার সমালোচনার স্তম্ভে ঐ সকল বিষয় আলোচনা করিয়া উহার সদুত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য। গত বার্ষিক সভার সম্বন্ধে যে সকল আপত্তি কায়স্থ সমাজের মুখপত্র 'আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা' উত্থাপন করিয়াছেন তাহা আগামী ১৭ই বৈশাখ ইষ্টার পার্ব্বণোপলক্ষে যশোহরে রায় কিরণচন্দ্র দত্ত বাহাদুরের সভাপতিত্বে যে চতুর্দ্দশ বার্ষিক অধিবেশন হইবে তাহাতে ঐ সকল বিষয়ে সভাপতি মহাশয় কিংবা সম্পাদক মহাশয় মীমাংসা না করিলে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তি তাহা উত্থাপন করিবেন সন্দেহ নাই। অতএব পূর্ব্ব হইতেই সারদা বাবুর প্রমুখ কায়স্থসভার অধিনায়কগণকে সাবধান করিতেছি।

৭। প্রতিভার উপরোক্ত আপত্তিগুলি মধ্যে একটী দেখিতে পাই—"তিনি (সারদাবাবু) নিজে শাস্ত্র বড় ভাল বাসেন না শাস্ত্রের কথা শুনিলে বিরক্ত হন" কোন কোন সময়ে শাস্ত্রালোচনা একান্ত আবশ্যক হইলে মিত্র মহোদয় ২।১জন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি ভারার্পণ করেন তাহাও আমরা দেখিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা মহাশয়ের কায় (Theory) অভিমত যাহার সম্বন্ধে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের সহিত মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মীমাংসার জন্য সারদা বাবু নাকি শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মৃতিরত্ন এবং শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ তর্কবাগীশ মহাশয়গণকে মীমাংসক নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং কায়স্থ সভা পরিচালন করিতে হইলে শাস্ত্রালোচনার এবং শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। শাস্ত্রালোচনায় বিরক্ত হইলে মিত্র মহাশয়ের দুর্নাম হইবে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে আমরা উক্ত মীমাংসকগণের অভিমত জানিতে উদ্‌গ্রীব রহিলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীগিরিশচন্দ্র দাস

ক্ষত্রলীলা।

(২, পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)

ভারতে যাঁহারা সামাজিক ক্ষত্রলীলায় প্রবৃত্ত, তাঁহারা কাশীস্থ ভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের এ বৎসরের মহাধিবেশনের নিম্নোদ্ধৃত ব্যবহারটী লক্ষ্য করিয়াছেন কি?

At about midday a magnificent processoin of Vedas started from the Mahamandal in a specially made sedon composed of flowers borne by four Brahmans

Bengali Jan 1 1916,

অর্থাৎ মধ্যাহ্নকালে মহামণ্ডলের কেন্দ্রস্থান হইতে একটি শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়া হিন্দুর পবিত্র বেদ গ্রন্থকে মহাসমারোহে চারিজন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক একটি সুসজ্জিত পুষ্প মণ্ডিত যানবাহনে লইয়া যাওয়া হয়। (১লা জানুয়ারী ১৯১৬,বেঙ্গলি দৈনিক পত্রিকা হইতে অনূদিত)

এ বৎসর অধিবেশনের প্রথম ও প্রধান কর্ম্মাঙ্গ হইয়াছিল আমাদের মহামহিমান্বিত সম্রাটের, সাম্রাজ্যের ও মিত্রশক্তির জয় কামনায় মহারুদ্র যজ্ঞ সম্পাদন। এই যজ্ঞ সম্পাদন জন্য কর্ম্মকাণ্ডে সিদ্ধহস্ত ২৫ জন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বেশ কথা। কিন্তু ধর্ম্মমহামণ্ডল হইতে যখন হিন্দুর মহা গ্রন্থ বেদ মস্তকে করিয়া শোভাযাত্রা বাহির (Procession) হইল, সেই বেদ মস্তকে ধারণ জন্য কি কর্ম্মকাণ্ডে অভ্যস্ত ব্রাহ্মণের একান্তই প্রয়োজন হয়? ৩০টি খণ্ড রাজ্যের অধিপতি বা তাঁহাদের প্রতিনিধি এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। ইহাদের অনেকে যে ক্ষত্রিয় ইহা বোধ হয় মনে করিতে পারি। বহু কায়স্থ ও বৈশ্য অবশ্য উপস্থিত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে কেহকে জাতীয় মহাগ্রন্থ মস্তকে বহনের সম্মান প্রদত্ত হইল না। মাধ্যমিক শাস্ত্রগুলিতে ও বেদে ক্ষত্র বৈশ্যের অধিকার রহিয়াছে। ঋক্‌গুলিই যদি বেদের সারভাগ হয়, তবে শূদ্রের ও উহাতে অধিকার নিষিদ্ধ কোথায়? (ক) এমত অবস্থায় মহামণ্ডলের কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি এই বেদ বহন কার্য্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র হইতে এক এক ব্যক্তিকে লইয়া বাহক চতুষ্টয়ের ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে এই মহামণ্ডল যে একটী জাতীয় শক্তি ও জাতীয় উত্থানের মহাস্ত্র বুঝিতে পারিতাম। এখানেও কি স্পর্শ দোষ প্রথাকে রাজধানীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হইল? ইহাই আমাদের সামাজিক যুদ্ধের প্রধানতম লক্ষ্য। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সর্ব্ববিষয়ে তুল্য অধিকার ইহা খণ্ড মন্ত্র হইতে নিশ্বসিত হয়। তাহাতে কাহাকেও বঞ্চিত করার চেষ্টার মধ্যে সাধুতা নাই। এতাদৃশ বাক্-যুদ্ধে সকল জাতিই আন্তরিক ভাবে আমাদের সঙ্গী। বেদ, বর্ণভেদ-পূর্ব্ব-বিরাটের দেশস্থ সমগ্র কায়স্থেরই আদ্য সম্পত্তি; কেননা তাঁহারা উহার দ্রষ্টা বা রচয়িতা, তাঁহারা উহা মস্তকের অভ্যন্তরে মস্তিষ্কে বহন করিয়া অর্থাৎ স্মৃতি সহযোগে ভারতে আনিয়াছিলেন এবং তাঁহারা উহার প্রথম আলোচনায় জগৎ উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। সেই বেদ, বিজেতৃ বংশের কেহকে এবং প্রণেতৃ বংশের কেহকেও স্পর্শ করিতে দেওয়া হইল না এতদপেক্ষা আর কি অধিকতর ক্ষোভের বিষয় হইতে পারে? ইহাতে কি বিরাট দেহস্থ জাতি-গুলি বিরক্ত হইবে না? তাই বলিতেছিলাম ভারতের সামাজিক যুদ্ধে আমাদের জয় হউক আর না হউক আমরা ঠিক একাকী নাই

"In Such a contest, we should not stand spirtuaslly alone, but on

(ক) বঙ্গের বিকৃত মস্তিষ্ক ব্রাহ্মণদিগের কল্পনায় নিষিদ্ধ হইয়াছে।

this vast globe those whose feelings and thoughts are free, will join us in this campaign against the over-weening ambition of one race which in spite of her pretence for a liberal and philanthropic policy has never sought any other object than personal advantage and the suppression of her rivals."

Bernhardie.

অর্থাৎ—এই প্রকার সামাজিক যুদ্ধে আমরা একক থাকিব না, উদারনৈতিক ব্রাহ্মণেতর ভারতীয় সমস্ত জাতিগুলি আমাদিগকে সাহায্য করিবেন। ঐহিক বিষয়ে এই পারমার্থিক ব্রাহ্মণজাতির প্রাধান্য ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ। ব্রাহ্মণেতর জাতিগুলিকে পদদলিত করিয়া রাখাই ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

যাহা উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা কোন জাতি বিশেষকে লক্ষ্য করেন, তাহা এই ভারতের ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে। ব্রাহ্মণেতর কাহারও ধর্ম্মজীবন ভারতে স্বাধীন নহে সুতরাং তাহাদের সামাজিক জীবন নিষ্প্রভ। কিন্তু জার্ম্মাণ ও ধর্ম্মক্ষেত্রে স্বাধীন ইংরাজ ও তাহাই। ধর্ম্মজীবন স্বাধীন করিয়া লওয়ার ফলে উভয় জার্ম্মাণ ও ইংরাজ দুই সহোদর ভ্রাতা জগজ্জয়ী। কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধের ন্যায় ইহাদের ভ্রাতৃবিরোধ, ইহার নিষ্পত্তি হওয়াই ভাল। কিন্তু কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ সেইরূপ সহোদর ভ্রাতা হইলেও তাহাদের সেই স্মৃতি এখন জাগ্রত হয় নাই এবং ইহারা একে অন্যের ধর্ম্মজীবনোত্থানের বিষম শত্রু। এজন্য উক্ত গ্রন্থকর্ত্তার কথাগুলি ভারতের সমাজনৈতিক অবস্থার প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে! যাঁহারা ভারতের সামাজিক সমরে প্রবৃত্ত তাঁহাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত ধর্ম্মজীবন মুক্ত হয়, কুসংস্কার হ্রাস পায়, সর্ব্বতোমুখী উত্থানের পথে কণ্টক না থাকে, কেননা ধর্ম্মজীবনের প্রতিফলিত তেজ দ্বারাই সামাজিক জীবন প্রোজ্জ্বল হয়, সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা এই সম্বন্ধে বুঝিতেছেন না কিংবা বুঝিতে চাহেন না, তাঁহাদের সামাজিক সমরে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত ছিল না বিরাটদেশস্থ কায়স্থজাতির কেহ কেহ যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়াছেন। বেদে উপনীত হইয়াছেন ইহাত কথার কথা। বেদ ত তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে দেওয়া হইল না। তাঁহারাও নমঃশূদ্র জাতির ন্যায় স্পর্শ দোষ প্রথার দ্বারা বারিত, তবে অল্প আর অধিক। যজ্ঞোপবীত আর উপনয়ন ফলোপধায়ক করিবার জন্য কায়স্থ সমাজের কিংবা কায়স্থসভা সকলের কিছুমাত্র চেষ্টা দেখা যায় না। কায়স্থজাতির একজন নেতা এবং কায়স্থ সভার কর্ত্তা শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রবর্ম্মা মহোদয় উক্ত মহামণ্ডলের একজন প্রধান মন্ত্রী। তাঁহার সাক্ষাতেই কায়স্থজাতিকে বেদ স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় নাই, ইহা অল্প দুঃখের বিষয় নহে; অবশ্য উপনয়ন গ্রহণ যে কার্য্য উদ্ধারের ঠিক উপায় তাহা আমরা স্বীকার করি। ইহা যদি ফল প্রসব না করে তবে ইহা টিকিবে কেন?

কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত হিন্দু-সমাজ দ্বিতীয় ভাগ ১১ পৃষ্ঠা

হইতে আমরা নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, ব্রাহ্মণের প্রকৃত কার্য্য বলিয়া পরিগণিত। সেন্সাস পাঠে দেখা গেল ১০০ ব্রাহ্মণের মধ্যে ১৮ জন মাত্র ঐ সকল বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, অর্থাৎ অবশিষ্ট ৮২ জন স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতি এত অধিক পরিমাণে জাতীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করে নাই।

হিন্দুর গৃহকার্য্য, ধর্ম্মাচরণ কি প্রকারে অবহেলিত হইতেছে, স্থানে স্থানে পরিত্যক্ত হইতেছে। ইহা দ্বারাই বুঝা যায়। পিতৃ মাতৃ অনাশ্রিত যে ব্রাহ্মণ কন্যার সে ব্রাহ্মণ অগ্রদানী, সমাজে পতিত; চিতা শিল্পের মন্ত্র যিনি পড়ান তাঁহাকেও সমাজে কিম্বা তাঁহার কন্যা কেহ বিবাহ করিতে চাহে না, কিন্তু বিবাহ করিবার জন্য স্ত্রী পাওয়া দুষ্কর যে ব্যক্তি কায়স্থ গৃহে বিগ্রহ পূজা করেন, তাঁহার দুরবস্থাও কম নহে; তিনিও পতিতের মধ্যে দেবল বলিয়া গণ্য, তাঁহাকেও কেহ লইয়া খাইতে চাহেনা। বর্ণ ব্রাহ্মণের দুর্দ্দশার ত অবধি নাই। হোটেলে গিয়া দেখ বর্ণ-ব্রাহ্মণকে কুকুরের মত হোটেলের পাচক-ব্রাহ্মণ বাহিরে ভাত দিয়াছে। অশূদ্র যাজী ব্রাহ্মণেরা কায়স্থের গৃহেও খান না; এইসব সমাজ কলহ বশত হিন্দুর ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপ পাইতে বসিয়াছে। গৃহীতোপবীত ব্যক্তি যদি ইহার কোন প্রতিবিধান করিতে অগ্রসর না হন তবে তাঁহাদের যজ্ঞোপবীত গ্রহণ বিড়ম্বনা হইয়াছে মাত্র। (খ)

বঙ্গদেশে কায়স্থ পত্রিকা এবং আর্য্য কায়স্থ পত্রিকা নামে কায়স্থ জাতির দুই খানি মুখপত্রিকা। তন্মধ্যে "পত্রিকা" ধর্ম্মজীবনে স্বাধীন হয় ইহার নাম গন্ধ সহ্য করিতে পারেন না, কায়স্থ সভা কি আমাদিগকে অধিকতর নিগড়াবদ্ধ করিতে চাহিতেছেন? প্রতিভার সম্পাদক তাঁহার যজ্ঞোপবীত গ্রহণের পূর্ব্ব হইতে শূদ্রত্ব ও ক্ষত্রত্বের মধ্যে দুলিয়া দুলিয়া আসিতেছেন। একবার তাঁহাকে শূদ্রত্বে গ্রাস করে আবার তাঁহাতে ক্ষত্রত্ব মাথা তুলে। তিনি ধর্ম্ম জীবন যাহাতে স্বাধীন হয় তাহার দুই এক কথা না বলেন এমত নহে। আবার সনাতন ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের দোহাই দিয়া শূদ্রত্বের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া বসেন। বলি সনাতন ধর্ম্ম কি দাসত্ব ধর্ম্ম? সনাতন ধর্ম্ম যেন প্রতিষ্ঠিত তাহাতে কেহ কাহারও দাস নহে, কেহ কাহারো কাছে হীন নহে সনাতন ধর্ম্ম ঠিক বুঝিতে পারিলে ঋষিবাক্য কণ্ঠ-প্রতীতি হইলে ধর্ম্ম জীবনের স্বাধীনত্ব অবশ্যই বুঝিতে পারা যাইবে। কিন্তু সেই ঋষি রঘুনন্দন নহে, সেই ঋষি পাগাভট্ট নহে, সেই ঋষি আধুনিক মন্বাদি স্মৃতি-প্রণেতৃগণ নহে। (গ)

(খ) প্রবন্ধ লেখক মহাশয় ভুলিয়া যাইতেছেন রোমনগরী একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই। এই সামাজিক সময়ে বঙ্গীয় কায়স্থকে সর্ব্বাংশে দ্বিজ হইতে দেও, তাহার পর ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য পালন করিবার চেষ্টা করা যাইবে। সম্পাদক

(গ) লেখক মহাশয় প্রতিভা সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, তাহা কতদূর সত্য কায়স্থ-

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার গ্রাহক সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে না, উপনয়ন স্রোত মন্থর হইয়া আসিতেছে, বামাপদ পালের স্থান কেহ পূরণ করে নাই। অসহ্য, জড়তা কায়স্থ সভাকে আক্রমণ করিতেছে, সামাজিক মুক্তার্থীর পক্ষে এই সমস্ত কুলক্ষণ। "শান্তি, শান্তি, শান্তি, চুপে চুপে লুপ্তাধিকার গুলি ফিরাইয়া লইব ইহাও কি হয়। বর্ণভেদ পূর্ব্ব বিরাটের কায়স্থিত কায়স্থজাতির কোন বিষয়ে অনধিকার নাই। বেদে সম্পূর্ণ যজ্ঞে সম্পূর্ণ অধিকার, দেবার্চ্চনা ব্রত প্রতিষ্ঠায় দৈনন্দিন নিত্য কর্ম্মে প্রত্যেক কায়স্থের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু এই সমস্ত লুপ্তাধিকার যুদ্ধ করিয়া সমাজে পুনঃ প্রচলিত করিতে হইবে।

আর্য্যাণ কবি গেটে বলিয়াছেন—যাহা তুমি উত্তরাধিকারীসত্বে পাও নাই তাহা লাভ করিতে হইলে চেষ্টা করিতে হইবে।

শ্রীমধুসূদন সরকার বর্ম্মা

সমাজ ও পাঠক বিবেচনা করিবেন। শুদ্রত্ব আমরা সর্ব্বদাই ঘৃণা করি। আমরা দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া যথাসাধ্য স্বাধীনভাবে প্রক্রিয়া পরিচালন করিতেছি। একবারে লম্ফ দিয়া গাছের আগায় উঠা যায় না। শাস্ত্রও বলিয়াছেন:—

শনৈঃ পন্থা শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্।
শনৈঃ ধর্ম্ম চ, কর্ম্ম চ, এতে পঞ্চ শনৈঃ শনৈঃ॥

সম্পাদক।

পুনর্জ্জন্ম।

(গল্প)

১। পার্ব্বতীপুর গ্রামে আজ বিমল আনন্দোৎসবের স্রোত বহিতেছে। চারিদিকে হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপারে এই ক্ষুদ্র গ্রামখানি মুখরিত। একদিকে নিমন্ত্রিত ভদ্রমণ্ডলী আদর আপ্যায়নে মুগ্ধ হইয়া জমিদার শশাঙ্ক শেখর মিত্রের বৈঠকখানা আলোকিত করিতেছেন; অপরদিকে দরিদ্র ভিক্ষুকগণ দলে দলে আসিয়া আকণ্ঠ পূর্ণ মিষ্টান্ন ভোজনে পরিতুষ্ট হইয়া "রাজা বাবুর জয় হউক, খোকা বাবুর জয় হউক" বলিয়া জয়োৎকীর্ত্তন করিতে করিতে গৃহে ফিরিতেছে; এদৃশ্য বড়ই সুন্দর বড়ই মধুর। পাঠক পাঠিকাগণের কৌতূহল হইতে পারে যে রাজাবাবুই বা কে? আর খোকাবাবুই বা কে? উৎসবব্যাপারই বা কিসের?

২। ভিখারী দল যাঁহাকে রাজাবাবু উদ্দেশ্য করিয়া জয়ধ্বনি করিতেছে ইনি প্রকৃত রাজা ন'ন; ইনি পার্ব্বতীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক শেখর মিত্র। খোকাবাবু ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র; প্রকৃত নাম সুধেন্দুরঞ্জন মিত্র এই উৎসব ব্যাপারটি সুধেন্দুরঞ্জনের বি, এ, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার

আনন্দ সম্মিলন। উৎসব শশাঙ্ক শেখরের উপযুক্তই হইয়াছে। সপ্তগ্রামের ব্রাহ্মণ মণ্ডলী ভোজনে পরিতুষ্ট হইয়া যথোপযুক্ত বিদায়ান্তে আশিস্ বর্ষণে রত হইলেন। চতুঃপার্শ্বস্থ ও স্বগ্রামের কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণ পরিতোষ সহকারে আহার করিলেন। বৈশ্য সম্প্রদায় আহার করিলে শূদ্রগণ আহার করিয়া বহুতর সুখ্যাতি করিতে লাগিল, এই উৎসবে ইতর ভদ্র সকলেই আহারে পরিতোষ লাভ করিল। গোধূলির সঙ্গে সঙ্গে দীন ভিখারীগণ একটী করিয়া রজত মুদ্রা পাইয়া মহানন্দে নিজ জীর্ণ কুটীরে প্রত্যাগমন করিল।

৩। সন্ধ্যার পর এক সভার অধিবেশন হইল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই স্বজন পদোচিত আসন পরিগ্রহ করিলেন। সভার উদ্দেশ্য সমুদ্র যাত্রা সম্বন্ধে মীমাংসা। সুখেন্দু ও শ্রীযুক্ত শ্রীপতি স্মৃতিচূড়ামণি মহাশয়ের পুত্র শ্রীপতিচরণ ভট্টাচার্য্য উভয়েই সমপাঠী ও সহপাঠী। বি,এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া বিদেশীয় জ্ঞানোপার্জ্জনের নিমিত্ত ইংলণ্ড গমন সঙ্কল্প করত এই মহতী সভার অনুষ্ঠান করেন। সর্ব্বাগ্রে শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সার্ব্বভৌম মহাশয় শিক্ষা ও জ্ঞানান্বেষণের জন্য সমুদ্র যাত্রা যে শাস্ত্র সম্মত ও আর্য্যগণের কর্ত্তব্য তাহা সাধারণের নিকট সুন্দর রূপে বর্ণনা করেন। অতঃপর শিতিকণ্ঠ তর্কবাগীশ বামদেব সরস্বতি প্রভৃতি বহু শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতগণ সকলেই একবাক্য ইহা সমর্থন করেন। মীমাংসার পর সমুদ্রযাত্রা সমর্থিত হইয়া সভাভঙ্গ হয়। (ক)

৪। বিদেশীয় ভূষণে ভূষিত শ্রীপতি ও সুখেন্দু বিদেশীয় ভাবা বিভব লইয়া জন্ম ভূমি পরিত্যাগ করিয়া য়ুরোপ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমে তটভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক উহাদিগের পোত ভাসমান পত্রের ন্যায় বিশাল সমুদ্র বক্ষে চলিতে লাগিল। এই সময় কখনও বা উহারা অনন্ত-সুনীল নভস্তলে নীলাম্বু রাশি-মধ্যগত মরীচিমালীর কিরণ জাল সুশোভিত ফেণাকুলিত তরঙ্গমালা দর্শনে আনন্দে উৎফুল্ল হইতে লাগিলেন, কখনও বা অন্ধকারময়ী শর্ব্বরী সমাগমে তারকারাজিলুপ্ত জলদ ভারাক্রান্ত নভোমণ্ডলে ঘনঘটার ঘোর ঘর্ঘর ঘোষের সহিত চপলা-চকিত আলো দেখিয়া বাঙ্গালী যুবকের প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

৫। বন্ধুদ্বয় লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া হোয়াইট্ চ্যাপেল নামক স্থানে নিজেদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই প্রতিবাসী মিঃ রেনাল্ডস্ ও মিঃ টম্সন্ সাহেবের সহিত প্রগাঢ় প্রণয় জন্মিল। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন ইংলণ্ড

(ক) রাজা শশী শেখরেশ্বরের প্রমুখ

কালীঘাটের ব্রাহ্মণ সভা সমুদ্র পার ইংলণ্ডাদি বিদেশ গমন অন্যায় ধার্য্য করিয়াছেন, কোন্ শাস্ত্রানুসারে তাঁহার এই মীমাংসা করিলেন তাহা আমরা অবগত নহি। প্রাচীনকালে সুদূর আমেরিকা দেশে আর্য্যগণ অর্ণবযানে গমন করিতেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ সভার মীমাংসা ও ইংলণ্ডাদি হইতে প্রত্যাগত সুবিদ্বান ব্যক্তিগণকে সমাজচ্যুত করা হিন্দুগণ গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়াছেন। সম্পাদক

প্রভৃতি পাশ্চাত্য স্থানে প্রবাসী বাঙ্গালী খুব কমই ছিল। আমাদের এই প্রবাসী বন্ধুদ্বয় ইংলণ্ডবাসী দুই জন অমায়িক সুহৃদ পাইয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলেন। শ্রীপতি শর্ম্মা ভূ বিদ্যায় এবং সুধেন্দু মিত্র রসায়ন বিদ্যায় উত্তীর্ণ হইলেন।

৬। গ্রীষ্মকাল উহাদের সুখে অতি-বাহিত হইতে লাগিল। শ্রীপতি ড্রইং রুমে বসিয়া একখানা নভেল পাঠ করিতেছেন। সুধেন্দু তখন স্নানঘরে স্নান করিতেছিলেন, মিঃ টমসন আসিয়া শ্রীপতির পশ্চাতে দাঁড়াইলেন, শ্রীপতি একাগ্রমনে পাঠ করিতে ছিলেন টমসন্ সাহেবকে দেখিতে পান নাই। মিঃ টমসন্ পিছন হইতে বলিয়া উঠিলেন "ওথেলিয়া স্বার্থপর নহে।" শ্রীপতি চমকিয়া পিছনে চাহিলেন, দেখিলেন মিঃ টমসন্। শ্রীপতি যে নভেল পাঠ করিতেছিলেন তাহারই একজন নায়িকার নাম ওথেলিয়া এবং তিনি যে স্থান পাঠ করিতেছিলেন মিঃ টমসন্ তাহা উদ্দেশ করিয়াই পূর্ব্বোক্ত কথা বলিলেন। শ্রীপতি মিঃ টমসন্‌কে একখানা চেয়ার টানিয়া বসিতে দিলেন। এমন সময় সুধেন্দু পোষাক পরিধান জন্য সেই কক্ষে আসিলেন। মিঃ টমসন্ বলিলেন "সুধেন্দু বাবু! আপনি ২ টার সময় রয়েল বেঙ্গল উদ্যানে বেড়াইতে যাইবেন বলিয়াছিলেন, কই এখনও পর্য্যন্ত আপনার আহার হয় নাই।" সুধেন্দু বলিলেন "মিঃ জেকিন্স সাহেবের বাটী হইতে আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে, আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমি শীঘ্রই আহার করিয়া আসিতেছি।

৭। সুধেন্দু ও মিঃ টমসন্ উভয়ে উদ্যান ভ্রমণ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া উদ্যানের বৃক্ষ বাটীকায় বসিয়া নানা প্রকারের আলাপ করিতেছেন। মিঃ টমসন্ বলিলেন "সুধেন্দু বাবু আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব কি?

সুধেন্দু। "কি কথা বলুন না।"

টমসন্। "আমি শুনিয়াছি ভারতবর্ষীয় হিন্দু আর্য্যদিগের গলদেশে এক প্রকার পবিত্র সূত্র থাকে তাহা কি সত্য?"

সুধেন্দু। হাঁ উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা উপবীত ধারণ করেন।" এই কথাটা বলিবার সময় সুধেন্দুর মনের মধ্যে একটি প্রশ্নের উদয় হইল। মন বলিল "তবে তুমি নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু?" সাহেবের মনেও বোধ হয় তাহাই বলিল, কিন্তু প্রকাশ্যে বলিলেন "আমি শুনিয়াছি হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন জাতির গলদেশে উপবীত থাকে।"

সু। এখন বাঙ্গলায় কেবল ব্রাহ্মণেরই উপবীত আছে অন্য জাতির নাই।

ট। কেন-ইহার কারণ?

সু। আমি এ বিষয় মীমাংসা করিতে পারিব না। তবে যতদূর জানি; বৌদ্ধ প্রভাবের সময় উহাদিগের ভয়ে বাঙ্গলার লোকে উপবীত ত্যাগ করেন এবং মুসলমানদিগের অত্যাচারেও অনেকে উপবীত ত্যাগে বাধ্য হয়। মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের সময় অনেক ব্রাহ্মণ পুনরায় উপবীত গ্রহণ করিয়া পৌরো-হিত্য আরম্ভ করেন।

ট। অদ্য আপনার পোষাক পরি-ধানের সময় উপবীত না দেখিয়াই এই সকল

কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত?

সু। আমরা কায়স্থ, ক্ষত্রিয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

উ। এখন আর আপনাদের বৌদ্ধ ভয়ও নাই মুসলমান অত্যাচারও নাই; আপনারা পুনরায় উপবীত গ্রহণ করেন না কেন?

সু। হাঁ। আমাদের মধ্যে অনেকে সভা-সমিতি করিয়া পুনরায় সাবিত্রী গ্রহণ করিয়াছেন বটে. কিন্তু আমরা ওসব উৎপাতের মধ্যে যাই নাই।

উ। সুধেন্দু বাবু! আজ আপনার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে এই সকল কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। এই বিষয় আপনাকে কয়েকটী কথা বলিব, অসন্তুষ্ট হইবেন না। আপনি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান কথাগুলি একটু ভাবিয়া দেখিবেন। জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া এই সুদূর ইংলণ্ডে আসিয়া দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন করিতেছেন কেন? নিশ্চয়ই গবর্ণমেণ্ট হইতে উপাধি লাভের জন্য ব্যগ্র। আর যদি গবর্ণমেণ্ট আপনাকে একটী পদক দেন আপনি সেই পদক গৌরবের সহিত বক্ষে ধারণ করিবেন। যাঁহারা সেই পদক পান নাই,তাঁহাদিগকে উহা দেখাইবা কত গৌরব অনুভব করিবেন। সেই পদক ধারণ করিতে আপনি কিছুমাত্র উৎপাত বোধ করেন না; আর উপবীত আপনার জাতীয় পদক। উহা দ্বারা আপনি উচ্চশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইতেছেন। ইহা আপনার উৎপাত স্বরূপ একথা আপনি কিরূপে অসঙ্কুচিত ভাবে বলিয়া ফেলিলেন। আপনার গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত পদক যদি কোন প্রকারে হস্তান্তরিত হয়; তবে আপনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু আমার বোধ হয় আপনার জাতীয় পদক উদ্ধারের কথা আপনি একদিনও ভাবেন নাই। যে জাতি নিজের জাতীয় দ্রব্যে অনাদর করে, সে জাতি জগতে কিরূপে উচ্চস্থান লাভের যোগ্য? শ্রীপতি বাবু! আপনাকেও কয়েকটী কথা বলিব। আপনারা ব্রাহ্মণ, পুরোহিত শ্রেণী আপনাদের এ বিষয় দেখা কর্ত্তব্য। যাহাতে হিন্দু আর্য্য জাতি সকল উপবীত সূত্র দ্বারা পরস্পরের মধ্যে একতা স্থাপন করিতে সমর্থ হয় সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া আপনাদেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

৮। সুধেন্দু ও শ্রীপতি মিঃ টমসন্ সাহেবের এই সকল যথার্থ উক্তি শুনিয়া মনে মনে সাহেবের যথার্থবাদিতার প্রশংসা করিলেন এবং সাহেবের সহিত বন্ধুত্ব দৃঢ়তর হইল।

৯। নবেম্বর মাসে শ্রীপতি ও সুধেন্দু শর্ম্মা ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়া প্রায়শ্চিত্তান্তে সমাজে গৃহীত হইলেন। ইতিমধ্যে শ্রীপতি সুধেন্দুর উদ্যোগে কায়স্থ জাতির উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে এক সভার অধিবেশন হইল। নানা দিক্ হইতে বহু পণ্ডিত সমাগত হইলেন। বহু আলোচনার পর সকলেই কায়স্থের উপবীত সংস্কার শাস্ত্র সম্মত স্বীকার করিলেন। মাঘ মাসের এক শুভদিনে পার্ব্বতীপুর এবং অন্যান্য গ্রামের ও জমিদার বাটীর সকল কায়স্থই

উপবীত সূত্র দ্বারা একতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া স্বর্গীয় প্রভার প্রভাময় পুনর্জন্ম লাভ করতঃ পরস্পরকে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিলেন। ওঁ শান্তি !!! (খ)

শ্রীহেমেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মা।

জ্ঞান-ভক্তির মিলন।

জ্ঞান বলে "আমি" ভিন্ন আর কিছু নাই, (জগৎ যে ভ্রমের ছায়া)
ভক্তি বলে-দ্বৈত জালে জড়িত সদাই। (বল যাবেন কোথা)
জ্ঞানবলে ঐশীশক্তি চিদানন্দ ময়, (ভ্রমের কথা নহে)
ভক্তিবলে স্থূল তত্ত্ব ব্রহ্ম ছাড়া নয়। (ধর্ম্ম শাস্ত্র বলে)
জ্ঞান বলে ব্রহ্ম নিত্য চিন্ময় স্বরূপ, (যিনি নির্ব্বিকল্প)
ভক্তি বলে রূপে রূপে হন একরূপ। (সে জন দেখে চেয়ে)
জ্ঞান বলে অইরূপ একা দ্বৈত ময়, (কিছু থাকে মাত্র)
ভক্তি বলে বাহ্য দৃষ্টে বহু রূপ হয়। (বিশ্ব চিত্র দেখে)
জ্ঞান বলে বহির্ভাব ভাবের তরঙ্গ, (আশা মেটে নাত)
ভক্তি বলে শুনি তবে "স্বরূপ" প্রসঙ্গ। (সে যে প্রাণের কথা)
জ্ঞান বলে স্ব—স্বয়ং সৎচিৎ আনন্দ, (এত সত্য কথা)
ভক্তিবলে সীমাভাবে তাতে কি হয় সন্ধ! (একে বিষম ধাঁ ধাঁ)
জ্ঞানবলে নিত্যরূপে নাহিতার সীমা, (খণ্ড করে কেবা)
ভক্তি বলে দেখ কৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ * ভঙ্গিমা। (শিখি পুচ্ছ মাথে)

(খ) যে সকল কায়স্থ মহাত্মাগণ বঙ্গে এই ক্ষণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেছেন তাঁহারা মনে রাখিবেন যে ইহা তাঁহাদের পুনর্জন্ম। তাঁহারা শূদ্রাচারী হইয়া তাঁহাদের দ্বিজত্ব হারাইয়াছিলেন। দ্বিজত্ব শব্দের অর্থ আধ্যাত্মিক জন্ম। শাস্ত্রও বলিয়াছেন জন্মমাত্র সকলেই শূদ্র, উপনয়ন দ্বারা দ্বিজত্ব হয়। শূদ্রাচারী কায়স্থগণ এই সত্য ঘটনামূলক ঘটনাটী বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ (শ্রবণমননিদিধ্যাসন) করিবেন, এবং যদি যদি কোনও কায়স্থের উপনয়ন সংস্কার পুনঃ গ্রহণে কোন প্রকার আপত্তি থাকে তবে তাহাদের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য চেষ্টা করিবেন। সম্পাদক

* ভক্তি বলিতেছেন—
গোলোক ছাড়িয়া মথুরায় আবির্ভাব, মথুরা ছাড়িয়া গোকুলে বাল্যভাব—গোকুল ছাড়িয়া বৃন্দাবনে গোপী ভাব—শ্রীকৃষ্ণ এই তিনটি ভাবে ত্রিভঙ্গ। যাহারা বৃন্দাবনের গোপিভাব বুঝিতে অসমর্থ তাঁহারাই শ্রীভগবানকে নিন্দা করেন। লেখক

জ্ঞান বলে হৃদে কৃষ্ণ দেহ ধারী নন, (বাজান বিবেক বাঁশি)
ভক্তি বলে দেখ চেয়ে নন্দের নন্দন। (শুন ঐ বাঁশের বাঁশি)
জ্ঞান বলে যোগে বাহ্য ছাড়িতে হইবে, (নির্ব্বিকার হয়ে)
ভক্তি বলে বৃন্দাবন শূন্য কি রহিবে ? (চিন্তা হয় যে মনে)
জ্ঞান বলে স্থূলে ভুলে মূলে হয় অন্ধ, (সদা ঘুরে মরে)
ভক্তি বলে মূলবস্তু উহাতেই বদ্ধ। (ইহা সবাই জানে)
জ্ঞান বলে কোটী বিশ্ব বিন্দুতুল্য হয়, (বালুকণা সম)
ভক্তি বলে বিন্দু থাকে সিন্ধুতে নিশ্চয়। (ছাড়া থাকে নাত)
জ্ঞান বলে ব্রহ্মশক্তি অখণ্ড অব্যয়, (অনন্তের অন্ত কোথা)
ভক্তি বলে স্থূলে ভুলে খণ্ড হ'তে হয়। (জীবের দশা দেখে)
জ্ঞান বলে বিশ্ব চিত্র আপাতমধুর, (আশা মেটে নাত)
ভক্তি বলে লীলা ভাব ভাবের অঙ্কুর। (দেখে মত্ত সবে)
জ্ঞান বলে তত্ত্ব বস্তু স্থূলে নাহি পা'য়, (কেবল ভেবে মরে)
ভক্তি বলে দারু ধাতু ধ্যানের উপায়। (ধারণার বস্তু সে যে)
জ্ঞান বলে সীমাভাবে থাকেনাত ধ্যান (জড় ভাবে পড়ে)
ভক্তি বলে যুক্তি জালে বদ্ধ হয় জ্ঞান। (নানা পথে চলে)
জ্ঞান বলে অসীমেতে সসীম পর্য্যন্ত, (ক্ষুদ্র শক্তি পেয়ে)
ভক্তি বলে খণ্ডরূপে অনেকেই ব্যস্ত ! (যত নরনারী)
জ্ঞান বলে মহা শক্তি নিত্য নিরাকার, (ভবাতীত যিনি)
ভক্তি বলে দেহাধারে তিনিই সাকার। (কৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ)
জ্ঞান বলে মহা স্রোত বাধেনাত বাঁধে (ঊর্দ্ধে উঠে ধেয়ে)
ভক্তি বলে ব্রহ্ম কাঁদে পঞ্চভূতের ফাঁদে। (জ্ঞানের এইত দশা)
জ্ঞান বলে অস্থি মাংস দেহাতীত তিনি, (ক্ষুদ্র হবেন কেন)
ভক্তি বলে দেহাধারে তাতেও যে যিনি। (হলযে দেব-দেবী)
জ্ঞান বলে ঘটের নাশে আকাশের ভাব, (নিরাকার রূপে)
ভক্তি বলে উঠিমাত্র স্বভাবে অভাব। (শূন্য ত পঞ্চভূতে)
জ্ঞান বলে বিশ্ব-ভাব ওযে লীলা খেলা, (ভাঙ্গলে থাকে নাত)
ভক্তি বলে ছাড়ি কেন সংসারে মেলা। (প্রেমের সঙ্গ পেয়ে)
জ্ঞান বলে জাগে প্রেম আমার পরশে, (মহত্তত্ত্ব জেনে)
ভক্তি বলে সেকি কথা জাগে কি নীরসে। (তর্ক বিচার করে)
জ্ঞান বলে প্রেম [illegible] ব্রহ্মযোগে হয়, (প্রেমের আলিঙ্গনে)

ভক্তি বলে ততোধিক কৃষ্ণ প্রেম ময়? (প্রাণ যে উদাস করে;)
জ্ঞান বলে পূর্ণ শক্তি চৈতন্যেই বটে, (কেহ বুঝে না ত)
ভক্তি বলে ভজ ধাতু আমাতেই বটে। (মুখ বন্ধ করা)
জ্ঞান বলে প্রেমরস বল কে জানায়, (ভেবে দেখ দেখি)
ভক্তি বলে আস্বাদন জ্ঞানেই বুঝায়। (কথা মিথ্যা নহে)
জ্ঞান বলে জ্যোতির্ম্ময় জীবত্ব সাধন, (মুক্তি পায় যাতে)
ভক্তি বলে কোথা তার পায় দরশন, (চিন্তা হয় বড়)
জ্ঞান বলে চিদাকাশে জ্যোতির প্রকাশ, (দিব্য চখে দেখে)
ভক্তি বলে শক্তি নাই বড়ই নিরাশ। (আশা পাইনে মনে)
জ্ঞান বলে দেখ চেয়ে ঘোর অন্ধকারে; (জলবে'গ াসের মত)
ভক্তি বলে হায়! হায়! একি নিরাকারে। (তুলনা নাই ত এতে)
জ্ঞান বলে ভক্তি বিনা হৃদয় আঁধার, (শুষ্কভাবে পড়ে)
ভক্তি বলে জ্ঞান বিনে শ্মশান সংসার। (শান্তি যায় যে চলে)
প্রেম আসি করিলেন বিরোধ ভঞ্জন, (প্রীতি রুচি লয়ে)
জ্ঞানেতে ভক্তিতে হলো মধুর মিলন। (ভ্রান্তি ঘুচে গেল)।

শ্রীকমলাকান্ত ব্রহ্মদাস
কাঞ্চনতলা।

রামকুমার দাস।

আমরা যদি আমাদের গুরুজনের সদুপদেশ অবহেলা না করিয়া এবং স্বীয় স্বীয় জীবন আপন আপন দোষে বা সঙ্গদোষে কলুষিত না করিয়া, প্রত্যেকেই যদি মঙ্গলময় ভগবানের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া অদম্য উৎসাহে আপন আপন অভিষ্ট [illegible] উন্নতির চেষ্টা করি, তাহা হইলে অবশ্যই আমরা সহস্র সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, আমাদের উদ্দেশ্য বস্তু লাভ করিতে পারি। ফলতঃ আমরা ভগবানকে যে ভাবে ডাকি, তিনিও সেইভাবে আমাদের অভিষ্ট সিদ্ধ করিয়া থাকেন; এ সম্বন্ধে প্রতিভার প্রিয় পাঠককে আজ আমি একজন ভগবদ্ভক্ত কায়স্থ সন্তানের কথা বলিতেছি, ইনি পাবনা জেলার অন্তর্গত গোপীনাথপুর নিবাসী ৺রামকুমার দাস। ইনি আমার [illegible] ঠাকুরাণীর খুল্লতাত ছিলেন। তিনি [illegible] কালে অতি[illegible] ছিলেন। তাঁহার

সামান্য আটপাখি মাত্র জমি ছিল। তাহাতে তাঁহাদের পরিবার বর্গের অতি কষ্টে দিনপাত হইত। তিনি সেই ভয়ঙ্কর দারিদ্র দুঃখ ভোগ করিয়া সামান্য লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াও ভগবৎকৃপায় উচ্চ সম্মান লাভ করিয়া এবং প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়া আপন অবস্থার অনেকটা পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শৈশব হইতেই রামকুমারের প্রকৃতি বড়ই শান্ত ও ধীর ছিল। তিনি সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মভীরু ও সৎসঙ্গশীল ছিলেন। তিনি জীবনে কখনও অসৎ সংসর্গে মিশেন নাই। ভগবানের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল এবং তাঁহার সে ভক্তির মধ্যে একটা বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইত। সেই গুণেই বোধহয় ভগবানের কৃপালাভ করিয়া তাঁহার চির আকাঙ্খা পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন।

রামকুমার বাল্যকালে কখনও কাহারও বাড়ীতে দুর্গোৎসব পূজার ধূম ধাম কি আরতি দর্শন করিতে, কিংবা বালস্বভাব সুলভ আনন্দ লইয়া পূজার জীব বলি দেখিতে যাইতেন না। সে জন্য তাঁহার মাতা ও বন্ধুবান্ধবগণের অনুরোধে তিনি উত্তর দিতেন "পরের বাড়ী পূজা দেখিয়া কি হইবে, যদি মায়ের দয়া থাকে তবে নিজের বাড়ী বসিয়াই পূজা দেখিব।" সে কথায় তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ হাস্য করিতেন। তখন কেন কি মনে করিয়া, ভগবানের প্রতি তাঁহার হৃদয়ের ভক্তিস্রোত উথলিত হইয়া প্রেমাশ্রুধারা পতিত হইত। তিনি সর্ব্বদা আপন বিবেকানুমোদিত কার্য্য করিতে ভাল বাসিতেন। রামকুমার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন স্কুলের শিক্ষকতা করেন এবং পরে মোক্তারী পরীক্ষা পাশ করিয়া, আসাম প্রদেশে মোক্তারী করিয়া সুযশ অর্জ্জন করেন। তৎপর তিনি বগড়ীবাড়ী রাজষ্টেটের দেওয়ান হন। তাঁহার এই দেওয়ানী কর্ম্ম লওয়ার সময়ে উক্তষ্টেটের কিছু ঋণছিল। তিনি সুদক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়া সেইঋণ পরিশোধ করিয়া ষ্টেটের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। রাম-কুমারের এই দেওয়ানী কার্য্য যে অতীব দায়িত্ব পূর্ণ ছিল তাহা তিনি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতেন। তাঁহারা নিকট জমিদার আশা করিতেন ষ্টেটের উন্নতি হয়, প্রজারা আশা করিতেন যাহাতে তাঁহারা খুব সুখ শান্তিতে থাকিতে পারেন এবং তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দ আশা করিতেন যাহাতে তাঁহারা সতত সুখ সুবিধা লাভ করেন; রামকুমার প্রত্যেকেরই যথাযথ অভিলাষ পূর্ণ করিতে সচেষ্ট থাকিতেন। তিনি নিরভিমান রাগ দ্বেষ ও অহঙ্কার শূন্য ছিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সুমধুর চরিত্র, বিনয় নম্র স্বভাব, সৌজন্য সদ্ব্যবহারে সকলেই বিশেষ প্রীত হইতেন। এই সময়ে তিনি কিছুকাল গবর্ণমেণ্টের অবৈতনিক জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত থাকিয়া কয়েদীগণের আহারাদির সুব্যবস্থা করিয়া তাহাদের কষ্ট অনেকটা মোচন করিয়া প্রশংসা ভাজন হইয়াছিলেন।

রামকুমার দেওয়ানী কার্য্য করা সময়ে একটী কাষ্ঠের ব্যবসায় করিয়াও লাভবান হইয়াছিলেন। এইরূপে স্বাধীনতায় ও পরা-ধীনতায় বহু অর্থোপার্জ্জন করিয়া তিনি অনেক

জোত জমা এবং জমিদারী সম্পত্তিও খরিদ করেন। তৎকালীন তাঁহার সম্পত্তির আয় প্রায় এক সহস্র টাকা হয়।

জগন্মাতার প্রতি রামকুমারের যেরূপ অচল অটল ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল, মাও তাঁহার প্রতি সেইরূপ কৃপাদৃষ্টি করিয়াছিলেন। মায়ের কৃপায় রামকুমার তাঁহার জীবনে প্রায় ১৪।১৫ বৎসর দোল দুর্গোৎসব পূজাদি করিয়া গিয়াছেন। তিনি পূজায় বলিদিতেন না। তিনি পূজোপলক্ষে প্রতিবৎসর বহু টাকা ব্যয় করিতেন। এই সময়ে তিনি বহুদীন দুঃখী কাঙ্গালকে ভোজন করাইয়া ও বিদায়ী দিয়া সন্তোষ করিতেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, তাঁহার পরলোক গমনের পরে সেই পূজাদি বন্ধহইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আর তাঁহাদের চণ্ডীমণ্ডবে মা ব্রহ্মময়ীর মঙ্গলময় মূর্ত্তিতে আলোকিত হয় না, পুষ্প চন্দন ও ধুপ ধুনার গন্ধেও তাঁহাদের গৃহ আমোদিত হয় না। অধুনা মাতুল মহাশয়দের গ্রামোফোনের সুমধুর গীতবাদ্যে ঐ স্থান পূর্ণ করিতেছে।

আজ মাতুল মহাশয়রা তাঁহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তনে রামকুমারের আনন্দময়ী মায়ের অর্চ্চনা ভুলিয়া গিয়াছেন। তবে এ দোষ কেবল তাঁহাদের দিলেও চলিবেনা। আজকাল অনেকেরই পূর্ব্বপুরুষগণের স্থাপিত বিগ্রহ পর্য্যন্ত তাঁহাদের গলগ্রহ হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানে বঙ্গীয় কায়স্থদের ধর্ম্ম কার্য্য আহ্নিক পূজা ত লোপ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্রাহ্মণদের উপবীত আছে বলিয়া অনেকেই সন্ধ্যা পূজাদি এখনও করিয়া থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের উপবীত হীনতায় ঈশ্বরারাধনা আর কায়স্থের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। কায়স্থ স্বধর্ম্মপরায়ণ হইলে, অর্থাৎ প্রত্যেক কায়স্থই যদি উপবীত গ্রহণ করিয়া আচারী হইতেন তাহাহইলে আমাদের জাতীয় অতীত গৌরব পুনরুদ্ধার হইত।

আমরা প্রত্যেকেই যদি রামকুমারের ন্যায়, আত্মোন্নতির বলবতী ইচ্ছা লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতাম তাহা হইলে সকলে শীঘ্রই ভগবানের কৃপায় স্বধর্ম্মপরায়ণ হইয়া আচারী হইতে পারিতাম। কিন্তু তাহা আমাদের ভাগ্যে হওয়া কঠিন। যে আলস্য মানব জীবনের মহাপাপ এবং সর্ব্বদুঃখ ও অবনতির কারণ, সেই আলস্য এবং তৎসঙ্গে আমাদের নানারূপ বিলাসিতাও জুটিয়াছে। এমত অবস্থায় কি আমাদের উন্নতি সহজে আশা করাযায়?

বর্ত্তমান কায়স্থ সমাজের অবস্থায় সকলেরই প্রাণপনে সমাজের উন্নতি কল্পে ও নিজ নিজ মঙ্গলার্থে উপবীত গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ফলতঃ যতদিন আমাদের কার্য্য এবং উদ্দেশ্য এক না হইতেছে, ততদিন আমাদের মঙ্গল নাই। আমরা অপ্রাসঙ্গিক ভাবে কতকগুলি কথা বলিয়া ফেলিলাম তজ্জন্য পাঠক, ক্ষমা করিবেন। যাহা বলিতে ছিলাম, রামকুমার মায়ের কৃপায় অর্থশালী হইয়াতাঁহার সাধ্যানুসারে নানাভাবে সদ্ব্যয় করিতে ভাল বাসিতেন। তিনি দরিদ্র আত্মীয় স্বজনকে অর্থ সাহায্য করিতেন। কোনও দরিদ্র ব্যক্তি তাঁহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায় নাই। তিনি নিজগ্রামে তাঁহার নিজ এলাকায় একটী মাইনর স্কুল স্থাপিত

করেন। তৎকালে তিনি বিদেশীয় শিক্ষক ও ছাত্রগণকে নিজ বাটীতে রাখিয়া আহার দিতেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, তাঁহার পরলোক গমনের দুই বৎসর পরই, মাতুল মহাশয়দের চেষ্টা না থাকায়, সেই স্কুলটী উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে সে স্থানে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইয়া একটী নিম্ন প্রাথমিক স্কুল স্থাপিত করিলেও ছোট বালকগণের শিক্ষা হইত। কিন্তু তাঁহারা সেরূপ চেষ্টাও করিতেছেন না।

রামকুমার বহু অর্থব্যয় করিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী ও তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার দুইটী পুত্রের বিবাহে এক কপর্দ্দকও না লইয়া নিজেই ৪৫ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া ধুম ধাম করিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন।

রামকুমারের দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁহার বিবাহের এগার মাস পর পরলোকে গমন করেন। তাঁহার এইরূপ অকাল মৃত্যুতে রামকুমার অত্যন্ত মর্ম্মবেদনা পান। এবং সেই পুত্র শোকে অধীর হইয়া উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের দণ্ডনীতি কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বাড়ী আসেন কিন্তু বাড়ী আসিয়াও তিনি হৃদয়ে শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। যে হেতু গৃহে আসা মাত্রই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধু সরোজিনী তাঁহার পদদেশে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করেন। হায় এ সংসারের ঐরূপ কত সরোজিনী আছেন, যাহারা বাল্যে বিধবা হইয়া কেবল যাবৎ জীবন কাঁদিয়া দুঃখময় জীবন যাপন করিতেছেন। সাংসারিক ঐরূপ শক্তি শোকসন্তপ্ত কাতরতা হেতু রামকুমারের পুত্রশোক দ্বিগুণ বৃদ্ধিপায়। তিনি তাহাতে পীড়িত হইয়া পড়েন। তৎপর ভালরূপ চিকিৎসায় ও সকলের সেবা শুশ্রূষায় আরোগ্য লাভ করিয়া তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বেশ সুস্থই ছিলেন।

বাল্যকাল অবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত রামকুমারের স্বাস্থ্য বেশ ভালছিল। তাহার কারণ আজ কালকার মত তিনি বেলা ৭টা, ৮টার সময়ে শয্যা ত্যাগ করিতেন না। রামকুমার প্রতিদিন ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিতেন। এবং কিছু কিছু শারীরিক পরিশ্রমও করিতেন। তিনি প্রতিদিনই নিয়মিত সময়ে স্নান ও আহার করিতেন। এবং আহারের পর দিনের বেলায় ঘুমাইতেন না তিনি অধিকাংশ সময় নানা প্রকার ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতেন এবং নির্জ্জনে বসিয়া ভগবানের নাম জপ করিতেন।

রামকুমারের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার সামান্য জ্বর হয়। এবং সেই জ্বর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তিনি বলেন সে যাত্রা তিনি রক্ষা পাইবেন না, এবং তজ্জন্য তাঁহার চিকিৎসা করিতে ও তিনি নিষেধ করেন। কিন্তু তাঁহার কথা না শুনিয়া তাঁহাকে ভালরূপ চিকিৎসা করান হয় চিকিৎসকেরা প্রথমেই তাঁহার জ্বরের প্রকৃতি অতি মন্দ বলিয়া স্থির করিয়া তদনুযায়ী চিকিৎসা করিয়াও কোন ফল পান না। ক্রমে তাঁহার আসন্নকাল আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সময়ে তাঁহার অন্তিম, স্বজন সকলকেই তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া উপবেশন করিতে বলায়, সকলেই যাইয়া তাঁহার নিকট বসেন। তৎপরে তিনি সকলের সহিতই বাক্যালাপ

কথাবার্ত্তা বলিয়া পরপারে যাওয়ার জন্য বিদায় প্রার্থনা করেন। এই সময়ে তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার নিকট উপদেশ প্রার্থনা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "কখনও সঙ্গদোষে বা নিজ ইচ্ছাকৃত দোষে জীবনকে কলুষিত না করিয়া সর্ব্বদা ধর্ম্মভাবে জীবন যাপন করিও কখনও স্বার্থপর হইও না। সংসার চক্রে। যদি প্রতিঘাতে বিষম বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেও, অধৈর্য্য হইও, কখনও হতাশ হইয়া পড়িও না তখন মঙ্গলময় শ্রীভগবানকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া বলিও, হে ভগবন্ সাহস দাও শক্তি দাও এবং এ বিপদ রক্ষা কর তাহা হইলে সহস্র প্রতিবন্ধক বা বিপদ উপস্থিত হইলেও, তাঁহার কৃপায় অনায়াসে তাহা অতিক্রম করিয়া সুখ শান্তি লাভ করিতে পারিবে। আর বলিবার আমার সময় নাই, এক্ষণে তোমাদিগকে রাখিয়া আমি যে এ সংসার ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছি এই আমার সুখ। আশীর্ব্বাদ করি তোমরা সকলেই ভগবানের প্রতি মন রাখিয়া দীর্ঘজীবি হও।" অতঃপর তিনি ভগবানের নাম জপ করিতে, করিতে, বিগত ১৩১৬ সনের মাঘ মাসে ৬২ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ মিত্র।

ফরিদপুর কায়স্থধর্ম্ম প্রচার সমিতি।

কায়স্থজাতির পরম হিতৈষী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সংস্কারদেববর্ম্মা মহাশয়ের বার্দ্ধক্য ও পীড়াহেতু শরীর অপটু হওয়ায় পূর্ব্ববৎ ফরিদপুরের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া কায়স্থধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিতেছেন না, তজ্জন্য সংস্কারকার্য্য ক্রমেই পিছাইয়া পড়িতেছে। সমাজের অবস্থা বর্ত্তমানে নিস্তব্ধ এবং শিথিলভাব ধারণ করিয়াছে। অনুৎসাহ বা কুসংস্কারকে ঘিরিয়া ফেলিতেছে অচিরে এ অবস্থার তিরোধান না ঘটিলে, যাঁহারা সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারাও সংস্কারের গৌরব রক্ষা করিতে না পারিলে জাতির মুখ মলিন হইবে, তাহার পূর্ব্বলক্ষণ দাঁড়াইয়াছে, ইহা কায়স্থমাত্রেরই কলঙ্কর কথা সন্দেহ নাই। যদি অবিলম্বে বিশেষ উৎসাহের সহিত প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে কায়স্থ সমাজ পুনর্ব্বার সজীবতা লাভ করিতে পারিবে এমত আশা করা যায়। এই প্রচার কার্য্য সম্পাদন জন্য একজন বেতনভোগী উপযুক্ত প্রচারক নিয়োগের নিতান্ত আবশ্যক। নিয়োজিত প্রচারক বর্ত্তমানে ফরিদপুর জেলার পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচার করতঃ তাঁহাদিগের চিরন্তন কুসংস্কার বিদূরিত করিতে সক্ষম হইবেন এবং সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্তি লওয়াইতে পারিবেন প্রচারক রাখিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন ইহা সকলেই অবগত সুতরাং প্রচারক না রাখিলে অতঃপর

অবশ্যকার্য্য ইহা উপলব্ধি করিয়া স্বজাতি হিতাকাঙ্ক্ষী মহাত্মাগণ যদি এ বিষয় সাধ্যানুসারে সাহায্য করেন, তবে প্রচারক রাখিয়া সমাজ সেবাদ্বারা সমাজের আবর্জ্জনা দূর করা যাইতে পারে। ভরসা করি আমাদের এই উদ্দেশ্যের সহিত কেহই বিভিন্ন মত হইতে পারিবেন না ফরিদপুরবাসী কায়স্থ মাত্রেই এ বিষয় সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। যিনি যাহা দিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নিকট অথবা ফরিদপুর "আর্য্য-কায়স্থ সমিতির" সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায়" সাহায্যদাতৃগণের দান প্রাপ্তি স্বীকার করা যাইবে। সমাজের জন্য যাঁহাদের প্রাণ কাঁদে, তাঁহারা মুক্তহস্ত হউন। ভগবানের আশীর্ব্বাদ শীরে বর্ষিত হইবে। অন্ততঃ তিনশত টাকা সংগ্রহ না হইলে কার্য্যারম্ভ অসম্ভব। ইতি

বিনীত নিবেদক শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা সম্পাদক
ফরিদপুর "কায়স্থধর্ম্ম প্রচারক সমিতি"
১৮ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা।

সমালোচনা।

১। কায়স্থ পত্রিকা পৌষ ১৩২২। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের লিখিত "সম্পাদক মহাশয়ের সুবিচার শীর্ষক" প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। স্থান ও সময়াভাবে পৌষ কিংবা মাঘ প্রতিভায় আলোচনা করিতে পারি নাই। তজ্জন্য বন্ধুবর লেখক মহাশয় এবং পাঠক আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। বিগত শ্রাবণ মাসের প্রতিভায় সুবিদ্বান ঘোষ মহাশয় তদীয় "বিমাতা" শীর্ষক প্রবন্ধের এক স্থলে আমরা একটী টীকা করিয়াছিলাম যে পুত্র বর্ত্তমানে বিপত্নীক সাধারণের পুনরায় দার পরিগ্রহ করা অন্যায় হইয়াছে। এই টীকাটী আমাদের আন্দোলনের মধ্যে মত ভেদের মূল কারণ তদনন্তর ঘোষ মহাশয় সম্পাদক মহাশয়ের "টীকা টিপ্পনী শীর্ষক" দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠান। আমরা উহার সারকথাগুলি সংগ্রহ করিয়া ভাদ্র আশ্বিন মাসের যুগ্ম সংখ্যার বিবিধপ্রসঙ্গে সন্নিবিষ্ট করি, প্রতিভার ২৮২ পৃষ্ঠা তৃতীয় দফায় পাঠক এ বিষয় পাইবেন। ঘোষ মহাশয় মনোযোগের সহিত এই অনুশীলন পাঠ করিলে দেখিবেন যে তাঁহার সমস্ত সার কথাগুলি আমরা উহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। সে যাহা হউক তিনি ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া পৌষ মাসের কায়স্থ পত্রিকায় সম্পাদক মহাশয়ের সুবিচার শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এক্ষণে মূল বিষয়ের অবতারণা করিতেছি।

বঙ্গদেশীয় শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের

মধ্যে বারংবার বিবাহ করিবার একটী বলবতী ইচ্ছা দেখা যায়। সমাজের মঙ্গলার্থে ইহা সংযত করা আবশ্যক হইয়াছে। জগতের শীর্ষস্থানীয় স্বাধীন বহুতী জাতিগুলি বিশেষ বিবেচনা না করিয়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন না। ইউরোপ আমেরিকা ও জাপানে অনেক অবিবাহিত নরনারী আছেন। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য মহাসমরে ইংরাজ বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত লর্ড কিচেনার এখন ও অবিবাহিত ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট্, জয়েণ্ট ম্যাজিষ্টেট পুলিস সাহেব সকলেই অবিবাহিত। কিন্তু ঐ রূপ অবস্থাপন্ন একটী বাঙ্গালীও অবিবাহিত দেখা যায় না। আমাদের দেশে এরূপ একটি শিক্ষিত যুবক দেখা যায় না যিনি অল্প বয়সেই বিবাহ জালে জড়িত না হন। অবশ্য আর্য্যঋষিগণ বলিয়াছেন :—

পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনম্

কিন্তু পুত্র রাখিয়া পত্নীর বিয়োগ হইলেও আমাদের দেশে ২।৪ মাস পরেই পুনঃ। বিবাহ হইয়া থাকে। যাঁহারা এই প্রকার বিবাহ করেন তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যে হিন্দু দায়ভাগের ন্যায় একখানি উন্মুক্ত তরবারী আমাদের শিরোপরি দোদুল্যমান। অর্থাৎ প্রত্যেক পুত্রই বিষয়ের সমভাগী। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য দেশবাসীগণের মধ্যে কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্রই উত্তরাধিকারী হইয়া থাকেন। আমাদের বিবেচনায় পুত্র থাকিতে পুনর্বিবাহ অন্যায় এবং সমাজের অপকারী; যে বয়সেই পুনর্বিবাহ হউক না কেন বিমাতা গৃহে আসিলেই বিপদ। অতি প্রাচীন সময় হইতে দেখা যায় যে বিমাতা গৃহের বিষবৃক্ষ। সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র তদীয় বিষবৃক্ষ গ্রন্থে চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া বাঙ্গালী জাতিকে শিক্ষা দিয়াছেন। শুনা যায় উক্ত গ্রন্থের নগেন্দ্রনাথ দত্তের স্থান তিনি নিজেই অধিকার করেন। সংসারের সর্ব্বনাশ করাই যেন বিমাতার কার্য্য, শরৎ বাবু কি বিজয় বসন্তের আখ্যায়িকা ভুলিয়া গিয়াছেন। শরত বাবুর বিমাতা প্রবন্ধেও দেখা যাইতেছে যে ঐ বিমাতার (যদিও অসাধারণ ভাবে সুখদায়িনী) গর্ভজাত পুত্রগণ নীলমাধবের সংসারের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন। রাধাবল্লভ যদি বিবাহ না করিতেন তবে সুখ শান্তি অবিচলিতভাবে নীলমাধবের সংসার প্রতিষ্ঠিত থাকিত।

দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিবার পূর্ব্বে রাধাবল্লভের মনে কি নিম্নলিখিত চিন্তার তরঙ্গ উত্থিত হয় নাই? আবার বিবাহ! ইন্দুমতীর (ক) ন্যায় স্ত্রী কি আর কখনও আমি পাইব? সেই যত্ন প্রতিষ্ঠিতা সোনার প্রতিমাকে হৃদয় মন্দির হইতে বিসর্জ্জন দিয়া আবার আর এক মূর্ত্তি কিআনি কিসের, আনিয়া সেই পবিত্র স্থানে বসাইব? আমিকি পিশাচ, আমিকি লম্পট, আমিকি পশু বৃত্তি পরায়ণ, ইন্দু যে আমার ধর্ম্মপত্নী, আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী, তাহার সহিত আমার যে ইহলোক পরলোকে অচ্ছেদ্য অভেদ্য সম্বন্ধ। আমি সেই স্বর্গতা দেবীর উপাসনা ত্যাগ করিয়া, তাহার পবিত্র পরিণয়ের নিদর্শন জীবন সর্ব্বস্ব নীলমাধবকে পর করিয়া অন্য রমণীকে পত্নী

(ক) মূল প্রবন্ধে রাধাবল্লভের প্রথমা স্ত্রীর নাম নাই তাই আমরা তাঁহার ইন্দুমতী নামকরণ করিলাম। ক্রমশঃ

বলিয়া গ্রহণ করিব? স্বামী-বিয়োগ-বিধুরা হিন্দুর বিধবা মহিলাগণ মৃত পতির উদ্দেশ্যে, পরলোকে তাঁহার আত্মার সহিত মিলনোদ্দেশে আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, পুত্র রাখিয়া যে সাধ্বী সাবিত্রী লোকে প্রস্থান করেন তাঁহার সহিত পরলোকে মিলনোদ্দেশে আজীবন ব্রহ্মচর্য্য যে পুরুষ পালন না করেন তিনি কি মানুষ না পশু। আমি কেন পুনরায় বিবাহ করিব, নীলমাধবের দ্বারা আমার বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ সাধন হইয়াছে—। আমি আর বিবাহ করিতে পারিবনা। আমার কি পাপের ভয় নাই, আমি কি ঈশ্বর পরলোক মানিনা আমি কি হিন্দু নহি ইত্যাদি। এইরূপ চিন্তা যে পুরুষের মনে পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহের পূর্ব্বে উদয় না হয় তিনি কামুক পশুবৃত্তি পরায়ণ।”

বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য কি? বংশরক্ষা। ইহার গৌণ উদ্দেশ্য কি? স্বর্গবাস, সংসার সঙ্গিনী, পরামর্শদাত্রী ইত্যাদি। বঙ্গদেশে বঙ্গবাসিগণ মধ্যে অবিবাহিত পুরুষ প্রায়ই দেখা যায়না, যদি চিরকালই সংসার জালে জড়িত হইয়া থাকিলাম তবে দেশের কার্য্য, পরোপকার, ত্যাগ ইত্যাদি কে করিবে? এই সকল কারণ বশতঃ পুত্র বিদ্যমানে পুনর্বিবাহ নিতান্ত অসঙ্গত মনে করি। হিন্দুর বিবাহ অনন্ত-কাল-ব্যাপী, সাময়িক বন্ধন নহে স্বামীর মৃত্যু অন্তে বিধবা স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহ প্রচলিত নাই। তাঁহাকে চিরকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে পুরুষের পক্ষে উক্ত নিয়ম প্রবল হইবেনা কেন? শরৎ বাবু এই কথার কি উত্তর দিতে পারিয়াছেন? পরলোক বাসিনী পত্নীর আত্মা মৃত্যুর পর পারে স্বামীর সহিত পুনর্মিলনের আশা করিয়া থাকেন। সেই স্বামী যদি পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করেন তবে সেই স্বামীবিরহজীবিতার আত্মার কতদূর বিষাদের কারণ হয় পাঠক বিচার করিয়া দেখিবেন। পরলোকগতা পত্নীর আত্মা ইহলোকের সপত্নীর প্রতি অত্যাচার করিতে মধ্যে মধ্যে আমারা দেখিতে পাই এই সমস্ত কারণে পুত্র রহিলে পুনর্ব্বার বিবাহ করা আমরা অসঙ্গত মনে করি ইতি।

সম্পাদক

বিবিধপ্রসঙ্গ।

১। পুস্তক বিতরণ।—চট্টগ্রাম অন্তর্গত চিবদইরগ্রাম নিবাসী শ্রীমৎকমল মজুমদার প্রণীত তদীয় উপাস্য তম দিষ্ট “সধবনামী “পুস্তিকা এবং মহাচণ্ডী” নাম্নী পুস্তিকা উক্ত মহাত্মার আদেশানুযায়ী আর্য্য কায়স্থ প্রতিভার গ্রাহকগণের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরিত হইতেছে। উভয় গ্রন্থই বঙ্গানুবাদ সহ প্রাঞ্জল সংস্কৃতে রচিত। পুস্তক দ্বয়ের সমালোচনা পূর্ব্বেই প্রতিভায় প্রকাশিত হইয়াছিল। আশাকরি গ্রাহকগণ কায়স্থ মহর্ষি শ্রীযুক্ত

লক্ষণ মজুমদারকে দিয়াছেন মাত্র। গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়গণ প্রত্যেক পুস্তক অর্দ্ধ আনা পয়সার টিকিট পাঠাইলে পুস্তক পাঠান যাইবে। পুস্তকের সংখ্যা অধিক নাই গ্রাহকগণ সত্বর হইবেন।

২। কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর দেববর্ম্মা ফরিদপুরের অন্তর্গত খোলকুণ্ডী গ্রাম হইতে লিখিয়াছেন—

বিগত ২২শে মাঘ শ্রীপঞ্চমী দিবসে কায়স্থ সমাজের পরমহিতৈষী দিনাজপুরাধিপ মহারাজা শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায়বাহাদুর মহোদয় তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবন (৪১ নং ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট) যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। উপনয়ন স্থলে পাইক পাড়ার কুমার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, পাঁচথুপীর গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ দেববর্ম্মা, এবং নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়গণ এবং শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ প্রমুখ পণ্ডিত অধ্যাপকগণ উপস্থিত ছিলেন। মহারাজের দীর্ঘজীবন এবং সমৃদ্ধি আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।

৩। নারীর কার্য্য।—মেদিনীপুর অন্তর্গত কাঁথি হইতে প্রচারিত নীহার নাম্নী সাপ্তাহিক পত্রিকা ১১ই মাঘ তারিখ হইতে উদ্ধৃত। নারী জাতি যে পর্য্যন্ত শিক্ষা ও স্বাধীনতা না পাইবে তাবৎ তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইবে না, আমরা বঙ্গবাসী, সমাজের শ্রেষ্ঠ অর্দ্ধাংশকে অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিতেছি; কেবল তাহা নহে তাঁহাদের রক্ষার জন্য পুরুষের কত শক্তি ও সময় অযথা ক্ষয় হয়। রেলে ষ্টিমারে কত সময়ে কত অত্যাচার হইতেছে, নারীগণ বলহীনতা প্রযুক্ত আপনাদিগের মান সম্ভ্রম রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। আমরা তাঁহাদিগকে হীনবীর্য্য করিয়া রাখিয়াছি, নারীদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া প্রয়োজন। তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র প্রশস্ত করা আবশ্যক নতুবা সমাজ উন্নত হইবে না। আজ ৭ বৎসর হইল বোম্বাই প্রদেশের শিক্ষিতা এবং স্বাধীন মহিলাবৃন্দ বোম্বাই নগরে একটী সেবা সদন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ইহাতে দরিদ্র নারায়ণের সেবা হয়। মহামতি রাণাডের পত্নী ইহার সভাপতি। মিঃ চন্দ্রাবরাকরের পত্নী ও অন্যান্য অনেক মহিলা ইহার কমিটীর সভ্য, অবশ্য বোম্বাইয়ের অনেক নেতৃস্থানীয় পুরুষ এই প্রতিষ্ঠানের সহায়তা করেন কিন্তু নারীগণই সমস্ত কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। এই সেবা সদনের একটী বাড়ী আছে। বাড়িটী ইহাদের নিজ সম্পত্তি, ইহাতে দরিদ্র গৃহহীনের সেবা হয়, নানাপ্রকার শিল্পশিক্ষা দেওয়া হয়। ইংরেজী মাহারাটি ও গুজরাটী ভাষায় বিনাবেতনে শিক্ষা দেওয়া হয়। উক্ত সেবা সদনের জন্য দাতব্য ঔষধালয় এবং পুস্তকাগার ও বিদ্যালয় ইত্যাদি আছে। এই সেবা সদনের মুখ্য উদ্দেশ্য, নীহারে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

এস সবে আপনার সকল সম্ভার,
দাও আনি নারায়ণে পূজা উপচার!
দেহে তুমি অনাথায়, ক্ষুধায় অশন,
নিরাশ্রয়ে দিয়া গৃহ, লজ্জায় বসন।
পীড়িতে ঔষধ পথ্য শোকার্ত্তে সান্ত্বনা,
দিয়া মূর্ত্ত নারায়ণে কর আরাধনা॥

আমরা কতবার উল্লেখ করিয়াছি এই নরনারীর সেবাই প্রকৃত ধর্ম্ম, ইহারাই আমাদের পূজা জীবন্ত দেবতা। কি ভাবে

আমরা বঙ্গদেশে মহিলা জাতিকে অবরোধে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি তাহা আমাদিগের লিখিবার প্রয়োজন করে না তাহা আপনারা সকলেই জানেন। শ্রুতি বলিয়াছেন :— "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" ফলতঃ বল হীনের পক্ষে কিছুই লভ্য নহে। আমরা নারিজাতিকে বলহীন করিয়া কতদূর অন্যায় কার্য্য করিতেছি তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। সকলেরই কর্ত্তব্য নারিজাতিকে বিশেষভাবে উন্নত করা। কলিকাতার ন্যায় মহানগরে বোম্বাইয়ের আদর্শে কেবল নারী-গণের দ্বারা পরিচালিত সেবা সদন নাই। দরিদ্রগণের জন্য যে দুই একটি আশ্রম আছে তাহাও অতিশয় নগণ্য।

৪। ফরিদপুর কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচার সমিতির দান প্রাপ্তি স্বীকার।—আমরা ধন্যবাদের সহিত ফরিদপুর জেলার কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচার কল্পে নিম্নলিখিত মহাত্মাগণের নিকট হইতে এককালীন দান প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

ফরিদপুর কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচার সমিতির দান প্রাপ্তি স্বীকার।—১। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় সাং কাইশ রশী ৫৲। সুরেন্দ্রলাল দাষ বর্ম্মা সাং বর্ণী ৩৲। কেদারনাথ বর্ম্মা সাং দৌলত-পুর ৩৲। বিরাজমোহন রায় সাং কুমিয়া ১৲ সুরেশচন্দ্র ধর বর্ম্মা সাং ডোমরাকাঁদি ১৲ অশ্বিনীকুমার দত্তবর্ম্মা সাং কাশীমপুর ১৲। মনোমোহন দাষ সাং কুলপদ্দী ১৲। অবিনাশ-চন্দ্র দত্তবর্ম্মা সাং বাহাদুরপুর ২৲। রসিক-লাল দাষবর্ম্মা সাং নিলখী ১৲। জনৈক কলেজের ছাত্র ১৲। বিহারীলাল চন্দ্র সাং শাখারপাড় ১৲। উপেন্দ্রচন্দ্র বসু ১৲সাং এতমাদপুর নদীয়া। যাদবচন্দ্র মজুমদার সাং গোপালপুর ২৲। হরকুমার ঘোষ সাং সাহের পুকুরপাড় ১৲। শ্রীশচন্দ্র দাষ সাং নিলখী ১৲। চন্দ্রকুমার দেব সরকার সাং চরনকর ১৲। জনৈক ভদ্রলোক ১৲। মোট—২৭৲ টাকা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা সম্পাদক।

৫। কায়স্থোপনয়ন।—কলিকাতা হইতে শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন :—

বিগত ২রা ফাল্গুন সোমবার ফরিদপুর কায়স্থধর্ম্ম প্রচার সমিতির বিশেষ চেষ্টায় ফরিদপুর জেলার দৌলতপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্মার কলিকাতা ১৬নং মানিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীটস্থিত ভবনে একটি উপনয়ন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া তিনি স্বয়ং ও নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ উপবীতী হইয়া স্ব স্ব বংশের মুখোজ্জ্বল ও জাতীয় গৌরব বর্দ্ধনের সহায়তা করিয়াছেন। উক্ত উপনয়ন কেন্দ্রে আচার্য্যের কার্য্য শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন ও তন্ত্রধারকের কার্য্য কেদার বাবুর দেশের পুরোহিত শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় নিষ্পন্ন করিয়াছেন। উপনয়ন কেন্দ্রের সমস্ত ব্যয়ভার উক্ত দেববর্ম্মা মহাশয়ই বহন করিয়াছেন। উপনয়নান্তে উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণকে ও উপবীতীদিগকে সমাদরে জলযোগ করাইয়া গৃহস্বামী যেরূপ পরিতুষ্ট করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে বস্তুতঃই প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহার যেমন উৎসাহপূর্ণ বক্ষ, তেমনই উদারঅন্তঃকরণ ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপাও যথেষ্ট তাই আমরা আশা করি তাঁহার উৎসাহ উদ্যমে কায়স্থজাতির সংস্কার কার্য্য তাঁহার স্বদেশীয় সমাজে বহুদূর প্রসারিত হইবে। ভগবান্

তাঁহার কল্যাণ করুন। এই উপনয়ন ক্রিয়া সুসম্পন্ন করাইবার জন্য যাঁহারা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমান্ মাখন লাল দত্তবর্ম্মা ও শ্রীমান্ পরেশনাথ দাসবর্ম্মার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। ইহাঁদের উৎসাহ উদ্যম চির অক্ষুণ্ণ থাকুক ইতি।

১। কেদারনাথ দেব। ২। রাসবিহারী দত্ত। ৩। চন্দ্রকুমার দাস। ৪। অম্বিকাচরণ দাস। ৫। রাধিকাচরণ দাস। ৬। মথুরানাথ দাস। ৭। অশ্বিনীকুমার দাস। ৮। যতীশচন্দ্র দাস ৯। কুঞ্জবিহারী কর সর্ব্বসাকিন দৌলতপুর। ১০। কামিনীকুমার বসু। ১১। রাসবিহারী দত্ত। ১২। গিরীন্দ্রনাথ দত্ত। ১৩। রাজেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৪। প্রিয়লাল দাস সর্ব্বসাকিন দিঘলীয়া কাশিমপুর। ১৫। নবকুমার দাস। ১৬। ভোলানাথ দাস ১৭। মনোমোহন দাস। ১৮। ব্রজেন্দ্রচন্দ্র লোধ। ১৯। শরচ্চন্দ্র পাল। ২০। চিন্তাহরণ তালুকদার। সর্ব্বসাকিন শরমঙ্গল। ২১। বরদাকান্ত দত্ত। ২২। প্রহ্লাদচন্দ্র দত্ত ২৩। রাজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত। সর্ব্বসাকিন দীঘলপাড়া। ২৪। শরচ্চন্দ্র দত্ত। ২৫। মৃত্যুঞ্জয় দত্ত। ২৬। রাজেন্দ্রমোহন দেব ২৭। মনোমোহন নন্দী। সর্ব্বসাকিন খাটখাল্লা। ২৮। রসিকলাল দাস সাং নিলখী। ২৯। সুরেশচন্দ্র ধর সাং ডোমরাকান্দী। ৩০। সুরেন্দ্রনাথ দেব সাং শ্রীনদী। ৩১। রসিকলাল ঘোষ সাং চরব্রাহ্মণদী। ৩২। রজনীকান্ত নন্দী সাং দিগনগর। ৩৩। গোপীনাথচন্দ্র ঘোষরায় সাং বটমারি ইত্যাদি।

৬। কায়স্থোপনয়ন:—ফরিদপুর অন্তর্গত বেড়াদী গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত দীননাথ বসুবর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন:—বিগত ১৬ই মাঘ বৃহস্পতিবার বেড়াদী গ্রামে শ্রীযুক্ত উমাচরণ চন্দ্রের বাটীতে কেন্দ্র হইয়া চাঁদড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীদাস চক্রবর্ত্তীর আচার্য্যত্বে যথা শাস্ত্র নিম্নলিখিত দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ মহোদয়গণের উপনয়ন হইয়াছে। ১। রসিকলাল বসু ২। কেদারনাথ চন্দ্র, ৩। শরচ্চন্দ্র চন্দ্র, ৪। নেপালচন্দ্র চন্দ্র। ৫। অক্ষয়কুমার সরকার। ৬। মনোরঞ্জন ঘোষ ৭। শ্রীহেমন্তকুমার চন্দ্র সর্ব্বসাকিন বেড়াদি। ৮। শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বসু সাকিন চাঁদড়া। উপবীতী কায়স্থ মহোদয়গণের দীর্ঘজীবন ও সমৃদ্ধি প্রার্থনা করি।

৭। যজ্ঞোপবীত প্রস্তুত।—নিম্নলিখিত বিধবা কায়স্থ মহিলা যজ্ঞোপবীত প্রস্তুত করিতেছেন প্রত্যেক পবিত্রে ত্রিদণ্ডী থাকিবে। মূল্য অর্দ্ধআনা মাত্র। এক টাকা তিন আনার ভিপিতে ৩২টী পৈতা পাওয়া যাইবে। পৈতাগুলি উত্তম হইয়াছে। উক্ত মহিলার ঠিকানা—শ্রীমতী মোক্ষদাসুন্দরী ঘোষ শ্রীযুক্ত দীননাথ বসুবর্ম্মা মহাশয়ের বাটী গ্রাম বেড়াদী, পোঃ আফিস মহিশালা জেলা ফরিদপুর।

৮। রংপুর জিলান্তর্গত পোঃ উলিপুর ওয়ারি কাছারী হইতে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় তাঁহার ২৪শে মাঘ তারিখের পত্রে লিখিতেছেন—

"যথারীতি প্রচার না থাকায় কায়স্থ সমাজ দৈনন্দিন হীনপ্রভ হইতেছে। উপনয়ন প্রসার এককালীন নাই বলিলেই হয়। বড়ই দুঃখের কথা। আপনি এতৎসম্বন্ধে বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। যাহাতে প্রচার কার্য্য আপনাদিগের দ্বারা কিংবা কলিকাতার কায়স্থ সভা দ্বারা জেলায় জেলায় বিস্তৃত হয় তাহা বিশেষ চেষ্টা পাইবেন। অপর বিগত ২৩শে মাঘ রবিবার শ্রীযুক্ত হরিমোহন গুপ্ত-

চন্দ্র মহাশয়ের পৌরোহিত্যে আমি যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছি। আমার জন্য একখানা কায়স্থ কুসুমাঞ্জলি অবিলম্বে ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইবেন।" উক্ত বন্ধু শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে কলিকাতা ১৮ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীট বাগবাজারে একটী কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচার সমিতি গঠিত হইয়াছে। কায়স্থ জাতির পরম হিতৈষী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা মহাশয় তাহার সম্পাদক। আশা করি ওয়ারী কাছারী হইতে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দেববর্ম্মা মহাশয় কিঞ্চিৎ সাহায্য সংগ্রহ করিয়া উক্ত ঘোষ মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

৯। কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপন:—বিগত ১২শে মাঘ শুক্রবার মধ্যাহ্ন কালে লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর মহাসমারোহে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভিত্তি কাশীনগরীতে সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বহুদূর বিস্তৃত একটি প্রকাণ্ড প্যাণ্ডালে সুসজ্জিত স্তরে স্তরে সংস্থাপিত আসনে প্রাতঃকাল হইতেই বহু লোকের সমাগম আরম্ভ হইয়াছিল। অত্যধিক জন সমাগমে বিস্তৃত প্রাঙ্গনটি মনুষ্যের মস্তক পূর্ণ একটি সাগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। ঠিক দ্বাদশ ঘটিকার সময় সুমধুর বাদিত্রের সহিত ইংরাজ জাতীয় সঙ্গীত গীত হইতে লাগিল। উভয় পার্শ্বে সুসজ্জিত সৈন্যগণ তাহাদিগের অস্ত্র সম্মুখে ধারণ করিলে ভারত সম্রাটের প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয় সস্ত্রীক বেদিকার মধ্যস্থলে সুবর্ণ খচিত সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তাহার দক্ষিণে কাশ্মীর, যোধপুর, বিকানীর, কোটা, ইন্দোর, আলোয়ার, মাণ্ডী, পাতিয়ালা, কাশী ইত্যাদি স্বাধীন করদ রাজন্য সামন্তগণ স্বীয় স্বীয় সুসজ্জিত সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহার বামদিকে আমাদিগের পরমপ্রিয় লর্ড কারমাইকেল প্রমুখ উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং বেহারের শাসন কর্ত্তা দ্বারভঙ্গের মহারাজা বাহাদুর ও স্যার সঙ্করণ নায়ার, সর্দ্দার দলজিত সিং ডাক্তার সুন্দরলাল, দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি ইত্যাদি তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন।

জাতীয় সঙ্গীত গীত হইলে কাশীর কেন্দ্রস্থিত (central) হিন্দু কলেজের বালিকাগণ নব সংস্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিরোদেশে তদীয় আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কামনায় বাগ্দেবী শ্রীশ্রীসরস্বতীর নিকট প্রার্থনা করিলেন। তদনন্তর দ্বারবঙ্গের মহারাজা বাহাদুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যগণের পক্ষ হইতে লর্ডহার্ডিঞ্জকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক উক্ত বিদ্যালয়ের ভিত্তি সংস্থাপন জন্য প্রার্থনা করিলেন। উক্ত মহারাজ বাহাদুর বিগত খৃষ্টাব্দ ১৯০৪ হইতে আজ অবধি সর্ব্বকাল এই বিশ্ববিদ্যালয় গঠন জন্য যে যে মহাত্মার নিকট যে প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার একটি বৃত্তান্ত পাঠ করিলেন। তিনি বলিলেন যে এ যাবৎ এক-কোটি টাকা সংগ্রহ হইয়াছে আরও অর্দ্ধ কোটির প্রয়োজন। লর্ড হার্ডিঞ্জ এবং স্যার হারকোর্ট বটলার মহোদয় উভয়ের অনুগ্রহে বিশ্ববিদ্যালয় সুখকল্পনা হইতে প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি নিম্ন শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষা হইতে অতি উচ্চ শিক্ষা পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইবে, পরীক্ষা

এবং উপাধি ব্যতীত হিন্দু দিগের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম সম্বন্ধীয় শিক্ষা প্রদান করিবে। এবং ছাত্রগণের এই স্থানে বাস করিবার জন্য ও সুব্যবস্থা হইবে। তখন স্তর মহারাজ বাহাদুর কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ভারত সম্রাট মহোদয়ের প্রতিনিধি মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি যথারীতি সংস্থাপন করিলেন। কাশী মহারাজার গৃহ রামনগরে জলযোগের পর সন্ধ্যার আরতির শঙ্খঘণ্টা মধুর নিনাদে বারাণসী ক্ষেত্র প্রতিধ্বনিত হইবার সময় নিমন্ত্রিত মহোদয়গণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

১০। জৈন ধর্ম্ম।—এই মহান ধর্ম্ম সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের একটি শাখা। জৈন শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি কথিত হইয়াছে:—রাগদ্বেষাদি দোষান্ বা কর্ম্ম শত্রূন্ জয়তীতি জিনঃ তস্যানু যায়িনো জৈনাঃ।

অর্থাৎ যাঁহারা রাগ দ্বেষাদি দোষ সমূহ অথবা কর্ম্ম শত্রু সকলকে জয় করিতে পারিয়াছেন তাঁহারাই জিন, আর যাঁহারা ঐ জিনের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম পালন করেন তাঁহারাই জৈন। প্রথম জিন ঋষভ দেব হইতে অদ্যাবধি ২৪জন জিনের আবির্ভাব হইয়াছে। জৈন ধর্ম্ম কোন কোন স্থানে বেদ বিরুদ্ধ হইলেও নাস্তিক চার্ব্বাক দর্শনের ন্যায়, "ভস্মীভূতস্য দেহস্য, পুনরাবর্ত্তনং কুতঃ" অর্থাৎ যে দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল তাহা আবার আসিবে কোথা হইতে এইরূপ পরলোক সম্বন্ধে অভাব প্রভৃতি জৈনাচার্য্যগণ কখনও প্রচার করেন নাই, পক্ষান্তরে [illegible] তাঁহারা বুঝাইয়াছেন যে আত্মা অজ্ঞতাব-[illegible] এবং এই হইতে আত্মার [illegible]ভেদ চিন্তা সতত করিবে। জৈন দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন আত্মা ত্রিবিধ; বহিরাত্মা অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা, যাহারা মোহ নিদ্রার প্রভাবে চেতনা শূন্য হন তাঁহারাই বহিরাত্মার উপাসক। যাহারা বাহ্যভাব অতিক্রম করিয়া কূটস্থ আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারেন তাঁহারাই অন্তরাত্মা উপাসক। আর যাঁহারা সত্যান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নির্লিপ্ত নিত্য সুখময় ও সাক্ষী স্বরূপ পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারেন তাঁহারাই পরমাত্মার উপাসক।

১১। বিগত ৬ই ফাল্গুন শুক্রবার কলিকাতা মহানগরে দিনাজপুরের মহারাজ বাহাদুরের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার জগদীশনাথ রায় বাহাদুরের শুভ বিবাহ বাকীপুরের সরকারী উকিল রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ রায় বাহাদুরের পৌত্রীর সহিত মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বহু ব্রাহ্মণ অধ্যাপক নিমন্ত্রিত হইয়া ছিলেন। নবদ্বীপ হইতে বর্ত্তমান যে নিম্ন লিখিত চারিজন প্রধান অধ্যাপক আছেন সকলেই বিবাহ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন যথা:-(১) মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, ২। যোগেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ ৩। মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগিশ এবং ৪। নৃসিংহনাথ বাচস্পতি বাকলা সমাজে শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ বিক্রমপুরের ৬ জন, বর্দ্ধমানের ২২ জন, মুরশিদাবাদের ৪০ জন, বীরভূম বাঁকুড়াদী স্থান হইতে ২৫ জন কলিকাতার ৫০ জন যশোহর ইত্যাদি স্থান হইতে ২০ জন উত্তর প্রদেশ [illegible] দিনাজপুর রাজসাহী পাবনা ইত্যাদি স্থান হইতে ১৮০ জন প্রায়

প্রায় সার্দ্ধ ত্রিশত অধ্যাপক এবং অন্যান্য বহু ব্রাহ্মণ বিবাহে উপস্থিত থাকিয়া নব দম্পতীকে এবং মহারাজ বাহাদুরকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। এই বিবাহোপলক্ষে কলিকাতার প্রধান প্রধান কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হন। তাঁহারা বিবাহের পূর্ব্বদিন রাজমন্দির নামক ভবনে মহারাজ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া আহারাদি করিয়াছিলেন এবং উক্ত তারিখে কলিকাতা ক্লাবে ইংরেজী খানা হইয়াছিল আমরা ভগবানেরনিকট নবদম্পতীর দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি। ফরিদপুর জেলা হইতে ২জন অধ্যাপক নিমন্ত্রিত হন তাঁহারা প্রত্যেকে ২০৲ কুড়ি টাকা বিদায় ও পাথের ৭৲ সাত টাকা এবং কলিকাতার খোরাকী বলিয়া ৩৲ তিন টাকা মোট ৩০৲ ত্রিশটাকা পাইয়াছেন এবং উপনীত কায়স্থের পক্ষীয় পুরোহিত দিগের প্রত্যেককে দশ টাকা হিসাবে রহিত বিদায় মহারাজ বাহাদুর দিয়াছেন। ফরিদপুর জেলা হইতে আমরা যতদূর জানি ৫জন পুরোহিত ঐ প্রকার বিদায় পাইয়াছেন, অন্যান্য জেলার কতজন পুরোহিতকে ঐ প্রকার বিদায় দেওয়া হইয়াছে তাহা আমরা জ্ঞাত নাই। যে প্রকার আয়োজন তাহাতে নানাস্থানের বহু অধ্যাপকও পুরোহিত বিদায় পাইয়াছেন, এই প্রকার মহাসমারোহে বিবাহ আর কুত্রাপি দেখা যায় না। এই বিবাহে মহারাজ বাহাদুরের বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছে।

১২। রাঁচি হইতে আমা দঃ শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসু দেববর্ম্মা লিখিতেছেন—

বিগত ২২শে কার্ত্তিক সোমবার আমাদিগের আদি পুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের পূজা নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মৃতিরত্ন প্রণীত পদ্ধতি অনুসারে ত্রিপুরা অন্তর্গত আমার বাটী গোকর্ণ গ্রামে, আমার পুরোহিত শ্রীযুক্ত সর্ব্বচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও তন্ত্র ধারক শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ মণ্ডলী সমস্তই পূজায় উপস্থিত হইয়া প্রসাদাদি ও দক্ষিণা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিগত ৩রা পৌষ রবিবার আমার কন্যা শ্রীমতী মঙ্গলাবালা দেবীর শুভ অন্নপ্রাশন ক্রিয়া আমার রাঁচিস্থ বাসাবাটীতে আমি নিজেই সম্পন্ন করিয়াছি। এই সকল পূজা অর্চ্চনাদি স্বয়ং নিষ্পন্ন করিতে পারিলে বড় আনন্দানুভব হয়। আমরা আশা করি বঙ্গীয় উপনীত কায়স্থ মহোদয়গণ পূজার্চ্চনাদি নিজেই সম্পন্ন করিবেন। ব্রাহ্মণ দ্বারা আর পূজাদি করিবার প্রয়োজন নাই। তবে বৃহৎ বৃহৎ পূজায় স্বপক্ষীয় ব্রাহ্মণগণকে নিযুক্ত করিবেন।

১৩। কায়স্থোপনয়ন।—জেলা মুর্শিদাবাদ জঙ্গিপুর অন্তর্গত হিলোড়া গ্রাম নিবসী শ্রীযুক্ত নটবর দাস দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন :—হিলোড়াগ্রাম উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থের মিত্র ভূম সমাজ মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ স্থান। তত্রস্থ কায়স্থ মহোদয়গণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া গত ১৩২০ বঙ্গাব্দে চৈত্র মাস হইতে উপবীত গ্রহণ ও ক্ষত্রিয়াচার মতে ক্রিয়াদি করিতেছেন বিগত ২৩শে মাঘ রবিবার নিম্ন লিখিত কায়স্থগণ যথা শাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে, মিত্রভূম সমাজ মধ্যে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণের অগ্রণী শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ঘোষ মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে কাঞ্চনতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ততর্কালঙ্কার মহাশয়ের আচার্য্যত্বে এবং নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পৌরো-

ক্ষিত্তো ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়াছেন, ১। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ঘোষ ২। অশ্বিনীকুমার ঘোষ ৩। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ ৪। শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ঘোষ ৫। শ্রীবিরাজকুমার ঘোষ গ্রামস্থ কায়স্থ মহোদয়গণের বিশেষ সহানুভূতি ও উৎসাহ ছিল। অনুপনীত কায়স্থগণ শীঘ্রই উপনয়ন গ্রহণ করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।" আমরা আশা করি মিত্রভূম নিবাসী উপনীত কায়স্থ মহাত্মা গণ তাঁহাদিগের নিজ নিজ বাটীর পূজা পার্ব্বণাদি নিজেই সম্পন্ন করিবেন।

১৪। ভবিষ্যদ্বাণী।—ম্যাডেম থিবিশ নাম্নী একজন ফরাসী দেশীয়া ভবিষ্যৎ বক্তা মহিলা যিনি পাশ্চাত্য সমর আরম্ভ হইবার একমাস পূর্ব্বে যুদ্ধের দিন অবধারিত করিয়াছিলেন, তিনি বলিতেছেন যে আগামী গ্রীষ্ম ঋতুতে অর্থাৎ জুলাই মাসে এই পাশ্চাত্য মহাসমরের অবসান হইবে। এবং যুদ্ধের পর ফরাসী প্রমুখ মিত্র পক্ষগণ জয়লাভ করতঃ মহোৎসব করিবেন এবং যে জার্ম্মাণ সম্রাটের উত্তেজনায় কোটি কোটি লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে তাঁহার অস্বাভাবিক শোচনীয় মৃত্যু অবধারিত হইয়াছে। যুদ্ধের পর সমস্ত পৃথিবীতে একটী নূতন যুগের প্রতিষ্ঠা হইবেক। তাহাতে সকল জাতিই সুখশান্তিতে বাস করিতে পারিবে। ফরাসী মহিলার এই ভবিষ্যদ্বাণী কার্য্যে পরিণত হইলে আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিব।

১৫। কায়স্থোপনয়ন।—রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বাশিলা গ্রামে শ্রীযুক্ত গনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার নিজ বাটীতে যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে উপনীত হইয়াছেন।

১৬। বিরাট কায়স্থোপনয়ন।—বিগত ১৩ই ফাল্গুন সোমবার ফরিদপুর জিলান্তর্গত দৌলতপুর গ্রামে কায়স্থ-সমাজ-হিতৈষী শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্মা মহাশয়ের ভবনে একটি বিরাট কেন্দ্র হইয়া সমাজ ঈশ্বপুর, নগর, দাড়াদিয়া, দৌলতপুর দিঘলপাড়া, খাটপাড়া, চরিগঞ্জ, শরখাড়া, বাজিতপুর, সত্যবতী, শ্যামপুর, আর্য্যরসুলপাড়া মোচন, আলগী প্রভৃতি চৌদ্দখানি গ্রাম নিবাসী ৭০ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। দৌলৎপুর নিবাসী পূজাপাদ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় আচার্য্য, বিক্রমপুর স্বর্ণগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ মুখপাধ্যায় তন্ত্রধারক এবং আর্য্যাদত্তপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত শশধর বিভারত্ন সদস্য এবং মাদারীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ পাঠক মহাশয় হোতা কার্য্যে ব্রতী হইয়া ছিলেন। উক্ত উপনয়ন কেন্দ্রে ঐ সকল গ্রাম নিবাসী বহু সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন, সকলকেই পরিতোষ পরিতোষ ভোজন করান হইয়াছিল। নানা প্রকার বাদ্য তরঙ্গে এবং জনকোলাহলে এই মহোৎসব ক্ষেত্র মুখরিত হইয়াছিল। এই সুমহৎ বিরাট ব্যাপারে কেন্দ্রস্থল যে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। এই মহোৎসবের সমস্ত ব্যয় স্বজাতিগত প্রাণ উক্ত কেদার বাবু স্বয়ং বহন করিয়া স্বকীয় কায়স্থ সমাজের নিকট ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই মহাত্মাই বিগত ২শরা ফাল্গুন তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে নিজ ব্যয়ে ৩২ জন কায়স্থসহ উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহার ব্যয়ে এবং আমাদিগের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা